সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী—সং ৩০

শ্রীশ্রীপদকল্পতরু

পরিশিষ্ট

অর্থাৎ

পদকর্ত্তা বৈষ্ণবদাসের সঙ্কলিত কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৈষ্ণব পদকর্ত্তৃগণের
তিন হাজারের উপর পদাবলীর সূচী, পদকর্ত্তৃগণের সূচী,
সম্পাদকের ভূমিকা এবং শব্দ-সূচী
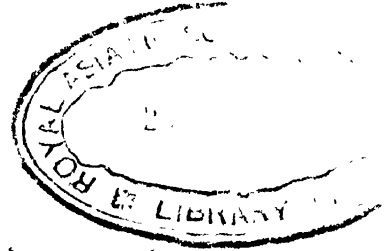
পঞ্চম খণ্ড

সতীশচন্দ্র রায় এম এ সম্পাদিত

কলিকাতা
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত
১৩৩৮

মূল্যাদি—পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৷৵৹, শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ১৷৵৹ এবং সাধারণের পক্ষে ২৷৹

সতীশচন্দ্র রায় এম এ

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায়

(জন্ম—১লা কার্ত্তিক, ১২৭৩, মৃত্যু—৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)

গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ধামগড় গ্রামে নিজ বাড়ীতে অবস্থানকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। স্বর্গীয় রায় মহাশয় ১২৭৩ বঙ্গাব্দের ১লা কার্ত্তিক ধামগড়ের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ও তৎপরে ঢাকা কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ঢাকা কলেজ হইতে এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা আসিয়া General Assembly's Institution এ ভর্ত্তি হন। তথা হইতে বি এ ও পরে সংস্কৃত কলেজ হইতে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম এ পাশ করিবার পর কিছু দিন তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপকের কাজ করেন। পড়াশুনা ও গবেষণার পক্ষে ঐ চাকুরী অনুকূল না হওয়ায়, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃত ও প্রাচীন সাহিত্যের বিশেষরূপ আলোচনা করিতে থাকেন।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন। তিনি বি এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে অনার্স লইয়া প্রথম শ্রেণীতে গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তাঁহাদের সঙ্গে প্রথম হন—পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়। তাঁহার সহপাঠিগণের মধ্যে খ্যাতনামা অধ্যাপক স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু কর্ম্মবীর স্বর্গীয় অশ্বিকাচরণ উকিল মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সংস্কৃত কলেজ হইতে সংস্কৃতে এম এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং সোণামণি বৃত্তি লাভ করেন।

কর্ম্মজীবনের অবসানে প্রায় গত ১০ বৎসর যাবৎ বাড়ীতে অবস্থান করিয়া তিনি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে সাহিত্য-চর্চ্চা ও সাহিত্য-সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি গত ৪০ বৎসর ধরিয়া বৈষ্ণব-পদাবলীর আলোচনায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার ন্যায় এরূপ দীর্ঘকাল একনিষ্ঠার সহিত একটি বিষয়ের আলোচনায় রত থাকার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত "পদকল্পতরু" তাঁহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। পদাবলী-সাহিত্য-প্রকাশ-কার্য্যে তাঁহার অধ্যবসায়, গবেষণা ও নৈপুণ্য যে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছে, তাহা স্বর্গগত মনীষী রামেন্দ্রসুন্দর, বিশ্ব-বরেণ্য কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ সুধীবর্গ মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। বৈষ্ণব-পদাবলী বিষয়ক তাঁহার বহু মৌলিক-গবেষণা-পূর্ণ, সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা এবং বাঙ্গালার অন্যান্য মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় ১০।১২ বৎসর পূর্ব্বে "অপ্রকাশিত-পদ-রত্নাবলী" নাম দিয়া সুবিস্তৃত ভূমিকা ও শব্দ-সূচী সহ একখানি উৎকৃষ্ট পদাবলী-সংগ্রহ তিনি প্রকাশিত করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থখানি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের বি এ শ্রেণীর পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিয়াছিলেন। মৃত্যুর ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক মহাকবি ভবানন্দের "হরিবংশ" নামক কাব্য সম্পাদন করিবার জন্য নিযুক্ত হন। ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় দিয়া তিনি "ঢাকা-রিভিউ ও সম্মিলনী" পত্রিকায় দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, এবং ইহার কয়েক বৎসর পরে মুন্সীগঞ্জ-সাহিত্য-সম্মিলনে ঐ বিষয়ে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। মুন্সীগঞ্জ-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত ঐ প্রবন্ধটি পরে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় "পূর্ব্ব-বঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের হরিবংশ" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। নিজের সংগৃহীত প্রাচীন ও প্রামাণিক পুথি ছাড়া

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকশালা হইতে হরিবংশের আরও কয়েকখানা প্রাচীন ও প্রামাণিক হস্তলিখিত পুথি তিনি প্রাপ্ত হন। এই তিন-চারিখানা পুথির পাঠ ও রূপান্তর মিলাইয়া হরিবংশের text বা মূল নিরূপণ করিয়া পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত-করণে তিনি তিন চারি মাস কাল অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। "হরিবংশ" কলিকাতার 'প্রবাসী' প্রেসে মুদ্রিত হইতেছে, এবং অল্প দিনের মধ্যেই গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইবে, আশা করা যায়।

শেষ-জীবনে পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হিন্দী-সাহিত্যের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। হিন্দী-সাহিত্যের অনুশীলন সম্পর্কে হিন্দীর বর্ত্তমান অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও সমালোচক যুক্তপ্রদেশবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ শর্ম্মা মহোদয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় এবং বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। পণ্ডিতজী হিন্দীর তো কথাই নাই, সংস্কৃত, উর্দ্দূ, ফার্সী প্রভৃতি ভাষায় অগাধ পণ্ডিত। পণ্ডিতজীর সহায়তায় তিনি সূরদাস, তুলসীদাস, বিহারীলাল প্রভৃতি প্রাচীন শ্রেষ্ঠ হিন্দী কবিদিগের কাব্য বিশেষ মনযোগের সহিত পুনরায় অধ্যয়ন করিতেছিলেন। হিন্দীর সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্দূরও আলোচনা তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতে অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া অতি অল্প দিনের চেষ্টাতেই তিনি হিন্দীতে মৌলিক গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের মুখপত্র "সম্মেলন-পত্রিকা", লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত "সুধা", এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত "মনোরমা", বিহার হইতে প্রকাশিত "বালক", মুজঃফরপুর হইতে প্রকাশিত "লেখমালা", মধ্যভারতের ইন্দোর হইতে প্রকাশিত "বীণা", এবং কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "বিশাল ভারত" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার লিখিত হিন্দী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে "সুধার" সাহিত্যাঙ্কে "বঁগলা-সাহিত্য কে ক্রম-বিকাস কা দিগ্দর্শন" শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছিলেন। সম্মেলন-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার "অলঙ্কার ঔর কবিতা" শীর্ষক প্রবন্ধও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত "কমলা" নামক মাসিক পত্রিকায় একটি সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধে তিনি "মহাকবি সূরদাসের পদাবলী"র বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন। (কমলার তৃতীয় বর্ষের শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্ত্তিক, ফাল্গুন এবং চৈত্র সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। ইহা ছাড়া ১৩৩২ বঙ্গাব্দে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত "হিন্দী-সাহিত্যে বিহারীলালের সতসঈ" নামক সুবিস্তৃত প্রবন্ধে তিনি কবি বিহারীলালের সতসঈ-কাব্য ও পণ্ডিত-শ্রীযুক্ত পদ্মসিংহ শর্ম্মা মহোদয়-কর্ত্তৃক সম্পাদিত উক্ত কাব্যের প্রসিদ্ধ-সংস্করণের বিশদরূপে আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের একজন স্থায়ী সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভরতপুরে হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে যোগদান করিয়া "বিদ্যাপতি কে উপর হিন্দী-সংসার কা অনাদর ঔর উস্ কা সংশোধন" শীর্ষক একটি মৌলিক গবেষণা ও বিচার-পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে ঐ প্রবন্ধটি হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন "বিদ্যাপতি ঔর উনকী কবিতা" এই পরিবর্ত্তিত নামে একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। বিলাতের Chaucer Society, Shakespeare Scciety, Browning Society প্রভৃতির ন্যায় "বিদ্যাপতি-সঞ্জীবনী-সমিতি" নামক একটি সমিতি গঠন করিবার ইচ্ছা তাঁহার অনেক দিন হইতেই ছিল এবং ঐরূপ একটি সমিতি গঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার প্রতি তিনি প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন। হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিদ্যাপতির একটি বিশুদ্ধ, প্রামাণিক, সটীক সংস্করণের সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কেবল একজনের চেষ্টায় যে ঐরূপ মহৎ কার্য্য কখনও সুসম্পন্ন হইতে পারে না, তিনি সে কথা সম্মেলনের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া বিনয়ের সহিত তাঁহাদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। "বিদ্যাপতি-সঞ্জীবনী-সমিতি" গঠন করিয়া বিদ্যাপতির একটি বিশুদ্ধ প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিবার তাঁহার সাতিশয় আগ্রহ ছিল। এ বিষয়ে প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন কর্ত্তৃক প্রকাশিত তাঁহার "বিদ্যাপতি ঔর উনকী কবিতা"

নামক পুস্তিকা, মুজঃফরপুর হইতে প্রকাশিত "লেখমালা"র বিদ্যাপতি-অঙ্কে প্রকাশিত "বিদ্যাপতি কে বিষয় মে হমারা নম্র নিবেদন" শীর্ষক প্রবন্ধ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "বিশাল ভারত" নামক সুবিখ্যাত হিন্দী মাসিক পত্রিকার ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার "বিদ্যাপতি-সঞ্জীবনী-সমিতি" নামক প্রবন্ধ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত "পঞ্চপুষ্প" নামক মাসিক পত্রের ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ়, শ্রাবণ ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত "বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ" শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ এবং শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত "সোনার গৌরাঙ্গ" নামক মাসিক পত্রে গত ৫।৬ বৎসর ধরিয়া প্রতি মাসেই ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত তাঁহার "বিদ্যাপতি-মীমাংসা", "বিদ্যাপতি-বিচার" ও বিদ্যাপতি-বিষয়ক অন্যান্য প্রবন্ধে তিনি তাঁহার ঈপ্সিত "বিদ্যাপতি-সঞ্জীবনী-সমিতি"র কার্য্য-প্রণালীর সূত্রপাত করিয়া তাঁহার পরবর্ত্তিগণের কার্য্যকে অনেক পরিমাণে অনায়াসসাধ্য করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় গত ২০ বৎসর যাবৎ তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহিত, পরিষৎ-পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক এবং "পদকল্পতরু"র সম্পাদক হিসাবে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। "পদকল্পতরু" গ্রন্থ-সম্পাদন কার্য্যে তিনি যে কিরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা "পদকল্পতরু"র পাঠক-মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা এ বিষয়ে মাত্র ২।১টি ঘটনার কথা উল্লেখ করিব। বৈষ্ণবপদাবলীর বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থ নির্ণয়ের জন্য তিনি প্রাচীন হস্ত-লিখিত পুথির অনুসন্ধান সর্ব্বদাই করিতেন। "পদকল্পতরু"-সম্পাদনের সময় পরিষদের পুথিশালা হইতে যে সমস্ত প্রাচীন প্রামাণিক পুথি পাইয়াছিলেন, তাহার অতিরিক্ত তিনি নিজেও কয়েকখানা অতি মূল্যবান্ প্রাচীন পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐ সকল প্রাচীন পুথির মধ্যে নিমানন্দ দাস-সঙ্কলিত "পদ-রস-সার" নামক সুপ্রাচীন পুথিখানা সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ঐ পুথিখানা প্রাপ্তির ইতিহাস এবং সঙ্কলয়িতা ও গ্রন্থের পরিচয় দিয়া "নিমানন্দ দাসের পদ-রস-সার" শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ তিনি উত্তর বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে পাঠ করেন। পরে ঐ প্রবন্ধটি ১৩২১ বঙ্গাব্দে "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়" প্রকাশিত হয়। "পদ-রস-সার" পুথিখানা অত্যন্ত অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার কাজ শেষ করিয়া ফিরাইয়া দিতে হইবে, এই সর্ত্তে পুথির মালিকের নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন। "পদকল্পতরু"-সম্পাদন-কার্য্যে উক্ত পুথিখানা প্রতি পদেই তাঁহার প্রয়োজন হইবে জানিয়া, তিনি একখানা মজবুত রকমের বাঁধান খাতায় দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া সমস্ত পুথিখানা তাঁহার মুক্তার ন্যায় সুদৃশ্য হস্তাক্ষরে নকল করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরেই "পদ-রস-সারে"র ঐ মূল পুথিখানা একজন ধনী ব্যক্তির গৃহ হইতে অপহৃত এবং সম্ভবতঃ চিরদিনের জন্য লুপ্ত ও বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার লিখিত খাতাখানাই বোধ হয়, বর্ত্তমানে "পদ-রস-সারে"র একমাত্র প্রামাণিক হস্তলিখিত পুথি। উহা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে এবং তাঁহার লাইব্রেরীর অন্যান্য প্রাচীন পুস্তকের সহিত যথাসময়ে ঐ খাতাখানিও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের হস্তে অর্পিত হইবে। "পদকল্পতরু"-সম্পাদন-কার্য্যে অত্যধিক পরিশ্রম করায় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং তিনি দুরারোগ্য বহু-মূত্ররোগে আক্রান্ত হন। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হওয়ায়, এমন কি, তাঁহার জীবন-সংশয়ের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল। কেবল ভগবদনুগ্রহেই তিনি ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়াও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিয়া তাঁহার সাহিত্য-সাধনা অনেক দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর দেখিয়া যাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির অনুসন্ধান, বহু প্রামাণিক প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির পাঠ মিলাইয়া পদাবলীর বিশুদ্ধ **পাঠ ও অর্থনির্ণয়,** প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তাদের লুপ্ত ও বিনষ্টপ্রায় পদের পুনরুদ্ধার ও প্রকাশ এবং বহু **অজ্ঞাতনামা ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তাদের পদাবলীর আবিষ্কার প্রভৃতি কার্য্য** তিনি যে কিরূপ অধ্যবসায়, গবেষণা, নৈপুণ্য ও বৈশিষ্ট্য **সহকারে করিয়াছেন,** তাহা সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্য-রসিক মাত্রেই অবগত আছেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া পদাবলী **সাহিত্য আলোচনার ফল—তাঁহার সম্পাদিত পদকল্পতরুর বিরাট্ সংস্করণ।** তবে দুঃখের বিষয়, তিনি ইহাকে

পূর্ণ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য শেষ হইলে "পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন" শীর্ষক একটি অধ্যায় গ্রন্থের সহিত সংযুক্ত করিয়া মুদ্রাকর-প্রমাদের সংশোধন ও কোন কোন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদের সম্বন্ধে নূতন যে সব আলোচনা তাঁহার ভূমিকাটি লিখিত হইবার পর প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিবার সঙ্কল্প তাঁহার ছিল। আকস্মিক মৃত্যুর কারণ, তিনি যে এই সঙ্কল্পটি পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না, ইহাতে বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনার যে কিরূপ গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। শব্দ-সূচীটি এবং পূর্ব্বোক্ত "পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন" শীর্ষক অধ্যায়টির মুদ্রণ শেষ হইলেই গ্রন্থের সমাপ্তি হইত, এবং তিনি আর অল্প কিছুদিন বাঁচিয়া গেলেই তাঁহার জীবনের এই মহৎ কার্য্যের সুসমাপ্তি দেখিয়া যাইতে পারিতেন। পরিশিষ্ট ৬ষ্ঠ খণ্ডে তাঁহার সংগৃহীত বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদের বহু নবাবিষ্কৃত ও অপ্রকাশিত পদাবলী এবং প্রায় ৩০ জন অজ্ঞাত-পূর্ব্ব এবং কয়েকজন অজ্ঞাত-নাম পদকর্ত্তার বহু নবাবিষ্কৃত পদাবলী প্রকাশিত করিতে তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। সর্ব্বসমেত এই পরিশিষ্ট-পদাবলীর সংখ্যা অনুমান এক হাজারের কিছু অধিক হইবে। এ স্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, পরিষৎ কর্তৃক পদকল্পতরুর এই সুবৃহৎ প্রামাণিক সংস্করণের সম্পাদক নিযুক্ত হইবার বহু পূর্ব্বে ১৩০৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতার ভারতীয় গ্রন্থ-প্রচার-সমিতি হইতে প্রাচীন পুথি দৃষ্টে, তিনি পদকল্পতরুর একটি ভাল সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরিষদের সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে উহা পদকল্পতরুর অন্যতম উৎকৃষ্ট সংস্করণ বলিয়া বিবেচিত হইত।

পদকল্পতরু-গ্রন্থের মুদ্রণ শেষ হইলে প্রাচীন পুথি দৃষ্টে চৈতন্যচরিতামৃতের একটি বিশুদ্ধ প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করিবারও তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি প্রায় গত ৫।৬ বৎসর উক্ত সংস্করণের জন্য উপাদান সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। গোবিন্দদাস প্রভৃতি ২।৪ জন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তারও ভাল সংস্করণ প্রকাশ করিবারও আগ্রহ তাঁহার ছিল।

তাঁহার মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পূর্ব্বে পরিষদের এক অধিবেশনে তিনি সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। পরিষদের কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিবার ঐরূপ সুযোগ পাইয়া ধন্যবাদ সহকারে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন। পরিষদের মঙ্গলের জন্য তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট ছিলেন।

তিনি আজীবন সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। কাব্য ও অলঙ্কারের প্রতিই তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। অলঙ্কারে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন-শাস্ত্র তিনি সম্যক্‌রূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং শেষজীবনে গীতা ও উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থরাজি অত্যন্ত যত্ন সহকারে সর্ব্বদাই অধ্যয়ন করিতেন। "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত ঋষি-কল্প দ্বিজেন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রবন্ধাদি তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ও অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিতেন (তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন)। স্বর্গগত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর্তৃক অনূদিত মহাত্মা লোকমান্য তিলকের "গীতারহস্য" নামক অমূল্য গ্রন্থ-রত্ন শেষ-জীবনে তাঁহার অতি প্রিয় পাঠ্য ছিল। ইংরেজ দার্শনিকগণের মধ্যে তিনি Herbert Spencer-এর প্রতি সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। Psychology বা মনস্তত্ত্ব ও Psycho-Analysis বা মনোবিশ্লেষণ প্রভৃতি বিষয়ক Freud-প্রমুখ প্রতীচ্য লেখকগণের পুস্তকাদি তিনি যত্নসহকারে পাঠ করিয়াছিলেন।

তিনি সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় একজন সুকবি ছিলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সংস্কৃতে সুন্দর শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার রচিত অনেক সুন্দর শ্লোক তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যু-উপলক্ষ্যে তিনি "দেশবন্ধু প্রশস্তিঃ" এই নামে একটি অতি সুন্দর শ্লোক লিখিয়া হিন্দী-পদ্যানুবাদ সহ তাহা মহাত্মা গান্ধীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

যৌবনে কলেজ পরিত্যাগের পরে তিনি মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূতের একটি উৎকৃষ্ট

পদ্যানুবাদ প্রকাশিত করেন। উহা অনেক দিন হইল নিঃশেষিত হইয়াছে। পরে তিনি জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" ও ভানুদত্তের সুপ্রসিদ্ধ "রস-মঞ্জরী" নামক কাব্যদ্বয়ের সুললিত পদ্যানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বিশেষজ্ঞগণের নিকট হইতে তাঁহার "গীতগোবিন্দ" ও "রস-মঞ্জরী"র পদ্যানুবাদ অতি উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। Goethe ও Shelley-র কয়েকটি গীতি-কবিতা ও Milton-এর "On his Blindness" নামক প্রসিদ্ধ সনেটটির তিনি পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন; সেগুলি প্রকাশিত হয় নাই। ইহা ব্যতীত স্ব-রচিত "সরলা" নাম্নী একটি অতি প্রাঞ্জল সংস্কৃত টীকা সহিত ময়ূর ভট্ট-রচিত প্রসিদ্ধ "সূর্য্য-শতক" কাব্যের একটি উৎকৃষ্ট পদ্যানুবাদ তিনি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। নানা কারণে উক্ত গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য ৭।৮ ফর্ম্মার অধিক অগ্রসর হয় নাই। তাঁহার সম্পাদিত আরও একখানা উৎকৃষ্ট পুস্তকও পাণ্ডুলিপির আকারেই রহিয়াছে। মৃত্যুর অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি ঢাকা-মিউজিয়ামের শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার নিজের সংগৃহীত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা হইতে প্রাপ্ত প্রায় ১৫ খানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথি মিলাইয়া "গোপালচরিত" নামক একখানা সংস্কৃত-কাব্য, একটি পাণ্ডিত্য-পূর্ণ ভূমিকা সহ সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। "গোপালচরিত"-রচয়িতা যে কে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কোন কোন প্রাচীন পুথিতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক শ্রীচৈতন্যদেবকেই গ্রন্থকার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

তিনি একজন সুনিপুণ ভাষা-তত্ত্ববিদ্ ছিলেন। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, মৈথিল, উর্দ্দূ এবং অল্প-বিস্তর ফার্সী, গুজরাটী ও ওড়িয়া ভাষা তিনি জানিতেন। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের "বাঙ্গলা-শব্দকোষ" এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের" সমালোচনায় তিনি তাঁহার ভাষাতত্ত্বজ্ঞানের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন ["বাঙ্গলা শব্দকোষ (সমালোচনা)" ১৩২৩ বঙ্গাব্দের এবং "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" ১৩২৫ বঙ্গাব্দের পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।] শব্দকোষের সমালোচনা উপলক্ষ্যে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় এবং বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে। তরুণ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে তিনি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এবং ডক্টর মৌলভী মুহম্মদ্ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু তাঁহার "Origin and Development of the Bengali Language" নামক অমূল্য গ্রন্থের দুই খণ্ড তাঁহাকে সাদরে উপহার দেওয়ায়, তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, এবং অবকাশ পাইলেই উক্ত গ্রন্থের বিশদরূপে আলোচনা করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকায় লিখিবেন, এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যৌবনের প্রারম্ভে ঐতিহাসিক গবেষণা এবং প্রত্নতত্ত্বের দিকে তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে "রত্নাবলী-রচয়িতা শ্রীহর্ষ" নামক একটি সুদীর্ঘ মৌলিক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ তিনি তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ "সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধটি ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া Asiatic Societyর পত্রিকায় প্রকাশিত করিবার জন্য, তিনি তাঁহার বন্ধুগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ে মাসিক পত্রাদিতে কোন প্রবন্ধ না লিখিলেও, এ সম্বন্ধে যে তিনি অনেক পড়াশুনা করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষের হিন্দুধর্ম্ম-মন্দির বিষয়ক তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত নোটে ভরা কয়েকখানা পুরাতন খাতা দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি।

চিত্র-বিদ্যা ও ভাস্কর-শিল্পের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ চিত্রকরদিগের চিত্রাবলী এবং গ্রীক্ ও রোমান্ ভাস্কর-শিল্প-বিষয়ক সচিত্র বহু গ্রন্থ তিনি অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ইটালী-দেশীয় স্থপতি ও চিত্রকর Giorgio Vasari-প্রণীত "Lives of the most excellent Painters, Architects and Sculptors" নামক বিখ্যাত বই তিনি কলিকাতার Imperial Library-তে বসিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িয়া-

ছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ চিত্রকর Hogarth-এর সামাজিক বিদ্রূপ-মূলক Prints বা চিত্রাবলীরও তিনি Imperial Library-তে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করিয়াছিলেন। শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্যগণ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রাচীন ভারতীয় চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির তিনি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং অবনীন্দ্রনাথ-লিখিত কলা-বিষয়ক প্রবন্ধাদি তিনি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির প্রতি তাঁহার একান্ত অনুরাগের ফলে, লাহোর গবর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজের সুযোগ্য সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় এবং পত্রব্যবহার হয়। শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেনের সময়ের অর্থাৎ মুসলমানগণ কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বের সাহিত্য ও শিল্পকলার নিদর্শনসমূহের বিশদরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া, তৎকালীন বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাস বিষয়ক কয়েকটি অপূর্ব্ব মৌলিক গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ তিনি বহুদিন পূর্ব্বে ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'ঢাকা-রিভিউ ও সম্মিলনী' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তিনি ইংরেজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। Chaucer হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর Hardy, H. G. Wells, Bernard Shaw, Galsworthy-প্রমুখ অতি আধুনিক লেখকদিগের রচনাও তিনি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধাদিতে তিনি তাঁহার ইংরেজী সাহিত্যে গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত অনুবাদের সাহায্যে গ্রীক্, ল্যাটীন্, ফরাসী, ইটালিয়ান্, জার্ম্মান্ এবং রাসিয়ান্ প্রভৃতি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের রচনা তিনি অত্যন্ত মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ফরাসী কথা-সাহিত্যের তিনি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। George Sand, Balzac, Gautier, Daudet, Flaubert, Maupassant, Hugo, Zola, Anatole France প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ফরাসী কথা-সাহিত্যিকদের রচনা তিনি আদ্যোপান্ত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াছেন। George Sand-এর Consuelo তাঁহার অতি প্রিয় বই ছিল। কলিকাতার Imperial Library-তে বসিয়া তিনি Balzac-এর উপন্যাসসমূহের সুপ্রসিদ্ধ 'Comedie Humaine' নামক বিরাট্-সংগ্রহ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলেন। Montaigne এবং Sainte-Beauve-এর রচনাবলী তাঁহার অতি প্রিয় পাঠ্য ছিল। ফরাসী-সাহিত্যের উপর তাঁহার এত বেশী অনুরাগ ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ফরাসী ভাষা শিখিবেন, এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হইতে তাঁহার জন্য প্রথম শিক্ষার্থীদের উপযোগী পাঠ্য বই এবং একখানা ভাল ফরাসী-ইংরেজী অভিধান কিনিয়া পাঠাইতে তাঁহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন। তিনি Maupassant-রচিত কয়েকটি ছোট গল্পের অনুবাদ করিয়া এক বন্ধুর অনুরোধে মাসিক পত্রে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। জার্ম্মান্ কবি গেটের (Goethe) তিনি অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। Eckermann-এর 'Conversation with Goethe' তাঁহার অতি প্রিয় বই ছিল। অলোকসামান্য প্রতিভা, লোকোত্তর কবিত্ব এবং বহুদর্শিতা প্রভৃতি বিষয়ে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে তিনি Goethe-এর সহিত তুলনা করিতে ভালবাসিতেন। Goethe ও রবীন্দ্রনাথের এইরূপ তুলনা-মূলক সমালোচনা, আমাদের দেশে কেহই করেন নাই বলিয়া তিনি প্রায়ই দুঃখ করিতেন এবং পদাবলী-সাহিত্য-প্রকাশ কার্য্য হইতে অবসর পাইলেই রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করিবেন, এইরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

অবসর পাইলেই আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য, বিশেষতঃ বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। তরুণ লেখক ও লেখিকাদিগের রচনা তিনি আগ্রহ সহকারে পড়িতেন। লেখিকাদিগের মধ্যে শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী এবং প্রসিদ্ধ 'প্রবাসী' পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক মহাশয়ের কন্যাদ্বয় শ্রীযুক্তা সীতা ও শান্তা দেবীর উপন্যাসগুলির তিনি প্রশংসা করিতেন।

রচনা-রীতি প্রভৃতি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি স্বীয় আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি বাল্যকাল হইতেই তিনি বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁহার চরিত্র ও রচনা-রীতির উপর বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রভাব অতি সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়।

সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি ছাড়া জ্যোতিষ ও সঙ্গীত শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি প্রায় সমস্ত জীবনই, অবসর সময়ে ফলিত-জ্যোতিষের চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ সুদীর্ঘ কাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতে ফলিত জ্যোতিষের আলোচনার ফলে, তিনি যে সকল মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, সেগুলি অবসর পাইলে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিবেন, তাঁহার এরূপ ইচ্ছা ছিল। তাঁহাকে শঙ্করাচার্য্য, নেপোলিয়ান, কাইজার, বিবেকানন্দ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির কোষ্ঠীবিচার করিতে দেখিয়াছি।

সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি একজন উচ্চদরের মৃদঙ্গ ও তবলাবাদক ছিলেন। কলিকাতায় পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি তৎকালের সুপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ-বাদক স্বর্গীয় মুরারিবাবুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট মৃদঙ্গ শিখিতে আরম্ভ করেন। ইহা ছাড়া কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতের চর্চ্চাও তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া করিয়াছিলেন। স্বর্গগত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক সংগঠিত এক সঙ্গীত-সম্মিলনীতে সভ্য হইয়া তিনি কিছুদিন নিয়মিতরূপে 'সঙ্গত' অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তক-সংগ্রহের মধ্যে "মৃদঙ্গ-মঞ্জরী", "সেতার শিক্ষা" ও সঙ্গীত-বিষয়ক বহু বই দেখিয়াছি। তাঁহার নিজ হাতে লেখা মৃদঙ্গের 'বোল'-ভরা বহু পুরাতন নোটবই তাঁহার কাগজ-পত্রের মধ্যে দেখিয়াছি। তাঁহার সমসাময়িক বহু শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বাদকের কথাও আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। সাহিত্যামোদী ও সঙ্গীতজ্ঞ নাটোরের স্বর্গগত মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম" নামক সুবৃহৎ সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ (Encyclopædia) তিনি আদ্যোপান্ত অভিনিবেশ সহকারে নোট করিয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইংরেজী কবিতার আলোচনা করিতে হইলে, যেরূপ অল্প-বিস্তর ছন্দঃশাস্ত্রের জ্ঞান আবশ্যক, সেইরূপ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা করিতে হইলেও, ভাল রকম ছন্দঃশাস্ত্রের জ্ঞান, একরকম অপরিহার্য্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সঙ্গীতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হেতু ছন্দঃশাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। পদাবলী ও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা-বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে তিনি সর্ব্বত্রই তাঁহার গভীর ছন্দজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।

তাঁহার এইরূপ অগাধ পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতার সহিত সততা, বিনয় ও সহৃদয়তা প্রভৃতি বিবিধ গুণরাজির সমাবেশের ফলে, এক অপূর্ব্ব মণিকাঞ্চন-সংযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে বঙ্কিমের অনুকরণে কাব্য-উপন্যাস লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্প দিনের চেষ্টার পরেই তিনি ইহা বুঝিতে পারেন যে, ঐরূপ শ্রেষ্ঠ মৌলিক সাহিত্য রচনার উপযুক্ত প্রতিভা তাঁহার নাই এবং তদবধি তিনি কেবল পদ্যানুবাদ ও প্রাচীন সাহিত্যের অনুশীলন ও বিচার-কার্য্যেই ব্যাপৃত রহেন। পদ্যানুবাদে তাঁহার কৃতিত্ব তাঁহার "মেঘদূত", "গীত-গোবিন্দ" ও "রস-মঞ্জরী"র পাঠক মাত্রেই সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন।

তাঁহার পদাবলী-সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাদিতে তিনি সর্ব্বত্রই তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের যিনি যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিয়াছেন। সত্যের অনুরোধে, কাহারও সহিত কোনও মতভেদ উল্লেখ করিতে বা কাহারও কোন ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করিতে যাইয়া তিনি কখনও তাঁহার স্বভাব-সুলভ বিনয় ও সৌজন্য পরিত্যাগ করেন নাই। "অকরণাৎ মন্দকরণমপি শ্রেয়ঃ"—তিনি সর্ব্বদাই এই মহৎ নীতির অনুসরণ করিয়া তাঁহার পূর্ব্বে যাঁহারা পদাবলী-সাহিত্যের সম্পাদন ও কিছুমাত্রও আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বত্রই অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহাদিগের প্রাপ্য ন্যায্য প্রশংসা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা সহকারে অর্পণ করিয়াছেন। এ স্থলে সত্য ও সম্পূর্ণতার অনুরোধে, ইহাও

বলা আবশ্যক মনে করি যে, তিনি কেবল তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সশ্রদ্ধ আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত রহেন নাই। তাঁহার সমসাময়িক বহু প্রবীণ ও তরুণ লেখকদিগের গবেষণারও তিনি সর্ব্বত্রই শ্রদ্ধা ও সৌজন্য সহকারে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কখনও কেবল নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করিবার জন্য কোনও বিশেষ একটি মতের সমর্থন করেন নাই;—সর্ব্বত্রই তিনি যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহা প্রমাণ ও সুযুক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেন মাত্র। ভ্রম-প্রমাদ হওয়া মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক। নিজের সিদ্ধান্তটিকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া চোখ-কান বুজিয়া বসিয়া থাকা অথবা বিদ্রূপ করিয়া অপরের সিদ্ধান্ত বা মতকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টার ন্যায় মনের সংকীর্ণতা তাঁহার ছিল না।

সমালোচনা ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে তিনি বঙ্কিম-প্রদর্শিত আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমের উত্তররামচরিতের এবং স্বর্গীয় ভূদেববাবুর রত্নাবলীর সমালোচনা, তিনি তাঁহার সমালোচনার আদর্শ-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগকে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন। ইংরেজী সমালোচনাত্মক সাহিত্যের সহিতও তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল, এবং তিনি তাঁহার লেখার বহু স্থলে প্রসিদ্ধ ইংরেজ সমালোচক Matthew Arnold-এর মতের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

তিনি সুরসিক ও পরিহাসপ্রিয় ছিলেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহাকে অনেক পত্রেই "রসিক-বরেষু"—এইরূপ পাঠ লিখিতেন। নীরস ভাষাতত্ত্বের আলোচনাকেও অত্যন্ত সরস ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিতে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল।

আমরা অতঃপর তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিয়া আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

তাঁহার ন্যায় বিবিধ সদ্‌গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি প্রায় সচরাচর দৃষ্ট হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ ছিল—তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র। তাঁহার চরিত্রে অহঙ্কার ও আত্মাভিমানের লেশমাত্রও ছিল না। অশেষ জ্ঞানী হইয়াও তিনি বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। জীবনে কখনও তাঁহাকে ক্রোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতি রিপুর বশবর্ত্তী হইতে দেখি নাই। তিনি এরূপ ধীর-প্রশান্ত প্রকৃতির ছিলেন যে, তাঁহাকে দর্শনমাত্রেই মনে শ্রদ্ধার উদয় না হইয়া পারিত না। দয়া, ক্ষমা ও সহন-শীলতা তাঁহার চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ ছিল। তাঁহার চরিত্রে এরূপ একটি স্বাভাবিক মাধুর্য্যগুণ ছিল যে, সম্পূর্ণ অনাত্মীয় ব্যক্তিকেও তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত আপনার করিয়া লইতে পারিতেন। তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বর ছিলেন। বহু খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাকে 'কাব্যবিনোদ', 'সাহিত্যরত্ন', 'সাহিত্য-শাস্ত্রী', 'কবিভূষণ' প্রভৃতি উপাধি দেওয়ার বহু প্রস্তাব তিনি বিনয়ের সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার নিকট লিখিত এক পত্রে তাঁহাকে 'পদাবলী-মথক' বা ঐরূপ অন্য কোনও উপাধি গ্রহণ করিতে না দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। *

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি এবং 'পদকল্পতরু'-সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় এম এ মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশার্থ আহূত ১৩৩৮,৩১এ শ্রাবণ তারিখের বিশেষ অধিবেশনে স্বর্গীয় রায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ রায় এম এ মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধ হইতে পরিবর্ত্তিত আকারে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত।

রচিত প্রবন্ধাদি ও সম্পাদিত গ্রন্থ

১। প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

১। "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু"—ভারতীয়-গ্রন্থ-প্রচার-সমিতি, কলিকাতা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।

২। "মেঘদূত"— সুললিত পদ্যানুবাদ।

৩। "শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ" (সচিত্র)—সুদীর্ঘ ভূমিকা, সংস্কৃত মূল, পূজারি গোস্বামীর টীকা, সুললিত পদ্যানুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

৪। "রসমঞ্জরী"—বিস্তৃত ভূমিকা, সূচী ও ব্যাখ্যাসম্বলিত সুললিত পদ্যানুবাদ, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

৫। "সূর্য্যশতক"—ভূমিকা, সংস্কৃতমূল, স্ব-রচিত 'সরলা' নাম্নী টীকা, পদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যা-সম্বলিত (অসম্পূর্ণ)।

৬। "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী"—সুবিস্তৃত ভূমিকা, বিষয়-সূচী, পদ-সূচী, রস-সূচী, দুরূহ স্থলে পাদ-টীকা ও অর্থ-প্রয়োগ-সম্বলিত সুবৃহৎ শব্দ-সূচী সহ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তার ও ২৮ জন অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পদ-কর্ত্তার ৬০০ শতের অধিক উৎকৃষ্ট, অপ্রকাশিত ও নবাবিষ্কৃত পদাবলীর সংগ্রহ, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।

২। সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

১। "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু"—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১ম খণ্ড, ১৩২২ বঙ্গাব্দ; ২য় খণ্ড, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ; ৩য় খণ্ড, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ; ৪র্থ খণ্ড, ১৩৩৪ সন; ৫ম খণ্ড, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

২। ভবানন্দের "হরিবংশ"—ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

৩। 'নায়িকারত্ন-মালা'—'ভক্তিপ্রভা' প্রেস, আলাটী (হুগলী) হইতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।

৪। "গোপাল-চরিতম্"—(সংস্কৃত কাব্য) সুবিস্তৃত ভূমিকা-সম্বলিত। (অপ্রকাশিত)

৩। প্রকাশিত প্রবন্ধাদি

(বাঙ্গালা)

১। "রত্নাবলী-রচয়িতা শ্রীহর্ষ"—সাহিত্য, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।

২। "প্রাচীন পদাবলীর পাঠ-ভেদ"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৫শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ।

৩। "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ"—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৬শ ভাগ, ২য় সংখ্যা; ১৮শ ভাগ, ২য় সংখ্যা; ২০শ ভাগ, ২য় সংখ্যা, ১৩১৬, ১৩১৮, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

৪। "লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বঙ্গের অবস্থা"—মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বের সাহিত্য ও শিল্প-কলার নিদর্শন সমূহ বিশদরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া তৎকালের সামাজিক অবস্থা বিষয়ক প্রবন্ধ, ১৪৩ পৃঃ;—ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

৫। "নিমানন্দ দাসের পদ-রস-সার"—(পাবনা উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম-অধিবেশনে পঠিত) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২১শ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১৩২১ বঙ্গাব্দ।

৬। "অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদকর্ত্তৃগণ"—(ধারাবাহিক প্রবন্ধ) শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ৩০শে পৌষ, ৪২৯ গৌরাঙ্গাব্দ (১৩২১ বঙ্গাব্দ)।

৭। "নবাবিষ্কৃত শ্রীগৌরাঙ্গপদাবলী"—(ধারাবাহিক প্রবন্ধ) শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকা, ৭ই মাঘ, ৪২৯ গৌরাঙ্গাব্দ (১৩২১ বঙ্গাব্দ)।

৮। "জ্ঞানদাসের পদাবলী"—জ্ঞানদাসের পদাবলীর পাঠ-বিচার (রাজসাহী, উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ৮ম-অধিবেশনে পঠিত) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২২শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

৯। "বৈষ্ণব-পদাবলীর রস-বৈচিত্র্য"—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, অগ্রহায়ণ ও মাঘ, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

১০। "বাঙ্গালা শব্দকোষ"—সমালোচনা (বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ৮ম-অধিবেশনে পঠিত) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

১১। "অজ্ঞাত পদ-কর্ত্তৃগণ"—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, কার্ত্তিক ও পৌষ, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ; বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন (যুগ্ম-সংখ্যা), কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ (যুগ্ম-সংখ্যা), ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

১২। "বৈষ্ণব-কবিতা"—সমালোচনা (বগুড়া, উত্তর-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের দশম-অধিবেশনে পঠিত) নারায়ণ, ১৩২৪ সন।

১৩। "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৫শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ।

১৪। "ভবানন্দের মহাকাব্য হরিবংশ"—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, ফাল্গুন ও চৈত্র (যুগ্ম-সংখ্যা) এবং তাহার পরের সংখ্যা, ১৩২৮ বঙ্গাব্দ।

১৫। "মহাকবি কালিদাস কি বাঙ্গালী ?"—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) ভারতবর্ষ, পৌষ, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ।

১৬। "বৈষ্ণব-পদাবলীর রসাস্বাদন"—[গোবিন্দ দাস] (সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) প্রাচী, চৈত্র, ১৩৩০ বঙ্গাব্দ; বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

১৭। "হিন্দী-সাহিত্যে বিহারীলালের-সতসঈ"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

১৮। "পূর্ব্ববঙ্গের কবি-শ্রেষ্ঠ ভবানন্দের হরিবংশ"—(মুন্সীগঞ্জ-বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষোড়শ-অধিবেশনে সাহিত্য-শাখায় পঠিত) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

১৯। "গোবিন্দ দাসের পদাবলীর রসাস্বাদন"—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ),
সোনার গৌরাঙ্গ, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ;
সাধনা (কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত), ১ম বর্ষ, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্ত্তিক, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

২০। "বিদ্যাপতি-বিচার"—[সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ]
সোনার গৌরাঙ্গ, শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত,
৩য় বর্ষ—আষাঢ়, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।
৪র্থ বর্ষ—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্ত্তিক, মাঘ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

৫ম বর্ষ—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

৬ষ্ঠ বর্ষ—বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, চৈত্র, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

৭ম বর্ষ—কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

২১। "মহাকবি রামানন্দ রায়ের পদ"—সোনার গৌরাঙ্গ, ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

২২। "মহাকবি গোবিন্দদাস কি মৈথিল ?"—(বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বীরভূম-অধিবেশনে পঠিত) ভারতী, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

২৩। "জ্ঞানদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন"—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ)
সোনার গৌরাঙ্গ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।
বৈশাখ, ভাদ্র, পৌষ, মাঘ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।
শ্রাবণ, ভাদ্র, পৌষ, চৈত্র, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।
শ্রাবণ, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।

২৪। "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী-সম্পাদকের নিবেদন"—[চণ্ডীদাস-সমস্যা বিষয়ক] শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় লিখিত "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" নামক প্রবন্ধের উত্তর লিখিত। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

২৫। "মহাকবি সূরদাসের পদাবলী"—(হিন্দী-সাহিত্য-বিষয়ক সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) কমলা, ৩য় বর্ষ, শ্রাবণ, আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ফাল্গুন, চৈত্র।

২৬। "বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ"—(সুদীর্ঘ ধারাবাহিক প্রবন্ধ) পঞ্চপুষ্প—আষাঢ়, শ্রাবণ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

২৭। "দ্বিজ রঘুনাথের সত্যনারায়ণের পুথি"—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

(হিন্দী)

১। "বিদ্যাপতি কে বিষয় মে হমারা নম্র নিবেদন"—মুজঃফরপুর হইতে প্রকাশিত 'লেখ-মালা' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার 'বিদ্যাপতি-অঙ্কে' প্রকাশিত, লেখ-মালা, গুচ্ছ ১, পুষ্প ৪, বসন্তোৎসব, ১৯৮৪।

২। "বিদ্যাপতি কে উপর হিন্দী-সংসার কা অনাদর ঔর উস্ কা সংশোধন"—
ভরতপুর-হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে পঠিত এবং প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন কর্তৃক "বিদ্যাপতি ঔর উনকী কবিতা"—এই পরিবর্ত্তিত নামে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।

৩। "বিদ্যাপতি-সঞ্জীবনী-সমিতি"—বিশাল-ভারত, কলিকাতা, অক্টোবর, ১৯২৯।

৪। অলঙ্কার ঔর কবিতা"—(ধারাবাহিক প্রবন্ধ)
সম্মেলন-পত্রিকা, প্রয়াগ, শ্রাবণ, ভাদ্রপদ, সংবৎ ১৯৮০ বিং।

৫। "রাষ্ট্র-ভাষা হিন্দী"—মনোরমা, এলাহাবাদ।

৬। বঁগলা সাহিত্য কে ক্রম-বিকাশ-কা দিগদর্শন—সুধা, লক্ষ্ণৌ, সাহিত্যাঙ্ক ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

৭। "মহারাণী অহল্যা বাঈ ঔর রাণী ভবানী"—'বীণা', ইন্দোর (মধ্যভারত), অহল্যাঙ্ক, ভাদ্রপদ, সংবৎ ১৯৮৭, বর্ষ ৩, অঙ্ক ১১।

পদ-সূচী

[অ]

[ঐ]

[ও]

[ছ]

[জ]

[ধ]

[ন]

[প]

[য]

[ল]

[শ]

পদকর্ত্তৃ-সূচী

[পদকর্ত্তৃগণের নাম, পদ-সমষ্টি ও পদ-সংখ্যা সহ]

অজ্ঞাত পদকর্ত্তৃগণ

পদ-সমষ্টি—১৮১

পদ-সংখ্যা —৭৯।১১৬।১২৬।১৭৮।১৯১।২২৪।২৪১। ২৪৫।২৪৭।২৫৮।।২৭৪।২৮৯।২৯১।২৯৪।২৯৬।৩৩৭।৩৪৪। ৪২৭।৩৪৪।৪৬১।৪৯২।৫১৬।৫২০।৫৪২।৫৪৭।৫৫৫।৫৫৭। ৫৬০।৫৭৯।৬০৯ ।৬১৬।৬৪৭।৬৫৫,৬৬২।৬৯৯।৭৯২।৭৯৬। ৮৩৯।৮৪৭।৮৫৬ ।৮৬৪।৯০৬।৯২০।৯৩১।৯৩৬।৯৫৭।৯৬৭। ৯৭৪।১০৩১।১০৫৭।১০৬৭।১০৯০।১১১৫।১১৪৯। ১১৫৩। ১১৫৮।১১৬০।১১৬৩।১১৬৬।১১৬৮।১১৭৪।১১৭৬।১১৭৯। ১১৮৫।১১৮৭।১১৮৮।১১৯১।১১৯৫।১২১৫।১২২০।১২২২। ১২৭০।১২৫০।১২৫১.১২৫২।১২৬৪।১২৭৯।১২৮১।১২৮৭। ১২৯৬।১২৯৯।১৩০০।১৩১৬।১৩২৫।১৩২৬।১৩৪৫।১৩৪৬। ১৩৪৭।১৩৪৮।১৩৬১।১৩৬২।১৩৬৩।১৩৭২।১৩৭৯।১৩৮২। ১৩৯৬,১৪০৫।১৪৬২।১৪৮৮,১৫২৪।১৫৩৮।১৫৪৮।১৫৫৫। ১৫৯১।১৫৯৪।১৬১৩।১৭৩৪।১৭৩৭।১৮৬৩।১৮৭৫।১৯৩১। ১৯৭৩।১৯৪৬।১৯৮৭।১৯৯৮।২০৭৪।২০৮৩।২২১৭।২২১৮। ২২৩০।২২৪৬।২২৬৯।২২৭৪।২৩৩০।২৩৪৪।২৩৪৭।২৩৫৭। ২৩৮১।২৩৮৮।২৩৮৯।২৩৯৭।২৩৯১।২৪৭১।২৪৮০।২৫৩৪। ২৫৯২।২৬১৩।২৬৪১।২৬৫৮।২৬৫৯।২৬৬০।২৬৬১।২৬৬৬। ২৬৬৯।২৭৭০।২৮০০।২৮০৪।২৮১৬।২৮১৭। ২৮১৯—২৮-২৭।২৮৭৩—২৮৭৫।২৯৫৯।২৯৬০।২৯৬২—২৯৬৫।২৯৬৯ —২৯৭১।২৯৭৩।২৯৭৬—২৯৭৮,২৯৮৪।৩০২৪।৩০৪৭। ৩০৮৭—৩০৮৯।৩০৯৩।

অনন্ত,—পদ-সমষ্টি—৭

পদ-সংখ্যা—১২৪। ১৪৮। ১৩৩৮।১৪৯৭। ২০২৩। ২৩২৮। ২৯৯৫।

অনন্ত আচার্য্য,—পদ-সংখ্যা—১

২২৮৫ সংখ্যক পদ।

অনন্ত দাস,—পদ-সমষ্টি—৩২

পদসংখ্যা—১২৫। ২৬৮। ২৯৩।২৯৭। ২৯৯।৩০৬। ৩৪৮,৩৫৫।৪১১।৫৫৪। ৬৫০।৭৭৮।১০২৮।১০৬৮।১০৬৯। ১২০৪।১২০৫।১২৭৩। ১২৮২। ১৫০৮। ১৭৪৯। ১৯৮০। ২০১৯। ২০২০। ২০২২। ২১৬৭। ২২০৮। ২৩৩৬। ২৪৪১। ২৪৪৩,২৪৬৯। ২৯৯৫।

অনন্ত রায়,—পদ-সংখ্যা—১

২৩৩৭ সংখ্যক পদ।

আগরওয়ালি,—পদ সংখ্যা—১

২৮৩৪ সংখ্যক পদ।

আত্মারাম দাস,—পদ-সমষ্টি—৪

পদসংখ্যা—৬। ২২৯৪। ২৩০২। ৩০৩৩।

আনন্দচাঁদ,—পদ-সংখ্যা—১

২৪৫৫ সংখ্যক পদ।

আনন্দ দাস,—পদ-সমষ্টি—২

পদসংখ্যা—২৭৯৪।২৮৭২।

উদ্ধব দাস—পদ-সমষ্টি—৯৯

পদ-সংখ্যা—

৩২।৩৩।৩৫।৪১৯।৪২০।৫২৬।৫৬৫।৫৬৬।৫৬৭।৫৬৮। ৫৬৯।৫৭০।৫৭১।৫৮৭।৫৮৯।৫৯০।৬৪৫ ৮২১।৮৫৪।১০৭৫। ১০৮৭।১১০৫।১১৩৬।১১৩৯।১১৪০।১১৪৩।১১৪৪।১১৪৬।

গোবিন্দদাস (চক্রবর্ত্তী),—পদ-সমষ্টি—১০

পদ-সংখ্যা—১৩৩।২৬৭।২৭৭। ১৮০৮—১৮১৩।১৯৫৬।

গোবিন্দদাস (কবিরাজ), পদ-সমষ্টি—৪৬০

পদ-সংখ্যা—৩।৪।৫।১০।১১।১২।১৯।২০।২৭।৩৯।৪০।
৪৬।৫২।৫৩।৫৬।৫৮।৬২।৬৭।৭০। ৭৩।৭৪। ৭৫। ৮৫। ৮৬।
৮৯।৯০।৯১।৯৩।১০০।১০১।১১৫।১২৮।১৩০।১৩২। ১৩৯।
১৪৯।১৫২।১৫৮।১৬৩।১৬৬।১৭৪।১৮৯।১৯২।১৯৯।২০০।
২০৪।২১৩।২১৭।২১৮।২১৯।২২৫।২২৭।২৩৩।২৩৪।২৩৫।
২৩৬।২৬৩।২৬৪।২৬৫।২৬৯।২৭০।২৭৫।২৮৭।৩০২।৩০৪।
৩০৫।৩০৮।৩০৯।৩১৩।৩১৪।৩১৫।৩১৮।৩১৯।৩২০।৩২৬।
৩৩৭।৩৩৯।৩৪২।৩৪৬।৩৫৮।৩৬১।৩৬২।৩৬৬।৩৬৯।৩৭১।
৩৭৬।৩৭৯।৩৮১।৩৮৩।৩৯৮।৪০০।৪০৫।৪০৬ ৪০৭।৪০৯।
৪২৩।৪২৪।৪২৫।৪২৮।৪৩০।৪৩১।৪৩৩।৪৩৪।৪৩৫।৪৩৬।
৪৩৭।৪৪০।৪৪১।৪৪৩।৪৪৪।৪৪৫।৪৫৩।৪৫৪।৪৫৫।৪৫৭।
৪৫৯।৪৬২।৪৬৫।৪৬৯।৪৭০।৪৭২।৪৮৯।৪৯০।৫০৮।৫০৯।
৫১৯।৫২৭।৫২৯।৫৩১।৫৩৬।৫৩৮।৫৪৮।৫৫৩।৫৭৪।৫৭৭।
৫৮০।৫৮২।৫৮৮।৫৯৩।৫৯৯।৬০২।৬০৫।৬২১।৬২৩ সংখ্যক
পদের পরবর্ত্তী সংখ্যাহীন পদ। ৬২৪।৬২৯।৬৩০।৬৪৬।
৬৪৮।৬৪৯।৬৮১।৬৮৮।৬৯০।৬৯২।৬৯৩।৬৯৫।৭০৪।৭০৫।
৭০৬।৭০৭।৭০৮।৭০৯।৭১০।৭১৬।৭৪৪।৭৪৯।৭৫০।৭৫৪।
৭৫৯।৭৬০।৭৬৫।৭৬৬।৭৬৭।৭৬৮।৭৭১।৭৭২।৭৭৩।৭৭৯।
৭৮৮।৭৯৪।৯০০।৯০১।৯০২।৯১০।৯৩৮।৯৪০।৯৭৯।৯৮১।
৯৮৬।৯৮৭।৯৮৮।৯৮৯।৯৯০।৯৯১।৯৯২।৯৯৩।৯৯৪।৯৯৬।
৯৯৯।১০০০।১০০১।১০০২।১০০৩।১০০৪।১০০৮। ১০১৪।
১০২৩।১০৩৪।১০৩৫।১০৩৭।১০৩৮।১০৪১।১০৫০।১০৫১।
১০৫২।১০৫৩।১০৫৪।১০৫৫।১০৬৩।১০৬৫।১০৭৩।১০৭৬।
১০৯১।১১০৬।১১১১।১২৫৫।১২৫৬।১২৫৭।১২৫৮।১২৬৬।
১২৬৮।১২৭২।১২৮০।১৩০৫।১৩০৬।১৩০৭।১৩০৮।১৩০৯।
১৩১৮।১৩২০।১৩২১।১৩৩৩।১৩৩৯।১৩৪১।১৩৪২।১৩৭৩।
১৩৮০।১৩৯৩।১৪১২।১৪২২।১৪২৮।১৪৩৪।১৪৩৬।১৪৬৩।
১৪৬৭।১৪৭০।১৪৮৭।১৪৮৯।১৪৯৯।১৫০৯।১৫১০।১৫১১।
১৫২৬।১৫৫২।১৫৬৯।১৫৭৯।১৬০০।১৬০১।১৬০২।১৬০৪।
১৬০৯।১৬১৪।১৬১৬।১৬২০।১৬২৩।১৬২৪।১৬২৫।১৬৩৭।
১৬৪৬।১৬৫৩।১৬৭৩।১৬৮২।১৬৮৪।১৬৮৮।১৬৯১।১৭০৪।
১৭১৭।১৭১৮।১৭২০।১৭২১।১৭২২।১৭২৪।১৭২৭।১৭২৮।
১৭৩১।১৭৩৯।১৭৪০।১৭৪১।১৭৫২।১৮০৬।১৮০৭।১৮১৪।
১৮৩০।১৮৫৩।১৮৪৮।১৮৮১।১৮৮২।১৮৮৬।১৮৮৭।১৮৯০।
১৮৯৩।১৮৯৪।১৮৯৫।১৮৯৬।১৯০১।১৯০৪।১৯১০।১৯১১।
১৯১২।১৯১৪।১৯২০।১৯২১।১৯২২।১৯২৩।১৯৩৪।১৯৩৫।
১৯৩৬।১৯৩৭।১৯৩৮।১৯৫১।১৯৫৩।১৯৫৪।১৯৬২।১৯৬৩।
১৯৬৭।১৯৬৮।১৯৮৮।২০১৩।২০৩৯।২০৪০।২০৭৫।২০৭৬।
২০৭৭।২০৮০।২০৮৪।২০৯৮।২১১২।২১১৮।২১৩০।২১৩১।
২১৩৩।২১৩৪।২১৩৫।২১৩৬।২১৩৭।২১৩৮।২১৩৯।২১৪০।
২১৬৮।২১৮৪।২১৯৫।২২১৩।২২১৪।২২১৫।২২১৬।২২৪৭।
২২৮৭।২৩৩৫।২৩৮৬ ২৪০৭।২৪১২।২৪১৪।২৪১৫।২৪১৬।
২৪১৯।২৪২০।২৪২২।২৪২৩।২৪২৪।২৪২৫।২৪২৬।২৪২৮।
২৪২৯।২৪৩০।২৪৩১।২৪৩২।২৪৩৪।২৪৩৭।২৪৪২।২৪৬৩।
২৪৬৪।২৪৬৫।২৪৬৬।২৪৬৮।২৪৭৮।২৪৭৪।২৪৮৫।২৪৮৬।
২৫১৮।২৫৩৯।২৫৪২।২৫৪৫।২৫৫০।২৫৫৩।২৫৫৪।২৫৭৮।
২৫৯৪।২৬১০।২৬২৮।২৬৩২।২৬৩৯।২৬৪৭।২৬৫০।২৬৫২।
২৬৮৬।২৬৯৩।২৬৯৫।২৭১২।২৭১৩।২৭১৪।২৭৩২।২৭৩৩।
২৭৩৮।২৭৪০।২৭৪৫।২৭৫০।২৭৫২।২৭৫৫।২৭৬১।২৭৬৩।
২৭৬৬।২৭৬৭।২৭৬৮।২৭৬৯।২৭৭১।২৭৭২।২৭৭৩।২৭৭৪।
২৭৭৫।২৭৭৯।২৭৮৩।২৭৮৪।২৮[illegible]।২৮০৭।২৮১০।২৮১১।
২৮১৪।২৮২৯।২৮৩১।২৮৩২।[illegible]।২৮৬৪।২৮৬৫।
২৮৬৬।২৯২২।২৯২৫।২৯৮৫।২৯৮৭।৩০৩২।

গৌরদাস—পদ-সমষ্টি—৪

পদ-সংখ্যা—৪৪২।১০২৫।১৫২৭।৩০৩৬।

গৌরমোহন—পদ-সংখ্যা—১

১০২৬ সংখ্যক পদ।

গৌরসুন্দর—পদ-সমষ্টি—৫

পদ-সংখ্যা—১৮৮।৩০২৫।৩০২৭।৩০২৮।৩০২৯।

গৌরীদাস—পদ-সমষ্টি—২

পদ-সংখ্যা—১৬১।২৩১৩।

ঘনরাম—পদ-সমষ্টি—১৫

পদ-সংখ্যা—১১৪৭।১১৫২।১১৫৭।১১৬২।১১৬৪।
১১৬৫। ১১৬৭। ১১৮০। ১১৮১। ১১৯৬। ১১৯৭। ১২১৯।
১২২৪।১২২৬।১২২৯।

ঘনশ্যাম দাস—পদ-সমষ্টি—৪২

পদ-সংখ্যা—৩৬।৫৫। ১৩৮।১৫০। ১৫১।১৫৫। ২১৬। ৩৪৯।৩৫০।৩৫১।৩৮৪।৪২৬।৪২৭।৪৩৯।৪৫৬।৪৬৬।৪৬৭। ৪৯১।৫২২।৫৩৭।১১৩৮। ১১৪৫। ১৬০৭। ১৬৩৩। ১৬৯৪। ১৬৯৫।১৬৯৬। ১৭২৩।১৮১৫ (১৮১৬—১৮২৬ পদাংশ সহ)।১৯২৭।১৯৭১।২০১০।২০২১।২০৫৪।২০৫৫।২০৫৬। ২৩১০।২৩৩৮।২৪২১।২৭২০।২৭৩৯।২৯১৪।

চণ্ডীদাস—পদ-সমষ্টি—৯০

পদ-সংখ্যা—২৯।৩০।৯৮।১৩৪।১৩৫।১৪৩।১৫৩।১৯৮। ২০২।২০৩।২০৫।২০৬।২১০।৩৫৩।৩৯১।৩৯২।৩৯৪।৪০৩। ৬৩৮।৬৩৯।৬৪০।৬৪১।৬৪২।৬৪৪।৬৭০।৬৭১।৬৭৫।৬৯৬। ৭১৫।৭৩৯।৭৪১।৭৫৫।৭৯৫।৮০১।৮১০ ৮১৪।৮১৫।৮১৬। ৮২৭।৮২৯।৮৩০।৮৩৪।৮৩৫,৮৩৭ ।৮৪৩।৮৪৪।৮৫০।৮৫২। ৮৬০।৮৬১।৮৬৩,৮৬৭।৮৭০।৮৭১।৮৭২ ৮৭৩।৮৭৫।৮৭৬। ৮৭৭।৮৭৮।৮৭৯।৮৮০।৮৮১।৮৮২।৮৮৩।৮৮৪।৮৮৫।৮৮৬। ৮৮৯।৮৯১।৮৯২।৮৯৩।৮৯৪।৮৯৫।৮৯৬।৯০৫।৯১২।৯১৩। ৯১৪।৯১৮;৯২৬।৯৩৩।৯৫৩;১০৯৭।১১০২।১২৯১।১৫১২। ২৩৯২।২৩৯৩।২৫২১।

চণ্ডীদাস (আদি)—পদ-সংখ্যা—১

২৩৯৪ সংখ্যক পদ।

চণ্ডীদাস (দ্বিজ)—পদ-সমষ্টি—২০

পদ-সংখ্যা—১৪১।৩৯৩।৬৩৭।৬৪৩।৭৪২।৮০৫।৮২৮। ৮৪১।৮৪৮।৮৫১।৮৬২।৮৬৮।৮৭৪।৮৮৮।৮৯০।৯২৫।৯৪৫। ৯৫৬।১২৯২।১৭১৬।

চণ্ডীদাস (বড়ু)—পদ-সমষ্টি—৬

পদ-সংখ্যা—৯৪।২৮২।৩৩১।৫৭৫।১৯৬৬।১৯৯৩।

বড়ু (অর্থাৎ চণ্ডীদাস)—পদ-সংখ্যা—১

১৩৯৮ সংখ্যক পদ।

চন্দ্রশেখর—পদ-সমষ্টি—৩

পদ-সংখ্যা—১৮৫৪।২১৪৮,৩০৩০।

চম্পতি—পদ-সমষ্টি—৯

পদ-সংখ্যা—৪৮০।৪৮১।৪৮২।৫৩২।৭২৫।১৬৫৮। ১৬৬৪।১৬৭৪।১৭৪৪।

চম্পতি রায়—পদ-সংখ্যা—১

২০২৫ সংখ্যক পদ।

চূড়ামণি দাস—পদ-সংখ্যা—১

১১৪২ সংখ্যক পদ।

চৈতন্যদাস—পদ-সমষ্টি—১৬

পদ-সংখ্যা—৪৬৩। ৫৯৪। ৬৬৪। ১১৬৯। ১১৭০ ১১৭১;১১৭২। ১১৭৩। ১২৪২। ১২৪৫। ১২৪৬। ১২৪৭ ১২৪৮।১৬৬০।১৬৬৭।১৯৮৫।

জগত (জগদানন্দ)—পদ-সংখ্যা—১

১৯৭৫ সংখ্যক পদ।

জগদানন্দ—পদ-সমষ্টি—৬

পদ-সংখ্যা—৪৪৮।৬৫৭। ১০৩২। ১০৩৩।২১৮৩। ৩০৩৮।

জগন্নাথ দাস—পদ-সমষ্টি—১০

পদ-সংখ্যা—৬৩৩।১০৮৩।১১২০। ১২১৬।১৩২৩। ১৩৫৫।১৪১৫।১৫৫৪।২৫৩৬।২৮৩৫।

জগমোহন—পদ-সমষ্টি—২

পদ-সংখ্যা—১১২৭।১৫১৭।

জয়দেব—পদ-সমষ্টি—২০

পদ-সংখ্যা—৩১৭।৩৪৭।৩৫৯।৪১৫। ৪৪৭।৫৫৬। ৫৫৯।১০১৮।১৫০৪।২০০০।২০০৪।২০২৭।২০২৮।২০৩১। ২০৩৪।২০৪৫।২০৫৩। ২৩৯৫(২৩৯২—২৪০৫ পদাংশ সহ)। ২৪০৬।২৭৩৬।

জ্ঞানদাস—পদ-সমষ্টি—১৮৬

পদ-সংখ্যা—৪১।৪২।৪৪।৮১। ৯৫।১১৯। ১২০। ১২৩।১৩৭।১৪৪।১৫৬।২২৩।২২৮।২২৯।২৩০।২৩১।২৪২। ২৮১।২৯২।২৯৫।৩১২।৩২৯।৩৪৩,৩৪৫।৩৭৫;৩৮৫।৪৪৬। ৪৯৫।৪৯৬।৪৯৮।৪৯৯।৫০১।৫০২।৫০৪।৫০৫।৫০৬।৫০৭। ৫১৩।৫১৪ ৫১৫। ৫১৭। ৫১৮।৫৩৫। ৫৪০।৫৬৩;৫৬৪। ৫৮৫।৬০৬।৬৬৮,৬৭৩।৬৭৮;৬৮৫ ।৬৮৭।৬৮৯।৬৯১;৭০০। ৭০১।৭০২।৭১৩।৭১৪।৭১৭।৭১৮।৭১৯।৭২০।৭২২।৭৩৩। ৭৩৪।৭৩৫।৭৩৬।৭৩৮,৭৪৮।৭৫২।৭৫৬।৭৬১।৭৮৫;৮০০। ৮০৩।৮০৪।৮০৯।৮১৩ ৮২৬।৮৪৬;৮৬৯,৮৮৭।৮৯৭।৮৯৮

নৃসিংহ দেব,—পদ-সমষ্টি—২

পদ-সংখ্যা—১১৫৯।১৩২৪।

পরমানন্দ — পদ-সমষ্টি — ১২

পদ-সংখ্যা—১৮৩।৬৭২ ১৫৮৫।১৬৯৩। ২১১৯।
২১২০।২২০২।২৫২৮।২৮৫৮,২৮৭১।২৯০৬।২৯৭৪।

পরমেশ্বর দাস — পদ-সংখ্যা — ১

২৩ সংখ্যক পদ।

পুরুষোত্তম,—পদ-সমষ্টি—১২

পদ-সংখ্যা—১৭৫৪—১৭৫৮।১৭৬২।১৮৬৮—১৮-
৭২।১৯৯২।

প্রসাদ দাস,—পদ-সমষ্টি—৬

পদ-সংখ্যা—২৭৮।৩৯০।১৩২২ ২০৮৫।২৩০৫।২৫৭৫।

প্রেমদাস,—পদ-সমষ্টি—৩১

পদ-সংখ্যা—৪৭৫।৪৮৬।৫৫৮।৫৬১।৫৯২।৫৯৬।৭৯৮।
৮০৭।৮৪২।৯৩০।৯৫৪।৯৭২।১২০৩।১২২৮।১৮৫২।২২২৭।
২২৩৮।২২৬২। (২২৬৩ পদাংশ সহ)। ২২৬৫।২২৬৬।২২-
৬৭।২২৬৮।২২৭১।২২৭২।২২৮২। ২২৮৩।২২৮৪। ২৩৫৩।
২৪৫৮।২৯৯৩।৩০৫৫।

বলদেব দাস — পদসংখ্যা — ১

২৮৪২ সংখ্যক পদ।

বলরাম দাস,—পদ-সমষ্টি—১৩৬

পদ-সংখ্যা—২১।১০৮।১৩৬।১৪৬।২৭৯।২৮০।৩১০।
৩৬৭,৩৮০।৪১৩।৪১৪।৪১৬।৪১৭।৪৭১।৫৯১।৬১৭।৬৩৫।
৬৭৪।৬৭৭।৬৮২,৬৮৩।৬৮৪।৬৮৬।৭৮০।৭৮১।৭৮২। ৭৮৩।
৭৮৪।৭৯১।৭৯৩।৮১১।৮১২।৮১৭।৮১৮।৮৩৬।৮৩৮। ৯০৮।
৯১৭।৯২১।৯২৪।৯২৭,৯২৮। ৯২৯। ৯৩২। ৯৮২। ১২০৬।
১২০৭।১২০৮।১২১০।১২১৩।১২১৪।১২১৭। ১২১৮। ১২-
২১।১২৭৮।১৪৪৮।১৪৮২।১৪৮৩। ১৪৮৪। ১৪৮৬। ১৪৯০।
১৪৯৬।১৬১১।১৬৪৫।১৭০৫।১৭০৬।১৭০৮।১৮৩১।১৮৩৪।
১৮৩৫। (১৮৩৬—১৮৪৬ পদাংশ সহ)। ১৮৪৭।১৮৬০।
১৯৩৯।২০০৫।২০৩০।২০৩২।২০৬৫ ২০৬৬।২০৬৭।২০৮১।
২১০৯।২১১০।২১১১।২১১৩।২১৪৫।২১৬৪।২১৯৬।২২০১।
২২০৭।২২১২।২২৪৪।২২৪৫।২২৪৯।২২৫১।২২৫২।২২৫৪।
২২৫৫।২২৬১।২২৮৬।২২৯৮।২২৯৯।২৩০১।২৩৪৬।২৩৪৮।
২৪৬২।২৪৭৬।২৪৭৭।২৪৭৯।২৪৮২।২৪৮৩।২৪৮৭।২৪৮৮।
২৪৮৯।২৪৯০।২৪৯২।২৪৯৩।২৪৯৪।২৪৯৫।২৪৯৬।২৪৯৭।
২৪৯৮।২৫০০।২৫০১।২৫০২।২৫০৩।২৫০৫।২৫০৯,২৬৫৩।
২৬৫৫,২৯৯৭,২৯৯৮।২৯৯৯।৩০০০।৩০৩৭।৩০৭১।৩০৭৫।

বলাই দাস — পদ-সংখ্যা — ১

১২১২ সংখ্যক পদ।

বল্লভ দাস,—পদ-সমষ্টি—২৫

পদ-সংখ্যা—৯৭;৬০৩।৭৬৯। ৭৭০। ১০০৬। ১০০৭।
১০১০।১০১১।১০২০।১০২২।১০৬০।২২৩২।২২৩৩।২৩৮৩।
২৩৮৪।২৮৬২।২৯৮১।২৯৮২।২৯৮৩।২৯৮৬।৩০০১।৩০০২।
৩০০৯।৩০১০।৩০১১।

বসন্ত রায় —পদ-সমষ্টি—৫১

পদ-সংখ্যা—২।১৩০২।২৪৪৬;২৪৪৭,২৪৪৮।২৪৪৯।
২৪৫০।২৪৫১।২৪৫২।২৪৫৩।২৯০৫।২৯১৫।২৯১৬।২৯১৭।
২৯১৮।২৯১৯।২৯২০। ১৯২১। ২৯২৩। ২৯২৪। ২৯২৬—
২৯৫৬।

বাসুদেব ঘোষ,—পদ-সমষ্টি—৯৫

পদসংখ্যা—২৮।৫৪।২৪৯।৩৪১। ৩৫৬। ৩৬০।৩৬৫।
৩৭০।৪৫১।৪৭৬।৫২৫।৬৫৬।৬৬৫।৭২৩,৭২৪।৭৪৭,৭৬৪।
৭৭৭।৮৯৯।৯৭৩।১০৩০।১১০৮। ১১২১। ১১৩৭।১১৪১।
১১৫০।১১৫১।১১৬১।১১৮৬।১২৫৩।১৩৫৩।১৩৬৮।১৩৬৯।
১৪০৯।১৪২৫।১৪৯৪।১৫২৫।১৫৩৬।১৫৩৭।১৫৫০।১৫৭১।
১৫৯৮।১৬৩৪।১৬৩৫।১৬৩৬।১৬৬২।১৬৬৯।১৮০১।১৮৫৬।
১৯৯১।১৯৯৪,২০৪১।২০৭৮।২০৭৯।২০৮৭।২১০০।২১৪৩।
২১৪৪।২১৪৯।২১৫০।২১৫১।২১৫২।২১৫৩।২১৫৪;২১৫৫।
২১৬৯।২১৭১।২১৭২।১১৭৩।২১৭৫।২১৭৬।২১৮৫।২১৯২।
২২১০।২২১১।২২২১।২২২২।২২২৩;২২২৫।২২২৬।২২২৮।
২২২৯;২২৭০।২২৭৩।২২৭৯।২২৮০।২২৯২।২৩১৪।২৩১৫।
২৩৪৫।২৪৭৪।২৫৩১।২৬৮৮।৩০০৭।৩০০৮।

বিজয়ানন্দ — পদ-সংখ্যা — ১

২২৪২ সংখ্যক পদ।

বিদ্যাপতি,—পদ-সমষ্টি—১৬৩

পদ-সংখ্যা—৪৯।৫৭।৫৯।৬১।৬৩।৬৪।৬৬।৮০।৮২।

৮৩|৯২|৯৬|১০৪|১০৫| ১০৯| ১১০| ১১১| ১১২| ১৩১| ১৯৩|১৯৪|১৯৫|১৯৭|২০১|২০৭|২০৮|২০৯, ২১১|২১৫| ২২২|২২৩|২৩৭|২৩৮|২৩৯,২৪৬|২৫০|২৫১|২৫২| ২৫৩| ২৫৪|২৬০|২৭১|৩৮৭|৩৯৯|৪৩৮|৪৫২|৪৫৮|৪৭৩| ৪৮৪| ৪৯৩|৪৯৪|৪৯৭|৫০০|৫১০|৫১১|৫১২|৫২১|৫২৪| ৫২৮| ৫৩০|৫৩৪|৫৪৯|৬০১|৬১২|৬১৩|৬৬৬|৭২১|৭২৬| ৭২৭| ৭২৮|৭২৯|৭৩০|৭৩২|৭৪০|৮৩১|৮৫৫|৯১১|৯৩৯| ৯৪৯| ৯৫০|৯৬৩,৯৬৫|৯৬৮|৯৬৯|৯৭১|৯৭৬|৯৭৭|১০১২|১০৫৯ ১০৬১|১০৬৯|১০৮১|১০৯৩|১০৯৫|১০৯৬|১০৯৯|১১০০| ১১০৩|১১০৭|১৩৩৬|১৩৫৮|১৪০৮|১৪৩১|১৪৩২|১৫০০| ১৫০১|১৫০২|১৫২৩|১৬৩৮|১৬৩৯|১৬৪১|১৬৪২|১৬৭০| ১৬৭২|১৬৮০|১৬৮৩|১৬৮৫|১৬৮৬|১৬৮৭|১৭০১|১৭১২| ১৭১৩,১৭১৪|১৭১৫,১৭৩০|১৭৩২|১৭৩৫|১৭৬৪|১৮০২| ১৮০৩|১৮০৪|১৮০৫|১৮২৭|১৮৬১|১৮৬২|১৮৭৬|১৮৭৭| ১৮৭৯|১৮৮৫|১৮৯৯|১৯০০|১৯১৮|১৯৩০|১৯৪৩|১৯৪৭| ১৯৫২|১৯৫৭|১৯৫৮|১৯৭২|১৯৭৩|১৯৭৪|১৯৮২|১৯৯৫| ১৯৯৬|১৯৯৭|২০০৮|২০১২|২০৩৮|২০৪৬|২৫২৫|৩০১৬| ৩০১৭|৩০১৮।

বিদ্যাপতি + কবিচম্পতি — পদ-সংখ্যা — ১

৩৬৮ সংখ্যক পদ।

বিদ্যাপতি + গোবিন্দদাস — পদসমষ্টি — ৩

পদ-সংখ্যা — ২৬১|১৬৪০|১৬৭১।

বিদ্যাপতি + গোবিন্দ কবিরাজ + গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী — পদসংখ্যা — ১

১৮০২ সংখ্যক পদ (১৮০৩—১৮১৩ পদাংশ সহ)।

বিন্দু — পদসমষ্টি — ৪

পদ-সংখ্যা — ৭১|৬৯৭|১৬৬৭|২৩৩৩।

বিন্দু দাস — পদ-সংখ্যা — ১

২২৫৩ সংখ্যক পদ।

বিপ্রদাস ঘোষ — পদ-সংখ্যা — ১

১১৭৫ সংখ্যক পদ।

বিশ্বম্ভর — পদ-সমষ্টি — ২

পদ-সংখ্যা — ৭৪৩|১১৯৯।

বীরবল্লভ — পদ-সংখ্যা — ১

২৮৬৮ সংখ্যক পদ।

বীর হাম্বীর — পদ-সংখ্যা — ১

২৩৭৮ সংখ্যক পদ।

বৃন্দাবন দাস — পদ-সমষ্টি — ৩৪

পদ-সংখ্যা — ৬|২৪|২৫|২৬৬| ৩২৫| ৪৬৮| ৫৭৩| ১১১৯|১১২২|১১২৪|১১২৫|১১২৬|১৫১৩|১৫১৪|১৫৭৭| ১৫৭৮|২০৫৯,২০৯৩|২০৯৪|২১৪৭|২১৮৭|২১৯০|২১৯৩| ২২৮১|২২৯৫|২২৯৬|২২৯৭,২৩১২|২৩২৫|২৩২৬|২৩৩২| ২৩৪০|২৯১৩|৩০৫৬।

বৈষ্ণবচরণ — পদ-সংখ্যা — ১

৩০৭৭ সংখ্যক পদ।

বৈষ্ণব দাস — পদ-সমষ্টি — ২৬

পদ-সংখ্যা — ১|৮|৯|১৫|১৬|১৭|১৮|৫৭২| ১১১২| ১১১৩|১১১৪|১১৪৪|১৫৬৮|২০২৪|২১০৮| ৩০১২| ৩০-১৩|৩০৫৮,৩০৭৮|৩০৭৯,৩০৮০|৩০৮১| ৩০৮২| ৩০৮৩| ৩০৮৪|৩০৮৫।

বংশীদাস — পদ-সমষ্টি — ১৭

পদ-সংখ্যা — ২৬|১২২|৪৭১|৫২৩|৫৪৭|১১৫৪|১১৫৫| ১১৫৬|১৩৮৭,১৩৯০|১৪০৪|১৪০৬|১৪২০|১৪২১|১৮৫৫| ১৯৭৯|২৮৫১।

বংশীবদন — পদ-সমষ্টি — ২৫

পদ-সংখ্যা — ১১৮|১২১|৪১২|৫৪৪|৫৫০|৫৫১|৫৭৮| ৬৫৮|৭৯৭|১০০৯|১১৯৪|১৩৫০|১৩৫৯| ১৩৬০| ১৩৬৫| ১৩৭৩|১৩৮৫|১৩৮৮|১৩৯১|১৪০২|১৪০৩|১৪১৬|১৪১৯| ১৪২৪|২৫৬৪।

ব্রজানন্দ — পদ-সংখ্যা — ১

১২৭ সংখ্যক পদ।

ভাগবত-কার — পদ-সমষ্টি — ৩

পদ-সংখ্যা — ১২৬৭|১৬৩০|১৬৩১।

ভীম (দ্বিজ) — পদ-সংখ্যা — ১

৩৪ সংখ্যক পদ।

ভুবন দাস—পদ-সংখ্যা—১

১৭৮৯ সংখ্যক পদ (১৭৯০—১৮০০ পদাংশ সহ)।

ভুপতি—পদসমষ্টি—৪

পদ-সংখ্যা—৪৮৩।৫৩৯।১৭২৬।১৮৭৬।

ভুপতিনাথ—পদ-সমষ্টি—২

পদ-সংখ্যা—৪৭৮।৪৭৯।

মথুরা দাস—পদ-সংখ্যা—১

৭৮৯ সংখ্যক পদ।

মদন—পদসংখ্যা—১

২৩০৪ সংখ্যক পদ।

মধুসূদন—পদ-সমষ্টি—৫

পদ-সংখ্যা—১৮৭৩।২৭৮৫।২৭৮৬।২৮৫৫।২৮৫৬।

মনোহর দাস,—পদ-সমষ্টি—৬

পদ-সংখ্যা—৭।৮২৫।১৩৮৬।২৩৬৬।২৩৬৭।২৮৭০।

মাধব—পদ-সমষ্টি—৫৫

পদ-সংখ্যা—২২।১২৪৯।১২৭০। ১৫৩৩। ১৫৩৪। ১৫৩৫।১৫৪০।১৫৪১।১৫৮০।১৫৮৬।১৫৮৭।১৫৮৮।১৫৮৯। ১৫৯২।১৯২৯।২৩২২।২৪৬১।২৫১৬।২৫১৯।২৫৪০।২৫৪১। ২৫৫১।২৫৫৮।২৫৭০।২৫৭১।২৫৭৪।২৫৯৯।২৬০২।২৬১১। ২৬১২।২৬১৪।২৬৩৪।২৬৩৮।২৬৪৫।২৬৫৬।২৬৫৭।২৬৬৫। ২৬৭১।২৬৭৪।২৬৭৬।২৬৭৯।২৬৯১।২৬৯৪।২৭২১।২৭৬০। ২৭৬২।২৭৭৬।২৭৭৮।২৭৮০।২৭৮২।২৭৮৯।২৮০৮।২৮০৯। ২৮১৮।২৮২৮।

মাধব ঘোষ,—পদ-সমষ্টি—৭

পদ-সংখ্যা—৬৬০।১৫৩৯।১৯২৮।২২৭৬।২২৭৭।২২৭৮। ২২৮৯।

মাধব দাস,—পদ-সমষ্টি—১৫

পদ-সংখ্যা—১১৮২।১১৮৩।১১৮৪।১৫৯০। ১৫৯৩। ১৫৯৬।২২৫৬।২২৭৫।২৭১৯।২৭২৯।২৭৪৭।২৭৯০।২৮০৩। ২৮০৫।২৮১২।

মাধব দাস (দ্বিজ)—পদ-সংখ্যা—১

২৩৩৯ সংখ্যক পদ।

মাধবী,—পদ-সমষ্টি—২

পদ-সংখ্যা—১৪০।২২৪০।

মাধবী দাস—পদ-সমষ্টি—৫

পদ-সংখ্যা—৭৭৫।৭৭৬।১৮৫৩।২২৩৯।২২৯০।

মাধবেন্দ্র পুরী—পদ-সমষ্টি—২

পদ-সংখ্যা—১৬৫২।১৬৫৩।

মাধো—পদ-সমষ্টি—৪

পদ-সংখ্যা—২৩৬৪।২৩৬৫।২৯৬৮।৩০৩৫।

মুরারি—পদ-সমষ্টি—৩

পদ-সংখ্যা—২২৩১।২২৩৫।২৩৩৪।

মুরারি গুপ্ত,—পদ-সমষ্টি—২

পদ-সংখ্যা—৭৫১।২১২১।

মোহন,—পদ-সমষ্টি—৩০

পদ-সংখ্যা—৯৯।১৫৪।১৮৬।৩৯৬।৩৯৭।৪১৮।৫৬১। ৫৭২।৬০০।৯৮৩।১২০১ ।১২০২ ।১২০৯। ১২১১। ১৩৮৩। ১৩৮৪।১৪৩৩।১৪৪৬।১৪৯১।১৫৮১।১৫৮২।১৫৮৩।১৭৬১। ১৯৬১।২০১৭।২০২৬।২০২৯।২৩১৭।২৫৭৯।২৬৭৭।

যদু—পদ-সমষ্টি—১৪

পদ-সংখ্যা—১৪৭।৭০৩।৮১৯।৮৫৯। ১০৮৯। ১৫৪৬। ১৫৪৭। ২১০১। ২১৮২। ২২০৯। ২৩০০। ২৪০৮। ২৪৫৯। ২৪৬০।

যদুনন্দন—পদ-সমষ্টি—৭১

পদ-সংখ্যা—৩১।৩৭।৩৮।৬৫।৭৭।৮৭।৮৮।১৪২। ১৭০। ১৭৫।১৮২।১৮৪।১৮৫।১৮৭।২২১।২৮৩।২৮৫। ২৮৬। ৩৩৬। ৩৩৮।৩৪০।৩৭৭ ।৪৬০।৬৫৪ ।৭৪৬।৮২২। ১১৯৮। ১৩০৫। ১৩১৩।১৩৩২।১৩৩৫।১৩৩৭।১৩৫২।১৪৩০।১৫০৫।১৫০৬। ১৫২৮।১৫২৯।১৫৩০।১৬১২।১৬১৫।১৬৬৮।১৬৯২।১৭০৩। ১৯৪১।২০০১।২০১৬।২০৩৩।২০৪৯।২০৫০।২০৫১।২০৫২। ২০৫৮।২০৯৯।২৫০৪।২৫৩৮।২৫৯০।২৫৯১।২৬০৬।২৬০৭। ২৬০৮।২৬৬৪।২৬৭৫।২৭৫৭।২৭৫৮।২৭৫৯।২৮৩৭।২৮৪৮। ২৮৫২।২৮৫৪।২৮৬৭।

যদুনাথ — পদ-সমষ্টি — ১৬

পদ-সংখ্যা—৬০৪।৬৯৮।৭৫৮।৮০৮।৮২৭।৯৫১।১১৫০।১৯৪৯।১৯৭৬।২০০৭।২১২৫।২১২৬।২১৮০।২১৯১।২৪৭০।২৫১২।

যাদবেন্দ্র —পদ-সমষ্টি —৩

পদ-সংখ্যা—১১৮৯।১১৯২।১২২৫।

রঘুনাথ দাস—পদ-সমষ্টি—৩

পদ-সংখ্যা—২৩৮৭।২৪৬৭।২৮৬৯।

রসময় দাস — পদ-সমষ্টি — ৩

পদ-সংখ্যা—১৭০০।১৮৬৪।১৮৬৫।

রসময়ী দাসী—পদসংখ্যা—১

৭৫৭ সংখ্যক পদ।

রসিকানন্দ—পদসংখ্যা—১

২২২৪ সংখ্যক পদ।

রাধামোহন — পদ-সমষ্টি — ১৮২

পদ-সংখ্যা—৩৮।৪৩।৪৫।৪৭।৫০।৫১।৬৮।৭৬।৭৮।৮৪।১০২।১০৭।১১৩।১৫৭।১৫৯।১৬২।১৬৪।১৬৫।১৬৭। ১৬৮।১৬৯।১৭১।১৭৩।১৭৬।১৭৭।১৭৯।১৯৬।২৪৮। ২৭২। ২৭৩।২৮৪।৩০৩।৩২৮।৩৩৩।৩৫২।৩৭৩।৩৭৪।৩৭৮।৪০১। ৪০২।৪০৪।৪১০।৪২২।৪২৯।৪৩২।৪৪৯।৪৫০।৫৮১।৫৮৩। ৬০৭।৬১৯।৬২০।৬২২।৬২৫।৬২৬।৬২৭।৬৩৪।৬৬১। ৭৪৫। ৭৬২।৭৬৩।৯৯৫।৯৯৭।৯৯৮।১০০৫।১০১৭।১০৪২। ১০৪৩। ১০-৪৮।১০৪৯।১০৭৭।১০৮২।১০৯২। ১০৯৪। ১২৫৪। ১২৬৩।১২৭১।১৩০৩।১৩০৪।১৩১১।১৩১২।১৩১৪।১৩১৭।১৩৩১।১৩৩৩।১৩৪০।১৩৪৩।১৫১৯।১৫৯৯।১৬২২।১৬২৭।১৬২৯।১৬৪৪।১৬৬৫।১৬৬৬।১৬৭৫।১৬৭৬।১৬৭৭। ১৬৭৮। ১৬-৭৯।১৬৮৯।১৬৯০।১৮৭৪।১৮৮৩। ১৮৮৪। ১৮৮৮। ১৮৮৯।১৮৯২।১৮৯৮।১৯০৩।১৯০৫।১৯১৬।১৯০৭।১৯০৯। ১৯১৬।১৯২৫।১৯৩২।১৯৪২।১৯৬৪।১৯৬৫।১৯৬৯।১৯৮৪।১৯৮৬।১৯৯০।১৯৯৯।২০০২।২০০৩।২০১৫।২১৬৬।২৪০৯।২৪১৩।২৪১৭।২৪১৮।২৪২৭।২৪৩৩।২৪৩৫।২৪৩৬।২৪৩৮।২৪৩৯।২৪৪০।২৪৪৪।২৪৪৫।২৪৭৫।২৫০৮।২৫২০।২৫৯৩।২৬০৩।২৬০৫।২৬০৯।২৬৩৫।২৬৩৬।২৬৪৩।২৬৪৪।২৬৪৯।২৬৫৪।২৬৭২।২৬৭৩।২৬৮০।২৭০২।২৭৩০।২৭৩১।২৭৩৩।২৭৪১।২৭৪২।২৮১৩,২৮১৫।২৮৩০।২৮৪৯।২৮৫০।২৯৯০।৩০০৪।৩০০৫।৩০৩৪।৩০৫৩।৩০৭০।৩০৯০।৩০৯১।৩০৯৭।৩০৯৮।৩০৯৯।৩১০০।৩১০১।

রাধাবল্লভ —পদ-সমষ্টি —১৭

পদ-সংখ্যা—১৯৬।২২০,৭৭৪।১৩৯২।১৬৬১।১৭-২৫।২০৩৭।২১৪২,২৩০৭।২৩২৪।২৩৬১। ২৩৬২। ২৩৬৩।২৩৬৮।২৩৭০।২৩৭৯।২৩৮০।

রাম—পদ-সংখ্যা—১

২৩০৯ সংখ্যক পদ।

রামকান্ত—পদ-সংখ্যা—১

১৫৭২ সংখ্যক পদ।

রামচন্দ্র—পদ-সমষ্টি—২

পদসংখ্যা—২০৬৪।২১৮৬।

রাম রায়—পদ-সংখ্যা—১

২৮৪৪ সংখ্যক পদ।

রামানন্দ—পদ-সমষ্টি—১১

পদ-সংখ্যা—১২৭৭।১৪১৭।১৭১১।২০৬০।২০৯৬।২১৬২।২১৬৩।২২৪৮।২২৫৭,২৬১৫।৩০৫৭।

রামানন্দ বসু—পদ-সমষ্টি—৭

পদসংখ্যা—১৪৫।৬৫২।৬৬৯।৭৮৬।১৯২৪।২০৮২।২৩৩১।

রামানন্দ রায়—পদ-সমষ্টি—৮

পদসংখ্যা—১৮১।৫৬২।৫৭৬।১০১৫।১০১৬। ১০৪০।২৪১০।২৪১১।

রূপ গোস্বামী—পদ-সমষ্টি—৩৭

পদ-সংখ্যা—৬৯।৭২। ১৭২। ৩৫৭। ৩৬৪। ৩৭২।৩৮৮।৪৬৪।৫৩৩।৬৩১।৬৩২।৮২৩।১০১৩।১০৩৬। ১০৩৯।১১০৯।১১১০।১১৩০।১১৩১।১২৬৯।১২৭৬।১৩১৯।১৪২৬।১৪২৭।১৪৪৫।১৪৫০।১৪৬১।১৪৬৬।১৬৫০।১৭৬৩।১৯১০।২৪৮১।২৬৬২।২৬৬৩।২৭৩৫।৩০১৫।৩০৫৮সংখ্যক পদের পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্ত পদ।

লক্ষ্মীকান্ত দাস—পদ-সমষ্টি—১

১১৭ সংখ্যক পদ।

লোচন দাস,—পদ-সমষ্টি—২৯

পদ-সংখ্যা—৬১৮।৯৪৮।৯৫৫।১১২৩।১২৯৮।১৫৩২।১৫৪৩।১৭৭৭ (১৭৭৮—১৭৮৮ পদাংশ সহ)।২০৮৮।২১০৫।২১২৪।২১২৯।২১৪১।২১৭৪।২১৭৮।২২০৩।২২১৯।২২৫৮।২৩০৮।২৩২০।২৩২৯।২৩৪১।২৩৪৯।৩০০৩।৩০৩৬ ৩০৪৩।৩০৪৪।৩০৪৫।৩০৯৬।

শঙ্করদাস—পদ-সমষ্টি—৩

পদ-সংখ্যা—১৬২৮।১৬৪৯।১৯২৬।

শচীনন্দন—পদ-সমষ্টি—২

পদ-সংখ্যা—১৭৬৫ (১৭৬৬—১৭৭৬ পদাংশ সহ)। ২২৩৭।

শিবরাম—পদ-সমষ্টি—২৪

পদ-সংখ্যা—২৫৫।৩৩০।৮৬৫।৮৬৬।৯৩৪।১০৭০। ১০৭১।১০৭২।১১১৮।১১২৮।১১২৯।১৪৩৯।১৪৪০।১৪৪১। ৯৪ ৪২।১৫১৮।১৫৫১।১৫৫৩।১৫৫৬।১৫৫৭।১৫৬৭।১৬১৮। ১৬২৬।২০০৯।

শিবা—পদসংখ্যা—১

৯০৭ সংখ্যক পদ।

শিবাই দাস—পদ-সমষ্টি—৬

পদ-সংখ্যা—১১৩২।১১৩৩।১১৩৫।১১৭৮।১২৩১। ২৩৫৪।

শিবানন্দ—পদ-সমষ্টি—৩

পদ-সংখ্যা—১৮৫১।২১২৭।২৩৫৫ ।

শেখর—পদ-সমষ্টি—৯৮

পদ-সংখ্যা—২৪০।২৬২।৪৮৬।৫০৩।৫৯৫।৬১৫।৭১১। ৭১২।৮০২।৮০৬।৯৫২।৯৮৫।১০৬২।১৬৮১।২০৪২।২১৫৭। ২১৮৮।২১৯৮।২১৯৯।২২০০।২৩৭২।২৪৯৯।২৫০৬।২৫১৭। ২৫২২।২৫২৩।২৫৩৫।২৫৩৭।২৫৪৩।২৫৪৬।২৫৪৭।২৫৪৮। ২৫৫৬।২৫৫৮।২৫৫৯।২৫৬০।২৫৬১।২৫৬২।২৫৬৩।২৫৬৫। ২৫৬৭।২৫৭৭।২৫৮০।২৫৮১।২৫৮৫।২৫৮৬।২৫৮৭।২৫৮৮। ২৫৮৯।২৫৯৫।২৫৯৬।২৫৯৮।২৬০০।২৬২৯।২৬৩০।২৬৩৩। ২৬৪৮।২৬৫১।২৬৭৮।২৬৮১।২৬৮৩।২৬৮৪।২৬৮৫।২৬৮৮। ২৬৮৯।২৬৯৬।২৬৯৭।২৬৯৮।২৬৯৯।২৭০০।২৭০১।২৭০৩। ২৭০৫।২৭০৬।২৭০৭।২৭০৮।২৭০৯।২৭১০।২৭১৫।২৭১৬। ২৭১৭।২৭২৫।২৭৪৩।২৭৪৮।২৭৪৯।২৭৫৪।২৭৭৭।২৭৮৭। ২৭৯১।২৭৯৩।২৭৯৫।২৭৯৬।২৭৯৭।২৭৯৮।২৭৯৯।২৮০১। ২৮০২।২৮৩৬।

শেখর (কবি)—পদ-সমষ্টি—৪২

পদ-সংখ্যা—১৬০।২৪৪।২৫৯।৩২৭।৩৮৯।৪৮৭।৫২৩। ৬১০।৬১৪।৬২৮।৬৬৭।৭৩১।৯০৪।৯৪২।৯৬৬।১০২৭।১০৫৮ ১৩১০।১৬১০।১৭১৯।১৯০৯।১৯৪৮।২০৬৩।২০৯১।২১৮৯। ২৫১০।২৫১৩।২৫১৪।২৫২৪।২৫৫৫।২৫৮২।২৫৮৩।২৫৯৭। ২৬৮২।২৬৮৭।২৬৯২।২৭০৪।২৭২২।২৭২৩।২৭২৪।২৭২৮। ২৭৫১।

শেখর (কবি ও রায়)—পদ-সংখ্যা—১

২৫১১ সংখ্যক পদ।

শেখর (দাস)—পদ-সমষ্টি—২

পদ-সংখ্যা—২৫৭।১৩৮১।

শেখর (নৃপ কবি)—পদ-সংখ্যা—১

১৭৫৯ সংখ্যক পদ।

শেখর (রায়)—পদ-সমষ্টি—৩৫

পদ-সংখ্যা—৩০০।৬৭৯।৯৮০।৯৮৪।১০৬৪।১৩৫৪। ১৩৭৭।২০৯০।২০৯২।২১০৭।২১৫৬।২১৫৮।২১৫৯।২১৬০। ২১৬১।২১৯৭।২২৬০।২৩৭৩।২৩৭৪।২৫১৫।২৫৪৯।২৫৫২। ২৫৫৭।২৫৬৬।২৫৮৪।২৬০১।২৬০৪।২৬২৬।২৬৩,।২৬৪২। ২৭১১।২৭২৭।২৭৫৬।২৭৮১।২৭৯২।

শ্যামদাস,—পদ-সমষ্টি—৬

পদ-সংখ্যা—১২৮৯।১৩৩০।২০৯৫।২৩৫০।২৩৫২। ২৮৪৫।

শ্যামানন্দ—পদ-সমষ্টি—৩

পদ-সংখ্যা—১০২৪।২৮৪৩।৩০৪০।

শ্রীনিবাস—পদ-সমষ্টি—৩

পদ-সংখ্যা—৭৯০।৩০৭২।৩০৭৩।

সদানন্দ—পদ-সংখ্যা—১

২১৯৪ সংখ্যক পদ।

সালবেগ,—পদ-সমষ্টি—৩

পদ-সংখ্যা—১৫৪২।২৪৭২।২৯৭২।

সিংহ (নৃপতি)—পদ-সংখ্যা—১

১৯৪০ সংখ্যক পদ।

সিংহ (ভূপতি)—পদ-সমষ্টি—৬

পদ-সংখ্যা—১১৪।৪৭৭।১০৮০।১৬৯৮।১৭৩৬।১৯৬৩।

সুন্দর দাস—পদ-সমষ্টি—২

পদ-সংখ্যা—১৩২৭।১৩২৮।

সূর(দাস)—পদ-সংখ্যা—১

১০৮৬ সংখ্যক পদ।

সৈয়দ মর্‌তুজা—পদ-সংখ্যা—১

২৯৫৭ সংখ্যক পদ।

স্বরূপ দাস,—পদ-সমষ্টি—২

পদ-সংখ্যা—১৫৭৪।১৫৭৫।

হরিকৃষ্ণ দাস—পদ-সংখ্যা—১

৬০ সংখ্যক পদ।

হরিদাস,—পদ-সমষ্টি—২

পদ-সংখ্যা—২৩৪২।৩০১৪।

হরিদাস (দ্বিজ)—পদ-সমষ্টি—৪

পদ-সংখ্যা—১২৯।২৯১।১৪৬১।১৪৬৯।

হরিবল্লভ,—পদ-সমষ্টি—৪

পদ-সংখ্যা—১৯০।২১৪।৩০১।১৫২২।

হরিরাম দাস,—পদ-সমষ্টি—২

পদ-সংখ্যা—৫৮৬।২৩০৩।

হরেকৃষ্ণ দাস—পদসংখ্যা—১

১৩৭০ সংখ্যক পদ।

ভূমিকা

কতিপয় পদ-সংগ্রহ গ্রন্থের পরিচয়

বৈষ্ণবদাসের সঙ্কলিত "পদকল্পতরু" গ্রন্থের আগে ও পরে আরও কতকগুলি পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল; বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহ গ্রন্থগুলির মধ্যে পদকল্পতরুর অসাধারণ বিশেষত্ব বুঝিতে হইলে, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পদ-সংগ্রহ গ্রন্থগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। আমরা ঐ গ্রন্থগুলির পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে উহাদিগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি

আজ পর্য্যন্ত যতগুলি পদ-সংগ্রহ পুথি পাওয়া গিয়াছে, উহার মধ্যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ওরফে পদ-কর্ত্তা "হরিবল্লভ" বা সংক্ষেপে "বল্লভ" দাসের সঙ্কলিত "ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি" গ্রন্থখানাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের বিস্তৃত পরিচয় পদ কর্ত্তা হরিবল্লভের প্রসঙ্গে প্রদত্ত হইবে। এখানে শুধু ইহাই বক্তব্য যে, তিনি বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বহুসংখ্যক পদ-কর্ত্তার কতকগুলি পদ লইয়া রাগানুগ বৈষ্ণব ভক্তদিগের ভজনের সুবিধার জন্যে ঐ পুথিখানা সঙ্কলিত করিয়া গিয়াছেন। "ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি" গ্রন্থে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "হরিবল্লভ" ও "বল্লভ" ভণিতার কয়েকটী পদও দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি" গ্রন্থে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদ একটীও পাওয়া যায় না। আমরা চণ্ডীদাসের প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিব। "ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি" বৃহৎ গ্রন্থ নহে; উহাতে মাত্র ৩১৫টী পদ আছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রবীণ বয়সে এই সংগ্রহ-গ্রন্থখানি সঙ্কলিত করেন—এরূপ অনুমান করিলে আন্দাজ ১৭০০ খৃষ্টাব্দে উহা সঙ্কলিত হইয়াছিল, মনে করা অসঙ্গত হইবে না। দেবকীনন্দন যন্ত্রালয় হইতে শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয় কর্ত্তৃক ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি গ্রন্থের একখানা উৎকৃষ্ট সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য নিত্যধাম-গত প্রভুপাদ রাধিকানাথ গোস্বামি-মহোদয়ের অন্যতম প্রিয়-শিষ্য পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদ দাস বাবাজী মহাশয় প্রভু-পাদের ব্যাখ্যাত রস-বিশ্লেষণ অবলম্বন করিয়া রাগানুগ ভক্তদিগের সুবিধার জন্য বিস্তৃত টীকা, রস-বিশ্লেষণ, পাঠান্তর ও সূচীর সহিত এই গ্রন্থের সম্পাদন করিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণবোচিত বিনয়বশতঃ নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই। সম্পাদক বাবাজী মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা সর্ব্ব-জন-বিদিত। তাঁহার রস-বিশ্লেষণ যে উত্তম হইয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রাচীন ও প্রামাণিক হস্ত-লিখিত পুথির অসদ্ভাব জন্যই হউক কিংবা অন্য কারণেই হউক, এই বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট সটীক সংস্করণটীতেও অনেক পদেই বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থের নির্ণয়ে অনেক ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য যে, সুবিস্তৃত রস-বিশ্লেষণ অপেক্ষাও বিশুদ্ধ পাঠ ও অর্থই সাহিত্য সেবক পাঠকদিগের অধিক প্রয়োজনীয় বটে। দুঃখের বিষয় যে, এই সুবৃহৎ ও রস-বিশ্লেষণের হিসাবে উৎকৃষ্ট সংস্করণখানা দ্বারাও গীত-চিন্তামণি গ্রন্থের একখানা শুদ্ধ পাঠ ও অর্থ-যুক্ত প্রামাণিক সংস্করণের অভাব পূর্ণ হয় নাই। আমরা ভরসা করি, অতঃপর এই গ্রন্থখানার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করার সময়ে সম্পাদক মহাশয় উহার পাঠ ও অর্থের বিশুদ্ধতার প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

"গীত-চিন্তামণি" গ্রন্থের সম্ভবতঃ ২০।২৫ বৎসর পরেই সুপ্রসিদ্ধ "ভক্তি-রত্নাকর" গ্রন্থের রচয়িতা ঘনশ্যাম ওরফে নরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বারা "গীত-চন্দ্রোদয়" নামক একখানা বৃহৎ পদ-সংগ্রহ সঙ্কলিত হয়। "গীত-চন্দ্রোদয়" পুথি এখন যে জন্যই হউক, নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অথবা কলিকাতা বা ঢাকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুথি-শালায় "গীত-চন্দ্রোদয়" নাই। আজ পর্য্যন্ত আমাদিগের উহা দেখার সৌভাগ্য ঘটে নাই; তবে বিশ্বস্ত-সূত্রে জ্ঞাত হইয়াছি যে, স্বাধীন ত্রিপুরা আগরতলা রাজধানীর রাজকীয় গ্রন্থ-শালায় গীত-চন্দ্রোদয়ের একখানা পুথি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। স্বাধীন ত্রিপুরার রাজ-পরিবার সাহিত্যানুরাগ ও বৈষ্ণবতার জন্য চির-প্রসিদ্ধ। যদি সেখান হইতে এই পুথিখানা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে উহা রাজ-বংশের একটা স্মরণীয় কীর্ত্তির কারণ হইতে পারে। ঘনশ্যাম ওরফে নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

গীত-চন্দ্রোদয়

"নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্রে বিখ্যাত।
তার শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥"

সুতরাং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ওরফে হরিবল্লভের "গীত-চিন্তামণি" আন্দাজ ১৭০০ খৃষ্টাব্দে সঙ্কলিত হওয়ায়, উহার আন্দাজ পঁচিশ বৎসর পরে অর্থাৎ আনুমানিক ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে "গীত-চন্দ্রোদয়" সঙ্কলিত হইয়াছিল, অনুমান করা যাইতে পারে।

গীত-চন্দ্রোদয়েরই প্রায় সমকালে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্য-প্রভুর সুযোগ্য বংশধর রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক "পদামৃত-সমুদ্র" নামক প্রসিদ্ধ পদ-সংগ্রহ সঙ্কলিত হয়। রাধামোহন ঠাকুর বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের গুরুদেব ছিলেন। তিনি নিজেও একজন পদ-কর্ত্তা। পদামৃত-সমুদ্রের মোট ৭৪৬টী পদের মধ্যে তাঁহার স্ব-রচিত পদের সংখ্যা ২২৮। বাকি পদের মধ্যে আবার গোবিন্দদাসের পদের সংখ্যা ২৭০। অবশিষ্ট ৩৪৮টী পদ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির পদাবলী হইতে গৃহীত হইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুর পরবর্ত্তী সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্য। তিনি নিজের সঙ্কলিত "পদামৃত-সমুদ্র" গ্রন্থের যে সংস্কৃত টিপ্পনী রচনা করিয়া ঐ গ্রন্থের সহিত সংযোজিত করিয়া গিয়াছেন, উহা হইতে পদাবলীর পাঠান্তরের ও দুরূহ শব্দ ও বাক্য-সমূহের অর্থ-নির্ণয়ে আশানুরূপ সাহায্য পাওয়া না গেলেও, তাঁহার সংক্ষিপ্ত অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ রস-বিশ্লেষণ দ্বারা রসজ্ঞ পণ্ডিত পাঠকদিগের যথেষ্ট জ্ঞান-লাভ হইয়া থাকে। আর কোনও পদ-সংগ্রহ গ্রন্থেরই এরূপ প্রামাণিক টীকা পাওয়া যায় নাই। সে জন্যই সটীক পদামৃত-সমুদ্র অভিজ্ঞ পাঠক-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্বর্গগত রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক বহরমপুর খাগড়াস্থিত রাধারমণ যন্ত্র হইতে সটীক পদামৃত-সমুদ্রের ক্রমে দুইটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় বহু অপ্রকাশিত বৈষ্ণব গ্রন্থের প্রকাশক বলিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার অনেক গ্রন্থের ন্যায় সটীক "পদামৃত-সমুদ্র" গ্রন্থখানিও উপযুক্ত সংশোধনের অসদ্ভাব হেতু ভ্রম-প্রমাদ-পূর্ণ অবস্থায়ই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থখানা অপ্রকাশিতপূর্ব্ব না হইলেও পদাবলী-পাঠকের হিতার্থে ইহারও একটী শুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বটে।

পদামৃত-সমুদ্র

"পদামৃত-সমুদ্র" গ্রন্থখানি সঙ্কলিত হওয়ার আন্দাজ ২০।২৫ বৎসর পরেই গোকুলানন্দ সেন ওরফে বৈষ্ণব দাস কর্ত্তৃক "পদ-কল্পতরু" নামক সুবৃহৎ ও উৎকৃষ্ট সংগ্রহ-গ্রন্থখানা সঙ্কলিত হয়। বৈষ্ণব দাস গ্রন্থ-শেষে অনুবাদ-প্রকরণে লিখিয়াছেন,—

পদ-কল্পতরু

"শ্রীআচার্য্য-প্রভু-বংশ শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে তার গুণের বর্ণন॥
যাহার বিগ্রহে গৌর-প্রেমের নিবাস।
যেন শ্রীআচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ॥
গ্রন্থ কৈলা পদামৃত-সমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
তাহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া॥
সেই মূল-গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥
এই গীত-কল্পতরু নাম কৈলুঁ সার।
পূর্ব্বরাগাদি-ক্রমে চারি শাখা যার॥"

"গীত-কল্পতরু" নামটী কিরূপে "পদ-কল্পতরু" নামে পরিবর্ত্তিত হইল, সে সম্বন্ধে আমাদিগের অনুমান চতুর্থ খণ্ডের ২৬৮ পৃষ্ঠার পাদটীকায় আমরা লিপি-বদ্ধ করিয়াছি, এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। পদকল্পতরু গ্রন্থে কোন্ কোন্ পদ-কর্ত্তার কতগুলি পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহার বিস্তৃত পরিচয় "পদ-কর্ত্তৃ-সূচী" হইতেই পাওয়া যাইবে। এখানে পদকল্পতরুর সম্বন্ধে শুধু ইহাই বলা আবশ্যক যে, এরূপ একটা বিরাট্ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বাঙ্গালায় আর কখনও সঙ্কলিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী প্রায় সকল সংগ্রহ-গ্রন্থগুলিকেই এক প্রকার অনাবশ্যক ও অচল করিয়া ফেলিয়াছে। কেবল সংগ্রহ-কারের খ্যাতির জোরে 'ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি," "পদামৃত-সমুদ্র" প্রভৃতির ন্যায় প্রাচীন পদ-সংগ্রহ এখনও অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া রহিয়াছে। পদকল্পতরুর সংগ্রহের পরিপুষ্টতা ও পদাবলীর উৎকৃষ্টতার জন্য বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এই গ্রন্থখানা পাঠক-সমাজে নিতান্ত সমাদৃত হওয়ায়, আজ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থের বহু সংস্করণ হইয়াছে; কিন্তু পাঠান্তর, পাঠ-বিচার, টীকা, শব্দ-কোষ ও সূচী ইত্যাদি-সম্বলিত কোনও সংস্করণ ইতিপূর্ব্বে আরপ্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগ ও অর্থ-ব্যয়ে এবং গ্রন্থ-সম্পাদকের প্রায় বিশ বৎসরব্যাপী পরিশ্রমের ফলে এই সংস্করণটী খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইল। "পদকল্পতরু" গ্রন্থে প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদিগের যে সকল পদ সংগৃহীত হয় নাই এবং "পদ-রস-সার," "পদ-রত্নাকর" প্রভৃতি পরবর্ত্তী পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে, উহার মধ্য হইতে অন্যূন এক হাজার পদ লইয়া পদ কল্পতরুর একটী পরিশিষ্ট বর্ত্তমান সম্পাদকের দ্বারা সঙ্কলিত করাইয়া প্রকাশিত করা হইবে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এই পরিশিষ্ট প্রকাশে অনিবার্য্য কারণে বিলম্ব ঘটায় "পদকল্পতরু," "ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি" প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত ও প্রকাশিত গ্রন্থ-সমূহের অতিরিক্ত ছয় শতের অধিক অপ্রকাশিত ও উৎকৃষ্ট পদাবলী দ্বারা আমরা "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" নামক একখানা ভূমিকা, পদ-সূচী, শব্দ-সূচী ও টীকাসম্বলিত পদ-সংগ্রহ সঙ্কলিত ও প্রকাশিত করিয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বারা প্রকাশিতব্য পূর্ব্বোক্ত সুবৃহৎ পদাবলী-পরিশিষ্ট মুদ্রিত ও প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত উক্ত "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" দ্বারাই পদকল্পতরুর পরিশিষ্টের প্রয়োজন কিয়ৎপরিমাণে সাধিত হইতে পারিবে। "পদ-রস-সার," "সঙ্কীর্ত্তনামৃত," "পদ-রত্নাকর" প্রভৃতি পুথিগুলি এ যাবৎ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই। ঐ সকল পুথিতেও জ্ঞাত ও অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পদ-কর্ত্তাদিগের অনেক উৎকৃষ্ট পদ আছে। ঐ সকল পদের স্থায়িত্ব-বিধান ও সুপ্রচারের

জন্যে যদি একান্ত পক্ষে ঐ পুথিগুলির সমগ্র মুদ্রাঙ্কন ও প্রকাশ সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলেও জ্ঞাত ও অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পদ-কর্ত্তাদিগের সমস্ত অপ্রকাশিত পদাবলীই যে একত্র সঙ্কলিত করাইয়া সত্বর প্রকাশিত করা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা এ বিষয়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিজ্ঞ কর্ত্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি সনির্ব্বন্ধে আকর্ষণ করিতেছি।

"পদকল্পতরু" বিরাট আধার হইলেও সমুদ্রতুল্য পদাবলী-সাহিত্যের রত্নরাজির সমগ্র দূরে থাকুক, অধিকাংশকে ধারণ করার উপযুক্ত স্থানও উহার ছিল না। সুতরাং সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাসকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্থানাভাব হেতু প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তাদিগেরও অনেক উৎকৃষ্ট পদ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে ও বর্ণনীয় বিষয়ের সংযোগ-সূত্র রক্ষা করার জন্য অনেক স্থলে অনেক চল-সই পদও সন্নিবেশিত করিতে এবং একই পদ বিভিন্ন স্থানে একাধিক বার উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহা বলা বাহুল্য যে, তাঁহার পরবর্ত্তী কালে যে সকল পদ-কর্ত্তা জন্মিয়াছেন, তাঁহাদের কোন পদই পদকল্পতরু গ্রন্থে সংগৃহীত হইতে পারে নাই। সে সময়ে পুস্তক ছাপাইবার জন্য মুদ্রা-যন্ত্র কিংবা দূরবর্ত্তী স্থানে যাতায়াতের জন্য রেল-গাড়ী ছিল না; সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমকালবর্ত্তী অনেক পদ-কর্ত্তা বা তাঁহাদিগের অনেক পদও যে, সংগ্রহ-কারের অজ্ঞাত থাকা বিচিত্র ছিল না, সহজেই ইহা বুঝা যাইবে। দৃষ্টান্ত স্থলে পদ-কর্ত্তা গৌরসুন্দর দাসের সঙ্কলিত "কীর্ত্তনানন্দ" নামক পুথিখানার উল্লেখ করা যাইতে পারে। লালগোলার বিদ্যোৎসাহী বদান্যবর মহারাজা শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের সম্পূর্ণ ব্যয়ে বহরমপুর হইতে শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক উক্ত পুথিখানি প্রকাশিত হইয়াছিল; এখন উহা অপ্রাপ্য হইয়াছে। ঐ মুদ্রিত গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠায় "শুন শুন বৈষ্ণব ঠাকুর" ইত্যাদি পদের অন্তিম কলি-দ্বয় এইরূপ,—

"মোর অপরাধ ঠাকুর বৈষ্ণব
ক্ষেমিয়া করহ পান।
শ্রীরাধা কৃষ্ণ- লীলা-সমুদ্রহি
কীর্ত্তনানন্দ নাম॥
তোমরা বৈষ্ণব পরম বান্ধব
পুর মোর অভিলাষা।
গৌরাঙ্গ-চরণ মধুকরে গৌর-
সুন্দর দাস আশা॥"

পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাস ও কীর্ত্তনানন্দের সঙ্কলয়িতা গৌরসুন্দর দাস কেহ কাহারও সংগ্রহ গ্রন্থের ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নাই; কীর্ত্তনানন্দে 'বৈষ্ণব দাস' ভণিতার কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই; কিন্তু পদকল্পতরুতে "গৌরসুন্দর দাস" ভণিতায় পাঁচটী পদ* উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে 'গৌর' ও 'গৌরদাস' ভণিতারও চারিটী পদ আছে†। 'গৌরদাস' ভণিতার ৩০২৬ সংখ্যক পদটী পদকল্পতরুর ৩০২৫। ৩০২৭—৩০২৯ সংখ্যক গৌরসুন্দর দাসের প্রার্থনা-পদাবলীর অন্যতম পদ বটে। উহার একটা পদও কিন্তু গৌরসুন্দরের কীর্ত্তনানন্দে পাওয়া যায় নাই। এ অবস্থায় পদকল্পতরুর উদ্ধৃত "গৌরসুন্দর দাস" ভণিতার পদগুলি কোন্ গৌরসুন্দর দাসের, সে বিষয়ে স্বতঃই সন্দেহ জন্মিয়া থাকে। পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই, এরূপ অনেক

* পদ-কল্পতরুর ১৮৮। ৩০২৫। ৩০২৭—৩০২৯ সংখ্যক পদাবলী। সং।

† ৪৪২। ১০২৫। ১৫২৭। ৩০২৬ সংখ্যক পদাবলী। সং

সুন্দর সুন্দর পদ কীর্ত্তনানন্দে দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তথাপি পূর্ব্বোক্ত কারণে "পদকল্পতরু" ও "কীর্ত্তনানন্দ" গ্রন্থদ্বয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে কোনও একটা সিদ্ধান্ত করা বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভবপর বিবেচনা হয় না। পদ-কর্ত্তা দীনবন্ধু দাসের সঙ্কলিত "সংকীর্ত্তনামৃত" নামক পুথিখানার সম্বন্ধেও এ কথা প্রযোজ্য বটে। আমরা অতঃপর উহার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কীর্ত্তনানন্দের সম্বন্ধে এখানে শুধু বক্তব্য এই যে, উহাতে প্রায় সাড়ে ছয় শত পদ এবং উহার মধ্যে পদ-কল্পতরুর অতিরিক্ত অনেক পদও আছে। কীর্ত্তনানন্দের পূর্ব্বোক্ত মুদ্রিত গ্রন্থে সংশোধনের ক্রটি হেতু অনেক ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হয়; বিশেষতঃ ঐ গ্রন্থখান এখন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং উহার দুই চারিখানা পুরাতন হস্তলিখিত পুথি অবলম্বনে উহার একটী শুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সংকীর্ত্তনামৃত

পদ কর্ত্তা দীনবন্ধু দাসের সঙ্কলিত "সংকীর্ত্তনামৃত" পুথিখানি স্বর্গীয় মহাত্মা চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের পুথি-শালায় ছিল। দাশ মহাশয় তাঁহার সমস্ত পুথিগুলি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে দান করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ মহাশয় ১৩২৬ সালের "নারায়ণ" পত্রিকার কার্ত্তিকের সংখ্যায় "সংকীর্ত্তনামৃত" শীর্ষক গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধে সর্ব্বপ্রথমে এই পুথিখানার পরিচয় প্রদান করেন। অধুনা ঐ পুথিখানা শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদকতায় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইতেছে। সংকীর্ত্তনামৃতের যে হস্ত-লিখিত পুথিখানি অবলম্বনে এই সংস্করণ করা হইতেছে, উহা ১৬৯৩ শকাব্দার অর্থাৎ প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বের লিখিত বটে। কাব্যতীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, দীনবন্ধু সংস্কৃত, বাংলা ও ব্রজ-বুলি—ত্রিবিধ পদই রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার স্ব-রচিত পদের সংখ্যা ২০৭টী বটে। কাব্যতীর্থ মহাশয়ের উক্ত প্রবন্ধের নিম্নোদ্ধৃত অংশ বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য, যথা—"আশ্চর্য্যের বিষয়, যে চণ্ডীদাসের নাম বাঙ্গালীর অস্থি-মজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তাঁহার একটী পদও আলোচ্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে আমরা যাহাকে চণ্ডীদাসের পদ বলি, দীনবন্ধু দাসের কয়েকটী পদে তাহার সুর যেন বিলক্ষণ অনুভূত হইয়া থাকে।" 'সংকীর্ত্তনামৃত' পুথিতে চণ্ডীদাসের পদ না থাকার সঙ্গত কারণ কি হইতে পারে, আমরা চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে উহার আলোচনা করিব। এখানে শুধু ইহাই বক্তব্য যে, পদ-কল্পতরু গ্রন্থে দীনবন্ধু দাসের কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই বলিয়াই তাঁহাকে বৈষ্ণব দাসের পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হইবে না। অবশ্য যদি 'সংকীর্ত্তনামৃত' পুথিতে বৈষ্ণব দাসের কোনও পরিচিত পদ পাওয়া যায় এবং ঐ পদ পরবর্ত্তী কোনও লিপিকর কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বৈষ্ণব দাসকেই পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু সেরূপ কোনও প্রমাণ না পাওয়ায়, বৈষ্ণব দাস ও দীনবন্ধু দাসের পৌর্ব্বাপর্য্যও অমীমাংসিত থাকিয়া যাইতেছে। সংকীর্ত্তনামৃত পুথির পদ-সংখ্যা পাঁচ শতের অধিক হইবে না; ইহার মধ্যে সঙ্কলয়িতার স্ব রচিত পদের সংখ্যা ২০৭টী। এতদ্ব্যতীত তিনি রস-শাস্ত্রের পর্য্যায়গুলির লক্ষণ প্রদর্শিত করার জন্য গ্রন্থের নানা স্থানে বহুসংখ্যক স্ব-রচিত পয়ার সংযোজিত করিয়াছেন; সুতরাং চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর ভ্রাতৃ-দ্বয়ের সঙ্কলিত "নায়িকা-রত্ন-মালা"* গ্রন্থের ন্যায় "সংকীর্ত্তনামৃত" গ্রন্থের বেশীর ভাগই যে সঙ্কলয়িতার নিজস্ব ও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার পরিচায়ক, তাহা বলা বাহুল্য।

* হুগলী জিলার আলাটী (পোঃ—আলাটী) হইতে শ্রীযুক্ত মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "ভক্তিপ্রভা" নামক মাসিক পত্রিকার সহিত আমাদের সম্পাদকতায় এই অপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট রস-গ্রন্থখানা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। সং।

"পদ-রস-সার" পুথির সম্বন্ধে আমরা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২১ ভাগের ১ম সংখ্যার "নিমানন্দ দাসের পদ-রস-সার" শীর্ষক প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। আমাদিগের "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" গ্রন্থের ভূমিকায়ও "পদ-রস-সার" গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। আমরা এখানেও উহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব। পদ-রস-সার পুথিখানি নিমানন্দ দাস নামক পদ-কর্ত্তার দ্বারা অনুমান শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত হইয়াছিল; এই গ্রন্থের পদ-সংখ্যা প্রায় ২৭০০ শত। ইহার মধ্যে প্রায় সাড়ে ছয় শত পদ পদকল্পতরুর অতিরিক্ত ও অবশিষ্ট পদগুলি উভয় গ্রন্থের সাধারণ পদ। কিন্তু এই সাধারণ পদগুলিতেও পাঠের অনেক পার্থক্য আছে। পাঠক পদকল্পতরুর পাঠান্তরে উহা দেখিতে পাইবেন। পদ-রস-সারে ১। অভিরাম, ২। কাশীদাস, ৩। কিশোর, ৪। কুবের-আনন্দ, ৫। কৃষ্ণকান্ত-তনয়া, ৬। কৃষ্ণানন্দ, ৭। জয়চন্দ্র, ৮। তরণীরমণ, ৯। দীনবন্ধু, ১০। নিমানন্দ, ১১। নীলাম্বর, ১২। বদন, ১৩। বল্লবীকান্ত, ১৪। বীরবাহু, ১৫। ভাগবতানন্দ, ১৬। মন্মথ, ১৭। রাঘব ১৮। রাজচন্দ্র, ১৯। রাসানন্দ, ২০। স্বরূপচরণ, ২১। হরিবংশ—এই একুশ জন অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পদ-কর্ত্তার পদাবলী আছে; তন্মধ্যে সঙ্কলয়িতা নিমানন্দ দাসের স্বকৃত পদের সংখ্যা ১৪৬টী। পদ-রস-সারে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তাদিগের অনেক অজ্ঞাত পদ ও অজ্ঞাত পদ-কর্ত্তাদিগের অনেক সুন্দর সুন্দর পদ ও তুক সংগৃহীত হইয়াছে। নিমানন্দ দাস যে, বৈষ্ণব দাসের পদকল্পতরুকে আদর্শ করিয়া তাঁহার "পদ-রস-সার" সঙ্কলিত করেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; কেন না, পদ-রস-সার পুথিতে তিনি অনেক স্থলেই পদকল্পতরু হইতে উহার পদ-বিন্যাস অব্যাহত রাখিয়া পদাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং গ্রন্থ-শেষে কেবল "পদকল্পতরু" নামের স্থলে "পদরসসার" নামটী বসাইয়া বৈষ্ণব দাসের প্রার্থনাটিও অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"পদ-রস-সার" পুথিখানা আমরা পাবনা জিলার অন্তর্গত ডেমরা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবীলাল গোস্বামী মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র গ্রন্থখানা স্বহস্তে নকল করিয়া রাখিয়াছি। জানিতে পারিয়াছি যে, অতঃপর ঐ পুথিখানা উহার প্রকাশেচ্ছু কোনও একজন ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে অপহৃত হইয়াছে। আমরা বঙ্গদেশে ও বৃন্দাবনে নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়াও দ্বিতীয় "পদ-রস-সার" পুথির খোঁজ করিতে পারি নাই। অনেক প্রাচীন পুথিই এ ভাবে লুপ্ত হইতেছে।

কমলাকান্ত দাসের সঙ্কলিত "পদ-রত্নাকর" পুথিখানা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথি-শালায় রক্ষিত আছে। আমরা ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে যখন উহার সহিত পদকল্পতরুর পাঠ মিলাই, তখনই পদ-রত্নাকর পুথিখানির অনেক অংশে জল লাগিয়া কাগজ পচিয়া গিয়াছিল; আমরা বিশেষ কষ্টে ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। ইদানীং বোধ হয়, উহার অধিকাংশ স্থলই অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে; অথচ এই পুথির দ্বিতীয় সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। গত বর্ষে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় পুথির খোঁজে আগরতলা রাজধানীতে যাইয়া স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বর্ম্মা বাহাদুরের সুযোগ্য প্রাইবেট সেক্রেটারী বৈষ্ণব-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত স্বর্গীয় রাধারমণ ঘোষ মহাশয়ের তত্রত্য আলয় হইতে ৫০।৬০ বৎসরের অনধিক পুরাতন একখানা খণ্ডিত "পদ-রত্নাকর" পুথি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন; কিন্তু উহাতে শেষের দিকের প্রায় দশ আনা পুথির পত্র নাই। সময়াভাবে তখন আমরা পরিষদের সম্পূর্ণ পুথিখানার নকল করিয়া রাখিতে পারি নাই; এখন সে জন্য অনুতাপ হইতেছে; কেন না, পুথিখানা প্রায় অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে; আর কিছু দিন পরে উহা কোনই কাজে আসিবে না। তবে একমাত্র সান্ত্বনার কথা এই যে, আমরা পদ-কল্পতরুতে পদ-রত্নাকরের প্রায় সকল প্রয়োজনীয় পাঠান্তরই

প্রদর্শিত করিয়াছি এবং আমাদিগের "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থে উহা হইতে অনেক অপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট পদাবলী উদ্ধৃত করিয়াছি।

"পদরত্নাকর" গ্রন্থের পরিচয় "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থের ভূমিকার ।/০—।৶০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। উহার সঙ্কলয়িতা পদ-কর্ত্তা কমলাকান্ত দাস বৈষ্ণব দাসের অনেক পরবর্ত্তী ব্যক্তি; অতএব পদকল্পতরু গ্রন্থে তাঁহার কোনও পদ সংগৃহীত হইতে পারে নাই; সুতরাং পদকল্প-তরুর পদ-কর্ত্তাদিগের পরিচয়-প্রসঙ্গে কমলাকান্ত ও তাঁহার "পদ-রত্নাকর" সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া, এখানেই পদ-কর্ত্তা কমলাকান্ত ও তাঁহার পদ-সংগ্রহ পদ-রত্নাকরের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

পদ-রত্নাকরের সঙ্কলয়িতা পদ-কর্ত্তা কমলাকান্ত দাস গ্রন্থ-শেষে নিজের নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়াছেন,—

"প্রভু মোর কৃপা-সিন্ধু পতিতের প্রাণ-বন্ধু
কাকে দিলা গরুড়ের ভার।
পদ-রত্নাকর নাম সংগ্রহ সুখের ধাম
মূর্খ-মুখে করিলা প্রচার॥
নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা ভয় হয় চিতে
অন্তরে উপজে অতি ঘৃণা।
তথাপি তেজিয়া লাজ নৃত্য করি সভা মাঝ
প্রকাশিতে প্রভুর করুণা॥
রাঢ় দেশে অনুপাম সৎপল্লী সিউর গ্রাম
সাধু-সন্ত-মহন্তের স্থিতি।
পূর্ব্ব পক্ষ-যোজনান্তে কণ্টকনগর-প্রান্তে
পতিত-পাবনী ভাগীরথী॥
তথি জাতি শ্রীকরণ সাধু-সেবা-পরায়ণ
পিতা ব্রজকিশোর আখ্যান।
কনিষ্ঠ রুক্মিণীকান্ত সদ্‌গুণ-আধার শান্ত
বৈষ্ণবের দাস অভিমান॥"

সুতরাং জানা যাইতেছে যে, কমলাকান্ত রাঢ় দেশের সিউর গ্রামে—যাহার পূর্ব্বদিকে দুই যোজন অর্থাৎ আট ক্রোশ দূরে গঙ্গা-তীরে কণ্টকনগর বা কাঁটোয়া ছিল—শ্রীকরণ অর্থাৎ 'করণ-কায়েত' বংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন; তাঁহার পিতার নাম ব্রজকিশোর ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম রুক্মিণীকান্ত। পদ-রত্নাকর সঙ্কলন সম্বন্ধে কমলাকান্ত লিখিয়াছেন,—

"যুগ-যুক্ত (গ্ম) যুগল সমুদ্র শশি-শাকে।
গুরুবার সপ্তবিংশ দিবস বৈশাখে॥
সহস্র অধিক সংখ্যা দুই শত সন।
তথি পরি ত্রয়োদশ অধিক গণন॥
বর্দ্ধমানে নির্জ্জনে বসিয়া নিরন্তর।
প্রাণ-পণে পূর্ণ কৈল পদ-রত্নাকর॥

বহু পরিশ্রমে এই পদ-রত্নচয়

'যুগ-যুগ্ম' শব্দের দ্বারা ৪×২=৮, 'যুগল' শব্দে ২, 'সমুদ্র' শব্দে ৭ ও 'শশি' শব্দে ১ বুঝা যায়। "অঙ্কস্য বামা গতিঃ"। সুতরাং উক্ত অঙ্কগুলির প্রথমোক্তটী সর্ব্বদক্ষিণে ও বাকী অঙ্কগুলির ক্রমে একটী অন্যটীর বামে বসাইলে যে ১৭২৮ শাক বা ১২১৩ সন পাওয়া যায়, উহাই গ্রন্থ-সঙ্কলনের কাল বটে।

এ যাবৎ আমরা যতগুলি প্রসিদ্ধ প্রাচীন পদাবলীর পুথি পাইয়াছি, উহার একখানাও সঙ্কলয়িতার স্বহস্ত-লিখিত নহে। সাহিত্য-পরিষদের এই আলোচ্য পুথিখানা কিন্তু সঙ্কলয়িতা কমলাকান্ত দাসের স্বহস্ত-লিখিত বলিয়াই অনুমান হয়; কেন না, গ্রন্থ-শেষে লিখিত হইয়াছে,—

"মহারাজ-অধিরাজ অবনীর ইন্দ্র।
বর্দ্ধমান-ভূমির ভূপতি তেজচন্দ্র॥
কন্দর্প জিনিয়া রূপ গুণের সাগর।
বুদ্ধে(দ্ধ্যে) বৃহস্পতি কৃপা-পূর্ণ কলেবর॥
তাঁর কার্য্যকারকগণের অবতংশ।
কায়স্থকুলেতে রাধানাথ বসু-বংশ॥
* * * *
তাঁর অনুরোধে অনবধি পরিশ্রমে।
লিখিল পুস্তক-রাজ পরম যতনে॥
নব দ্বার পুরীর দ্বারের বাম দিকে।
পক্ষ বসিয়াছে সমুদ্রের যাম্য-দিকে॥
সমুদ্রের পূর্ব্বতীরে চন্দ্রের উদয়।
শাক-সংখ্যা সঙ্কেতে কহিল সুনিশ্চয়॥
বার শত চৌদ্দ সন মার্গশীর্ষ মাসে।
বারে বৃহস্পতি ষষ্ঠবিংশতি দিবসে॥
বর্দ্ধমানে বিরলে বসিয়া নিরন্তর।
সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ পদ-রত্নাকর॥"

কমলাকান্ত প্রথমে লিখিলেন যে, তাঁহার কৃপা-সিন্ধু প্রভু অর্থাৎ গুরু বা ইষ্ট-দেব ক্ষুদ্র কাকের উপর পক্ষি-রাজ গরুড়ের গুরুতর কার্য্য-ভার অর্পণ করিয়া মূর্খ সেবকের দ্বারা পদ-রত্নাকর পুথির প্রচার করাইলেন। ইহার ফলে কমলাকান্ত ভ্রমর-বৃত্তি অবলম্বনে বহু পরিশ্রমে পদ-সঞ্চয় করিয়া, বর্দ্ধমানে নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া ১২১৩ সালে পদ-রত্নাকর পূর্ণ করিলেন। পরে লিখিতেছেন যে, বর্দ্ধমান-রাজের প্রধান কার্য্য-কারক রাধানাথ বসুর অনুরোধে তিনি বর্দ্ধমানে থাকিয়া ১২১৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের ২৬এ বৃহস্পতি বার গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিলেন। এই উক্তির দুইটী অর্থই হইতে পারে। প্রথমতঃ এরূপ হইতে পারে যে, তিনি গুরুর নিয়োগ-ক্রমে ১২১৩ সালে পদ-রত্নাকরের জন্য নানা স্থান হইতে পদ-সংগ্রহ করিয়া, খসড়া খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন; পরে ১২১৪ সালে রাধানাথ বসুর অনুরোধে উহা গ্রন্থাকারে লিখিয়া শেষ করেন। দ্বিতীয়তঃ এরূপও হইতে পারে যে, ১২১৩ সালে তিনি যে পদ-রত্নাকর গ্রন্থ সঙ্কলিত করেন, ১২১৪ সালে রাধানাথ বসুর জন্যে উহারই একটা অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন। আমরা তাঁহার লেখার ভাবে প্রথম অনুমানটাই অধিক সম্ভবপর মনে করি।

কেন না, কমলাকান্ত নিজে অনুলিপি-কারক হইলেও এ ভাবে অনুলিপির ইতিহাস পুথির মধ্যে সন্নিবেশিত করা কিছু রীতি-বিরুদ্ধ মনে হয়। যে অনুমানই প্রকৃত হউক না কেন, আলোচ্য পুথিখানায় লিপি-কারের স্বতন্ত্র নাম বা লিপি-কালের কোনও উল্লেখ নাই; স্বয়ং সঙ্কলয়িতা লিপি-কার হইলে সেরূপ স্বতন্ত্র উল্লেখেরও কোন প্রয়োজন থাকে না। কমলাকান্তের রচনা দর্শনে তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়াই বিবেচনা হয়। প্রাচীন কালে সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণও প্রায়শঃ বাঙ্গালা লিখিতে যাইয়া শব্দের বর্ণ-বিন্যাসে 'ষত্ব' 'ণত্ব' বিচার করেন নাই। সুতরাং আলোচ্য পদ-রত্নাকর পুথিতে যে শব্দের বানানে ভ্রম-প্রমাদ আছে, উহা দ্বারা লিপি-কারের মূর্খতার অনুমান করা সঙ্গত হইবে না। আলোচ্য পুথির লেখা ও কাগজের অবস্থা দেখিয়া, উহার বয়স শতাধিক বৎসরের কম হইবে না বলিয়াই মনে হয়।

পদ-রত্নাকর পুথির ৪৩টী তরঙ্গে মোটে ১৩৫৮টী পদ আছে; উহার মধ্যে কমলাকান্তের স্ব-রচিত পদের সংখ্যা মাত্র ১৩টী। তিনি বেশীর ভাগে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তাদিগের পদাবলী দ্বারা পুথিখানা পূর্ণ করিয়া যে যথেষ্ট সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই ১৩টী পদ ছাড়া তাঁহার আর কোন পদই এখন পাওয়া যাইতেছে না। পদ কর্ত্তা রাধামোহন, দীনবন্ধু বা নিমানন্দের ন্যায় কমলাকান্তও যদি তাঁহার সংগ্রহে স্ব-রচিত বহু-সংখ্যক পদাবলী সন্নিবেশিত করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, উহা এত সহজে বিলুপ্ত হইত না।

কমলাকান্তের কবিত্ব-খ্যাতি যখন এই অল্প কয়েকটী পদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে, তখন তাঁহার সম্বন্ধে একটু উদারতা প্রদর্শন করা অসঙ্গত হইবে না মনে করিয়া, তাঁহার ১১টী পদ আমরা "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি। তাঁহার রচনার নমুনাস্বরূপ আমরা এখানে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করিলাম।

[শ্রীরাধার পূর্ব্ব-রাগ]

তুড়ী।

কদম্ব-কাননে উঠিছে সঘনে
এ কি ধ্বনি অনুপাম।
শ্রুতি-পথ দিয়া অন্তরে পশিয়া
চঞ্চল করিল প্রাণ॥
সই এ তোরে কহিলু সার।
হেন সুমধুর ধ্বনি রস-পূর
ভুবনে না শুনি আর॥ ধ্রু॥
না জানি সজনি হেন ধ্বনি শুনি
কেন কাঁপে মোর গা।
বসন খসিল কেশ আউলাইল
চলিতে না চলে পা॥
নয়নের বারি নিবারিতে নারি
বয়ানে না সরে কথা।

না জানি কেমন করিছে জীবন
মরমে হইল বেথা॥
সঙ্গের সঙ্গিনী যতেক রমণী
সভাই শুন্যাছে ধ্বনি।
একা কেনে মোর দহে কলেবর
যেমন দংশিল ফণী॥
হেন লয় চিতে আমারে মোহিতে
কোন সুনাগররাজ।
এ ধ্বনি মিশালে মন্ত্র পড়ে ছলে
নাশিতে ধৈরজ লাজ॥
এতেক শুনিয়া আশ্বাস করিয়া
বিশাখা সুন্দরী কহে।
মোহন মুরলী বাজয়ে সুন্দরি
অন্য কোন শব্দ নহে॥
শুনি বেণু-নাদ এত পরমাদ
হৃদয়ে ভাবিছ কেনে।
স্থির কর মন নহ উচাটন
কমল কাতরে ভণে॥

[শ্রীরাধার অভিসার]

ধানশী।

চাঁচর চিকুর কবরি পর শোহন
কুসুমাবলি অনুপাম।
কালিন্দি-নীর-তরঙ্গে বিরাজিত
জনু ঘন ফেণক দাম॥
মধুর বিহারিণি বালা।
মন্থর গমনে বিলোলিত উর পর
মঞ্জুল মণিময় মালা॥ ধ্রু॥
রঙ্গিণি-সঙ্গিনি-কর-অবলম্বিনি
উজ্জ্বল-অনুপম-বেশ।
স্পন্দই বাম নয়ন জনু মনমথে
করত নটন-উপদেশ॥
লজ্জা-ভয়-যুত লোচন-অঞ্চলে
চঞ্চল চাহনি থোর।

কুবলয়-চয় উপহার দেই জনু
ভেটলি নন্দ-কিশোর ॥
প্রথম সমাগমে দুহুঁ দোহাঁ দরশনে
ভাবে ভূষিত ভেল অঙ্গ।
কমল কহত দুহুঁ-অন্তরে উপজল
মনসিজ সিন্ধু-তরঙ্গ ॥

[উৎকণ্ঠিতা]

শ্যাম গুণ- ধাম বিনে
যাম যুগ ভেল।
কাম-শর- দাম অব
ভেল মুঝে শেল ॥
ভ্রমর-কুল- নাদে অব-
সাদ মঝু প্রাণ।
কুঞ্জ মন- রঞ্জ ভয়-
পুঞ্জ সম ভান ॥
কোকিল-কল- ভাষে অব
ত্রাস ভেল চীত।
সঙ্গ-সুখ লাগি মম
অঙ্গ ভেল ভীত ॥
গন্ধ সহ গন্ধবহ
মন্দ-গতি ভেল।
ইহ সুখদ বিপিন-ক্রম-
দাম সুখ দেল ॥
বিকচ ফুল- বৃন্দ চিত
গন্ধ হরি গেল।
সবল-হৃদি কমল অব
তরল-মতি ভেল ॥

কমলাকান্তের বাঙ্গালা ও ব্রজ-বুলী উভয়-বিধ পদের রচনাই প্রাঞ্জল ও মধুর। তিনি যে, এই অল্প-সংখ্যক পদ রচনা করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, ইহা সম্ভব বোধ হয় না। তাঁহার বংশধর কেহ তাঁহার রচিত অন্যান্য পদাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিলে একটা ভাল কাজ হয়; সেই সঙ্গে কমলাকান্তের নামের সহিত প্রকাশকের নামও পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে।

পদ-রত্নাকরেও প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তাদিগের অনেক অজ্ঞাত পদ ব্যতীত ১। কমলাকান্ত, ২। জানকী-

বল্লভ, ৩। ধনঞ্জয়, ৪। সর্ব্বানন্দ, এই চারি জন অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পদ-কর্ত্তার কতকগুলি অজ্ঞাত সুন্দর সুন্দর পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমরা এখানে শুধু কমলাকান্তের তিনটী পদ উদ্ধৃত করিলাম; কৌতূহলী পাঠক জানকীবল্লভ প্রভৃতি অবশিষ্ট পদ-কর্ত্তাদিগের পদাবলী "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থে দেখিবেন।

পদ-কল্পলতিকা

"পদ-কল্পলতিকা" নামে আর একখানা ক্ষুদ্র সংগ্রহ-গ্রন্থ অনেক দিন পূর্ব্বে কলিকাতার বটতলা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থে সঙ্কলয়িতার নাম কিংবা সময়ের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। এই গ্রন্থখানির পদ-সংখ্যা তিন শতের অধিক নহে। ইহার পদাবলীর মধ্যে 'চণ্ডীদাস'-ভণিতার পদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক বটে। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহার পদ-বিন্যাসে রসজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুলভ বলিয়া সাধারণ বৈষ্ণব পাঠক-সমাজে ইহার যথেষ্ট প্রচার দেখা যায়।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথি

পূর্ব্বোক্ত নামাঙ্কিত পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ ও পুথিগুলি ব্যতীত নাম-হীন বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীন পদ-সংগ্রহ পুথি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও কলিকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা সময় ও সুযোগের অভাবে সকল পুথির চর্চ্চা করিতে পারি নাই। ভরসা করি, অতঃপর উৎসাহী শিক্ষিত যুবকবৃন্দ এই সকল পুথি হইতে অজ্ঞাত পদাবলী খুঁজিয়া বাহির করিয়া, ক্রমশঃ প্রকাশিত করিবেন। আমাদিগের দৃষ্ট ও আলোচিত নাম-হীন সংগ্রহ-পুথিগুলির মধ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার ২০১ সংখ্যক পুথিখানা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বটে। পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয় নাই এরূপ অনেক পদ এই পুথিতে পাওয়া গিয়াছে। এই পুথির পদের সংখ্যা প্রায় সাত শত। ইহার মধ্যে আমরা ১। গৌরাঙ্গ দাস, ২। দয়াল, ৩। নন্দদুলাল—এই তিন জন অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পদ-কর্ত্তার কয়েকটী পদ পাইয়া "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

আধুনিক পদ-সংগ্রহ গ্রন্থাবলী

আধুনিক সময়েও নানা ব্যক্তির দ্বারা নানা সময়ে নানা পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু ঐগুলির উপকরণ প্রায় সমস্ত পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতি পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রাচীন প্রসিদ্ধ পদ-সংগ্রহ হইতে গৃহীত হওয়ায়, সম্পাদকতার বৈশিষ্ট্য ব্যতীত এই গ্রন্থগুলিতে পদাবলীর কোনও বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। আধুনিক এই পদ-সংগ্রহ গ্রন্থগুলির মধ্যে স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের দ্বারা সঙ্কলিত ও প্রকাশিত "প্রাচীন কবিতা-সংগ্রহ" (চুঁচুড়া, ১২৮৫), স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের দ্বারা সঙ্কলিত ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "শ্রীগৌর-পদ-তরঙ্গিণী" (কলিকাতা, ১৩১০) গ্রন্থ-দ্বয়ই বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য বটে। অক্ষয় বাবুর সংগ্রহে শুধু বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস, এই কবি-ত্রয়ের পদাবলীই সঙ্কলিত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবুর সুবৃহৎ সংগ্রহে বহুসংখ্যক বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তার শ্রীগৌরাঙ্গ ও তাঁহার ভক্তগণ সম্বন্ধীয় প্রায় দেড় হাজার পদাবলী সঙ্কলিত হইয়াছে। অক্ষয় বাবু ও জগদ্বন্ধু বাবু উভয়ের গ্রন্থই এখন অপ্রাপ্য হইয়াছে। অক্ষয় বাবুর ঐ গ্রন্থ প্রকাশের পরে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাসের পদাবলীর আরও পূর্ণাঙ্গ ও উৎকৃষ্টতর সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহার "প্রাচীন কবিতা-সংগ্রহ" গ্রন্থের অভাব এখন আর তেমন অনুভূত হয় না; কিন্তু "শ্রীগৌর-পদ-তরঙ্গিণী" গ্রন্থখানার অভাব বিশেষ-ভাবেই অনুভূত হয়; জগদ্বন্ধু বাবুর ঐ সংগ্রহ অবলম্বনে ঐ সুবৃহৎ গ্রন্থখানার একটী অধিকতর শুদ্ধ ও প্রামাণিক সংস্করণ অনতিবিলম্বেই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আধুনিক পদ-সংগ্রহের আর একখানা গ্রন্থ আমরা উল্লেখ-যোগ্য বিবেচনা করি। উহা বহু কাল পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহযোগিতায় "পদ-রত্নাবলী" নামে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। উহাতে প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদিগের প্রায় সোয়া শত পদ সন্নিবেশিত হইয়াছিল। পদকল্পতরুর স্থায় বিরাট্ সংগ্রহ হইতে বাছিয়া বাছিয়া মাত্র সোয়া শত পদ লওয়া হইয়াছে এবং কবিবর রবীন্দ্রনাথ ও কৃতী উপন্যাস-লেখক শ্রীশচন্দ্র ঐ পদাবলীর নির্ব্বাচক; সুতরাং ঐ সংগ্রহে খাঁটি রত্নাবলী ব্যতীত ঝুটা কোন জিনিস যে স্থান পায় নাই, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই ক্ষুদ্র অথচ উৎকৃষ্ট সংগ্রহখানাও অধুনা অপ্রাপ্য হইয়াছে। সে সময়ে পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থের কোনও প্রামাণিক সংস্করণ প্রচারিত হয় নাই; এ জন্য উক্ত পদ-রত্নাবলীর অনেক পদেও অনেক স্থলে পাঠের ভুল রহিয়া গিয়াছে; তদ্ভিন্ন উহার পদাবলীর দুরূহ শব্দ বা বাক্যের কোনও টীকা দেওয়া হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের অনুমতি গ্রহণে তাঁহার কোনও শিষ্য কর্ত্তৃক এখন পুনরায় ঐ গ্রন্থখানির একটী বিশুদ্ধ ও সটীক সংস্করণ প্রকাশিত হইলে নব্য শিক্ষিত সমাজে উহা বিশেষ সমাদর লাভ করিতে পারে।

পদ-রত্নাবলী

পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসে আর একখানা পুথির বিষয় জানা গিয়াছে। হুগলী জিলার অন্তর্গত বদনগঞ্জ-নিবাসী স্বর্গীয় হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় নানা সময়ে নানা পত্রিকায় লিখেন যে, তাঁহার অতিবৃদ্ধপিতামহের সম-সাময়িক বাবা আউল মনোহর দাস নামক এক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহন্ত প্রায় ১৫০০০ পনের হাজার পদ-পূর্ণ "পদ-সমুদ্র" নামক একটা বিরাট্ পদ-সংগ্রহ সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় তাঁহার গৌর-পদ-তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকার ১৪২ পৃষ্ঠার পাদ-টীকায় এই পুথিখানার অস্তিত্বের সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে দীনেশ বাবু একটী টীকায় বলেন, পদসমুদ্র স্বর্গীয় পণ্ডিত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধির নিকট ছিল, কলিকাতার কোন দোকানদার ২০০০৲ টাকা মূল্যে এই গ্রন্থস্বত্ব খরিদ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় তাহা দেন নাই। * * * এ সম্বন্ধে আরও একটু বক্তব্য আছে, আমার শ্রদ্ধাস্পদ কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধু এই পুস্তকের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়াছেন। আর কেন জানি না, কিন্তু এই সন্দেহকারীদিগের মধ্যে আমি একজন আর দীনেশ বাবু স্বয়ং একজন। সন্দেহ করিবার প্রচুর কারণও আছে। কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় এখন গৌরধামে গোলোকে; তথা হইতে তাঁহাকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা নিষ্ঠুর ও অসভ্যের কাজ, অতএব আমরাও নীরব রহিলাম।"

পদ-সমুদ্র

জগদ্বন্ধু বাবু কিংবা দীনেশ বাবু পদ-সমুদ্রের কাল্পনিকতার সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই; শুধু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায়, স্বর্গীয় ভক্তিনিধি মহাশয়ের প্রতি ইহা দ্বারা অবিচারই করা হইয়াছে; কেন না, সন্দেহের কারণগুলি ব্যক্ত করিলে, উহা যথেষ্ট কি না, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিচার করিতে পারিতেন। উপযুক্ত কারণ না দর্শাইয়া, একজন ভদ্রলোকের সত্যবাদিতার বিরুদ্ধে এরূপ ইঙ্গিত করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। জগদ্বন্ধু বাবু ও দীনেশ বাবুর আলোচনা হইতে এইমাত্র জানা গিয়াছে যে, ভক্তিনিধি মহাশয় দুই হাজার টাকা মূল্য পাইলেও তাঁহার পুথিখানা বিক্রয় করিতে রাজি হন নাই; এমন কি, কলিকাতার কোন সাহিত্য-সেবী চেষ্টা করিয়াও এই পুথিখানি দেখিতে পান নাই। বলা বাহুল্য যে, এই দুইটী কারণ পুথি-খানার অনস্তিত্বের পক্ষে প্রচুর কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ভক্তিনিধি মহাশয় তাঁহার পদ-সমুদ্র পুথি হইতে বিদ্যাপতির আত্মপরিচয়-বিষয়ক—

"জনমদাতা মোর গণপতি ঠাকুর
মৈথিলী দেশে করু বাস।

পঞ্চ গৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপ
কৃপা করি লেউ নিজ পাশ ॥
বিসফী গ্রাম দান করল মুঝে
রহতহি রাজ-সন্নিধানে ।
লছিমা-চরণ-ধ্যানে কবিতা নিকসয়ে
বিদ্যাপতি ইহ ভণে ॥"

পদাংশ ও চণ্ডীদাসের রামী রজকিনীর রচিত—

"কোথা যাও ওহে প্রাণ-বঁধু মোর
দাসীরে উপেক্ষা করি ।" ইত্যাদি

তথা—

"তুমি দিবা ভাগে লীলা অনুরাগে
ভ্রম সদা বনে বনে ।"

ইত্যাদি পদ-দ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন।* আন্দাজ পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বের এক "রজক-ঝিয়াড়ী"র পক্ষে এরূপ ভাষায় এরূপ পদ রচনা করা যদি সম্ভবও মনে হয়, তাহা হইলেও বিদ্যাপতির পক্ষে "লছিমা-চরণ-ধ্যানে কবিতা নিকসয়ে" ইত্যাদি উক্তি করা যে, সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাহা এখন অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু তা বলিয়াই কি ভক্তিনিধি মহাশয় বাহাদুরী লওয়ার জন্যে এই সকল রচনা জাল করিয়া পদ-সমুদ্রের নামে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন—এরূপ মনে করা যাইতে পারে? বিদ্যাপতি ও রামী রজকিনীর সম্বন্ধে বঙ্গদেশের বৈষ্ণব-সমাজে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, উহার উপর নির্ভর করিয়া পরবর্ত্তী কোন কোন পদ-কর্ত্তা এই পদগুলির রচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং সেগুলি বিদ্যাপতি ও রামীর খাঁটি রচনা-জ্ঞানেই হউক কিংবা তাঁহাদিগের মনোভাবের সূচক অন্যের বর্ণনা বলিয়াই হউক, মনোহরের পদ-সমুদ্রে সংগৃহীত হইয়াছে—এরূপ অনুমান করাই আমাদিগের সঙ্গত মনে হয়।

বলা বাহুল্য যে, আমরা ভক্তিনিধি মহাশয়ের পক্ষে ওকালতী গ্রহণ করি নাই; পনের হাজার পদ-পূর্ণ পদ-সমুদ্রের সম্পূর্ণ পুথিখানা ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট ছিল কি না, সে বিষয়ে আমাদিগেরও সন্দেহ আছে। তবে আমাদিগের বিশ্বাস যে, পদ-সমুদ্র পুথির কিয়দংশ ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট ছিল; তিনি উহা হইতেই এরূপ অনেক অজ্ঞাত পদ তাঁহার লেখায় উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুথিখানা খণ্ডিত বলিয়া উক্তি করিলে, উহার প্রামাণিকতার বিষয়ে পাঠকদিগের মনে সন্দেহ হইতে পারে বলিয়া তিনি সম্ভবতঃ আগে প্রকৃত কথাটা গোপন করিয়া গিয়াছেন এবং পরে অপ্রতিভ হইবেন বলিয়া তাঁহার খণ্ডিত পুথিখানা আর লোক-লোচনের গোচর করিতে সমর্থ হন নাই। সম্পূর্ণ পুথিখানাতে পনের হাজার পদ ছিল বলিয়া হয় ত একটা জন-প্রবাদ ছিল; তিনি উহার উপরে নির্ভর করিয়াই সে কথাটার প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পদকল্পতরুতে প্রায় দেড় শত পদ-কর্ত্তার পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। দেড় শত পদ-কর্ত্তার প্রত্যেকে গড়ে এক শত পদ রচনা করিলে পনের হাজার পদ হইতে পারে। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির প্রত্যেকের এক শতের অনেক বেশী পদ পাওয়া গিয়াছে; সংরক্ষণের ত্রুটিতে কাল-ক্রমে অনেক পদ-কর্ত্তারই যে অধিকাংশ পদাবলী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থে স্থান পাইয়া তাঁহাদিগের অল্প মাত্র পদ স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, ইহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে। সুতরাং এরূপ অবস্থায় এখন পনের হাজার পদ-পূর্ণ পদসংগ্রহ

* 'রামী' ভণিতা-যুক্ত সম্পূর্ণ পদ-দ্বয় রমণী মল্লিকের চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভূমিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।—সং

পুথির কথা যত অসম্ভব মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে উহা সেরূপ নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম, এ মহাশয় "দীন চণ্ডীদাস" নামক একজন পদ-কর্ত্তার রচিত দুই হাজারেরও কিছু অধিক পদ-পূর্ণ দুইখানি খণ্ডিত পুথির পরিচয় গত বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রদান করিয়াছেন। এই পুথি দুইখানা ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; মণীন্দ্র বাবু উহাদিগের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত করিয়া, বিশেষতঃ চণ্ডীদাস সমস্যার সুমীমাংসার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় দুই একটী উপকরণ উপস্থাপিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের স্মরণীয় উপকার করিয়াছেন। এইরূপ কত পুথি যে, এখনও অজ্ঞাত ও অনালোচিত রহিয়াছে, উহার ইয়ত্তা কে করিবে? আমরা আমাদের শিক্ষিত যুবক-বৃন্দকে মণীন্দ্র বাবুর দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রাচীন পুথির অনুসন্ধান ও আলোচনায় লিপ্ত হইতে অনুরোধ করি। আমরা আমাদিগের ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, এ ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিলে উহা সম্পূর্ণ বিফল হয় না। অর্থোপার্জ্জনের বিশেষ সাহায্য হউক বা না হউক, বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, এইরূপ চেষ্টা দ্বারা অনুসন্ধানকারীর যথেষ্ট যশোলাভ ঘটিতে পারে। সে যাহা হউক, ভক্তিনিধি মহাশয় যে সম্পূর্ণ পদ সমুদ্র পান নাই, উহার অতি অল্প কিছু খণ্ডিত অংশ পাইয়া থাকিবেন, আমাদিগের এই অনুমানের কারণ এই যে, তাঁহার নিকট ঐ পুথির সম্পূর্ণ অথবা গ্রন্থাকারে প্রকাশ-যোগ্য অংশ থাকিলে তাঁহার ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি বৈষ্ণব-সমাজের হিতার্থে এবং নিজের স্বার্থে সুযোগসত্ত্বেও যে উহার মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা করেন নাই, ইহা বিশ্বাস-যোগ্য মনে হয় না। পদ-সমুদ্রের অস্তিত্ব যথার্থ কিংবা কাল্পনিক, যাহাই হউক না কেন, এখন আর উহা পাওয়ার আশা করা যায় না; ভক্তিনিধি মহাশয়ের উদ্ধৃত পদগুলিই কেবল পদ-সমুদ্রের ক্ষীণ স্মৃতিকে জাগরূক রাখিবে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, এ যাবৎ প্রাচীন বৈষ্ণব-পদাবলীর যতগুলি সংগ্রহ-গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, উহার মধ্যে পদকল্পতরুই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বটে। ইহার সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাস নিজে একজন রসজ্ঞ পদ-কর্ত্তা ও কীর্ত্তন-পারদর্শী ছিলেন; তথাপি তিনি তাঁহার বিরাট্ সংগ্রহে নিজের রচিত মাত্র ২৬টী পদ উদ্ধৃত এবং গ্রন্থের কলেবর অন্য প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা-দিগের পদ দ্বারা পূর্ণ করিয়া নিতান্ত সদ্বিবেচনা ও সুরুচিরই পরিচয় দিয়াছেন। এই বিরাট্ সংগ্রহে কত বিভিন্ন পদকর্ত্তার কত বিভিন্ন বিষয়ের পদাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহা পদ-কর্ত্তৃ-সূচী ও বিষয়-সূচী দেখিলেই বুঝা যাইবে, আমরা সে সম্বন্ধে এখানে কিছু লেখা অনাবশ্যক বিবেচনা করি। এখানে শুধু ইহা বলিলেই সঙ্গত হইবে যে, এই গ্রন্থের বহুসংখ্যক বিষয়গুলিকে বৈষ্ণবদাস যে ভাবে সুবিন্যস্ত এবং বিষয়-অনুযায়ী পদ বাছিয়া বাছিয়া যথাযোগ্য ভাবে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, উহা দ্বারা তাঁহার অসাধারণ রসজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

পদকল্পতরুর বিশেষত্ব

বৈষ্ণব-পদাবলী সমুদ্র-বিশেষ। বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু বিরাট্ সংগ্রহ হইলেও নানা কারণেই যে উহাতে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির সমস্ত পদ সংগৃহীত হইতে পারে নাই, তাহা সহজেই অনুমেয় বটে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীর স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ করা হইয়াছিল; উহা নিঃশেষিত হইয়া যাওয়ায়, পুনরায় নূতন সংস্করণ করার প্রস্তাব হইয়াছে; কিন্তু গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তাদিগের যে সকল পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায় না, কিংবা যে সকল পদ-কর্ত্তার পদাবলী উহাতে সংগৃহীত হইতে পারে নাই, ঐ সকল পদের একটী সটীক প্রামাণিক সংস্করণের আজিও অভাব রহিয়া গিয়াছে। এই সকল পদের জন্য এখন আর অধিক দূরে যাইতে হইবে না; পদামৃত-সমুদ্র, পদ-রত্নাকর ও পদ-রস-সার হইতেই এরূপ অনূন এক হাজার পদ সংগ্রহ করা যাইতে পারে, যাহার মধ্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তাদিগের পদের সংখ্যা নিতান্ত

পরিশিষ্ট-পদাবলী

কম নহে। আমাদিগের "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থে আমরা পদামৃত-সমুদ্র, কীর্ত্তনানন্দ প্রভৃতি পূর্ব্ব-প্রকাশিত প্রাচীন গ্রন্থের পদ সন্নিবেশিত করি নাই; আধুনিক সময়ে নানা পুথি হইতে পদ-সংগ্রহ করিয়া যে "গোবিন্দদাসের পদাবলী", "চণ্ডীদাসের পদাবলী," "জ্ঞানদাসের পদাবলী", "কীর্ত্তন-গীত-রত্নাবলী" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, উহা হইতেও বিশেষ কারণবশতঃ দুই চারিটী পদ ব্যতীত অধিক পদ গ্রহণ করা হয় নাই। সুতরাং যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক, পদকল্পতরুর পরেও একটী প্রামাণিক পরিশিষ্ট-পদাবলীর প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। পদকল্পতরুর প্রকাশের সময়ই সাহিত্য-পরিষৎ ঐ প্রস্তাব স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। আশা করা যায় যে, পদকল্পতরুর ভূমিকা-ভাগের মুদ্রাঙ্কণ শেষ হইলেই প্রস্তাবিত পরিশিষ্ট-পদাবলীর মুদ্রাঙ্কণের ব্যবস্থা করা হইবে।

পদকল্পতরুর পদাবলীর সম্বন্ধে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করার পূর্ব্বে উহার পদ-কর্ত্তৃ-গণের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক; কেন না, বৈষ্ণব-পদ-কর্ত্তৃ-গণের সম্বন্ধে দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে অথবা জগদ্বন্ধু বাবুর গৌর-পদ-তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায় যে আলোচনা করা হইয়াছে, উহা যথেষ্ট নহে এবং উহার মধ্যে এরূপ অনেক বিষয় লিখিত হইয়াছে, যাহা প্রামাণিক্ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। বৈষ্ণব-পদ-কর্ত্তৃ-গণের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া, আমরা পদ-কর্ত্তৃ-সূচীর অনুসৃত অ-কারাদি-ক্রমেই আলোচনা করিব। পদ-কর্ত্তাদিগের পদ-সমষ্টি ও পদ সংখ্যা উক্ত সূচীতেই প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া, বাহুল্য ভয়ে এখানে উহার পুনরুল্লেখ করিব না। পাঠক উক্ত পদ-কর্ত্তৃ-সূচী হইতে দেখিয়া লইবেন।

পদ-কর্ত্তৃ-গণ

প্রথমেই অজ্ঞাত পদ কর্ত্তাদিগের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। পদ রচনা করিতে যাইয়া, পদের শেষে নিজের প্রকৃত নাম কিংবা প্রসিদ্ধ ছদ্ম-নামের উল্লেখ করা এ দেশের পদ-কর্ত্তাদিগের সনাতন প্রথা বটে। উহা সত্ত্বেও পদকল্পতরুর ১৮১টী পদে কি জন্য ভণিতা পাওয়া যায় না, ইহা চিন্তার বিষয় বটে। আমরা এ সম্বন্ধে স্থানান্তরে যাহা লিখিয়াছি, * উহা হইতে নিম্নে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল।

অজ্ঞাত পদ-কর্ত্তৃ-গণ

"পদকল্পতরু গ্রন্থে যে সকল ভণিতা-হীন পদ দৃষ্ট হয়, উহাদের রচয়িতৃগণ স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই সেইরূপ পদ রচনা করিয়াছেন অথবা এই সকল পদাবলী পূর্ব্ব-কালে কেবল লোকের মুখে মুখে গীত হইত বলিয়া কাল সহকারে তাহাদের ভণিতা লুপ্ত হইয়াছে, তাহা এক্ষণ স্থির করা একরূপ অসম্ভব। পদাবলীর অন্যান্য অংশ মনোহর রচনা ও কবিত্বের জন্য সজীব থাকা যেরূপ সম্ভবপর, ভণিতাংশ সেইরূপ নহে। ইতিহাস-পরাঙ্মুখ ভাবগ্রাহী সাধারণ শ্রোতৃগণের নিকট ভণিতার মূল্য অতি সামান্য। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক প্রাচীন পদের রচয়িতার সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। প্রাচীন লেখক ও কীর্ত্তনিয়াগণ অনেক সময়ে সুবিধাসত্ত্বেও প্রকৃত রচয়িতার নাম-ধাম জানিবার চেষ্টা না করিয়া "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" এই সরল নীতির আশ্রয় লইয়াছেন। যাহা হউক, পদকল্পতরুর কতকগুলি পদে ভণিতা না থাকার বিশিষ্ট কারণ আছে। পদকল্পতরু গ্রন্থে গ্রন্থান্তর হইতে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকাবলীকে প্রকৃত পক্ষে পদ বলা যায় না; উহাতে ভণিতা যোগ করা সুবিধাজনক নহে এবং সেইরূপ প্রথাও নাই। দৃষ্টান্তস্থলে জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জয়দেবই সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃতে গীতের আকারে পদ রচনা করিয়াছেন। গীতগোবিন্দের সঙ্গীতাত্মক পদগুলি সর্ব্বত্রই ভণিতাযুক্ত—কিন্তু শ্লোকাবলীতে কুত্রাপি ভণিতা সংযুক্ত হয় নাই। সংস্কৃত শ্লোকাবলী প্রকৃত পদ না হইলেও উহা রাগ রাগিণী সহকারে গীত হইতে পারে। বোধ হয়, পূর্ব্বে পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ—এমন কি,

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩১৯ সালের ২য় সংখ্যার "প্রাচীন পদাবলী ও পদ-কর্ত্তৃ-গণ" শীর্ষক প্রবন্ধ। সং

কাব্যাদি পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সুর-সংযোগে পঠিত হইত। আমাদিগের দেশে চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ অদ্যাপি সেইরূপে পঠিত হইয়া থাকে। উড়িষ্যা দেশে রঘুবংশাদির মত কাব্যের শ্লোকগুলিও সুর-সহকারে পঠিত হয়। পদ-কল্পতরু গ্রন্থেও কতকগুলি শ্লোক এই জন্য পদরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল শ্লোকের মধ্যে যেগুলির রচয়িতা আমরা স্থির করিতে পারিয়াছি, তাহা সেই সেই কবির নামে উল্লিখিত হইয়াছে। অবশিষ্টগুলি অজ্ঞাত কবিগণের পদাবলীর অন্তর্গত করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ঐ সকল শ্লোকও কোন না কোন সংস্কৃত বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে; সুতরাং আশা করা যায়, অনুসন্ধান দ্বারা সময়ে উহাদেরও রচয়িতা স্থির হইতে পারিবে।

"অধিকাংশ ভণিতাহীন বাঙ্গালা পদ সম্বন্ধেই কিন্তু ইহা বলা যায় না। এই সকল পদের অধিকাংশই কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত নহে—সুতরাং তাহাদের রচয়িতার নাম ধাম জানিবার সহজ কোন উপায় নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্যচরিতামৃত হইতে পদকল্পতরুতে যে কয়েকটী ভণিতাহীন পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আমরা উক্ত কবিরাজের নামাঙ্কিত করিয়াছি।

"অনেকে মনে করিতে পারেন যে, পরবর্ত্তী লেখকগণের প্রমাদবশতঃই এই সকল পদাবলীর অধিকাংশের ভণিতা পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু পদ-সংগ্রহকার বৈষ্ণবদাসের সময়েও যে, অনেকগুলি পদের ভণিতা ছিল না, তাহা বৈষ্ণবদাস ৩য় শাখার পঞ্চবিংশ পল্লবের এক স্থলে লিখিয়াছেন, যথা—"পূর্ব্বাপর-মনোহরসাহি-শ্রীসংকীর্ত্তনানুসারেণ এতদ্গীত-সংগ্রহঃ। তত্র সকলেষু পদেষু ভণিতা নাস্তি, কেবলং গানানুসারেণ সংগ্রহঃ।" *

"সে যাহা হউক, এই সকল পদের ভণিতা না থাকায় তাহাদের কবিত্ব আস্বাদনের কোন ব্যাঘাত হইবে না। সহৃদয় পাঠকগণ জানেন যে, অনেক সময়ে অনেক অকিঞ্চিৎকর পদাবলি—লেখক মহাশয়দিগের অনুগ্রহে—বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত হইয়া—রসগ্রাহী নিরপেক্ষ সমালোচকগণেরও মতি-বিভ্রম ঘটাইয়াছে; সুতরাং পদাবলীর প্রকৃত গুণ-বিচারের জন্য বিংশ শতাব্দীর নিরপেক্ষ সমালোচক বোধ হয়, কবিগণের ভণিতাহীন পদাবলী পাঠ করাই বাঞ্ছনীয় মনে করিবেন। এরূপ অবস্থায় একটু 'স্বচ্ছন্দচিত্তে' ভণিতাহীন পদগুলির কবিত্ব সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা অসঙ্গত হইবে না। বলা বাহুল্য যে, প্রায় পৌনে দুই শত ভণিতাহীন পদের মধ্যে উত্তম ও অধম নানারূপ কবিতাই দৃষ্ট হয়। উত্তম পদাবলীর মধ্যে কতকগুলি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির উৎকৃষ্ট কবিতা হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।"

"কি কহব মাধব বুঝই না পারি।
কিয়ে ধনি বালা কিয়ে বরনারী॥"
(প-ক-ত, ৭৯ সং পদ)

ইত্যাদি পদটিতে ভণিতা না থাকিলেও, উহা বিদ্যাপতির উৎকৃষ্ট বয়ঃসন্ধির পদের সহিত তুলনার অযোগ্য নহে। বিদ্যাপতির নামাঙ্কিত হইলে উহা নিঃসন্দেহে তাঁহার রচিত বলিয়া চলিয়া যাইত। "শুন শুন আরে সখি আজুক রঙ্গ" ইত্যাদি ৬৯৯ সংখ্যক ও "সুবল মিতা হে কি কব সে সব রঙ্গ" ইত্যাদি ২৫৮ সংখ্যক রসোদ্গারের পদ দুইটির সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে।

পদকল্পতরুর ২৭৪।৫২০।৬০৯।৭৯২।৭৯৬।৮৪৭।৯৩৬।১১৭৬।১২৯৬।১৩৬২ ও ১৯৮৭ সংখ্যক ভণিতাহীন পদগুলি অতি উৎকৃষ্ট রচনা। ইহার মধ্যে—

---

* পদকল্পতরু, ২য় ভাগ, ৩৫৭ পৃষ্ঠা। সং

"মানিনি হাম কহিয়ে তুয়া লাগি।
নাহ নিকটে পাই যো জন বঞ্চয়ে
তাকর বড়ই অভাগি ॥ ধ্রু।"

ইত্যাদি ৫২০ সংখ্যক পদটি নগেন্দ্র বাবু বিদ্যাপতির রচিত বিবেচনায় তাঁহার বিদ্যাপতির পদাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ১২৯৬ সংখ্যক "ভরি নায়র-কোর" ইত্যাদি পদটীর যে রূপান্তর পদ-রত্নাকরে পাওয়া যায়, উহার শেষে আছে,—

"বিদ্যাপতি কবি-ভাষ।
কহতহি হেরত গোবিন্দদাস॥"

বোধ হয়, বিদ্যাপতির রচনার সহিত সাদৃশ্য দর্শনেই পরে এই ভণিতাটা সংযোজিত হইয়াছে। পদ-রত্নাকরের উক্ত রূপান্তরে এই পদের উৎকৃষ্ট তিনটী কলি পরিত্যক্ত হওয়ায় আমরা উহার পাঠ সমীচীন ও প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। পরিত্যক্ত কলিগুলি যথা,—

"দুহুঁ দুহুঁ-গুণ গায়।
একই মুরলি-রন্ধ্রে, দুজন বাজায়॥
কেহ কহে মৃদু ভাষ।
নাগরি-পরশে অবশ পিতবাস॥
কেহ কাড়ি লয়ে বেণু।
রাস-রসে আজু ভুলল কানু॥"

পদকল্পতরুর কোন কোন ভণিতাহীন পদে "পদ-রস-সার" কিংবা "পদ-রত্নাকর" পুথিতে ভণিতা পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত ১২৯৬ সংখ্যক পদের ন্যায় আমরা অনেক স্থলেই পদকল্পতরুর প্রাচীনতর পুথিগুলির প্রমাণের বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন "পদ-রত্নাকর" বা "পদ-রস-সার" পুথির প্রমাণ সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। এখন আবার আলোচনা করিতে যাইয়া দেখা গেল যে, পদকল্পতরুর দুই একটী ভণিতাহীন পদে অন্য পুথির প্রমাণ অনুসারে ভণিতার কলিটা সংযুক্ত না করিয়া, উহা পাঠান্তরে মুদ্রিত করা ভুল হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে ১৩৬২ সংখ্যক—

"ওহে নাগর,
কেমনে তোমার সঙ্গে পিরিতি করিব।
সোণার বরণ তনুখানি মোর
ছুঁইলে বদল পাছে হব। ধ্রু॥"

ইত্যাদি সরল ও সুন্দর পদটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। পদকল্পতরুর পুথিগুলিতে ও পদ-রস-সার পুথিতে এই পদে কোনও ভণিতা নাই, এবং—

"কি জানি কি কয়্যা রাখালে ভুলাঞা
আইলা কোন বনে থুঞা।
আমরা রাখাল নই চতুর সমাজে রই
ভুলাইবা কি বোল বলিয়া॥"

কলির দ্বারা পদটী শেষ করা হইয়াছে ; কিন্তু পদ-রত্নাকর পুথিতে এই কলির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ভণিতার কলি দৃষ্ট হয়, যথা—

"অরণ্য ভিতরে পাইয়া অবলা
বিবাদ না কর কালা।
বংশীদাসে কয় ভাল না হইবে
আমরা কুলের বালা॥"

সুপ্রাচীন পদ-কর্ত্তা বংশীবদনের সরল ও স্বাভাবিক রচনার সহিত এই পদটীর যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে ; সুতরাং এই পদটী তাঁহার রচনা বলিয়াই আমাদের ধারণা হইতেছে। পদ-রত্নাকরে "কি জানি কি করা" ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কলিটী যে পরিত্যক্ত হইয়াছে, উহা সংগ্রহকার কিংবা লিপি-কারের ভুল। ঐ কলির সহিত উদ্ধৃত ভণিতার কলির কোন বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই ; বরং অভীষ্ট ভাব-প্রকাশের জন্য দুইটী কলিই আবশ্যক বিবেচনা হয় ; যদিও পদকল্পতরু সম্পাদন করিতে যাইয়া আমরা উহার প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া, এই ভণিতার কলিটাকে পাঠান্তরের মধ্যে স্থান দিয়াছি, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় ভবিষ্যতে কোন স্বাধীন পদ-সংগ্রহকার পদকল্পতরুর এই পদটার পরে পদ-রত্নাকরের ভণিতার কলি সংযুক্ত করিয়া, উহাকে বংশীদাসের পদরূপে উদ্ধৃত করিলে অসঙ্গত হইবে না। ভণিতাহীন পদগুলির পাঠান্তর খুঁজিলে এরূপ দৃষ্টান্ত আরও দুই চারিটা মিলিতে পারে।

পদকল্পতরুতে "অনন্ত আচার্য্য," "অনন্ত দাস" ও "অনন্ত রায়"—এই ত্রিবিধ ভণিতার পদই পাওয়া গিয়াছে।

অনন্ত

"অনন্ত আচার্য্য" ও "অনন্ত দাস" ভণিতার অল্প কয়েকটী শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ গৌর-পদ-তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকার ২১ পৃষ্ঠায় পদ-কর্ত্তা অনন্তের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখিয়াছেন, যথা,—"অনন্ত দাস—(১) অদ্বৈতশাখা-বিশেষ। নীলাচলে যাইবার সময় মহাপ্রভুর সহিত গঙ্গা-তীরস্থ আঠিসারা গ্রামে ইহার সাক্ষাৎ হয়। ইনি দর্শন মাত্র মহাপ্রভুর চরণ-কমলে আত্মসমর্পণ করেন। (২) অনন্ত আচার্য্যও অদ্বৈতশাখা।" এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। বৈষ্ণব কবিগণ ভণিতায় প্রায়শঃই দীনতাব্যঞ্জক 'দাস' উপাধির ব্যবহার করিয়াছেন। স্বীয় কুলোপাধি এইরূপে গুপ্ত রাখায় অনেক সময়েই তাঁহাদিগের প্রকৃত পরিচয়ে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। পদ-কর্ত্তা অনন্তের সম্বন্ধেও কিয়ৎপরিমাণে সেই গোলযোগই ঘটিয়াছে ; কেন না, "অনন্ত দাস" ভণিতার পদগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি অনন্ত আচার্য্যের রচিত ও কোন্‌গুলি অনন্ত রায়ের রচিত, তাহা নিশ্চিতরূপে বলার উপায় নাই। সাধারণতঃ 'রায়' উপাধির সহিত 'আচার্য্য' উপাধি সংযুক্ত দেখা যায় না ; সুতরাং অনন্ত রায় ও অনন্ত আচার্য্য বিভিন্ন পদ-কর্ত্তা বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। "অনন্ত দাস" ভণিতার বহুসংখ্যক পদাবলীর মধ্যে নিশ্চয়ই অনন্ত আচার্য্য ও অনন্ত রায়ের অনেক পদাবলী মিশিয়া গিয়াছে, উহা এখন পৃথক্ করা অসম্ভব না হইলেও কষ্ট-সাধ্য কার্য্য বটে।

চৈতন্যচরিতামৃতের দুইটী স্থলে "অনন্ত আচার্য্য" নামক বৈষ্ণব ভক্তের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—

"পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য অনন্ত আচার্য্য।
কৃষ্ণপ্রেমময়-তনু উদার সর্ব্ব-আর্য্য॥
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করে প্রকাশ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইহোঁ পণ্ডিত হরিদাস॥

*　　*　　*　　*

তিহোঁ বড় কৃপা করি আজ্ঞা দিল মোরে।
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে॥"
—(আদির ৮ম পরিচ্ছেদ)।

পুনশ্চ—

"শ্রীগদাধর পণ্ডিত-উপশাখা মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করি যে গণন॥

*　　*　　*　　*

অনন্ত আচার্য্য কবি দত্ত মিশ্র নয়ন।"
—(আদির ১২শ পরিচ্ছেদ)।

চৈতন্যচরিতামৃতে অনেক স্থলেই "পণ্ডিত গোসাঞি" শব্দ দ্বারা গদাধর পণ্ডিতকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; সুতরাং এই উভয় বর্ণনার "অনন্ত আচার্য্য" যে একই ব্যক্তি, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

কৃষ্ণদাস বাবাজী প্রণীত বাঙ্গালা "ভক্ত-মাল" গ্রন্থে এক অনন্ত আচার্য্যকে শ্রীরাধার সখী সুদেবীর অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে,—

"সুদেবী অনন্ত আচার্য্য গৌরাঙ্গ-কিঙ্কর॥"

সম্ভবতঃ চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণিত "অনন্ত আচার্য্য" সম্বন্ধেই এ কথা বলা হইয়াছে। এই সকল উক্তি হইতে অনন্ত আচার্য্যকে শ্রীমহাপ্রভু ও গদাধর পণ্ডিতের সমসাময়িক ব্যক্তি বলিয়া জানা যাইতেছে। তিনিই আমাদিগের আলোচ্য পদ-কর্ত্তা অনন্ত আচার্য্য কি না, অবশ্যই সে বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু বৈষ্ণব ইতিহাসে যখন আর কোন প্রসিদ্ধ অনন্ত আচার্য্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না, এ অবস্থায় অন্য কোনও অনন্ত আচার্য্যের দাবী প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত এই অনন্ত আচার্য্যকেই পদ-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

চৈতন্যচরিতামৃতে অদ্বৈত আচার্য্যের শাখা গণনায় এক অনন্ত দাসেরও উল্লেখ দেখা যায়, যথা—

"অনন্ত দাস, কানু পণ্ডিত, দাস নারায়ণ।"—(আদির ১২শ পরিচ্ছেদ)।

এই অনন্ত দাসই পদ-কর্ত্তা অনন্ত দাস কি না, তাহাও নিশ্চিত বলা যায় না। যদি অনন্ত আচার্য্য ও অনন্ত রায় ব্যতীত অনন্ত দাসকেও অন্যতম স্বতন্ত্র পদ-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে এই অনন্ত দাসকে সেই পদ-কর্ত্তা অনন্ত দাস মনে করা যাইতে পারে কি না, বিবেচ্য বটে।

অনন্ত দাসের পদ রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্রে উদ্ধৃত হইয়াছে; সুতরাং পদ-কর্ত্তা অনন্ত দাস যে তদপেক্ষা প্রাচীন ব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্ত্তৃক সম্পাদিত চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থের অল্প কয়েকটী পদের ভণিতায় অনন্ত নামটী বড়ু চণ্ডীদাসের নামের সহিত এমন ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে যে, 'অনন্ত' বড়ু চণ্ডীদাসের আর একটা নামান্তর ছিল—ইহা মনে না করিয়া গত্যন্তর দেখা যায় না। তবে ঐ গ্রন্থে আমরা বড়ু চণ্ডীদাস ওরফে অনন্তের রচনার যে আদর্শ পাইয়াছি, উহার সহিত মিলাইয়া দেখিলে পদকল্পতরুর এই অনন্ত দাস ভণিতার কোন পদই যে বড়ু চণ্ডীদাস ওরফে অনন্তের রচিত নহে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অনন্ত সুকবি ছিলেন। তিনি এক দিকে জ্ঞানদাস প্রভৃতির ন্যায় সরল ভাষায় দুই চারিটি কথায় প্রাণের গভীর উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে পারিতেন; অন্য দিকে আবার গোবিন্দ দাসের ন্যায় ভাব-পূর্ণ সুললিত পদ-বিন্যাসেও

অপটু ছিলেন না। অনন্তের "কি হেরিলুঁ কদম্ব-তলাতে।" ইত্যাদি ১২৫ সংখ্যক পূর্ব্বরাগের সুললিত পদটী প্রথম শ্রেণীর কবির অনুপযুক্ত নহে। ঐ পদের—

"কিশোর বয়স বেশ আর তাহে রসাবেশ
আর তাহে ভাতিয়া চাহনি।
হাসির হিলোলে মোর পরাণ-পুতলী দোলে
দিতে চাই যৌবন নিছনি॥"

ইত্যাদি সরল ও কবিত্বপূর্ণ উক্তি দ্বারা কবি শ্রীরাধার প্রেম ও ব্যাকুলতা অতি অপূর্ব্বভাবে ব্যঞ্জিত করিয়াছেন। অনন্তের "সজনি, ও কে নাগর তরু-মূলে" ইত্যাদি ১৪৮ সংখ্যক পূর্ব্বরাগের পদটীও অতি সুন্দর।

অনন্তের "কানুর লাগিয়া জাগি পোহাইলুঁ" ইত্যাদি ৩৪৮ সংখ্যক পদটীও বেশ প্রশংসনীয়।

অনন্তের ব্রজ-বুলীর পদের সংখ্যা যদিও অল্প, কিন্তু তাঁহার "বিকচ সরোজ ভান মুখ-মণ্ডল" ইত্যাদি ২৬৮ সংখ্যক ব্রজ-বুলীর পদে তিনি যে রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, উহা বিলক্ষণ প্রশংসনীয়। অনন্তের বাকি পদগুলি যদি লুপ্ত হইয়াও যায়, তাহা হইলেও অনন্তের এই চারিটী পদ তাঁহাকে পদাবলী-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। অনন্ত নিজে প্রথম শ্রেণীর কবি না হইয়াও যে, কয়েকটী প্রথম শ্রেণীর কবিতা লিখিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে একটা স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

পদ-কর্ত্তা আগরওয়ালির সম্বন্ধে আমরা "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ" শীর্ষক প্রবন্ধে* যাহা লিখিয়াছিলাম, উহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"ভণিতা দর্শনে ইহাঁকে মুসলমান বলিয়া জানা যায়। ইহাঁর দেশ-কাল কিছুই জানিবার উপায় নাই। এই একটী মাত্র পদ পাঠ করিয়া ইহাঁর কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা অন্যায়; কিন্তু এই একটী মাত্র কবিতাই ইহাঁর বৈষ্ণবতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার মাধুর্য্য যে, একজন মুসলমান কবির অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিমোহিত ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের ভিখারী করিয়াছিল—এই কবিতাটী তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং ইহাই এই কবিতার বিশেষত্ব।"

আগরওয়ালি

প্রায় বিশ বৎসর আগে পদ-কর্ত্তা আগরওয়ালির সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা জন্মিয়াছিল, উদ্ধৃত মন্তব্যে উহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে। অতঃপর আগরওয়ালির আলোচ্য পদের ভাষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া, আমাদিগের প্রতীতি জন্মিয়াছে যে,—

"দেখ দেখ প্রীতম প্যারিক সোহাগে।
স্বহস্তে বীড় শ্যাম দেত
খণ্ডিত আধ আপ লেত
পোঁছত পট পীত পীক
অতিশয় অনুরাগে॥ ধ্রু।"

ইত্যাদি আগরওয়ালির ক্ষুদ্র ২৮৩৪ সংখ্যক পদটীর ভাষা বাঙ্গালার তথাকথিত "ব্রজ-বুলী" কিংবা বিদ্যাপতির খাঁটি পদের মৈথিল ভাষা নহে; উহা ব্রজ-ধামের প্রাচীন ব্রজ-ভাষা বটে। পদকল্পতরু গ্রন্থে ব্রজ-ভাষারও দুই চারিটা পদ আছে। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ গোপাল ভট্ট মহাপ্রভুর একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন, তিনি প্রথম যৌবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভুর উপদেশে ব্রজে বাস করেন; তিনি বাঙ্গালা বা মৈথিল ভাষা বোধ হয় ভালরূপে জানিতেন না।

* ১৩১৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যা। সং

তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার তথাকথিত ব্রজ-বুলী ভাষার সৃষ্টি হয় নাই। গোপাল ভট্ট ব্রজ-ধামের তৎকাল-প্রচলিত ব্রজ-ভাষায় পদ-রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত ১০৮৮ ও ২৮৩৩ সং ব্রজ-ভাষার পদদ্বয় পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আগরওয়ালির রচিত ২৮৩৪ সংখ্যক পদের সহিত উহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ২৮৩৩ সংখ্যক গোপাল ভট্টের পদের ভাষার তুলনা করিলেই অভিজ্ঞ পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, আগরওয়ালির আলোচ্য পদের ভাষাও ব্রজ-ভাষা বটে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের দিল্লী ও আগরা প্রদেশের মুসলমানদিগের মধ্যেও সে সময়ে ব্রজ-ভাষায় কবিতা রচনা করা একটা প্রথা হইয়া পড়িয়াছিল। মোগল সম্রাট্ আকবর ও তাঁহার একজন প্রধান মন্‌সবদার নবাব আব্দুল রহীম খান্-খানাঁ ব্রজ-ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। সে সময়ে বৈষ্ণব মুসলমান কবিরও নিতান্ত অভাব ছিল না। "রসখান্" নামক একজন বৈষ্ণব মুসলমান কবির উৎকৃষ্ট ব্রজ-ভাষার কবিতাবলী এখনও হিন্দী-সাহিত্যে কৃতবিদ্য হিন্দুস্থানী পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা মুখে মুখে আবৃত্তি করিয়া থাকেন। আমাদিগের এখন ধারণা হইতেছে যে, সম্ভবতঃ আগরওয়ালি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোনও বৈষ্ণব মুসলমান কবি ছিলেন; কেন না, বাঙ্গালী কোনও মুসলমান কবি হইলে তিনি বাঙ্গালা কিংবা বাঙ্গালার ব্রজ-বুলী ভাষায় পদ রচনা করিতেন; তাঁহার পক্ষে ব্রজ-ভাষায় পদরচনা সম্ভবপর হইত না। ব্রজ-ধামে বিশেষ খোঁজ করিলে বোধ হয় আগরওয়ালির পরিচয় ও তাঁহার অন্যান্য পদাবলীও মিলিতে পারে।

আত্মারাম দাস

পদ-কর্ত্তা আত্মারাম দাসের সম্বন্ধে জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার গৌর-পদ-তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকার ২৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"আত্মারাম দাস—পদ-কর্ত্তা, শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক। শ্রীখণ্ড গ্রামে অম্বষ্ঠকুলে ইহাঁর জন্ম। ইহাঁর স্ত্রীর নাম সৌদামিনী দাসী ছিল।" জগদ্বন্ধু বাবু কোনও প্রমাণ দেন নাই। শ্রীখণ্ডে কোনও আত্মারামের আবির্ভাব হইয়া থাকিলেও তিনিই যে, আলোচ্য পদ-কর্ত্তা আত্মারাম, তাহারও কোন প্রমাণ নাই।

আত্মারামের চারিটী পদের মধ্যে ৬৩৬।২২৯৪।২৩০২ সংখ্যক তিনটী পদই শ্রীনিত্যানন্দ-বিষয়ক বটে। অবশিষ্ট ৩০৩৩ সংখ্যক "ভজ মন নন্দ-কুমার" ইত্যাদি পদটী প্রার্থনা-সূচক। এই পদগুলি হইতে পদ-কর্ত্তার কবিত্বের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না; তবে উহা তাঁহার নিত্যানন্দ-প্রীতির ও বৈষ্ণবতার পরিচায়ক বটে।

আনন্দচাঁদ ও আনন্দদাস

"আনন্দচাঁদ" ও "আনন্দদাস" উভয় ভণিতার পদই পদকল্পতরুতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা একজন কিংবা পৃথক্ পৃথক্ পদ-কর্ত্তা, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না; তবে আমাদিগের বিবেচনায় আনন্দচাঁদ ও আনন্দদাস অভিন্ন। আনন্দচাঁদের রচিত ২৪৫৫ সংখ্যক শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণনার সুদীর্ঘ পদের সহিত আনন্দ দাসের ২৮৭২ সংখ্যক শ্রীরাধার রূপ-বর্ণনার পদের আলোচনা করিয়া উভয় পদ একজনের রচিত বলিয়াই প্রতীতি হয়। আনন্দচাঁদের দেশ-কাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই। ইনি যে সুন্দর শব্দবিন্যাসে পটু ছিলেন, তাঁহার কৃত ২৪১৫ সংখ্যক শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাবয়ব-রূপ-বর্ণনাই সে বিষয়ে সাক্ষ্য দান করিবে। তাঁহার এই পদটী গোবিন্দদাস বা বলরাম দাসের এই শ্রেণীর পদের সহিত তুলনীয় বটে।

উদ্ধবদাস

উদ্ধবদাস অন্যতম প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা। পদকল্পতরুতে তাঁহার নানা বিষয়ক ৯৯টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—"এক উদ্ধবদাস শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শাখা। কিন্তু পদাবলী-রচয়িতা উদ্ধবদাস স্বতন্ত্র ব্যক্তি। পদ-কর্ত্তা উদ্ধবদাস অম্বষ্ঠকুল-সম্ভূত ও টেঞা বৈদ্যপুরনিবাসী। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং ইনি শকাব্দ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক। ইহাঁর প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার এবং ইনি পদকল্পতরু গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস বা গোকুলানন্দ সেনের বন্ধু ছিলেন।" জগদ্বন্ধু বাবু এখানে দীনেশ বাবুর উক্তিরই পুনরুক্তি করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কেহই এ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই। বৈষ্ণবসমাজের

প্রচলিত কিংবদন্তী এইরূপই বটে। আমরা উদ্ধবদাসের একটা পদে এই কিংবদন্তীর অনুকূল যে প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা এখানে প্রদর্শিত করিব।

পূর্ব্ব বৈষ্ণব মহন্তগণের বন্দনা-সূচক ৩০৯২ সংখ্যক "জয় রে জয় রে শ্রীনিবাস নরোত্তম" ইত্যাদি উদ্ধব-দাসের দীর্ঘ পদটীতে লিখিত হইয়াছে,—

"শ্রীঠাকুর মহাশয় তাঁর যত শাখা হয়
মুখ্য কিছু করিয়ে প্রকাশ॥
রামকৃষ্ণ আচার্য্য খ্যাতি গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী
ভক্তিমূর্ত্তি গামিলা নিবাস।
রূপ রাধুরায় নাম গোকুল শ্রীভগবান
ভক্তিমান শ্রীউদ্ধব দাস॥
শ্রীল রাধাবল্লভ চাঁদ রায় প্রেমার্ণব
চৌধুরী শ্রীখেতরি নিবাস।
শ্রীরাধামোহন-পদ যার ধন-সম্পদ
নাম গায় এ উদ্ধবদাস॥"

এই পদের রচয়িতা উদ্ধবদাস "ভক্তিমান্ শ্রীউদ্ধবদাস" বলিয়া যাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চিতই পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোন উদ্ধব হইবেন; কেন না, পদ-কর্ত্তা উদ্ধবের পক্ষে নিজকে "ভক্তিমান্" বলিয়া খ্যাপিত করা একান্ত অসম্ভব বটে। তার পরে "শ্রীরাধামোহন-পদ যার ধন-সম্পদ" উক্তিদ্বারাও বুঝা যায় যে, রাধামোহন ঠাকুর উদ্ধবদাসের দীক্ষা-গুরু কিংবা শিক্ষা-গুরু ছিলেন; নতুবা এ ভাবে তাঁহাকে উল্লেখ করার কোনই কারণ নাই। সুতরাং পদ-কর্ত্তা উদ্ধবদাসকে রাধামোহন ঠাকুরের প্রায় সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য না হইলেও তাঁহার প্রতি অনুরাগবান্ সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন; এ অবস্থায় তাঁহার সহিত সমধর্ম্মা উদ্ধব দাসের প্রীতি ও বন্ধুত্ব থাকাই খুব সম্ভব। বৈষ্ণবদাস উদ্ধবদাসের বহু পদ উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার পদের প্রতি যে অনুরাগের পরিচয় দিয়াছেন, উহার কতটা তাঁহার বন্ধু-প্রীতি-প্রসূত ও কতটা তাঁহার নিরপেক্ষ বিবেচনা-প্রসূত, তাহা বিবেচ্য বটে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্রে উদ্ধবদাসের বা বৈষ্ণবদাসের কোনও পদই উদ্ধৃত হয় নাই। ইহার কারণ শুধু ইহাই অনুমিত হইতে পারে যে, পদামৃত-সমুদ্রের সঙ্কলন-কাল পর্য্যন্ত উদ্ধবদাস কোনও পদ রচনা করেন নাই। পদামৃত-সমুদ্রে রাধামোহন ঠাকুরের যে, প্রায় সোয়া দুই শত পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, ঐ সকল পদের রচনা ও তাঁহার রচিত পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা-পূর্ণ সংস্কৃত টীকা দর্শনে উক্ত গ্রন্থখানা তাঁহার প্রবীণ বয়সের কৃতিত্ব বলিয়াই বিবেচনা হয়। সেই সময় পর্য্যন্ত উদ্ধবদাস কোনও পদ রচনা না করিয়া থাকিলে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের আদ্য ও মধ্যভাগে বর্ত্তমান রাধামোহন ঠাকুর অপেক্ষা উদ্ধবদাস ও বৈষ্ণবদাসের পদ রচনার কাল অন্যূন ২০।২৫ বৎসর পরবর্ত্তী বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

উদ্ধবদাস পূর্ব্বরাগ, মান, আক্ষেপানুরাগ, বাল্যলীলা, গোষ্ঠ, রাসলীলা, দানলীলা, হোরি, ঝুলন, মাথুর, বিরহ, রূপবর্ণন প্রভৃতি নানা বিষয়ের পদ রচনা করিয়াছেন। কবিত্ব বিষয়ে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস, রায় শেখর, বসন্ত রায় প্রভৃতি কবিগণের পরেই ইহাঁর স্থান নির্দ্দেশ করিতে হয়। উদ্ধবদাস বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ও ব্রজ-বুলী, দুই রকম পদই রচনা করিয়াছেন। ইহাঁর রচিত প্রাঞ্জল ও সুললিত লঘুত্রিপদী ছন্দের "কদম্বের বনে থাকে কোন জনে" ইত্যাদি পদগুলি ইহাঁর ভাষার বিশুদ্ধিতা সম্বন্ধে

সাক্ষ্য প্রদান করিবে। পাঠকগণ উদ্ধবদাসের ৩২, ৩৩ ও ৩৫ সংখ্যক পদে তাঁহার সুললিত অবিমিশ্র বাঙ্গালা রচনার, ৪১৯, ৪২০ সংখ্যক পদে উৎকৃষ্ট ব্রজ-বুলী রচনার এবং "দেখ সখি ঝুলত রাধা শ্যাম" ইত্যাদি ১৫৬১ সংখ্যক ও "নব গোরোচন জিনিয়া বরণ" ইত্যাদি ২৪৭৩ সংখ্যক পদে তাঁহার সুন্দর বর্ণনা ও কবিত্বের পরিচয় লইবেন। নানাবিষয়ক রচনায় প্রায় তুল্য দক্ষতা প্রদর্শিত করা শক্তিশালী কবির কার্য্য; সুতরাং উদ্ধবদাসের নানাবিষয়ক উৎকৃষ্ট পদাবলী পাঠ করিয়া তাঁহার কবিত্ব-শক্তির যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। প্রাচীন বৈষ্ণব-মহাজনদিগের বর্ণনাত্মক উদ্ধবের ২৩৭৫—২৩৭৭ সংখ্যক ও ৩০৯২ সংখ্যক পদগুলি ঐতিহাসিকের নিকট অনাদৃত হইবে না। আমাদিগের এই ইতিহাস-হীন দেশে অনেক স্থলেই এইরূপ বিক্ষিপ্ত বিবরণসমূহের সংগ্রহ ব্যতীত প্রাচীন মহাজনগণের সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য বৃত্তান্ত জানিবার অন্য উপায় দেখা যায় না।

পদ-কর্ত্তা "কবি ভূপতি কণ্ঠহার" কোন্ সময়ে কোন্ দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিছুই জানা যায় নাই।

কবি ভূপতি কণ্ঠহার

তাঁহার একটী মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। "বিরহ-ব্যাকুল বকুল-তরু-মূলে" ইত্যাদি, এই ৪৮৮ সংখ্যক পদটী বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু তাঁহার সংস্করণে "গীত-চিন্তামণি" ও "কীর্ত্তনানন্দ" গ্রন্থের নামোল্লেখে বিদ্যাপতির পদ বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাঁহার ধৃত পাঠ অনুসারে—

"মান মণি তেজি সুদতি চলু যঁহি
রায় রসিক সুজান রে।
সুখদ শ্রুতি অতি সরস দণ্ডক
সুকবি ভণথি কণ্ঠহার রে॥"

ভণিতার কলির টীকা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—"সুকবিকণ্ঠহার (বিদ্যাপতি) অত্যন্ত শ্রুতি-সুখকর সরস দণ্ডক ছন্দ কহিতেছে।" নগেন্দ্র বাবু তাঁহার গ্রন্থের ॥/০ পৃষ্ঠায় 'বিদ্যাপতির উপাধি" শীর্ষকে লিখিয়াছেন, "বিদ্যাপতির কি কি উপাধি ছিল? মিথিলার পদাবলীতে এই কয়টী উপাধি পাওয়া যায়—কবি-কণ্ঠহার, কবিশেখর, দশাবধান, অভিনব জয়দেব ও পঞ্চানন।" পুনশ্চ—"কবিকণ্ঠহার উপাধি সম্বন্ধে কোন মতভেদ নাই। তথাপি এ দেশের সঙ্কলন গ্রন্থে যে পদে বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার, এইরূপ ভণিতা আছে, তাহাই বিদ্যাপতির বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যাহাতে শুধু কবিকণ্ঠহার আছে, তাহা গৃহীত হয় নাই।"

বিদ্যাপতির কোন কোন মৈথিল পদে যে, বিদ্যাপতির "কবিকণ্ঠহার" উপাধির ব্যবহার দেখা যায়, তাহা সত্য। নিম্ন-লিখিত ভণিতা দেখিলেই উহা প্রতীত হইবে, যথা—

(১) "ভণই বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার।
রস বুঝ শিব সিংহ নৃপ মহোদার॥"
(নগেন্দ্র বাবুর ২০ সংখ্যক পদ)

(২) "মেধা দেবিপতি রূপ নরাঅন
সুকবি ভণথি কণ্ঠহার রে॥"
(ঐ ৬০ সং পদ)

(৩) "ভণই বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার।
এক সর মনমথ দুই জিব মার।"
(ঐ ৮০ সং পদ)

ইহাও সত্য যে, কোনও কবির "কবিশেখর" "কবিকণ্ঠহার" ইত্যাদির মত প্রসিদ্ধ উপাধি থাকিলে তিনি অনেক সময়ে সংক্ষেপ ও সুবিধার জন্য ভণিতায় নামের বদলে সেই উপাধিটীরও ব্যবহার করিতে পারেন। বিদ্যাপতি যে শুধু "কবিশেখর" ভণিতা দিয়া কোন কোন পদ রচনা করিয়াছেন, উহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং কবিকণ্ঠহার উপাধি দ্বারাও বিদ্যাপতিকে বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু এখানে ভণিতার প্রকৃত পাঠ— "সুকবি ভণথি কণ্ঠহার রে।" কিংবা পদকল্পতরুর গৃহীত "কবি ভূপতি কণ্ঠহার" হইবে, তাহা বিবেচ্য বটে। নগেন্দ্র বাবু গীত-চিন্তামণি ও কীর্ত্তনানন্দ হইতে এই পদটী গৃহীত বলিয়া লিখিয়াছেন; কিন্তু কীর্ত্তনানন্দের মুদ্রিত গ্রন্থে এই পদটী নাই। গীত-চিন্তামণি গ্রন্থের পূর্ব্বোক্ত প্রামাণিক সংস্করণে অন্তিম অর্দ্ধ কলির পাঠ,—

"সুখদ শ্রুতি অতি সরস দণ্ডক
সুকবি ভণ কণ্ঠহার ॥"

ঐ গ্রন্থের সুবিজ্ঞ সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদদাস বাবাজী মহাশয় উহার টীকায় লিখিয়াছেন,—গীতকর্ত্তার প্রকৃত নাম "রায় চম্পতি"; তাঁহার উপাধি ছিল "সুকবি বিদ্যাপতি"; তিনি কহিতেছেন—রসিক ভক্তগণের আকাঙ্ক্ষিত দৌত্যচাতুরীময়—শ্রুতি-সুখদ সরস-দণ্ডক ছন্দের এই গীতটী কণ্ঠহাররূপে ধাবণীয়।" "পদ-রত্নাকর" পুথিতে "সুকবি ভণ কণ্ঠহার" স্থলে "সুকবি কণ্ঠক হার ॥" পাঠ দেখা যায়। পদকল্পতরুর পাঁচখানা হস্ত-লিখিত পুথিতেই কিন্তু পাঠ আছে,—

"কবি ভূপতি কণ্ঠহার ॥"

"ভূপতি" ও "ভূপতিনাথ" ভণিতার ছয়টী পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া গিয়াছে। শিব সিংহ মিথিলার রাজা অর্থাৎ ভূপতি ছিলেন এবং ভূপতির ব্রজ-বুলী পদগুলির সহিত বিদ্যাপতির বঙ্গীয় পদাবলীর ভাষা-গত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে,—সুতরাং "ভূপতি" ও "ভূপতিনাথ" ভণিতার পদগুলি সম্ভবতঃ নিজের প্রতিপালক রাজার নামে প্রচারিত বিদ্যাপতির রচিত পদই হইবে, এইরূপ অনুমান করিয়া নগেন্দ্র বাবু উক্ত পদগুলির মধ্যে পাঁচটী পদই নিজের সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সেই নজিরে তিনি পদকল্পতরুর 'ভূপতি' নামাঙ্কিত এই পদটী বিদ্যাপতির বলিয়া গ্রহণ করিলে তাঁহার অনুপযুক্ত হইত না; কিন্তু যে জন্যই হউক, পদকল্পতরুর কোন উল্লেখ না করিয়া, তিনি গীতচিন্তামণি ও কীর্ত্তনানন্দের নাম করিয়াছেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অধিক অনুকূল মনে করিয়া গীত-চিন্তামণির পূর্ব্বোদ্ধৃত পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আমরা তাঁহার এই কার্য্যের সমর্থন করিতে পারিতেছি না। অনেক পদ-কর্ত্তার ন্যায় পদ কর্ত্তা "ভূপতি" বা "ভূপতিনাথের" দেশ, কাল ও চরিত্র না জানিলেও তাঁহার পদগুলির রচনা ও বর্ণনার বৈশিষ্ট্যই তাঁহার অস্তিত্বের বিশিষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আমরা পদকল্পতরুতে "নৃপতি সিংহ কবি" ও "সিংহ ভূপতি" ভণিতা-যুক্ত কয়েকটী পদ পাইয়াছি। এগুলি সম্ভবতঃ রাজা শিব সিংহেরই রচিত; কিন্তু নগেন্দ্র বাবু ঐ পদগুলি বিদ্যাপতির পদাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বিদ্যাপতির বর্ণনা অনুসারে সকল-গুণ-নিধান রাজা শিব সিংহকে তাঁহার প্রাপ্য কবি-যশ হইতে অবিচারে বঞ্চিত করিয়া, নগেন্দ্র বাবু সে যশটা বিদ্যাপতিকে যদি দিতে ইচ্ছা করেন—সে সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ আপত্তি করার কারণ নাই। কিন্তু তিনি ভণিতায় রাজার গন্ধ পাইলেই উহা রাজা শিব সিংহ অর্থাৎ তাঁহার মতে বিদ্যাপতির বলিয়া গ্রহণ করিবেন, ইহা আমরা নিতান্তই অপ্রামাণিক ও অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি। ভূপতি ও ভূপতিনাথের পদগুলির সহিত এই আলোচ্য পদটী ভাল করিয়া মিলাইয়া পাঠ করিলে, বিদ্যাপতির খাঁটি পদগুলির অপেক্ষা ভূপতির পদের সহিতই ইহার অধিক ভাষা-গত ও ভাব-গত সাদৃশ্য দেখা যাইবে। 'কবিশেখর' উপাধির ন্যায় 'কবিকণ্ঠহার' উপাধিটীও বিদ্যাপতির নিজস্ব না হইতে

পারে; সুতরাং কৃষ্ণপদদাস বাবাজী মহাশয়ের ব্যাখ্যাত শ্লিষ্ট অর্থ তর্ক-স্থলে কাল্পনিক বলিয়া পরিত্যাগ করিলেও কবিকণ্ঠহার পদ-কর্ত্তা ভূপতির একটা উপাধি বলিয়া স্বীকার করায় বাধা দেখা যায় না। বাবাজী মহাশয় যে, এই পদটী 'রায় চম্পতি' নামক পদ-কর্ত্তার রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেরূপ কোনও কিংবদন্তী বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত আছে কি না, আমরা জানি না। আমাদের বিবেচনায় পদকল্পতরুর স্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে শুধু কিংবদন্তী-মূলে এরূপ একটা মত প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। রায় চম্পতি ও ভূপতি পৃথক্ কবি। রায় চম্পতির যে 'সুকবি বিদ্যাপতি' উপাধি ছিল, তাহা আমরা জানি না। নগেন্দ্র বাবু শুধু 'চম্পতি' ভণিতার নহে—'রায় চম্পতি' ভণিতার পদ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির পদাবলীর অন্তর্গত করিয়াছেন। "চম্পতি" প্রসঙ্গে আমরা তাঁহার এই কার্য্যের অসমীচীনতা প্রদর্শিত করিব। এখানে শুধু প্রসঙ্গতঃ ইহাই বক্তব্য যে, মিথিলার বাহিরে বাঙ্গলায় কিংবা উড়িষ্যায় যদি "বিদ্যাপতি" উপাধি-যুক্ত আর একজন শ্রেষ্ঠ পদ-কর্ত্তা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে 'বিদ্যাপতি' ভণিতার অনেক বঙ্গীয় পদাবলী এই দ্বিতীয় বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া অনুমান করার ভাষা-গত ও ভাব-গত যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা 'চম্পতি' ও 'বিদ্যাপতি' প্রসঙ্গে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

কবিবল্লভ

'কবিবল্লভ' নামক পদ-কর্ত্তার শুধু একটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিবল্লভের এই "সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়" ইত্যাদি ৯৩৭ সংখ্যক পদটীর সম্বন্ধে একটা গূঢ় রহস্য আছে; আমরা এখানে উহা বিবৃত না করিলে চলিবে না। এই পদটী প্রথমে স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বিদ্যাপতির সঙ্কলনে বিদ্যাপতির ভণিতা-যোগে প্রকাশিত হয়। নগেন্দ্র বাবু ইহাকে বিদ্যাপতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং সারদা বাবুর গৃহীত পাঠ অনুসারে পদটী তাঁহার সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু ঐ পদের টীকায় লিখিয়াছেন,—"এই পদ এই আকারে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্রের সঙ্কলনে প্রথম প্রকাশিত হয়। তিনি বহরমপুর হইতে আনীত একখানি হস্ত-লিখিত পুঁথিতে প্রাপ্ত হন। মিথিলায় প্রায় এই পাঠ প্রচলিত আছে। পদকল্পতরুর ভণিতায় বিদ্যাপতির নাম নাই।" নগেন্দ্র বাবু তাঁহার "পাঠ নির্ণয়" শীর্ষকের ২।৶০ পৃষ্ঠায় এই পদের মৈথিল যে পাঠ "প্রকৃত" বলিয়া প্রদর্শিত করিয়াছেন, আলোচনার সুবিধার জন্য উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বখানইতে
তিলে তিলে নুতন হোয়॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল॥
কত মধু যামিনি রভসে গমাওল
ন বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখল
তৈও হিয় জুড়ন ন গেল॥
যত যত রসিক জন রসে অনুমগন
অনুভব কাহু ন পেখ।

বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে না মিলল এক ॥"

সারদা বাবুর উদ্ধৃত পদেও ভণিতার কলি এইরূপ। তবে 'যত যত রসিক জন'—এই ছন্দোদুষ্ট পাঠের বদলে 'কত বিদগধ জন' পাঠ আছে। এখন প্রথমেই জিজ্ঞাস্য এই যে, নগেন্দ্র বাবু এই পদটি মিথিলার কোন্ পুথিতে পাইলেন? তিনি ইহা মৈথিল তালপত্রের পুথি কিংবা 'রাগতরঙ্গিণী' পুথিতে পাইলে নিশ্চিতই তাহা লিখিয়া, এই সন্দিগ্ধ পদটি যে বিদ্যাপতির রচিত, সে সম্বন্ধে অন্ততঃ একটা বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণও দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। নগেন্দ্র বাবু মিথিলার উক্ত পুথি দুইখানার বিশুদ্ধতার ও প্রামাণিকতার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত এই মৈথিল রূপান্তরে অনেকগুলি মারাত্মক ছন্দের ভুল আছে। নগেন্দ্র বাবুর 'বথানইতে' স্থলে 'বথানিতে', 'শুনল' স্থলে 'শুনল', 'তৈও' স্থলে 'তউ' এবং "যত যত রসিক জন রসে অনুমগন" এই আদ্যন্ত ছন্দোদুষ্ট পংক্তির স্থলে পদকল্পতরুর গৃহীত "কত বিদগধ জন রস অনুমোদই" পাঠ না ধরিলে এই পদের ছন্দোদুষ্টি যে অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, ছন্দোবিৎ পাঠক সহজেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। মিথিলার বিদ্যাপতির অনেক পদ যেমন বাঙ্গলায় আসিয়াছে; তেমনি বাঙ্গলার অনেক পদও মিথিলায় গিয়াছে; সুতরাং মিথিলার যে কোন হস্ত-লিখিত পুথি বা আধুনিক "মৈথিল গীতসংগ্রহ" ইত্যাদির ন্যায় পুথিতে এরূপ বিকৃত একটা পদে বিদ্যাপতির ভণিতা পাইলেই উহাকে অবিচারে বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না—ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। সারদা বাবুর প্রাপ্ত বহরমপুরের হস্তলিখিত পুথিই বা কত দূর প্রামাণ্য, তাহাও বলা যায় না। আমরা প্রসিদ্ধ পদকল্পতরুর সকলগুলি পুথি ও পদরসসার পুথিতে সর্ব্বত্রই কবিবল্লভের ভণিতা পাইতেছি। এতদ্ব্যতীত এই পদের প্রথম কলিতে এমন একটা চূড়ান্ত ভাব-গত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ আছে, যাহাতে এই পদটাকে শ্রীরূপ গোস্বামীর "উজ্জ্বল-নীল-মণি" গ্রন্থের পরবর্ত্তী রচনা বলিয়া স্বীকার না করিয়া কোন মতেই উহাকে তাঁহার শতাধিক বৎসরের প্রাচীন কবি বিদ্যাপতির রচনা বলা যাইতে পারে না। আমরা এখন সেই আভ্যন্তরীণ অকাট্য প্রমাণের সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

নগেন্দ্র বাবু তাঁহার সংস্করণের প্রত্যেক পদের প্রায় প্রত্যেক শব্দ ও বাক্যের টীকা করিয়া থাকিলেও যে জন্যই হউক, আলোচ্য পদের ১ম কলির দুর্ব্বোধ্য "সোই পিরীতি অনুরাগ বথানিতে" ইত্যাদি পংক্তি দুইটার কোনও অর্থ লিখেন নাই। 'পিরিতি' ও 'অনুরাগ' শব্দ দুইটা একার্থক। 'সেই পিরিতিকেই অনুরাগ ব্যাখ্যা করিতে (হয়), (যাহা) তিলে তিলে নূতন হয়'—এই সহজবোধ্য ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে মহাকবি বিদ্যাপতির রচনায় "প্রক্রম-ভঙ্গ" নামক অলঙ্কার-দোষ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কবির যদি উহাই বলা উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে দুইটা 'পিরিতি' বা দুইটা 'অনুরাগ' শব্দ প্রয়োগ করা উচিত ছিল; যেমন— "সেই পিরিতিকেই বলি পিরিতি" অথবা "সেই অনুরাগকেই বলি অনুরাগ" ইত্যাদি। কবি এখানে 'পিরিতি' ও 'অনুরাগ' দুইটা পৃথক্ শব্দের প্রয়োগ করায়, ঐ বাক্যের অর্থ ইহা নহে, কিন্তু রূপ গোস্বামী মহোদয়ের উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থের বর্ণিত রস-শাস্ত্রের অন্যতম প্রসিদ্ধ পারিভাষিক "অনুরাগ" শব্দের লক্ষণ বিবৃত করাই কবির উদ্দেশ্য বটে, এরূপই নিঃসন্দেহে প্রতীত হয়। "উজ্জ্বল-নীল-মণি" গ্রন্থে প্রেম বা পিরিতির পরিণতি 'অনুরাগ' শব্দের লক্ষণ বলা হইয়াছে,—

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে ॥"

অর্থাৎ যে 'রাগ' বা প্রেম নব-নব রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা অনুভূত প্রিয়জনকেও নব-নব রূপে আস্বাদিত করায়, তাহাকেই 'অনুরাগ' বলা যায়।

রূপ গোস্বামীর পূর্ব্বে আর কোন রস-শাস্ত্রকারই 'অনুরাগ' শব্দটীর এরূপ একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন নাই। বিদ্যাপতির প্রায় সম-সাময়িক মৈথিল কবি ভানুদত্তের সুপ্রসিদ্ধ রস-গ্রন্থ রস-মঞ্জরীতে বা বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্য-দর্পণে অনুরাগের এই বিশেষ লক্ষণ বর্ণিত হয় নাই। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহা উজ্জ্বল-নীল-মণির একটা নিজস্ব শব্দ। কবিবল্লভের আলোচ্য পংক্তি-দ্বয় যে উজ্জ্বলের উক্ত শ্লোকের একরূপ কথায় কথায় অনুবাদ, তাহা লক্ষ্য করার বিষয় বটে। এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে কলিটির প্রকৃত অর্থ বুঝিতে কোনও বাধা হয় না এবং এই পদের অন্তিম কলিতেও কি জন্য যে বিদগ্ধ জনের রস-শাস্ত্র-জ্ঞান-সূচক পাণ্ডিত্য-পূর্ণ রস-ব্যাখ্যা হইতে সহজ ও স্বাভাবিক অনুভবকেই কবি শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাও বুঝা যায়। বস্তুতঃ প্রথম কলির যেরূপ অর্থই হউক না কেন, পদকল্পতরুর প্রমাণের বিরুদ্ধে আমরা সারদা বাবু কিংবা নগেন্দ্র বাবুর প্রকাশিত পূর্ব্বোক্ত অপ্রচুর প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই পদটীকে বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

নগেন্দ্র বাবু "সখি হে কি পুছসি" ইত্যাদি পদটীকে "বিদ্যাপতির পদাবলীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা" বলিয়া লিখিয়াছেন। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ"। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, ইহা বিদ্যাপতির রচিত হইতে পারে না। এই পদটী সুন্দর ও প্রশংসনীয় হইলেও আমাদিগের মতে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কবিতা হওয়া দূরে থাকুক, ইহা বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিদিগের শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না। আমরা স্থানান্তরে † গোবিন্দদাসের "আধক আধ-আধ দিঠি-অঞ্চলে" ইত্যাদি পদকল্পতরুর ২৩৪ সংখ্যক পদের আলোচনায় কবিবল্লভ এবং তাঁহার এই পদটীর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, এখানে উহা হইতে কিঞ্চিৎ অংশ উদ্ধৃত করিলেই আমাদের এই মন্তব্যের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তুলনার জন্য গোবিন্দদাসের ঐ পদটিও এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক। পদের শব্দ, বাক্য ও ব্যঞ্জনার ব্যাখ্যা ঐ পদের টীকায় দ্রষ্টব্য; বাহুল্য-ভয়ে এখানে উদ্ধৃত করা হইল না।

"আধক আধ-আধ দিঠি-অঞ্চলে
যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি কুসুম-শরে জর জর
রহত কি যাত পরাণ॥
সজনী—জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই
তছু পায়ে মঝু পরণাম॥ ধ্রু।
সুনয়নি কহত কানু ঘন-শ্যামর
মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতি তাক পরশ-রসে ভাসত
হমারি হৃদয়ে জলু আগি॥
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত
চপল জিবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে
রসবতি-রস-মরিযাদ॥"

† "সাধনা" পত্রিকার ১৩৩৩ সালের ২য় সংখ্যায় "গোবিন্দদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন" শীর্ষক প্রবন্ধ। সং

"এই কবি অর্থাৎ পদ-কর্ত্তা বল্লভ যে কে ছিলেন, নিশ্চিত বলা যায় না ; তবে গোবিন্দদাস যে পূর্ব্বোদ্ধৃত 'আধক আধ-আধ' ইত্যাদি পদের ভণিতায় এই বল্লভকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা যায় ; কেন না, গোবিন্দ দাসের 'চপল জিবনে মঝু সাধ' এই বাক্যের ধ্বনি এই যে—জীবন নশ্বর হইলেও শ্রীরাধা অগত্যা সারাটা জীবন ভরিয়াই শ্রীকৃষ্ণের অসীম প্রেম-সাগরের কিয়দংশ উপভোগ করিতে চাহেন ; তাঁহার ইহাই গভীর আক্ষেপ যে, জীবন অবিনশ্বর নহে ; জীবন অবিনশ্বর হইলে তিনি অনন্ত কাল ধরিয়া কৃষ্ণ প্রেমের রসাস্বাদন করিতে পারিলে বোধ হয় কিঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন। কবি বল্লভের উক্ত পদেও এই অসীম রস-পিপাসা ও অতৃপ্তিই পরিস্ফুট হইয়াছে ; তবে উভয় পদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, গোবিন্দদাস 'সুনয়নি' 'রসবতি' ও 'প্রেমবতি' শব্দগুলির বিপরীত-লক্ষণা-মূলক ধ্বনির দ্বারা আপাত-প্রশংসিত নায়িকার দৃষ্টি-কুশলতা, রসজ্ঞতা ও প্রেমিকতার নিন্দা ব্যঞ্জিত করিয়া কবিত্বের যে উৎকর্ষ প্রদর্শিত করিয়াছেন, কবি বল্লভের পদে ধ্বনির সেরূপ চমৎকারিত্ব নাই। কবি বল্লভের "জনম অবধি" ইত্যাদি পঙক্তিদ্বয়ে যে অসীম অতৃপ্তি সুন্দর স্বাভাবিক ভাষায় ব্যঞ্জিত হইয়াছে,—তাঁহার "লাখ লাখ যুগ" ইত্যাদি পঙক্তিতে সে স্বাভাবিকতা ও রস-ব্যঞ্জনা রক্ষিত হয় নাই। জগতের আপামর সকল ব্যক্তির নিকটেই সুখের সময়টা সংক্ষিপ্ত ও দুঃখের সময়টা সুদীর্ঘ প্রতীত হয় ; এ অবস্থায় মিলনের কালটা যে কি জন্য শ্রীরাধার নিকট "লাখ লাখ যুগ"বৎ প্রতীত হইবে, তাহা বুঝিতে হইলে শক্তিমান্ ও শক্তিরূপা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার অনাদি-অনন্ত-কাল ব্যাপী নিত্য প্রেম সম্বন্ধ-রূপ বৈষ্ণব-দর্শনের প্রসিদ্ধ তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে চলে না। কবিতায় এইরূপ দার্শনিক-তত্ত্বের আশ্রয়-গ্রহণ কাব্যের উৎকর্ষের পরিচায়ক না হইয়া, সহৃদয়দিগের বিবেচনায় কাব্যের অপকর্ষেরই কারণ ঘটে। সে যাহা হউক, এই পদের প্রথম কলিতে উজ্জ্বলনীলমণির মতানুমোদিত অনুরাগের লক্ষণ ও পরবর্ত্তী কলিগুলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও রস-শাস্ত্রের মত উপস্থাপিত হওয়ায় পদটী যে অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচনা নহে,— কিন্তু শ্রীরূপ ও শ্রীজীব গোস্বামি-মহোদয়দিগের পরবর্ত্তী কোনও বঙ্গীয় কবির রচনা, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকে না। পদকল্পতরু গ্রন্থে 'বল্লভ' ও 'হরিবল্লভ' ভণিতার আরও অনেকগুলি পদ আছে। তন্মধ্যে 'হরি-বল্লভ' ভণিতাযুক্ত পদগুলি সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-টীকাকার কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রচিত বলিয়া কিংবদন্তী আছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয় গোবিন্দদাসের অনেক পরবর্ত্তী ; সুতরাং গোবিন্দদাসের প্রশংসিত শ্রীবল্লভ 'হরি-বল্লভ' হইতে পারেন না।—শুধু 'বল্লভ' বা 'শ্রীবল্লভ' ভণিতার পদগুলির মধ্যে পদকল্পতরুর ৩য় শাখার ১৩শ পল্লবের "ও মুখ শরদ-সুধাকর-সুন্দর" ইত্যাদি (১০২২ সংখ্যক) পদটীর ভণিতায় আছে,—

"নরোত্তম দাস আশ চরণে রহু
শ্রীবল্লভ মন ভোর॥"

ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রতীত হয় যে, এই পদের রচয়িতা "শ্রীবল্লভ" সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-আচার্য্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের জনৈক শিষ্য, সুতরাং গোবিন্দদাসের সমসাময়িক ছিলেন।"

'বল্লভ' ও 'শ্রীবল্লভ' একই পদ-কর্ত্তা বলিয়া মনে হয়। কেবল ১০২২ সংখ্যক পদেই শ্রীবল্লভ ভণিতা আছে ; বাকি পদগুলিতে শুধু বল্লভ। বল্লভ সুকবি ছিলেন, তাঁহার অনেক পদেই বিশেষতঃ ব্রজ-বুলী পদগুলিতে রচনা-শক্তির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য পদটি এই বল্লভের রচিত হওয়া কিছুই অসম্ভব বোধ হয় না। এই বল্লভ যে নরোত্তম ঠাকুর, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ কবিরাজ ও শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয়দিগের সুপরিচিত ও সম-সাময়িক ছিলেন, তাহা তাঁহার ২৯৮১ ও ২৯৮৩ সংখ্যক পদ-দ্বয় হইতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। এ অবস্থায় গোবিন্দ দাসের পূর্ব্বোদ্ধৃত পদের ভণিতায় ইহাঁকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এই অনুমানই সমীচীন বিবেচনা হয়।

অবশ্য "বল্লভ" নামটী "হরিবল্লভ" "রাধাবল্লভ" ইত্যাদি নামের সংক্ষেপ হইতে পারে ; কিন্তু এ দেশে শুধু "বল্লভ" নামেরও অপ্রচলন দেখা যায় না। "বল্লভ" নামক পদকর্ত্তাও বোধ হয়, কবি শেখরের ন্যায় কখন কখন নিজের নামের পূর্ব্বে 'কবি' বিশেষণটীর ব্যবহার করিয়া থাকিবেন। পদকল্পতরুতে তাঁহার এরূপ একটী মাত্র পদই সংগৃহীত হইয়াছে।

"কবিরঞ্জন" ভণিতার পদগুলি বিদ্যাপতির রচিত বলিয়াই বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রসিদ্ধি আছে। বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তাদিগের মধ্যে "কবিরঞ্জন" উপাধির কোনও পদ-কর্ত্তা হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই। কেবল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের প্রায় সমকালে কালীকীর্ত্তন গীতা-বলীর রচয়িতা সাধক-প্রবর রামপ্রসাদ সেন মহোদয়েরও নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রদত্ত "কবিরঞ্জন" নামক উপাধি ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। সেন মহোদয় যে কোনও বৈষ্ণব-পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন, এরূপ জানা যায় নাই। বিদ্যাপতির যে "কবিরঞ্জন" উপাধিটী প্রায় নামের মতই তাঁহার ব্যক্তিত্বের পরি-চায়ক হইয়া পড়িয়াছিল, উহার প্রমাণ পদকল্পতরুতেই পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মিলনের বর্ণনাত্মক ২৩৯০ সংখ্যক প্রাচীন পদেই বর্ণিত হইয়াছে,—

কবিরঞ্জন

"সময় বসন্ত যাম দিন-মাঝহি
বটতলে সুরধুনি-তীর।
চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে মীলল
পুলক কলেবর গীর॥"

* * *

পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে
শুনতহি রূপনরাণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস-কারণ
লছিমা-পদ করি ধ্যান॥"

(প-ক-ত, ৪র্থ শাখা, ২৬শ পল্লব)

বলা আবশ্যক যে, পদকল্পতরু গ্রন্থে "কবিরঞ্জন" ভণিতার যতগুলি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার সকলগুলির সহিতই বিদ্যাপতির রচনার সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইয়া থাকে।

"কবিশেখর (নব)" অর্থাৎ "নব কবিশেখর" ভণিতা-যুক্ত পদগুলিও বিদ্যাপতির রচিত বলিয়াই অনুমান হয়। "নব কবিশেখর" শব্দের অর্থ নূতন বা দ্বিতীয় 'কবিশেখর'। বলা বাহুল্য যে, আগে এক জন কবিশেখর প্রসিদ্ধি লাভ না করিলে, পার্থক্য-রক্ষার জন্য পরবর্ত্তী কবিশেখরকে 'নব' বিশেষণ প্রদান করার কোনও প্রয়োজন থাকে না। বঙ্গদেশে 'শেখর রায়', 'রায় শেখর' বা 'কবিশেখর' নামে একজন প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা প্রাদুর্ভূত হইয়া বাঙ্গালা ও ব্রজবুলীর বহু উৎকৃষ্ট পদ-রচনা ও সম্পূর্ণ স্ব-রচিত পদাবলী দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্ট-কালীয় নিত্য ব্রজলীলার বর্ণনা-বিষয়ক "দণ্ডাত্মিকা পদাবলী" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভণিতার "কবি শেখর" শব্দ-টী তাঁহার উপাধি না হইয়া নামের সহিত প্রযুক্ত "কবি" বিশেষণ বলিয়াই বিবেচনা হয়। তাঁহার "শেখর" নাম-টা "চন্দ্রশেখর" ইত্যাদির ন্যায় কোনও পূর্ণ নামের সংক্ষেপ কি না, তাহাও নিশ্চিত জানা যায় না। যাহা হউক, তাঁহার পরে এদেশে "কবিশেখর" নামে যে অন্য কোনও পদ-কর্ত্তা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ জানা যায় নাই। পক্ষান্তরে নগেন্দ্র বাবু তাঁহার সংস্করণের "নব কবিশেখর" ভণিতা-যুক্ত ৫ সংখ্যক পদের টীকায় লিখিয়াছেন,—"কবিশেখর বিদ্যাপতির উপাধি।

কবিশেখর (নব)

তাঁহার পূর্ব্বে জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর কবিশেখরাচার্য্য নামে মিথিলায় সংস্কৃত কবি ছিলেন, এই কারণে কিছুদিন বিদ্যাপতিকে নব কবিশেখর বলিত।"

বর্ণিত কারণে বিদ্যাপতি "নব কবিশেখর" উপাধি ধারণ করিলেও তিনি যে তাঁহার "কবিশেখর" ভণিতার সকল পদেই এই "নব" শব্দটীর ব্যবহার করা কর্ত্তব্য বা সুবিধা-জনক মনে করিয়াছেন, এরূপ বিবেচনা হয় না। সুতরাং আমাদের বঙ্গীয় কবি রায় শেখরের রচিত 'কবিশেখর'-ভণিতার পদের সহিত কবিশেখর বিদ্যাপতির অনেক পদ যে মিশিয়া গিয়াছে, এরূপ অনুমান সহজেই করা যাইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, নগেন্দ্র বাবু এ সম্বন্ধে আর কোনও বিচারের অপেক্ষা না করিয়া, শুধু ভাষা-গত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দেখিয়াই রায় শেখরের 'কবিশেখর' ভণিতার বহুসংখ্যক পদ বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা 'কবিশেখর' শীর্ষকে এ সম্বন্ধে আমাদিগের মন্তব্য বিবৃত করিলাম।

কবিশেখর (বিদ্যাপতি)

পদকল্পতরু গ্রন্থে 'শেখর' ও "কবিশেখর" ভণিতার বহুসংখ্যক পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ সকল পদের মধ্যে আমরা যে কয়েকটী পদ বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, কেবল উহাই 'কবিশেখর' (বিদ্যাপতির) শীর্ষকে এবং বাকী সমস্ত পদ "শেখর (কবি)" শীর্ষকে প্রদর্শিত হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু কিন্তু রায় শেখরের অন্ততঃ ২৯টী পদ অবিচারে বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থের ১৸৹ পৃষ্ঠায় 'কবি শেখর বিদ্যাপতি' শীর্ষকে লিখিয়াছেন,—"কবরী ভয়ে চামরী গিরিকন্দরে মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশ" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদের ভণিতা গীতচিন্তা-মণিতে আছে—"কবিশেখর ভণ কত কত ঐসন কহব মদন পরতাপ।" ভণিতার গোলমাল এমন অনেক আছে, তাহাতে কিছু সিদ্ধান্ত হয় না। তথাপি কবিশেখর ভণিতাযুক্ত পদগুলি পদকল্পতরুতে ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক।" অতঃপর তিনি পদকল্পতরুর "সই পিরিতি পিয়া সে জানে" ইত্যাদি ৬৭৯ সংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ রায় শেখরের পদের "মো যদি সিনাও আগিলা ঘাটে" ইত্যাদি পরবর্ত্তী কলিগুলি উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন,—"এই পদের রচয়িতা যে বঙ্গবাসী এবং তাঁহার রচনার উপর চণ্ডীদাসের প্রভাব আছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। পক্ষান্তরে:—সখি হে তোহে হমর বহু সেবা।* এই পদ লাথশ্রেণীভুক্ত এবং স্পষ্টতঃ বিদ্যাপতির।" আমরাও ইহাকে বিদ্যাপতির রচিত বলিয়াই স্বীকার করি; কিন্তু আমরা নগেন্দ্র বাবুর যুক্তি সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করি না। সত্য বটে, বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলীতে 'লাথ' বা ছলনাবিষয়ক কয়েকটি পদ দেখা যায়, কিন্তু 'লাথ' বা ছলনার পদ হইলেই যে উহা বিদ্যাপতির রচিত হইবে, এমন কি কথা আছে? বিদ্যাপতির অনুকারক বঙ্গীয় পদকর্ত্তারাও কি তাঁহার অনুকরণে 'লাথ'-বিষয়ক পদ রচনা করিতে পারেন না? মূল ও অনুকরণে ভাষা-গত ও ভাব-গত প্রভেদ অনেক সময়েই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। আলোচ্য পদে নগেন্দ্র বাবু বিদ্যাপতির মৌলিক রচনার সেরূপ কোনও বৈশিষ্ট্য পাইয়াছেন কি? পাইয়া থাকিলে এখানে উহাকেই শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র কারণরূপে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য ছিল। ঐরূপ কারণ থাকিলে নগেন্দ্র বাবুর ন্যায় ভণিতাহীন কোন কোন পদকেও আমরা নিঃসন্দেহে বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। দৃষ্টান্ত স্থলে পদকল্পতরুর "অভিসারিণি কপট করহ কথি লাগি" ইত্যাদি ২৩৫ সংখ্যক পদটীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ পদে ভণিতা নাই; কিন্তু উহার ভাষা উহার মৈথিলতার স্পষ্ট প্রমাণ দিতেছে। নগেন্দ্র বাবু উহাকে নিজের সংস্করণে উদ্ধৃত না করিলেও মৈথিল "রাগ-তরঙ্গিণী" পুথি হইতে ঐ পদেরই আর একটা মৈথিল রূপান্তর ("গোর পয়োধর নখরেখ সুন্দর" ইত্যাদি "নানাবিষয়ক পদাবলীর" ৬ সংখ্যক পদ) উদ্ধৃত করিয়াছেন।

---

* নগেন্দ্র বাবু এখানে "সখি হে তোহে হমারি বহু সেবা" ইত্যাদি পদকল্পতরুর ২৪৪ সংখ্যক পদটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সং

বিদ্যাপতির অনেক পদেই শ্রীরাধা বা শ্রীকৃষ্ণের কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু নগেন্দ্র বাবু এরূপ অধিকাংশ পদ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন। রস-বিরুদ্ধ না হইলে, এরূপ করায়ও কোন ক্ষতি আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু রস-বিরুদ্ধ হইলে ইহা দ্বারা সঙ্কলনের মাধুর্য্য সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। দুঃখের বিষয় যে, অনবধানতা হেতু নগেন্দ্র বাবু শ্রীরাধার মুখ দিয়া এমন কোন কোন পদ বাহির করিয়াছেন, যাহা মোটেই সঙ্গত হইতে পারে না। দৃষ্টান্ত স্থলে নগেন্দ্র বাবুর "রাধার উক্তি" ২২৩ ও ২২৪ সংখ্যক পদ দুইটী দেখুন। ২২৩ সংখ্যক "গুণ অগুণ সম কয় মানএ" ইত্যাদি পদের অন্তিম কলি,—

"কাম কলারস কত সিখাউবি
পুব পছিম ন জান।
রভস বেরা নিন্দে বেয়াকুল
কিছু ন তাহি গেয়ান॥"

২২৪ সংখ্যক "কুটিল বিলোক তন্ত নহি জান" ইত্যাদি পদে আছে,—

"কি সখি করব কওোন পরকার।
মিলল কন্ত মোহি গোপ গমার॥
কপট গমন হমে লাউলি বেরি।
বাহু-মুল দরশন হসি হেরি॥
কুচযুগ বসন সম্ভরিকহু দেল।
তইঅও ন মন তহ্নিক বহরি ভেল॥"

বলা বাহুল্য যে, এই বর্ণনা রসিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে কিছুতেই প্রযোজ্য হইতে পারে না। রস-শাস্ত্রে "অনভিজ্ঞ" নায়কের যে হাস্য-জনক অজ্ঞতার লক্ষণ ও উদাহরণ দেখা যায়†, ইহা সেইরূপ অনভিজ্ঞ নায়কের একটা বর্ণনা বটে। শ্রীরাধা মানিনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শঠ, লম্পট ইত্যাদি মর্ম্মন্তুদ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি কাম-কলায় অনভিজ্ঞ বা অরসিক বলিয়া কখনও শ্রীকৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের পরম নিন্দুকও কখনও তাঁহার সেই অপবাদ দিতে পারে নাই। প্রকৃত পক্ষে এইরূপ রস-বিরুদ্ধ বিভিন্ন বিষয়ের পদ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ব্রজ লীলায় স্থান না দিয়া, উহা "নানা বিষয়ক পদাবলীর" মধ্যে সন্নিবেশিত করিলে ও চতুরা নায়িকার অসাধারণ বৈদগ্ধ্য-সূচক পুর্ব্বোক্ত 'গোর পয়োধর' ইত্যাদি পদ ব্রজ-লীলার শ্রীরাধার উক্তিরূপে উদ্ধৃত করিলেই সঙ্গত হইত।

নগেন্দ্র বাবু অতঃপর পদকল্পতরুর "কাজর-রুচি-হর রয়নি বিশালা" ইত্যাদি ২১০৬ সংখ্যক পদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য লিখিয়াছেন,—"এই রচনা বিদ্যাপতি ব্যতীত আর কাহারও মনে হয় না।" নগেন্দ্র বাবুকে আমরা বিদ্যাপতির পদাবলীর অন্যতম বিশেষজ্ঞ বলিয়া শ্রদ্ধা করিলেও দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার এই যুক্তিহীন আনুমানিক উক্তিটীকে সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। কোন্ কোন্ মুল-সূত্র অনুসারে বিচার করিলে কবিশেখর বিদ্যাপতির পদাবলী বাঙ্গালী কবিশেখরের পদাবলী হইতে পৃথক্ করা যাইতে পারে, নগেন্দ্র বাবু কোথাও উহার আলোচনা করেন নাই। বিষয়টী নিতান্ত প্রয়োজনীয়; সুতরাং আমরা স্থানান্তরে সে সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছি, উহা হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া, এই দুরূহ বিষয়ের মীমাংসা সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য ব্যক্ত করার চেষ্টা করিব।

---

† ভানুদত্তের সংস্কৃত "রস-মঞ্জরী" গ্রন্থের মৎকৃত রস-বিশ্লেষণ সম্বলিত পদ্যানুবাদের ১০৭ ও ১০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। সং

"নামের একাংশ গ্রহণ দ্বারা সম্পূর্ণ নামটীরই গ্রহণ হয়, এই প্রসিদ্ধ সূত্র অনুসারে শুধু 'শেখর' শব্দ দ্বারাও কবিশেখর নামটী সূচিত হইতে পারে; সুতরাং বিদ্যাপতি যে 'কবিশেখর' ও শুধু 'শেখর' নামেও পদরচনা করিয়া থাকিবেন, ইহা কিছুই অসম্ভব নহে। আমরা 'কবিশেখর' ও 'শেখর' ভণিতাযুক্ত বিদ্যাপতির কয়েকটী অপ্রকাশিত পদ পদ-রত্নাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। কিন্তু 'রায় শেখর' নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী পদকর্ত্তাও ছিলেন। তিনি "ব্রজবুলী" পদরচনায় প্রায় বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের ন্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এই রায় শেখর স্বরচিত বাংলা ও ব্রজবুলী পদাবলী দ্বারা অষ্টকালীয় লীলা-বর্ণনবিষয়ক "দণ্ডাত্মিকা পদাবলী" নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন; তাঁহার বহু পদেও রায় শেখরের ন্যায় 'কবিশেখর' 'নৃপকবিশেখর' ও শুধু 'শেখর' ভণিতা দেখা যায়। আমরা শেখর নামক কোন নৃপতি পদ-কর্ত্তার বিবরণ জ্ঞাত হই নাই। বোধ হয়, শেখর কোন নৃপতির রাজ-কবি (Poet Laureate) থাকায়ই 'নৃপকবিশেখর' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাঁর রচিত অনেক ব্রজবুলীর পদ সর্ব্বাংশে গোবিন্দদাসের, এমন কি, বিদ্যাপতির পদের সহিত তুলনার যোগ্য; সুতরাং বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত কেবল ভণিতা, এমন কি, বাহ্যিক রচনাগত সাদৃশ্য দেখিয়া 'কবিশেখর' ও 'শেখর' ভণিতাযুক্ত পদগুলি বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া স্থির করা সঙ্গত হইবে না। সুদীর্ঘকাল পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আমরা বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলী ও বঙ্গদেশের প্রচলিত তথা-কথিত ব্রজবুলী পদাবলীর মধ্যে ভাষা-গত ও ভাব-গত পার্থক্যের নির্ণায়ক দুইটি মূলসূত্র নির্দ্দিষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছি। বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা তাঁহার নিজের সৃষ্ট নহে, উহা মিথিলার তৎকালীন প্রচলিত ভাষা; উহাতে সংস্কৃত 'তৎসম' শব্দ অপেক্ষা 'তদ্ভব' মৈথিলী শব্দ ও মিথিলার রীতি-সিদ্ধ প্রয়োগ (Idiom) অনেক বেশী দেখা যায়। বাঙ্গালার তথা-কথিত "ব্রজবুলী" পদাবলী কোনও প্রদেশের কোনও সময়ের প্রচলিত ভাষা নহে, ইহা বিদ্যাপতির মৈথিল রচনার অনুকরণে কিছু মৈথিলী, কিছু হিন্দী ও কিছু বাংলা শব্দের মিশ্রণে বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তাদিগের দ্বারা সৃষ্ট কেতাবী ভাষা। ইহাতে 'তদ্ভব' শব্দ অপেক্ষা 'তৎসম' সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্য্য ও রচনায় বঙ্গ-ভাষা-সুলভ সংস্কৃতপ্রবণতাই অধিক লক্ষিত হয়; মৈথিল রীতি-সিদ্ধ প্রয়োগ ইহাতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই তথা-কথিত ব্রজবুলীতে যদিও ব্যাকরণ ও ছন্দ বিষয়ে প্রায় সর্ব্বত্র বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষাই অনুসৃত হইয়াছে, তথাপি বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তাদিগের মৈথিল ভাষায় অনভ্যাস ও অনভিজ্ঞতা হেতু ব্যাকরণ ও ছন্দের ব্যতিক্রম তাঁহাদিগের রচনায় বিরল নহে। পক্ষান্তরে শ্রীচৈতন্য প্রভুর প্রেম-ধর্ম্ম প্রচারের ফলে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের এরূপ একটা বিশেষত্ব বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল যে, প্রণিধান করিলে শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব-ভাবের সহিত উহার বিশেষত্ব সহজেই লক্ষ্য করা যাইতে পারে। মধুর-ভাবে ভগবানের উপাসনা বা ব্রজ-গোপীর ভাবের মধ্য দিয়া, অন্ততঃ ব্রজ-গোপীর অনুগা বা সহচরীর ভাব লইয়া সাধনা করিতে হইবে—শ্রীচৈতন্যদেবের একান্ত মর্ম্মজ্ঞ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎরূপ গোস্বামী কর্ত্তৃক এই রস-তত্ত্ব দার্শনিক-যুক্তি সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে সেইরূপ ধারণা এ দেশে বোধ হয় কেহই করিতে পারেন নাই। সুতরাং চৈতন্য দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কিংবা তাঁহার প্রায় সমকালবর্ত্তী ব্রজ ভূমির কবি সুরদাস প্রভৃতির রচনায় ভক্ত-সুলভ বৈষ্ণবতার প্রচুর নিদর্শন বিদ্যমান থাকিলেও পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তাদিগের রচনায় সখী সুলভ সেবা-ধর্ম্মের যেরূপ সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে—সেরূপ কোথায়ও দেখা যায় না। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের পদাবলীর এই ভাষা-গত ও ভাব-গত বিশেষত্বের আভ্যন্তরীণ প্রমাণের সহিত বৈষ্ণব-সাহিত্যের বর্ণনার ঐতিহাসিক প্রমাণ মিলাইয়া বিচার করিলে, অনেক সন্দিগ্ধ বিষয়ের সুমীমাংসা হইতে পারে; আমরা এখানে উহার দুই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইব।

"নগেন্দ্র বাবুর বিদ্যাপতিতে 'শেখর' ভণিতা যুক্ত নিম্নলিখিত পদটি সন্নিবেশিত হইয়াছে, যথা—

"কাজর-রুচিহর রয়নি বিশালা।
তসু পর অভিসার করু ব্রজবালা॥
ঘর সঞো নিকসল জইসন চোর।
নিশবদ পদ গতি চললিহু থোর॥
উনমত চিত অতি আরতি বিথার।
গরুঅ নিতম্ব নব যৌবন ভার॥
কমলিনি মাঝ খীনি উচ কুচ জোর।
ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর॥
রঙ্গিনি সঙ্গিনি নব নব জোরা।
নব অনুরাগিনি নব রসে ভোরা॥
অঙ্গক অভরণ বাসয় ভার।
নেপুর কিঙ্কিনি তেজল হার॥
লীলাকমল উপেখলি রামা।
মন্থর গতি চলু ধরি সখি শামা॥
যতনহি নিঃসরু নগর দুরন্তা।
শেখর অভরণ ভেল বহন্তা॥"

নগেন্দ্র বাবুর ভূমিকার ১।৹ পৃষ্ঠায়ও এই পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে 'সঞো' 'জইসন', 'পদ' 'উনমত', 'খীনি', 'নেপুর' ও 'শামা' শব্দগুলির পরিবর্ত্তে যথাক্রমে 'সঞে', 'যৈসন', 'পথ', 'উনমতি', 'খিনী', 'নুপুর' ও 'শ্যামা' পাঠ আছে। পাঠভেদের বিচার এ স্থলে নিষ্প্রয়োজন। নগেন্দ্রবাবু এই পদের সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়াছেন,—"এই রচনা বিদ্যাপতি ব্যতীত আর কাহারও মনে হয় না।" এই উক্তি কত দূর সত্য, তাহা স্থির করার জন্য আমাদিগের উল্লিখিত সূত্রগুলির প্রয়োগ করা যাউক। প্রথমেই ভাষা বিচার্য্য। পদটীর ভাষায় যে বিদ্যাপতির পদের সহিত সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু বিশেষভাবে প্রণিধান করিলে বুঝা যাইবে যে, 'রয়নি বিশালা' বাক্যের 'বিশালা' বিশেষণ-প্রয়োগে সংস্কৃত-প্রবণতা, বিশেষতঃ অধিকরণ-কারকের অর্থে পদকল্পতরুর 'তা পর' বা নগেন্দ্র বাবুর সংশোধিত 'তসু পর' শব্দের মৈথিল-রীতি-বিরুদ্ধতা এবং ছন্দের অনুরোধে 'আরতি', 'নিতম্ব ও 'মাঝ' শব্দগুলির গুরু-বর্ণসমূহের লঘু-ব্যবহার পদ-কর্ত্তার মৈথিল-রচনায় অপরিপকতাই প্রকাশ করিতেছে। ইহাতেও যদি কিছু সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে "শেখর অভরণ ভেল বহন্তা"—এই শেষ চরণটি দেখিলে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। পদ-কর্ত্তা শেখর এখানে অভিসারিকা শ্রীরাধার সহচরী হইয়া, তাঁহার পরিত্যক্ত আভরণগুলি বহন করিয়া সঙ্গে যাইতেছেন; এই সখী-সুলভ সেবা-কার্য্যের নিদর্শন চৈতন্য প্রভুর পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তাদিগের রচনা ব্যতীত তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রচনায় কোথাও দেখা যায় না। ইহার সহিত, এই পদটী রায় শেখরের স্ব-রচিত দণ্ডাত্মিকা-পদাবলীতে সন্নিবেশিত হইয়াছে,—এই পদটী বা ইহার ন্যায় দণ্ডাত্মিকার অন্যান্য ব্রজবুলীর পদগুলি মিথিলার কোনও পুথিতে পাওয়া যায় নাই,—এই ঐতিহাসিক প্রমাণ যোগ করিলে, পদটী যে বাঙ্গালী পদকর্ত্তা রায় শেখরের রচিত, বিদ্যাপতির নহে—এইরূপ অনুমানই অনিবার্য্য হয় না কি?" (অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলীর ভূমিকা, ৮৴—১৲ পৃষ্ঠা)।

উল্লিখিত মূল-সূত্রগুলি ছাড়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রাক্-চৈতন্য যুগের পদাবলীর আরও একটা অসাধারণ বিশেষত্ব আছে। বিদ্যাপতির খাঁটি পদাবলীতে ও বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কুত্রাপি ললিতা, বিশাখা,

ইত্যাদি শ্রীরাধার সখীদিগের, সুবল, মধুমঙ্গল ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের সখাগণের ও জটিলা-কুটিলার প্রসঙ্গ বা উল্লেখ দেখা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে জটিলা সর্ব্বত্রই 'জরতী' বা 'বুঢ়ী' নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। রায় শেখরের দণ্ডাত্মিকা-পদাবলীর বর্ণিত সূর্য্য-পূজার ছলে ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীদিগের সহিত শ্রীরাধার দিবা-ভাগে বৃন্দাবনে অভিসারও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, গুণরাজ খানের "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" বা বিদ্যাপতির খাঁটি পদাবলীতে পাওয়া যায় না। প্রাক্-চৈতন্য-যুগের "গোপাল-চরিত" ওরফে "প্রেমামৃত" নামক প্রাচীন সংস্কৃত ব্রজ-লীলার কাব্যেও এ সকল দেখা যায় না; শ্রীরূপ গোস্বামীর "শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা", "উজ্জ্বল-নীল-মণি" ও শ্রীজীব গোস্বামীর 'শ্রীগোপাল-চম্পূ" গ্রন্থই সর্ব্বপ্রথমে এই সকলের উল্লেখ পাওয়া যায়; অতএব যে সকল পদে উহার কোনটার উল্লেখ আছে, উহা যে, বিদ্যাপতি বা বড়ু চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা নহে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কবিশেখর ও শেখর ভণিতা-যুক্ত পদকল্পতরুর যে সকল পদ পূর্ব্বোক্ত মূল-সূত্রগুলির সাহায্যে বিশেষ-ভাবে আলোচনা করিয়া বিদ্যাপতির রচিত নহে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হইয়াছি, নগেন্দ্রবাবু এরূপ উনত্রিশটী পদ বিদ্যাপতির পদাবলীতে স্থান দিয়াছেন। আমরা নিম্নে ঐ পদগুলির একটা তালিকা প্রদান করিলাম। যথা,—পদকল্পতরুর ২৪০। ৩২৭। ৫০৩। ৬২৮। ৭৩১। ৯০৪। ৯৪২। ৯৮৪। ৯৮৫। ১০২৭। ১০৫৮। ১৩১০। ২৫১১। ২৫১৫। ২৫২২। ২৫২৩। ২৫২৪। ২৫৫৫। ২৫৯৭। ২৫৯৮। ২৬০৪। ২৬৮২। ২৭০৫। ২৭০৬। ২৭০৮। ২৭২২। ২৭৫১। ২৭৫৪। ২৭৫৬ অর্থাৎ নগেন্দ্রবাবুর বিদ্যাপতির যথাক্রমে ৫৩৩। ৩০২। ৪০৪। ৫৪৫। ৫৫৪। ১২৮। ৪৩৬। ২৯০। ২৯২। ২৫২। ৫৪৬। ৩১৬। ৫৯৭। ১৯৩। ১৮৯। ৫৫৫। ৫৫২। ২৬। ২৭১। ২৫৫। ৫৯৭। ২৭৬। ২৪৯। ২৫৩। ২৩৬। ১৭৮। ২৬৩। ২৬৫। ২৬৪ সংখ্যক পদ। ইহার প্রত্যেকটী পদ ধরিয়া বিচার করিয়া দেখাইবার স্থান এখানে নাই। আমরা স্থানান্তরে সেইরূপ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি *। এখানে শুধু ইহাই বক্তব্য যে, বিজ্ঞ পাঠক অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে উক্ত পদগুলিতে উল্লিখিত আপত্তিগুলির স্থল দেখিতে পাইবেন।

নগেন্দ্র বাবু বিদ্যাপতির পদ-সংগ্রহের জন্য এতই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি কেবল 'শেখর' ও 'কবি-শেখর' ভণিতার পদ সংগ্রহ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই;—তিনি অপ্রণিধানে অথবা জবরদস্তী করিয়া 'রায় শেখর' ও 'কবিশেখর রায়' ভণিতার কয়েকটী পদও বিদ্যাপতির পদাবলী-ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, কবিশেখর বা উহার সংক্ষেপ শেখর নাম বা পদবীর সহিত যদি "রায়" উপাধিটা সংযোজিত থাকে, তাহা হইলেও উহাকে বিদ্যাপতিরই উপাধি বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, এরূপ কথা নগেন্দ্র বাবুও কুত্রাপি বলেন নাই; এরূপ অবস্থায় তিনি যে কয়েকটা পদের স্পষ্ট 'রায়' উপাধিটা পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়াছেন, উহাকে অপ্রণিধান বা জবরদস্তী ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? আমরা নিম্নে ঐ পদগুলির ভণিতা উদ্ধৃত করিতেছি। যথা,—

(ক) "কহ কবিশেখর রায়।
ধরম সরম লাগি ও রস নিভায়।"
(নগেন্দ্র বাবুর ৫৯৭ সংখ্যক)।

(খ) "কবিশেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিপিন বিথার।" (ঐ, ২৯০ সংখ্যক)।

* শায়েস্তাগঞ্জ পোঃ (শ্রীহট্ট) হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ দ্বারা সম্পাদিত "শ্রীশ্রীসোনার গৌরাঙ্গ" নামক মাসিক বৈষ্ণব-পত্রিকায় প্রকাশিত আমাদিগের "বিদ্যাপতি-বিচার" শীর্ষক প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য। সং

এই ভণিতার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পদ-কল্পতরুর সকল মুদ্রিত ও প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতেই 'কবিশেখর' স্থলে 'রায় শেখর' পাঠ আছে। এই পদের প্রত্যেক অর্দ্ধ-কলিতে ৩+৪, ৩+৪, ৩+৪+৩=২৪ মাত্রা পাওয়া যায়। সুতরাং 'রায়' স্থলে 'কবি' পাঠ ধরিলে ছন্দঃপতন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। নগেন্দ্র বাবুর মত একজন প্রবীণ সম্পাদক এই ছন্দের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন নাই কিংবা করিয়াও উহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ইহার কারণ কি মনে করা যাইবে? রায় শেখরের অভিসার-বর্ণনার এই পদটী নগেন্দ্র বাবুর প্রশংসিত "কাজর রুচি-হর রয়নি বিশালা" ইত্যাদি পদ হইতেও উৎকৃষ্ট; ইহা বিদ্যাপতির বর্ণনাত্মক যে কোনও উৎকৃষ্ট পদের সমকক্ষ। এই নিঃসন্দিগ্ধ পদ হইতেই বাঙ্গালী কবিশেখর অর্থাৎ রায় শেখরের কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইবে। এই পদ মৈথিল বা নেপালী পুথিতে নাই। পদকল্পতরুতে ও রায় শেখরের দণ্ডাত্মিকা-পদাবলীতে আছে; পদটীর রচনা বাংলা ব্রজবুলীর অনুরূপ সংস্কৃত-বহুল। এবং ইহার ভণিতায় নগেন্দ্র বাবুর ধৃত 'কবিশেখর' স্থলে বাঙ্গালী সকল গ্রন্থ ও পুথিগুলিতে একমাত্র শুদ্ধ পাঠ "রায় শেখর"—সকলগুলি অবস্থাই পদটী বাঙ্গালী রায় শেখরের রচিত বলিয়া প্রমাণ করিতেছে। তুলনার জন্য আমরা সম্পূর্ণ পদটী পদকল্পতরু হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনি ঝলকই।
কুলিশ-পাতন শবদ ঝন ঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
হমারি কান্ত নি- তান্ত অগুসরি
সঙ্কেত-কুঞ্জহি গেল॥ ধ্রু॥
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
গরজে ঘন ঘন ঘোর।
শ্যাম নাগর একলি কৈছনে
পন্থ হেরই মোর॥
সঙরি মঝু তনু অবশ ভেল জনু
অথির থর থর কাঁপ।
এ মঝু গুরুজন- নয়ন দারুণ
ঘোর তিমিরহি ঝাপ॥
তুরিতে চল অব কিয়ে বিচারহ
জিবন মঝু অগুসার।
রায় শেখর বচনে অভিসর
কিয়ে সে বিঘিন বিথার॥"

(গ) পদকল্পতরুর ২৫২২ সংখ্যক একাবলী-ছন্দের ব্রজবুলীর—

"এ ধনি ঐছন কহবি মোয়।
আজু যে কৈছন দেখিয়ে তোয়॥

নয়ান বয়ান আনহি ভাতি।
কহিতে কাহিনি ভুলসি পাঁতি॥"

ইত্যাদি পদের ভণিতায় আছে,—

"কহয়ে শেখর কি কর লাজে।
কহ না কাহিনি সখির মাঝে॥"

নগেন্দ্র বাবু এই পদের ছন্দ যে অক্ষর-বৃত্ত এগার-অক্ষরী একাবলী ছন্দ, উহা বুঝিতে না পারিয়া, উহাকে মাত্রা-বৃত্ত "চৌপাঈ" ছন্দে পরিণত করার ব্যর্থ চেষ্টায় পদটাকে বিকৃত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই; উহার ভণিতারও পরিবর্ত্তন করিয়া ছন্দটাকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন; যথা—

"কহ কবিশেখর কি কর লাজে।
কহ ন কহিনি সখিনি সমাজে॥"

বলা বাহুল্য যে, এরূপ কল্পিত পাঠে মাত্রা-বৃত্ত "চৌপাঈ" কিংবা অক্ষর-বৃত্ত একাবলী, কোন ছন্দই রক্ষিত হয় নাই। 'কি কর' স্থলে 'কি করসি' পাঠ কল্পনা কবিলে ভণিতার প্রথম চরণকে চৌপাঈ-ছন্দে পরিণত করা যাইতে পারিত; কিন্তু "কহ ন কহিনি" বাক্যের কোন সঙ্গত পাঠেই ছন্দ রক্ষা করা যায় না। নগেন্দ্র বাবুর গৃহীত "নয়ন বয়ন আনহি ভাঁতি" ইত্যাদি অনেক চরণেই তাঁহার কল্পিত চৌপাঈ-ছন্দ মিলে নাই; অথচ এরূপ ব্যর্থ পরিবর্ত্তনে পদটার এগার-অক্ষরী একাবলী ছন্দটাও নষ্ট হইয়াছে। এরূপ স্বেচ্ছাকৃত ব্যর্থ ভণিতা-পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত আমরা নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণে আরও কয়েকটা পাইয়াছি; বাহুল্য-ভয়ে উহা এখানে প্রদর্শিত হইল না। আমাদিগের "বিদ্যাপতি-বিচার" শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে এ সকল বিষয়ের সুবিস্তৃত সোদাহরণ আলোচনা করা যাইতেছে; বিশেষ-জিজ্ঞাসু পাঠকদিগের দৃষ্টি আমরা তৎপ্রতি আকর্ষণ করিতেছি।

আমরা 'কবিশেখর' (বিদ্যাপতি) নামে যে তিনটী পদ চিহ্নিত করিয়াছি, উহার কোনটীই রায় শেখরের দণ্ডাত্মিকা-পদাবলীতে নাই। ইহা ব্যতীত ৬১০ সংখ্যক পদের ভণিতায় "কবিশেখর" পাঠের স্থলে পদ-রত্নাকর পুথিতে "বিদ্যাপতি" পাঠ এবং ১৯৩৮ সংখ্যক পদের ভণিতায়—

"কহ কবিশেখর অনুভবি জানলু
বড়কা বড়ই পিরীত॥"

স্থলে পদ-রস-সার পুথিতে পাঠ আছে,—

"বিদ্যাপতি ভণে ভাব না জানিয়ে
সোই বড়ই বিপরীত॥"

এই পদ তিনটী "কবিশেখর" বিদ্যাপতির রচিত বলিয়াই আমরা অনুমান করি। ইহা ছাড়াও "কবিশেখর" ভণিতা-যুক্ত পদকল্পতরুর ১৬০।২৫৯।৫২৩।৯৬৬।১৬১০ সংখ্যক পদগুলি রায় শেখরের দণ্ডাত্মিকা-পদাবলীতে পাওয়া যায় নাই। ঐ পদগুলি বিদ্যাপতির রচিত হইলেও হইতে পারে, সুতরাং নগেন্দ্রবাবু সেগুলি বিদ্যাপতির পদাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন বলিয়া কোনও আপত্তি করি নাই। পদগুলি কিন্তু সন্দিগ্ধ; আমরা রায় শেখরের উৎকৃষ্ট ব্রজ-বুলী রচনার ও কবিত্বের যে পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে পরবর্ত্তী গবেষণার ফলে এই পদগুলি তাঁহার রচিত বলিয়া প্রমাণিত হইলেও বিস্মিত হইব না।

কানুদাস ও কানুরাম দাস

পদ-কর্ত্তা কানু দাস ও কানুরাম দাস এক ব্যক্তি কিংবা বিভিন্ন ব্যক্তি—নিশ্চিত বলা যায় না। স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার গৌরপদতরঙ্গিণীর উপক্রমণিকার ৫৪ পৃষ্ঠায় তিন জন কানু দাসের পরিচয় দিয়াছেন, যথা—(১) নিত্যানন্দ প্রভুর শাখা-ভুক্ত সদাশিব

কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসের পুত্র কানু ঠাকুর। (২) নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবা ঠাকুরাণীর অনুগত ও শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর পুত্র কানু পণ্ডিত এবং (৩) রসিকমঙ্গল গ্রন্থের বর্ণিত শ্যামানন্দ পুরীর প্রশিষ্য ও রসিকানন্দের শিষ্য কানুদাস। ইনি নাকি একজন নীলাচল-বাসী কবি ছিলেন। দীনেশ বাবু বলেন, "ইহাঁর গুরু দামোদর পণ্ডিত।" জগদ্বন্ধু বাবু মন্তব্য লিখিয়াছেন,—"যতদুর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, শেষ জনই পদকর্ত্তা ছিলেন।" দুঃখের বিষয়, তিনি তাঁহার এই উক্তির পোষকতায় কোনও প্রমাণ দেন নাই। বোধ হয়, তিনি শুধু কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই এরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দুই জন প্রসিদ্ধ কানুদাসের উল্লেখ পাই। যথা,—

"শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয় ॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ * সনে ॥
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু ঠাকুর।
যার দেহে রহে কৃষ্ণ-প্রেমামৃত-পূর ॥" (আদি—১১শ)

দ্বিতীয় কানুদাসের উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃতের ১২শ পরিচ্ছেদে অদ্বৈত প্রভুর শাখা-গণনায় দেখা যায়, যথা—"অনন্ত দাস কানু পণ্ডিত দাস নারায়ণ।" জগদ্বন্ধু বাবু কি প্রমাণ অনুসারে এই দুই কানুকে পরিত্যাগ করিয়া রসিকানন্দের শিষ্য কানুদাসকেই পদ-কর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। পদকল্পতরুতে কিংবা গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে কানুদাসের যে পদগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার কয়েকটী পদে বিশেষ-ভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনা ও তাঁহার চরিত্র বর্ণনা দেখিয়া পদ-কর্ত্তা যে নিত্যানন্দ-ভক্ত ছিলেন, তাহা বেশ অনুমান করা যায়। পক্ষান্তরে তাঁহার কোন পদেই প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্যামানন্দ বা তাঁহার শিষ্য রসিকানন্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের এই আলোচ্য কানুদাস রসিকমঙ্গলের বর্ণিত কানুদাস না হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুর শাখা-ভুক্ত সদাশিব কবিরাজের পৌত্র কানুঠাকুর হওয়াই অধিক সম্ভব মনে হয়। "রসিকমঙ্গল" পুথি আমরা দেখি নাই। ঐ পুথির বর্ণিত কানুদাসের পদ-রচনার উল্লেখ উহাতে আছে কি? থাকিলে, জগদ্বন্ধু বাবু সে প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই কেন? চৈতন্য-চরিতামৃতে এরূপ অনুল্লেখের কারণ সুস্পষ্ট; কিন্তু রসিকমঙ্গলে অনুল্লেখের কি কারণ আছে? কানুরাম দাস খাঁটি বাঙ্গালা ও ব্রজ-বুলী—দুই রকম পদই রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ৩১১।৩৩৫ ইত্যাদি পদে প্রাঞ্জল বাঙ্গালা রচনার ও ৩৩২। ৬৬৩ প্রভৃতি পদে সুন্দর ব্রজ-বুলী রচনার পরিচয় পাওয়া যায়। পদগুলি একটু অভিনিবেশ সহকারে পড়িলেই বুঝা যায় যে, কানুদাস ও কানুরাম দাস একই ব্যক্তি; বিভিন্ন পদ-কর্ত্তা নহেন। কানুরাম দাসের যদিও ১২টী মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু উহাই তাঁহার উৎকৃষ্ট রচনা ও কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক। তাঁহার ৩৩৫ সংখ্যক—

"রসের হাটেতে আইলাম সাজাইয়া পসার।
গাহক না আয়ল যৌবন ভেল ভার ॥"

ইত্যাদি পদটী বিখ্যাত। পদ-রস-সার পুথিতে এই প্রাচীন সুন্দর পদটীর একটা আধুনিক ও অসুন্দর রূপান্তর

---

* উক্ত পয়ারগুলির অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ণিত রাঢ়ের প্রসিদ্ধ 'কালা' কৃষ্ণদাস। সং

গোবিন্দদাসের ভণিতা-যুক্ত হইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে; আমরা ৩৩১ সংখ্যক পদের পাঠান্তরে উহা প্রদর্শিত করিয়াছি। এইরূপ কৃত্রিম রূপান্তর দ্বারা কানুরামের মূল পদটার প্রসিদ্ধি ও প্রাচীনতাই অনুমিত হইয়া থাকে। কানুরামের উৎকণ্ঠিতা-বর্ণনায়—

"পবনক পরশহিঁ বিচলিত পল্লব
শবদহিঁ সজল নয়ান।
সচকিতে সঘনে নয়নে ধনি নিরখয়ে
জানল আয়ল কান॥"

ইত্যাদি ৩৩২ সংখ্যক পদে জয়দেবের—

"পততি পতত্রে বিচলিত-পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥"

ইত্যাদি প্রসিদ্ধ কবিতার একটু ছায়াপাত হইয়া থাকিলেও পদটীর রচনা সুললিত ও কবিত্বপূর্ণ। পদ-রস-সার পুথিতে এই পদেরও একটা বিশেষ সাদৃশ্য-যুক্ত রূপান্তর গোবিন্দদাসের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে। ৩৩২ সংখ্যক পদের পাঠান্তরে আমরা উহা প্রদর্শিত করিয়াছি। মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজ কানুরামের পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তা হইলেও তিনি যে কানুরামের পদের এরূপ অযোগ্য অপহরণ করিবেন, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। সুতরাং পদ-রস-সার পুথির এই "গোবিন্দদাস" হয় ত কোনও কীর্ত্তন-গায়ক বা লিপি-কারের কল্পিত ব্যক্তি অথবা অপর কোনও নগণ্য গোবিন্দদাস হইবেন, ইহাই অনুমান হইতেছে।

কৃষ্ণকান্ত

পদকর্ত্তা কৃষ্ণকান্তের রচিত ২৯টি পদই পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার ৩২ পল্লবে এক স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উহার মধ্যে শুধু শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক "কনক-ধরাধর-মদ-হর দেহ" ইত্যাদি ২৮৭৬ সংখ্যক পদটী গৌর-পদ-তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু পদকর্ত্তা উদ্ধবদাসের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, তাঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। ইনি বৈদ্যকুলসম্ভূত ও টেঞা বৈদ্যপুর-নিবাসী ছিলেন এবং পদকল্পতরুর রচয়িতা বৈষ্ণব দাসের সহিত ইহাঁর বন্ধুতা ছিল। অন্য কোনও পদকর্ত্তা কৃষ্ণকান্তের বৃত্তান্ত জানা যায় নাই। সুতরাং আমরা এই কৃষ্ণকান্তকে উদ্ধবদাস হইতে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বিবেচনা করি। ইনি সুললিত ব্রজ-বুলীর পদ-রচনায় বেশ পটু ছিলেন; ইহাঁর অধিকাংশ পদই ব্রজ-বুলী-মিশ্রিত। বহিঃপ্রকৃতির মনোহারিত্ব ইহাঁর রচনায় বেশ ফুটিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে ইহাঁর—"সহজই ভূধর পরম মনোহর" ইত্যাদি ২৮৯১ সংখ্যক পদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাঁর রচিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের গিরিগোবর্দ্ধন-তটে নিত্য-রাস-লীলার বর্ণনাত্মক ২৮৮৩—২৯০৩ সংখ্যক পদগুলিতে ভাবের বিশেষ গভীরতা না থাকিলেও উহা বর্ণন-নৈপুণ্যে বেশ উপভোগ্য।

কৃষ্ণদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ

পদকল্পতরুর 'কৃষ্ণদাস' ভণিতার পদাবলীর মধ্যে যে পাঁচটি পদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, আমরা সেগুলি তাঁহার নামেই পদ-কর্ত্তৃ-সূচীতে প্রদর্শিত করিয়াছি। এগুলি স্বতন্ত্র পদ নহে; শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের উদ্ধৃত কোন কোন সংস্কৃত শ্লোকের তিনি যে রস-বিশ্লেষণপূর্ণ স্বাধীন বিস্তৃত মর্ম্মানুবাদ করিয়া স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, বেশীর ভাগ উহাই রাগ-রাগিণী-সংযুক্ত পদরূপে পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কচিৎ চরিতামৃতের পয়ারও সুর-সংযোগে এই পদাবলীর অন্তর্গত করা হইয়াছে; যথা—"আপনে নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল।" ইত্যাদি ১৫৪৫ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য। বাকি 'কৃষ্ণদাস'-ভণিতার পদগুলির রচয়িতা কে বা কোন্ কোন্ ব্যক্তি,

তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব। আমরা আমাদিগের "প্রাচীন-পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ" প্রবন্ধে † 'কৃষ্ণদাস' প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"কৃষ্ণভক্তদিগের নিকট কৃষ্ণদাস নামটি বড়ই প্রিয়; তাই চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে অনেকগুলি কৃষ্ণদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা,—

১ম। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে মহাপ্রভুর সহচর কুলীন ব্রাহ্মণ "কৃষ্ণদাস"।

"কৃষ্ণদাস নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ।
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন॥"—(চৈ-চ, আদি, ১০ম প০)।

ইনি অতি সরল-স্বভাব ছিলেন। মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ সময়ে ভট্টমারীগণ ইহাঁকে প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যায় (চৈ-চ, মধ্য, ৯ম)। ভট্টমারীগণের নিকট হইতে ইহাঁকে উদ্ধার করিয়া নানাদেশ পর্য্যটনান্তে মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইহাঁকে যথা ইচ্ছা যাইবার আদেশ করেন। কিন্তু যখন কৃষ্ণদাস প্রভুর সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তখন অগত্যা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ জগদানন্দ প্রভৃতির অনুরোধে ইহাঁর দ্বারা গৌড়ে অদ্বৈত আচার্য্যাদির নিকট সংবাদ দিয়া পাঠান (চৈ-চ, মধ্য, ১০ম)। ইহার পরে এই কৃষ্ণদাসের আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ স্বদেশে গৌরাঙ্গ-ভক্তিতে ইহাঁর অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত হইয়া থাকিবে।

"২য়। নিত্যানন্দের শ্বশুর সূর্য্যদাস সরখেলের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস।

"সূর্য্যদাস সরখেল তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের নিবাস॥"—(চৈ-চ, আদি, ১১শ)।

ইহাঁর সম্বন্ধে অধিক কিছু জানা যায় না।

"৩য়। অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস।

"অকিঞ্চন প্রভুর প্রিয় কৃষ্ণদাস নাম।"—(চৈ-চ, আদি, ১০ম)।
"অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর।"—(চৈ-ভা, শেষ, ৭ম)।

"৪র্থ। কৃষ্ণদাস (বৈদ্য)।

"কৃষ্ণদাস বৈদ্য আর পণ্ডিত শেখর।"—(চৈ-চ, আদি, ১০ম)।

"৫ম। রাঢ়দেশবাসী কালিয়া কৃষ্ণদাস।

"রাঢ় দেশে জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর।
শ্রীনিত্যানন্দের তিহোঁ পরম কিঙ্কর॥
কালা কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণব প্রধান।
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনা কিছু নাহি জান॥"—(চৈ-চ, আদি, ১১শ)
"রাঢ়ে জন্ম মহাশয় দ্বিজ কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দ-পারিষদ যাঁহার বিলাস॥
প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণ নাম ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে॥"—(চৈ-ভা, শেষ, ৫ম)।

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নীলাচল হইতে নিত্যানন্দের ভক্তি প্রচারার্থ গৌড়দেশে গমন-প্রসঙ্গে চৈতন্যভাগবতে যে কৃষ্ণদাস পণ্ডিতের কথা লেখা আছে, বোধ হয়, সেই কৃষ্ণদাস পণ্ডিত ও কালিয়া কৃষ্ণদাস অভিন্ন ব্যক্তি।

---

† ১৩১৬ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যা। সং

এই কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দের ভক্তগণমধ্যে অতি প্রধান ছিলেন, সময়ে সময়ে ইহাঁর ব্রজ-গোপালের ভাবাবেশ হইত,—

"কৃষ্ণদাস পরমেশ্বর দাস দুই জন।
গোপাল-ভাবে হৈ হৈ করে অনুক্ষণ ॥"—(চৈ-ভা, শেষ, ৫ম)।

"৬ষ্ঠ। নারায়ণ, মনোহর ও দেবানন্দের ভ্রাতা কৃষ্ণদাস। এই নারায়ণ সম্বন্ধেই সম্ভবতঃ বলা হইয়াছে,—

"নারায়ণ পণ্ডিত শাখা এ বড় উদার।"—(চৈ-চ, আদি, ১০ম)।

এই কৃষ্ণদাস সম্বন্ধে অধিক কিছু জানা যায় না; নিত্যানন্দ প্রভুর পারিষদগণের নাম প্রসঙ্গে এই চারি ভ্রাতার উল্লেখ পাওয়া যায়। চৈতন্যভাগবতেও একত্র কৃষ্ণদাস ও দেবানন্দের উল্লেখ আছে,—

"কৃষ্ণদাস দেবানন্দ দুই শুদ্ধমতি।"—(চৈ-ভা, শেষ, ৫ম)।

"৭ম। বড়গাছীনিবাসী কৃষ্ণদাস।

"বড়গাছীনিবাসী সুকৃতী কৃষ্ণদাস।
যাঁহার গ্রামেতে নিত্যানন্দের বিলাস ॥"—ঐ।

"৮ম। কৃষ্ণদাস—অদ্বৈত আচার্য্যের শাখাভুক্ত ছিলেন। চৈ-চ, আদি, ১২শ।

"৯ম। উড়িষ্যাদেশীয় জগন্নাথ দেবের সুবর্ণ-বেত্রবাহক কৃষ্ণদাস।

"কৃষ্ণদাস নাম এই সুবর্ণ-বেত্রধারী।"— (চৈ-চ, মধ্য, ১১শ)।

"১০ম। দুখী ওরফে শ্যামানন্দ ওরফে কৃষ্ণদাস। ঘনশ্যাম ওরফে নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচিত ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে এই কৃষ্ণদাসের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। এই কৃষ্ণদাস দণ্ডেশ্বর গ্রামবাসী এক সদ্গোপের পুত্র। বাল্যকালে সকলে ইহাঁকে দুখী বলিয়া ডাকিত। ইহাঁর দীক্ষা-গুরুর নাম হৃদয়চৈতন্য। বৃন্দাবন বাসকালে দুখী কৃষ্ণদাস শ্যামানন্দ নামে পরিচিত হন। ইহাঁর শেষজীবন উড়িষ্যায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে অতিবাহিত হয়। ইনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন।

"১১শ। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের প্রণেতা সুবিখ্যাত কৃষ্ণদাস কবিরাজ। ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে ইহাঁর জন্ম হয়। কৃষ্ণদাস দারপরিগ্রহ করেন নাই।

নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে ইনি বৃন্দাবনে প্রস্থান করেন এবং তথায় রূপসনাতন, লোকনাথ, রঘুনাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট ও গোপাল ভট্ট—এই সুপ্রসিদ্ধ ষট্ গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য-খ্যাতি লাভ করেন। ইনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা-বিষয়ক "গোবিন্দ-লীলামৃত" নামক সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থ ও বিল্বমঙ্গল ঠাকুর-কৃত কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা রচনা করিয়া ৭৬ বৎসর বয়সে "চৈতন্যচরিতামৃত" রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই গ্রন্থ রচনা বিষয়ে মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের কড়চা, রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শ্রুত ও তাঁহার সাক্ষাৎদৃষ্ট মহাপ্রভুর বিবরণ এবং বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্যভাগবত"ই তাঁহার মূল অবলম্বন ছিল। এতদ্ভিন্ন মহাপ্রভুর ভক্ত শিবানন্দ সেনের পুত্র কবিকর্ণ-পুরের রচিত "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নামক সংস্কৃত নাটক ও রূপ গোস্বামীর কড়চা হইতেও তিনি সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের রচনা নয় বৎসরে সমাপ্ত হইয়াছিল।

"উপরে যে ১১ জন কৃষ্ণদাসের নাম লিখিত হইল, এতদ্ব্যতীত তাঁহাদিগেরই প্রায় সমসাময়িক আরও ২।৪ জন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদাসের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। তাঁহারা সকলেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোক।*

* অধুনা আমরা আর একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কৃষ্ণদাসের পরিচয় জানিতে পারিয়াছি। ইনি শ্রীমহাপ্রভুর প্রায় সম-সাময়িক ব্যক্তি এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" নামক বাঙ্গালা কাব্যের রচয়িতা কায়স্থ-কুল-জাত কৃষ্ণদাস। সং

কৃষ্ণদাস বাবাজীর রচিত "ভক্তমাল" গ্রন্থে ইহাঁদিগের ২।১ জনের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে বিখ্যাত বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের আদিগুরু মহাপ্রভুর সমসাময়িক বল্লভাচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস পয়আহারীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইনি ব্রজভাষায় কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক বহুসংখ্যক পদ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কৃষ্ণলীলাত্মক পদ রচনা বিষয়ে তিনি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অদ্বিতীয় কবি স্থরদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। আগর দাস ইহাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। আগর দাসের শিষ্য নাভাজী ব্রজ-ভাষায় দোহা-ছন্দে হিন্দী "ভক্ত-মাল" গ্রন্থ রচনা করেন। এই কৃষ্ণদাস বা তন্নামধারী অপর মহাত্মগণ যে বাঙ্গালা ভাষায় অথবা তথাকথিত ব্রজবুলী ভাষায় পদ রচনা করিয়াছেন, ইহা সম্ভবপর নহে। স্থতরাং ইহাঁদিগের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা প্রধানতঃ ১১ জন † কৃষ্ণদাসের উল্লেখ পাই। এরূপ অবস্থায় "কৃষ্ণদাস" ভণিতাযুক্ত এই পদগুলি যে কোন্‌টি কাহার রচিত, তাহার মীমাংসা করা একরূপ অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে।

"ভণিতায় কেবল "কৃষ্ণদাস" নাম পাওয়া গেলেও আমরা এই পদাবলীর মধ্যে ৫টী পদ কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে চিহ্নিত করিয়াছি। এইরূপ করার কারণ এই যে, এই পদগুলি "চৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে অবিকল দৃষ্ট হয়। রচনা বা বিষয় দৃষ্টে এই পদগুলি যে উক্ত গ্রন্থে গ্রন্থান্তর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, এরূপ সন্দেহ হইতে পারে না। এমন কি, দুই তিনটি পদের পুর্ব্বে পদকল্পতরু গ্রন্থে "তথাহি চৈতন্যচরিতামৃতে" এইরূপ পদ-কর্ত্তার নির্দ্দেশ আছে। অবশিষ্ট পদাবলীর মধ্যে কয়েকটীর ভণিতায় "কৃষ্ণদাস" নামের পুর্ব্বে 'দুখী' এই বিশেষণটি সংযুক্ত দেখা যায় (১১১৬,১১১৭ ও ২০১৮ সংখ্যক পদ), এইরূপ বিশেষণ দর্শনেই কেহ কেহ এই পদগুলিকে নিঃসন্দেহে "দুখী কৃষ্ণদাস" ওরফে শ্যামানন্দের রচিত বলিয়া স্থির করিতে চাহেন, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। প্রথমতঃ বৈষ্ণব কবিগণ ভণিতায় নিজ নিজ নামের পুর্ব্বে যে অনেক স্থলেই দীনতাব্যঞ্জক অনেক বিশেষণ সংযুক্ত করিয়াছেন, তাহার শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। কৃষ্ণদাসের ভণিতাযুক্ত পদেও অনেক স্থলে "দীন" (১০৮৫, ১৪৬৪ ও ২৩৫৮ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য) ও কোন কোন স্থলে "দীনহীন" (২৩৫৯ ও ২৩৬০ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য) বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। আমাদিগের বোধ হয়, "দুখী" শব্দটিও ঐরূপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে। নতুবা কষ্ট-কল্পনায় 'দীন' ও 'দীনহীন' শব্দের 'দুঃখী' অর্থ ধরিয়া ঐ পদগুলি সমস্তই 'দুঃখী' কৃষ্ণদাসেরই রচিত বলিয়া স্থির করা যায় না কি ? পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দীক্ষান্তে 'দুঃখী' কৃষ্ণদাস "শ্যামানন্দ" নামে বৈষ্ণব-জগতে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদও পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা একাধিক শ্যামানন্দের বিষয় অবগত নহি। এক ব্যক্তির দুই নামে পদ রচনা করাও সম্ভব বোধ হয় না।

"আমাদিগের বর্ণিত কৃষ্ণদাসগণের মধ্যে এক উড়িয়া কৃষ্ণদাসকে ছাড়িয়া দিলে অবশিষ্ট সকলেরই পদ রচনার সম্ভাবনা আছে। স্থতরাং এরূপ অবস্থায় বিশেষ প্রমাণের অভাবে আমরা কাহারও সম্বন্ধে পক্ষপাত করিতে প্রস্তুত নহি। এই পদগুলির অধিকাংশই গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের বর্ণনা এবং গৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক। তন্মধ্যে ১৫৭৬ সংখ্যক পদে অম্বিকানগরবাসী গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের অভিষেক বর্ণিত হইয়াছে। তদ্রূপ ২৩৫৮—২৩৬০ সংখ্যক পদে উক্ত গৌরীদাসের স্বপ্ন ও তাঁহার গৃহে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের অধিষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। এই পদগুলির ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য নহে। এই সকল পদের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ হইলে তাহা অন্ততঃ সূত্র-রূপেও তাঁহার গ্রন্থে স্থান না পাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় বটে। পরিশেষে সত্যের অনুরোধে ইহাও বক্তব্য যে, অবশিষ্ট পদাবলীর মধ্যে কয়েকটির রচনা-প্রণালীর

† ইদানীং প্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গলের রচয়িতা কৃষ্ণদাসকে লইয়া ১২ জন। সং

সহিত কৃষ্ণদাস কবিরাজের পদাবলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ২৩৪৩ সংখ্যক পদটি কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিঃসন্দিগ্ধ পদগুলির সহিত তুলনা করিলেই ইহা প্রতীত হইবে।

"কৃষ্ণদাস কবিরাজের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। গৌরাঙ্গ-ভক্ত বৈষ্ণব-জগতে ভক্তি-শাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য যে সকল মহাত্মা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। এ বিষয়ে তাঁহাকে রূপ, সনাতন, জীব গোস্বামী ও রামানন্দ রায়ের সমকক্ষ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার "চৈতন্যচরিতামৃত" বঙ্গীয় বৈষ্ণব-জগতে দ্বিতীয় ভাগবতরূপে পূজিত হইতেছে। বস্তুতঃ তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য, উদারতা, অপূর্ব্ব সত্যনিষ্ঠা, সহৃদয়তা ও ভগবদ্ভক্তির প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না; এই সকল গুণে তাঁহার চৈতন্য-চরিতামৃত চৈতন্যভাগবতাদির পরবর্ত্তী হইলেও মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম ও তাঁহার জীবন-চরিত সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন ও ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়াছে। কবিরাজ গোস্বামীর পদাবলীই আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। তাঁহার দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি ও পাণ্ডিত্য যেরূপ প্রশংসাযোগ্য, কবিত্ব সেইরূপ নহে। পদাবলীর কবিত্ব উপলক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিতেছি—নতুবা ঘটনাবলীর বর্ণনায় তিনি যে অপূর্ব্ব ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন, বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাহার তুলনাস্থল অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তাঁহার বর্ণিত মহাপ্রভুর অমৃতায়মান চরিত্রের আস্বাদনে অতি পাষণ্ডের হৃদয়ও বিগলিত না হইয়া পারে না। গোস্বামীর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলী ও পদাবলী কালে বিলুপ্ত হইতে পারে—কিন্তু তাঁহার "চৈতন্যচরিতামৃত" তাঁহাকে চিরকালের জন্য অমর করিয়া রাখিবে।"

কৃষ্ণপ্রসাদ

পদকর্ত্তা কৃষ্ণপ্রসাদের মাত্র দুইটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুরের রচিত পদামৃত-সমুদ্রের সংস্কৃত টীকায় এক কৃষ্ণপ্রসাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার পদামৃত-সমুদ্রের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন,—

> "বন্দে তং জগদানন্দং গুরুং চৈতন্যদায়কম্।
> গীতবেদার্থবিস্তারে প্রবৃত্তো যৎকৃপাশয়া॥
> গুরোঃ প্রকাশকং শ্রীলকৃষ্ণাখ্যং সর্ব্বসিদ্ধিদম্।
> প্রসাদপদসংযুক্তং বন্দেঽহং করুণার্ণবম্॥"

পুনশ্চ সংস্কৃত টীকায় লিখিয়াছেন,—"শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুবংশোদ্ভবতৎস্বরূপশ্রীমজ্জগদানন্দসংজ্ঞক-শ্রীগুরোর্বন্দনং কৃত্বা শব্দশ্লেষেণ তজ্জনকং শ্রীলকৃষ্ণপ্রসাদঠকুরং বন্দতে। প্রসাদপদসংযুক্তমিত্যনেন শ্রীল-কৃষ্ণপ্রসাদঠকুরো লভ্যতে।" ইত্যাদি।

সুতরাং জানা যাইতেছে যে, রাধামোহন ঠাকুরের গুরুদেব শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশোদ্ভব যে জগদানন্দ ঠাকুর ছিলেন, তাঁহারই পিতার নাম কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর বটে। রাধামোহন ঠাকুর কৃষ্ণপ্রসাদের ভণিতা-যুক্ত ৯৪৪ সংখ্যক "ভালই সময় ছিল যখন শিশুমতি।" ইত্যাদি পদটি তাঁহার পদামৃতসমুদ্রে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তাঁহার গুরু জগদানন্দ ঠাকুরের পিতা কৃষ্ণপ্রসাদই এই পদের রচয়িতা হইবেন। রাধামোহন ঠাকুর খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম ও মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং এই কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর সপ্তদশ শতকের শেষ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করিলে অসঙ্গত হইবে না। বাঙ্গালার অনেক প্রসিদ্ধ শাক্ত ও বৈষ্ণব গুরুবংশে নিজ বংশীয় কোনও মহাত্মার নিকট হইতেই দীক্ষা-গ্রহণ করার কৌলিক রীতি দেখা যায়। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বংশোদ্ভব রাধামোহন ঠাকুরও সেজন্যই ঐ বংশের জগদানন্দ ঠাকুরের নিকট দীক্ষা-গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণপ্রসাদের এই দুইটি মাত্র পদ দেখিয়া, তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা সঙ্গত হইবে না। তবে ঐ পদ হইতেই বুঝা যায় যে, তিনি চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের আদর্শে পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার পদ দুইটির সরল ও স্বাভাবিক বর্ণনা বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

গতিগোবিন্দ

পদকল্পতরুতে 'গতিগোবিন্দ' ভণিতার শুধু একটি মাত্র পদ পাওয়া গিয়াছে। ঐ পদের ভণিতায় আছে,—

"মনের আনন্দে শ্রীনিবাস-সুত
গতিগোবিন্দ-চিত ভোর রে॥"

রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন,—"শ্রীগোবিন্দগতিং বন্দে বিদিতং ভুবি সর্ব্বতঃ।" পুনশ্চ উহার টীকায় লিখিয়াছেন,—"শ্রীমদাচার্য্যপ্রভোঃ পুত্রং শ্রীগোবিন্দগতিসংজ্ঞকং তৎপুত্রাংশ্চ শ্রীগোবিন্দ-গতিমিত্যাদিনা পুনর্ব্বন্দতে।" গোবিন্দগতি ওরফে গতিগোবিন্দ তাঁহার পদে জগদ্বিখ্যাত পিতার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়া গৌরব বোধ করিয়াছেন ; সুতরাং আলোচ্য পদের রচয়িতা শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র ও রাধামোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রশংসিত গোবিন্দগতি বা গতিগোবিন্দ হইবেন বলিয়াই বিবেচনা হয়। গতিগোবিন্দের অন্য একটি "রাই-তনু শোভার ভাণ্ডার" ইত্যাদি সুন্দর পদ আমাদিগের "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীনিবাস আচার্য্য ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে খেতুরীর মহোৎসবে শুভাগমন করিয়াছিলেন ; তখন তাঁহার প্রৌঢ় বয়স। সুতরাং তাঁহার পুত্র গতিগোবিন্দ ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন—এরূপ অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। পদামৃতসমুদ্রে ইঁহার কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই। তবে তিনি শুধু "গোবিন্দ" ভণিতা দিয়া কোন পদ রচনা করিয়া থাকিলে, উহা 'গোবিন্দদাস' ভণিতার পদাবলীর সহিত মিশিয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। কিন্তু তিনি যে শুধু "গোবিন্দ" ভণিতা দিয়া কোনও পদ রচনা করিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

গতিগোবিন্দের রচিত ২৩১৮ সংখ্যক পদটি নিত্যানন্দের বন্দনা-বিষয়ক। পদ-কর্ত্তার উহাতে কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শনের বিশেষ অবসর মিলে নাই ; কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "রাই-তনু শোভার ভাণ্ডার" ইত্যাদি অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর ৪৩৯ সংখ্যক মাথুর সখী-সংবাদের পদটি পড়িলে মনে হয় যে, গতিগোবিন্দ কেবল পিতার পরিচয়ে প্রসিদ্ধ হন নাই ; তাঁহার নিজেরও কিছু পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা ছিল। দুঃখের বিষয় যে, আমাদিগের এই দুর্ভাগ্য দেশে অনেক সুপ্রসিদ্ধ পিতার পুত্রের সম্বন্ধেই কিন্তু এতটুকুও বলা চলে না।

গুপ্ত দাস

"গুপ্ত দাস' ভণিতার একটি মাত্র পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই 'গুপ্ত দাস' যে কে, তাহা নিশ্চিত বলা কঠিন। আমরা পদকল্পতরুতে মুরারি গুপ্ত ভণিতার দুইটি পদ (৭৫১ ও ২১২১ সংখ্যক) পাইয়াছি। ঐ পদ-দ্বয়ের রচনার সহিত তুলনা করিলে আলোচ্য 'গুপ্ত দাস' ভণিতার পদটির রচয়িতাও সেই মুরারি গুপ্ত বলিয়াই অনুমান হয়। বৈষ্ণব ইতিহাস ও সাহিত্যে একজন মুরারি গুপ্তই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি শ্রীমহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী ও পরমভক্ত ছিলেন। ইঁহার অনেক প্রসঙ্গই শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইনি ১৪৩৫ শকে "চৈতন্যচরিত" নামে সংস্কৃত একখানা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর আটাইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত লীলা বর্ণিত হইয়াছে। সমসাময়িক ভক্তের রচিত এই গ্রন্থের বর্ণিত লীলা বিশেষ প্রামাণিক বিবেচনায় বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি পরবর্ত্তী জীবন-চরিতকারেরা মুরারি গুপ্তের এই গ্রন্থখানা হইতে অনেক স্থলেই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের একখানা সংস্করণ কলিকাতায় অমৃতবাজার পত্রিকা-প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মুরারি গুপ্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

পদকল্পতরুতে 'গোকুল দাস' ভণিতার একটি পদ ও 'গোকুলানন্দ' ভণিতার একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই 'গোকুল দাস' ও 'গোকুলানন্দ' একজন কিংবা বিভিন্ন পদকর্ত্তা, নিশ্চিত বলা কঠিন। পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাসের আসল নাম ছিল গোকুলানন্দ সেন। তিনি জাতিতে বৈদ্য ও তাঁহার নিবাস মুরশিদাবাদের অন্তর্গত টেঞা বৈদ্যপুর। বৈদ্যজাতীয় প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা 'উদ্ধব দাস' ওরফে কৃষ্ণকান্ত মজুমদারের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকায় 'রাধামোহন' প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—রাধামোহন ঠাকুরের সঙ্গে কয়েকটী পণ্ডিতের স্বকীয়া ও পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া ১১২৫ সালে অর্থাৎ ১৬৫০ শকে এক বিচার হয়। ঐ বিচার-সভায় গোকুলানন্দ ও তাঁহার স্বজাতি-বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার (উদ্ধব দাস) উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং সাহস সহকারে বলা যাইতে পারে, ইঁহারা উভয়েই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৫০ শক ইংরেজী ১৭২৮ সালের সমান বটে। সুতরাং বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাস নব-যুবক অবস্থায় ১৭২৮ সালের বিচার-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন স্বীকার করিলে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই তাঁহাদিগের জন্ম অনুমান করিতে হইবে। জগদ্বন্ধু বাবু ভুলে অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিবর্ত্তে সপ্তদশ শতাব্দী লিখিয়াছেন কিংবা উহা ছাপার ভুলও হইতে পারে। বৈষ্ণবদাস যে, রাধামোহন ঠাকুরের পরবর্ত্তী, উহা পদকল্পতরুর অনুবাদ প্রকরণে লিখিত তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই জানা যায়। বৈষ্ণব দাস ও উদ্ধব দাস রাধামোহন ঠাকুরের সমসাময়িক হইলেও 'পদামৃত-সমুদ্র' সঙ্কলনের সময়ে তাঁহাদিগের বয়স খুব কম ছিল এবং তখন পর্য্যন্ত তাঁহারা কেহই পদ-কর্ত্তারূপে প্রসিদ্ধ হন নাই—ইহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে; কেননা, ইহাতে তাঁহা-দিগের কোন পদই উদ্ধৃত হয় নাই। সুতরাং জগদ্বন্ধু বাবুর পূর্ব্বোক্ত লেখার মূল কি, তাহা না জানিলেও বৈষ্ণবদাস ও উদ্ধবদাসের জন্ম অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে অনুমান করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় উহাতে ভুল না হওয়াই সম্ভব বটে। এখন বিচার্য্য, বৈষ্ণবদাস ওরফে গোকুলানন্দ সেনই আমাদের আলোচ্য 'গোকুল' ও 'গোকুলানন্দ' ভণিতার পদ-দ্বয়ের রচয়িতা কি না। বৈষ্ণবদাস যে 'গোকুল' বা 'গোকুলানন্দ' নামেও পদ-রচনা করিয়াছেন, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তাঁহার বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার ওরফে উদ্ধব-দাসের "জয় রে জয় রে শ্রীনিবাস নরোত্তম" ইত্যাদি ৩০৯২ সংখ্যক পদের—

"শ্রীদাস গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রীগোবিন্দ
শ্রীরামচরণ শ্রীল ব্যাস।
শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী কবিরাজ নৃসিংহ খ্যাতি
কর্ণপূর শ্রীবল্লবী দাস॥
শ্রীগোপীরমণ নাম ভগবান গোকুলাখ্যান
ভক্তি-গ্রন্থ কৈলা পরকাশ।"

ইত্যাদি বর্ণনায় 'গোকুলানন্দ দাস' ও 'গোকুল' আখ্যান-বিশিষ্ট ভক্তি-গ্রন্থের রচয়িতা গোকুলের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঁহারা কিন্তু বৈষ্ণবদাস বা গোকুলানন্দ সেন হইতে পৃথক্ ও প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজন বলিয়াই মনে হয়। উদ্ধবদাস এই পদে তাঁহার গুরুদেব রাধামোহন ঠাকুরের নামের পৃথক্ উল্লেখ না করিয়া কেবল ভণিতায় নিজের পরিচয়ে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীরাধামোহন-পদ যার ধন-সম্পদ
নাম গায় এ উদ্ধব দাস।"

এই পদে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুরের শাখা-ভুক্ত, প্রধান প্রধান কতকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব মহাজনের নাম ব্যতীত অন্যের নামোল্লেখ করেন নাই; সুতরাং এখানে 'শ্রীদাস গোকুল' বা 'গোকুলাখ্যান' শব্দের দ্বারা তিনি যে তাঁহার বন্ধু পদকর্ত্তা বৈষ্ণবদাসকে বুঝাইয়াছেন, এরূপ বোধ হয় না। উদ্ধবদাসের উল্লিখিত এই গোকুল-দ্বয় কে, তাহাও জানিতে পারা যায় নাই। সম্ভবতঃ ইহাঁরাও আমাদিগের আলোচ্য পদ-দ্বয়ের রচয়িতা হইতে পারেন।

গোপাল দাস

'গোপাল দাস' ভণিতার ৬টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২৯৬৬ সংখ্যক পদটির ভাষা বাঙ্গালার ব্রজবুলী নহে,—উহা ষোড়শ শতাব্দীর খাঁটি ব্রজ-ভাষা। বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তার পক্ষে ব্রজধামের প্রচলিত ভাষায় পদ-রচনা করার সম্ভাবনা কম বলিয়া আমরা এই পদটি শ্রীবৃন্দাবন-বাসী প্রসিদ্ধ ষট্ গোস্বামীর অন্যতম গোপাল ভট্ট গোস্বামীর রচিত বলিয়াই অনুমান করি; কেন না, পদকল্পতরুতে তাঁহার ১০১৮ ও ২৮৩৩ সংখ্যক দুইটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে; ঐ পদ-দ্বয়ের সহিত ২৯৬৬ সংখ্যক পদটির ভাষা-সাদৃশ্য স্পষ্ট লক্ষিত হয়। ২৯৬৭ সংখ্যক পদে ব্রজ-ভাষার লক্ষণ তত সুস্পষ্ট না হইলেও আমরা ঐ পদটিও গোপাল ভট্টের রচিত বলিয়াই অনুমান করি। তথাপি এই পদ-দ্বয়ে 'ভট্ট' স্থলে 'দাস' উপাধি থাকায়, উহা সূচীতে 'গোপালদাস' নামাঙ্কিত পদের অন্তর্গত করা হইয়াছে। সে যাহা হউক, যে যুক্তি অনুসারে বাঙ্গালী কোন পদ-কর্ত্তা ব্রজ-ভাষার পদের রচয়িতা হইতে পারেন না,—সেই যুক্তি অনুসারেই ব্রজ-বাসী দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ গোপাল ভট্ট গোস্বামীও 'গোপালদাস' ভণিতার বাকী ব্রজবুলী পদের রচয়িতা হইতে পারেন না। সুতরাং এই পদগুলির রচয়িতা যে কোন বাঙ্গালী হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। নায়িকা-ভেদ-বিষয়ক "রস-মঞ্জরী" নামক বাঙ্গালা গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা পীতাম্বর দাস 'রসকল্পবল্লী' গ্রন্থের রচয়িতার পুত্র বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন এবং রসমঞ্জরীতে গোপাল দাসের ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদও উদ্ধৃত করিয়াছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত রসমঞ্জরীর মুখবন্ধে সম্পাদক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় রসকল্পবল্লী হইতে উহার রচয়িতা রামগোপাল দাসের স্ব-পরিচয় নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

"চক্রপাণি মহানন্দ দুই মহাশয়।
নীলাচলে দুই ভাই প্রভুকে মিলয়॥
রঘুনন্দনের সেবক বলি প্রীতি করিলা।
দুই জনের মস্তকে নিজ চরণ ধরিলা॥
মহানন্দকে কহেন বৈষ্ণব অকিঞ্চন।
সেবাধর্ম্ম করি তুমি করহ সাধন॥
চক্রপাণিকে কহেন সংসারী বৈষ্ণব।
পুত্র পৌত্রাদি তোমার অনেক বৈভব॥
তাঁর আজ্ঞা পাঞা দুঁহে খণ্ডকে আইলা
শ্রীসরকার ঠাকুর অনেক পিরিতি করিলা॥
বৃন্দাবনচন্দ্র দিলা সেবা করিতে।
দুই ভাইর সেবা ধর্ম্ম ঘোষেন জগতে॥
চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র নাম নিত্যানন্দ।
বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবায় পরম আনন্দ॥

তাঁহার তনয় চতুর্ধুরী গঙ্গারাম।
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যাম রায় নাম॥
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র চতুর্ধুরী মদন রায়।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-কথা সদায় হিয়ায়॥
গোবিন্দলীলামৃত ভাষা কৈল পদাবলী।
নিরন্তর বাঞ্ছে বৈষ্ণব-পদ-ধূলি॥
তাঁহার কনিষ্ঠ রামগোপাল নাম।
কুলাঙ্গার কুশীল বিষয়-তৃষ্ণা-কাম॥
আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে।
বাণ-অঙ্গ-শর-ব্রহ্ম নরপতি শাকে॥ (১৫৬৫)
সপ্ত মাস অবলম্ব কার্ত্তিকে সম্পূর্ণ।" ইত্যাদি

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্ত শ্রীখণ্ডবাসী চক্রপাণি চৌধুরীর বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামগোপাল চৌধুরীই রস-কল্পবল্লীর রচয়িতা। তিনি 'গোপালদাস' ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। পদকল্পতরুর আলোচ্য পদগুলির রচয়িতা সম্ভবতঃ তিনিই হইবেন; কেন না, পদকল্পতরুর 'গোপালদাস' ভণিতার ৩৯৫ সংখ্যক পদেরই একটা রূপান্তর আমরা পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীর ৩৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত দেখিতে পাই। সাহিত্য-পরিষদের রস-মঞ্জরী অধুনা অপ্রাপ্য হওয়ায়, আমরা কৌতূহলী পাঠকগণের তুলনার সুবিধার জন্য ঐ পদটি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। রসমঞ্জরী ও পদকল্পতরুর সঙ্কলন-কালের মধ্যে ৫০ বৎসরের অধিক পার্থক্য ছিল না; এই অল্প কালের মধ্যেই গোপালদাসের এই পদের পাঠে কত পার্থক্য ঘটিয়াছে, দুইটি পদের তুলনা করিলে, তাহাও বুঝা যাইবে।

বিভাষ।

ছল করি বানীআ আপন ঘরে আনলু
তুহারি বচন পরমানে।
চারি চৌপর নিসি জাগি পুহাঅলু
আঅলি রাতি বিহানে॥
মাধব আজি তুহুঁ দেখলি বড় দুখ।
ভালহি আরতি নাহি কোই তোহে
হেরি পাঅলুঁ সুখ॥
ভালহি সিন্দুরে কাজরে সব পুরল
বদনহি দশনক রেখ।
হেরইতে তোহে মোহে লাজ লাগই
জাকর রাগ পরতেক॥
কমলিনী পাসর পরস রস ভাবলি
না বুঝলি মালতিক গন্ধ।
গোপাল দাস কহে উনমত না জানাএ
কিয়ে ফুলে কিয়ে মকরন্দ॥

রসমঞ্জরীর এই পদে পাঠের গোলযোগ হেতু দুই তিন স্থানে অর্থ-গ্রহ হয় না; কিন্তু পদকল্পতরুর পাঠে অর্থ বেশ বুঝা যায়। সুতরাং সর্ব্বত্র পুত্রের গৃহীত পাঠও প্রামাণিক বলিয়া গণ্য করা যায় না। বোধ হয়, অনভিজ্ঞ লিপিকরদিগের দোষেই রসমঞ্জরীর পাঠে এরূপ বিকৃতি ঘটিয়াছে। রসমঞ্জরী গ্রন্থে,—

"ভাল হৈল আরে বন্ধু আইলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলুঁ মুখ দিন যাবে ভালে॥"

ইত্যাদি চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত পদকল্পতরুর প্রসিদ্ধ ৪০০ সংখ্যক পদটি গোপালদাসের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে। দীনেশ বাবু এ জন্য গোপালদাস ও তাঁহার পুত্র পীতাম্বর দাসের উপর চৌর্য্য অপরাধের আরোপ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। বস্তুতঃ এই পদটা এত দিন চণ্ডীদাসের নামেই চলিয়া আসিতেছিল; কিন্তু বাসুলী-সেবক বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' গ্রন্থখানা আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হওয়ার পরে এখন চণ্ডীদাস-ভণিতার প্রচলিত পদগুলির অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, শুধু দুই একখানা পুথির ভণিতার উপর নির্ভর করিয়া কোনও সিদ্ধান্ত করা যায় না। "সই জানি কুদিন সুদিন ভেল।" ইত্যাদি চণ্ডীদাসের ভণিতার আর একটা পদও কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত-ভাবে রসমঞ্জরীর ৬১।৬২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। চণ্ডীদাস-ভণিতার রস-ভাবপূর্ণ উৎকৃষ্ট পদগুলি বড়ু চণ্ডীদাসেরই খাঁটি রচনা—এই মতটাকে সপ্রমাণ করার জন্য যিনি এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চেষ্টা ও আলোচনা করিতেছেন, বীরভূম-বাসী সুলেখক সেই শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত "বীরভূম-বিবরণ" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৬০।৬১ পৃষ্ঠায় এই পদ দুটির সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"উদ্ধৃত পদের রচনারীতি চণ্ডীদাসের অনুরূপ, ভাবের দিক্ দিয়াও ইহা অলঙ্কারশাস্ত্রের গতানুগতিক উদাহরণকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। তথাপি এই পদ আমরা গোপালদাসের রচিত বলিয়াই মনে করি। নান্নুর হইতে শ্রীখণ্ডের দূরত্ব অধিক নহে। সুতরাং গোপালদাসের উপর চণ্ডীদাসের প্রভাবের কথা না বলিলেও চলে। সে কালে কীর্ত্তন গানের যথেষ্ট প্রচার ছিল। চণ্ডীদাসের গান পিতার নামে চালাইলে ধরা পড়ার আশঙ্কাও কম ছিল না, আর তা ছাড়া একজন বৈষ্ণব-মানুষ শ্রীখণ্ডের সাধু-আবেষ্টনের মধ্যে বাস করিয়া পরের গান কি জন্য পিতার নামে প্রকাশ করিবেন? নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাসে খণ্ডিতার এই ধরণের আরো যে কয়টী গান আছে, সেগুলির সম্বন্ধেও আলোচনা হওয়া উচিত।"

পুনশ্চ—"কাহার পদ কাহার নামে চলিয়া গিয়াছে? গোপালদাস চণ্ডীদাসের পদের কিছু অদল বদল করিয়াছেন, না গোপালদাসের পদ কেহ জুড়িয়া তাড়িয়া চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়া দিয়াছে? এ বিষয়ে কোনোরূপ মন্তব্য দেওয়া বড় শক্ত।"

হরেকৃষ্ণ বাবু রসকল্পবল্লীর 'বাণ-অঙ্গ-শর-ব্রহ্ম নরপতি শকে' বাক্যের অর্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"অঙ্গ' শব্দে ষড়ঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ দুইই বুঝাইতে পারে। মহাপ্রভুর সম-সাময়িক রঘুনন্দনের শিষ্য চক্রপাণি হইতে রামগোপাল অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। এই হিসাবে এবং বৈদ্যপ্রধান খণ্ডের বৈষ্ণব অষ্টাঙ্গের সঙ্গেই বেশী পরিচিত বলিয়া আমরা ১৫৮৫ সংখ্যাই গ্রহণ করিলাম।"

বস্তুতঃ এক শতকে তিন পুরুষ ধরিয়া হিসাব করিলে রসকল্পবল্লীর রচনা-কাল ১৫৬৫ অথবা ১৫৮৫ শক—কোনটাই অসম্ভব না হইলেও এবং 'অঙ্গ' শব্দে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বা নবাঙ্গ ভক্তি—অনেক কিছুই বুঝা যাইতে পারিলেও বেদের শিক্ষা-কল্প প্রভৃতি ছয় অঙ্গই বিশেষ প্রসিদ্ধ বটে। এ অবস্থায় আমরা কাল্পনিক কারণে 'অঙ্গ' শব্দের একটা অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ অর্থ না ধরিয়া, এখানে 'ষড়ঙ্গ' অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত মনে করি। চক্রপাণিকে শ্রীমহাপ্রভুর ঠিক সম-বয়স্ক ধরিয়া লইলে এক শতকে তিন পুরুষের হিসাবে তাঁহাকে লইয়া পাঁচ

পুরুষে ১৪০৭+১৬৬=১৫৭৩ শক পর্য্যন্ত সম্ভবতঃ তাঁহার বৃদ্ধপ্রপৌত্র রামগোপাল জীবিত ছিলেন, অনুমান করা যাইতে পারে; সুতরাং এই হিসাবে রসকল্পবল্লী রচনার কাল ১৫৮৫ শাক না হইয়া ১৫৬৫ শক হওয়াই অধিক সম্ভবপর বটে। তবে চক্রপাণি শ্রীমহাপ্রভু হইতে অন্ততঃ ১৫ বৎসরের ছোট ছিলেন এবং রামগোপাল তাঁহার মৃত্যুর কেবল ২।৩ বৎসর পূর্ব্বে রসকল্পবল্লী রচনা করেন—এরূপ অনুমান করিলে তাঁহার পক্ষে ১৫৮৫ শাকে গ্রন্থ-রচনা অসম্ভব নাও হইতে পারে। এক শতকে তিন পুরুষ—ইহা একটা মোটামুটি গণনা; এই গণনায় দশ বিশ বৎসরের পার্থক্য ধর্ত্তব্য নহে। তবে হরেকৃষ্ণ বাবু পুরুষের হিসাব ও অন্য কাল্পনিক অজুহাতে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের সমীচীন কাল-নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করায়, আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। আমাদের বিবেচনায় পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীমহাপ্রভুর,—

"চক্রপাণিকে কহেন সংসারী বৈষ্ণব।
পুত্রপৌত্রাদি তোমার অনেক বৈভব॥"

বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, তৎসময়ে চক্রপাণির পৌত্রও জন্মিয়াছিল। মহাপ্রভু ৪৮ বৎসর বয়সে অপ্রকট হন। সুতরাং তাঁহার অপ্রকটের সম্ভবতঃ অনধিক দুই এক বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত নীলাচলে চক্রপাণির সাক্ষাৎকার ঘটে এবং তাঁহার বয়সও তখন ন্যূনপক্ষে ৪৫।৪৬ বৎসরের কম ছিল না, ইহা বেশ বুঝা যাইতে পারে। সুতরাং এ অবস্থায় পুরুষের হিসাবে ১৫৮৫ শাকে গ্রন্থ-রচনা রামগোপালের পক্ষে একান্ত অসম্ভব না হইলেও শ্রীমহাপ্রভুর উদ্ধৃত বাক্যের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে তাঁহার পক্ষে ১৫৮৫ শাক পর্য্যন্ত জীবিত না থাকাই অধিক সম্ভব বোধ হয়। বিশেষতঃ 'অঙ্গ' শব্দের প্রসিদ্ধ 'ষড়ঙ্গ' অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, কাল্পনিক কারণে অন্য অর্থ গ্রহণ করারও কোন হেতু দেখা যায় না; সুতরাং আমরা নানা কারণেই ১৫৬৫ শকে রসকল্পবল্লী রচিত হইয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত না করিয়া পারি না।

পদকল্পতরু ও রসমঞ্জরীতে এই গোপালদাসের যে নিঃসন্দিগ্ধ পদগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পড়িয়া হরেকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় আমাদেরও ধারণা জন্মিয়াছে যে, রামগোপাল ওরফে গোপাল দাসের পদের "রচনারীতি চণ্ডীদাসের অনুরূপ, ভাবের দিক্ দিয়াও ইহা অলঙ্কারশাস্ত্রের গতানুগতিক উদাহরণকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।" বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যেও দশ পাঁচটা গৌরবের বর্জ্জিত স্থল ব্যতীত অলঙ্কার শাস্ত্রের অন্ধ অনুবর্ত্তিতা ও বৈশিষ্ট্যহীন গতানুগতিকতারই অধিক্ উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং গোপালদাস যে তাঁহার কোন কোন পদে উহা ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় বটে। দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার কয়েকটী সুন্দর সুন্দর পদ যে জন্যই হউক, পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই। আমরা রসমঞ্জরী হইতে এরূপ একটী পদ তাঁহার কবিত্বের নিদর্শনস্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"সজনি ডাহিন নয়ান কেনে নাচে।
খাইতে সুইতে মুঞি সোয়াস্থ না পাইনুঁ
অকুশল হব জানি পাছে॥
শয়নে সপনে আমি ভয় যেন বাসি গো
বিনি দুখে চিন্তা উপজায়।
পিয় সখীর কথা সহনে না যায় গো
সুখ নাহি পাই নিজ গায়॥
নগর বাজারে সব কানাকানি করে গো
ঘরে ঘরে করে উতরোল।

কাহারে পুছিলে কেহ উতর না দেয় গো
কেহ নাহি কহে সাঁচা বোল ॥
আমারে ছাড়িয়া পিয়া বিদেশ যাইব গো
এহি কথা বুঝি অনুমানে।
গোপালদাসে কহে কহিতে লাগয়ে ভয়
কেবা জানি আইল বিমানে ॥" *

'গোপাল ভট্ট' ভণিতার দুইটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। গোপাল ভট্ট দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ বেঙ্কট ভট্টের পুত্র। তিনি তরুণ যৌবনেই শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করেন। ইহাঁর চরিত্র কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণিত হয় নাই; কিন্তু প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থকার নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচিত "আরে মোর প্রেমালয়" ইত্যাদি পদকল্পতরুর ২৩৬৯ সংখ্যক সুদীর্ঘ পদে ইহাঁর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য-ভয়ে ঐ পদটী এখানে উদ্ধৃত হইল না; জিজ্ঞাসু পাঠক উক্ত পদে গোপাল ভট্ট গোস্বামী মহোদয়ের অপূর্ব্ব প্রেম-ভক্তি-পূর্ণ চরিত্রের আস্বাদন করিবেন। পরবর্ত্তী কালে ইনি শ্রীবৃন্দাবনে সনাতন, রূপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ষট্‌ গোস্বামীর অন্যতমরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-স্মৃতি "হরি-ভক্তি-বিলাস" নামক গ্রন্থ সঙ্কলিত করেন। শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বৈষ্ণব আচার্য্য শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু এই গোপাল ভট্টের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। জগদ্বন্ধু বাবুর মতে ১৪২৫ শাকে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ভট্টমারি গ্রামে বেঙ্কট ভট্টের ঔরসে ইহাঁর জন্ম এবং ১৫০০ শাকে ইহাঁর তিরোভাব হয়। আমরা পদ-কর্ত্তা 'গোপালদাস' প্রসঙ্গে গোপাল ভট্টের পদের ভাষার বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার এই পদগুলির বিষয়ে আর বিশেষ কোন বক্তব্য নাই।

গোপাল ভট্ট

পদকল্পতরুতে 'গোপী' ভণিতার একটি মাত্র পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। পদকল্পতরুতে 'গোপীকান্ত' ও 'গোপী-রমণ' উভয় ভণিতার পদই পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং আলোচ্য পদ-কর্ত্তা গোপী সম্ভবতঃ উহাঁদিগের মধ্যেই একজন হইবেন। তিনি তাঁহার পদের শেষে যে ভাবে নিজের নামের সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাহাতে গোপী শব্দের দ্বারা কোন পদ-কর্ত্তা না বুঝাইয়া, শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-গমন দর্শনেচ্ছু কোন ব্রজগোপীকেও বুঝাইতে পারে। যথা,—

গোপী

"নাচিতে নাচিতে যায় নূপুর পঞ্চম গায়
পাঁচনি ফিরায় শিশুগণে।
হৈ হৈ রাখাল বলে শুনি সুখ সুরকুলে
গোপী বলে নাথ যায় বনে ॥"

বস্তুতঃ পদ-কর্ত্তারা অনেক সময়েই সুযোগ পাইলে এরূপ শব্দশ্লেষ দ্বারা একাধিক অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। পদ-কর্ত্তা 'বল্লভ' ওরফে হরিবল্লভ তাঁহার কোন কোন ভণিতায় এইরূপ কৌশলে 'বল্লভ' শব্দের প্রয়োগ করায় বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু 'বল্লভ' শব্দে গোপীদিগের বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ বুঝিয়া, ঐরূপ বল্লভ ভণিতার কয়েকটী পদ ভুলে বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এইরূপই ভণিতার অর্থের গোলযোগে পদকর্ত্তা তরণীরমণের একটি মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াও উহা 'রমণ' নামক কল্পিত পদকর্ত্তার পদরূপেই পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণগুলিতে চলিয়া গিয়াছিল। আমরা 'তরণীরমণ'

* কল্পিত কারণে রসমঞ্জরীতে সর্ব্বত্র 'নয়ান', 'সোয়াস্থ', 'ভয়', 'উপজায়' ইত্যাদি স্থলে 'নআন', 'সোআস্থ' 'ভঅ', উপজাঅ' ইত্যাদি মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা উহার পরিবর্ত্তে প্রচলিত বানান দিলাম।—সম্পাদক

ও 'বল্লভ' প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব। এখানে আমরা শুধু প্রসঙ্গ-ক্রমে ইহাই বলিতে চাহি যে, বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের ভণিতায় অনেক সময়েই অনেক রহস্য অন্তর্নিহিত থাকে; মনোযোগের সহিত পড়িলে, কাব্য-রসের সঙ্গে সঙ্গে উহা হইতে অনেক গূঢ় তত্ত্বও জানা যাইতে পারে।

পদ-কর্ত্তা গোপীকান্তের নিশ্চিত বৃত্তান্ত কিছু জানা যায় নাই। জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

গোপীকান্ত

"রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য হরিরাম আচার্য্যের পুত্র। ইনি পিতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন এবং পিতার ন্যায়ই কবি ও পদ-কর্ত্তা ছিলেন।" জগদ্বন্ধু বাবু অনেক স্থলের ন্যায় এখানেও তাঁহার এই উক্তির পোষক কোনও প্রমাণ প্রদর্শিত করেন নাই। যাহা হউক, গোপীকান্তের ২৩৮২ সংখ্যক পদে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর চরিত্রাস্বাদন করিয়াছেন।

"কনক-বরণ তনু প্রেম-মুরতি জনু
কণ্ঠহি তুলসিক মাল।
গৌর-প্রেম-ভরে অহনিশি আঁখি ঝুরে
হেরি কাঁপয়ে কলি-কাল॥
শ্রীমদ্ভাগবত উজ্জ্বল-গ্রন্থ যত
দেশে দেশে করিলা প্রচার।
পাষণ্ড অধমগণে করুণাবলোকনে
সভাকারে করল উদ্ধার॥
ভকত-প্রিয়োত্তম ঠাকুর নরোত্তম
রামচন্দ্র প্রিয় দাস।
অধম নিতান্ত গোপী- কান্ত-হৃদয়ে পহু
চরণ করহ পরকাশ॥"

গোপীকান্তের এই বর্ণনা ও ভণিতার কলির প্রার্থনা অধিক পরবর্ত্তী সাধারণ একজন বৈষ্ণব পদকর্ত্তার বলিয়া মনে হয় না; ইহা যেন শ্রীনিবাস আচার্য্যের সমসাময়িক কোন ভক্তের বর্ণনা ও প্রার্থনা। শ্রীনিবাস আচার্য্য ও রামচন্দ্র কবিরাজের মধ্যে গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ থাকিলেও উভয়ের বয়সে অধিক পার্থক্য ছিল না। সুতরাং রামচন্দ্র কবিরাজ গোপীকান্তের পিতার গুরু হইলে, তিনি সম্ভবতঃ বাল্য-কালে শ্রীনিবাস আচার্য্যকে প্রাচীন অবস্থায় দেখিয়া থাকিবেন। বালকের হৃদয়ে আচার্য্য প্রভুর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ প্রেমময় মূর্ত্তিটী একটা মোহ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল; তাই বুঝি তিনি পরবর্ত্তী সময়ে তাঁহার সেই ক্ষীণ স্মৃতিটাকে চির-কাল হৃদয়ে জাগরূক করিয়া রাখার জন্যই নিত্য-লীলা-প্রবিষ্ট আচার্য্য প্রভুর শ্রীচরণে ব্যাকুল-হৃদয়ে এই কাতর-প্রার্থনা জানাইয়াছেন। এই ভাবে দেখিলেই গোপীকান্তের এই পদটার প্রকৃত রসাস্বাদন করা যায়। সুতরাং আমরাও বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে এই গোপীকান্তকে পদকর্ত্তা হরিরামের পুত্র বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছি। হরিরাম দাসের দুইটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে তাঁহার ৫৮৬ সংখ্যক "অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা" ইত্যাদি পদটি প্রতিবিম্ব-দৃষ্টে শ্রীরাধার নির্হেতু মানের গৌরচন্দ্র বটে। তাঁহার পুত্র গোপীকান্তের ৫৯৭ ও ৫৯৮ সংখ্যক পদ দুইটিও দিনান্তরের সেই নির্হেতু বিচিত্র মান ও উহার বিচিত্র অবসানের বর্ণনাত্মক। বোধ হয়, পিতা ও পুত্র উভয়েই মানের পালা রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদাস উহা হইতে পদ উদ্ধৃত করিতে যাইয়া, পিতা ও পুত্র উভয়েরই সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। উক্ত পদগুলি একই বিষয়ের এবং পদকল্পতরুতে একই স্থলে (২য় শাখার ২২শ পল্লবে)

সন্নিবেশিত হইয়াছে; ইহা হইতেও আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত অনুমান সমর্থিত হইতেছে। পদকল্পতরুর উদ্ধৃত পিতা ও পুত্রের এই পদগুলি পড়িলে পিতা অপেক্ষা পুত্রেরই অধিক কৃতিত্ব স্বীকার করিতে হয়। "পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ং" এই সমীচীন নীতি অনুসারে এ জন্য পিতা হরিরামেরই ভাগ্যের প্রশংসা করিতে হইবে; কেন না, "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্"।

গোপীরমণ

গোপীরমণের শুধু একটিমাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। গোপীরমণ পদকল্পতরুর ১৮ সংখ্যক পদে বৈষ্ণবদাসের "জয় জয় গোপীরমণ রসায়ন উজ্জ্বল-মুরতি নিতান্ত।" বর্ণনায় এক গোপীরমণের উল্লেখ আছে। উদ্ধব দাসের ৩০৯২ সংখ্যক পদেও তাঁহারই উল্লেখ দেখা যায়, যথা—

"শ্রীগোপীরমণ নাম ভগবান গোকুলাখ্যান
ভক্তিগ্রন্থ কৈলা পরকাশ॥"

বোধ হয়, ইনিই পদকর্ত্তা গোপীরমণ। তিনি ভাবী বিরহ-বর্ণনার এই ১৬০৮ সংখ্যক—

"মো যদি কখন ঘুমের আলসে
শুতিয়ে সে তনু লাগি।
মোর অঙ্গ-জল বসনে মোছয়ে
রজনী পোহায় জাগি॥"

ইত্যাদি সুন্দর পদে শ্রীরাধার মুখে তাঁহার সোহাগের উজ্জ্বল চিত্রটি পরিস্ফুট করিয়া, ভাবী বিরহের তমসাবৃত চিত্রেরই অসহনীয়তা ঘনীভূত করিয়াছেন। গোপীরমণ যিনিই হউন না কেন, তাঁহার এই একটীমাত্র পদই তাঁহার কৃতিত্বের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাসেরও সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

গোবর্দ্ধন

পদকর্ত্তা গোবর্দ্ধনের ষোলটি পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু প্রশংসনীয় অনুসন্ধানের ফলে কয়েকজন গোবর্দ্ধনের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"গোবর্দ্ধন দাস—এই নামে আমরা চারিজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইয়াছি। (১) কবি রাধাবল্লভ দাস একটি পদে গোবর্দ্ধন দাসকে রঘুনাথ দাসের পিতা ও চাঁদপুর গ্রামবাসী বলিয়াছেন। ইহাঁর গৃহে যবন হরিদাস বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। (২) জয়পুরের গোকুলচন্দ্র বিগ্রহের প্রধান কীর্ত্তনিয়া ও পদকর্ত্তা। ইনি ১৭০০ শকের লোক বলিয়া বিখ্যাত। (৩) নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য কবি গোবর্দ্ধন দাস। ইহাঁর সম্বন্ধে প্রেমবিলাস বলেন, "গোবর্দ্ধন ভাণ্ডারী শাখা সর্ব্বত্র বিদিত। মহাশয় করে তারে অতিশয় প্রীত॥" আবার নরোত্তমবিলাস গ্রন্থ বলেন,—"জয় শ্রীভাণ্ডারী গোবর্দ্ধন ভাগ্যবান্। যেঁহ সর্ব্বমতে কার্য্য করে সমাধান॥" (৪) রসিক-মঙ্গল পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এক গোবর্দ্ধন দাস শ্রীমৎ শ্যামানন্দ পরিবারভুক্ত ব্যক্তি ছিলেন।" বলা বাহুল্য যে, অনুসন্ধান করিলে এরূপ আরও অনেক গোবর্দ্ধনের উল্লেখ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু উহা হইতে তাঁহাদিগের মধ্যে কে কে পদ-রচনা করিয়াছেন, নিশ্চিত বলা যায় না। (১) রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা গোবর্দ্ধন বাঙ্গালার নবাবের একজন পরাক্রান্ত ইজারাদার ছিলেন। তাঁহার বার্ষিক আয় বারো লক্ষ টাকা ছিল বলিয়া জানা যায়। তিনি যে একজন বৈষ্ণব-কবি ছিলেন, কোথাও এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না; নতুবা অন্ততঃ জগদ্বিখ্যাত পুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সংশ্রবে কোন না কোন গ্রন্থকার পিতা গোবর্দ্ধনের কবিত্ব-খ্যাতির উল্লেখ করিয়া যাওয়া একান্ত সম্ভব ছিল। (২) জয়পুরের গোবর্দ্ধন বাঙ্গালী ছিলেন কি না এবং তিনি বাঙ্গালা ও ব্রজবুলীর পদ-রচনা করিয়াছেন কি না, সে সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই। (৩) নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য গোবর্দ্ধন সম্বন্ধে জগদ্বন্ধু বাবু 'প্রেমবিলাস' ও 'নরোত্তমবিলাস' হইতে যে দুইটি

পদাবলী উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা হইতে তাঁহার ভাণ্ডারের কর্তৃত্বকুশলতারই পরিচয় জানা যায়। তিনি পদকর্ত্তা হইলে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে সে বিষয়ের কোনও উল্লেখ না থাকার কি কারণ আছে? থাকিলে, সে উল্লেখ কোথায় ও কিরূপ? (৪) রসিক-মঙ্গলের উল্লিখিত গোবর্দ্ধন যে পদকর্ত্তা ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং আমরা চারি জন গোবর্দ্ধন পাইলেও পদকর্ত্তা গোবর্দ্ধনের সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোন সংবাদই পাই নাই— ইহা না বলিয়া উপায় নাই। গোবর্দ্ধন যিনিই হউন, তাঁহার বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী উভয়বিধ পদ-রচনায়ই কৃতিত্ব ছিল। তাঁহার ১৪৫৪ সংখ্যক—

"গৌর-বরণ হিরণ-কিরণ
অরুণ বসন তায়।
রাতা উতপল নয়ন যুগল,
প্রেম-ধারা বহি যায়॥"

ইত্যাদি সুললিত বাঙ্গালা পদে শ্রীমহাপ্রভুর ভাব-গম্য সুন্দর চিত্রটি অল্প কথায় বেশ ফুটিয়াছে। তাঁহার ১৫৭৩ সংখ্যক—

"গৌর সুন্দর পরম মনোহর
শ্রীবাস পণ্ডিত-গেহ"।

ইত্যাদি পদে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে শ্রীমহাপ্রভুর যে অভিষেক-লীলা বর্ণিত হইয়াছে, উহাতেও বেশ স্বাভাবিকতা দেখা যায়। গোবর্দ্ধনের বেশীর ভাগে হোরি-লীলার পদই পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। গোবর্দ্ধনের ১৪৭৯ সংখ্যক বসন্ত-বিহারের ব্রজ-বুলীর পদে পাঠক তাঁহার সুন্দর রচনা ও বর্ণনার পরিচয় পাইবেন। আমরা নিম্নে ঐ পদটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

বিহড়গা।

বিহরে শ্যাম নবিন কাম সরস কুসুম সরস সুষম
নবিন বৃন্দা-বিপিন ধাম সরস কাননে ভেলি উদয়
সঙ্গে নবিন নাগরিগণ রসে উনমত ঝঙ্কতি কত
নব ঋতু-পতি-রাতিয়া। সরস ভ্রমর-পাঁতিয়া॥
নবিন গান নবিন তান মধুর কেলি মধুর মেলি
নবিন নবিন ধরই মান মধুর মধুর করয়ে খেলি
নৌতুন গতি নৃত্যতি অতি মধুর যুবতি মাঝে মধুর
নবিন নবিন ভাতিয়া॥ শ্যামর-গৌরি-কাঁতিয়া।
ইঙ্গিত সরস মধুর ভাষ কিবা সে ছহুঁক বদন-ইন্দু
সরসে পরশে করু বিলাস তাহে শ্রম-জল বিন্দু বিন্দু
রসবতি ধনি রস-শিরোমণি আনন্দে মগন গৌবর্দ্ধন
সরস রভসে মাতিয়া। হেরিয়া ভরল ছাতিয়া॥"

পদ-কর্ত্তা গোবিন্দ ঘোষের ছয়টি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি এই পদগুলিতে তাঁহার নামের

গোবিন্দ ঘোষ

সঙ্গে সঙ্গে ঘোষ উপাধির উল্লেখ করায়ই তাঁহার এই পদগুলি চিনিতে অসুবিধা ঘটে নাই। তিনি যদি ঘোষের পরিবর্ত্তে 'দাস' উপাধি দিয়া পদ-রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই পদ গোবিন্দ দাস ভণিতার পদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে, উহা এখন চিনিয়া

বাহির করা সহজ নহে। তবে কথা এই যে, মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজের 'গোবিন্দদাস' ভণিতাযুক্ত প্রায় সকল পদেই ভাষা ও ভাবের এমন একটা নিজস্ব ছাপ আছে যে, উহার সহিত অন্যের পদ মিশিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। পদকর্ত্তারা অনেক সময়েই ছন্দের অনুরোধে ভণিতায় পূর্ণ নামের সংক্ষেপ করিতে বা উপাধির উল্লেখ না করিয়া, শুধু দীনতা-সূচক 'দাস' শব্দের ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 'ঘোষ' ও 'দাস' শব্দ দুইটী সম-অক্ষর ও সম-মাত্রাবিশিষ্ট হওয়ায় পদ-কর্ত্তা গোবিন্দ ঘোষের পক্ষে ছন্দের অনুরোধে 'দাস' শব্দের ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় নাই। গোবিন্দ ঘোষ মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ—তিন ভ্রাতাই শ্রীমহাপ্রভুর সম-সাময়িক ও তাঁহার পরম ভক্ত ছিলেন। ইহাঁদিগের তিন জনের পদই পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাঁরা সকলেই নামের পরে সুবিধা পাইলে 'ঘোষ' উপাধির উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই। সুতরাং গোবিন্দ ঘোষ, গোবিন্দ দাস ভণিতা দিয়া কোনও পদ রচনা করেন নাই বলিয়াই আমাদিগের অনুমান হয়। তবে এই গোবিন্দ ঘোষ ছাড়া গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি অনেক গোবিন্দই যে 'গোবিন্দ দাস' ভণিতা দিয়া পদ-রচনা করিয়াছেন, উহাতে সন্দেহ নাই। আমরা 'গোবিন্দ দাস (ওরফে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী)' প্রসঙ্গে ঐ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

জগদ্বন্ধু বাবু 'বাসুদেব ঘোষ' প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, "ইহাঁর অপর দুই সহোদরের নাম মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ। কোন কারণে বাসুদেব ঘোষের পিতা কুমারহট্টে আসিয়া বাস করেন; পরে তথা হইতে তিন ভ্রাতা নবদ্বীপে আসিয়া অবস্থিতি করেন। ইহাঁরা তিন জনই শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক, তিন জনেই গৌরাঙ্গভক্ত এবং গৌরাঙ্গ-গঠিত সঙ্কীর্ত্তন দলের মূলগায়ক ছিলেন। ইহাঁদিগের নবদ্বীপবাসের ইহাই প্রধান কারণ বলিয়া অনুমান হয়। তিন ভ্রাতাই পদকর্ত্তা এবং তিন ভ্রাতাই সুকণ্ঠ সঙ্গীতকার ছিলেন। চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের নানা স্থানে তিন ভ্রাতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিন ভ্রাতাই শ্রীগৌরাঙ্গের গণ; কিন্তু গোবিন্দ ভিন্ন অপর দুই ভ্রাতা প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে গৌড়মণ্ডলে নাম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহারা নিত্যানন্দ-পরিবারমধ্যেও গণ্য। চৈতন্যচরিতামৃতে যথা,—

> নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলা যবে গৌড়ে যাইতে।
> মহাপ্রভু এই দুই দিলা তাঁর সাথে ॥
> অতএব দুই গণে দোঁহার গণন।
> মাধব বাসুদেব ঘোষের এই বিবরণ ॥"

আমরা স্থানান্তরে* গোবিন্দ ঘোষের পদগুলির সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখানে উহাই উদ্ধৃত করিলাম,—"গোবিন্দ ঘোষের সকল পদই গৌরাঙ্গ বিষয়ক ও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত; উহাদিগের কবিত্ব যেরূপই হউক, গৌরাঙ্গ-ভক্ত ও পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের নিকট এই পদগুলি অমূল্য। মহাপ্রভুর বঙ্গভাষায় জীবন-চরিত-লেখকগণ কেহই তাঁহার সম-সাময়িক নহেন; তাঁহাদিগের বর্ণিত বিবরণের সত্যতার জন্য তাঁহাদিগকে সম-সাময়িক ব্যক্তিগণের লিখিত ও মৌখিক বৃত্তান্তের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। গোবিন্দ ঘোষের পদগুলি সেরূপ নহে। গোবিন্দ ঘোষের পদাবলীতে মহাপ্রভুর জীবনের যে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে, গোবিন্দ ঘোষ সে সকল নিজ চক্ষে দেখিয়াছেন, এরূপ বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। যাহারা মহাপ্রভুর জীবনচরিতের ঐতিহাসিকতার সমালোচনা করিবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে গোবিন্দানন্দ, বাসুদেব, মাধব, রামানন্দ বসু প্রভৃতি মহাপ্রভুর সম-সাময়িক ব্যক্তিগণের বর্ণিত বিবরণ সহ গোবিন্দ ঘোষের পদাবলী যত্নের সহিত আলোচ্য বটে।"

---

* "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ" শীর্ষক প্রবন্ধ—১৩১৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২য় সংখ্যা।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী 'গোবিন্দ দাস' ও 'গোবিন্দ দাসিয়া' ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার কোন কোন পদ 'গোবিন্দ দাস' ভণিতার পদাবলীর সহিত মিশিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার পদামৃতসমুদ্রের টীকায় ১৩৩,২৬৭।২৭৭ ও ১২৫৬ সংখ্যক পদগুলি গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রচিত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করায়, আমরা এই পদগুলিকে তাঁহার নামে নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ১৮০৮—১৮১৩ সংখ্যক পদগুলি পদকল্পতরুর একটা সুদীর্ঘ বারমাসী পদের অন্তর্গত আশ্বিন হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত ছয় মাসের বর্ণনা। বৈষ্ণব দাস এই পদ ও ইহার ন্যায় আর কয়েকটী সুদীর্ঘ বারমাসী পদের প্রত্যেকটিকে বারোটি পদ বলিয়া গণিত করায় গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, উক্ত ছয় মাসের যে বর্ণনা করিয়াছেন, উহা ছয়টি পদরূপে গণিত হইয়াছে।

গোবিন্দ দাস
(ওরফে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী)

এই সুদীর্ঘ পদটীর শেষে বৈষ্ণব দাস মন্তব্য লিখিয়াছেন,—"অত্র চাতুর্ম্মাস্যং বিদ্যাপতিঠক্কুরস্য ততো মাস-দ্বয়ং গোবিন্দদাসকবিরাজঠক্কুরস্য ততোঽবশিষ্টমাস-ষট্‌কং গোবিন্দ-চক্রবর্ত্তিঠক্কুরস্য বর্ণনং।"* পদটী বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে কবি-ত্রয়ের রচনা ও বর্ণনার বৈশিষ্ট্য বেশ বুঝা যাইবে। বস্তুতঃ সহৃদয় পাঠক মনোযোগের সহিত পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই পদের উক্ত তিনটি অংশ কোন মতেই একজন কবির রচনা হইতে পারে না। চৈত্র হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত চারি মাসের বর্ণনার ছন্দ বিদ্যাপতির নিজস্ব। বাঙ্গালা ব্রজ-বুলীতে শুধু বিদ্যাপতির অনুকরণেই এই নবীন ছন্দটী প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। শচীনন্দনের গৌরাঙ্গবিষয়ক "ইহ পহিল মাঘক মাহ। সব ছোড়ি চলু মঝু নাহ।" ইত্যাদি (পদকল্পতরুর ১৭৬৫—১৭৭৬ সংখ্যক বারমাসী পদ) ও সেইরূপ আর দুই একটা পদ ছাড়া বাঙ্গালা কবিতায় উহার দৃষ্টান্ত বিরল। পক্ষান্তরে বিদ্যাপতির নিঃসন্দিগ্ধ মৈথিল পদেও এই ছন্দের প্রায় অনুরূপ কবিতা পাওয়া গিয়াছে; দৃষ্টান্ত স্থলে নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণের নানাবিষয়ক পদাবলীর ২।৪ ও ৫ সংখ্যক পদগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতির রচিত ১৮০২—১৮০৫ সংখ্যক পদ অর্থাৎ পদাংশগুলিতে তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক মৈথিল ভাষার রীতি-সিদ্ধ শব্দ-যোজনা এবং

"পিপিহ্ন পাখিয় পিয়াসে পীড়িত
সতত পিউ পিউ রাবিয়া।
(পিয়)-নাদ শুনি চিত চমকি উঠয়ে
পিয়া সে পেখি ন পাইয়া॥"

ইত্যাদি বাক্যের সরল কবিত্ব-পূর্ণ বর্ণনা অন্যের পক্ষে সুসাধ্য নহে। গোবিন্দ কবিরাজের শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস-দ্বয়ের বর্ণনাত্মক পদাংশ-দ্বয়ে তাঁহার স্বাভাবিক শব্দের ঝঙ্কার, অনুপ্রাসের—বিশেষতঃ 'নৈরাশ বাসর', 'ঝলকে দামিনি পলকে কামিনি' ও 'ভাদরে বাদর' ইত্যাদিরূপ ছেকানুপ্রাসের অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য তাঁহার নিজস্ব বটে। তাঁহার এই শ্রাবণ ও ভাদ্রের বর্ণনার সহিত তুলনা করার জন্য আমরা তাঁহার নিঃসন্দিগ্ধ "আঘণ মাস" ইত্যাদি ১৮১৪ সংখ্যক পদের বর্ষার বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করিব।

"পাপী শাওন মাস।
বিরহিণি-জিবন নৈরাশ॥ ধ্রু।

---

* বৈষ্ণবদাসের এই মন্তব্য উহার পরবর্ত্তী গোবিন্দ কবিরাজের ১৮১৪ সংখ্যক "আঘণ মাস রাস-রস-সায়র নায়র মাথুর গেল" ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য মনে করিয়া নগেন্দ্র বাবু তাঁহার একটা প্রবন্ধে ঐ পদটাকেই ভুলে উক্ত তিন কবির রচিত মনে করিয়াছেন। সং

নৈরাশ বাসর রজনি দশ দিশ
গগনে বারিদ ঝম্পিয়া।
ঝলকে দামিনি পলকে কামিনি
হেরি মানস কম্পিয়া ॥
পাপ ডাহুকি ডহুকে ডাকই
মউর নাচত মাতিয়া।
একলি মন্দিরে অনিঁদ লোচনে
জাগি সগরিহ রাতিয়া ॥
রাতি দিবসে রহু ধন্দ।
ভাদরে বাদর মন্দ ॥ ধ্রু।
মন্দ মনসিজ মনহি দহ দহ
দহই মারুত মন্দ।
তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর
হমারি লোচন-ছন্দ ॥
উছল ভূধর পূরল কন্দর
ছুটল নদ নদি সিন্ধুয়া।
হাম সে কুলবতি পরক যুবতি
গমনে জগ ভরি নিন্দুয়া ॥"

এখন ১৮১৪ সংখ্যক পদের বর্ণনা দেখুন,—

"মাস আষাঢ় গাঢ় বিরহানল
হেরি নব নীরদ-কাঁতি।
নীরদ-মুরতি নয়নে যব লাগয়ে
নিঝরে ঝরয়ে দিন-রাতি ॥
শাঙনে সঘনে গগনে ঘন-গরজন
উনমত দাহুরি-বোল।
চমকিত দামিনি জাগয়ে কামিনি
জীবন কণ্ঠহি কোল ॥
ভাদরে দর দর দারুণ দুরদিন
ঝাঁপল দিনমণি চন্দ।
শীকর-নিকরে থীর নহ অন্তর
দহই মনোভব মন্দ ॥"

উদ্ধৃত অংশ-দ্বয়ে রচনা ও ভাবের সাদৃশ্য এতই সুস্পষ্ট যে, আমরা উহা ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইতে যাইয়া পাঠকদিগের বোধ-শক্তির অবমাননা করিব না।

যদিও মহাকবি-দ্বয়ের সহিত তুলনা করিতে গেলে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের প্রতি একটু অন্যায় করা হয়, কিন্তু তিনি যখন ইচ্ছা করিয়াই বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের আসরে গান গাহিতে নামিয়াছেন, তখন রসজ্ঞ পাঠক

তাঁহার গীতেরও একটু পরিচয় লউন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী জগদ্বিখ্যাত সঙ্গীত-কার-দ্বয়ের সমকক্ষ না হইয়াও তিনি যদি কোন প্রকারে আসর রক্ষা করিয়া যাইতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহাও তাঁহার পক্ষে অল্প গৌরবের বিষয় হইবে না। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী শরৎকালের বর্ণনায় গাহিয়াছেন,—

"নিন্দু আপন পরভাস।
ভৈগেল আশিন মাস॥ ধ্রু।
মাস গণি গণি আশ গেলহি
শ্বাস রহু অবশেষিয়া।
কোন সমুঝব হিয়ক বেদন
পিয়া সে গেল পরদেশিয়া॥
সময় শারদ চাঁদ নিরমল
দীঘ দীপতি রাতিয়া।
ফুটল মালতি কুন্দ কুমুদিনি
পড়ল ভ্রমরক পাঁতিয়া॥
পাতিয় শমনক লাই।
আওল কাতিক ধাই॥ ধ্রু।
ধাই ষটপদ লাই পছমিনি
পাই কিয়ে রস-মাধুরি।
ওহি নিশঙ্কহি সঘনে চুম্বই
কোন বুঝে অছু চাতুরি॥
যবহুঁ পিয়া মঝু নেহ করলহি
মেহ চাতক রীতিয়া।
পিয়াসে দুরহি রোয়ে পাপিনি
ওই রহল কি রীতিয়া॥"

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বাকি চারি মাসের বর্ণনা আমরা বাহুল্য-ভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না; কৌতূহলী পাঠক পদকল্পতরুর ১৮১০—১৮১৩ সংখ্যক পদাংশগুলিতে উহা দেখিবেন। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী এই পদের উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

"মোয় হেরি সখি সব কোই।
চৌঠ মাস বহু রোই॥
রোই ঝর ঝর নিঝর লোচন
বিষম অব দো মাস।
কতিহুঁ অন্তর ততহি রহলিহ
হমারি গোবিন্দদাস॥
আধ বরিখহি তাহি পাঁমরি
দাস গোবিন্দ দাসিয়া।

অবহুঁ তব অব কবহুঁ ন পাওব
রহল করমক নাশিয়া ॥"

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী তাঁহার কাব্য-রচনার গুরু গোবিন্দ কবিরাজের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। অনুকরণ হিসাবে সে চেষ্টা একবারে বিফল হয় নাই; তথাপি আসলে আর নকলে কত প্রভেদ! গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর ব্রজ-বুলীতে ভাষার জড়তা ও অস্পষ্টতা আছে; সে জন্য অনেক স্থলেই তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে কষ্ট হয়। তথাপি তাঁহার উপসংহারের "বিষম অব দৌ মাস," "হমারি গোবিন্দদাস" ও ভণিতার "পামরি দাস গোবিন্দ দাসিয়া" বাক্যগুলি দ্বারা মাঝের মাস দ্বয়ের বর্ণনা যে, তাঁহার শ্রদ্ধেয় গোবিন্দ দাসের ও বাকি 'আধ বরিখ' অর্থাৎ ছয় মাসের বর্ণনা অধম ভৃত্য গোবিন্দ দাসিয়ার অর্থাৎ নিজের কৃত, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। গোবিন্দ কবিরাজের প্রায় পাঁচ শত নিঃসন্দিগ্ধ পদের মধ্যে তিনি কোথাও নিজকে 'পামরি' বা তুচ্ছতা-সূচক 'গোবিন্দ দাসিয়া' নামে উল্লেখ করেন নাই। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর এই পদ কয়েকটির মধ্যে তিনি ২৬৭ ও ১৮১৩ সংখ্যক পদে নিজেকে "পামরি গোবিন্দদাসিয়া" ও ১৯৫৬ সংখ্যক পদে শুধু 'গোবিন্দ দাসিয়া' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং এটাকে তাঁহার ভণিতার একটা বিশেষত্ব মনে করা যাইতে পারে।

এই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর প্রসঙ্গে জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—"ইনি বোরাকুলী গ্রামবাসী। পূর্ব্ববাস মহুলা গ্রামে ছিল। ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ও ভক্ত। ভক্তিরত্নাকরে যথা—

"আচার্য্যের অতি প্রিয় শিষ্য চক্রবর্ত্তী।
গীতবাদ্যবিদ্যায় নিপুণ ভক্তিমূর্ত্তি ॥"

তত্ত্বনিধি মহাশয় * বলেন, "গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গীত চর্চ্চার ভাব ও প্রাবল্য দর্শনে সকলে তাঁহাকে ভাবক চক্রবর্ত্তী নামে ডাকিতেন।" ইহাঁর কৃত পদ গোবিন্দ কবিরাজের পদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, বাছিয়া বাহির করিবার যো নাই। পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখা ৯ম পল্লবে "শ্রীরাধার দ্বাদশমাসিক বিরহ" বর্ণনের একটী সুদীর্ঘ পদ আছে। বৈষ্ণবদাস তৎসম্বন্ধে বলেন,—"অথ চাতুর্ম্মাস্যং বিদ্যাপতিঠক্কুরস্য বর্ণনং" ইত্যাদি।

বোধ হয়, এই পদ-কর্ত্তা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধেই বৈষ্ণবদাস তাঁহার ১৮ সংখ্যক বন্দনার পদে লিখিয়াছেন,—

"জয় জয় যুগল- পিরিতিময় শ্রীযুত
চক্রবর্ত্তী গোবিন্দ।
গৌর-গুণার্ণবে ঘূরত অহনিশি
জনু মন্দার গিরীন্দ্র ॥"

পদকর্ত্তা উদ্ধব দাসও তাঁহার ৩০৯২ সংখ্যক পদে এই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

"শ্রীদাস গোকুলানন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রীগোবিন্দ
শ্রীরামচরণ শ্রীল ব্যাস।"

এই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী তাঁহার গুরু-ভাই গোবিন্দ কবিরাজের সহিত পরামর্শ করিয়াই বিদ্যাপতির পূর্ব্বোক্ত "গাবই সব মধু-মাস" ইত্যাদি অসম্পূর্ণ পদের বাকি অংশ ভাগাভাগি করিয়া পূরণ করিয়াছিলেন, ইহাই অনুমান

* শ্রীহট্টের মৈনানিবাসী শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়—যাঁহার নিকট হইতে জগদ্বন্ধু বাবু অনেক বৈষ্ণব পদকর্ত্তার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সং

হয়; নতুবা গোবিন্দ কবিরাজ ঐ পদের পুরণ করিতে যাইয়া শুধু দুই মাসের বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হইবেন কেন কিংবা তিনি বাকি আট মাসের বর্ণনা করিয়া থাকিলে শেষ ছয় মাসের বর্ণনা গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর নিকট অপ্রাপ্য হইবে কেন, ইহা একান্ত দুর্বোধ্য বটে। সুতরাং "এই বারমাস্তার পদগুলি বিদ্যাপতির ছিল; কালক্রমে তাহার লোপ হওয়াতে কবিরাজ ঠাকুর তাহা পূর্ণ করেন এবং তাহাও অপূর্ণাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়াতে চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কর্ত্তৃক ছয়টী পদ রচিত হয়," তত্ত্বনিধি মহাশয়ের এই অনুমান আমরা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী যে গোবিন্দ কবিরাজের গুরু-ভাই এবং সমকালীন ব্যক্তি, বোধ হয় সেই কথাটা বিস্মৃত হওয়াতেই সুবিজ্ঞ তত্ত্বনিধি মহাশয়েরও অনুমানে ভ্রম হইয়া থাকিবে।

শ্রীমহাপ্রভুর সম-সাময়িক ভক্ত গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী কিংবা পূর্ব্ব-বর্ণিত গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকে রাধামোহন ঠাকুর টীকার "চক্রবর্ত্তি-ঠকুর" শব্দে লক্ষ্য করিয়াছেন, সে বিষয়েও সন্দেহ হইতে পারে। আমাদিগের "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ" প্রবন্ধে আমরা ১৩৩।২৬৭।২৭৭ ও ১৯৫৬ সংখ্যক পদগুলি মহাপ্রভুর সম-সাময়িক ভক্ত গোবিন্দানন্দ চক্রবর্ত্তীর রচিত বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু মহাপ্রভুর জীবদ্দশায় ব্রজ-বুলীর সৃষ্টি হয় নাই। রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার টীকায় 'গোবিন্দানন্দ' নাম উল্লেখ না করিয়া শুধু "চক্রবর্ত্তি-ঠকুর" লিখিয়াছেন; ভণিতায় 'গোবিন্দ' ছাড়া 'গোবিন্দানন্দ' নাম নাই এবং ১৮১৩ সংখ্যক ব্রজ-বুলীর পদের উপসংহারের উক্তি অনুসারে ঐ পদের রচয়িতা 'পামরি গোবিন্দ দাসিয়া'কে গোবিন্দ কবিরাজের সম-সাময়িক মনে না করিয়া পারা যায় না; সুতরাং ভণিতার পূর্ব্বোক্ত বৈশিষ্ট্য দ্বারা ২৬৭ সংখ্যক পদটিও সেই 'পামরি গোবিন্দ দাসিয়া' অর্থাৎ গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রচিত বলিয়াই অনুমান করা সঙ্গত—এই সকল কারণে আমরা এখন আমাদিগের পূর্ব্ব-মত পরিত্যাগ করিয়া বোরাকুলীর গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীকেই আলোচ্য পদগুলির রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলাম।

গোবিন্দ দাস

শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে গোবিন্দ কবিরাজ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। 'ভক্তিরত্নাকর', 'প্রেমবিলাস', বাঙ্গালা 'ভক্তমাল' প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেই তাঁহার উল্লেখ দেখা যায়। তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু ও জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা সম্বন্ধে ঐ সকল গ্রন্থে কোনও বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। সামান্য যাহা কিছু পাওয়া যায়, উহার মধ্যেও অনেক অনৈক্য আছে। সুতরাং মহাকবি গোবিন্দদাসের জীবন-বৃত্তান্ত অনেক পরিমাণেই সন্দেহপূর্ণ মনে হয়। যাহা হউক, জগদ্বন্ধু বাবু গোবিন্দ কবিরাজের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে তাঁহার গৌরপদ-তরঙ্গিণী গ্রন্থের উপক্রমণিকায় যাহা লিখিয়াছেন, ঐ গ্রন্থখানা ইদানীং দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ঐ বিবরণটী কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইলেও অনুসন্ধিৎসু পাঠকদিগের সুবিধার জন্য আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"গোবিন্দ কবিরাজ—ভক্তমাল, প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, সারাবলী, কর্ণানন্দরস, মুক্তাচরিত, অনুরাগবল্লী, নরোত্তমবিলাস ও শ্রীনিবাসচরিত গ্রন্থে ইহাঁর কোন না কোন বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আমরা দুই তিনখানির বিশেষ সাহায্য লইব। ভক্তমাল মতে গোবিন্দ জ্যেষ্ঠ, রামচন্দ্র কবিরাজ কনিষ্ঠ এবং ইহাঁরা বুধরী গ্রামবাসী। উক্ত গ্রন্থ মতে ইহাঁরা উভয় ভ্রাতাই প্রথমে শাক্ত ছিলেন, রামচন্দ্রের বিবাহান্তে গৃহে প্রত্যাগমনকালে পথে শ্রীনিবাসাচার্য্যের সহিত দেখা হয়। রামচন্দ্র অতি রূপবান্ পুরুষ ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য বলিয়াছিলেন, 'এমন সুন্দর পুরুষ যদি কৃষ্ণভজন করেন, তবে রূপ সফল হয়।' পরদিন রামচন্দ্র আচার্য্যের নিকট গমন করেন এবং আচার্য্য কর্ত্তৃক দীক্ষিত হয়েন। গোবিন্দের বয়ঃক্রম যখন ৪০ বৎসর, তখন ভয়ানক গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া মরণাপন্ন হয়েন। কোনও চিকিৎসাতে কিছুমাত্র উপকার দর্শিল না; গোবিন্দ জীবিতাশায় জলাঞ্জলি দিলেন। সংসারে গোবিন্দের একমাত্র পরম সুহৃদ্ রামচন্দ্র

কবিরাজ। তিনি তখন গুরুপাট যাজীগ্রামে ছিলেন। একদা গোবিন্দ মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হইয়া, স্বীয় পরমারাধ্যা দেবী ভগবতীকে স্মরণ করিলেন; তখন দেবী তাঁহাকে আকাশ-বাণীতে কহিলেন, "বিপত্তে শ্রীমধুসূদন নামই সার। অতএব সেই বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীগোবিন্দের নাম স্মরণ কর, তিনি তোমাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন।' এই প্রবাদটীর তিনখানি গ্রন্থেই উল্লেখ আছে। যথা,—

"হেনকালে অলক্ষ্যে কহেন ভগবতী। কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি॥"—ভক্তি-রত্নাকর

"গোবিন্দ স্মরণ কর পরিত্রাণদাতা। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের তিনি হন কর্ত্তা॥"—প্রেমবিলাস

"আকাশ-বাণীতে দেবী কহে বার বার। গোবিন্দ শরণ লও পাইবা নিস্তার।"—ভক্তমাল

"আকাশবাণী শ্রবণমাত্র গোবিন্দ পুত্র দিবাসিংহের দ্বারা ভ্রাতার নিকট পত্র লিখিলেন, "আপনি অনুনয় বিনয় করিয়া আচার্য্য প্রভুকে বুধরীগ্রামে লইয়া আসিবেন। আমি সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত। আচার্য্যপ্রভুর দ্বারা আমাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করাইয়া উদ্ধার করাইবেন।" পত্র পাইয়া রামচন্দ্র যুগপৎ হর্ষ বিষাদে অভিভূত হইলেন। বিষাদ—ভ্রাতার পীড়ার জন্য; হর্ষ— তাঁহার বৈষ্ণব ধর্ম্মে মতি হইবার জন্য। রামচন্দ্র আচার্য্যপ্রভুর চরণধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন,—

"প্রভু তুমি আমাদের কুলের দেবতা। তোমা বিনা কেউ নাই মো সবার ত্রাতা॥

মোর জ্যেষ্ঠ ভাই তব শরণ লইল। কাতর হইয়া মোরে পত্র পাঠাইল॥"—ভক্তমাল

"দয়ার্দ্রহৃদয় আচার্য্যরত্ন সশিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজের সহিত যাজীগ্রাম হইতে বুধরীগ্রামে গমনপূর্ব্বক গোবিন্দকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চতুরক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত করাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই মহামন্ত্র গ্রহণের পরেই গোবিন্দ রোগমুক্ত হইলেন।

"উপরি উদ্ধৃত ভক্তমালের পয়ার হইতে জানা গেল, গোবিন্দ রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর। কিন্তু রামচন্দ্র শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে গোবিন্দকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া জানা যায়। প্রেমবিলাসে যথা,—

"রামচন্দ্র নাম মোর অম্বষ্ঠকুলে জন্ম।
কেবল লালসা প্রভুর চরণ দর্শন॥
তিলিয়া-বুধরী গ্রামে জন্ম মোর হয়।
পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন মহাশয়॥
কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম হয় শ্রীগোবিন্দ।
একোদরে দুই ভাই পরম স্বচ্ছন্দ॥"

"নাভাজীকৃত মূল ভক্তমালে গোবিন্দদাস সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ আছে কি না, আমরা বলিতে পারি না।* বাঙ্গালা ভক্তমাল কৃষ্ণদাস বাবাজীকৃত; তিনি অনেক পরের লোক; সুতরাং তাঁহারই ভ্রম হইবার অধিক সম্ভাবনা। পক্ষান্তরে প্রেমবিলাস-রচয়িতা গোবিন্দদাসের পিতা চিরঞ্জীব সেনের সমসামযিক লোক †; সুতরাং তাঁহার ভ্রম হইবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত অল্প। ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রেমবিলাস হইতে গোবিন্দের আখ্যায়িকা গ্রহণ করিলেও তিনি প্রেমবিলাসের সকল কথা প্রামাণ্য না হইলে গ্রাহ্য করিতেন না।

* নাভাজীকৃত হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থে গোবিন্দ দাসের ও তাঁহার ন্যায় অনেক বাঙ্গালী ভক্তেরই কোন উল্লেখ নাই। এ-সকল বাঙ্গালা ভক্তমাল-রচয়িতার পরবর্ত্তী সংযোজন।—সম্পাদক।

† প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিশ্চিতই গোবিন্দ দাসের সময়েও জীবিত ছিলেন; নতুবা তিনি এই সকল বিবরণ লিখিলেন কি প্রকারে?—সম্পাদক।

কারণ, তিনি প্রগাঢ় ঐতিহাসিক কবি। তিনি যখন গোবিন্দকে কনিষ্ঠ বলেন, তখন গোবিন্দের বয়ঃকনিষ্ঠতা সম্বন্ধে আমাদিগের সন্দেহ নাই। প্রেমবিলাসের উদ্ধৃতাংশে আর একটী কথা পাইতেছি। অর্থাৎ "রামচন্দ্র ও গোবিন্দ তিলিয়া-বুধরীনিবাসী চিরঞ্জীব সেনের পুত্র এবং উক্ত বুধরী গ্রামে দুই সহোদরের জন্ম হয়।"

"চৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীখণ্ডবাসী এক চিরঞ্জীব সেনের উল্লেখ আছে; যথা,—

"মুকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন ॥"

এই চিরঞ্জীব সেন পরম বৈষ্ণব এবং মহাপ্রভুর শাখাভুক্ত। ভক্তিরত্নাকর-মতে প্রেমবিলাসোল্লিখিত চিরঞ্জীব সেনের ন্যায় ইনিও জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং কণ্টক-নগরের অন্তর্গত শ্রীখণ্ডের নিকটবর্ত্তী ভাগীরথী-তীরস্থিত কুমারনগর ইঁহার বাসস্থান ছিল। ইনি প্রতি বৎসর রথযাত্রার সময় অন্যান্য বৈষ্ণবগণের সহিত নীলাচলে গমনপূর্ব্বক মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া আসিতেন। ইঁহারও রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ নামে দুই পুত্র ছিল। ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী আরো বলেন, রামচন্দ্রের মন্ত্র গ্রহণের কিছুকাল পরে শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, গদাধর দাস প্রভৃতির অপ্রকট-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য বিরাগী হইয়া শ্রীবন্দাবনে প্রস্থান করেন। ইহার এক মাস পরে খণ্ডবাসী রঘুনন্দন গোস্বামী আচার্য্যরত্নকে গৌড়ে ফিরাইয়া আনিবার জন্য রামচন্দ্র কবিরাজকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। বৃন্দাবন যাইবার সময় রামচন্দ্র গোবিন্দকে কুমারনগর পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গা ও পদ্মাবতীর মধ্যস্থান পুণ্যক্ষেত্র তিলিয়া-বুধরী গ্রামে যাইয়া বাস করিতে উপদেশ করেন। তদনুসারে গোবিন্দ অনতিবিলম্বে কুমারনগর পরিত্যাগপূর্ব্বক বুধরী গ্রামে যাইয়া বাস করেন।

"প্রেমবিলাস-রচয়িতা শ্রীনিত্যানন্দদাস স্বয়ং শ্রীখণ্ডবাসী এবং মহাপ্রভুর সম-সাময়িক। ইঁহার গ্রন্থের স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয় যে, ইনি অনেক সময়ে শ্রীনরহরি সরকারের দক্ষিণ পার্শ্বে চিরঞ্জীব সেনকে ও বামভাগে সুলোচন দাসকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। কিন্তু রামচন্দ্র ও গোবিন্দ যে এই চিরঞ্জীবের পুত্র, তাহা গ্রন্থে কুত্রাপি উল্লেখ করেন নাই।* ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব ও বুধরীবাসী চিরঞ্জীব স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তাঁহারা আরো অনুমান করেন যে, পরম বৈষ্ণব চিরঞ্জীব সেনের পুত্রদ্বয় মহাশাক্ত ছিলেন, এ কথা কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। এ সকল যুক্তি যে খুব সারবান্, তাহার সন্দেহ নাই।† তথাপি আমাদিগের বিশ্বাস হয় যে, দুই চিরঞ্জীবই এক ও অভিন্ন। তাহা না হইলে রামচন্দ্র ও গোবিন্দের জীবনবৃত্তান্ত ঘটনার আনুপূর্ব্বিক এত ঐক্য থাকিতে পারে না। গোল বড় বিষম, কিন্তু আমরা অনুমিতি-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া গোল মিটাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি।

"আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলি যে, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজ সম্বন্ধে মূল বৃত্তান্তের যখন

* অনুল্লেখ দ্বারা অনস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না; বিশেষতঃ স্বনামধন্য রামচন্দ্র ও গোবিন্দ কবিরাজের পিতৃ-নামে পরিচয় অনাবশ্যক বটে।—সম্পাদক।

† যুক্তির সারবত্তা বুঝা গেল না। খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেনের নাম চৈতন্যচরিতামৃতের আদির ১০মে, মধ্যের ১২শে মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দনের সহিত একত্র উল্লেখ এবং "চৈতন্যের গণ সব চৈতন্য-জীবন" কবিরাজ গোস্বামীর এই উক্তি দ্বারা চিরঞ্জীব সেন যে, দীক্ষিত বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা নিশ্চিত বুঝা যায় না। শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার মহাশয় শ্রীমহাপ্রভুর কৃপা লাভ করার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শ্রীখণ্ডের বৈদ্যেরা প্রসিদ্ধ শাক্ত কুল-গুরুর নিকট দীক্ষিত হওয়াই অধিক সম্ভব বোধ হয়। চিরঞ্জীব সেন সম্ভবতঃ নরহরি সরকার ঠাকুরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং সে জন্যই সরকার ঠাকুরের সভায় তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে সম্মানার্হ স্থানে উপবিষ্ট থাকিতেন। সে কালে সাম্প্রদায়িক-ধর্ম্ম-বিদ্বেষ প্রবল ছিল না; সুতরাং শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও চিরঞ্জীবের এরূপ সম্মানের কিংবা শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি তাঁহার একান্ত ভক্তি বিশ্বাসের কোন বাধা দেখা যায় না।—সম্পাদক।

সম্যক্ মিল, তখন খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেনই ইহাঁদিগের পিতা এবং প্রেমবিলাসোক্ত চিরঞ্জীব আর ইনি অভিন্ন ব্যক্তি। আমরা আরো অনুমান করি যে, রামচন্দ্র ও গোবিন্দের জন্ম কুমারনগর মাতামহালয়েই হইয়াছিল। রামচন্দ্র কবিরাজ যে, শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট বলিয়াছিলেন, "তিলিয়া-বুধরী গ্রামে জন্ম মোর হয়"—বোধ হয়, তাহার অর্থ এই যে, "আমি বুধরী-গ্রামবাসী"। হয় ত শ্বশুর দামোদর সেনের সহিত কোন বিষয়ে মতানৈক্য হওয়াতে চিরঞ্জীব সেন শ্বশুরালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক শিশু পুত্রদ্বয় লইয়া কিছু দিন বুধরী গ্রামে বাস করিয়া থাকিবেন এবং বুধরী থাকিতে থাকিতেই রামচন্দ্র ও গোবিন্দ শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন; তখন হয় ত চিরঞ্জীব সেন ইহলোকে নাই। হয় ত মাতামহের পরলোক গমনের পর সহোদর-দ্বয় মাতামহবিত্ত পাইয়া পুনরায় কুমারনগরে গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বার কুমারনগর বাবাস করিবার অল্পকাল পরেই হয় ত রামচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন। তখন কুমারনগরে "বাসের সঙ্গতি ভাল নয়" এবং তাহা "উৎপাতপূর্ণ"; সুতরাং "সদা মনে অতিশয় আশঙ্কা" উপস্থিত হওয়াতে, পুনর্ব্বার পূর্ব্ববাস বুধরীতে যাইয়া বাস করিবার জন্য রামচন্দ্র গোবিন্দকে উপদেশ প্রদান করিয়া যান। আমাদিগের অনুমান নিশ্চয় সত্য হইলে, তাহার ফল এই দাঁড়াইল—

(১) চিরঞ্জীব সেনের পূর্ব্ববাস শ্রীখণ্ড গ্রামে; শ্বশুরালয় কুমারনগরে।

(২) চিরঞ্জীব কুমারনগর-বাসী দামোদর সেনের কন্যা বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয়েই কিছুদিন বাস করেন। এই স্থলে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে।

(৩) শ্বশুরের সহিত কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে চিরঞ্জীব দুই পুত্র লইয়া তিলিয়া-বুধরী গ্রামে যাইয়া বাস করেন। এই বুধরী গ্রামে চিরঞ্জীবের মৃত্যু হয়।

(৪) ভ্রাতৃ-দ্বয় পিতার ও মাতামহের মৃত্যুর পর বুধরী হইতে পুনর্ব্বার কুমারনগরে যাইয়া বাস করেন।

(৫) রামচন্দ্রের উপদেশক্রমে গোবিন্দ পুনরায় বুধরীতে যাইয়া বাস করেন এবং সেই স্থলেই গোবিন্দের জীবনাবসান হয়।

"আমরা বিবিধ গ্রন্থোক্ত বিবরণের সামঞ্জস্য করিবার জন্য উপরে যে সকল অনুমিতি বা যুক্তির আশ্রয় লইয়াছি, তাহা যে সত্য, নির্দ্দোষ ও অভ্রান্ত, আমরা এরূপ নির্দ্দেশ করিতে সাহস করি না এবং আশা করি, অতঃপর কোন তত্ত্বজ্ঞ ভক্ত ও বৈষ্ণব লেখক এই সকল তত্ত্বের নির্ভুল মীমাংসা করিবেন। *

"রামচন্দ্র ও গোবিন্দ যে প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে প্রথম ভ্রাতা বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমে ও দ্বিতীয় ভ্রাতা চত্বারিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, এ কথা আমরা সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না। শ্রীনিবাসাচার্য্যের একটী কথায় রামচন্দ্রের মন এমন ফিরিয়া গেল যে, তিনি সেই জন্য শাক্তধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণব হইলেন; আমাদের এরূপ বিশ্বাস হয় না। বরং আমাদের বিশ্বাস যে, তিনি বিবাহের পূর্ব্বে দীক্ষিত হইয়াছিলেন না; শাস্ত্র পাঠে বৈষ্ণবধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব জানিয়া দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন; এমন সময়ে আচার্য্যরত্নের কথায় ও তাঁহার মহিমা জানিতে পারিয়া তদীয় শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গোবিন্দের ধর্ম্মগ্রহণ সম্বন্ধে তত্ত্বনিধি মহাশয় যে কারণ নির্দ্দেশ করেন, তাহা অযৌক্তিক নহে। তিনি বলেন, "গোবিন্দ বাল্যাবধি শক্তি-উপাসক ছিলেন। পিতা চিরঞ্জীব গৌর-ভক্ত হইলেও গোবিন্দ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মাতামহ দামোদরের

* জগদ্বন্ধু বাবুর এই সকল অনুমিতির অনেক কথা শুধু কল্পনামূলক হইলেও এইরূপ কল্পনা ব্যতীত কোনও 'তত্ত্বজ্ঞ' 'ভক্ত' ও 'বৈষ্ণব' যে পূর্ব্বোদ্ধৃত বৈষ্ণব-গ্রন্থের আপাত-বিরুদ্ধ উক্তিগুলির ইহা অপেক্ষা সুমীমাংসা করিতে পারিবেন, এরূপ মনে হয় না। তিনি এ সম্বন্ধে যে ধীরতা ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, উহা নিতান্ত প্রশংসনীয়।—সম্পাদক

অনুগত ছিলেন। এবং শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হন।" আমাদিগের তথাপি বিশ্বাস যে, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ প্রারম্ভ হইতেই পিতৃ-ধর্ম্ম অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন। তবে গোবিন্দের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের যে আখ্যায়িকা দুই তিনখানি গ্রন্থে দেখা যায়, তাহা সাম্প্রদায়িকতা হইতে উৎপন্ন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আমরা যে সময়ের বৃত্তান্ত প্রকটন করিতেছি, তখন শাক্ত বৈষ্ণবে ঘোর দ্বন্দ্ব। উভয়ে উভয়কে জব্দ করিবার জন্য স্বমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া নানা উপাখ্যানের সৃষ্টি করেন। গোবিন্দের জীবনীতে যেরূপ বিবরণ দেখিতেছি, প্রায় তৎসদৃশ বিবরণ চণ্ডীদাসের জীবনেও দৃষ্ট হয়। এই সকল আখ্যায়িকার সহিত সত্যের সংস্রব কতটুক আছে, আমরা তাহা স্থির করিতে অশক্ত। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমরা যে কেবল বিশ্বাস করি এরূপ নহে, উহা প্রমাণ করিতেও প্রস্তুত আছি; কিন্তু তাই বলিয়া শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব ঘটিত কোন প্রকার গোঁড়ামিতে আমরা যোগ দিতে পারি না।"

সত্যের অনুরোধে আমরা এখানে না বলিয়া পারিতেছি না যে, জগদ্বন্ধু বাবু শাক্ত গোবিন্দ কবিরাজের বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণের যে আখ্যায়িকাটি শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব-জনিত গোঁড়ামি হইতে প্রসূত বলিয়া অবিশ্বাস্য বিবেচনায় অমূলক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহাকে সেইরূপ মনে করার কোনই কারণ নাই। জগদ্বন্ধু বাবু চৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ব্বোক্ত উল্লেখ দর্শনে অবিচারে রামচন্দ্র ও গোবিন্দের পিতা চিরঞ্জীব সেনকে বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত বলিয়া অনুমান করায়ই তাঁহার পুত্রদ্বয়কে কোনও সময়ে শাক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে সঙ্কোচ বোধ হইয়াছে এবং সে জন্যই অন্ততঃ গোবিন্দ কবিরাজ যে আগে শক্তি-মন্ত্রেই দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কয়েকখানা প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থের উক্তি এবং গোবিন্দ কবিরাজের বর্ত্তমান বংশধরদিগের মধ্যে অদ্যাপি প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে উহা সত্য বলিয়া জানা গেলেও, শাক্ত বৈষ্ণবের গোঁড়ামি-রূপ একটা কল্পিত ও অসঙ্গত কারণের উল্লেখ করিয়া প্রকৃত কথাটা উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। রামচন্দ্র কবিরাজ বা গোবিন্দ কবিরাজের কৌলিক শক্তি-মন্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ দ্বারা তদানীন্তন বৈষ্ণব-সমাজের গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে, ইহা সত্য হইলেও সে জন্যই 'প্রেমবিলাস' 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতির প্রণেতারা, ঐ মিথ্যা উপাখ্যানের প্রচার করিয়াছেন, আমরা প্রমাণাভাবে কিছুতেই এরূপ দোষারোপ বা ইঙ্গিত করিতে প্রস্তুত নহি। বাসুলী-ভক্ত কবি বড়ু চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণের আখ্যায়িকা অসত্য হইতে পারে; তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত আখ্যায়িকার পোষক পদাবলী তাঁহার প্রায় তিন শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছিল; সুতরাং সেগুলির সত্যতায় অবিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু গোবিন্দের সমসাময়িক প্রেমবিলাস ও অল্পকাল পরের ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের বিবরণে অবিশ্বাস করার কি কারণ আছে? শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় গোবিন্দ কবিরাজের শক্তি-মন্ত্র-গ্রহণ স্বীকার করিয়াও উহার যে কল্পিত কারণ অনুমান করিয়াছেন, তাহাও যথার্থ বলিয়া বিবেচনা হয় না। প্রাচীন কালের তো কথাই নাই, অদ্যাপি শাস্ত্র-বিশ্বাসী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দু সমাজে কৌলিক ইষ্ট-মন্ত্র অথবা গুরুকে পরিত্যাগ করা অতিশয় অধর্ম্মজনক ও নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। এ অবস্থায় চিরঞ্জীব সেনের বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কৌলিক ধর্ম্ম হইলে দামোদর সেনের ন্যায় একজন সুপণ্ডিত বিজ্ঞ ব্যক্তি নিজের স্নেহাস্পদ দৌহিত্র গোবিন্দ কবিরাজকে সেইরূপ নিন্দনীয় অধর্ম্ম-কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে যাইতেন না। শ্রীমহাপ্রভুর সম-সাময়িক নবদ্বীপের নৈয়ায়িক পণ্ডিত অর্থাৎ গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের ভাষায় "ঘট-পটিয়া মূর্খ"গণ তাঁহার ঈশ্বরত্বে অবিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই তত্ত্বনিধি মহাশয় নৈয়ায়িক মাত্রের উপরই এরূপ অসন্তুষ্ট কি না, বলিতে পারি না। আমাদিগের বিবেচনায় অন্ততঃ শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে ন্যায়-শাস্ত্র পড়িয়া কোনও তার্কিক পণ্ডিত দেব-দেবীর মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসী নাস্তিক না হইয়া গেলে, তাঁহার পক্ষে শাক্ত হওয়ার যতটা সম্ভাবনা আছে, বৈষ্ণব হওয়ার সম্ভাবনাও উহা অপেক্ষা কম নহে। ন্যায়শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ

গ্রন্থ ভাষাপরিচ্ছেদের রচয়িতা বিশ্বনাথ পঞ্চানন তাঁহার গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে 'নূতন-জলধর-রুচি', 'গোপ-বধূটী-দুকূল-চৌর' শ্রীকৃষ্ণকেই প্রণাম করিয়াছেন। দামোদর সেন যে সেরূপ বৈষ্ণব ছিলেন না, তাহার কি প্রমাণ আছে? বস্তুতঃ চিরঞ্জীব সেনকে দীক্ষিত বৈষ্ণব বলিয়া ধরিয়া লওয়ায়, জগদ্বন্ধু বাবু ও তত্ত্বনিধি মহাশয় কল্পনার আশ্রয় লইয়াও রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজের জীবনের উক্ত সর্ব্বপ্রধান ঘটনার সামঞ্জস্য প্রদর্শিত করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে যদি তৎসময়ের প্রায় অধিকাংশ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থবংশের ন্যায় চিরঞ্জীব সেনও অন্ততঃ শাক্ত-কুলে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহা হইলে কৌলিক প্রথা অনুসারে তাঁহার পুত্র-দ্বয় প্রথমে শাক্ত থাকিয়া, পরে বিশেষ কারণে বৈষ্ণব আচার্য্যের নিকট হইতে বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করায় কোনও অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। জগদ্বন্ধু বাবুর অনুমান মতে যদি রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহার বিবাহের সময় পর্য্যন্ত মন্ত্র-গ্রহণ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আলোচ্য বিষয়ের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত তাঁহার যে আগে চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না, ইহা পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিয়া রামচন্দ্র কবিরাজ বৈষ্ণব-মন্ত্র গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেও তাঁহার পিতা বৈষ্ণব হইলে তিনি তাঁহার পৈতৃক বৈষ্ণব-গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য অপরের নিকট বৈষ্ণব-মন্ত্র গ্রহণ করিতে যাইবেন, উহার কোন কারণ বুঝা যায় না; এবং এ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যের উক্ত আক্ষেপ-উক্তিও সম্পূর্ণ অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। সুতরাং প্রেমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকরের বর্ণিত বিবরণের যথার্থতা ও ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য আমরা জগদ্বন্ধু বাবু ও তত্ত্বনিধি মহাশয়ের অধিকাংশ মত খুব শ্রদ্ধেয় হইলেও এ বিষয়ে তাঁহাদিগের মত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

গোবিন্দ কবিরাজের জীবন-বৃত্তান্তের অবশিষ্ট বিবরণের জন্যও আমরা জগদ্বন্ধু বাবুর লেখার বাকী অংশই নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"গোবিন্দের মাতার নাম সুনন্দা। মাতামহ দামোদর সেনকে ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী মহাকবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—

"দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।
যেহোঁ মহাকবি নাম বিদিত জগতে॥"

"গোবিন্দদাস স্বরচিত "সঙ্গীতমাধব" নাটকেও মাতামহের কবিত্ব-শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।" যথা,—

"পাতালে বাসুকির্ব্বক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো বক্তা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ॥*"

বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, আচার্য্য প্রভুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্র গোবিন্দ দাসের বদন-সরোরুহ হইতে নিম্নলিখিত অমৃত-ধারা নিঃস্যন্দিত হইয়াছিল:—

* দুঃখের বিষয় যে, গোবিন্দ কবিরাজের "সঙ্গীত-মাধব" নাটকখানি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঘনশ্যাম ওরফে নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভক্তিরত্নাকরে সঙ্গীতমাধবের প্রস্তাবনা হইতে যে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা হইতেই জগদ্বন্ধু বাবু এই শ্লোকটী গ্রহণ করিয়াছেন। বোধ হয়, এই শ্লোকটি সে সময়ে শ্রীখণ্ডের সর্ব্বত্র লোক-মুখে প্রচলিত ছিল। "গৌড়ে গোবর্দ্ধনো বক্তা" বাক্যের দ্বারা গৌড়রাজ লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্ন-সভার অন্যতম রত্ন সুপ্রসিদ্ধ "আর্য্যা-সপ্তশতী" গ্রন্থের রচয়িতা গোবর্দ্ধন আচার্য্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ইঁহার সম্বন্ধেই গীতগোবিন্দে উক্ত হইয়াছে:—"শৃঙ্গারোত্তর-সৎপ্রমেয়-রচনৈরাচার্য্য-গোবর্দ্ধন-স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ * * * *।" দামোদর সেনের রচিত কোন গ্রন্থ এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। অন্ততঃ ইঁহার রচিত উদ্ভট শ্লোকাবলীও সংগৃহীত হওয়ার আশা করা যাইতে পারে না কি?—সম্পাদক

"ভজহুঁ রে মন নন্দ-নন্দন-
অভয় চরণারবিন্দ রে।" ইত্যাদি *

"এই কবিতা শ্রবণ মাত্র আচার্য্য প্রভু গোবিন্দকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গনের সঙ্গে তাঁহাতে শক্তিসঞ্চারপূর্ব্বক কহিলেন,—

"গৌরপ্রিয় বাসুদেব ঘোষ মহাশয়।
নির্য্যাস বর্ণন কৈল যত গুণচয়॥
স্বচ্ছন্দ বর্ণন কর রাধাকৃষ্ণ-লীলা।
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি যে ভাবে রচিলা॥"

শ্রীগুরুদেবের আদেশক্রমে গোবিন্দ দাস নির্য্যাস-তত্ত্বমতে সাধন করিতে ও রাধাকৃষ্ণ-লীলাত্মক পদ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। নির্য্যাস-তত্ত্ব একখানি কুলার্ণব গ্রন্থ; ইহাতে গোপী-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনের বিধি আছে। এই ভজনের বলে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব, বিল্বমঙ্গল ও রায় রামানন্দ সর্ব্বদা স্ব স্ব হৃদয়ে নিকুঞ্জ-লীলা সন্দর্শনপূর্ব্বক তাহা কবিতায় বর্ণন করিতেন।† কিছুদিন পর আচার্য্য প্রভু গোবিন্দের রসবোধ হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করার জন্য গোবিন্দকে বিদ্যাপতির একটা অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করিতে বলেন। গোবিন্দদাস সে পদ এমন সুন্দর করিয়া পূরণ করেন যে, আচার্য্য-প্রভু অত্যন্ত প্রীত হইয়া গোবিন্দকে "কবিরাজ" উপাধি প্রদান করেন। গোবিন্দ সংস্কৃতে "সঙ্গীত-মাধব" নাটক, রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক অষ্টকালীয় একান্ন পদ ও গৌরলীলাত্মক বহু বাঙ্গালা পদ রচনা করেন।‡ সংস্কৃত পদও কয়েকটী দৃষ্ট হয়। নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্য-পুত্র সন্তোষ দত্ত (রাজোপাধিধারী) গোবিন্দদাসের একজন পরম বন্ধু ছিলেন; তাঁহারই অনুরোধে "সঙ্গীতমাধব" নাটক রচনা করেন। গোবিন্দ কবিরাজের রচনা ও কবিত্ব সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির নিম্ন-লিখিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিতেছি। "পদকল্পতরু ও পদকর্ত্তৃ মহাজনগণ" প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"শ্রীনিবাসাচার্য্যের আদেশক্রমে তিনি বিদ্যাপতির কোন কোন অসম্পূর্ণ পদ পূর্ণও করেন। বিদ্যাপতির 'প্রেমক অঙ্কুর' পদ এইরূপেই পূর্ণ হয়। এইরূপ পদের টীকা স্থলে শ্রীরাধামোহন ঠাকুর পদামৃত-সমুদ্রে লিখিয়াছেন, যথা,—"বিদ্যাপতিকৃত-ত্রিচরণ-গীতং লব্ধা শ্রীগোবিন্দকবিরাজেন চরণৈকং কৃত্বা পূর্ণং কৃতং।' বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ, এই যুক্ত নামের ভণিতাসমন্বিত পদগুলি গোবিন্দ কর্ত্তৃক সংশোধিত বা পূর্ণ

* পদকল্পতরুর ৩০৩২ সংখ্যক পদ।—সম্পাদক

† জগদ্বন্ধু বাবু প্রচলিত কিংবদন্তী ও উহার পোষক পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদাবলীর উপর বিশ্বাস করিয়াই বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির সম্বন্ধে এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন। জয়দেব ও বিল্বমঙ্গলের ভজন-প্রণালীর সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ কিছু জানা যায় নাই; তবে তাঁহারা যে গোপী-ভাবে আবিষ্ট হইয়া ভজন করিতেন, তাঁহাদিগের "গীতগোবিন্দ" ও "কৃষ্ণকর্ণামৃত" কাব্যে এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতি যে স্মার্ত্ত-মত অনুসারে পঞ্চ-দেবোপাসক মৈথিল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা পরবর্ত্তী নিরপেক্ষ গবেষণার দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" কাব্য আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হওয়ার পরে তিনি যে শক্তি-দেবতা বাসলীর সেবক ছিলেন এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজ-লীলাবিষয়ক কাব্য রচনা করিলেও মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী অধিকাংশ বৈষ্ণব কবির ন্যায় গোপী-ভাবে ভজন করিতেন না, তাহা বেশ বুঝা গিয়াছে।—সম্পাদক

‡ জগদ্বন্ধু বাবু এখানে গোবিন্দ কবিরাজের উৎকৃষ্ট "ব্রজবুলি" পদাবলীর উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। গোবিন্দের সর্ব্বপ্রথম রচনা "ভজহুঁ রে মন" ইত্যাদি ৩০৩২ সংখ্যক পদটী ব্রজ-বুলীর পদ। ইহা ব্যতীত তাঁহার পদাবলীর বেশীর ভাগই ব্রজবুলীর বটে। ব্রজবুলী পদ রচনার কৃতিত্বে গোবিন্দ বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালার আর কেহ ব্রজ-বুলী পদ রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই।—সম্পাদক

হইয়াছে বুঝিতে হইবে। তদ্ব্যতীত গোবিন্দ দাসের অপর অনেক পদেও বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়; যথা—"গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত। ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত॥" এই রায় বসন্ত নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য এবং ইহাঁর বন্ধু ছিলেন বলিয়া পদের শেষে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। গোবিন্দের কোন পদে এইরূপ আছে; যথা—"রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ, গোবিন্দদাস পরমাণ।" এ স্থলে তিনি পক্কপল্লীর কবি-নৃপতি নরসিংহ ও তাঁহার সভাপণ্ডিত রূপনারায়ণকে স্মরণ করিয়াছেন মাত্র।

"ভক্তিরত্নাকরে গোবিন্দদাসের "কবিরাজ" উপাধি প্রদানের দুইটী স্বতন্ত্র উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। উপরের উপাখ্যান হইতে তাহার প্রত্যেকটীই স্বতন্ত্র।

"প্রথম উপাখ্যান। শ্রীনিবাসাচার্য্য কিছু দিন গোবিন্দের গৃহে অবস্থিতি করিয়া তদীয় কবিত্ব-শক্তির নব নব উন্মেষাবলোকনে চমৎকৃত হইয়া, তাঁহাকে মহাপ্রভুর লীলাময় পদ রচনা করিতে আদেশ করেন। তদনুসারে গোবিন্দ প্রতিদিন চৈতন্য-লীলা-গীতামৃত বিতরণে স্বীয় ইষ্টদেবকে পরিতুষ্ট করিতেন। তাহাতে আচার্য্যরত্ন প্রীত হইয়া গোবিন্দকে "কবিরাজ" উপাধি প্রদান করেন।

"দ্বিতীয় উপাখ্যান। গোবিন্দদাস জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন; তথায় পরমেশ্বরী দাস গোবিন্দকে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির নিকট পরিচিত করাইয়া দেন। গোস্বামিপাদগণ গোবিন্দ দাস-বিরচিত "সঙ্গীতমাধব" নাটক শ্রবণ ও তদীয় অলৌকিকী কবিত্বশক্তি দর্শন করিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট চিত্তে তাঁহাকে "কবিরাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন। গোস্বামী প্রভুগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, বিদ্যাপতির পদের সহিত তুলনায় গোবিন্দদাসের পদ কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে।

"গোবিন্দ কবিরাজের প্রতি শ্রীজীব গোস্বামীর এতই স্নেহ হইয়াছিল যে, মধ্যে মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ব্রজধামবাসী মহান্তগণের সংবাদ-সম্বলিত পত্র গোবিন্দের নিকট প্রেরণ করিতেন। উহার কোন কোন পত্রে গোবিন্দকে তাঁহার স্ব-রচিত পদ প্রেরণ করিতে লিখিতেন। গোবিন্দের কবিত্ব-শক্তি সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে লেখা আছে যে, খেতুরীর মহোৎসবে একদা প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী গোকুল দাস কীর্ত্তনিয়ার মুখে গোবিন্দের একটী কীর্ত্তন শ্রবণানন্তর এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে,

"শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটী করে ধরি।
কহে তুয়া কাব্যের বালাই লৈয়া মরি॥"

"কথিত আছে—শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন কালে গোবিন্দদাস মিথিলা দেশের অন্তর্গত বিসপী (বিসফী) গ্রামে বিদ্যাপতির সমাধি মন্দির সন্দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। এবং তথায় কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া বিদ্যাপতির অনেকগুলি পদ উদ্ধার করিয়া লইয়া আইসেন। শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী গোবিন্দের অনুরোধে কিছুদিন তদীয় আলয়ে অবস্থিতি করিয়া একচক্রা নগরীতে গমন করেন। রামচন্দ্র ও গোবিন্দ, দেবীর সঙ্গে সঙ্গে কণ্টকনগর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস মধ্যে মধ্যে পক্কপল্লীর রাজা নরসিংহের ও যশোহর-রাজ প্রতাপাদিত্যের রাজধানীতে গমন করিতেন এবং প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত পদকর্ত্তা বসন্ত রায় গোবিন্দদাসের পরম বন্ধু ছিলেন। মধ্যে মধ্যে রস-ঘটিত তরজার লড়াই উভয়ের মধ্যে হইত। একজন কবিতায় প্রশ্ন করিতেন, অপর জন কবিতায় উত্তর করিতেন। এই সকল মধুর পদ পদ-সমুদ্রে আছে। শেষ বয়সে কবি তাঁহার পদগুলি একত্র সংগ্রহ করেন। ভক্তিরত্নাকরে যথা—

"নির্জ্জনে বসিয়া নিজ পদরত্নগণে।
করেন একত্র অতি উল্লাসিত মনে॥"

"গোবিন্দ কবিরাজ মধ্যে মধ্যে প্রতাপাদিত্যের রাজধানীতে যাইয়া স্বীয় বন্ধু বসন্ত রায়ের সঙ্গে কবিতায়

তরজার লড়াই করিতেন, এই সকল বিবরণ ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট হইতে গৃহীত। কিন্তু ইতিহাসের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, ভক্তিনিধি মহাশয়ের এই কথা কল্পনা-বিজৃম্ভিত। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্তরায় ছিলেন ; এবং গোবিন্দদাসের কোন কোন পদে বসন্ত রায়ের উল্লেখ আছে, এই দেখিয়া ভক্তিনিধি মহাশয় কল্পনার আশ্রয় লইয়া এক উপাখ্যানের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব পাঠকগণ জানেন, এই দুই বসন্ত রায় ভিন্ন ব্যক্তি। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায় কায়স্থ ও শাক্ত ছিলেন ; গোবিন্দদাসের বন্ধু বসন্ত রায় বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভক্তিনিধি মহাশয় "দ্বিজরাজ" উপাধিটীর প্রতি একটু প্রণিধান করিলেই প্রাগুক্ত ভ্রমে পতিত হইতেন না *। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, "নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, নিত্যানন্দ-তনয় বীরচন্দ্র প্রভৃতি পুজ্যতম মহাপুরুষগণ গোবিন্দ কবিরাজের মুখে তৎকৃত গীত শ্রবণে পুলকিত হইতেন।"

"গোবিন্দ কবিরাজ ১৪৫৯ শকে জন্মগ্রহণ ও ১৪৯৯ শকে মন্ত্রগ্রহণ করেন। এবং ১৫৩৫ শকের চান্দ্রাশ্বিন কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপৎ তিথিতে মানবলীলা সম্বরণ করেন, এই হিসাবে তিনি ৭৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন,—"রোগমুক্তির পর গোবিন্দ এইরূপ 'ভজন' ও 'বর্ণন' করিয়া ছত্রিশ বৎসর কাল কীর্ত্তন গান করেন।" উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, ৪০ বৎসর বয়সে গোবিন্দ রোগাক্রান্ত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন ; তৎসঙ্গে ৩৬ বৎসর কীর্ত্তন-ব্যবসায় কাল যোগ করিলেও মৃত্যু-সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ৭৬ বৎসর হয়। গোবিন্দের বয়স যখন ২৫ কি ২৬ বৎসর, তখন তদীয় পত্নী মহামায়ার গর্ভে তাঁহার দিব্যসিংহ নামে এক পুত্র জন্মে। গোবিন্দের লোকান্তর গমনের পর দিব্যসিংহ জীবিত ছিলেন কি না, জানা যায় না, কিন্তু এই মাত্র জানা যায় যে, তিনি পিতার ন্যায় পরম বৈষ্ণব ছিলেন। † দিব্যসিংহের পুত্রের নাম কবি ঘনশ্যাম। দীনেশ বাবুর মতে পদকল্পতরুর "কবিনৃপবংশজ ভুবনবিদিতযশ জয় ঘনশ্যাম বলরাম।" এই ব্যক্তি। গোবিন্দের "কর্ণামৃত" নামক একখানি সংস্কৃত কাব্যও আছে।"

আমরা আমাদিগের মন্তব্য সহ গোবিন্দ দাস সম্বন্ধে জগদ্বন্ধু বাবুর আলোচনা উদ্ধৃত করিলাম। জগদ্বন্ধু বাবু জগদানন্দ, নরহরি চক্রবর্ত্তীর ন্যায় অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তার রচনা ও কবিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার উপক্রমণিকায় বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সময়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাসের সম্বন্ধে নিজে স্বাধীন-ভাবে কোন আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। বোধ হয়, তাঁহার মনের ভাব এই যে,

* আমাদের মনে হয় যে, ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়ের উপর এই অলীক উপাখ্যানসৃষ্টির দোষারোপ করা জগদ্বন্ধু বাবুর পক্ষে সঙ্গত হয় নাই। গোবিন্দদাসের "প্রেম-আগুনি মনহি গুণি গুণি" ইত্যাদি ৫৩৮ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে,—

"প্রাত আদিত ও রস-গাহক
দাস গোবিন্দ ভাণ ॥"

'প্রাত আদিত'কে কেহ কেহ বাঙ্গালার রাজা 'প্রতাপ-আদিত্য" নামের ছন্দোমিলনার্থে সংক্ষিপ্ত রূপান্তর বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ এই উপাখ্যানটা হারাধন ভক্তিনিধির অনেক আগে হইতেই চলিয়া আসিতেছে ; উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কোন কোন গ্রন্থকার রাজা প্রতাপাদিত্যের সভায় গোবিন্দদাসেরও অবতারণা করিয়াছেন। ইহা সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, পদ-কর্ত্তা বসন্তরায় যে তাঁহার অনেক পদে, "দ্বিজ রায় বসন্ত" বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং কায়স্থ-জাতীয় প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত হইতে পারেন না ; ইহা নিশ্চিত বটে।—সম্পাদক

† এখানে জগদ্বন্ধু বাবু পাদ-টীকায় লিখিয়াছেন—,"এই প্রবন্ধের অধিকাংশ উপকরণ আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদ-চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের "সাহিত্য" পত্রিকায় প্রকাশিত একটী প্রবন্ধ হইতে গ্রহণ করিলাম। ক্ষীরোদ বাবুর মতে গোবিন্দের জন্ম ১৪৪৭ শকে।" দুঃখের বিষয় যে, জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার এই সুদীর্ঘ আলোচনায় গোবিন্দ দাসের জন্ম ও মৃত্যুর সন্দিগ্ধ কালের যাথার্থ্য নির্ণয়ের জন্য কোনও চেষ্টা করেন নাই ; এমন কি, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট জন্ম ও মৃত্যুর শকের মূলাদিক, তাহাও উল্লেখ করেন নাই।—সম্পাদক

প্রদীপের আলো জ্বালিয়া সূর্য্যকে দেখাইবার কি প্রয়োজন আছে? আমরা কিন্তু এখানে আমাদিগের অনুসৃত রীতি অনুসারে গোবিন্দদাসের রচনা ও কবিত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী যুগের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কবি হইলেও তাঁহার রচনায় ভাবের গূঢ়তা, অলঙ্কার ও ধ্বনির প্রাচুর্য্য ও সমাস-বাহুল্যের জন্য তাঁহার রচনা সাধারণ পাঠকের ত কথাই নাই,—অধিকাংশ শিক্ষিত ও সৌখীন কাব্য-রসামোদী পাঠকের পক্ষেও দুরধিগম্য হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা ধৈর্য্য ধরিয়া বিজ্ঞ ও রসজ্ঞ কোনও কীর্ত্তন-গায়কের মুখে গোবিন্দদাসের পদ শুনিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের পদাবলী সমুদ্রবিশেষ হইলেও গোবিন্দদাসের অন্ততঃ বাছা বাছা দুই চারিটা পদ উত্তম-রূপে আঁখর দিয়া গান করিতে না পারিলে কীর্ত্তনের কোন পালাই জমে না। এ অবস্থায় গোবিন্দ দাসের স্বভাবতঃ দুরূহ অথচ উৎকৃষ্ট পদাবলীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও রস-বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারিলে সহৃদয় পাঠক-সমাজে উঁহার সমুচিত সমাদর হইতে বিলম্ব হইবে না—এই আশায় আমরা অনেক দিন পূর্ব্বে হইতেই সে বিষয়ের সূত্র-পাত করিয়াছি। ১৩১৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ" শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত "গোবিন্দদাস" প্রসঙ্গে আমরা গোবিন্দদাসের সুললিত অথচ ভাব-পূর্ণ রচনা, তাঁহার নানাবিধ সুমধুর ছন্দ ও উৎকৃষ্ট কবিত্বের সম্বন্ধে রস-বিশ্লেষাত্মক আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু তাঁহার শতাধিক উৎকৃষ্ট পদের মধ্যে শুধু দুই চারিটী পদের রসবিশ্লেষণ করিলেই যথেষ্ট হইল না, বিবেচনা করিয়া আমরা ১৩৩০ সালের ভূতপূর্ব্ব "প্রাচী" পত্রিকার চৈত্রের সংখ্যায় ও ১৩৩১ সালের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্রের সংখ্যাগুলিতে "বৈষ্ণব পদাবলীর রসাস্বাদন" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধে শুধু গোবিন্দ দাসের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পদের রসবিশ্লেষণ করিয়াছি। অতঃপর 'প্রাচী' পত্রিকা উঠিয়া যাওয়ায়, "শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ" পত্রিকার* ৩য় বর্ষের ৯ম সংখ্যায় ও "সাধনা" পত্রিকার† ১ম বর্ষের ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৭ম সংখ্যাগুলিতে প্রাচীর আলোচনার অনুবৃত্তি স্বরূপ "গোবিন্দদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন" শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে গোবিন্দদাসের নানা-বিষয়ক পদাবলীর বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। এখানে ঐ সকল আলোচনার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করারও স্থানাভাব; সুতরাং বিশেষ-জিজ্ঞাসু পাঠকদিগের দৃষ্টি উক্ত প্রবন্ধাবলীর প্রতি আকৃষ্ট করিয়া, গোবিন্দদাসের কবিতার অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব সম্বন্ধে আমরা "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছি, উহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"সুমধুর ব্রজ-বুলি পদ-রচনায় গোবিন্দ দাসের কৃতিত্ব অতুলনীয়। বিদ্যাপতি তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি হইলেও রচনার লালিত্যে, ছন্দের ঝঙ্কারে ও অনুপ্রাস শ্লেষাদি নানাবিধ বিচিত্র অলঙ্কার-প্রয়োগের নৈপুণ্যে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকেও পরাস্ত করিয়াছেন। বিদ্যাপতির রচনা অনেকাংশে কালিদাসের রচনার ন্যায়; আর গোবিন্দদাসের রচনা মাঘ বা শ্রীহর্ষের রচনার লক্ষণাক্রান্ত। কালিদাসের ভাবার্থ বা অলঙ্কারের গ্রন্থিমোচনের জন্য টীকাকার মল্লিনাথকে বেগ পাইতে হয় নাই; কিন্তু মাঘ ও শ্রীহর্ষের কাব্যের টীকা করিতে যাইয়া মল্লিনাথকে প্রায় প্রত্যেক শ্লোকেই সূক্ষ্ম অলঙ্কারের বিচার দ্বারা তাৎপর্য্যার্থ পরিস্ফুট করিতে হইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুর পদামৃত-সমুদ্রের যে সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার প্রায় বারো আনাই গোবিন্দ কবিরাজের পদাবলীর রস-ব্যাখ্যা-পূর্ণ। সাহিত্য-পরিষদের জন্য 'পদকল্পতরু' সম্পাদন করিতে যাইয়া আমাদিগকেও প্রায় সেইরূপই করিতে হইয়াছে। এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট গোবিন্দদাসের এ জন্য যেরূপ সমাদর —অন্য এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট তাঁহার সেইরূপ অনাদর ঘটিয়াছে। কিন্তু রস-বিশ্লেষণ করিয়া

* শাইস্তাগঞ্জ (গোষ্ঠ) শ্রীহট্ট হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক সম্পাদিত।

† কুমিল্লা শঙ্কর-প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ এম্ এ, কর্তৃক সম্পাদিত।

দেখাইলে কেহই অন্ততঃ তাঁহার ভাব-বৈচিত্র্যে মোহিত না হইয়া পারেন না। আমাদিগের দেশের রসজ্ঞ কীর্ত্তনিয়াগণ আঁখর দিয়া পদের দুরূহ ভাবগুলি শ্রোতাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়া, সুকৌশলে ও অতি সুমিষ্ট ভাবে টীকা-কারের কার্য্য সম্পন্ন করেন বলিয়া, রসজ্ঞ কীর্ত্তনিয়াগণের মুখে গোবিন্দদাসের পদ শুনিতে যেমন ভাল লাগে, তেমন বোধ হয় আর কিছু নহে; এ জন্যই গোবিন্দদাসের পদে পালা যেমন জমে, অন্য কাহারও পদে সেরূপ জমে না। গোবিন্দ দাস স্ব-রচিত পদাবলীর দ্বারা চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ন্যায় পালা সাজাইয়া গিয়াছেন কি না, জানা যায় নাই*। সেইরূপ করিয়া থাকিলেও আমরা এ পর্য্যন্ত তাহা পাই নাই। গোবিন্দ দাসের পদাবলী নামে আন্দাজ শতাধিক বৎসরের প্রাচীন যে কয়েকখানা সংগ্রহ পুথি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, উহাদিগের পদ-সংখ্যার ন্যূনাধিক্য, পদ-বিন্যাসের বৈষম্য ও স্থানে স্থানে রস-বিরুদ্ধতা দর্শনে ঐগুলিকে বিভিন্ন লিপিকর-কৃত পদ-সংগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই মনে করিতে পারি নাই। স্বর্গগত কালিদাস নাথ মহাশয়ের সম্পাদিত সটীক 'গোবিন্দ দাসের পদাবলী' এইরূপই একখানা প্রাচীন সংগ্রহ বটে। কালিদাস বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্যে, বিশেষতঃ পদাবলী-সাহিত্যে খুব অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার এই সংস্করণটীতে† গোবিন্দ দাসের অনেক উৎকৃষ্ট পদ না থাকিলেও সম্পাদকের অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যের অসাধারণ পরিচয় পাওয়া যায়। কালিদাস বাবু এই সংগ্রহটিকে "গোবিন্দদাসের পদাবলী—পূর্ব্বভাগ" নামে অভিহিত করিয়াছেন; গোবিন্দ দাসের অবশিষ্ট পদাবলী দ্বারা উহার শেষ ভাগ সঙ্কলিত করা বোধ হয় কালিদাস বাবুর বাসনা ছিল; কিন্তু তিনি স্বর্গগত হওয়ায় সেই কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। কালিদাস বাবু রায় শেখরের পদাবলী ও জগদানন্দের পদাবলীরও দুইখানা উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া বাংলা-সাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন‡।"

কালিদাস বাবুর উক্ত সংস্করণে গোবিন্দ দাসের মোটে ২৯১ টি পদ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই, এরূপ পদও কতকগুলি আছে। পদকল্পতরুতে গোবিন্দ কবিরাজের মোট পদসংখ্যা ৪৬০। পদামৃতসমুদ্রে গোবিন্দ কবিরাজের পদ-সংখ্যা ২৭০; কিন্তু উহার মধ্যেও পদকল্পতরুর অতিরিক্ত কয়েকটী পদ আছে। "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থে আমরা জ্ঞাতসারে গোবিন্দ কবিরাজের পূর্ব্ব প্রকাশিত পদ উদ্ধৃত করি নাই; তথাপি উহাতে তাঁহার রচনার লক্ষণাক্রান্ত 'গোবিন্দ দাস'-ভণিতার ৮৮টি নূতন পদ সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং এখনও গোবিন্দ কবিরাজের প্রায় সাড়ে পাঁচ শত পদ পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত গোবিন্দ দাসের একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। আমরা এ বিষয়ের প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং কলিকাতা ও ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

গোবিন্দ কবিরাজের প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্ব্বে বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে গোবিন্দ দাসের সম্বন্ধে যে একটা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভ্রান্ত মত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সে বিষয়ে এখানে আলোচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করি।

নগেন্দ্র বাবু গোবিন্দ কবিরাজকে মৈথিল কবি প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে গত ১৩৩১ সালের মাসিক "বসুমতী" পত্রিকারকার্ত্তিকের সংখ্যায় "মিথিলার কবি গোবিন্দদাস" নাম দিয়া একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে গোবিন্দ দাসের কয়েকটী প্রসিদ্ধ পদও উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গুপ্ত মহাশয়ের প্রদর্শিত যুক্তিগুলি যে সমীচীন নহে, তাঁহার উদ্ধৃত পদাবলী যে বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজেরই রচিত,

---

* গোবিন্দদাসের 'একান্ন পদ' নামে প্রসিদ্ধ অষ্ট-কালীয় নিত্য-লীলাবিষয়ক পদাবলী লীলা-কালের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে সজ্জিত হইলেও উহা পালা-রূপে গীত হয় না এবং গোবিন্দদাস নিজে উহার সঙ্কলয়িতা কি না, তাহাও নিশ্চিত জানা যায় নাই। সম্পাদক

† সংস্করণটী অধুনা অপ্রাপ্য।—সম্পাদক

‡ কালিদাস বাবুর উক্ত দুইটি সংস্করণও এখন অপ্রাপ্য হইয়াছে।—সম্পাদক

ইহা প্রমাণিত করার জন্য আমরা "মহাকবি গোবিন্দদাস কি মৈথিল ?" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়া ১৩৩২ সালের চৈত্রে বীরভূম সিউড়ীর বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে প্রেরণ করি। ঐ প্রবন্ধ ১৩৩৩ সালের "ভারতী" পত্রিকার ৩য়, ৪র্থ, ৫ম সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে। পুরাতন পত্রিকার ফাইল খুঁজিয়া উক্ত বাদ-প্রতিবাদের প্রবন্ধগুলি পাঠ করা অনেক পাঠকের পক্ষেই অসুবিধাজনক বলিয়া, বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায় আমরা এখানে নগেন্দ্র বাবুর প্রদর্শিত প্রধান যুক্তিগুলি তাঁহার ভাষায় প্রদান করিয়া, উহার উত্তরে আমাদিগের প্রবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—"বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পর গোবিন্দ দাস অপর কবিদিগের অপেক্ষা প্রসিদ্ধ। গোবিন্দ দাস নামে কয়েক জন পদ-কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি মিথিলার কবি। বিদ্যাপতির পরে ইনি মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং অনেক পদ বিদ্যাপতির অনুকরণে রচনা করেন। ইনি যে মিথিলা-বাসী, তাহার প্রমাণ—ইহাঁর রচিত পদ এদেশে অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে। ইহাঁর পদাবলী বিশুদ্ধ আকারে মিথিলায় পাওয়া যায় এবং মিথিলার কুলজীতে ইহাঁর নাম আছে। বিদ্যাপতির যে বন্দনা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা এই কবির রচিত। চণ্ডীদাসের বন্দনা বাঙ্গালার কবি গোবিন্দদাস-কৃত। অনুপ্রাসপূর্ণ অনেক-গুলি পদ মিথিলার গোবিন্দদাসের রচনা। পদকল্পতরুতে দ্বাদশ মাসিক বিরহ বর্ণনায় কবি বৈষ্ণব দাস এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"অথ চাতুর্ম্মাস্য বিদ্যাপতিঠক্কুরস্য বর্ণনং ততো দ্বঃমাস গোবিন্দকবিরাজঠক্কুরস্য তচ্ছেষ ষণ্মাস গোবিন্দ চক্রবর্ত্তিঠক্কুরস্য বর্ণনং।" কবিরাজ গোবিন্দ ঠাকুর মিথিলার কবি। গোবিন্দদাস মিথিলার ব্রাহ্মণ, নাম গোবিন্দদাস ঝা অথবা ওঝা, কবিরাজ তাঁহার উপাধি।"

পুনশ্চ—

"এই গোবিন্দদাস মিথিলা-বাসী; হরিনারায়ণ মিথিলার রাজার উপাধি। অন্য পদের ভণিতায় রাজা নরসিংহ, রূপনারায়ণ ও রায় চম্পতির নাম আছে।"

"গোবিন্দ দাসের ভাষা বিদ্যাপতির অপেক্ষা কঠিন ও জটিল এবং শব্দের ছটাও অধিক।"

"মিথিলার কবি গোবিন্দদাসের বিরচিত গৌরচন্দ্রিকার একটিও পদ নাই; থাকিবার কথাও নহে। গোবিন্দ-দাস নামধারী বাঙ্গালী কবি মিথিলার কবির ভাষার অনুকরণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের বন্দনা ও লীলা বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু দুই ভাষায় অনেক প্রভেদ। গোড়াতেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মিথিলার কবি গোবিন্দদাসের ভাষা কঠিন ও এ দেশে তাঁহার পদাবলীর পাঠে অত্যন্ত অশুদ্ধি ও বিকৃতি ঘটিয়াছে। শ্রীখণ্ড-নিবাসী কবি গোবিন্দদাস মিথিলার কবির পদ আবৃত্তি করিয়া থাকিবেন, এবং ইহাই অধিক সম্ভবপর। কারণ, বৈষ্ণব হইবার পূর্ব্বে যে বৈদ্য গোবিন্দদাস গীত রচনা করিতেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই।"

"জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন" ইত্যাদি পদ-কল্পতরুর শ্রীরাম-বন্দনার ২৪০৭ সংখ্যক পদটীর সম্বন্ধে গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব অথবা অপর কবিরা রামের বন্দনা করিতেন না। মিথিলায়, বেহারে ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে সর্ব্বত্র রামের বন্দনার নিয়ম।" এই যুক্তি অনুসারে তিনি উক্ত পদটীকেও মিথিলার গোবিন্দদাসের রচনা বলিয়া স্থির করিয়াছেন এবং অতঃপর গোবিন্দদাসের পদাবলীতে বাঙ্গালায় যে বহু পাঠ-বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাঁহার এই কল্পিত কথার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি গোবিন্দদাসের কতকগুলি পদের অশুদ্ধ ও বিকৃত পাঠ উদ্ধৃত করিয়া, সেই অশুদ্ধ ও বিকৃত পাঠগুলিকেই তিনি মৈথিল-পাঠের অনুযায়ী শুদ্ধ পাঠ বলিয়া প্রচারিত করার জন্য হাস্য-জনক প্রয়াস করিয়াছেন। আমরা প্রথমে তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত মূল যুক্তিগুলির সম্বন্ধে আমাদিগের মন্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া, পরে আলোচ্য পদাবলী যে বাঙ্গালী কবিশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ কবিরাজের রচনা, তৎসম্বন্ধে আমরা যে কতিপয় ভাষা-গত ও ভাব-গত নিঃসন্দিগ্ধ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ও ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রদর্শিত করিয়াছি, উহার কিয়দংশও উদ্ধৃত করিব।

"প্রথমেই বক্তব্য এই যে, গুপ্ত মহাশয় গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত কতগুলি এবং কোন্ কোন্ পদ মিথিলার কোন্ কোন্ প্রাচীন গীত-সংগ্রহে দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা স্পষ্ট লিখেন নাই; তবে অনুমানে বুঝা যায় যে, তিনি তাঁহার প্রবন্ধে গোবিন্দদাসের যে ১৬।১৭টী পদ বা পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেগুলি তিনি মিথিলার কোন-না-কোন গীতসংগ্রহে দেখিতে পাইয়াছেন। গোবিন্দ কবিরাজের রচিত উৎকৃষ্ট পদাবলী, যাহা ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি, পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পতরু, পদ-রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার সংখ্যা অনূন পাঁচ শত হইবে। আন্দাজ দুই তিন শতাব্দী পূর্ব্বেও সংস্কৃত বিদ্যার্থীদিগের শাস্ত্রাধ্যয়ন জন্য উভয় দেশে পরস্পর যাতায়াত হেতু বাঙ্গালা ও মিথিলার মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল; বর্ত্তমান সময়ের ত কথাই নাই; এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালী গোবিন্দ কবিরাজের রচিত, মৈথিলী ভাষার সহিত সাদৃশ্য-যুক্ত কতকগুলি ব্রজ-বুলি পদ বাঙ্গালা হইতে মিথিলায় নীত এবং প্রচারিত হওয়া খুব সম্ভবপর মনে হয়। বস্তুত ভাষা ও ভাবে প্রায় একই প্রকারের অন্ততঃ ৩।৪ শত ব্রজবুলির পদের মধ্যে গোবিন্দদাসের ভণিতা-যুক্ত যদি মাত্র ২০।২৫টী পদ মিথিলায় পাওয়া যায়, আর বাকিগুলি সেখানে মোটেই পাওয়া না যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালা দেশই যে সেই পদগুলির জন্ম-ভূমি, এরূপ অনুমানই অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। মিথিলায় গোবিন্দ ঠাকুর নামক একজন প্রাচীন পণ্ডিত ছিলেন; ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর রচিত কতকগুলি মৈথিল গীতও পাওয়া যায়; গুপ্ত মহাশয় যে "মিথিলা-গীত-সংগ্রহ" নামক গ্রন্থের কথা লিখিয়াছেন, সেই গ্রন্থখানা প্রাচীন সংগ্রহ নহে। দারভাঙ্গার অন্তর্গত শুভঙ্করপুর গ্রামের অধিবাসী দারভাঙ্গা-রাজের জনৈক পারিষদ শ্রীযুক্ত ভোল ঝা কর্ত্তৃক ঐ গ্রন্থ সঙ্কলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ঝা মহাশয়ের উক্ত গ্রন্থের প্রথম ভাগ এখন অপ্রাপ্য; আমরা বহু চেষ্টায়ও সংগ্রহ করিতে পারি নাই; দ্বিতীয় ভাগ এক খণ্ড পাইয়াছি; উহাতে গোবিন্দ ঠাকুরের "সুমু ভুবনেশ্বর নাথ" ইত্যাদি একটিমাত্র গীত উদ্ধৃত হইয়াছে; ভণিতাটী এইরূপ,—"কহ গোবিন্দ কর জোরি বিনয় প্রভু মানিয়" ইত্যাদি। ইনি যে 'দাস' উপাধির ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়াছেন কিংবা কবিত্বের জন্য "কবিরাজ" উপাধি পাইয়াছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই। বস্তুতঃ বিদ্যাপতির পরে গোবিন্দদাস নামক যে একজন শ্রেষ্ঠ কবি মিথিলায় প্রাদুর্ভূত হইয়া মৈথিল ভাষায় বহু শত উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, এ সম্বন্ধে "শিবসিংহ সরোজ" নামক হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যের প্রামাণিক গবেষণা-পূর্ণ ইতিহাসে অথবা সার গ্রিয়ারসন সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "History of Hindi Literature বা Maithil Chrestomathy" গ্রন্থে কোনই উল্লেখ পাওয়া যায় না। মৈথিল গোবিন্দ ঠাকুরের গীতের সহিত 'গোবিন্দদাস' ভণিতা-যুক্ত ব্রজবুলি পদগুলির ভাষা কিংবা ভাবগত কোনও সাদৃশ্য নাই। কবিত্ব হিসাবেও সেগুলি নগণ্য। এ অবস্থায় মৈথিল-পঞ্জী অর্থাৎ মৈথিল-বংশ-তালিকায় গোবিন্দ ঠাকুর নামক কোনও ব্যক্তির নাম পাওয়ায়, তিনিই 'গোবিন্দদাস' ভণিতা-যুক্ত উৎকৃষ্ট ব্রজবুলি পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করা নিতান্তই দুঃসাহসের কার্য্য বলিয়া মনে হয়। * * * মিথিলার গীত-রচয়িতাদিগের মধ্যে নামের শেষে 'দাস' উপাধি সংযোগের দৃষ্টান্ত মোটেই পাওয়া যায় না; সুতরাং অন্য প্রমাণ না থাকিলেও শুধু 'গোবিন্দ দাস' ভণিতা দর্শনেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, 'গোবিন্দ দাস' আর যিনিই হউন না কেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থকার কিংবা মৈথিল-পঞ্জীর উল্লিখিত ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভব গোবিন্দ ঠাকুর নহেন। ইহাঁদের কাহারও নামই দাসান্ত দেখা যায় না; সুতরাং 'দাস' উপাধি নহে, 'গোবিন্দ-চরণ' বা 'গোবিন্দ-প্রসাদ' ইত্যাদি নামের মত 'গোবিন্দদাস'ও একটা সম্পূর্ণ নাম, এরূপ তর্ক করাও খাটে না; কেন না, তাহা হইলে কোন-না-কোন স্থলে তাঁহাদের নামের পরিচয়ে সম্পূর্ণ 'গোবিন্দদাস' নামটী অবশ্যই দুই এক বার উল্লিখিত হইত *

* গোবিন্দ কবিরাজ কোন কোন ভণিতায় যে ভাবে 'দাস' শব্দটির ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে উহা যে, বাঙ্গালী বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের স্বাভাবিক দীনতা-সূচক উপাধি-মাত্র, তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকে না। যথা—

গুপ্ত মহাশয় যে, পদকল্পতরুর 'দ্বাদশমাসিক বিরহ-বর্ণন' পদের মধ্যে গোবিন্দ কবিরাজ ঠকুরের উল্লেখ দেখিয়াছেন, উহা দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, পদকল্পতরুর সঙ্কলন-কর্ত্তা বৈষ্ণব দাস মিথিলার উক্ত গোবিন্দ ঠাকুরকেই 'কবিরাজ ঠকুর' শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন কিংবা তাঁহার মতেও ঐ পদটীর "দ্বয়-মাস" মিথিলার গোবিন্দ ঠাকুরের রচনা। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেতর প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহন্ত ও পদ-কর্ত্তারাও গৌরব-সূচক 'ঠাকুর' নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন, যথা—'ঠাকুর নরহরি, ঠাকুর নরোত্তম' ইত্যাদি *। প্রকৃত পক্ষে মৈথিল কবি গোবিন্দ ঠাকুরের নাম ও পদাবলী বাঙ্গালায় তৎকালে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল; নতুবা পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন পদ-সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে মৈথিল গোবিন্দ ঠাকুরের অবিসংবাদিত পদাবলী হইতে অন্তত দুই চারিটীও উদ্ধৃত হওয়া সম্ভবপর ছিল।

"গুপ্ত মহাশয় যে গোবিন্দদাসের "জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন" ইত্যাদি পদকল্পতরুর শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-সূচক পদটীতে "হরিনারায়ণ" শব্দ পাইয়া, উহা মিথিলার রাজার উপাধি (?) বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাও ঠিক নহে। "হরিনারায়ণ' কোনও রাজার উপাধি নহে। উহা শিবসিংহের পরবর্ত্তী মিথিলার রাজা ভৈরব সিংহেরই নামান্তর। † উক্ত "জয় জয় শ্রীল রাম রঘুনন্দন" ইত্যাদি পদের ভণিতাব কলি এইরূপ,—

"ভকত-আনন্দ মরুত-নন্দন
চরণ-কমল করু সেবা।
গোবিন্দ দাস হৃদয়ে অবধারল
হরি নারায়ণ দেবা॥"

"বলা বাহুল্য যে, এ স্থলে 'হরি নারায়ণ' কোনও ব্যক্তির নাম অর্থ করিলে 'গোবিন্দ দাস হৃদয়ে অবধারল' এই বাক্যটা সম্পূর্ণ অসংলগ্ন হইয়া পড়ে। এই বাক্যের একমাত্র সঙ্গত অর্থ এই যে, গোবিন্দ দাস হৃদয়ে অবধারণ করিল যে, (বর্ণিত রামচন্দ্র) হরি ও নারায়ণ দেব অর্থাৎ রামচন্দ্র, হরি ও নারায়ণ অভিন্ন দেবতা। শাস্ত্রের মর্ম্ম ও গৌড়ীয়

"তরুণ-অরুণ-রুচি পদ-অরবিন্দ।
নখ-মণি-নীছনি দাস গোবিন্দ॥" (১৯ সংখ্যক পদ)
"লহু লহু হাস ভাষ মৃদু বোলত
শোহত গতি অতি মন্দ।
দিন-জনে নিজ বিজ দেই সব তারল
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ॥" (১৩২ সং পদ)
"এমন কঠিন নারীর পরাণ
বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি হয়ে পরিণাম
দাস গোবিন্দ কয়॥" (১৫২ সং পদ) ইত্যাদি ইত্যাদি।

এরূপ বহু স্থলে 'দাস' শব্দটা যে নামের অংশ-রূপে নহে, কিন্তু বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তাদিগের রীতি অনুসারে ব্যবহৃত দীনতা-সূচক উপাধি মাত্র, তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।—সম্পাদক

* অধিক কি, যবন হরিদাসও তাঁহার অতুলনীয় ভক্তির জন্য বৈষ্ণব-জগতের বহু হরিদাসদিগের মধ্যে 'হরিদাস ঠাকুর' নামেই বিখ্যাত হইয়াছেন।—সম্পাদক

† গ্রিয়ার্সন সাহেব মহোদয়ের "Maithil Chrestomathy" গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবদিগের ধারণাও এইরূপই বটে। তবে রামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন যুগের অবতার, ইহাতেই যা কিছু পার্থক্য *। "বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব অথবা অপর কবিরা রামের বন্দনা করিতেন না"—এইরূপ একটা ব্যাপক উক্তির উপযুক্ত প্রমাণ আছে কি? শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্র—কেহই দেশ-বিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহেন। কৃত্তিবাস হইতে আরম্ভ করিয়া অসংখ্য রামায়ণ-কারেরা প্রধানতঃ গ্রন্থের প্রারম্ভে শ্রীরামের বন্দনাই করিয়াছেন। প্রত্যেক ভক্ত-সম্প্রদায়েরই স্বীয় উপাস্য-দেবতার প্রতি পক্ষপাত শোভন ও স্বাভাবিক; সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তারা যে সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণের বন্দনাই সাধারণতঃ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এইরূপ ব্যবহার হইতে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাঁহাদিগের অশ্রদ্ধা বা উদাসীনতা সিদ্ধান্ত করা সমীচীন নহে। পদকল্পতরুর ৪র্থ শাখার সপ্তবিংশতি পল্লবটী দেব-বন্দনার তেরটী পদে পূর্ণ বটে। শ্রীগীত-গোবিন্দের "প্রলয়-পয়োধি-জলে" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ দশাবতার-বর্ণনার দীর্ঘ পদটীর এগারটী কলি এই পল্লবের প্রথমেই এগারটী পদরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উক্ত দশাবতার বর্ণনায় শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের সামান্যতঃ উল্লেখ ও গণনা থাকিলেও দশাবতারদিগের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য প্রদর্শিত করার জন্যই বৈষ্ণব গ্রন্থকার আগে ১২শ পদরূপে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনাত্মক "শ্রিত-কমলা-কুচ-মণ্ডল" ইত্যাদি জয়দেবের প্রসিদ্ধ পদটী উদ্ধৃত করিয়া, পরে ১৩শ পদরূপে গোবিন্দ দাসের উক্ত শ্রীরাম-বন্দনার পদটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। এরূপ বিশেষ প্রয়োজনে পদকল্পতরুতে শ্রীরাম-বন্দনার এই পদটী উদ্ধৃত না হইলে, বোধ হয় উহা এত দিনে বিলুপ্ত হইয়া যাইত; কেন না, পূর্ব্বোক্ত কারণে সাধারণতঃ বৈষ্ণব কীর্ত্তনগায়কগণ শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা ব্যতীত অন্য কোনও দেবতার বন্দনা গাহেন না।

"পদকল্পতরুর ২৪১৬ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে,—

"কমলা-লালিত চরণ-কমল-মধু
পাওয়ে সোই সুজান।
রাজা নরসিংহ রূপ নারায়ণ
গোবিন্দ দাস অনুমান॥"

"আবার পদকল্পতরুর ৫৩১ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে,—

"বিরহ-মোচন এ তুয়া লোচন-
কোণে হেরবি কান।
রায় চম্পতি বচন মানহ
দাস গোবিন্দ ভাণ॥"

"মিথিলার রাজ-বংশের তালিকায় পূর্ব্বোক্ত হরিনারায়ণের পুত্র রূপনারায়ণ ও হরিনারায়ণের পিতার নামান্তর 'নরসিংহ' দেখা যায়; গুপ্ত মহাশয় কোনও রূপ সন্দেহ না করিয়াই উদ্ধৃত ভণিতার 'নরসিংহ' ও 'রূপনারায়ণ'কে মিথিলার রাজ-দ্বয় স্থির করিয়া বসিয়াছেন এবং ইহাও গোবিন্দদাসের মৈথিলত্বের একটা ভাল প্রমাণ বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মিথিলার রাজা উক্ত নরসিংহ ও রূপনারায়ণ ছাড়া কি আর কোনও নরসিংহ ও রূপনারায়ণ থাকিতে পারেন না? এই ভণিতাটী লক্ষ্য করিয়াই বৈষ্ণব-সাহিত্যে সুপণ্ডিত স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় তাঁহার "গৌর-পদ-তরঙ্গিণী" গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"এ স্থলে তিনি (অর্থাৎ গোবিন্দদাস) পক্কপল্লীর কবি-নৃপতি নরসিংহ ও তাঁহার সভা-পণ্ডিত রূপনারায়ণকে স্মরণ করিতেছেন মাত্র।" বস্তুতঃ নরসিংহ

* গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণতম অবতার, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে অংশ-অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। আলোচ্য বিষয়ের বিচারে সেই পার্থক্যের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া, উহা বলা হয় নাই।—সম্পাদক

বা নৃসিংহ বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ছিলেন। পদকল্পতরুর ১১৫৯ ও ১৩২৪ সংখ্যক তোটক-ছন্দের বিচিত্র পদ-দ্বয় নৃসিংহ দেবের রচিত। গোবিন্দ কবিরাজ খুব সম্ভবতঃ এই নৃসিংহেরই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আর যদি তর্ক- স্থলে ভণিতার নরসিংহ ও রূপনারায়ণকে মিথিলার সেই নরসিংহ ও রূপনারায়ণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেই গোবিন্দ দাসের মৈথিলত্ব সিদ্ধ হয় কি প্রকারে? পরবর্ত্তী ও ভিন্নদেশীয় বাঙ্গালী কবি গোবিন্দ দাস শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে কি বিদ্যাপতির প্রতিপালক ও সমকালীন ব্যক্তি সেই রাজা দুই জনের এ ভাবে উল্লেখ করিতে পারেন না? গুপ্ত মহাশয়ের মতেও মৈথিল কবি গোবিন্দ ঠাকুর বিদ্যাপতির পরবর্ত্তী; তিনিই বা নিজের প্রতিপালক রাজার গুণকীর্ত্তন না করিয়া, অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা দুই জনের স্তুতি করিবেন কেন? বিশেষ প্রসিদ্ধির জন্য সেরূপ করিয়া থাকিলে, বিদ্যাপতির সংস্রবে তাঁহারা বঙ্গদেশেও প্রসিদ্ধি লাভ করায়, বাঙ্গালী গোবিন্দ দাসও সেইরূপ তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করিতে পারেন। গুপ্ত মহাশয় কেবল তাঁহার মতের আপাত-অনুকূল বিষয়গুলিই ধরিয়াছেন, যাহা তাঁহার মতের সম্পূর্ণ প্রতিকূল, যে জন্যই হউক, উহার ধার দিয়াও যান নাই। ভাষা ও ভাবে সম্পূর্ণ এক-জাতীয় গোবিন্দদাসের কতকগুলি পদে* রায় বসন্তের, ২৪১৫ সংখ্যক পদে রায় সন্তোষের ও ৫৩৮ সংখ্যক পদে 'প্রাত আদিত' নামক ব্যক্তিদিগের প্রশংসা-সূচক উল্লেখ আছে। 'প্রাত আদিত'কে কেহ কেহ বাঙ্গালার রাজা 'প্রতাপ আদিত্য' নামের ছন্দোমিলনার্থে সংক্ষিপ্ত রূপান্তর মনে করেন। কোন কোন পুথিতে আবার 'প্রাত আদিত' স্থলে 'রায় চম্পতি' পাঠও দেখা যায়। প্রকৃত পাঠ এই দুইটার মধ্যে যেটাই হউক না কেন, প্রাত আদিত বা রায় চম্পতি, কেহই মৈথিল বলিয়া জানা যায় নাই। পক্ষান্তরে রায় চম্পতি যে, উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের জনৈক মহাপাত্র ছিলেন, তাহা 'চম্পতি' ভণিতা-যুক্ত "সখি হে কাহে কহসি কটু ভাষা" ইত্যাদি ৪৮১ সংখ্যক পদের সংস্কৃত টীকায় পদামৃতসমুদ্র-প্রণেতা রাধামোহন ঠাকুর বলিয়া গিয়াছেন। চম্পতি বা চম্পতি রায়ের রচিত কয়েকটী উৎকৃষ্ট ব্রজবুলি পদের ন্যায় তাঁহার রচিত ২।৩টী খাঁটি বাঙ্গালা পদও পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। গুপ্ত মহাশয় 'চম্পতি' বিদ্যাপতির একটা উপাধি—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার বিদ্যাপতির সংস্করণে চম্পতির ব্রজবুলি পদগুলি সমস্তই সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি; † এখানে উহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়। বস্তুতঃ 'চম্পতি' এই অর্থ-শূন্য নামটী বৈয়াকরণিকদিগের উল্লিখিত 'ডিত্থ' 'ডবিত্থ' ইত্যাদি সংজ্ঞার মত ব্যক্তিবিশেষের নাম না হইয়া যে, কিরূপে একটা বিশেষণ-বাচক উপাধি হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। 'চম্পতি' শব্দটী 'চমূপতি' (অর্থাৎ সেনানায়ক) শব্দের অপভ্রংশজাত, যদি কেহ কষ্ট-কল্পনা দ্বারা এরূপ অনুমান করেন, তাহা হইলে, আমাদের পণ্ডিত কবি বিদ্যাপতি ঠাকুর যে, মিথিলার রাজবংশের সেনা-নায়ক হইয়াছিলেন, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। সেরূপ হইলে ওরূপ অর্থে মৈথিল ভাষায় 'চম্পতি' শব্দের ব্যবহার না থাকার কোনই কারণ দেখা যায় না। আর যদি 'চম্পতি' সেনা-নায়কই হইবেন, তবে উহার সহিত আবার 'রায়' উপাধি জোড়া হইয়াছে কেন? গুপ্ত মহাশয়ও আমাদের স্বীকৃত বিশুদ্ধ পাঠ-যুক্ত পূর্ব্বোদ্ধৃত ভণিতার 'রায় চম্পতি' শব্দের স্থলে ছন্দ বজায় রাখিয়া কোন মতেই 'কবি চম্পতি' বা আর কিছু পাঠ কল্পনা করিয়া 'রায়' শব্দটা উড়াইয়া দিতে পারেন না। আলোচ্য পদাবলীর রচয়িতা যদি মৈথিল গোবিন্দ ঠাকুর বা অন্য কোনও মৈথিল কবি হয়েন, তাহা হইলে তিনি বাঙ্গালার পদ-কর্ত্তা বসন্ত রায় ও বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ভূস্বামী সন্তোষ রায়ের (নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্য-পুত্র সন্তোষ দত্ত) উল্লেখ কেন করিবেন, গুপ্ত মহাশয় ইহার সদুত্তর

* পদকল্পতরুর ১০৫০, ১৭২০ ও ২৪৩৪ সংখ্যক পদ দ্রষ্টব্য।

† "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থের ভূমিকা, ১৶০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

দিতে পারেন কি ? ফলতঃ পূর্ব্বোক্ত সকলগুলি বিষয়ের সামঞ্জস্য করিতে হইলে, এই সকল উৎকৃষ্ট ব্রজবুলী পদের রচয়িতাকে গোবিন্দ কবিরাজ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।" * * * *

"এখন ভাষার কথা ধরা যাউক। গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন,—"গোবিন্দ দাসের ভাষা বিদ্যাপতির অপেক্ষা কঠিন ও জটিল।" দুঃখের বিষয়, তিনি এই কাঠিন্য বা জটিলতার কারণ অনুসন্ধান করেন নাই। কোনও সন্দিগ্ধ কবি প্রকৃতপক্ষে মৈথিল, কি বাঙ্গালী, তাহা নির্ণয়ের জন্য ভাষা সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচার এবং ভাষা ও ভাবগত পার্থক্যের আলোচনাই যে, অভ্রান্ত মীমাংসায় উপনীত হওয়ার একমাত্র প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন। বিদ্যাপতির পদাবলী বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া গুপ্ত মহাশয়ের প্রাচীন মৈথিল ভাষার আদর্শ সম্বন্ধে যে একটা ধারণা জন্মিয়াছে, উহার সহিত তুলনায় তিনি গোবিন্দ দাসের ভাষাটা কঠিন ও জটিল বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন ; তিনি একটু নিরপেক্ষ ভাবে প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির খুব ভক্ত এবং অনেক স্থলেই বিদ্যাপতির অনুকারী হইলেও বিদ্যাপতির ও তাঁহার ভাষায় যথেষ্ট পার্থক্য আছে। বিদ্যাপতির পদের ভাষা প্রাচীন মৈথিলী আর গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায় শেখর প্রভৃতি বাঙ্গালী কবিদিগের ভাষা তথা-কথিত 'ব্রজ-বুলী'। বিদ্যাপতির ভাষা মৈথিল রীতি-সিদ্ধ (idiomatic) সরল স্বাভাবিক ; প্রাচীন মৈথিল-ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট সাধারণতঃ উহা দুর্ব্বোধ্য নহে। গোবিন্দ দাস প্রভৃতির ব্যবহৃত 'ব্রজ-বুলী' সংস্কৃতানুযায়ী দীর্ঘসমাস-যুক্ত ও সংস্কৃত ও প্রাকৃত-জাত বহু নবকল্পিত 'তদ্ভব' শব্দ-পূর্ণ। ইহাঁদিগের—বিশেষতঃ সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে পারদর্শী গোবিন্দ কবিরাজের রচনা অতিরিক্তরূপে অনুপ্রাস ও 'শ্লেষ', 'রূপক', 'সমাসোক্তি' প্রভৃতি জটিল অলঙ্কার-পূর্ণ। গোবিন্দদাস তাঁহার অনেক পদেই বাঙ্গালার বৈষ্ণবাচার্য্য রূপ গোস্বামী প্রভৃতির প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদি ও রস-শাস্ত্র হইতে ভাব ও রসের ধারা গ্রহণ করায়, গোবিন্দ দাসের পদাবলী ভালরূপে বুঝিতে হইলে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তির সহিত বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্য ও রস-তত্ত্বের বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এরূপ পাঠকের সংখ্যা স্বভাবতই খুব বিরল বলিয়াই বৈষ্ণব-কাব্য-প্রিয় আধুনিক শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যেও গোবিন্দদাসের প্রতি অনুচিত অনাদর দেখা যায়। গোবিন্দদাসের ব্যবহৃত এই তথাকথিত ব্রজ-বুলীর সৃষ্টি হইয়াছে বাঙ্গালা দেশে ; উহা গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বাঙ্গালী কবিদিগেরই নিজস্ব ; মৈথিল কবির পক্ষে বিদ্যাপতির অনুকরণে মৈথিল ভাষায় কবিতা না লিখিয়া এই কল্পিত "ব্রজ-বুলী" ভাষায় কবিতা লিখা একান্তই অসম্ভব বটে। গোবিন্দদাসের পদের ভাষা যে মৈথিলী নহে—কিন্তু ব্রজ-বুলী, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে নানা স্থানে ইহা বলিয়া গিয়াছেন ; আমরাও নানা স্থানে নানা প্রবন্ধে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। এ সম্বন্ধে হিন্দী, মৈথিলী প্রভৃতি নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন সুপণ্ডিত ভাষা-তত্ত্ব-বিদের সাক্ষ্যও অপ্রাপ্য নহে। গত ১৩৩০ সালের ৩০শে ভাদ্র তারিখের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় "পদ-সাহিত্য ও গোবিন্দদাসের ভাষা" নামক একটা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, গোবিন্দদাস তাঁহার রচনায় প্রাকৃত-ভাষার প্রভাবই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন এবং তিনি বিদ্যাপতির বিশেষ অনুরক্ত ও ভক্ত ছিলেন বলিয়া, বিদ্যাপতিরও কিছু ভাব ও ভাষা তাঁহার পদাবলীতে স্থান-প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ মত প্রকাশ করায়, ঐ প্রবন্ধের আলোচনা উপলক্ষে প্রসিদ্ধ ভাষা-তত্ত্ব-বিদ্ ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় বলেন,—"আমি প্রবন্ধটী মনোযোগ দিয়া শুনিলাম, কিন্তু মূল আলোচ্য বিষয়ে প্রবন্ধ-লেখকের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। * * বিদ্যাপতির মৈথিল ভাষার রচিত গান বাঙ্গালায় আইসে। ষোড়শ শতকের শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার মিথিলায় বেশ যোগ ছিল। বাঙ্গালী বিদ্যার্থীরা মিথিলায় সংস্কৃত পড়িতে যাইতেন। মৈথিল গান বাঙ্গালীদের ভাল লাগায় তাঁহারা উহা

গাহিতেন। কিন্তু মৈথিলের ব্যাকরণ-চর্চ্চা করিয়া ঐ গানগুলির ভাষা সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার কাহারও আবশ্যকতা ছিল না। ফলে বাঙ্গালীর মুখে অল্প কালের মধ্যে মৈথিলের বিশুদ্ধি রহিল না; মৈথিলে বাঙ্গালার সংমিশ্রণ ঘটিল এবং এই মিশ্র ভাষায় দুই চারিটী অবহট্‌ঠ ও পশ্চিমা-হিন্দীর রূপও আসিল। এই সংমিশ্রণে বিদ্যাপতির পদের যে রূপ দাঁড়াইল, তাহা না-মৈথিল-না-বাঙ্গালা। ষোড়শ শতকে বৈষ্ণব-প্রভাবে যখন বিদ্যাপতির গানের আদর বাড়িয়া গেল, তখন বাঙ্গালা দেশের লোকের কাছে এই মিশ্র-ভাষার একটী নাম-করণ হইল; ব্রজ-মণ্ডলীতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা লইয়া এই পদ, এই জন্য ইহার নাম হইল "ব্রজবুলী"। তখন কেহ ইহার মৈথিল মূলের খোঁজ করেন নাই। পশ্চিমা-হিন্দীর রূপ-ভেদ ও মথুরা আগরা অঞ্চলে প্রচলিত 'ব্রজভাষা' হইতে এই ব্রজবুলী হিন্দী নয়, 'ব্রজভাষা'ই হিন্দী; 'ব্রজবুলী' প্রাকৃত-প্রভাবে জাত বাঙ্গালার রূপ-ভেদ নয়, ইহা মৈথিলি বাঙ্গালায় মিশাইয়া এক অতি সুমধুর সৃষ্ট কৃত্রিম ভাষা।"*

"মৈথিল কোনও কবির পক্ষে বাঙ্গালীদিগের সৃষ্ট এই কৃত্রিম কেতাবী ভাষায় কবিতা রচনা করা অসম্ভব। যদি কেহ এরূপ বলেন যে, বিদ্যাপতির খাঁটি মৈথিল পদাবলী যেমন বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত ও পূর্ব্বোক্ত কারণে বিকৃত হইয়া কচিৎ কোন স্থলে খাঁটি বাঙ্গালায় ও অধিকাংশ স্থলে ব্রজবুলীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, সেইরূপ মৈথিল গোবিন্দ ঠাকুর বা গোবিন্দ-নামক অন্য কোন মৈথিল কবির মৈথিলী পদাবলীও বাঙ্গালায় আসিয়া,—

"চিকণ কালা   গলায় মালা
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে   ভ্রমর বুলে
তেরছ নয়ানে চায়।"

ইত্যাদির মত পদে খাঁটি বাঙ্গালায় ও অধিকাংশ পদেই ব্রজবুলীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা এ কথার উত্তরে বলিব যে, মিথিলার প্রাচীন পুথিতে বিদ্যাপতির পদগুলি মৈথিল-আকারেই পাওয়া গিয়াছে, উহার সহিত বিদ্যাপতির বঙ্গীয় ব্রজবুলী পদাবলীর ভাষা-গত পার্থক্য সুস্পষ্ট। * * * কিন্তু গুপ্ত মহাশয় গোবিন্দ-দাসের ভাব ও ভাষায় একই মহাকবির লক্ষণাক্রান্ত অন্যূন তিন চারি শত ব্রজবুলীর পদাবলীর মধ্যে মিথিলার পুথিতে যে মোটে ২০।২৫টী পদ দেখিতে পাইয়াছেন এবং উহার অনেকগুলি হইতেই উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে পূর্ব্বোক্ত লেখার কায়দায় 'যছু' 'তছু' 'যৈছন' 'তৈছন' ইত্যাদি স্থলে 'জস্থ' 'তস্থ' 'জৈসন' 'তৈসন' ইত্যাদি ব্যতীত ভাষা-গত কোনই পার্থক্য দেখা যায় না। মৈথিল পুথিতেও ঐ পদগুলি খাঁটি ব্রজবুলীই রহিয়া গিয়াছে; সুতরাং সেগুলি যে, কোনও বাঙ্গালী কবির রচনা, মৈথিল কবির নহে, ইহা এই ভাষা-গত নিঃসন্দিগ্ধ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে।"

পুনশ্চ—

"এখানে ভাষা-গত প্রমাণের প্রসঙ্গেই গোবিন্দদাস যে বাঙ্গালী ছিলেন, উহার পোষকতায় গোবিন্দদাসের ভাব-গত কতকগুলি অনুকূল প্রমাণ ও কয়েকটী ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থাপিত করিব।

(১) গোবিন্দদাস স্থানে স্থানে বিদ্যাপতির ভাষা ও ভাবের কিছু কিছু অনুকরণ করিয়াছেন, সত্য বটে; কিন্তু তিনি বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য্য রূপ গোস্বামীর অনেক সংস্কৃত কাব্য হইতে অনেক শ্লোকের শুধু অনুকরণ নহে, তাৎপর্য্যানুবাদ করিয়া গিয়াছেন; ইহা তাঁহার বাঙ্গালীত্ব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবত্বেরই পরিচায়ক। আমরা নিম্নে কয়েকটী মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম;—

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ১৩৩০ সালের মুদ্রিত কার্য্য-বিবরণ দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

(ক) পদকল্পতরুর ১৩৯ সংখ্যক "সজনি মরণ মানিয়ে বহু ভাগি।" ইত্যাদি ব্রজবুলীর পদটী "বিদগ্ধমাধব" নাটকের "একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং" ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ।

(খ) পদকল্পতরুর ৬৪৬ সংখ্যক "মঝু মুখ-বিমল-কমল-বর-পরিমলে" ইত্যাদি সুন্দর ব্রজবুলীর পদ "উদ্ধব-সন্দেশ" কাব্যের "মদ্‌বক্ত্রাম্ভোরুহ-পরিমলোন্মত্ত সেবানুবন্ধে" ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ।

(গ) পদকল্পতরুর ৭১৬ সংখ্যক "সজনি কি কহব রাইক সোহাগি।" ইত্যাদি পদটী উজ্জ্বলনীলমণি-ধৃত—"সঙ্কেতীকৃত-কোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্ব্বতো" ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্ম লইয়া রচিত।

(ঘ) পদকল্পতরুর ১৬৯১ সংখ্যক "মাথুর-দূত করি গরুতহি মানি" ইত্যাদি পদ "হংসদূত" কাব্যের অনুকরণে রচিত।" *

"আমরা অন্যত্র † বিশেষভাবে আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছি যে, শ্রীরাধার সখীদিগের অনুগারূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা শুধু শ্রীমহাপ্রভুর প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মেরই বিশেষত্ব; শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভুক্ত পদ-কর্ত্তাদিগকেই স্ব-রচিত পদাবলীর ভণিতায় সখী-ভাবে সেবায় নিযুক্ত দেখা যায়। ইহাও তাঁহাদিগের বাঙ্গালীত্বের পরিচায়ক বটে। নিম্নে গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট ব্রজ-বুলীর পদ হইতে সখী ভাবে সেবার কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া হইল;—

(ক) "গোবিন্দদাস পন্থ দরশায়ত" (৭৪৪ সং পদ)

(খ) "গোবিন্দদাস যতন করি রাখত লাজক জালে আগোর।" (৯০২ সং পদ)

(গ) "চলইতে দীগ-ভরম জনি হোয়।
গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয়॥" (৯৮৬ সং পদ)

(ঘ) "বীজন করতহি গোবিন্দদাস॥" (১১১১ সং পদ)

(চ) "আনন্দে সেবই গোবিন্দ দাস॥' (১৩৬৭ সং পদ)

(ছ) "হা হা প্রাণ-রাই ভেল অচেতন
গোবিন্দ দাস করু কোর॥" (১৬১৪ সং পদ)

(জ) "সম্বাদি না আওত গোবিন্দ দাস॥" (১৬৩৭ সং পদ)

(ঝ) "জানইতে কানুক সো আশোয়াস।
চলু মথুরাপুর গোবিন্দ দাস॥" (১৬৪৮ সং পদ)

(ঞ) "কো কহে কানুক পাশ।
চলতহি গোবিন্দ দাস॥ (১৭৩১ সং পদ)

(ট) "জল-সেবন করু গোবিন্দ দাস॥" (২৭৮৪ সং পদ)

(ঠ) "চরণ-সেবন করু গোবিন্দ দাস॥" (২৮২৯ সং পদ)

"শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিভৃত-লীলায় সেবা করার অধিকার সখী ও সখীর অনুগা ভিন্ন আর কাহারও নাই। পুরুষাভিমানীর পক্ষে এখানে দ্বার রুদ্ধ। বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া দারভাঙ্গার অধীশ্বর স্বর্গীয় সার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ মহোদয়ের সভা-কবি হর্ষনাথ ঝা পর্য্যন্ত যত মৈথিল কবির যত পদ দেখা গিয়াছে, উহার

* স্থানাভাবে সম্পূর্ণ পদ ও শ্লোকগুলি প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয় নাই, পদকল্পতরুর উক্ত পদগুলির টীকায় মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি তুলনার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে।—সম্পাদক

† "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থের ভূমিকার ৸৶০—১৴০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

কোনটায়ই এরূপ সখী-ভাবে সেবার নিদর্শন পাওয়া যায় নাই; সুতরাং এ সকল দেখিয়াও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এ সকল পদের রচয়িতা বাঙ্গালী ছাড়া মৈথিল কবি নহেন।

"(৩) আলোচ্য পদাবলীগুলি যে, মৈথিল-কবি গোবিন্দ ঠাকুরের নহে, উহার আর একটা আভ্যন্তরীণ প্রমাণ এই যে, "মিথিলা-গীত-সংগ্রহ" নামক গ্রন্থের ২য় ভাগে আমরা গোবিন্দ ঠাকুরের যে নিঃসন্দিগ্ধ একটী পদ দেখিতে পাই, তাহার ভাষার সহিত 'গোবিন্দ দাস' ভণিতা-যুক্ত পদগুলির ভাষা বা ভাবের কোনই সাদৃশ্য দেখা যায় না; পক্ষান্তরে গোবিন্দদাসের অনূন দুই তিন শত ব্রজবুলী পদের মধ্যে ভাষা ও ভাবের এরূপ সাদৃশ্য এবং একজন শ্রেষ্ঠ-কবির নিপুণ হস্তের পরিচয় পাওয়া যায় যে, সেইগুলিকে গোবিন্দ ঠাকুর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও উচ্চ-শ্রেণীর কবির রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত না করিয়া পারা যায় না। ব্রজ-বুলী পদের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি গোবিন্দ দাসের সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালা পদাবলীর কথা ধরা যায়, যথা—"চিকণ কালা গলায় মালা" ইত্যাদি (১৪৯ সং), "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি" ইত্যাদি (১৫২ সং), "মুঞি যদি বলোঁ পাসরোঁ কান, মনে সে না লয় আন" ইত্যাদি (৯১০ সং), "অবলা কি জানি গুণ ধরে" ইত্যাদি (৮৬১ সং), "এই ত মাধবী-তলে" ইত্যাদি (১৬৭৭ সং),—তাহা হইলেও বলিতে হইবে যে, এই সকল উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদেও আমরা সেই শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দ দাসেরই নিজস্ব-ভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তা জ্ঞানদাসের মত গোবিন্দ দাসও বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী পদ রচনায় তুল্য কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। রায় শেখরও অনেকটা এরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন; সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কোনও কারণ নাই; তবে ব্রজবুলির অধিক মিষ্টতার জন্যই হউক কিংবা অন্য যে কারণেই হউক, গোবিন্দদাস যে ব্রজবুলী পদের রচনায় শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালের পদ-কর্ত্তাদিগের মধ্যে যেমন কবিত্ব হিসাবে গোবিন্দ কবিরাজ শ্রেষ্ঠ, সেরূপ ব্রজবুলীর স্রষ্টা বা অন্ততঃ শ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তক বলিয়াও তিনি চিরকাল মান্য হইয়া আসিতেছেন।"

গোবিন্দ কবিরাজের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণাবলীর মধ্যে 'প্রেমবিলাস', ভক্তিরত্নাকর' ও 'ভক্তমালে'র লিখিত বিবরণ তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার অসাধারণ কবিত্ব খ্যাতির সম্বন্ধে আরও কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রমাণ নিম্নে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল।

"গোবিন্দ কবিরাজ যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী পদকর্ত্তা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বন্দনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহার পরবর্ত্তী ও আন্দাজ ২৫০ শত বৎসরের প্রাচীন কবি "ভক্তি-রত্নাকার" গ্রন্থের রচয়িতা নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার একটা পদে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীখণ্ডের দামোদর কবি-কুলে শ্রেষ্ঠতর
গোবিন্দের হন মাতামহ।
সুর-গুরু সঙ্গে যাঁর তুলনায় বারে বার
লোকে যশ গায় অহরহ॥
বুঝি মাতামহ হৈতে কবি-কীর্ত্তি বিধিমতে
পাইলা গোবিন্দ কবিরাজ।
কহে দীন নরহরি তাই ধন্য ধন্য করি
গুণ গায় পণ্ডিতসমাজ॥"—(গৌর-পদ-তরঙ্গিণী, ৪৭৯ পৃষ্ঠা)

আন্দাজ সাড়ে তিন শত বৎসরের প্রাচীন কবি বল্লভ দাস লিখিয়াছেন,—

"শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বন্দিত কবি-সমাজ
কাব্য-রস-অমৃতের খনি।
বাগ্দেবী যাঁহার দ্বারে দাসী ভাবে সদা ফিরে
অলৌকিক কবি-শিরোমণি॥
ব্রজের মধুর লীলা যা শুনি দরবে শিলা
গাইলেন কবি বিদ্যাপতি।
তাহা হৈতে নহে ন্যূন গোবিন্দের কবিত্ব গুণ
গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি॥
অসম্পূর্ণ পদ বহু রাখি বিদ্যাপতি পহুঁ
পরলোকে করিলা গমন।
গুরুর আদেশক্রমে শ্রীগোবিন্দ ক্রমে ক্রমে
সে সকল করিলা পূরণ॥
এমন সুন্দর তাহা আচার্য্য-রত্ন শুনি যাহা
চমৎকার ভাবে মনে মনে।
তাই গুরু মহানন্দে "কবিরাজ" শ্রীগোবিন্দে
উপাধিটী করিলা প্রদানে॥
গোবিন্দের কবিত্ব-শক্তি সাধন ভজন ভক্তি
অতুলন এ মহীমণ্ডলে।
ধন্য শ্রীগোবিন্দ কবি কবি-কুলে যেন রবি
এ বল্লভ দৃঢ় করি বলে॥"—(ঐ, ৪৮০ পৃষ্ঠা)

"পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাস লিখিয়াছেন,—

"জয় কবিরাজ-রাজ রস-সাগর
শ্রীযুত গোবিন্দ দাস।
ঐছন কতিহুঁ না দেখিয়ে ত্রিভুবনে
প্রেম-মূরতি পরকাশ॥
যাকর গীতে সুধারস বরিখয়ে
কবিগণ চমকয়ে চীত।
শুনইতে গর্ব্ব খর্ব্ব তব হোয়ত
ঐছন রসময় গীত॥"—(পদকল্পতরু, ১৮ সংখ্যক)

গোবিন্দ কবিরাজ যে, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির নিকট হইতে কবি-শ্রেষ্ঠ বলিয়া 'কবিরাজ' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, ভক্তিরত্নাকরের প্রথম তরঙ্গে ইহা বর্ণিত হইয়াছে; যথা,—

"গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্যা কবি সবে প্রশংসয়॥

শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে।
পরমানন্দিত যার গীতামৃত পানে॥
'কবিরাজ'-খ্যাতি সবে দিলেন তথাই।
কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোসাঞি॥

তথাহি,—

শ্রীগোবিন্দ কবীন্দ্র-চন্দন-গিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিল
নানীতঃ কবিতাবলী-পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দু-সম্বন্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীব-সুরাঙ্ঘ্রিপাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্ব্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরম্॥"

গোবিন্দ কবিরাজের মন্ত্র-দাতা গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয় বহু দিন শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতির নিকট ভক্তি-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গোপাল ভট্ট গোস্বামী মহোদয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। সুতরাং নরহরি চক্রবর্ত্তীর "শ্রীলোকনাথ আদি" দ্বারা শ্রীনিবাস আচার্য্যও লক্ষিত হইতেছেন; এ জন্য ভক্তিরত্নাকরের এই উক্তির সহিত পদ-কর্ত্তা বল্লভের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তির বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। * * *

"সে সময়ে আজকালের মত উপাধি সুলভ ছিল না; শ্রীজীব গোস্বামী, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দিগের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সংস্কৃতের কবিরাও গৌরব-সূচক উপাধি গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা যাঁহাকে গৌরব করিয়া 'কবিরাজ' উপাধি দানে অভিনন্দিত করিয়াছেন, তাঁহার মহাকবির উপযুক্ত গুণগ্রাম ছিল না, ইহা বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে কি? গুপ্ত মহাশয় এ বিষয়ে একটু চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? গুপ্ত মহাশয় এক স্থানে যেরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন, সে ভাবে অন্যের পদ "আবৃত্তি" (?) করিয়া কেহ কোন কালে "কবি-রাজ" হইতে পারিয়াছেন কি?"

অতঃপর আমাদিগের প্রবন্ধে আমরা গুপ্ত মহাশয়ের প্রদর্শিত পাঠ-বিকৃতির উদাহরণ সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। গুপ্ত মহাশয়ের একটা প্রধান যুক্তি এই যে, যেহেতু গোবিন্দদাসের পদাবলীর অনেক পাঠ বঙ্গীয় গ্রন্থে অশুদ্ধ ও বিকৃত, কিন্তু মৈথিল গ্রন্থে শুদ্ধ পাওয়া যায়, ইহা দ্বারাই বুঝিতে হইবে যে, মৈথিল কবি গোবিন্দদাসের পদের পাঠ বাঙ্গালা দেশে আসিয়া তাঁহার ভাষায় অনভিজ্ঞ গায়ক ও লিপি-করদিগের দ্বারা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। গুপ্ত মহাশয়ের প্রদর্শিত পাঠ-বিকৃতির উদাহরণগুলির বিশেষ আলোচনা দ্বারা আমরা প্রমাণিত করিয়াছি যে, তিনি যে দুই একটা বিকৃত পাঠ দেখাইয়াছেন, উহার শুদ্ধ পাঠ বাঙ্গালার প্রাচীন পুথিতেই পাওয়া যায়। সাহিত্য-পরিষদের পদকল্পতরুতে আমরা শুদ্ধ পাঠই গ্রহণ করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত তিনি মৈথিল গ্রন্থের যে সকল পাঠ শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, উহার মধ্যে বহুসংখ্যক অর্থশূন্য বিকৃত পাঠ রহিয়াছে। স্থানাভাব হেতু ঐ পাঠ-বিচার এখানে উদ্ধৃত হইল না; কৌতূহলী পাঠক আমাদের উক্ত প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া দেখিবেন। আমাদিগের মতে পুথির লেখকদিগের এরূপ ভ্রম-প্রমাদ হইতে এত সহজে কোন কবির জন্ম-স্থল বা ভাষা সম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্ত করা চলে না। গোবিন্দ কবিরাজের এই আলোচ্য পদাবলীর সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ এবং ভাষা-গত ও ভাব-গত নিশ্চয়াত্মক আভ্যন্তরীণ প্রমাণ এত রহিয়াছে যে, গুপ্ত মহাশয়ের প্রযুক্ত এই হেত্বাভাসের আশ্রয় লওয়া আমাদিগের সম্পূর্ণ অনাবশ্যক; নতুবা তাঁহার এই যুক্তি অনুসারেই আমরা বলিতে পারিতাম যে, যেহেতু গোবিন্দ দাসের পদাবলীর মৈথিল পাঠ বিকৃত ও অশুদ্ধ, কিন্তু বঙ্গীয় প্রাচীন পুথির পাঠ বিশুদ্ধ, ইহা দ্বারাই তাঁহার বাঙ্গালীত্ব প্রমাণিত হইতেছে।

গুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধে একটা ইঙ্গিত দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্যের বন্দনা ও লীলার বর্ণনা-কারী বাঙ্গালী গোবিন্দদাসের রচনা কোন বিষয়েই ব্রজ-লীলার কবি মৈথিল গোবিন্দদাসের অনুরূপ নহে। এইরূপ ইঙ্গিত যে সম্পূর্ণ অমূলক ও অসঙ্গত, শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা-সূচক "নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে" (পদকল্পতরুর ৬৭সংখ্যক) ইত্যাদি দুই চারিটা পদ পাঠ করিলেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে। গোবিন্দদাসের শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার পদগুলিতেও তাঁহার ব্রজ-লীলার পদের ন্যায় একই মহাকবির সুনিপুণ হস্তের পরিচয় বিরল নহে; তবে কাব্যোচিত বিষয়ের প্রাচুর্য্য হেতু তাঁহার হাতে যে, ব্রজলীলার বর্ণনা অধিক ফুটিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। কেবল গোবিন্দ দাস নহে, জ্ঞানদাস, রায় শেখর, বলরাম প্রভৃতি অন্যান্য উৎকৃষ্ট বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তার সম্বন্ধেও এ কথা তুল্যভাবে প্রযোজ্য বটে।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, গোবিন্দ কবিরাজের আলোচ্য পদাবলী মিথিলার পণ্ডিতগণও তাঁহাদিগের স্বদেশী গোবিন্দদাস নামক কল্পিত কবির রচিত বলিয়া আজ পর্য্যন্ত দাবী করিতে অগ্রসর হন নাই। এ অবস্থায় গুপ্ত মহাশয় তাঁহার স্বদেশী ও স্ব-জাতীয় মহাকবি গোবিন্দদাসকে মৈথিল কবি বলিয়া প্রমাণিত করিতে অগ্রসর হওয়ায়, আমরা তাঁহার উদারতার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছি। কিন্তু নগেন্দ্র বাবুর মত একজন প্রবীণ ব্যক্তিকে নিজের একটা কাল্পনিক মতের পোষকতায় এরূপ অসার যুক্তির অবতারণা করিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত ও দুঃখিত না হইয়া পারি নাই।

পদ-কর্ত্তা 'গৌর দাস' কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই। তবে তিনি ৩১৭ সংখ্যক পদের ভণিতায় লিখিয়াছেন,—"কহে যদুনন্দন দাসক দাস। গৌর দাস তহিঁ করু আশোয়াস॥" ইহা দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনি প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা যদুনন্দন ঠাকুরের জনৈক ভক্ত ছিলেন। যদুনন্দন সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন; তিনি ১৫২৯ শকে ৭০ বৎসর বয়সে "কর্ণানন্দ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন; সুতরাং তিনি যে খৃষ্টীয় ১৬০৭ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ভক্ত গৌরদাসও সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগেই বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা প্রমাণিত হইতেছে। গৌরদাসের মাত্র পাঁচটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ৩০২৬ সংখ্যক প্রার্থনার পদটী ছাড়া গৌরদাসের বাকি পদগুলি ব্রজ-বুলীর পদ। শুধু এই কয়েকটী পদ দেখিয়া তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসার কথা কিছু বলা যায় না; তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ব্রজ-বুলী রচনায় তিনি অপটু ছিলেন না। তাঁহার ১০২৫ সংখ্যক জ্যোৎস্না অভিসারের সঙ্কেতসূচক—

গৌরদাস ও গৌরমোহন

"এত শুনি দূতি চলল অবিলম্বনে
আসি ভেল উপনিত কানুক পাশ।
নয়ন-তরঙ্গে সকল সমুঝায়ল
পুন হেরি কুমুদ কহে পরকাশ॥
কুমুদিনি গুণ পরি- মলে জগ জীতল
কাহে বিলমায়ত শ্যামল ভৃঙ্গ।
দূতিক বচনে চলল বর-নাগর
তুরিতহি গৌর হৃদয় পরসঙ্গ॥"

পঙক্তিগুলিতে কবি সুন্দর কৌশলে দূতীর সঙ্কেত ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই বন্দাবনে অভিসার যাত্রার পরেই শ্রীরাধাকে অভিসারে গমনের জন্য দূতীর প্রণোদনা ও তদনুসারে শ্রীরাধারও বৃন্দাবনে অভিসারের বর্ণনাত্মক

গৌরমোহনের ভণিতা-যুক্ত ১০২৬ সংখ্যক পদটী পাওয়া যায়। উভয় পদের রচনা-সাদৃশ্য ও একটির সহিত আর একটির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ দর্শনে দুইটি পদই একজনের রচনা বলিয়া বিবেচনা হয়। সুতরাং 'গৌরমোহন' গৌরদাসেরই পূর্ণ নাম বলিয়া অনুমান হইতেছে। কিন্তু ৩০২৬ সংখ্যক প্রার্থনার পদের রচয়িতা 'গৌর' যে 'গৌরমোহন' নহেন, কিন্তু ৩০২৫ হইতে ৩০২৯ সংখ্যক সম্পূর্ণ এক-জাতীয় প্রার্থনার পদগুলির রচয়িতা গৌরসুন্দর বটে, পদগুলি প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। এই সকলগুলি পদেরই ছন্দ একটু বিচিত্র এবং সবগুলি পদের সবগুলি কলির আগেই 'রাধানাথ' সংবোধন-পদটি দৃষ্ট হয়, যথা—

"রাধানাথ বড় অপরূপ লীলা।
কিশোর কিশোরী দুহুঁ এক-মেলি
নবদ্বীপে প্রকটিলা॥ ধ্রু।
রাধানাথ বড় অপরূপ সে।
শ্রীচৈতন্য নামে দয়া দীন হীনে
তপত-কাঞ্চন দে॥"—ইত্যাদি, ৩০২৫ সংখ্যক পদ।

"রাধানাথ কি তব বিচিত্র মায়া।
একলা আইসে একলা যায়
পড়িয়া রহয়ে কায়া॥
রাধানাথ সকলি এমনি প্রায়।
ভাই বন্ধু আদি পুত্র কলত্রাদি
সঙ্গে কেহ নাহি যায়॥"—ইত্যাদি, ৩০২৬ সংখ্যক পদ।

গৌরসুন্দর

'গৌরসুন্দর' ভণিতার চারিটী পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা 'গৌরদাস' প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, ৩০২৬ সংখ্যক 'গৌর' ভণিতার পদটীও রচনা দর্শনে গৌরসুন্দরের রচিত বলিয়াই বিবেচনা হয়; সুতরাং পদকল্পতরুতে গৌরসুন্দরের মোটে পাঁচটী পদ পাওয়া যাইতেছে। ইহা দ্বারা পদ-কর্ত্তা গৌরসুন্দর যে পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কিংবা অন্ততঃপক্ষে সমকাল-বর্ত্তী কবি, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। লালগোলার অধিপতি শ্রীযুক্ত রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণ রাও বাহাদুরের সম্পূর্ণ অর্থব্যয়ে বহরমপুরের শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা প্রকাশিত "কীর্ত্তনানন্দ" * গ্রন্থে সঙ্কলয়িতার নাম মুদ্রিত হয় নাই। সেরূপ বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার ভূমিকায় কীর্ত্তনানন্দ পুথির উল্লেখ ও উহা হইতে বহুসংখ্যক পদ সংগ্রহ করিয়া থাকিলেও অন্ততঃ পুথিখানার প্রাচীনতা প্রমাণিত করার জন্যও উহার সঙ্কলয়িতার নাম-নির্দ্দেশ ও সময় নিরূপণ করার জন্য চেষ্টা করেন নাই। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, তাঁহার উল্লিখিত ও শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল গোস্বামী মহাশয়ের উক্ত সংস্করণের আধার-ভূত 'কীর্ত্তনানন্দ' পুথিখানা শেষ অংশে খণ্ডিত; সুতরাং পুথির শেষে সঙ্কলয়িতার নাম পাওয়া যায় নাই। আমরা কিন্তু ঐ মুদ্রিত গ্রন্থের ৩০ পৃষ্ঠার একটী পদের উক্তি হইতে "গৌরসুন্দর দাস" শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-সমুদ্রস্বরূপ "কীর্ত্তনানন্দ" সঙ্কলিত করেন, ইহা জানিতে পারিয়াছি। পদটী নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইল; যথা,—

* "কীর্ত্তনানন্দ" গ্রন্থখানা ইদানীং অপ্রাপ্য হইয়াছে।—সম্পাদক

"শুন শুন বৈষ্ণব ঠাকুর।
দোষ পরিহরি শুনহ শ্রবণ-মধুর ॥ধ্রু।

বড় অভিলাষে রাধাকৃষ্ণ-লীলা
গীতহি সঙ্গতি করি।
হয় নাহি হয় বুঝিতে না পারি
সবে মাত্র আশা ধরি ॥
তোমরা বৈষ্ণব সব শ্রোতাগণ
চরণ ভরসা করি।
আপন ইচ্ছায়ে আমি নাহি লেখি
সেই লেখায় গৌরহরি ॥
মোর অপরাধ ঠাকুর বৈষ্ণব
ক্ষেমিয়া করহ পান।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ- লীলা-সমুদ্রহি
কীর্ত্তন আনন্দ নাম ॥
তোমরা বৈষ্ণব পরম বান্ধব
পুর মোর অভিলাষা।
গৌরাঙ্গ-চরণ মধুকরে গৌর-
সুন্দর দাস আশা ॥"

এই 'কীর্ত্তনানন্দ' গ্রন্থের ৫ পৃষ্ঠার "সূতিকা মন্দিরে গিয়া আনন্দে বলাই।" ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-লীলার পদের ভণিতা এইরূপ, যথা—

"বৈষ্ণব দাসেতে কয় মনের হরিষে।
জন্ম নিত্য লীলা প্রভু করিলা প্রকাশে ॥"

এই পদের রচয়িতা 'বৈষ্ণব দাস' যদি পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাস হয়েন, তাহা হইলে গৌরসুন্দর ও বৈষ্ণব দাস পরস্পরের গ্রন্থে পরস্পরের পদ উদ্ধৃত করায়, উভয়েই সমকাল-বর্ত্তী পদ-কর্ত্তা, এইরূপ সিদ্ধান্ত অপরিহার্য্য মনে হয়। বস্তুতঃ এই "কীর্ত্তনানন্দ" পুথিখানাতেও "পদ-রস-সার" ও "পদ-রত্নাকর" পুথির ন্যায় পদকল্পতরুতে যাহা উদ্ধৃত হয় নাই, এরূপ বহু-সংখ্যক পদ দেখা যায়। "পদ-রস-সার" ও "পদরত্নাকর" যে পদকল্পতরুর পরবর্ত্তী সংগ্রহ, তাহা উক্ত পুথি-দ্বয়ের প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "কীর্ত্তনানন্দ" পুথিখানাকেও আমরা সেইরূপ পরবর্ত্তী সংগ্রহ বলিয়াই বিবেচনা করি। তবে গৌরসুন্দরের এই সংগ্রহ-গ্রন্থের কাল পদকল্প-তরুর অল্প কিছু পরবর্ত্তী হইলেও তাঁহার কয়েকটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়া, তাঁহাকে বৈষ্ণব দাসের সম-সাময়িক প্রায় দুই শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী পদ-কর্ত্তা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে। গৌর-সুন্দরের রচনায় বিশেষ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তাঁহার "কীর্ত্তনানন্দ" সংগ্রহ গ্রন্থখানার জন্যই যে, তাঁহার নাম চির-স্মরণীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। গৌরসুন্দরের কয়েকটী পদ কীর্ত্তনানন্দেও আছে। এই গৌরসুন্দর দাস ছাড়া অন্য কোনও গৌরসুন্দরের পরিচয় পাওয়া যায় নাই; সুতরাং অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে কীর্ত্তনানন্দের সঙ্কলয়িতা গৌরসুন্দরকেই আমরা পদকল্পতরুর উদ্ধৃত পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া অনুমান করিতে বাধ্য হইয়াছি।

বাঙ্গালা বৈষ্ণব-সাহিত্যে দুইজন গৌরীদাসের বিবরণ পাওয়া যায়। ইহাঁদিগের প্রথম জন পণ্ডিত গৌরীদাস 'ঠাকুর পণ্ডিত' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি অম্বিকা-কালনানিবাসী মুখটী-বংশীয় কংসারি মিশ্রের পুত্র এবং সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই ভ্রাতৃ-দ্বয় শ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সম-সাময়িক এবং তাঁহাদিগের পরম ভক্ত ছিলেন। গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রেম-ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের এক বৎসর পূর্ব্বে একদা নিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্গে লইয়া অম্বিকা-কালনায় গৌরীদাসের ভবনে শুভাগমন করেন। এই সময়ে শ্রীমহাপ্রভুর সহিত তাঁহার যে প্রীতিসূচক কথোপকথন হয়, উহা পদ-কর্ত্তা কৃষ্ণদাস পদকল্পতরুর ২০৫৮ ও ২০৫৯ সংখ্যক ঐতিহাসিক পদ-দ্বয়ে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীমহাপ্রভু গৌরীদাসের গৃহে এই উপলক্ষে যে অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শিত করেন, তাহা ২০৫৯ ও ২০৬০ সংখ্যক পদে বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধ আছে যে, গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত এই শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দের যুগল-মূর্ত্তির সেবাই প্রভুদ্বয়ের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সেবা বটে। গৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীবৃন্দাবনের সুবল-সখা ও তাঁহার জন্ম-ভূমি অম্বিকা-কালনা দ্বাদশ-পাটের অন্যতম পাটরূপে বৈষ্ণব-সমাজে বিখ্যাত। নিত্যানন্দ প্রভু ইহার পরবর্ত্তী কালে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা বসুধা ও জাহ্নবী ওরফে জাহ্নবা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই গৌরীদাস পণ্ডিত আলোচ্য পদের রচয়িতা কি না, নিশ্চিত বলা যায় না। দ্বিতীয় গৌরীদাস একজন প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়া এবং নিত্যানন্দের সম-সাময়িক ভক্ত ছিলেন। ইহাঁর সম্বন্ধে বৈষ্ণব-বন্দনায় লিখিত হইয়াছে,—

গৌরীদাস

"গৌরীদাস কীর্ত্তনিয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দ স্তব করাইলা নিজ-শক্তি দিয়া॥"

পদকল্পতরুর 'গৌরীদাস' ভণিতার—"পহু মোর নিত্যানন্দ রায়" ইত্যাদি ২০১৩ সংখ্যক পদটী নিত্যানন্দ বন্দনা-বিষয়ক বটে। এই বন্দনা-পদকে লক্ষ্য করিয়াই বৈষ্ণব-বন্দনায় ঐরূপ লিখিত হইয়াছে, ইহা অনুমান করিয়াই বোধ হয়, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় এই কীর্ত্তনিয়া গৌরীদাসকেই পদ-কর্ত্তা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও তাঁহার ঐ মতই সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করি।

গৌরীদাসের এই দুইটী মাত্র পদ দেখিয়া তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা যাইতে পারে না। তবে তাঁহার ১৬১ সংখ্যক—

"ধরণী-শয়নে ঝরয়ে নয়নে
সঘনে কাঁপয়ে অঙ্গ।
চম্পক-বরণ তাপে মলিন
হৃদয় দহ অনঙ্গ॥"

ইত্যাদি শ্রীরাধার আপ্ত-দূতীর উক্তি পূর্ব্বরাগের পদটী দেখিয়া মনে হয় যে, গৌরীদাসের পদগুলির রচনা বেশ প্রাঞ্জল ছিল। পূর্ব্বোক্ত ২০১৩ সংখ্যক নিত্যানন্দ-বন্দনার পদের ভণিতার কলিতে আছে,—

"পসারিয়া বিশ্বম্ভর আর প্রিয় গদাধর
আচার্য্য-চত্বরে বিকি কিনি।
গৌরীদাস হাসি হাসি রাজার নিকটে বসি
হাটের মহিমা কিছু শুনি॥"

এই রাজা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমের হাটের রাজা নিত্যানন্দ। কেন না, গৌরীদাস পদের দ্বিতীয় কলিতে লিখিয়াছেন,—

"চৈতন্য-অগ্রজ নাম ত্রিভুবন-অনুপাম
সুরধুনী-তীরে করি থানা।
হাট করি পরবন্ধ রাজা হৈল নিত্যানন্দ
পাষণ্ডী-দলন বীর-বানা॥"

গৌরীদাসের,— "গৌরীদাস হাসি হাসি রাজার নিকটে বসি
হাটের মহিমা কিছু শুনি॥"

সুকৌশলময় উক্তি পড়িয়া, উহা পরবর্ত্তী কোনও কবির শুধু কাল্পনিক আকাঙ্ক্ষা বলিয়া মনে হয় না; ইহা যেন সত্যই তাঁহার সাক্ষাৎদৃষ্ট ঘটনার অপূর্ব্ব বর্ণনা। সুতরাং গৌরীদাস যিনিই হউন, তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর সম-সাময়িক, তাঁহার অনন্যভক্ত ও কৃপা-পাত্র ছিলেন এবং এই বন্দনাটাই বৈষ্ণব-বন্দনার উল্লিখিত সেই নিত্যানন্দ-বন্দনা—এইরূপে দেখিলেই এই পদটির, বিশেষতঃ উহার সুমধুর উপসংহারের প্রকৃত রসাস্বাদন করা যায়।

বাঙ্গালা সাহিত্যে একজন ঘনরাম সুবিখ্যাত। ইনি "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" নামক বৃহৎ কাব্যের প্রণেতা ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামে গৌরীকান্ত চক্রবর্ত্তীর ঔরসে সীতা দেবীর গর্ভে ইহাঁর জন্ম। জন্মের শক নিশ্চিত জানা যায় নাই; তবে ১৬৩৩ শকের অগ্রহায়ণ মাসে 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যের রচনা শেষ হইয়াছিল বলিয়া গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে, বঙ্গবাসী-যন্ত্রালয় হইতে 'ধর্ম্মমঙ্গল' কাব্যখানা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ঘনরাম এই কাব্যে বিশেষ প্রশংসনীয় কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। বোধ হয়, তিনি প্রৌঢ় বয়সেই এই কাব্যের রচনা করেন। সুতরাং আন্দাজ ১৬০০ শাক অর্থাৎ ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পূর্ব্বেই তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। বাঙ্গালা-সাহিত্যে আর কোন ঘনরামের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং পদকল্পতরুর উদ্ধৃত পদগুলি এই ধর্ম্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর রচিত বলিয়াই অনুমান হয়। ঘনরাম দাসের ভণিতাযুক্ত পদগুলির সমস্তই বাৎসল্য-রস ও গোষ্ঠ-লীলার সখ্য-রসের পদ বটে। উহার প্রায় কুত্রাপি ব্রজ-বুলী ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু ১১৫২ সংখ্যক পদটি একটু বিচিত্র রকমের। ঐ পদের আগের দিকের কলিগুলি বজ-বুলী মাত্রা-ত্রিপদী ছন্দে, কিন্তু শেষের চারি ছত্র খাঁটি বাঙ্গালা পয়ার ছন্দে রচিত। একই পদে এরূপ ভাষা ও ছন্দের প্রভেদ পদাবলী-সাহিত্যে খুব বিরল। সম্ভবতঃ লিপিকরের ভ্রমে দুইটী বিভিন্ন পদ মিশিয়া যাইয়া এইরূপ একটা অদ্ভুত মিশ্র-পদের উৎপত্তি হইয়াছে। ঘনরামের আলোচ্য পদগুলির সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সেগুলির মধ্যে পদ-কর্ত্তা সরল ভাষায় মা যশোদার বাৎসল্য ও সখা-গণের সখ্য-ভাবের অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক চিত্র পরিস্ফুট করিয়াছেন। এই পদগুলি প্রাঞ্জলতা ও স্বাভাবিকতায় সকল পাঠকেরই মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। আমরা কৌতূহলী পাঠকদিগকে ঘনরামের ১১৬৪ ও ১১৬৫ সংখ্যক পদ দুইটী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। স্বভাবতঃ মধুর-রসপ্রিয় বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের অন্য রসের রচনা কম পাওয়া যায়। সুতরাং ঘনরামের এই বাৎসল্য ও সখ্য-রসের সুন্দর পদগুলির দ্বারা পদকল্পতরুর যে বিশেষ রস-বৈচিত্র্য সাধিত হইয়াছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ঘনরাম

বৈষ্ণব-সাহিত্যে দুই জন প্রসিদ্ধ ঘনশ্যামের বিবরণ পাওয়া যায়। (১) "ভক্তি-রত্নাকর" নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-ইতিহাস গ্রন্থের প্রণেতা পদ-কর্ত্তা ঘনশ্যাম ওরফে নরহরি চক্রবর্ত্তী। (২) 'কবিরাজ'-বংশোদ্ভূত মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ। ঘনশ্যাম ওরফে নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার "ভক্তি-রত্নাকর" গ্রন্থের শেষে নিজের পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—

ঘনশ্যাম

"নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্ব জনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥"

'ঘনশ্যাম' ও 'নরহরি'—এই দুইটী নামের মধ্যে যে জন্যই হউক, বোধ হয়, তাঁহার 'নরহরি' নামটাই অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তিরত্নাকরে গোবিন্দদাস প্রভৃতির অল্পসংখ্যক পদ সহ নিজের 'নরহরি' ও 'ঘনশ্যাম' উভয় ভণিতার দুই শত তেত্রিশটী বাঙ্গালা ও ব্রজ-বুলীর পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন; আমরা গণিয়া দেখিয়াছি, উহার মধ্যে মাত্র ৩৯টী ঘনশ্যাম ভণিতার পদ আছে। তিনি বাঙ্গালা পদে মিলের (Rhyme) অনুরোধে ও ব্রজ-বুলী পদে ছন্দের মাত্রার অনুরোধে 'ঘনশ্যাম' নামের ব্যবহার করিয়াছেন; তাহা ছাড়া তাঁহাকে এই 'ঘনশ্যাম' নামের ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। ২৩৩টি পদের মধ্যে ৩৯ বার 'ঘনশ্যাম' নাম পাওয়ায় ইঁহার প্রায় গড়ে প্রতি ছয়টী পদের মধ্যে একটী 'ঘনশ্যাম' ভণিতার পদ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পদকল্পতরুতে 'নরহরি'-ভণিতাযুক্ত মোটে ৩৪টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক পরিমাণ পদ যে, শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক অন্তরঙ্গ-ভক্ত শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুরের রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।* সুতরাং এই ৩৪টী পদের মধ্যে আন্দাজ ১৮টী পদ নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচিত মনে করিলে, পূর্ব্বোক্ত অনুপাতে পদকল্পতরুতে তাঁহার 'ঘনশ্যাম' ভণিতার মাত্র ৩টী পদ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নরহরি সরকার ঠাকুরের খাঁটি বাঙ্গালার প্রাচীন পদে এবং নরহরি চক্রবর্ত্তীর অপেক্ষাকৃত আধুনিক বাঙ্গালা ও ব্রজবুলীর পদে ভাষাগত ও ভাবগত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ সাহায্যে পার্থক্য নির্ণয় করা খুব কঠিন নহে। আমরা অনেকগুলি পদই পৃথক্ করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং উহা 'নরহরি' প্রসঙ্গে প্রদর্শিত করিব। এখানে 'ঘনশ্যাম' প্রসঙ্গে ইহাই বক্তব্য যে, নরহরি চক্রবর্ত্তী ও ঘনশ্যাম কবিরাজ, উভয়েই প্রায় এক সময়ের পদ-কর্ত্তা ও পদ-রচনায় প্রায় সমান নিপুণ বলিয়া, 'ঘনশ্যাম' ভণিতার পদাবলী হইতে উভয়ের পদ বাছিয়া পৃথক্ করা তত সহজ নহে। তথাপি বিশেষ মনোযোগ সহকারে উভয়ের পদাবলীর অনুশীলন করিয়া আমাদিগের ধারণা জন্মিয়াছে যে, পদকল্পতরুতে নরহরি চক্রবর্ত্তীর 'ঘনশ্যাম' ভণিতার ৩টী পদ থাকার সম্ভাবনা থাকিলেও 'ঘনশ্যাম' ভণিতার আলোচ্য পদাবলীর সকলগুলি পদই আমাদিগের নিকট ঘনশ্যাম কবিরাজের রচিত বলিয়া প্রতীত হইয়াছে। ঘনশ্যামের আলোচ্য পদগুলির মধ্যে দুই চারিটা ছাড়া বাকি সব ব্রজ-বুলীর পদ। ঘনশ্যাম তাঁহার পদে, বিশেষতঃ ব্রজ-বুলীর পদে তাঁহার পিতামহ গোবিন্দ কবিরাজের অনুকরণে যে অনুপ্রাস-ঝঙ্কার ও অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য প্রদর্শিত করিয়াছেন, তাহা ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর ব্রজ-বুলী পদে দুর্ল্লভ। সুতরাং ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনার লক্ষণযুক্ত ব্রজ-বুলীর পদগুলির মধ্যে একটীও ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদ নাই,—ইহা একরূপ নিশ্চিতরূপেই বলা যাইতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, নরহরি চক্রবর্ত্তী বাঙ্গালা পদে শুধু মিলের (Rhyme) জায়গায় কচিৎ 'ঘনশ্যাম' নামের ব্যবহার করিয়াছেন। পদকল্পতরুর বাঙ্গালা পদের ভণিতার মিলের জায়গায় সর্ব্বত্র 'ঘনশ্যাম দাস' পাওয়া যায়; শুধু 'ঘনশ্যাম' কুত্রাপি নাই; সুতরাং সমাক্ষর-বিশিষ্ট প্রসিদ্ধ 'নরহরি দাস' নাম দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হওয়ায় অপ্রসিদ্ধ 'ঘনশ্যাম' নাম

* কেহ কেহ বিশেষ বিচার না করিয়াই, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পদকল্পতরুর 'নরহরি' ভণিতার সকল পদগুলিই শ্রীখণ্ডের সরকার ঠাকুরের। এই মত যে সমর্থনযোগ্য নহে, তাহা "নরহরি" প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।—সম্পাদক।

ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় নাই। সুতরাং এই বিষয়গুলি মনে রাখিলে বুঝা যাইবে যে, পদকল্পতরুর 'ঘনশ্যাম' ভণিতার পদে নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচিত পদ না থাকা মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

'ঘনশ্যাম' ভণিতার পদাবলীর মধ্যে ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদ না পাওয়ায়, আমরা দ্বিতীয় ঘনশ্যাম অর্থাৎ গোবিন্দ কবিরাজের সুযোগ্য পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজই আলোচ্য পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া বিবেচনা করি। এই ঘনশ্যাম কবিরাজ কোন্ শকে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই; তবে, গোবিন্দ কবিরাজের জীবন-বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে যে, তিনি প্রায় ৪০ বৎসর বয়সের সময় প্রথম পদ-রচনা আরম্ভ করেন। এবং সে সময়ে তাঁহার পুত্র দিব্যসিংহও প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছিলেন। গোবিন্দ কবিরাজ ইহার পরেও ৩৬ বৎসর জীবিত থাকিয়া বহুসংখ্যক পদ-রচনা করিয়া ১৫৩৫ শকে অর্থাৎ ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়স্ক হইয়াছিলেন এবং সে জন্য পিতামহের নিকট হইতেও পদ-রচনা বিষয়ে অনেক শিক্ষালাভ করার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছিল, এরূপ অনুমান করিলে বোধ হয়, উহা অসঙ্গত হইবে না। দিব্যসিংহও পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন *; কিন্তু বোধ হয়, উহার সংখ্যা খুব কম ও উহা সাধারণের নিকট তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। সে জন্যই পদামৃত সমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহে দিব্যসিংহের কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই। বোধ হয়, "পুত্রান্তে ফল"— এই প্রাচীন প্রবাদ-বাক্য অনুসারে মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজের কবিত্ব-শক্তির প্রকৃত উত্তরাধিকার তাঁহার বর্ষীয়ান্ পুত্র দিব্যসিংহে না বর্ত্তিয়া, তাঁহার নবযুবক পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজেই যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তিয়াছিল; তাই তিনি মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দ কবিরাজের অপেক্ষা কবিত্ব বিষয়ে অনেক হীন হইলেও, অদ্বিতীয় পিতামহের যোগ্য পৌত্র বলিয়াই পদকর্ত্তৃ-সমাজে গণ্য হইতে পারিয়াছেন। ঘনশ্যামের সম-সাময়িক ও পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তারা তাঁহার সম্বন্ধে যে প্রশংসাপূর্ণ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, আমরা নিম্নে উহার কতিপয় উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

(ক) "কবি-নৃপ-বংশজ ভুবন-বিদিত-যশ
ঘনশ্যাম বলরাম।
ঐছন দুহুঁ জন নিরুপম গুণগণ
গৌর-প্রেমময়-ধাম॥"
—বৈষ্ণব দাস; পদকল্পতরু, ১৮ সংখ্যক পদ।

(খ) "শ্রীঘনশ্যাম কবি-রাজ-রাজ-বর
অদভুত বর্ণন-বন্ধ॥"—গোপীকান্ত; কীর্ত্তনানন্দ, ২৮ পৃষ্ঠা।

(গ) "দাস ঘনশ্যাম কয়লহি বর্ণন
গোবিন্দদাস-স্বরূপ॥"—গৌর সুন্দর; কীর্ত্তনানন্দ, ২৯ পৃষ্ঠা।

(ঘ) "শ্রীঘনশ্যাম দাস কবি-শশধর
গোবিন্দ-কবি-সম-ভাস।"—কমলাকান্ত; পদরত্নাকর পুথি।

'গোবিন্দদাস-স্বরূপ' ও 'গোবিন্দ-কবি-সম-ভাস' বাক্যদ্বয়ে অবশ্য অতিশয়োক্তি আছে; কিন্তু বৈষ্ণবদাস,

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৩২৬ সালের "নারায়ণ" পত্রিকার কার্ত্তিকের সংখ্যায় "সংকীর্ত্তনামৃত" শীর্ষক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, পদকর্ত্তা দীনবন্ধু দাসের সঙ্কলিত "সংকীর্ত্তনামৃত" নামক একখানা ১৬৯৯ শকাব্দের লিখিত পুথিতে তিনি দিব্যসিংহের ভণিতাযুক্ত একটী পদ পাইয়াছেন।—সম্পাদক।

গৌরসুন্দর, কমলাকান্ত প্রভৃতি রসজ্ঞ পদ সংগ্রহকারদিগের নিকট ঘনশ্যামের পদাবলী যে প্রকৃতপক্ষেই খুব সমাদর লাভ করিয়াছিল, ইহা তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বটে।

ঘনশ্যামের বাঙ্গালা পদের রচনা প্রাঞ্জল। দৃষ্টান্ত স্থলে তাঁহার ৩৬।২১৬।১১৩৮।১১৪৫।২৩১০ সংখ্যক বাঙ্গালা পদগুলি উল্লেখ-যোগ্য। ১১৪৫ সংখ্যক পদটীর রচয়িতা 'ঘনরাম' কিংবা 'ঘনশ্যাম', তাহাতেও সন্দেহ আছে। ঘনশ্যামের বাৎসল্য-রসের কোনও পদ পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে ঘনরামের সমস্তই বাৎসল্য ও সখ্যরসের পদ। এই পদটীর সহিত ঘনরামের পদের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট; সুতরাং এখন আমাদিগের মনে হইতেছে যে, 'খ' ও 'পদ-রস-সার' পুথির প্রমাণ অনুসারে এই পদটী ঘনরামের বলিয়া গ্রহণ করিলেই ভাল হইত। সে যাহা হউক, বাকি তিনটী বাঙ্গালা পদের মধ্যে শ্রীরাধার জন্মলীলা-বিষয়ক পদটা ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর রচিত হইলেও হইতে পারে; কেন না, উহার রচনায় এমন কোনও বিশেষত্ব নাই, যাহা দ্বারা উহাকে ঘনশ্যাম কবিরাজের রচিত বলিয়া বাছিয়া লওয়া যায়। কিন্তু ঐ পদটা ভক্তিরত্নাকরে পাওয়া যায় নাই; উহার মিলের জায়গায়ও 'ঘনশ্যাম' নাম প্রযুক্ত হয় নাই; সুতরাং উহাতে ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনার লক্ষণ না পাইলেও আমরা অগত্যা উহাকে তাঁহার রচিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছি। ঘনশ্যাম ভণিতার ব্রজ-বুলী পদগুলিতে কিন্তু ঘনশ্যাম কবিরাজের রচনার লক্ষণ সুস্পষ্ট। স্থানাভাব হেতু আমরা এখানে তাঁহার পদ ও পদাংশ উদ্ধৃত করিয়া কবিত্বের আলোচনা করিতে অক্ষম। কৌতূহলী পাঠক তাঁহার ৩৪৯-৩৫১, ২০৫৪—২০৫৬, (১৮১৬—১৮২৬ পদাংশ সহ) ১৮১৫, ২৭২০ ও ২৭৩৮ সংখ্যক ব্রজ-বুলীর উৎকৃষ্ট পদগুলি পড়িলেই তাঁহার রচনা ও কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় পাইবেন। স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তিতে ঘনশ্যাম গোবিন্দ কবিরাজ, রায় শেখর, জ্ঞান-দাস ও বলরামদাস প্রভৃতি ৬।৭ জন সুপ্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা হইতে ন্যূন হইলেও তাঁহাকে রাধামোহন ঠাকুর, জগদানন্দ, ঘনশ্যাম নরহরি প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তার আগেই স্থান দিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পদকল্পতরুর উদ্ধৃত ৪২টি পদের অতিরিক্ত ঘনশ্যাম কবিরাজের আরও ১৮টি সুন্দর ব্রজবুলীর পদ "পদ-রত্নাকর", "পদ-রস-সার" প্রভৃতি পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়া "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঘনশ্যাম কবিরাজের অনেক সুন্দর সুন্দর ব্রজ-বুলীর পদ যে অনাদরে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। যেখানে ভাবের গূঢ়তার জন্য গোবিন্দ কবিরাজের অপূর্ব্ব পদাবলীরও সমুচিত সমাদর ঘটে নাই, সেখানে যে ঘনশ্যামের কিঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য ব্রজ-বুলী পদাবলীরও অনুচিত অনাদর ঘটিবে, তাহাতে বিস্মিত হওয়ার কারণ নাই। আমরা আশা করি যে, অতঃপর সুশিক্ষিত পাঠক-সমাজে গোবিন্দ কবিরাজের পদাবলীর সহিত কিয়ৎপরিমাণে সম-ভাবাপন্ন ঘনশ্যামের পদাবলীরও যথাযোগ্য আলোচনা হইতে থাকিবে। আমাদিগের শিক্ষিত যুবকগণ খোঁজ করিলে বোধ হয়, ঘনশ্যাম কবিরাজের বহু লুপ্তপ্রায় পদের এখনও সন্ধান মিলিতে পারে। ঘনশ্যাম কবিরাজ 'গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী' নামক একখানা পুথি রচনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধি আছে। তাঁহার ঐ পুথিখানার একটা প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

চণ্ডীদাস

বাঙ্গালার আদি ও শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের জীবন-বৃত্তান্ত ও পদাবলী লইয়া অনেক আগে হইতেই কতকগুলি সমস্যা চলিয়া আসিতেছিল; সেগুলির সর্ব্ব-বাদি-সম্মত সুমীমাংসা হওয়ার পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের দ্বারা বাসলী-সেবক বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" পুথিখানি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হওয়ায়, ঐ সমস্যা আরও গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি-শালার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম, এ, মহাশয় কর্ত্তৃক 'দীন চণ্ডীদাস'-রচিত দুইখানা সুবৃহৎ—কিন্তু খণ্ডিত পদাবলীর পুথি আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং মণীন্দ্র

বাবু সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩৩ সালের ৪র্থ সংখ্যা ও ১৩৩৪ সালের ১ম ও ২য় সংখ্যায় "দীন চণ্ডীদাস" শীর্ষক তিনটী গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাস হইতে দীন চণ্ডীদাসের স্বতন্ত্রতা উত্তমরূপে প্রমাণিত করায়, 'দীন চণ্ডীদাস', 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ও শুধু 'চণ্ডীদাস' ভণিতা-যুক্ত বহুসংখ্যক এক-শ্রেণীর পদের কৃতিত্ব নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা ঘটিয়া থাকিলেও 'পদামৃতসমুদ্র,' 'পদ-কল্পতরু', 'কীর্ত্তনানন্দ' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধৃত 'চণ্ডীদাস' ভণিতার উৎকৃষ্ট ও সর্ব্বত্র সমাদৃত পদের কৃতিত্ব নির্ণয়ের সমস্যা, যে জটিল, সে জটিলই রহিয়া গিয়াছে। আমরা সেই জটিল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করিতে পারিব, এইরূপ আশা করিতে না পারিলেও এ যাবৎ নানা সুধী ব্যক্তিগণের প্রশংসনীয় গবেষণা ও আলোচনা দ্বারা এই জটিল বিষয়ের উপর যে আলোক বিকীর্ণ হইয়াছে, উহার সাহায্যেই চণ্ডীদাস-সমস্যার সম্বন্ধে আমাদিগের মন্তব্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে, প্রথমেই প্রশ্ন উঠে—তিনি কোন্ চণ্ডীদাস? শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রকাশের পূর্ব্বে 'চণ্ডীদাস' ভণিতার প্রচলিত পদাবলীর বিশেষ-ভাবে অনুশীলন করিয়া আমাদিগের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ঐ পদাবলীর মধ্যে অনেক পরবর্ত্তী কালের ব্রজ-বুলী ভাষার কয়েকটী পদ ও রস-ভাব-শূন্য রস-বিরুদ্ধ অনেক পদ থাকায়, সে সকল মহাকবি চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। যে বিচার-সূত্রের সাহায্যে মহাকবির পদগুলি বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে, আমরা সেইরূপ কয়েকটী সূত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া ১৩২০ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যার "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ" শীর্ষক প্রবন্ধের অন্তর্গত "চণ্ডীদাস" প্রসঙ্গে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করি যে, "চণ্ডীদাস" ভণিতার সকল পদই কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের রচিত নহে। বড়ু চণ্ডীদাসের নিঃসন্দিগ্ধ রচনার আদর্শ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যে পর্য্যন্ত প্রকাশিত না হওয়ায়, আমরা কেহই তখন মনে করিতে পারি নাই যে, চণ্ডীদাস-ভণিতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদাবলীর ভাষা ও ভাবের মধ্যেও এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাতে সেগুলিকে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। সুতরাং মহাকবি চণ্ডীদাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য অপকৃষ্ট পদগুলি দেখি[illegible] কেবল ইহাই অনুমান হইয়াছে যে, হয় ত গায়ক বা লিপিকরগণ অন্যের রচিত কতকগুলি অ[illegible] চণ্ডীদাসের নামে চালাইয়া দিয়াছেন, এবং সম্পাদকদিগের অনবধানতা হেতু সেই অপকৃষ্ট ও রসবিরুদ্ধ পদগুলি চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। আমাদিগের উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের অল্প পরেই স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তোফী মহাশয় চণ্ডীদাসের রচিত "শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-খণ্ড" নামক পুথির সম্বন্ধে পরিষৎ-পত্রিকায় একটা প্রবন্ধ লিখিয়া মত প্রকাশ করেন যে, উহা কোন মতেই পদাবলীর রচয়িতা কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। এই সময় হইতেই একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' গ্রন্থখানা প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবীদিগের সমাজে একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। উহার ভাষা, ভাব ও রসের ধারার সহিত প্রচলিত বৈষ্ণব পদাবলীর এতই পার্থক্য দৃষ্ট হয় যে, উহাকে মহাকবি চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে অনেক সাহিত্য-সেবীই একান্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। সম্পাদক বসন্তবাবু কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানার ও উহার ভাষার প্রাচীনতা ও বিশুদ্ধতা প্রমাণিত করিতে কোনও ত্রুটি রাখেন নাই; তিনি অসাধারণ গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের সাহায্যে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথির ভাষা ও রসের ধারাই শ্রীমহাপ্রভুর আন্দাজ এক শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী চণ্ডীদাসের পক্ষে স্বাভাবিক; কেন না, গুণরাজ খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি পূর্ব্ব-প্রকাশিত সকল প্রাচীন গ্রন্থেরই প্রাচীন ভাষা পরবর্ত্তী সময়ে অল্পাধিক পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকারে উপনীত হইয়াছে; সুতরাং উহার উপর নির্ভর করিয়া ভাষার বিচার করা চলিবে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের

প্রাচীনতা, মৌলকতা ও বিশুদ্ধতা প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াও বসন্তবাবু তখন 'চণ্ডীদাস'-ভণিতাযুক্ত উৎকৃষ্ট পদাবলীর মোহ সম্বরণ করিতে পারেন নাই; সুতরাং তিনি বিশেষ বিচার না করিয়াই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদকীয় বক্তব্যের ২৬ পৃষ্ঠায় লিখেন,—"কৃষ্ণকীর্ত্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে।" বসন্তবাবুর এই অনুমান যে সমর্থনযোগ্য নহে, কৃষ্ণকীর্ত্তনে একজন "প্রবল শক্তিশালী" কবির পরিণত-বয়সের নিপুণ-হস্তেরই পরিচয় পাওয়া যায়, কৃষ্ণকীর্ত্তনের একটা ঘটনার বর্ণনাত্মক পদ* কিঞ্চিৎ রূপান্তরিতভাবে চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর মধ্যে পাওয়া গেলেও কৃষ্ণকীর্ত্তনের অন্য কোন পদেই সেরূপ রূপান্তর দেখা যায় না; সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদাবলীই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রচলিত পদাবলীর আকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া অনুমান করার বিশিষ্ট হেতু নাই; কৃষ্ণকীর্ত্তনের আখ্যান-বস্তু ও রসের ধারার সহিত প্রচলিত পদাবলীর এতই গুরুতর প্রভেদ যে, ঐ সকল একই কবির যৌবন ও পৌঢ় বয়সের রচনা বলিয়া কোনরূপেই অনুমান করা যাইতে পারে না—আমাদিগের এই মতের আলোচনার সহিত কতকগুলি স্বাধীন যুক্তি দ্বারা কৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিখানির অকৃত্রিমতা ও বসন্তবাবুর উৎকৃষ্ট পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণের কতকগুলি শব্দ ও বাক্যের ব্যাখ্যার অসঙ্গতি প্রদর্শিত করার জন্য আমরা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩২৫ সালের ৩য় সংখ্যায় "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" শীর্ষক একটা দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করি। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর "কৃষ্ণকীর্ত্তনে সংশয়" নামক একটা প্রবন্ধে 'কৃষ্ণকীর্ত্তন' পুথিখানার লিপি-কাল ও ভাষার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে এবং আমাদের উক্ত প্রবন্ধের কোন কোন মন্তব্যের সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেও তিনি মোটের উপর উহাকে বড়ু চণ্ডীদাসের অধুনা বর্ত্তমান একমাত্র খাঁটি রচনা বলিয়া মানিয়া লয়েন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, ভাষাতত্ত্ববিৎ মহাশয় পরিষৎ-পত্রিকায় একটা গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে যোগেশবাবুর সন্দেহ নিরসন করায় ও উহার কয়েক বৎসর পরে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, ডি, লিট্, মহাশয় তাঁহার "The Origin and Development of the Bengali Language" নামক মৌলিক ভাষা-তত্ত্ব-বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে কৃষ্ণকীর্ত্তনের মৌলিকতার অনুকূলে মত প্রকাশ করায়, এক সময়ে যাঁহারা উহাকে কৃত্রিম ও জাল পুথি বলিয়া মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহারা অগত্যা নীরব হয়েন, কিন্তু "কৃষ্ণকীর্ত্তন কবির প্রথম বয়সের রচনা মনে করা যাইতে পারে"—বসন্তবাবুর এই যুক্তিহীন সূত্রাকার উক্তিটাকেই একমাত্র সম্বল পাইয়া, দুই একজন কৃতী সমালোচক এখনও চণ্ডীদাস-ভণিতার প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদগুলিকে কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রণেতা চণ্ডীদাসেরই পরিণত বয়সের নূতন ভাবোদ্দীপনার ফলে প্রসূত রচনা বলিয়া প্রচার করার ঝোঁক ছাড়িতে পারিতেছেন না। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের নূতন সংস্করণে চণ্ডীদাসের নূতন ভাবোদ্দীপনার কথাটা পাড়িয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি বড়ু চণ্ডীদাস, ভাষা ও ভাবে অন্ততঃ দুই শতক পরবর্ত্তী সময়ের লক্ষণযুক্ত পদাবলী যে শুধু একটা জীবনের যৌবন ও প্রৌঢ়তার অন্তরালের বড় জোর ৩০,৪০ বৎসর সময়ের মধ্যে কিরূপে নূতন ভাবোদ্দীপনার ফলে রচনা করিয়া ফেলিলেন, সেই কৌতুহলজনক শিক্ষণীয় তত্ত্বটা আমাদিগকে বুঝাইবার জন্য দীনেশবাবু মোটেই প্রয়োজন বোধ করেন নাই। আমরা সকলেই জানি যে, ২৫।৩০ বৎসর তো বড় কথা, অনেক সময়ে বিশেষ কোনও উদ্দীপনার ফলে ইহা অপেক্ষা অল্প সময়েও কোনও কবির রচনার ভাষায়, ভাবে ও বর্ণনীয় বিষয়ে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে; কিন্তু এই ২৫।৩০ বৎসর সময় মধ্যে এমন কি নূতন উদ্দীপনা আসিতে পারে, যাহাতে দুই শত বৎসর পূর্ব্বের উপযোগী কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা ও রসের ধারা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে? কৃষ্ণকীর্ত্তনে পরবর্ত্তী রস-শাস্ত্রের বর্ণিত পূর্ব্ব-রাগ, অনুরাগ, অভিসার, মান প্রভৃতি রস-পর্য্যায়

* 'দেখিলোঁ প্রথম নিশী' ইত্যাদি পদ।—সম্পাদক।

নাই ; শ্রীরাধার শাশুড়ী-ননদী জটিলা-কুটিলার নাম নাই ; ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখী নাই ; কৃষ্ণকীর্ত্তনে চন্দ্রাবলী শ্রীরাধারই নামান্তর ; চণ্ডীদাস যে মূর্খতা হেতু এ সকল জানিতেন না, এরূপ মনে করার কোন হেতু নাই ; কেন না, তাঁহার সমসাময়িক কবি বিদ্যাপতির বৈষ্ণব-পদাবলীতেও আমরা এ সব দেখিতে পাই না ; উহার কিছু পরবর্ত্তী সময়ের 'গোপাল-চরিত' ওরফে 'প্রেমবিলাস' নামক শ্রীমহাপ্রভুর ও মতান্তরে গোপাল ভট্টের নামে প্রচারিত সংস্কৃতের প্রাচীন কাব্যখানিতেও পাই না ; সুতরাং আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, চণ্ডীদাসের নূতন ভাবোদ্দীপনা বিষয়ে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুরের কল্পিত ও অসম্পূর্ণ উক্তির ত্রুটি পূরণ ও পোষকতা করিতে যাইয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত "বীরভূম-বিবরণ" গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন*, তাহা আপাততঃ সঙ্গত মনে হইলেও চণ্ডীদাসের পক্ষে পুরী-গোসাঞিদিগের নিকট পরবর্ত্তী যুগের রস-শাস্ত্রের ধারার ও 'জটিলা', 'কুটিলা', 'ললিতা', 'বিশাখা', 'চন্দ্রাবলী' প্রভৃতি লৌকিক বৈষ্ণব-ধর্ম্মরূপ কল্পতরুর পরবর্ত্তী শাখা-প্রশাখাগুলির জ্ঞান-লাভ করার কোনই সম্ভাবনা দেখা যায় না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বড়ু চণ্ডীদাসের খাঁটি রচনা,—ইহা একটা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য এবং মণীন্দ্রবাবুর পূর্ব্বোক্ত গবেষণা দ্বারা "'দীন চণ্ডীদাস", "দ্বিজ চণ্ডীদাস" ও শুধু "চণ্ডীদাস" ভণিতার বহু-সংখ্যক পদ আর একজন পরবর্ত্তী চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া প্রমাণিত হইলেও 'চণ্ডীদাস' ভণিতার যে সকল উৎকৃষ্ট পদ পদামৃত-সমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেগুলির কৃতিত্ব লইয়া এখনও তর্ক চলিতেছে। এ সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বক্তব্য, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩৪ সালের ২য় সংখ্যায় "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী-সম্পাদকের নিবেদন" শীর্ষক প্রবন্ধে হরেকৃষ্ণ বাবুর সমালোচনার উত্তরে আমরা উহা সংক্ষেপে নিবেদন করিয়াছি ; কৌতূহলী পাঠক ঐ প্রবন্ধটা পড়িলেই এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব আলোচনার মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন। হরেকৃষ্ণ বাবু ঐ সংখ্যায় আমাদিগের প্রবন্ধের শেষে একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রকাশিত করায় ও ঐতিহাসিক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ মহাশয় একটা গবেষণাত্মক প্রবন্ধে† একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এক চণ্ডীদাসই বিভিন্ন সময়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও পদাবলীর রচনা করিয়া গিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করায় এবং সম্প্রতি বন্ধুবর হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার "বীরভূম বিবরণ" গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে চণ্ডীদাসসমস্যা সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন তর্ক উপস্থিত করায়, আমাদিগকে এই অনালোচিতপূর্ব্ব বিষয়গুলির সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতে হইতেছে। ভরসা করি, বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া অভিজ্ঞ পাঠকগণ ধীরভাবে এ সম্বন্ধে বিচার ও বিবেচনা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন প্রকাশের পূর্ব্বেই "শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে"র আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবু সিদ্ধান্ত করেন যে, উহার রচয়িতাকে কোনরূপেই পদাবলীর চণ্ডীদাস বলিয়া স্বীকার

* "শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী বহু তীর্থ পর্যটন করিয়াছেন, বাঙ্গালায় বহুবার আসিয়াছেন। কোন কোন প্রবীণ বৈষ্ণবের মুখে শুনিয়াছি, বাঙ্গালার অন্যতম বৈষ্ণব-তীর্থ, জয়দেবের বেণুগীতি-মুখরিত কেন্দুবিল্বে তিনি শুভাগমন করিয়াছিলেন এবং কবি চণ্ডীদাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কবি বিদ্যাপতির মত পুরী গোস্বামীও দীর্ঘজীবী ছিলেন, আচার্য্য অদ্বৈত যখন যুবক, তিনি তখন প্রায় যৌবন অতিক্রম করিয়াছেন। সুতরাং চণ্ডীদাসকে তিনি দেখিয়াছিলেন, এ প্রবাদে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। কোন কোন বৈষ্ণব মনে করেন, মাধবেন্দ্রের সঙ্গে পরিচয়ও চণ্ডীদাসের পরিবর্ত্তনের অন্যতম কারণ।"—বীরভূম-বিবরণ, ৩য় খণ্ড ; ১৯।২০ পৃষ্ঠা। বাসুলীর উপদেশে শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-গ্রহণ ও রামীর সহিত আদর্শ প্রেমও হরেকৃষ্ণ বাবুর মতে চণ্ডীদাসের ভাব পরিবর্ত্তনের অপর দুইটা কারণ বটে। বলা বাহুল্য যে, উহা হইতে আধ্যাত্মিকতা আসিতে পারে ; কিন্তু উহা হইতে দুই তিন শতক পরবর্ত্তী কালের ভাষা ও রসশাস্ত্রের জ্ঞান আসিতে পারে না।—সম্পাদক।

† ১৩৩৪ সালের "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় "দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাসের মাথুর পদাবলী"—সম্পাদক।

করা যাইতে পারে না। তখন পর্য্যন্ত নীলরতন বাবুর 'চণ্ডীদাস' প্রকাশিত হয় নাই; নতুবা উহার "দীন চণ্ডীদাস" ভণিতার পদাবলী দৃষ্টি করিলে বোধ হয়, সেগুলির মধ্যে অধিকাংশের সহিত ব্যোমকেশ বাবুর আলোচ্য পুথির প্রণেতার রচনার সাদৃশ্য দেখিতে পাইতেন। সে যাহা হউক, এত দিন পরে ভট্টশালী মহাশয় আবার সেই অতীত যুগের স্বীকার্য্য কথাটার সত্যতায় সন্দিহান হইয়াছেন দেখিয়া, আমরা একটু বিস্মিত হইয়াছি। ঐতিহাসিকেরা 'পাথুর্য্য' প্রমাণ না পাইলে কিছুই বিশ্বাস করিতে চাহেন না; কেবল ইহা হইলে কোন কথা ছিল না; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, শুধু কল্পনার বলেই ভট্টশালী মহাশয় অশেষবিৎ পাণিনির * ন্যায় শ্বা (কুকুর), যুবা ও মঘবা (ইন্দ্র)কে একই সূত্রে গাঁথিয়াছেন; অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড' ইত্যাদির 'দীন চণ্ডীদাস,' শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের "প্রবল শক্তিশালী কবি" চণ্ডীদাস ও প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ পদাবলীর কবীন্দ্র চণ্ডীদাস —এই পরস্পর বিভিন্নপ্রকৃতির তিন জন চণ্ডীদাসকেই অভিন্ন বলিয়া প্রচারিত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা আগে তাঁহার এই মতের আলোচনা করিব; কেন না, যদি এক চণ্ডীদাসের দ্বারাই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন বটে। একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব স্বর্গীয় ব্যোমকেশ বাবু, মনীষী স্বর্গীয় ত্রিবেদী মহাশয়, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতি অনেক সুধী সমালোচকই স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু নলিনী বাবুর তর্কের বিরুদ্ধে আমরা ব্যক্তি-গত মত প্রদর্শিত করিব না; কেন না, উহাতে তর্ক-শাস্ত্র অনুসারে Argumentum ad hominum নামক Fallacy বা হেত্বাভাস ঘটিবে। নলিনী বাবুর একটা প্রধান যুক্তি এই যে,চণ্ডীদাসের বাছা বাছা উৎকৃষ্ট পদগুলির রসাস্বাদন করিয়া করিয়া আমাদের রুচি অতিমাত্রায় সৌখীন হইয়া পড়িয়াছে, তাই তাঁহার মধ্যম ও অধম রচনাগুলি এখন আমাদের কাছে ভাল লাগে না; এমন কি, আমরা এখন সেগুলিকে চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া স্বীকার করিতেও প্রস্তুত নহি। নলিনী বাবুর বর্ণিত রুচির স্বেচ্ছাচারিতা বিষয়টা যে কদাচিৎ কোন স্থলে না ঘটিতে পারে, আমরা এমন কথা বলি না। পদাবলীর রসজ্ঞ হরেকৃষ্ণ বাবুর আলোচনায়ই আমরা ইহার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাইয়াছি। চণ্ডীদাসের—"নবীন কিশোরী মেঘের বিজুরী" ইত্যাদি ও "থীর বিজুরী বরণ গোরী" ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব-রাগ-বিষয়ক পদ দুটী প্রসিদ্ধ। প্রথম পদটীকে আমরা চণ্ডীদাসের চল-সই মধ্যম-শ্রেণীর পদ আর "থীর বিজুরী" ইত্যাদি পদটাকে চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর পদ বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু হরেকৃষ্ণ বাবু এই পদ দুইটীকে অগ্রাহ্য করিয়া লিখিয়াছেন,—"এ প্রগল্‌ভার চিত্র চণ্ডীদাসের নহে। অঙ্গের বসন ঘুচাইয়া সঘনে ঝাঁপিয়া লওয়া, সহাস কটাক্ষ, ফুলের গেড়ুয়া লুফিয়া ধরিবার ছলে পার্শ্বদেশ প্রদর্শন, এই যে রূপ দেখাইয়া নায়ককে ভুলাইবার চতুরতা, ইহা "চণ্ডীদাসের" রাধিকার কোনো অবস্থাতেই ছিল না। নায়ককে দেখিয়া তরুণীগণের এইরূপ লীলা-বিলাস চেষ্টাকৃত নাও হইতে পারে, হয় তো ইহা অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক; কিন্তু সে নায়িকার সজাগ অবস্থায়। নায়ককে দেখিয়া নায়িকা যেখানে মজিয়াছে, হৃদয়ে লালসা, বাহিরে লজ্জায় দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে, এবং দেহে দেহে দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বন্দ্ব ক্ষণে ক্ষণে আপন অধিকার বিস্তার করিতেছে, সেখানে এই বিলাসকলা হয় তো স্বাভাবিক ভাবেও প্রকাশিত হইতে পারে। কিন্তু দর্শনমাত্রেই নায়ক যাহার চিত্ত কাড়িয়া লইয়াছে, অজ্ঞান করিয়া দিয়াছে, বুঝি বা চেতনা পর্য্যন্ত হরিয়া লইবে, তাহার দেহে এই কলাবিলাসের স্থান কোথায়?" ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে, হরেকৃষ্ণ বাবু এখানে শ্রীরাধার যে প্রেম-তন্ময়তার অবস্থা কল্পনা করিয়া লইয়া উদ্ধৃত সুন্দর বিশ্লেষণটী লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন, উহাও তরুণীদিগের স্বাভাবিক বিলাস-কলার মতই প্রেমের আর একটা দিক্ মাত্র। শুধু যৌবন-জাত বিলাস-কলা অথবা প্রেম-তন্ময়তা লইয়া কোনও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন প্রেম-

* "অশেষবিৎ পাণিনিরেকসূত্রে শ্বানং যুবানং মঘবানমাহ।"—প্রাচীন উদ্ভট শ্লোক।

চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে না। যে শ্রীরাধার শুধু কৃষ্ণ-নাম শ্রবণেই এরূপ প্রেম-তন্ময়তা উপস্থিত হয় যে, তিনি ভাবোচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিতে থাকেন,—

> "না জানি কতেক মধু
> শ্যাম-নামে আছে গো
> বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
> জপিতে জপিতে নাম
> অবশ করিল গো
> কেমনে পাইব সই তারে॥"

সেই নায়িকা প্রেমিকার আদর্শ বলিয়া গণ্য হওয়ার উপযুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে নায়িকা বানাইয়া তাঁহার দ্বারা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পদাবলীর পালা রচনা করা চলে না। "সই কেবা শুনাইলে শ্যাম-নাম" পদের শ্রীরাধার সহিত তুলনা করিয়া চণ্ডীদাসের পদ বাছিতে হইলে, তাঁহার উৎকৃষ্ট পদাবলীর মধ্যেও অনেক-গুলিকে এরূপে বাদ না দিয়া উপায় নাই। অথচ এই সকল পদের মধ্যে রচনা ও কবি-কল্পনার যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য রহিয়াছে, তাহা বোধ হয়, অতিমাত্রায় কঠোর না হইলে রসজ্ঞ হরেকৃষ্ণ বাবুরও বুঝিতে কোন কষ্ট হইত না। আমরা এই অতিরিক্ত কঠোরতাকে রুচির স্বেচ্ছাচার, সুতরাং পদাবলীর কৃতিত্ব-বিচারের পক্ষে অনেক পরিমাণে অনুপযোগী মনে না করিয়া থাকিতে পারি না; কিন্তু তা বলিয়া দীন চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত শত শত নিকৃষ্ট পদাবলীকে কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। মণীন্দ্র বাবুর আবিষ্কৃত পুথির প্রায় সমস্ত পদাবলী ও নীলরতন বাবুর সংগ্রহের দান-খণ্ড, রাস-লীলা ইত্যাদি বিষয়ক প্রায় সমস্ত পদাবলী আমরা তৃতীয় শ্রেণীর রচনা বলিয়া বিবেচনা করি। যদি নলিনী বাবু বা অপর কেহ উহার মধ্য হইতে দশ পাঁচটাও এরূপ উৎকৃষ্ট রচনার উদাহরণ দেখাইতে পারেন, যাহার সহিত চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলীর তুলনা হইতে পারে, তাহা হইলে 'দীন' চণ্ডীদাসই সাধনার ফলে কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস হইয়াছিলেন, ইহা মানিয়া [illegible] আমাদিগের আপত্তি থাকিবে না। ভট্টশালী মহাশয়ের অপর যুক্তি এই যে, 'দীন চণ্ডীদাস' ভণিতায় [illegible] 'মাথুর' বা বিরহ-লীলার কিঞ্চিৎ ভিন্ন পাঠ-যুক্ত পদ তিনি ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার প্রসিদ্ধ এক কথক মহাশয়ের গৃহে ও অপর দুইটি স্থানে প্রাপ্ত হইয়া, নীলরতন বাবুর সংস্করণেও সেই পদগুলিও রূপান্তরিত-ভাবে দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি সে জন্য অনুমান করেন যে, সুপ্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা চণ্ডীদাসের রচিত না হইলে সুদূর বীরভূম হইতে পূর্ব্ব-বঙ্গ পর্য্যন্ত ঐ পদগুলি প্রচারিত হইয়া, নানা গায়ক ও লিপিকরের হাতে পড়িয়া, ঐরূপ রূপান্তরিত হইতে পারিত না। সুতরাং ঐ পদগুলির বহুল প্রচার দ্বারাই সেগুলি মহাকবি চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া প্রমাণিত হয়। সুতরাং 'দীন' চণ্ডীদাসকেও বড়ু চণ্ডীদাস বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। মণীন্দ্র বাবু 'দ্বিজ' চণ্ডীদাসকে 'দীন' চণ্ডীদাস হইতে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন; কিন্তু "সই কেবা শুনাইলে শ্যাম-নাম" ইত্যাদির ন্যায় অনেকগুলি উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ পদে "দ্বিজ" চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে। নলিনী বাবুর মতে ঐ পদগুলি অগ্রাহ্য করিতে গেলে বড়ু চণ্ডীদাসের মাহাত্ম্য যে কতটা খর্ব্ব হইয়া পড়ে, মণীন্দ্র বাবু তাহা মোটেই বিবেচনা করেন নাই। নলিনী বাবুর এই তর্কের উত্তরে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, মাথুর-লীলার অধিকাংশ পদ-কর্ত্তার পদেই প্রায় এক ভাবের কতকগুলি মামুলী করুণ গাথা পাওয়া যায়। চণ্ডীদাসের মাথুর-লীলার পদের সংখ্যা অল্প; উহার মধ্যে উৎকৃষ্ট পদের সংখ্যা ৪।৫টীর অধিক নহে। নলিনী বাবুর আলোচিত পদগুলি চল-সই পদ। 'দীন' চণ্ডীদাসের পক্ষে এরূপ পদ রচনা করা অসম্ভব নহে। কবি-শ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের রচিত হইলে ঐ পদগুলি চণ্ডীদাসের অনেক চল্-সই পদের সহিত পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত না হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। নলিনী বাবু

যে আলোচ্য পদগুলির বহুল প্রচার কল্পনা করিয়াছেন, উহাও প্রকৃত নহে। বস্তুতঃ পশ্চিম-বঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গের অনেক কীর্ত্তন-গায়কের মুখে আমরা ঐ পদগুলির কোন পদ শুনি নাই। নীলরতন বাবুর দ্বারাই উহা সর্ব্বপ্রথমে সংগৃহীত হইয়াছে। স্বর্গীয় কৃষ্ণকান্ত কথক মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের একজন সুপ্রসিদ্ধ কথক ও গায়ক ছিলেন। বর্দ্ধমান, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলে সম্ভবতঃ তাঁহার যাতায়াত ছিল। 'দীন' চণ্ডীদাসের কতকগুলি পদ 'চণ্ডীদাস' নামের মাহাত্ম্যে কোনও সময়ে কোনও ব্যক্তির দ্বারা সুদূর পশ্চিমবঙ্গ হইতে সংগৃহীত ও পূর্ব্ব-বঙ্গে সমানীত হইয়া, ফরিদপুর ও বরিশালের তিনটি স্থানে উহার প্রতিলিপি প্রচারিত হওয়া একান্ত অসম্ভব নহে। শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা লোচনদাসের ২২টী উৎকৃষ্ট পদ আমরা পাবনা জেলার এক কীর্ত্তন-গায়কের গৃহের একখানা প্রাচীন পুথিতে প্রাপ্ত হইয়া "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী"তে সন্নিবেশিত করিয়াছি। আমরা অনেক অনুসন্ধানেও উক্ত পদগুলি পশ্চিম-বঙ্গের কোন স্থানে আছে বলিয়া এ যাবৎ জানিতে পারি নাই। যে সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল না, সে সময়ে বেশীর ভাগ মুখে মুখে গীত ও প্রচারিত হইয়া কোনও পদ রূপান্তরিত হইতে বেশী সময় লাগিত না। সুতরাং আমাদের মতে নলিনী বাবুর উল্লিখিত যুক্তি 'দীন' চণ্ডীদাসকে 'বড়ু' চণ্ডীদাস প্রমাণিত করার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে মণীন্দ্রবাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনে কুত্রাপি 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতা না পাওয়ায় এবং 'দীন চণ্ডীদাসে'র রচিত নিঃসন্দিগ্ধ পুঁথিতে মাঝে মাঝে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতা পাওয়ায়, বোধ হয় ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, বড়ু চণ্ডীদাস "দ্বিজ" চণ্ডীদাস নহেন; 'দীন' চণ্ডীদাসের পুথিতে ক্বচিৎ কোনও পদে 'দ্বিজ' চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া যায়। অবশ্য এ কথা বলিলে 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতার সকল পদই যে 'দীন' চণ্ডীদাসের রচিত, এরূপ সিদ্ধান্ত হয় না; কেন না, উহাতে Undistributed middle নামক একটা fallacy হইয়া পড়ে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র মণীন্দ্র বাবু যে এরূপ একটা মোটা ভুল করিবেন, উহা বিশ্বাসযোগ্য নহে; কিন্তু তাঁহার লেখার অনবধানতা হেতু মনে হয়, যেন তিনি 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ও 'দীন চণ্ডীদাস' অভিন্ন পদকর্ত্তা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঐরূপ তাঁহার সিদ্ধান্ত হইলে, উহাতে পূর্ব্বোক্ত হেত্বাভাস ঘটে এবং ঐ মন্তব্য পদাবলীর আলোচনা দ্বারাও সমর্থিত হয় না; কেন না, চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলীর মধ্যে 'দ্বিজ' চণ্ডীদাসের বহু পদ পাওয়া যায়। এক 'পদকল্পতরু' গ্রন্থেই 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতার কুড়িটা পদ আছে। মণীন্দ্র বাবু 'দীন' চণ্ডীদাস ভণিতার পদে যখন লিপি-করদিগের ভ্রম-প্রমাদ মানিতে সম্মত নহেন, তখন 'দ্বিজ' চণ্ডীদাসের এই পদগুলিতেই কি জন্য লিপি-করদিগের ভুল বলা যাইবে? আমাদিগের বিবেচনায় কৃষ্ণকীর্ত্তনের 'প্রবল শক্তি-শালী' কিন্তু পদাবলীর উন্নত আধ্যাত্মিকতার লেশ-শূন্য কবি চণ্ডীদাস বরং কোনও অচিন্তনীয় সাধনার বলে পদাবলীর শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক কবি চণ্ডীদাসে পরিণত হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু 'দীন' চণ্ডীদাসের পক্ষে উহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বটে। সুতরাং আমরা 'দ্বিজ' চণ্ডীদাস ভণিতার উৎকৃষ্ট পদগুলিকে বরং বড়ু চণ্ডীদাসের বলিয়াও মানিতে রাজি আছি, কিন্তু 'দীন' চণ্ডীদাসকে কিছুতেই 'দ্বিজ' চণ্ডীদাস বলিয়া মানিতে পারি না। কৃষ্ণকীর্ত্তনের বড়ু চণ্ডীদাসই যে ক্রমে হাত পাকাইয়া পদাবলীর চণ্ডীদাসে পরিণত হইয়াছেন, এ সম্বন্ধে নলিনী বাবু স্বতন্ত্র কোনও যুক্তি দেন নাই। তিনি বোধ হয়, এ সম্বন্ধে হরেকৃষ্ণ বাবুর প্রদর্শিত যুক্তির উপরেই নির্ভর করিয়াছেন। তিনি হরেকৃষ্ণ বাবুর উল্লিখিত চৈতন্যচরিতামৃতের 'হা হা প্রাণ-প্রিয় সই কিনা হৈল মোরে' ইত্যাদি ভণিতা-হীন পদাংশটীকে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখার যোগ্য বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া উহাকে প্রস্তর-লিপি অপেক্ষাও উচ্চ স্থান দিয়াছেন। হরেকৃষ্ণ বাবুও আমাদের পূর্ব্বোক্ত কৈফিয়তের উত্তরে বিশেষ করিয়া সেই চৈতন্য-চরিতামৃতের কথারই একটু তীব্রভাবে পুনরুক্তি করিয়াছেন। সুতরাং অন্য অন্য প্রসঙ্গের পূর্ব্বে আমরা সেই যুক্তিটার সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ শ্রীমহাপ্রভুর অতিশয় প্রিয় ছিল, ইহা শ্রীচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি চণ্ডীদাসের যে পদগুলি আস্বাদন করিতেন, সেগুলি কি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদ কিংবা 'চণ্ডীদাস' ভণিতার প্রচলিত কীর্ত্তনের পদ—তাহা জানিতে পারিলে চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রাচীন রূপ যে কি ছিল, ইহা নির্ণয়ের যথেষ্ট সুবিধা হইতে পারে বলিয়া, উহা জানিবার জন্য আমাদের একান্তই কৌতূহল হয়। আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩৩ অধ্যায়ের ২৬ সংখ্যক "এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশা" ইত্যাদি রাসলীলার প্রসিদ্ধ শ্লোকের সনাতন গোস্বামি-প্রণীত 'বৃহৎ বৈষ্ণবতোষণী' টীকা পড়িতে যাইয়া, উহাতে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দেখিতে পাই; যথা,—"কাবশব্দেন পরমবৈচিত্রী তাসাং সূচিতাশ্চ গীত-গোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধাস্তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদি-দর্শিত-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদি-প্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ।" অর্থাৎ উক্ত শ্লোকের অন্তর্গত 'কাব্য-কথা' শব্দের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মহাপ্রভুর সম-সাময়িক সনাতন গোস্বামিমহোদয় লিখিয়াছেন যে, কাব্য শব্দের দ্বারা সেই কথাসমূহের পরম-বিচিত্রতা এবং উহাদিগের গীত-গোবিন্দাদিতে প্রসিদ্ধ, তথা শ্রীচণ্ডীদাসাদির দ্বারা প্রদর্শিত 'দানখণ্ড', 'নৌকাখণ্ড' প্রভৃতি প্রকার সূচিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, ভাগবত-রচনার সময়ে গীতগোবিন্দ বা চণ্ডীদাসের কাব্য রচিত হয় নাই; সুতরাং ভাগবতকার নিশ্চিতই উক্ত কাব্যদ্বয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 'কাব্য-কথা' শব্দটীর প্রয়োগ করেন নাই। কিন্তু টীকাকার সনাতন গোস্বামীর নিকট উক্ত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-কাব্যদ্বয় সুপরিচিত ছিল বলিয়া, তিনি 'কাব্য-কথা' শব্দের ব্যাখ্যায় উক্ত কাব্য-দ্বয়েরই প্রধানতঃ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে 'দান-খণ্ড' ও 'নৌকা-খণ্ড'ই প্রথমে সন্নিবেশিত দুইটি প্রধান ও বিস্তৃত পালা বটে; কিন্তু 'পদামৃত-সমুদ্র', 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহে চণ্ডীদাসের রচিত দান-খণ্ড ও নৌকা-খণ্ডের পালা দূরে থাকুক—ঐ বিষয়ের দুই চারিটা পদও পাওয়া যায় না। নীলরতন বাবুর সংগ্রহে অবশ্য 'দীন' চণ্ডীদাস ও শুধু চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের অনেকগুলি নূতন পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি যে প্রাচীন সংগ্রহকারদিগের অজ্ঞাত একজন তৃতীয় শ্রেণীর কবির রচনা, উহা বুঝিতে কোনও কষ্ট হয় না। ঐ পদগুলি কবি-শ্রেষ্ঠ বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা বলিয়া হরেকৃষ্ণ বাবুও দাবী করেন নাই; করিলেও নিরপেক্ষ সহৃদয় সমালোচকের নিকট সে দাবী গ্রাহ্য হইবে না। এ অবস্থায় আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছে যে, সনাতন গোস্বামীর সময়ে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনই বর্ত্তমান ছিল, তাঁহার কীর্ত্তনের পালা—যাহা পরবর্ত্তী রস-শাস্ত্রের ধারা অনুসারে শ্রীরাধার পূর্ব্ব-রাগে আরম্ভ হইয়াছে—তখন ছিল না। হরেকৃষ্ণ বাবু কিন্তু শ্রীচরিতামৃতের একটা ভণিতাহীন পদাংশের বাকি কলিগুলি একটুকরা প্রাচীন কাগজে চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত পাইয়া, উহা দ্বারাই শ্রীমহাপ্রভুর সময়েও চণ্ডীদাসের কীর্ত্তনের পদাবলীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পাঠকদিগের বুঝিবার সুবিধার জন্য এই পদাংশের ও পদের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দিতেছি।

চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য-লীলার ৩য় পরিচ্ছেদে আছে যে, সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রায় অব্যবহিত পরে যখন শ্রীমহাপ্রভু শান্তিপুরে শ্রীমৎ অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে শুভাগমন করেন, তখন আচার্য্য প্রভু বিদ্যাপতির—"কি কহব রে সখি আজুক আনন্দ ওর" ইত্যাদি পদ গান করাইয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করেন। অতঃপর,—

"প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভাল মতে।
ভাবের সদৃশ পদ লাগিল গাইতে ॥

আচার্য্য উঠাইল প্রভুরে করিতে নর্ত্তন।
পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধারণ॥
অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, গদ্গদ বচন।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে ক্ষণেকে রোদন॥

তথাহি পদম্।

"হা হা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানু-প্রেম-বিষে মোর তনু মন জরে॥
রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াথ না পাও।
যাহাঁ গেলে কানু পাও তাহাঁ উড়ি যাও॥"

এখন হরেকৃষ্ণ বাবু লিখিতেছেন,—"হা হা প্রাণপ্রিয় সখি" পদটি আরো ছয়টী কলি সহ চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ পদটী উদ্ধৃত করিলাম। পুরানো পুঁথি ঘাঁটিতে ঘাটিতে আরো অন্যান্য পদ লেখা টুকরা কাগজের সঙ্গে ইহা পাইয়াছি, এক টুকরা কাগজে এই পদটী লেখা আছে। কাগজের উপরে "শ্রীরাম" ও এক কোণে ১১১২ সাল লেখা আছে। পদটী এই,—

হাহা প্রাণপ্রিয় সখি কিনা হৈল মোরে।
কানু-প্রেম-বিষে মোর তনু মন জারে॥
দিবানিশি পোড়ে মন সোয়াথ না পাই।
যথা গেলে কানু পাই তথা উড়ি যাই॥
হেদে রে দারুণ বিধি তোরে সে বাখানি।
অবলা করিলি মোরে জনমদুখিনী॥
ঘরে পরে অন্তরে বাহিরে সদা জ্বালা।
এ পাপ পরাণে কেনে বৈরী হৈল কালা॥
অভাগী মরিলে হয় সকলের ভাল।
চণ্ডীদাস বলে ধনি এমতি না বল॥"*

হরেকৃষ্ণ বাবুর আবিষ্কৃত পদটীর সম্বন্ধে প্রথমেই বক্তব্য এই যে, শ্রীচরিতামৃতে সম্পূর্ণ পদটা উদ্ধৃত না হওয়ায় এবং উহার প্রথম দুইটি শ্লোক যেরূপ সুন্দর, স্বাভাবিক ও চণ্ডীদাসের আক্ষেপ-অনুরাগের উৎকৃষ্ট পদের লক্ষণ-যুক্ত, বাকি শ্লোক তিনটী সেইরূপ না হওয়ায়, এই পদের শেষ অংশ কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া মনে হয় না। সম্পূর্ণ পদটা বড়ু চণ্ডীদাসের রচিত হইলে, শ্রীমহাপ্রভুর আস্বাদিত এই পদটা যে কি জন্য উচিত সমাদর লাভ করিয়া পদকল্পতরু প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহে স্থান পায় নাই, তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয়। ইহাকে চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া অস্বীকার করিলে, শুধু বাঙ্গালা ১১১২ সালাঙ্কযুক্ত এক টুকরা কাগজের পুরানো লেখার জোরে ইহাকে চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া প্রমাণ করা সুসাধ্য নহে। তথাপি আমরা এ সকল আপত্তি না করিয়া ও তর্ক-স্থলে ইহা উৎকৃষ্ট কীর্ত্তন-পদাবলীর রচয়িতা চণ্ডীদাসের পদ মানিয়া লইয়াই পূর্ব্বোক্ত ১৩৩৪ সালের পরিষৎ-পত্রিকার প্রবন্ধে লিখিয়াছি,—"বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বহু প্রসিদ্ধ পদ সে সময়ে বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজে গীত হইত; সুতরাং চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণিত অবস্থায় আচার্য্য প্রভু ও শ্রীমহাপ্রভু যে তাঁহাদিগের তৎকালীন

---

* 'বীরভূম-বিবরণ' ৩য় খণ্ড, পৃ ৬৬।৬৭।

মনোভাবের ব্যঞ্জক বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রসিদ্ধ পদ গাহিয়া নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করিবেন, ইহা নিতান্ত সম্ভবপর বটে ; কিন্তু অদ্বৈত প্রভু আর শ্রীমহাপ্রভু যে ঠিক এই দুইটী পদই গান করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের সাক্ষ্য কত দূর বিশ্বাসযোগ্য, একটু ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, যথাসময়ে রোজ-নামচা লিখিয়া না রাখিলে, আমরা আজ যে গানটী শুনিলাম, কয়েক বৎসর পরে শুধু স্মরণ করিয়া উহা বলা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। অদ্বৈত প্রভু কিংবা শ্রীমহাপ্রভু তৎসময়ে শান্তিপুরে ভাবাবেশে বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের যে পদটী গান করিয়াছিলেন, তাহা কোনও সাক্ষাৎ শ্রোতা রোজ-নামচা করিয়া না রাখিলে, ঐ ঘটনার কয়েক বৎসর পরেই ঐ গানের ঠিক কথাগুলি সাক্ষাৎ শ্রোতাদিগেরও স্মরণ থাকা সম্ভব বোধ হয় না। মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ; এখানেই চৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণিত আদি-লীলার শেষ। তার পরে মধ্যলীলা,—

> "তার মধ্যে ছয় বৎসর গমনাগমন।
> নীলাচল, গৌড়, সেতুবন্ধ বৃন্দাবন॥
> তাহাঁ যেই লীলা তার মধ্য-লীলা নাম।
> তার পাছে লীলা অন্ত্যলীলা অভিধান॥"—(চৈ-চ, মধ্য, ১ম পরিচ্ছেদ।)

এই মধ্যলীলার শেষ সময়ে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনের পথ ভুলিয়া রাঢ়দেশে উপনীত হইলে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেম-পূর্ণ কৌশলে তিনি শান্তিপুরে শ্রীমৎ অদ্বৈত প্রভুর গৃহে সমানীত হইয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহার আন্দাজ ত্রিশ বৎসর বয়সের কালে অর্থাৎ ১৪৩১ শকে এই শান্তিপুর-মিলন সঙ্ঘটিত হয়। চৈতন্য-চরিতামৃতের উপ-সংহার-শ্লোক ("শাকে সিন্ধগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে। সূর্য্যাহেঽসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥") হইতে জানা যায় যে, ১৫৩৭ শকে উক্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়। অতএব বর্ণিত ঘটনার ঠিক এক শত বৎসর পরে কবিরাজ গোস্বামী এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে উক্ত ঘটনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণের রোজনামচা-লেখক কোনও বিশ্বস্ত সাক্ষাৎ-দ্রষ্টার নিকট হইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে উল্লিখিত পদ-সমূহের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ নাই ; সুতরাং তিনি যে কেবল তাঁহার সময়ের বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই ঐরূপ লিখিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। চৈতন্য-চরিতামৃতের বর্ণিত শ্রীমহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থূল ঘটনাবলীর মধ্যেও ঐতিহাসিক সমালোচক-দিগের অনুসন্ধানের ফলে আজকাল এত অসঙ্গতি ধরা পড়িয়াছে যে, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থখানাকে শ্রীমহাপ্রভুর জীবনের ও তাঁহার প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মতের একটী উৎকৃষ্ট পাণ্ডিত্য-পূর্ণ বিশ্লেষণ ব্যতীত উহাকে নিঃসন্দিগ্ধ প্রামাণিক জীবন-বৃত্তান্ত বলা চলে না। অতএব হরেকৃষ্ণ বাবুর প্রদর্শিত পদটীর দ্বারা শ্রীমহাপ্রভু কর্তৃক উহা নিশ্চিতই আস্বাদিত হইয়াছিল, সুতরাং উহা চণ্ডীদাসের খাটি পদ, এরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে না ; ইহা দ্বারা বড় জোর এ পর্য্যন্ত বলা যায় যে, শ্রীমহাপ্রভুর জীবনের উক্ত ঘটনার প্রায় এক শত বৎসর পরে কবিরাজ গোস্বামীর বৃদ্ধাবস্থার সময়ে চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত ঐ পদটী বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত ছিল। এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, উল্লিখিত পদটী পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, পদ-রস-সার, পদ-রত্নাকর, কীর্ত্তনানন্দ প্রভৃতি কোনও প্রসিদ্ধ পদ-সংগ্রহে নাই। শ্রীমহাপ্রভুর দ্বারা সমাদৃত ও তৎকর্ত্তৃক গীত হওয়ার অসামান্য সৌভাগ্য লাভ করা সত্ত্বেও উক্ত পদটী যে পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন পদসংগ্রহ পুথিগুলিতে স্থান পায় নাই, ইহা হইতেও যদি কেহ অন্ততঃ ঐ পদের নবাবিষ্কৃত কলি তিনটীর প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করেন, তাহা হইলে, এমন কি, কবিরাজ গোস্বামীর সময়েও সম্পূর্ণ পদটী এ ভাবে বর্ত্তমান ছিল কি না, তাহাও সন্দেহের বিষয় হইয়া পড়ে। আমাদের বিবেচনায় ১৫৩৭ শকে এই পদটী যথাযথ ভাবে বর্ত্তমান ছিল, ইহা তর্কস্থলে

স্বীকার করিয়া লইলেও উহা দ্বারা বেশী কিছু আসে যায় না; বাশুলী-ভক্ত আদি বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তা চণ্ডীদাস—প্রচলিত চণ্ডীদাস ভণিতার পদের রচয়িতা নহেন, যদি ইহাই সমীচীন সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেও চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত অতি উৎকৃষ্ট পদাবলীর রচয়িতারা রামু শামুর মত নগণ্য লোক ছিলেন না, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ঐরূপ ভাবপূর্ণ পদ-রচনা কেবল গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, রায় শেখর, বংশীবদন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তাদিগের পক্ষেই সম্ভব বটে। ইঁহারা প্রায় সকলেই শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী শতকের লোক এবং কবিরাজ গোস্বামীর প্রায় সম-সাময়িক; সুতরাং আদিকবি চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পদাবলী শ্রীমহাপ্রভুর বিশুদ্ধ ও পবিত্র বৈষ্ণব-মতাবলম্বী বঙ্গ সমাজে ভাষা ও ভাবের বিশেষ পরিবর্ত্তন হেতু শ্রোতৃবর্গের দুর্ব্বোধ্য ও অপ্রীতিকর হইয়া পড়িলে, যখন কীর্ত্তনগায়কগণ শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য নিরুপায় হইয়াই তৎকালীন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদিগের কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদাবলী আত্মসাৎ করিয়া, চণ্ডীদাসের নাম দিয়া চালাইতে আরম্ভ করেন, তখন হইতেই চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রচলিত পদাবলীর উদ্ভব হইতে থাকে। গোবিন্দদাস পরবর্ত্তী সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা হইলেও তাঁহার অধিকাংশ উৎকৃষ্ট পদ ব্রজবুলীর রচনা বলিয়া, তাঁহার উপর কীর্ত্তন-গায়কদিগের বেশী দৌরাত্ম্য খাটে নাই। জ্ঞানদাস, রায় শেখর ও বংশীবদনের বাঙ্গালা পদগুলি ভাষার প্রাঞ্জলতা ও ভাবের গভীরতার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া, তাঁহাদিগের উপরই অধিক অত্যাচার হইয়াছে। সে সময়ে সংবাদপত্রের প্রচার ছিল না; সুতরাং কখন্ কোন্ কীর্ত্তনিয়া তাঁহাদিগের কোন্ পদটীতে চণ্ডীদাসের ভণিতা যোগ করিয়া কোথায় গান করিল, যথাসময়ে জানিবার বা জানিয়া প্রতিবাদ করার কোনও সুবিধা ছিল না; সুতরাং উক্ত পদকর্ত্তারা কিংবা তাঁহাদিগের শিষ্যগণ যে এ ক্ষেত্রে বৈষ্ণবোচিত উদারতা-বশতঃ ঔদাসীন্যই প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের কারণ নাই। এরূপ স্থলে প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়াদিগের ব্যবহার ও অনুকরণ-মূলে জ্ঞানদাস প্রভৃতির কতকগুলি পদ সাধারণের নিকট নির্ব্বিবাদে চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া প্রচলিত হইলেও প্রাচীন পদ-সংগ্রহের সঙ্কলয়িতা ও লিপিকারদিগের সত্যপ্রিয়তার জন্য ঐ সকল পদের ভণিতায় প্রকৃত পদকর্ত্তার নামই রহিয়া গিয়াছে এবং উহার দ্বারাই এখন এই পরস্বাপহরণ-রহস্যের একটু ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাইতেছে।"

হরেকৃষ্ণ বাবু আমাদিগের এই উত্তরের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছেন,—"'চণ্ডীদাস' সম্বন্ধে বক্তব্য যে, যদিও অদ্বৈত আচার্য্যের গৃহে শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে মুকুন্দ যে পদ গান করিয়াছিলেন, তাহার "রোজনাম্চা" কেহ রাখে নাই এবং কবিরাজ গোস্বামী তাহার এক শত বৎসর পরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ঠিক সেই গানই উদ্ধৃত করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে, তথাপি ইহার উত্তরে এই কথা বলিতে পারা যায় যে, যে মুকুন্দ এই গান গাহিয়াছিলেন, তিনি পুরীধামে বহুবার উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ গায়ক শ্রীপাদ স্বরূপের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা আশ্চর্য্য নহে যে, মুকুন্দের মুখে শুনিয়া শ্রীপাদ তাহা নিজ অন্তরঙ্গ ভক্ত দাস গোস্বামীর নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রণয়নকালে দাস গোস্বামী ঐ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজকে উপদেশ দিয়াছিলেন। সুতরাং বিষয়টি যে, 'রোজনাম্চার' ব্যঙ্গোক্তিতে উড়াইয়া দিবার নহে, ইহা বলা বোধ হয় আবশ্যক।" হরেকৃষ্ণ বাবুর এই প্রত্যুত্তরের উত্তর দেওয়ার সুযোগ আমাদিগের এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই; তাই এখানে সংক্ষেপে বলিতে চাহি যে, এরূপ একটা চিরস্মরণীয় উৎসবের আসরের সৌভাগ্যবান্ গীতগায়ক মুকুন্দ দাসের রোজ-নাম্চা ছাড়াও এই গানের কথা স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকা অসম্ভব নহে; কিন্তু তাঁহার নিকট মহাপ্রভুর জীবনের এরূপ একটা সাধারণ ঘটনার বিষয় শ্রীপাদ স্বরূপ শুনিয়া থাকিলেও, উহার এত সূক্ষ্ম বিবরণ রোজ-নাম্চার অভাবে তাঁহার স্মরণ থাকা এবং তাঁহার নিকট শুনিয়া আবার দাস গোস্বামীর সে সকল সূক্ষ্ম বিবরণ কবিরাজ গোস্বামীকে দেওয়া নিতান্তই কাল্পনিক ও অসম্ভব মনে

হয়। আমরা রোজ-নাম্‌চার কথা লইয়া ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ করিয়াছি—এ কথা হরেকৃষ্ণ বাবু কোথায় পাইলেন? আমরা সশ্রদ্ধ ভাবেই বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, সূক্ষ্ম রোজ-নাম্‌চা না রাখিয়া থাকিলে এরূপ একটা গানের দুইটি কলি শ্রীপাদ স্বরূপ বা দাস গোস্বামীর কোনরূপেই দীর্ঘকাল স্মরণ করিয়া রাখার কোনই কারণ বা সম্ভাবনা ছিল না। তা ছাড়া, মুকুন্দ হইতে শ্রীপাদ স্বরূপ, তাঁহার নিকট হইতে দাস গোস্বামী ও তাঁহার নিকট হইতে আবার কবিরাজ গোস্বামী সম্ভবতঃ এই গীতের কলি দুইটির বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, হরেকৃষ্ণ বাবুর এরূপ কল্পনা মালা ছাড়া ইহার সমর্থক আর কোনই প্রমাণ নাই। তবে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে,—কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় একজন সুপণ্ডিত ও মহাত্মার কি সম্ভব ও অসম্ভবের জ্ঞান ছিল না? তিনি ভালরূপে যাচাই করিয়া বিষয়টা সত্য বলিয়া না বুঝিলে, নিষ্প্রয়োজনে এরূপ অমূলক কথা লিখিবেন কেন? মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে কোন্ স্থান হইতে কোন্ স্থানে গিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা কেহ যদি ভুলে যথাযথ মনে করেন, সে জন্যে তিনি আগেই বলিয়া রাখিয়াছেন,—

"দক্ষিণ-গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ।
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈলা দরশন॥
সে সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈলা।
সেই ছলে সে দেশের লোক নিস্তারিলা॥
সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি।
দক্ষিণ বামে তীর্থ গমন হয় ফেরাফিরি॥
অতএব নামমাত্র করিয়ে গণন।
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম॥"—(চৈ-চ, মধ্য, ৯ম)

এই তীর্থগুলির মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলি প্রধান তীর্থের উল্লেখ গ্রন্থের উপাদেয়তার জন্য একান্ত আবশ্যক বলিয়া, কবিরাজ গোস্বামীকে অগত্যা এইরূপ অসম্পূর্ণ বর্ণনা-প্রণালীর অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কিন্তু নিতান্ত সত্যপ্রিয় বলিয়া তিনি সে কথা স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের গীতটা উদ্ধৃত করার তো সেরূপ প্রয়োজন ছিল না। সেরূপ অপরিহার্য্য প্রয়োজন থাকিলে, তিনি উহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিলেন না কেন? গীতের বাকিটা তিনি জানিতেন না, এরূপ অনুমান খাটে না; কারণ, আবশ্যক বোধ করিলে গানের অজ্ঞাত অংশটা সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে মোটেই কঠিন হইত না। একমাত্র সঙ্গত অনুমান এই যে, তাঁহার সময়ে এই গীতটা প্রসিদ্ধ ছিল, তাই উহার দুইটি কলি উদ্ধৃত করিয়া গীতটা সূচিত করিয়াছেন; প্রয়োজন বোধ না করায় সম্পূর্ণ গীতটা উদ্ধৃত করেন নাই। যেটুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, তিনি নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, ঐ পদটা শ্রীমহাপ্রভুর সম্মুখে গীত হইয়াছিল। নতুবা তাঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সত্যপ্রিয় মহাত্মা কিছুতেই এ ভাবে এই পদটার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেন না।

এই সন্দেহ আমাদিগের মনেও উদিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচরিতামৃত হইতেই এই সমস্যার অতি সমীচীন অথচ কৌতুকজনক সমাধান পাইয়াছি। প্রায় এক বৎসর কাল পূর্ব্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির সহিত মিলাইয়া আমাদিগকে বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রীচরিতামৃতের আদ্যন্ত পড়িতে হইয়াছিল। উহা হইতে ঐ গ্রন্থের যে সকল পাঠ-বিভ্রাটের কথা জানিতে পারিয়াছি, শ্রীচরিতামৃতের জিজ্ঞাসু পাঠকদিগের অবগতির জন্য সময়ান্তরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে সেই বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। এখানে শুধু ইহাই বক্তব্য যে, কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে তাঁহার উক্তির পোষকতায় "তথাহি" বলিয়া যে সকল শ্লোক শ্রীমহাপ্রভুর মুখ দিয়া বাহির করাইয়াছেন, উহার মধ্যে কতকগুলি মহাপ্রভুর

মুখে উচ্চারিত হওয়া সম্পূর্ণই অসম্ভব ছিল। এরূপ স্থলে কবিরাজ গোস্বামী নিছক মিথ্যা অথবা উন্মত্ত-প্রলাপ লিখিয়া গিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত এড়াইতে হইলে, ঐ সকল উক্তির অর্থ ইহাই বুঝিতে হইবে যে, মহাপ্রভু ঠিক সেই শ্লোকটা বলিয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি সেই ভাবের কিছু কথা বলিয়াছিলেন, অত কাল পরে সূক্ষ্ম রোজনামচা না থাকায় অবিকল সেই কথার পুনরুক্তি করার কাহারও সাধ্য নাই; তবে সেই কথাগুলির তাৎপর্য্যের একটা আভাস দেওয়ার জন্যে কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার নিজের রচিত বা জ্ঞাত পরবর্ত্তী অন্য শ্লোকাদি "তথাহি" বলিয়া মহাপ্রভুর মুখ দিয়া বাহির করিয়াছেন। বিষয়টা সত্য হইলেও শুনিতে এত অদ্ভুত যে, শ্রীচরিতামৃত হইতে ইহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত না দেখাইলে চলিবে না।

শ্রীমহাপ্রভু অন্ত্য-লীলায় যখন শ্রীবৃন্দাবন-ভ্রমে শ্রীক্ষেত্রের পুষ্পোদ্যানে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে কখনও মূর্চ্ছিত হইতেছেন, কখনও অন্তরঙ্গ ভক্ত স্বরূপ প্রভৃতির যত্নে চেতনা লাভ করিয়া চারি দিকে তাকাইতে তাকাইতে অশ্রু-প্লাবিত-নেত্রে গদ্‌গদ-কণ্ঠে বলিতেছেন,—

"কাহাঁ গেলা কৃষ্ণ এখনি পাইলু দর্শন।
যাঁহার সৌন্দর্য্যে হরিল নেত্র মন॥
পুন কেনে না দেখিয়ে মুরলী-বদন।
তাঁহার দর্শন লোভে ভ্রময়ে নয়ন॥
বিশাখাকে রাধা যেই শ্লোক কহিলা।
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টম সর্গে চতুর্থ শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং

"নবাম্বুদলসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্রমুরলীমুখঃ শরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্র-স্পৃহাম্॥—(চৈ চ, অন্ত্য, ১৫শ)।

পুনশ্চ—

"শ্লোক * শুনি মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা।
রাধার উৎকণ্ঠা-শ্লোক আপনি পড়িলা॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টম সর্গে অষ্টম শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং

"ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহরঃ" ইত্যাদি।—(ঐ, ১৬শ)

পুনশ্চ—

"কৃষ্ণগন্ধলুব্ধ রাধা সখীকে যে কহিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিলা॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টম সর্গে ষষ্ঠ শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং

"কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গকঃ" ইত্যাদি।—(ঐ, ১৯শ)

আমরা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিগুলিতে ও কয়েকখানা ভাল মুদ্রিত সংস্করণে এইরূপ পাঠই পাইয়াছি। এখন বিবেচ্য এই যে, কবিরাজ গোস্বামী প্রায় এক শতক পরবর্ত্তী কালের স্ব-রচিত এই গোবিন্দলীলামৃতের

* শ্রীভাগবতের ১০।৩১।১৪ সংখ্যক "সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং" ইত্যাদি শ্লোক।—সম্পাদক।

শ্লোকগুলি শ্রীমহাপ্রভুর মুখ দিয়া বাহির করিলেন কি প্রকারে? বলা বাহুল্য যে, আমরা পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, উহা ব্যতীত এই পৌর্ব্বাপর্য্য-ব্যতিক্রম (Anachronism) ও স্পষ্ট সত্যের অপলাপের (False statement) অন্য কোন মীমাংসা হইতে পারে না। ইহা হইতে আমাদিগের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সূক্ষ্মদর্শী ও সত্যানুরাগী কবিরাজ গোস্বামী প্রকৃত পক্ষেই "হাহা প্রাণপ্রিয় সখি" ইত্যাদি পদটী মহাপ্রভুর সমক্ষে গীত হইয়াছিল, ইহা বুঝাইবার জন্যে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করেন নাই; কিন্তু মহাপ্রভুর সমক্ষে ঐ ভাবের একটা পদ গীত হইয়াছিল, ইহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার সময়ে প্রচলিত একটা গীতের দুইটী কলি মুকুন্দের মুখ দিয়া বাহির করিয়াছেন। সুতরাং ইহা দ্বারা যে বিশেষ কিছু প্রমাণ হয় না, ইহা বলা বাহুল্য। শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে চণ্ডীদাসের নামে এরূপ একটা পদ প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লইলেও কোন ক্ষতি নাই। এই পদের ভাষা ও ভাব ঠিক কৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুরূপ না হইলেও কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবির রচিত কোন কোন পদ যে এক শতক কালের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে বৈষ্ণব-সমাজে প্রচারিত হইতে পারে, ইহা অস্বীকার করার কোনই হেতু নাই। আমাদিগের শুধু বক্তব্য এই যে, আমরা পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু প্রভৃতি পুথিতে চণ্ডীদাস ভণিতার পদগুলি যে আকারে পাইতেছি, উহার পৌনে ষোল আনা পদেই কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবির ভাষা ও রসের ধারার ঠিক ঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না। তথাপি যদি কোন চণ্ডীদাস-ভক্ত নিজের মনস্তুষ্টির জন্য কল্পনা করিতে চাহেন যে, বড়ু চণ্ডীদাসের রচনাই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া এখন ভাষায়, ভাবে ও বর্ণনীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা হইলে তাঁহার সেরূপ কল্পনায় আমরা বাধা দিব না। তবে সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, আমরা চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর ভাষা, ভাব ও আখ্যান-বস্তুর সহিত কোনরূপেই বড়ু চণ্ডীদাসের নিঃসন্দিগ্ধ রচনা কৃষ্ণকীর্ত্তনের সামঞ্জস্য সাধন করিতে সমর্থ হই নাই। এ অবস্থায় চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত প্রচলিত পদাবলীর উদ্ভব বুঝিবার জন্য দুইটি প্রণালী আছে। এক প্রণালী—আর একজন পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের কল্পনা। অন্য প্রণালী—অন্য প্রকারে সেই পদাবলীর উৎপত্তি বুঝিবার চেষ্টা। কৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি চণ্ডীদাসের অপর নাম ছিল অনন্ত; সুতরাং 'চণ্ডীদাস' তাঁহার একটা প্রসিদ্ধ উপনাম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন রাগাত্মিক পদাবলীর "আদি চণ্ডীদাস" শব্দের দ্বারাও পরবর্ত্তী এক বা একাধিক চণ্ডীদাস অনুমিত হয়। তার পরে শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ড নামক পুথির ভাষাগত ও ভাবগত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অনুসারে উহার প্রণেতাকে স্বতন্ত্র একজন চণ্ডীদাস না বলিয়াই উপায় নাই। মণীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত পুথির 'দীন চণ্ডীদাস' সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। সুতরাং যেখানে অন্ততঃ দুইজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব সুপ্রমাণিত হইয়াছে, সেখানে উৎকৃষ্ট প্রচলিত পদাবলীর রচয়িতা তৃতীয় একজন চণ্ডীদাস স্বীকার করার যথেষ্ট কারণ আছে কি না, বিশেষ বিবেচ্য বটে। এই পদাবলীর চণ্ডীদাসের গৌরাঙ্গ-বন্দনার পদ না পাওয়া গেলেও, ইনি যে মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী যুগের কবি, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী যুগে বৈষ্ণব-ইতিহাসের অভাব নাই। এই যুগে কবিশ্রেষ্ঠ কোনও চণ্ডীদাসের উদ্ভব হইয়া থাকিলে, পূর্ব্ববর্ত্তী বড়ু চণ্ডীদাসের দেশব্যাপী নাম ও খ্যাতির অন্তরালে এই কবিশ্রেষ্ঠ চণ্ডীদাস ঢাকা পড়িয়া অজ্ঞাত থাকিতে পারেন কি না, তাহাও বিবেচ্য বটে। সম্পাদক বসন্তবাবুর ন্যায় আমরাও বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে সহজিয়া ভাবের কোনও পরিচয় পাই নাই। পক্ষান্তরে 'চণ্ডীদাস'-ভণিতার 'রাগাত্মিক' পদাবলীতে সহজিয়া ভাবের এবং কয়েকটী 'রাগাত্মিক' পদে অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন সুস্পষ্ট। মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী যুগে সহজিয়া ধর্ম্মের বিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হওয়ায়, সে জন্যও এই সহজিয়া শ্রেষ্ঠ কবিকে বৈষ্ণব-সমাজ অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন কি না এবং আন্দাজ দেড় শত, কি দুই শত বৎসর পরে লোকে তাঁহার রজকী-সংসর্গ ও সহজিয়া অপবাদ বড়ু চণ্ডীদাসের উপর ভুলে আরোপ

করায়, নিজস্ব অপূর্ব্ব কবিত্বের প্রভাবে তাঁহার উৎকৃষ্ট পদগুলি আন্দাজ দুই শত বৎসর যাবৎ পদাবলি-সাহিত্যে সমাদর লাভ করিয়াছে কি না—এই বিকল্প দুইটীর মধ্যে কোনও একটি বিকল্প সঙ্গত কি না, সঙ্গত হইলে কোন্‌টি অধিকতর সঙ্গত, তাহাও বিচার করিয়া দেখা উচিত। আমরা আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধগুলিতে যে ভাবে 'চণ্ডীদাস' ভণিতার প্রচলিত উৎকৃষ্ট পদগুলির উৎপত্তি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, উহা কেহ বিস্ময়কর ও কেহ হাস্যজনক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। জ্ঞানদাস, যদুনন্দন, 'রসকল্পবল্লী' পুথির প্রণেতা গোপাল দাস প্রভৃতির কতকগুলি প্রসিদ্ধ পদ, গায়ক ও লিপিকরদিগের ভুল বা কারসাজির দরুণ চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত হইয়াছে, ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সকলেরই স্বীকৃত বটে *। তবে এ সম্বন্ধে হরেকৃষ্ণবাবুর একমাত্র আপত্তি এই যে, গায়ক বা লেখকদিগের কারসাজিতে এতগুলি পদের ভণিতার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, 'চণ্ডীদাস' ভণিতার পদগুলির মধ্যে প্রকৃতপক্ষে প্রথম শ্রেণীর পদ বড় জোর ৪০।৫০টীর অধিক হইবে না; বাকি মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর পদগুলির মধ্যে বহুসংখ্যক পদই যে, মণীন্দ্র বাবুর আবিষ্কৃত পুথির প্রণেতা 'দীন' চণ্ডীদাসের, উহা বেশ বুঝা গিয়াছে। রসজ্ঞ হরেকৃষ্ণ বাবুও একাধিক স্থানে এ কথা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের মধ্যম শ্রেণীর পদগুলি 'দীন' চণ্ডীদাস বা অন্য যে কোন মধ্যম শ্রেণীর কবিই রচনা করিতে পারেন। এ অবস্থায় কেবল ৪০।৫০টী উৎকৃষ্ট পদের জন্যই মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী যুগে আর একজন মহাকবি চণ্ডীদাসের কল্পনা করা সঙ্গত কি না, তাহাও নিরপেক্ষ সমালোচকদিগের বিচার্য্য বটে। আমরা ইতিপূর্ব্বে এক একটা নির্দ্দিষ্ট মতের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ায়, এই বিষয়ে নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা ও বিচার করার শক্তি ও অধিকার বোধ হয় আমাদিগের এখন লুপ্ত হইয়াছে। তাই রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাহাদুর ও ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের মত ভাষা-তত্ত্ব-বিৎ সুপণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে আমরা সনির্ব্বন্ধে অনুরোধ করি, তাঁহারা এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের নিরপেক্ষ মত প্রকাশ করিয়া, এই জটিল সমস্যার সমাধান করুন। ইহা সত্য বটে যে, অন্য কোনও কবির ভণিতা লইয়াই এরূপ গোলযোগ বা সন্দেহের কারণ ঘটে নাই। কিন্তু ইহাও বিবেচ্য যে, চণ্ডীদাসের নামে কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদাবলী প্রচারিত করার যে অপরিহার্য্য ও বিশিষ্ট কারণ ঘটিয়াছিল, অন্য কোনও পদকর্ত্তার সম্বন্ধে সেরূপ বিশিষ্ট ও ব্যাপক কারণ ঘটে নাই। সুতরাং ঐরূপ একটা ব্যাপক কারণ হইতে যে ব্যাপক কার্য্যের উৎপত্তি হইবে, উহাতে আশ্চর্য্যের কারণ নাই। আমাদিগের মতে এই বিকল্পের বিরুদ্ধে একটা প্রধান আপত্তি এই যে, চণ্ডী-দাসের উৎকৃষ্ট পদগুলির মধ্যে একটা ভাষা-গত ও ভাব-গত ঐক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন পদ-কর্ত্তার পদে এরূপ ঐক্য থাকার আশা করা যাইতে পারে না; সুতরাং অন্ততঃ 'চণ্ডীদাস' ভণিতার

* নীলরতন বাবুর ২৯৯ সংখ্যক "কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন" ইত্যাদি চণ্ডীদাস ভণিতার পদে পদকল্পতরু, পদরত্নাকর, পদরসসার ও সাহিত্য-পরিষদের ২০১ সংখ্যক পুথিতে জ্ঞানদাসের ভণিতা আছে; নীলরতন বাবুর ১৯০ সংখ্যক "একলি মন্দিরে" ইত্যাদি পদে এবং ৩১১ সংখ্যক "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু" ইত্যাদি ও ৩২১ সংখ্যক "না বল না বল সখি" ইত্যাদি চণ্ডীদাস-ভণিতার পদে পদকল্পতরু ও পদরসসারে জ্ঞানদাসের ভণিতা আছে। নীলরতনবাবুর ২০৩ সংখ্যক "রাই আজু কেন হেন দেখি" ইত্যাদি পদে পদকল্পতরুতে কৃষ্ণকিশোর-এর ভণিতা আছে। নীলরতনবাবুর "কদম্বের বন হইতে কিবা শব্দ আচম্বিতে" ইত্যাদি ৬৩ সংখ্যক পদ চণ্ডীদাসের অনূ্যন এক শতক পরবর্ত্তী রূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব' নাটকের "নাদঃ কদম্ববিটপান্তরতো বিসর্পন্" ইত্যাদি শ্লোকের যদুনন্দন ঠাকুরকৃত মর্ম্মানুবাদ। পদকল্পতরুতে এই পদের শেষের দুইটী কলি উদ্ধৃত না হওয়ায় ভণিতা পাওয়া যায় না। কিন্তু পদরসসার পুথিতে সম্পূর্ণ পদটী যদুনন্দনের ভণিতা সহ উদ্ধৃত হইয়াছে (পদকল্পতরুর ১৪২ সংখ্যক পদের পাঠান্তর দ্রষ্টব্য)। নীলরতন বাবুর "ভাল হৈল আরে বন্ধু" ইত্যাদি ২২১ সংখ্যক পদ ও "সই জানি কুদিন সুদিন ভেল" ইত্যাদি ৭২৪ সংখ্যক পদের একটা রূপান্তর পীতাম্বর দাসের "রসমঞ্জরী"তে তাঁহার পিতা গোপালদাসের ভণিতাযুক্ত পাওয়া গিয়াছে।—সম্পাদক।

উৎকৃষ্ট পদগুলি একজন শ্রেষ্ঠ কবির রচনা বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ সম্ভাবিত আপত্তির উত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, একই যুগের একই সম্প্রদায়-ভুক্ত ও একই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তাদিগের ভাষা ও ভাবের মধ্যে অনেক স্থলেই এরূপ আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায় যে, অনেক সময়েই তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদগুলির মধ্যে কোন্‌টী কাহার রচিত, চিনিয়া লওয়া বিশেষজ্ঞদিগের পক্ষেও অসম্ভব মনে হয়। অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রেই জানেন যে, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায়শেখর, বংশীবদন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদিগের প্রত্যেকেরই দশ পাঁচটী করিয়া এরূপ উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা পদ আছে, যাহা ভাষায় কিংবা ভাবে চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলীর সহিত তুলনায় অযোগ্য নহে। এ অবস্থায় তাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট পদাবলী হইতে কতকগুলি পদের ভণিতা পরিবর্ত্তিত হইয়া চণ্ডীদাস-ভণিতার উৎকৃষ্ট পদগুলি প্রচার হওয়া বিষয়টা আপাততঃ যেরূপ অসম্ভব বা দুর্ব্বোধ্য মনে হয়, প্রকৃত পক্ষে উহা সেরূপ নহে।

হরেকৃষ্ণ বাবু কৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিত চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর রচনার ও ভাবের ঐক্য দেখাইবার জন্য তাঁহার গ্রন্থের ১০৬—১১৩ পৃষ্ঠাগুলিতে প্রকৃত ও কল্পিত সাদৃশ্যের অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বড়ু চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী যুগের পদাবলি-সাহিত্যে তাঁহার অনেক কথা ও ভাবের প্রতিধ্বনি পাওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক; উহা দ্বারা কৃষ্ণকীর্ত্তনের ও চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর সমকালীনতা বা অভিন্ন কবির কৃতিত্ব প্রমাণিত হয় না। অভিজ্ঞ পাঠকগণ জানেন যে, দুই হাজার, কি অন্ততঃ দেড় হাজার বৎসরের প্রাচীন কবি কালিদাসের অনেক সংস্কৃত শ্লোকের ভাবের প্রতিধ্বনি বাঙ্গালার প্রবাদকথা ও কবিতায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাঙ্গালার একজন পণ্ডিত এরূপ কতকগুলি সাদৃশ্যের উদাহরণ দেখাইয়া উহাও কালিদাসের বাঙ্গালীত্বের একটা প্রমাণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন!

বড়ু চণ্ডীদাসের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে প্রাচীন কাল হইতে যে সকল প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের সম্পাদক বসন্ত বাবু এবং চণ্ডীদাসের পদাবলীর সম্পাদক রমণী বাবু ও নীলরতন বাবু তাঁহাদিগের ভূমিকায় সে সকল বিবরণ বর্ণিত করিয়াছেন; সুতরাং এখানে উহার পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি যোগেশ বাবু একটা গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধে * প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাঁকুড়ার অন্তর্গত ছাতনার চণ্ডীদাস বাসলীর সেবক ছিলেন বলিয়া বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। যোগেশ বাবুর প্রদর্শিত প্রমাণগুলি চূড়ান্ত না হইলেও উহা দ্বারা যে চণ্ডীদাসের জীবন-বৃত্তান্তের অনেক সন্দিগ্ধ বিষয়ের অধিকতর সঙ্গত মীমাংসা হইতে পারে, ইহা তিনি সুন্দররূপেই প্রমাণিত করিয়াছেন। তিনি চণ্ডীদাসের দেশ ও কাল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া মহাপ্রভুর আন্দাজ এক শতক পূর্ব্বের একজন ও মহাপ্রভুর সমসাময়িক একজন চণ্ডীদাসের খোঁজ পাইয়াছেন। যোগেশ বাবুর প্রবন্ধটা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষভাবে আলোচ্য বটে। তিনি তাঁহার প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিয়াছেন,—

"চণ্ডীদাসের কাল ঠিক জানা থাকিলে তাঁহার কীর্ত্তিস্থান অন্বেষণে অনেক সুবিধা হইতে পারিত। ইহার উপর, চণ্ডীদাস নামে একাধিক কবি পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃত নাম চণ্ডীদাস না হইলেও ডাক নাম বা উপাধি চণ্ডীদাস ছিল। কোথায় কখন্ কোন্ চণ্ডীদাস ছিলেন,—দেশ কাল পাত্র—তিনই অজ্ঞাত। "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" আবিষ্কারের পর এই প্রশ্ন আরও দুরূহ হইয়াছে। ইহাও অসম্ভব নয়, দুই বাসলী স্থানে দুই কালে চণ্ডীদাস ডাক-নামধারী দুই ব্যক্তি ছিলেন; কিংবা একই বাসলী স্থানে দুই কালে দুই জন ছিলেন, পরে বিস্মৃতি ও অনবধান হেতু একের জীবন-কাহিনী অন্যে আরোপিত হইয়াছে। এ সকল তর্কের

* ১৩৩৩ সালের "প্রবাসী" পত্রিকার চৈত্রের সংখ্যায় "ছাতনায় চণ্ডীদাস" শীর্ষক প্রবন্ধ।—সম্পাদক

নিরাস কোনও কালে হইবে কি না, সন্দেহ। তথাপি নানা বিজ্ঞ জনে নানা দিক্ দিয়া যত্ন করিলে কিছু ফল হইতে পারে। বর্ত্তমানে চণ্ডীদাস এক অন্ধকার করিতে হইতেছে, যাঁহাকে ধরিয়া নানা কাহিনী রচিত হইয়াছে। তথাপি পরে দেখা যাইবে, ছাতনায় দুই কালে যেন দুই চণ্ডীদাস ছিলেন। একজন চৈতন্যদেবের প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে, আর একজন তাঁহার সম-সাময়িক ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দুই জন কল্পনা করিয়াছিলেন। তাঁহার কল্পনার পুনরালোচনা আবশ্যক মনে হইতেছে।"

মণীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত পদাবলীর প্রণেতা 'দীন' চণ্ডীদাসের সময় নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হয় নাই। হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার সঙ্কলিত বীরভূম-বিবরণ ৩য় খণ্ডের ১২৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"দীন চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত ঠাকুর নরোত্তমের একটী বন্দনার পদ পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির এবং নীলরতনবাবুর সংগ্রহের দীন চণ্ডীদাস ও এই বন্দনার রচয়িতা একই ব্যক্তি। বন্দনার পদটী এইরূপ,—

"জয় নরোত্তম গুণধাম।
দীন দয়াময় অধম দুর্গত
পতিতে করুণাবান॥
সখা রামচন্দ্র সনে আলাপনে
নিশি দিশি রসভোর।
মো হেন পাতকী তারণকরণ
গুণে ভুবন উজোর॥
নব তাল মান কীর্ত্তন সৃজন
প্রচারণ ক্ষিতি মাঝ।
অতুল ঐশ্বর্য্য লোষ্ট্রের সমান
ত্যজনে না সহে ব্যাজ॥
নরোত্তম রে বাপ রে ডাকে ন্যাসিমণি
পুন প্রভু আবির্ভাব।
দীন চণ্ডীদাস কহ কত দিনে
পদযুগ হবে লাভ॥"

"নরোত্তম-শাখা গণনায় একজন চণ্ডীদাসের নাম আছে। ইনি দীনের প্রতি অতি দয়াবান্ ছিলেন; হইতে পারে, এই জন্যই নিজকেও দীন বলিয়া পরিচিত করিতেন। তবে কি তিনিই কবি দীন চণ্ডীদাস? দীন চণ্ডীদাসের লেখা রাধার কলঙ্কভঞ্জনের ছন্দ ও রচনা-রীতি ঠাকুর নরোত্তমের রচিত রাধিকার মানভঞ্জনের পদের সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। ইহাঁর শ্রীনির্য্যাস নামে সহজ ভজনের একখানি পুথি আছে। বৈষ্ণব সহজভজন—যাহা রসরাজ উপাসনা নামে পরিচিত, তাহার পদ্ধতি নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের এবং তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যগণের দ্বারাই প্রচারিত হয়। এই সব কারণে দীন চণ্ডীদাসকে ঠাকুর নরোত্তমের শিষ্য বলিয়াই মনে হইতেছে। চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত সহজ ভজনের পদগুলি আদি চণ্ডীদাস ও রামীর প্রবাদ অবলম্বন করিয়া এই দীন চণ্ডীদাসই লিখিয়াছিলেন, এখন এরূপ অনুমানের মূলেও জোর পাওয়া যাইতেছে। নরোত্তম-বিলাসে চণ্ডীদাসের নাম উল্লেখে লিখিত আছে—

"জয় চণ্ডীদাস যে পণ্ডিত সর্ব্বগুণে।
পাষণ্ডী খণ্ডনে দক্ষ দয়া অতি দীনে॥"

কোথাও কোথাও পণ্ডিতের স্থানে 'মণ্ডিত' পাঠও আছে। নরোত্তম ঠাকুরের সঙ্গে দীন চণ্ডীদাসের গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ সত্য হইলে—ইঁহাকে খেতুরীর মহোৎসবের (১৫৮২ খৃঃ) কিছু পরবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কবির সমগ্র কাব্য এবং সম্পূর্ণ পরিচয় না পাওয়া পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। এতদ্ভিন্ন চণ্ডীদাসের নামে আর কোনো বাঙ্গালী কবি অথবা পদকর্ত্তা ছিলেন কি না, সে সম্বন্ধেও অনুসন্ধান হওয়া উচিত।"

এই দীন চণ্ডীদাস যদি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ও সম-সাময়িক হয়েন, তাহা হইলে, ইনি যোগেশ বাবুর বিকল্পিত চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ২য় চণ্ডীদাস হইতে পারেন না। এই দুই চণ্ডীদাসের মধ্যেও তাহা হইলে অন্ততঃ ৭০।৮০ বৎসরের ব্যবধান হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া এই দীন চণ্ডীদাসের ভাল ও মন্দ বহু পদাবলীর বিশেষ আলোচনা করিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছি যে, ইঁহার মত তৃতীয় শ্রেণীর একজন কবির দ্বারা 'চণ্ডীদাস' ও 'দ্বিজ চণ্ডীদাস' ভণিতার উৎকৃষ্ট পদাবলী রচিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। হরেকৃষ্ণ বাবুর সহিত আমাদের বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা লইয়া গুরুতর মতভেদ থাকিলেও 'দীন' চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে আমাদের উভয়ের ধারণাই প্রায় এক রকম। হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার চণ্ডীদাস প্রসঙ্গের উপসংহারে লিখিয়াছেন,—"শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্, এ, মহাশয় বলেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনখানাই খাঁটি, পদাবলীর চণ্ডীদাসের ভণিতার একটা গানও প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের নহে। রায় শেখর, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির গানই চণ্ডীদাসের ভণিতায় চলিয়া গিয়াছে। ইহা যে কিরূপে সম্ভব, আমরা বুঝিতে পারি না। একটা দুইটা পদের গোলমাল ঘটিতে পারে, কিন্তু একেবারে মূলে হা-ভাত কি করিয়া হইল, কে বলিবে? নরহরি সরকার হইতে কানুদাস, প্রসাদ দাস পর্য্যন্ত পদকর্ত্তাগণ চণ্ডীদাসের বন্দনা গাহিলেন, আর তাঁহার একটা পদও কেহ জানিলেন না, শুনিলেন না, ইহা যেন বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হয় না। পদের খবর না রাখিয়া,—সুতরাং বিনি গুণ পরিচয়েই কেবল নামমাত্র শুনিয়া গতানুগতিক ভাবে তাঁহারা বন্দনা রচিলেন, গানের মধ্যে "মনে ভাব উঠে মুখে ভাষা ফুটে," "সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল" ইত্যাদি লিখিলেন, ইহা একরূপ মন্দ কথা নহে। তার পর রাধামোহন ঠাকুর এবং বৈষ্ণবদাস চণ্ডীদাসের যে সব গান সংগ্রহ করিলেন, তাহার সমস্তগুলিই তবে জাল পদ? বলিবার উপায় নাই দীন চণ্ডীদাসের; কারণ, দীন চণ্ডীদাসের লেখা বাহির হইয়াছে, তাহার সঙ্গে পদাবলীর চণ্ডীদাসের অনেক পার্থক্য।"

হরেকৃষ্ণ বাবুর এই প্রধান আপত্তিগুলির উত্তর আমরা আমাদিগের প্রবন্ধগুলিতে দিয়াছি; এখানেও সংক্ষেপে উত্তর দিব। তৎপূর্ব্বে তাঁহার শেষ ছত্র দুইটির প্রতি পাঠকদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। রসজ্ঞ হরেকৃষ্ণ বাবু স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, চণ্ডীদাস-ভণিতার পদাবলী 'দীন' চণ্ডীদাসের রচিত বলিবার উপায় নাই; কারণ, উভয়ের রচনায় অনেক পার্থক্য।

আমরা বলি যে, হরেকৃষ্ণ বাবু চণ্ডীদাস ও 'দীন' চণ্ডীদাসের রচনার মধ্যে যে প্রচুর পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছেন, উহা একই যুগের রচনার মধ্যে শক্তি ও প্রতিভার পার্থক্য মাত্র। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনের পদের ভাষা, ভাব ও রসের ধারার সহিত চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর পার্থক্য অন্ততঃ দুই শতকের ভাষা, ভাব, আখ্যান-বস্তু ও রসের ধারার গুরুতর পার্থক্য। সুতরাং চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত পদাবলীর কোন্ সময়ে কিরূপে উৎপত্তি হইল, এই জটিল বিষয়ের মীমাংসা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত হউক বা না হউক, সত্যের অনুরোধে আমরা বলিতে বাধ্য যে, চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদাবলীর দুই একটা পদে কৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনার কতকটা চিহ্ন পাইলেও, বাকি পদে উহা অপ্রাপ্য বটে। এ অবস্থায় কোন কোন বিজ্ঞ ও সুচতুর ব্যক্তির ন্যায় একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া নীরব না থাকিয়া, আমাদের জ্ঞাত উপকরণগুলির সাহায্যে আপাততঃ অসমঞ্জস বিষয়গুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করিয়া, বৈষ্ণব-ইতিহাসের অজ্ঞাত এবং আজ পর্য্যন্ত নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ দ্বারা অনির্ণীত

তৃতীয় একজন চণ্ডীদাসের কল্পনা না করিয়া, চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত পদাবলীর উৎপত্তি বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি। বলা বাহুল্য যে, এ সম্বন্ধে আমাদের অনুমানের অনুকুল কতকগুলি বিষয় উপস্থাপিত করা ব্যতীত, এ বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত প্রমাণ দেওয়া চলে না। তবে সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত অনুমানের বিরুদ্ধে হরেকৃষ্ণ বাবু এখানে যে আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, উহা আমরা সবল বলিয়া মনে করি না। হরেকৃষ্ণ বাবুর গ্রন্থে তিনি অন্য পদকর্ত্তার অন্ততঃ ৬।৭টা পদে গায়ক ও লেখকদিগের ভুলে বা কারসাজীতে চণ্ডীদাসের ভণিতা সংযুক্ত হওয়ার উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি যে, চণ্ডীদাস ভণিতার প্রথম শ্রেণীর পদ ৪০।৫০টার অধিক নহে। যদিও অন্য সাধারণ পদ-কর্ত্তার দুই চারিটা পদে ব্যতীত ভণিতার গোলযোগ দেখা যায় না, তথাপি পূর্ব্ব-বর্ণিত বিশেষ ও ব্যাপক কারণ হেতু চণ্ডীদাসের বাকী পদগুলিতেও ভণিতার এরূপ গোলযোগ হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। চণ্ডীদাসের বন্দনা-কারক পদকর্ত্তাগণ তাঁহার পদ না পড়িয়াই ওরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, এরূপ অদ্ভুত কথা হরেকৃষ্ণ বাবু কোথায় পাইলেন? তাঁহারা যে কৃষ্ণকীর্ত্তন পড়েন নাই, এরূপ কি প্রমাণ আছে? "সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল" ইত্যাদি আপত্তির সমীচীন উত্তর অনেক পূর্ব্বে কৃষ্ণকীর্ত্তনের বিজ্ঞ সম্পাদক বসন্ত বাবুই দিয়াছেন। তিনি তাঁহার সম্পাদকীয় বক্তব্যে লিখিয়াছেন,—"বঁধু কি আর বলিব আমি" পদের ভাষা অত্যন্ত আধুনিক—একবারে হালী। উহা বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে আদৌ খাপ খায় না। সুতরাং কোন ক্রমেই চণ্ডীদাসের ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বহুল প্রচলিত পদের ভাষা গায়ক ও লিপিকরগণের কৃপায় পুনঃ পুনঃ রূপান্তরিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। চণ্ডীদাসের গোঁড়া ভক্তেরা অবশ্য তাহা স্বীকার করিতে রাজি হইবেন না। তাঁহারা "সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণেতে ভরা" কানুদাসের এই পদাংশ উদ্ধৃত করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিবেন, 'কি দারুণ বুকের ব্যথা,' 'বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ' প্রভৃতি পদের ভাষাই উহা দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ২০০ দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে যে ভাষা সরল, তরল ও প্রাঞ্জল ছিল, আজ তাহাই কটমট হইবার পক্ষে যে কোন বাধা নাই, অনেকে এ কথাটা বুঝিতে পারেন না।"

বসন্ত বাবুর এ মন্তব্য ব্যতীত, এ সম্বন্ধে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, পদকর্ত্তা কানুদাস জগদ্বন্ধু বাবুর মতে "শ্যামানন্দ পুরীর প্রশিষ্য" ছিলেন; সুতরাং তিনি আন্দাজ ২৫০ আড়াই শত বৎসরের অধিক প্রাচীন ছিলেন না। সে সময়ের কিছু আগে হইতেই চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত "সরল তরল" পদাবলীর প্রচার হইতেছিল। সুতরাং কানুদাসও যে সেগুলিকে চণ্ডীদাসের রচনা মনে করিয়াই ঐরূপ উক্তি করিয়া থাকিবেন, এরূপ মনে করিতে কোন বাধা নাই। বরং ইহাই আমাদিগের নিকট অধিক সম্ভবপর বিবেচনা হয়। হরেকৃষ্ণ বাবু চণ্ডীদাস-বন্দনার পদ মহাপ্রভুর সম-সাময়িক নরহরি সরকারের রচিত অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু আমরা ঐ পদ রচনা-গত ও ভাব-গত অভ্যন্তরীণ প্রমাণ অনুসারে তাঁহার প্রায় দুই শত বৎসরের পরবর্ত্তী পদকর্ত্তা নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচিত বলিয়া বিবেচনা করি। তর্ক স্থলে তাঁহাকে নরহরি সরকার বলিয়া স্বীকার করিলে, তাঁহার নিকট কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা "সরল তরল রচনা প্রাঞ্জল" বিবেচিত হওয়া কোন মতেই অসম্ভব নহে। জগদ্বন্ধু বাবুর মতে প্রসাদ দাস শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং তিনি আন্দাজ ৩৫০ বৎসরের প্রাচীন পদ-কর্ত্তা। তিনি চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন পড়িয়া উহার প্রাচীন ভাষার সম্বন্ধে "মধুর মধুর শবদে গাইলা যুগল রসের ভাষ" উক্তি করিবেন ইহা অসম্ভব মনে হয় না।

চণ্ডীদাস-সমস্যার সম্বন্ধে আমাদের মতামত যথাসম্ভব সংক্ষেপে বলা হইল। এখন চণ্ডীদাসের পদাবলীর সম্বন্ধে দুই চারিটা অতি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। নীলরতন বাবুর সম্পাদকতায় সাহিত্য-

পরিষৎ হইতে প্রায় নয় শত পদ-পূর্ণ যে সংস্করণটী প্রকাশিত হইয়াছিল, উহা নিঃশেষ হওয়ায়, অধুনা পরিষৎ আর একটী নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করার সংকল্প করিয়া, কয়েকজন সুপণ্ডিত ব্যক্তির উপর সম্পাদনের ভার দিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে চণ্ডীদাসের পদাবলীর কয়েকটী সংস্করণ প্রকাশিত হইলেও ঐ সকল সংস্করণে রীতিমত প্রাচীন পুথির পাঠ মিলাইয়া, পাঠবিচার দ্বারা পাঠ সংশোধনের জন্য রীতিমত চেষ্টা করা হয় নাই। পদ-নির্ব্বাচন ও পদ-বিন্যাসের অনেক ত্রুটি ও ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হয়। পরিষদের সংকলিত সংস্করণখানিতে সেরূপ ত্রুটি ও ভ্রম-প্রমাদ থাকিবে না বলিয়াই আশা করি। এ সম্বন্ধে সম্পাদক-সঙ্ঘকে যথাসাধ্য সাহায্য করার জন্য আমরাও বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। বলা বাহুল্য যে, সুযোগ ও সুবিধা পাইলে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে সম্পাদক-সঙ্ঘকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইব না। আমাদের বিবেচনায় নীলরতনবাবুর ন্যায় চণ্ডীদাসের ও দীন চণ্ডীদাসের পদগুলি একত্র মিশাইয়া না ফেলিয়া, একান্তই যদি দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী গ্রন্থমধ্যে স্থান দিতে হয়, তাহা হইলেও সেগুলি পরিশিষ্টে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য। বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতেও মণীন্দ্র বাবুর সম্পাদকতায় চণ্ডীদাসের পদাবলীর একটী সংস্করণ প্রকাশিত করার প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমরা যৌথভাবে সাহিত্যগ্রন্থের সম্পাদন-কার্য্যে অনেক সময়েই সুবিধা অপেক্ষা অধিক অসুবিধা লক্ষ্য করিয়া থাকিলেও, এ ক্ষেত্রে বলা আবশ্যক মনে করি যে, সাহিত্য-পরিষদ্ ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে একযোগে চণ্ডীদাসের পদাবলীর সম্পাদন করা যদি অসম্ভব না হয়, তাহা হইলে সেরূপ করাই সুবিধাজনক বটে। যদি একান্তই উহা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে মণীন্দ্র বাবুর দ্বারা 'দীন' চণ্ডীদাসের পদাবলী ও পরিষদের দ্বারা চণ্ডীদাসের পদাবলী সুসম্পাদিত করার চেষ্টা ও সুবন্দোবস্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যৌথভাবে গ্রন্থ সম্পাদনে সম্পাদকগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতে চাহিলে, সে জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করা আবশ্যক; তাহা সত্ত্বেও কার্য্যে অত্যধিক বিলম্ব অবশ্যম্ভাবী। ভরসা করি, পরিষৎ এ সম্বন্ধে সম্পাদকসঙ্ঘকে যথোচিত সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব চণ্ডীদাসের সংস্করণে পদ-নির্ব্বাচন, পদ-সন্নিবেশ, পাঠ ও পদের অর্থ বিষয়ে শতাধিক গুরুতর অসঙ্গতি আছে। ঐগুলি প্রবন্ধাকারে প্রদর্শিত করিলে সম্পাদক-সঙ্ঘের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে বিবেচনায় আমরা সুযোগ পাইলেই সে বিষয়ে দুই চারিটী প্রবন্ধ লিখিয়া পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ভূমিকায় ঐ বিষয়ের আলোচনা করার স্থান নাই, ইহা বলা বাহুল্য।

চণ্ডীদাস ভণিতার কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদের অপূর্ব্ব কবিত্ব এরূপ সর্ব্বজনবিদিত যে, সে সম্বন্ধে ভূমিকায় কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। সত্য বটে, দুর্ভাগ্য হেতু আমরা ঐ পদগুলি প্রকৃতপক্ষে কাহার রচিত— এই জটিল বিষয়ের সুমীমাংসা করিতে পারিতেছি না; কিন্তু ঐ পদগুলি পদ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার; সে জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে অবিলম্বে সেগুলির একটা প্রামাণিক ও শুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হউক, ইহাই সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি।

চন্দ্রশেখর

বৈষ্ণব সাহিত্যে তিন জন চন্দ্রশেখর প্রসিদ্ধ। (১) শ্রীচৈতন্য প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত চন্দ্রশেখর আচার্য্য। ইনি পূর্ব্ব আশ্রমের সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য প্রভুর মাসী-পতি। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে ইহাঁর "আচার্য্য-রত্ন" উপাধি দেখা যায়। নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীমহাপ্রভু ইহাঁর গৃহেই অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের সঙ্গে নিজে রুক্মিণী ও শ্রীরাধা সাজিয়া নৃত্যাভিনয় করেন, ইহা উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, এই গুহ্য সংবাদ তিনি তাঁহার যে কয়েকটী পরম অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে চন্দ্রশেখর আচার্য্য অন্যতম। শ্রীমহাপ্রভুর

গৃহত্যাগের পর দিবসই চন্দ্রশেখর আচার্য্য নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ ও ব্রহ্মানন্দের সহিত প্রস্তাবিতরূপে কাটোয়ায় যাইয়া শ্রীমহাপ্রভুর সহিত সম্মিলিত হয়েন এবং তাঁহারা তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান করার সময়ে চন্দ্রশেখর আচার্য্য প্রায় প্রতি বৎসর রথ-যাত্রার প্রাক্কালে অন্যান্য অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের সহিত পুরী-ধামে যাইয়া শ্রীমহাপ্রভুকে দর্শন করিতেন এবং চাতুর্ম্মাস্যার কালটা সেখানেই যাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। চন্দ্রশেখর আচার্য্য শ্রীমহাপ্রভুর নবদ্বীপের ও নীলাচলের লীলাসমূহের অনেক স্মরণীয় ঘটনা নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। পদকল্পতরুর উদ্ধৃত পদ তিনটী ইহাঁর রচিত বলিয়াই প্রসিদ্ধি আছে। ১৮৫৪ সংখ্যক "ক্ষণেক রহিয়া, চলিয়া উঠিয়া, পণ্ডিত জগদানন্দ" ইত্যাদি গৌরাঙ্গলীলার পদটীর এ জন্য যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ২১৪৮ সংখ্যক পদটী শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ-বর্ণনাবিষয়ক এবং ৩০৩০ সংখ্যক পদটী দৈন্যসূচক প্রার্থনার পদ। এই পদের ভণিতায়—

"চন্দ্রশেখর দাস এই মনে অভিলাষ
আর কি এমন দশা হব।
গোরা-পারিষদ সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন-রস-রঙ্গে
আনন্দে দিবস গোঙাইব॥"

এইরূপ উক্তি দ্বারাও ইহাই প্রতীত হয় যে, পদ-কর্ত্তা চন্দ্রশেখরের এক সময়ে অর্থাৎ নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর পারিষদ হওয়ার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল; কিন্তু সন্ন্যাস-লীলার সময়ে তিনি সেই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া সে জন্য আক্ষেপ করিয়াছেন।

চন্দ্রশেখরের পদগুলির ভাষা খুব প্রাঞ্জল ও কোমল। তাঁহার ২১৪৮ সংখ্যক—

"গৌর-বরণ হেরিয়া বিজুরী
গগনে বসতি কেল।
ত্রিভুবনে যত শোভার বিততি
হারি পরাজিত ভেল॥"

ইত্যাদি পদে যদিও তিনি কতকগুলি মামুলী উপমার সাহায্যেই শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ বর্ণন করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার নিজস্ব বলিবার ভঙ্গীতে পদটী সুন্দর হইয়াছে। তিনি গৌরাঙ্গ-লীলা ছাড়া ব্রজ-লীলার কোন পদ রচনা করিয়াছিলেন কি না, জানা যায় নাই।

(২) চন্দ্রশেখর দাস, জাতিতে বৈদ্য ও শ্রীমহাপ্রভুর বিশেষ কৃপার পাত্র একজন দীন ভক্ত ছিলেন। বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনকালে শ্রীমহাপ্রভু কাশীধামে এই চন্দ্রশেখরের বাসায় কিছু দিন অবস্থান করেন। এই চন্দ্রশেখরকে পদকর্ত্তা বলিয়া জানা যায় নাই।

(৩) চন্দ্রশেখর ও তাঁহার অনুজ শশিশেখর বৈষ্ণব দাসের পরবর্ত্তী সময়ের দুই জন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। পদকল্পতরুতে ইহাঁদিগের রচিত কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই। আধুনিক কীর্ত্তন-গায়কদিগের মুখে ইহাঁদিগের অনেক সুন্দর সুন্দর পদ শুনা যায়। আমাদের "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থে ইহাঁদিগের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। পীতাম্বর দাসের "রসমঞ্জরী" গ্রন্থের অনুকরণে এই ভ্রাতৃদ্বয়ও "নায়িকারত্নমালা" নামে একখানি 'অষ্ট-নায়িকা'-বিষয়ক রসগ্রন্থের রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থখানা আমাদিগের সম্পাদকতায় "ভক্তি-প্রভা"* কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থেও উক্ত ভ্রাতৃ-দ্বয়ের বহু অপ্রকাশিত

* "ভক্তি-প্রভা" কার্য্যালয়; আলাটী পোঃ (হুগলী), ৭২ পৃষ্ঠা; মূল্য ।০ আনা।—সম্পাদক।

পদ পাওয়া গিয়াছে। "বীরভূম-বিবরণ" ৩য় খণ্ডের সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,*—"চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর দুই সহোদর ভ্রাতা, পিতার নাম গোবিন্দানন্দ ঠাকুর, জন্মভূমি কাঁদরা। মুলুকের বিশ্বম্ভর ঠাকুরের সময় ধরিয়া হিসাব করিলে ইহাঁদিগকে মাত্র দেড় শত বৎসরের কিছু অধিক পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের কোনো পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছিল কি না, নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। অনেকে পদকল্পতরুর শেখর ভণিতাযুক্ত পদগুলি রায় শেখরের বলিয়া অনুমান করেন। আমাদিগের কিন্তু মনে হয়, পদকল্পতরু সংগ্রহের সময় এই শেখর ভ্রাতৃদ্বয় ও বিশ্বম্ভর ঠাকুর ইহাঁরা, তিনজনেই বর্ত্তমান ছিলেন, এবং ইহাঁদেরও দুই একটী করিয়া পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছিল। তবে ইহাঁরা তখনো তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া বৈষ্ণবদাস ইহাঁদের অধিক পদ সংগ্রহ করেন নাই। বৈষ্ণবদাসের পর ইহাঁরা জীবিত ছিলেন এবং খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, এই জন্যই পরবর্ত্তী পদসংগ্রহগ্রন্থে ইহাঁদের অনেক পদ স্থান পাইয়াছিল।"

হরেকৃষ্ণবাবুর এই অনুমান প্রকৃত নহে। চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর ভ্রাতৃদ্বয়ের কোন পদই যে 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই, তাহা আমরা স্থানান্তরে লিখিয়াছি; † এখানে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া সে সম্বন্ধে পুনরালোচনা করা হইল না; তবে সংক্ষেপে ইহাই বক্তব্য এই যে, 'শশিশেখর' ভণিতার একটা পদও পদকল্পতরুতে নাই। পদকল্পতরুর 'শেখর' ভণিতার কোন পদই যে, শশিশেখরের নহে, উহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে; 'রায় শেখর' ও 'শেখর'এর প্রসঙ্গে উহা আলোচিত হইবে। পদকল্পতরুতে 'চন্দ্রশেখর' ভণিতার আলোচ্য পদ তিনটী যে, শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক অন্তরঙ্গ ভক্ত চন্দ্রশেখর আচার্য্যের রচিত, সে সম্বন্ধে বৈষ্ণব মহাজনদিগের মতদ্বৈধ নাই। পদ তিনটীর রচনা ও ভাবগত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারাও উহাই প্রতীত হয়। পদকল্পতরুতে 'বিশ্বম্ভর' ভণিতার দুইটি পদ পাওয়া গিয়াছে। উহা যে হরেকৃষ্ণবাবুর বর্ণিত বীরভূমের মুলুকের বিশ্বম্ভর ঠাকুরের রচিত নহে, তাহা বিশ্বম্ভরের প্রসঙ্গেই আলোচিত হইবে।

চম্পতি রায়

'চম্পতি' ও 'চম্পতি রায়' ভণিতার মোটে নয়টী পদ পদকল্পতরুতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পদগুলির মধ্যে ৭২৫ সংখ্যক "পালঙ্কে শয়ন, ঘুমে অচেতন" ইত্যাদি বাংলা লঘু-ত্রিপদী ছন্দে রচিত পদ বাংলা-মিশ্রিত ব্রজবুলী ও ১৬৭৪ সংখ্যক "মথুরার নাম শুনি পরাণ কেমন করে।" ইত্যাদি পদটী খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত; বাকি পদগুলি ব্রজবুলীর পদ বটে। ইহা ব্যতীত পদকল্পতরুর ৩৬৮ সংখ্যক "শুন শুন মাধব" ইত্যাদি ব্রজবুলী পদটীতে 'বিদ্যাপতি' ও 'কবি চম্পতি'র সংযুক্ত ভণিতা ("বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ।") পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিদ্যাপতির সম্পাদক নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সংস্করণে চম্পতির উৎকৃষ্ট ব্রজবুলীর ৪৮১।৪৮২।১৬৫৮।১৬৬৪ ও ১৭৪৪ সংখ্যক পদগুলি পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার ৪৮০ ও ৫০২ সংখ্যক ব্রজবুলীর পদ, ৭২৫ সংখ্যক বাংলামিশ্র পদ ও ৩৬৮ সংখ্যক সংযুক্ত-ভণিতার পদটী বিদ্যাপতির বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং টীকায় নিম্নলিখিত মন্তব্য লিখিয়াছেন; যথা,—

"কবি চম্পতি (বিদ্যাপতি) কহে" ইত্যাদি পরিষৎ সংস্করণ, ২৫৭ পৃষ্ঠা।

"চম্পতি পতি (বিদ্যাপতি) গাবউ" ইত্যাদি ঐ ২৪১ পৃষ্ঠা।

চম্পতি পতি—কবি চম্পতি বিদ্যাপতি।" ঐ ৩৪৮ পৃষ্ঠা।

সংযুক্ত ভণিতার পদটীর সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু মন্তব্য লিখিয়াছেন,—"বিদ্যাপতি কবিচম্পতি—বিদ্যাপতি

---

* "বীরভূম-বিবরণ" ৩য় খণ্ড, ১৫৩, ১৫৪ পৃঃ।

† 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' গ্রন্থের ভূমিকা, ২৶০ ও ২৸০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

সুকবি চম্পই, এরূপ মিথিলায় পাওয়া গিয়াছে।" এই সকল মন্তব্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, 'কবিরঞ্জন' বা 'কবিশেখর' পদবীর ন্যায় 'কবি চম্পতি' ও 'চম্পতি পতি'—এই দুইটী নামকেও নগেন্দ্রবাবু বিদ্যাপতির নামান্তর বা উপাধি বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং 'কবিশেখর' প্রভৃতি কোন কোন বাঙ্গালী কবির কতকগুলি উৎকৃষ্ট ব্রজবুলী পদের ন্যায় চম্পতির উক্ত পদগুলিও বিদ্যাপতির পদাবলী বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। বলা আবশ্যক যে, চম্পতির ভণিতাযুক্ত এই সুপ্রসিদ্ধ পদগুলির একটীও মৈথিল তাল-পত্রের পুথি বা নেপালের পুথিতে পাওয়া যায় নাই। প্রসিদ্ধ গোবিন্দ কবিরাজের কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদের ন্যায় চম্পতির দুই চারিটা উৎকৃষ্ট ব্রজবুলীর পদ 'গোবিন্দদাস' শীর্ষকে সবিস্তারে আলোচিত কারণবশতঃ যদি পরবর্ত্তী কালে মিথিলায় প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও সেগুলিকে অবিচারে বিদ্যাপতির বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, 'কবিরঞ্জন' বা 'কবিশেখর'এর ন্যায় 'চম্পতি' বা 'চম্পতিপতি' কাহারও উপাধি হইতে পারে না। মূলে 'চম্পতি' শব্দটী সংস্কৃত 'চমূপতি' (অর্থাৎ সেনাপতি) শব্দ হইতে সম্ভবতঃ উদ্ভূত হইয়া থাকিলেও হিন্দী, মৈথিল কিংবা বাংলায় 'সেনাপতি' অর্থে 'চম্পতি' শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। পক্ষান্তরে 'চম্পতি' নামটা খুব বিরল নহে। মধ্যভারতে বুন্দেলখণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রাজা ছত্রশালের পিতার নাম ছিল 'চম্পতি'। 'শিবসিংহ-সরোজ' নামক হিন্দী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে পরবর্ত্তী সময়ের এক চম্পতি-নামক হিন্দী-কবির উল্লেখ আছে। কয়েক মাস পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত 'সুধা'-নাম্নী হিন্দী মাসিক পত্রিকার সাহিত্য-সংখ্যায় 'চম্পতি' নামক লেখকের একটা প্রবন্ধ পড়িয়াছি। উড়িষ্যার কথা বলিতে পারি না, কিন্তু বাংলা দেশে এখনও অনেকের 'চম্পতি' শব্দের অপভ্রংশ 'চম্পটী' ডাক-নামের প্রচলন আছে। 'চম্পতি' শব্দের সন্দিগ্ধ মৌলিক 'সেনাপতি' অর্থ স্বীকার করিলেও মিথিলার প্রাচীন রাজবংশের সভা-পণ্ডিত ব্রাহ্মণ-কুল-তিলক যে, ক্ষত্রিয়োচিত 'চমূপতি' বা 'চম্পতি' উপাধি পাইয়াছিলেন, ইহার অণুমাত্রও প্রমাণ নাই। 'চম্পতি' বিদ্যাপতির উপাধি বা নামান্তর হইলে মৈথিল তাল-পত্রের পুথি বা নেপালের পুথির পাঁচ ছয় শত নিঃসন্দিগ্ধ পদের মধ্যে অন্ততঃ দুই একটি পদেও যে, 'চম্পতি' ভণিতা পাওয়া যায় না, ইহা দ্বারা কবি চম্পতির স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বই প্রমাণিত হইতেছে।

পদকল্পতরুর ৪৮১ সংখ্যক পদটীর যে একটী রূপান্তর কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সংস্করণে 'মান' প্রকরণের ১৯ সংখ্যক পদ-রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাতে "চম্পতি পৈড় কপুর যব না মিলব, তব মীলব হরি সঙ্গে"—এই ভণিতার অন্তিম চরণের পরিবর্ত্তে পাঠ আছে,—

"বিদ্যাপতি কহ জীউ নিকসব
তবহি না মিল হরি সঙ্গে।"

কাব্যবিশারদ মহাশয় এই পাঠ কোন্ পুথিতে পাইয়াছেন, আমরা জানি না। যেখানেই পাইয়া থাকুন, ইহা যে প্রামাণিক ও শুদ্ধ পাঠ নহে, তাহার পক্ষে নিম্নলিখিত প্রমাণগুলিই যথেষ্ট বটে, যথা—

(১) প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন রাধামোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "পদামৃত-সমুদ্র" নামক প্রসিদ্ধ পদ-সংগ্রহে এই পদ চম্পতির নামে উদ্ধৃত ও তাঁহার স্বকৃত সংস্কৃত টিপ্পনীতে চম্পতির পরিচয় সহ ওড়িয়া-ভাষায় অপক নারিকেলকে 'পৈড়' বলে, কর্পূর সংযোগে ডাবের জল বিষ-তুল্য হয়—এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(২) আমাদিগের দৃষ্ট ও আলোচিত 'পদ-রত্নাকর' পুথি ও পদকল্পতরুর পাঁচখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতেই "চম্পতি পৈড়" ইত্যাদি ভণিতা আছে। কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার টীকায় ভণিতার 'চম্পতি পৈড়' ইত্যাদি পাঠান্তরের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু পদামৃত-সমুদ্রের উক্ত প্রামাণিক টীকা দৃষ্টি না করিয়া, কোন পণ্ডিতম্মন্য মূর্খ বাবাজীর অলীক কথার উপর নির্ভর করিয়াই বোধ হয়, নিম্নলিখিত হাস্যজনক মন্তব্য লিখিয়াছেন.—

"সাধু বৈষ্ণবগণ বলেন, চম্পতি পৈড়, নারিকেল গাছ। কর্পূর মিলনে ডাবের জল বিষতুল্য হয়" ইত্যাদি। বস্তুতঃ কাব্যবিশারদ মহাশয়ের চম্পতি সম্বন্ধে এরূপ মারাত্মক ভুল না হইলে, তিনি রাধামোহন ঠাকুরের প্রামাণিক মতটীকে অগ্রাহ্য করিয়া, একটা বাজে পাঠান্তর আলম্বনে নিশ্চিতই চম্পতির এই প্রসিদ্ধ পদটা বিদ্যাপতির নামে উদ্ধৃত করিতে যাইতেন না। নগেন্দ্র বাবু 'চম্পতি'-ভণিতার কয়েকটী পদ বিদ্যাপতির পদাবলীতে অকারণে উদ্ধৃত করিয়া থাকিলেও পাঠান্তরে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত এই উৎকৃষ্ট পদটী যে কি জন্য উদ্ধৃত করেন নাই, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই।

(৩) পদকল্পতরুর "অখিল-লোচন-তম" ইত্যাদি ৪৮০ সংখ্যক পদ ও আলোচ্য ৪৮১ সংখ্যক পদ উক্ত গ্রন্থে একই স্থানে পর পর সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৪৮০ সংখ্যক পদটী মানিনী শ্রীরাধার প্রতি সখীর প্রবোধ-উক্তি এবং ৪৮১ সংখ্যক পদ সখীর প্রতি শ্রীরাধার প্রত্যুক্তি। দ্বিতীয় পদটী প্রথমটীর ঠিক পাল্টা পদ বটে। উভয় পদের ভাষা, ভাব, অলঙ্কার সম্পূর্ণ একরূপ। প্রথম পদটী সর্ব্ব-বাদি-সম্মতরূপে 'চম্পতি'র ভণিতাযুক্ত হওয়ায়, দ্বিতীয় পদটীতে অপরের, বিশেষতঃ বিদ্যাপতির ভণিতা-সংযোগ সঙ্গত হইতে পারে না। কেন না, রাধামোহন ঠাকুর তাঁহার টীকায় 'চম্পতি'র পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"শ্রীগৌরচন্দ্রভক্তঃ শ্রীপ্রতাপরুদ্রমহারাজস্য মহাপাত্রশ্চম্পতিরায়নামা মহাভাগবত আসীৎ। স এব গীতকর্ত্তা। তস্য সিদ্ধি-দশায়ামপি তন্নাম।" বিদ্যাপতি, শ্রীমহাপ্রভুর সম-সাময়িক মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অন্যূন এক শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি; সুতরাং তাঁহার পক্ষে প্রতাপরুদ্রের মহাপাত্র চম্পতি রায়ের ৪৮০ সংখ্যক পদের পাল্টা পদ রচনা করা সম্ভবপর হইতে পারে না। তবে অবিচারে 'চম্পতি', 'চম্পতিপতি' ও 'চম্পতি রায়'—এ সমস্তই বিদ্যাপতির নামান্তর বা উপাধি, এরূপ একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিতে পারিলে সকলই সম্ভবপর হইতে পারে; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, রাধামোহন ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত সুস্পষ্ট উল্লেখ ও উহার পোষকতায় পদকল্পতরুর ২০২৫ সংখ্যক 'চম্পতি রায়' ভণিতার পদটাই সব নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। 'চম্পতি' বা 'চম্পতিপতি' শব্দ দুইটী যেন বিদ্যাপতির নামান্তর বা উপাধি কল্পনা করা গেল, কিন্তু 'চম্পতি'র 'রায়' উপাধিটার কি গতি করা যাইবে? পদকল্পতরুর ২০২৫ সংখ্যক পদের ভণিতা এইরূপ, যথা—

"(মঝু) চীত গেও তাহাঁ দেহ রহু ইহাঁ
কহলু মরমক বাত।
(নিজ) চরণ প্রিয়-জন রায় চম্পতি
রচই ভাবিনি সাথ॥"

মাত্রা-ছন্দে অভিজ্ঞ পাঠক দেখিবেন যে, বন্ধনী চিহ্নের অন্তর্গত অংশ বাদ দিয়া এই পদের প্রত্যেক কলিতে—

৩+৪ ৩+৪
৩+৪+৪*=২৫ মাত্রা

দৃষ্ট হয়। সুতরাং এখানে 'রায় চম্পতি' পাঠের স্থলে 'কবি চম্পতি' বা 'চম্পতিপতি' পাঠ কোনরূপেই কল্পিত হইতে পারে না। সেরূপ পাঠ কল্পনা করিলে ছন্দোভঙ্গ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। নগেন্দ্র বাবু ইহা বুঝিতে পারিয়াই 'রায় চম্পতি' ভণিতার এই পদটা ত্যাগ করিয়াছেন কি? আমাদের মনে হয় যে, কাব্যবিশারদ মহাশয় ও নগেন্দ্র বাবু, কেহই রাধামোহন ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য দেখেন নাই; দেখিলে, তাঁহারা ঐ মন্তব্য

* কবিতার চরণের অন্তিম বর্ণ বিকল্পে গুরু গণ্য হয়; এ জন্য 'বাত' ও 'সাথ' শব্দদ্বয়ের অন্ত্য অক্ষর পদের অন্যান্য কলির মাত্রার সহিত সামঞ্জস্যের জন্য গুরু গণিত হইয়াছে।—সং।

সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা না করিয়া, চম্পতি রায়ের পদ বিদ্যাপতির বলিয়া গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেন না। পদকল্পতরুর ৩৬৮ সংখ্যক পদের ভণিতা এইরূপ ; যথা,—

"বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ।
রাই না হেরব তোহারি বয়ান॥"

অবশ্যই নগেন্দ্র বাবু এই সংযুক্ত ভণিতা তাঁহার অনুমিত বিদ্যাপতি ও কবি চম্পতির অভিন্নতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতি ও চম্পতির অভিন্নতা যে ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় না, নিম্নলিখিত অবস্থাগুলির পর্য্যালোচনা করিলেই উহা বোধগম্য হইবে ; যথা,—

(১) 'গোবিন্দ দাস' ও 'বিদ্যাপতি'র সংযুক্ত ভণিতার ৩টী পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে। এই 'গোবিন্দ দাস' সুবিখ্যাত বাঙ্গালী পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ হউন, কিংবা নগেন্দ্র বাবুর অনুমিত মৈথিল কবি 'গোবিন্দ ঠাকুর'ই হউন, তাঁহারা যে বিদ্যাপতি হইতে স্বতন্ত্র কবি ছিলেন এবং অনেক পরবর্ত্তী সময়ে বিদ্যাপতির পদের লুপ্ত অংশ পূরণ করিবার জন্য অথবা যে জন্যই হউক, বিদ্যাপতির নামের সহিত স্বনাম সংযোগে ঐ পদ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। পরবর্ত্তী কবি 'গোবিন্দ দাস' এরূপ সংযুক্ত ভণিতার পদ-রচনা করিতে পারিলে, পরবর্ত্তী কবি 'চম্পতি' সেরূপ করিতে না পারিবেন কেন ?

(২) পূর্ব্বোক্ত "ক্ষণদাগীতচিন্তামণি" গ্রন্থের সুবৃহৎ সটীক সংস্করণের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদদাস বাবাজী মহাশয় তাঁহার সংস্করণের ১২৬ পৃষ্ঠায় "বিরহ-ব্যাকুল বকুল তরুতলে" ইত্যাদি পদের টীকায় ঐ পদের রচয়িতার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"গীতকর্ত্তার প্রকৃত নাম রায় চম্পতি ; তাঁহার উপাধি ছিল সুকবি বিদ্যাপতি"। বাবাজী মহাশয়ের এরূপ সিদ্ধান্তের মূল কি, আমরা জানিতে চাহিলে তিনি আমাদিগকে পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, তিনি শ্রীবৃন্দাবনের সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য তাঁহার গুরুদেব নিত্যধাম-গত প্রভুপাদ রাধিকানাথ গোস্বামী মহোদয়ের নিকট ঐ বিষয় জানিতে পারিয়াছেন। 'চম্পতি' সম্বন্ধে ঐরূপ কিংবদন্তী নাকি শ্রীবৃন্দাবনে গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় গত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। বাবাজী মহাশয় বর্ত্তমানে নিতান্ত জরা-জীর্ণ ও রুগ্ন বলিয়া বিদ্যাপতি ও চম্পতির নিঃসন্দিগ্ধ পদাবলীর আলোচনা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তীর পোষকতা করিতে অক্ষম হইয়া লিখিয়াছেন, তিনি আশা করেন যে, আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার ফলে এ বিষয় সুমীমাংসিত হইতে পারিবে। বস্তুতঃ বাবাজী মহাশয়ের নিকট চম্পতির সম্বন্ধে এই অতি প্রয়োজনীয় তথ্য জানিতে পারায়, এখন আমাদের মনে বিদ্যাপতি ভণিতার অন্ততঃ কতকগুলি খুব সন্দিগ্ধ পদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে যে বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি,—

অভিজ্ঞ পাঠকগণ জানেন, পদকল্পতরু প্রভৃতি প্রামাণিক পদসংগ্রহ গ্রন্থেও বিদ্যাপতি-ভণিতা-যুক্ত এমন কতকগুলি খাঁটি বাংলা ও বাংলা-মিশ্রিত ব্রজ-বুলীর পদ পাওয়া যায়, যেগুলি কোন মতেই মৈথিল কবি বিদ্যাপতির খাঁটি রচনা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। আমরা এই অসামঞ্জস্য বিদূরিত করার জন্য কল্পনা করিয়া আসিতেছি যে, অনভিজ্ঞ গায়ক ও লিপি-করদিগের ভুলেই এই পদগুলি অকারণে বিদ্যাপতির নামে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, রাধামোহন ঠাকুর, বৈষ্ণবদাস প্রভৃতি সুবিজ্ঞ পদ-কর্ত্তা ও পদ-সংগ্রহকর্ত্তারা কেন সেরূপ ভুল করিবেন এবং মূর্খ গায়ক ও লিপি-করদিগের দলে মিশিয়া কেন গড্ডলিকাপ্রবাহের বৃদ্ধি করিতে যাইবেন ? যদি দুই একটী পদে এরূপ হইত, তাহা হইলে "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" বলিয়া, না হয় উহা উপেক্ষা করা যাইতে পারিত ; কিন্তু এক পদকল্পতরু গ্রন্থেই বিদ্যাপতি ভণিতার নিম্ন-লিখিত উৎকৃষ্ট বাংলা পদগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা,—

(ক) "শুন লো রাজার ঝি
তোরে—কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলা কি॥"
—ইত্যাদি ২১৫ সংখ্যক।

(খ) "আজি কেনে তোমা এমন দেখি।
সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥"
—ইত্যাদি ২২৬ সংখ্যক।

(গ) "এক দিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলি বাজায়॥"
—ইত্যাদি ২৪৮ সংখ্যক।

(ঘ) "কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়।
না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥"
—ইত্যাদি ১৬০৩ সংখ্যক।

(ঙ) "সজল নয়ন করি পিয়া-পথ হেরি হেরি
তিলে এক হয়ে যুগ চারি।"
—ইত্যাদি ১৬৪২ সংখ্যক॥

(চ) "যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেখানে লিখিয় মোর নাম দুই চারি॥"
—ইত্যাদি ১৬৮০ সংখ্যক।

(ছ) "এমন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি
পরাণ নিছিয়া দিয়ে।
গড়োর কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া
আলাই বালাই তার নিয়ে॥"
—ইত্যাদি ২৫৪৫ সংখ্যক।

এই পদগুলির ভাষা এরূপ খাঁটি বাংলা যে, কল্পনা-মূলে ভাষার পরিবর্ত্তনে সিদ্ধহস্ত নগেন্দ্র বাবুও এখানে নিরুপায় হইয়া, হা'ল ছাড়িয়া দিয়াছেন; পদগুলিকে কোন প্রকারেই একটা মৈথিল সাজ দিতে না পারিয়া অগত্যা তাঁহার বিদ্যাপতির সংস্করণ হইতে বাদ দিতে বাধ্য হইয়াছেন। এইরূপ আরও কতকগুলি বাংলা বা বাংলা-মিশ্রিত ব্রজবুলীর পদে তিনি নিজের মন-গড়া একটা মৈথিল রূপ সংযোজিত করিয়া, বিদ্যাপতির মৈথিল পদ বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু নগেন্দ্র বাবুর বিশেষ চেষ্টায়ও সেগুলির ভাষা মৈথিল হয় নাই; না মৈথিল, না ব্রজবুলী একটা অদ্ভুত খিচুড়ী ভাষায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই অদ্ভুত ভাষা পরিবর্ত্তনের উদাহরণ আমরা এখানে উদ্ধৃত করিব না; বিদ্যাপতির প্রসঙ্গে আমাদিগকে এ সম্বন্ধে সোদাহরণ আলোচনা করিতে হইবে। এখানে আমাদের ইহাই জিজ্ঞাস্য যে, মৈথিল কবি বিদ্যাপতি কিরূপে এই সকল পদের রচয়িতা হইতে পারেন এবং এতগুলি উৎকৃষ্ট পদই বা কিরূপে বিজ্ঞ পদকর্ত্তা ও পদসংগ্রহকারদিগের দ্বারা অথবা বিদ্যাপতির নামে প্রচারিত হইতে পারে? বড়ু চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাসের ন্যায় একাধিক বিদ্যাপতির অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলে এই আপাতদুর্ব্বোধ্য বিষয়ের একটা সুমীমাংসা হইতে পারে। শ্রীমহাপ্রভুর উড়িষ্যার নীলাচলে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে সেখানে অসংখ্য বাঙ্গালী ভক্তদিগের যাতায়াত ও অবস্থান হেতু ব্রজবুলী ও বাংলা কীর্ত্তন পদাবলীর বহুল প্রচার এবং প্রাচীন উড়িয়া ভাষার সহিত প্রাচীন বাংলার অধিকতর সাদৃশ্য হেতু শ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত উড়িষ্যাবাসী কবি চম্পতির পক্ষে খাঁটি বাংলা ও বাংলা মিশ্রিত ব্রজবুলী ভাষায় পদ রচনা করা তেমন অসম্ভব মনে হয় না। বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত পূর্ব্ববর্ণিত কিংবদন্তী প্রকৃত হইলে, মৈথিল কবি বিদ্যাপতি যেমন কোন কোন পদে, শুধু তাঁহার উপাধি 'কবিরঞ্জন', 'নব কবিশেখর' বা 'কবিশেখর' ভণিতা দিয়াছেন, সেরূপ চম্পতি রায়ও তাঁহার কোন কোন পদে শুধু তাঁহার 'বিদ্যাপতি' উপাধি ভণিতায় দিয়াছেন, এরূপ অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। কবি চম্পতি কোন কোন পদের ভণিতায় শুধু 'বিদ্যাপতি' উপাধি সংযোগ করিয়াছেন, অনুমান করিলে, ৩৬৭ সংখ্যক পদের সংযুক্ত ভণিতারও আর একটা উৎকৃষ্টতর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। গোবিন্দ কবিরাজের ন্যায় চম্পতিও যে, মৈথিল কবি বিদ্যাপতির কতকগুলি অসম্পূর্ণ পদ পাইয়া, উহাদের অপ্রাপ্ত অংশের পূরণ করিয়া সত্যের অনুরোধে সেগুলিতে বিদ্যাপতির নামের সহিত নিজের নামের ভণিতা দিয়াছেন,

এরূপ কোনও কিংবদন্তী বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত নাই। সুতরাং এ অবস্থায় ৩৬৮ সংখ্যক পদের "বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভাণ" ভণিতার অন্য ব্যাখ্যা অপেক্ষা কবি চম্পতি এখানে তাঁহার নামের সহিত তাঁহার 'বিদ্যাপতি' উপাধিটারও উল্লেখ করিয়াছেন, এরূপ অনুমানই অধিকতর সমীচীন মনে হয়। বিদ্যাপতির 'নব কবিশেখর' ও 'অভিনব জয়দেব' উপাধির ন্যায় চম্পতিরও "সুকবি বিদ্যাপতি" উপাধি থাকা কিছুই বিচিত্র নহে। সংক্ষেপের জন্য বিদ্যাপতি যেমন অনেক পদের ভণিতায় 'নব কবিশেখর'এর পরিবর্ত্তে শুধু 'কবিশেখর' লিখিয়াছেন, সেইরূপ চম্পতিরও কচিৎ কোনও পদে 'সুকবি বিদ্যাপতি'র পরিবর্ত্তে 'কবি বিদ্যাপতি' 'বিদ্যাপতি কবি' বা শুধু 'বিদ্যাপতি' লিখা অসম্ভব মনে হয় না। নগেন্দ্র বাবু ৩৬৮ সংখ্যক "শুন শুন মাধব" ইত্যাদি পদটা বিদ্যাপতির নামে উদ্ধৃত করিয়া, 'সুকবি চম্পই(তি)' বিদ্যাপতির উপাধি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন; কিন্তু আমরা দেখাইয়াছি যে, 'চম্পতি' নাম-বিশেষ; উহা কাহারও উপাধি হইতে পারে না। সুতরাং 'সুকবি চম্পতি' শব্দটাকে বিদ্যাপতির অন্যতম উপাধি মনে না করিয়া 'সুকবি বিদ্যাপতি'কে চম্পতি-নামক পদ-কর্ত্তার উপাধি মনে করিলেই বৈষ্ণব-সমাজের উক্ত কিংবদন্তীর সম্মান-রক্ষা ও আমাদের আলোচিত কতিপয় অসামঞ্জস্যের সুমীমাংসা হইতে পারে।

(৩) আমরা গোবিন্দদাস প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, গোবিন্দ কবিরাজ প্রভৃতি শ্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের পদে শ্রীগৌরাঙ্গের আচরিত ও প্রচারিত সখী-সুলভ সেবা-ধর্ম্মের যে নিদর্শন পাওয়া যায়, অন্য সম্প্রদায়ের পদ-কর্ত্তা বিদ্যাপতি প্রভৃতির পদে উহা লক্ষিত হয় না। চম্পতির প্রায় প্রত্যেক পদের ভণিতায়ই তাঁহাকে অন্তরঙ্গ সখীর ন্যায় শ্রীরাধাকৃষ্ণের কোন না কোন সেবা-কার্য্যে নিযুক্ত দেখা যায়; সুতরাং আভ্যন্তরীণ ভাব-গত এই বিচার দ্বারাও বিদ্যাপতি হইতে চম্পতির বিভিন্নতা ও তাঁহার গৌড়ীয়-বৈষ্ণবতা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে প্রমাণিত হইতেছে।

(৪) উল্লিখিত পদগুলির ভণিতায় পদ-কর্ত্তা কোনও স্থলে 'চম্পতি' এবং কোনও স্থলে 'চম্পতিপতি' নামের ব্যবহার করিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু উভয় শব্দকে একার্থক মনে করিয়া 'চম্পতি'র ন্যায় 'চম্পতিপতি'র অর্থও 'বিদ্যাপতি' লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে। 'চম্পতিপতি' শব্দের অর্থ—চম্পতি-নামক পদকর্ত্তার পতি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। 'সুরদাস' 'তুলসীদাস' প্রভৃতি হিন্দীর সুপ্রসিদ্ধ কবিদ্বয় এবং ব্রজ-ভাষার ও বাংলার বহুসংখ্যক পদ-কর্ত্তা এ ভাবে তাঁহাদিগের পদে উপাস্য দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গীত-রচয়িতাদিগের ইহা একটা অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব। শৈব-ধর্ম্মাবলম্বী মৈথিল কবি বিদ্যাপতির নিঃসন্দিগ্ধ পদে আমরা কোথাও 'বিদ্যাপতি-পতি' শব্দ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই না। সুতরাং নগেন্দ্রবাবুর বিবেচনায় নিরর্থক ও অনাবশ্যক 'পতি' নামাংশটুকু দ্বারাও একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় তথ্যই জানা যাইতেছে।

চম্পতি রায়ের কবিত্ব সম্বন্ধে আমরা এখানে অধিক কিছু বলা আবশ্যক মনে করি না। তাঁহার উৎকৃষ্ট ব্রজবুলীর পদগুলি যথাস্থলে টীকায় সবিস্তারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। রসজ্ঞ পাঠক ৪৮০,৪৮১ প্রভৃতি পদে চম্পতির কবিত্বের পরিচয় লইবেন। বৈষ্ণব-সমাজের পুর্ব্বোক্ত কিংবদন্তী প্রকৃত হইলে, 'বিদ্যাপতি'-ভণিতার অনেক সন্দিগ্ধ বাংলা ও ব্রজবুলীর পদ যে চম্পতির রচিত, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, তাহা হইলে চম্পতির পদের সংখ্যা ও গুরুত্ব অনেক বাড়িয়া যাইবে। যদি তাহা নাও হয়, তাহা হইলেও রচনার উৎকর্ষই কবিতার যথার্থ পরিচায়ক, রচনার বাহুল্য নহে,—এই সর্ব্বত্র সমাদৃত বিচারসূত্র অনুসারে শ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত পরবর্ত্তী বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের মধ্যে চম্পতি রায়ের স্থান খুব উচ্চে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

চূড়ামণি দাসের শুধু একটী পদ (১১৪২ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটী শ্রীকৃষ্ণের কৌমার-কালোচিত নৃত্যের বর্ণনা। এই পদ হইতে পদ-কর্ত্তার সম্বন্ধে কোন তথ্যই জানা যাইতে পারে নাই। পদটী ব্রজবুলী ভাষায় রচিত ও পদ-কর্ত্তার রচনা-পারিপাট্যের পরিচায়ক। তিনি অবশ্যই আরও বহু পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। পদকল্পতরুর মত প্রসিদ্ধ সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান না পাওয়ায়, সেগুলি বোধ হয় এত দিনে বিলুপ্ত বা বিলোপোন্মুখ হইয়াছে। প্রাচীন পদাবলী-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী আমাদিগের উৎসাহী যুবক সাহিত্যসেবীদিগকে আমরা পদ-কর্ত্তা চূড়ামণি দাসের জীবন-বৃত্ত সহ তাঁহার বিলুপ্তপ্রায় পদাবলী সংগ্রহের কার্য্যে মনোনিবেশ করার জন্য সাদরে অনুরোধ করি।

চূড়ামণি দাস

পদকল্পতরুতে পদ-কর্ত্তা চৈতন্যদাসের ষোলটী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। এই পদগুলির মধ্যে ব্রজবুলীর পদ একটাও নাই এবং কতকগুলি পদ শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক বটে। এই পদগুলি পড়িয়া পদকর্ত্তার কবিত্বের বিশেষ প্রশংসা-সূচক কোন কথা বলা যায় না; তবে তিনি ১২৪২ সংখ্যক—

চৈতন্যদাস

"দেখ দেখ অপরূপ গৌরাঙ্গ-বিলাস।
পুন গিরি-ধারণ পূরব লীলা-ক্রম
নবদ্বীপে করিলা প্রকাশ।"

ইত্যাদি নবদ্বীপ-লীলার গোবর্দ্ধন-ধারণবিষয়ক রূপক-পদটীতে বিলক্ষণ ভাবুকতার এবং ১৬৬০ সংখ্যক—

"হে হরে মাধুর্য্য-গুণে, হরিলে যে নেত্র মনে, মোহন মুরতি দরশাই"

ইত্যাদি সুদীর্ঘ পদে শ্রীকৃষ্ণ-নামাবলীর ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বিলক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞতা ও ভাবুকতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ১৬টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিয়া অনুমান হয় যে, দুই শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে চৈতন্যদাস তাঁহার কবিত্বের জন্য না হউক, তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ভাবুকতার জন্য প[illegible]দিগের মধ্যে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব-ইতিহাসে কয়েকজন চৈতন্যদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাঁদিগের মধ্যে কে বা কোন্ কোন্ চৈতন্যদাস উক্ত পদগুলির রচয়িতা, নিশ্চিত-ভাবে বলা কঠিন। স্বর্গগত জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার "গৌরপদ-তরঙ্গিণী" গ্রন্থের ভূমিকার ৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর সময়ে চৈতন্যদাস নামে অনেক ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তত্ত্বনিধি মহাশয় যথার্থই বলেন, "চৈতন্যদাস ভণিতাযুক্ত পদগুলি আমার বোধে এক ব্যক্তির রচিত নহে, পূর্ব্বাপর একাধিক কবির পদ মিশিয়া গিয়াছে।" জগদ্বন্ধু বাবু অতঃপর নানা গ্রন্থ হইতে পাঁচ জন চৈতন্যদাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অনাবশ্যক ও বাহুল্য বিবেচনায় আমরা সেই বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিলাম না। জগদ্বন্ধু বাবু ও শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের পূর্ব্বোদ্ধৃত মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের বিনীত নিবেদন, আমরা পদকল্পতরুর 'চৈতন্যদাস' ভণিতার পদগুলি মনোযোগের সহিত পড়িয়াছি, কিন্তু সেগুলিতে একাধিক পদ-কর্ত্তার কৃতিত্ব-চিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারি নাই। চৈতন্যদাসের শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলি ও গোষ্ঠ-যাত্রাবিষয়ক ১১৬৯।১১৭০—১১৭৩ সংখ্যক পদগুলি যে একই পদ-কর্ত্তার রচিত, তাহা বুঝিতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। জগদ্বন্ধু বাবুর উল্লিখিত পঞ্চম চৈতন্যদাস সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীনিবাস আচার্য্যের পিতা গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যেরই নামান্তর বটে। তিনি একজন পদ-কর্ত্তা হইলে অন্ততঃ তাঁহার বঙ্গ-বিখ্যাত পুত্রের খ্যাতির অনুরোধে "ভক্তিরত্নাকর" "প্রেমবিলাস" প্রভৃতি গ্রন্থের কোন না কোন স্থানে ঐ বিষয়ের উল্লেখ থাকা একান্তই সম্ভবপর ছিল। আমরা আশা করি, পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের

ফলে পদ-কর্ত্তা চৈতন্যদাসের জীবন-বৃত্তান্ত সহ তাঁহার রচিত অন্যান্য পদাবলী সংগৃহীত হইয়া পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসের এই ত্রুটি পূরণ করিবে।

'জগত' ও 'জগদানন্দ' ভণিতার সাতটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। "জগদানন্দ-পদাবলী"র সম্পাদক স্বর্গগত কালিদাস নাথ মহাশয় ও "বীরভূম-বিবরণ" ৩য় খণ্ডের সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয়ের প্রদত্ত বিবরণ অবলম্বনে ডক্‌টার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের ৫ম সংস্করণে পদকর্ত্তা জগদানন্দের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা উহা হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

জগদানন্দ

"জগদানন্দ,—জাতিতে বৈদ্য, উনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত খণ্ডবাসী মুকুন্দের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতামহের নাম পরমানন্দ এবং পিতার নাম নিত্যানন্দ। সর্ব্বানন্দ, কৃষ্ণানন্দ ও সচ্চিদানন্দ নামক জগদানন্দের তিন সহোদর ছিলেন। জগদানন্দের পিতা শ্রীখণ্ড ত্যাগ করিয়া আগরডিহি দক্ষিণখণ্ডে বাস করেন এবং জগদানন্দও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হইয়া বীরভূমির অন্তর্গত দুবরাজপুর থানার অধীন জোফলাই গ্রামে বাস করিয়াছিলেন।

"১৭০৪ (১৭৮৪ খৃঃ) শকে জগদানন্দ স্বর্গগত হন। এতদুপলক্ষে তাঁহার নিবাসস্থান জোফলাই গ্রামে এখনও বৎসর বৎসর একটি মহোৎসব হইয়া থাকে।"

কালিদাস নাথ মহাশয় জগদানন্দের কবিত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"সঞ্চরমাণ ভুবায়ুর শিরোভাগে যে শক্তি অনুক্ষণ তরঙ্গায়িত হইতেছে, ঠাকুর জগদানন্দের কবিত্বশক্তি সে শ্রেণীর নহে। জগদানন্দের বাহ্য চিত্র, অন্তশ্চিত্র, অনুকৃত ও সাধারণ, এই চারি শ্রেণীস্থ পদাবলীরই নিদর্শন এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সকল পদাবলীতে যে কবিকুলদুর্লভ অত্যাদ্ভুত কবিত্ব ও কবিলোক-বিজয়িনী অসামান্য শক্তির পরিচয় আছে, কাব্য-সমালোচক পণ্ডিতমাত্রেই তাহা প্রাণ ভরিয়া আস্বাদন করিবেন। কোন কোন সংস্কৃত কবি ও কোন কোন বঙ্গীয় কবি অন্তশ্চিত্র পদাবলী গ্রন্থন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে জগদানন্দের ন্যায় প্রচুর শক্তি প্রদর্শনে কেহই সমর্থ হয়েন নাই। বাহ্যচিত্র পদাবলী প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তা গোবিন্দদাসের অনেকগুলি আছে বটে, কিন্তু জগদানন্দের চিত্রপদের নিকট তাহাও অকিঞ্চিৎকর। অন্যান্য অন্তশ্চিত্র কবিতার চিত্র বর্ণাবলীর দ্বারা দুই একটী শব্দ—অধিকতর কবির নামই পরিস্ফুট হইয়া থাকে। সুললিত ছন্দোবন্ধের কবিতা এবং দ্বাত্রিংশৎ বর্ণাত্মক তারকব্রহ্মনাম জগদানন্দের চিত্র-গাথা ভিন্ন অন্যের চিত্র-কবিতায় কেহ কখন দেখিয়াছেন কি? কি কবিত্ব, কি ছন্দোলালিত্য, কি রচনা-চাতুর্য্য, কি শব্দ-বিন্যাস, কি চিত্র, বোধ হয় ঠাকুর জগদানন্দ সকল বিষয়েই তাঁহার পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী কবিকুলের বন্দনীয় ও অগ্রগণ্য। যে কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া ও যে রসে ডুবিয়া মানুষ কিয়ৎকালের জন্য শোকতাপ ভুলিয়া যায়, জগদানন্দের কবিতা সেই শ্রেণীর।"

জগদ্বন্ধু বাবু জগদানন্দ-পদাবলী-সম্পাদকের এই মন্তব্যটী তাঁহার 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থের ভূমিকায় উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন,—"কালিদাস নাথ মহাশয় জগদানন্দের কবিত্ব ও কাব্য সম্বন্ধে মন্তব্য ব্যপদেশে যে সকল কথা কহিয়াছেন, তাহাই এ বিষয়ের অতি সুন্দর সমালোচনা।" * * * কালিদাস বাবুর মন্তব্যটী এতই সুন্দর যে, একটু দীর্ঘ হইলেও আমরা পাঠকের সন্তোষার্থ উহা উদ্ধৃত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।"

কালিদাস বাবু পদাবলী-সাহিত্যে অভিজ্ঞ ও রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সম্পাদিত "গোবিন্দদাস-পদাবলী"র প্রথম ভাগ হইতে পদাবলী সম্বন্ধে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির পদাবলী ও গৌরপদ-তরঙ্গিণীর প্রসিদ্ধ সম্পাদক, গভর্ণমেণ্টের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রধান শিক্ষক

জগদ্বন্ধু বাবুর পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বলাই বাহুল্য। ইহাঁদিগের মত দুই জন প্রবীণ ব্যক্তি যে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া জগদানন্দের ন্যায় একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ-কর্ত্তার সম্বন্ধে এরূপ অসঙ্গত অতিশয়োক্তি-পূর্ণ প্রশংসা লিপি-বদ্ধ করিতে পারেন, ইহা আমাদের নিকট একান্ত বিস্ময়জনক মনে হওয়ায়, আলোচনার সুবিধার জন্যে আমরা তাঁহাদিগের মন্তব্য উদ্ধৃত করিলাম। ডক্টার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় আবার আর এক সীমায় যাইয়া জগদানন্দের সম্বন্ধে তাঁহার বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যের ৫ম সংস্করণে চূড়ান্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"যাঁহারা শুধু ললিত শব্দকেই কবিতার প্রাণ মনে করিয়া অনেক স্থলে অর্থশূন্য কাকলির সৃষ্টি করিয়াছেন, জগদানন্দ সেই শ্রেণীর কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, সন্দেহ নাই।"

শুধু ললিত শব্দকে কবিতার প্রাণ মনে করিয়া অনেক স্থলে অর্থশূন্য কাকলির সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রাচীন বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের মধ্যে এমন কোন কবি-যশঃ-প্রার্থীর কথা আমরা অদ্যাপি জানিতে পারি নাই। বলা বাহুল্য যে, সেরূপ অর্থ-হীন ললিত-শব্দের যোজনাকারিগণ আমাদের অলঙ্কার-শাস্ত্রশাসিত দেশে কোনও কালে 'কবি' বলিয়া গণ্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং ডক্টার সেন মহাশয় জগদানন্দকে তাদৃশ কবিতারচকদিগের মধ্যে উচ্চ স্থান অর্পণ করিয়া, তাঁহাকে বর্ব্বরের স্বর্গ-লোকেই (Fool's Paradise) উন্নীত করিয়াছেন। সেন মহাশয়ের মত একজন সুপ্রসিদ্ধ কৃতী সাহিত্য-সমালোচকও যে, জগদানন্দের মত একজন সুকবির সম্বন্ধে এরূপ অসঙ্গত মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন, ইহা দেখিয়াও আমরা অল্প আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। সুধী পাঠক নিশ্চিতই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যে জন্যই হউক, ইহাঁরা প্রশংসা ও নিন্দার ন্যায্য মাত্রা ছাড়াইয়া যাওয়ায়ই আমরা জগদানন্দের সম্বন্ধে এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ ও একান্ত বিভিন্ন মন্তব্য শুনিতে পাইতেছি। সুতরাং প্রকৃত সত্য সম্ভবতঃ এই দুই উৎকট মতের মধ্যবর্ত্তী স্থানেই পাওয়া যাইবে।

১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থের ভূমিকায় আমরা জগদানন্দের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলাম, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি,—

"জগদানন্দ প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা; কিন্তু কালিদাস বাবু ও তাঁহার অনুকরণে জগদ্বন্ধু বাবু জগদানন্দের পদাবলীর যে অতিমাত্রায় প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, আমরা কোন মতেই উহার সমর্থন করিতে পারি না। জগদানন্দের "নরহরি নাম অন্তরে অছু ভাবহ"* ইত্যাদি যে পদটির মধ্যে সুকৌশলে "দ্বাত্রিংশৎ-বর্ণাত্মক তারকব্রহ্ম নাম" অন্তর্নিহিত করা হইয়াছে বলিয়া, কালিদাস বাবু উহাকে 'অন্তশ্চিত্র'পূর্ণ অতুলনীয় পদ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন, আমাদিগের আলঙ্কারিকগণের বিচারে উহা চিত্র-কাব্যের অন্তর্গত অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কবিতা বটে। বস্তুতঃ উহাতে চিত্র কাব্যের উপযোগী শব্দ বিন্যাসের কৌশল ব্যতীত উত্তম বা মধ্যম কাব্যের উপযোগী ব্যঞ্জনা বা কাব্যালঙ্কার কিছুই নাই। জগদানন্দের কোনও কোনও পদে পদ-লালিত্যের সহিত বর্ণনা ও ভাবের বেশ বৈচিত্র্য দেখা যায়। দৃষ্টান্ত স্থলে "অকরুণ পুন বাম অরুণ" ইত্যাদি রসালসের পদটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনুপ্রাস ও পদ-লালিত্যই জগদানন্দের বিশেষত্ব। তাঁহার পদাবলী কালিদাস বাবু কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের সংগৃহীত পদগুলি ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।"

বস্তুতঃ জগদানন্দের পদের অনুপ্রাস ও পদ-লালিত্য বিশেষ প্রশংসনীয় বলিয়া, তিনি যে, অনেক স্থলে অর্থশূন্য কাকলির সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা কোনরূপেই বলা যাইতে পারে না। অনুপ্রাস ও পদ-লালিত্যের অসাধারণ উৎকর্ষ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার প্রায় সকল পদেই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতার উপযোগী উপমা ইত্যাদি

* পদকল্পতরুর ৩০৩৮ সংখ্যক পদ। পরিষৎ সংস্করণের ৪র্থ খণ্ডের বিষয়-সূচীর পরেই এই চিত্র পদের নাম-মন্ত্রোদ্ধারের প্রণালী দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

অর্থালঙ্কারের এবং ক্বচিৎ কোনও পদে প্রথম শ্রেণীর কবিতার উপযোগী ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার বৈচিত্র্য দেখা যায়। পদকল্পতরুর উদ্ধৃত পদাবলীতে ও আমাদের সম্পাদিত "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী"র ৩১০—৩১৪ সংখ্যক অভিনব পদগুলিতে রসজ্ঞ পাঠক তৃতীয় শ্রেণীর কবিতার সর্ব্বস্ব শব্দালঙ্কার, দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতার বৈচিত্র্য-জনক নানা অর্থালঙ্কার ও ক্বচিৎ প্রথম শ্রেণীর কবিতার প্রাণভূত রস-ধ্বনি, অলঙ্কার-ধ্বনি ও বস্তু-ধ্বনি—এই মূলতঃ ত্রিবিধ ধ্বনি বা ব্যঞ্জনারও পরিচয় পাইবেন। সুতরাং নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করিলে, জগদানন্দকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি ঘনশ্যাম কবিরাজ প্রভৃতির সম শ্রেণীতে স্থান দিলে অসঙ্গত হইবে না, ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না।

জগন্নাথ

পদ-কর্ত্তা জগন্নাথ দাসের নয়টী* পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০৮৩ সংখ্যক "রাস-জাগরণে নিকুঞ্জ-ভবনে আলুয়া আলস ভরে।" ইত্যাদি পদটীতে পদ-রস-সার পুথিতে ও চণ্ডীদাসের মুদ্রিত সংস্করণগুলিতে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা দেখা যায়। পদকল্পতরুর প্রাচীনতর পুথিগুলির প্রমাণ অনুসারে আমরা ঐ পদটী জগন্নাথ দাসের রচিত বলিয়াই স্থির করিয়াছি। এই পদ-কর্ত্তা জগন্নাথ দাসের সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণই পাওয়া যায় নাই। তিনি ১৩২৩ সংখ্যক পদের ভণিতায় নিজেকে 'অভিনব সৎকবি দাস জগন্নাথ' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা তাঁহার পদগুলিতে 'সৎকবি' বা উত্তম কবির কোনও পরিচয় প্রাপ্ত হই নাই। আমাদের সঙ্কলিত ও সম্পাদিত "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী"তে জগন্নাথ ভণিতার আরও এগারটী নূতন পদ উদ্ধৃত হইয়াছে; উহার মধ্যে নৌকা-বিলাসের ছয়টী ও সুবল-মিলনের চারিটী পদ আছে।

পদকল্পতরুর ১৪১৫ সংখ্যক—

"শুন বিনোদিনি ধনি আমার কাণ্ডারী তুমি
তোমার কাণ্ডারী কহ কারে।"

ইত্যাদি রসিকতা-পূর্ণ হাস্যরসের পদটী নৌকা-বিলাসবিষয়ক বটে। এই পদের সহিত অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলীর ঐ বিষয়ের ৩১৬—৩২১ সংখ্যক পদগুলির রচনা ও ভাব-গত চমৎকার সাদৃশ্য আছে। সুতরাং আমরা এ সকল একই পদ-কর্ত্তার রচিত বলিয়া মনে না করিয়া পারি না। কিন্তু পদকল্পতরুতে আধুনিক কীর্ত্তনগায়কদিগের একটা প্রধান উপজীব্য "সুবল-মিলন" পালার কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই। অপ্রকাশিত পদ রত্নাবলীর 'জগন্নাথ' ভণিতার পদগুলি উক্ত 'নৌকা-বিলাস' পালা-রচয়িতার কৃত কিংবা অন্য কোনও জগন্নাথের রচিত, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। জগন্নাথের উক্ত নৌকা-বিলাসের পদগুলি আধুনিক কীর্ত্তন-গায়কদিগের মুখে প্রায়ই শুনা যায়। এই পদগুলিতে যমুনার ঘাটে কাণ্ডারী-বেশ-ধারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত যমুনার অপর পারে যাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধা ও তাঁহার সখীগণের হাস্য-পরিহাসের চিত্রটা বেশ ফুটিয়াছে। এই পরিহাস সংস্কৃত দৃশ্য-কাব্যের অধিকাংশ বিদূষকদিগের পরিহাসের ন্যায় অনেকটা পুরাতন মামুলী ধরণের হইলেও, পদকর্ত্তা যে বেশ রসিক ছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বৈষ্ণব-পদাবলীর অবিশ্রান্ত প্রেমোচ্ছ্বাস ও বিরহোৎকণ্ঠায় পাঠক ও শ্রোতার চিত্ত অতিমাত্রায় আলোড়িত হইয়া, এই জাতীয় হাস্য-রসের পদগুলিতে একটু বিশ্রাম করিয়া লওয়ার অবকাশ পায়, তাই উচ্চ অঙ্গের ভাবপূর্ণ না হইলেও এই পদগুলি বেশ রুচি-কর মনে হয়।

---

* পদকল্পতরুর পদ-কর্ত্তৃ-সূচীতে ২৮৩৫ সংখ্যক পদটী ভুলে স্বতন্ত্র গণিত হওয়ায়, পদ-সমষ্টি দশ বলিয়া লিখিত হইয়াছে; বস্তুতঃ ২৮৩৫ সংখ্যক পদ ১০৮৩ সংখ্যক পদেরই পুনরাবৃত্তি বটে।—সম্পাদক।

পদ-কর্ত্তা জগমোহনের মাত্র দুইটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদ দুইটী বিশেষত্বহীন ; উহা হইতে জগমোহনের পরিচয় কিছু জানা যাইতে পারে নাই। জগদ্বন্ধু বাবুর গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে জগমোহনের কোনও পদ বা তাঁহার পরিচয় সংগৃহীত হয় নাই। আমরা আশা করি যে, পরবর্ত্তী আলোচনা-কারীদিগের অনুসন্ধানের ফলে জগমোহনের পরিচয় সহ তাঁহার রচিত অন্যান্য পদাবলী সংগৃহীত হইয়া পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসের পুষ্টি সাধন করিবে।

জগমোহন

সংস্কৃত-কবিতা-কুঞ্জবনের কোকিল জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে কুড়িটী সংস্কৃত পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। জয়দেবের অলৌকিক চরিত্র সংস্কৃত "ভক্তমাল" ও বনমালী দাসের "জয়দেব-চরিত্র" নামক প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। স্বর্গগত ঐতিহাসিক সুলেখক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় "জয়দেব-চরিত্র" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। জয়দেবের অমর কাব্য গীত-গোবিন্দের গদ্য ও পদ্য অনুবাদ-সংবলিত বহুসংখ্যক সংস্করণ বঙ্গদেশে প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের দ্বারা সম্পাদিত পদ্যানুবাদ-যুক্ত সটীক ও সচিত্র সংস্করণের শতাধিক-পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকায় আমরা জয়দেবের চরিত্র ও তাঁহার অতুলনীয় কাব্যের সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত বনমালী দাসের "জয়দেব-চরিত্র," গুপ্ত মহাশয়ের "জয়দেব-চরিত্র" ও আমাদের সম্পাদিত শ্রীগীতগোবিন্দ অধুনা অপ্রাপ্য হইয়াছে। জয়দেবের অলৌকিক চরিত্র ও তাঁহার অমর কাব্যের পরিচয় শিক্ষিত পাঠকমাত্রেই অল্পাধিক জ্ঞাত আছেন বলিয়া এখানে উহার সার-সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হইল না।

জয়দেব

সুপ্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা জ্ঞানদাসের ১৮৬টি বাংলা ও ব্রজ-বুলীর পদ 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। স্বর্গগত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সম্পাদিত "জ্ঞানদাসের পদাবলী" গ্রন্থে উহার অতিরিক্ত আরও কতকগুলি পদ নানা প্রাচীন পুথি হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। আমাদের "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থে রমণী বাবুর সংস্করণের অতিরিক্ত আরও প্রায় পঞ্চাশটী পদ 'পদ-রস-সার,' 'পদ-রত্নাকর' প্রভৃতি প্রাচীন পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের বি[illegible], অনুসন্ধান করিলে জ্ঞানদাসের এরূপ আরও অনেক পদ আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। জ্ঞানদাসের ক[illegible]টী উৎকৃষ্ট বাংলা পদ রমণী বাবুর ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চণ্ডীদাসের সংস্করণে চণ্ডীদাসের নামে উদ্ধৃত হইয়াছে। জ্ঞানদাসের গভীর ভাব-পূর্ণ সরল ও আবেগময় বাংলা পদের সহিত চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত উৎকৃষ্ট বাংলা পদ-গুলির ভাষা-গত ও ভাব-গত আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। কীর্ত্তন-গায়ক ও লিপিকরদিগের ইচ্ছা-কৃত বা অনিচ্ছা-কৃত গোলযোগের ফলে জ্ঞানদাসের অনেক উৎকৃষ্ট বাংলা পদ অসঙ্গত-ভাবে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে, এরূপ অনুমান করার যে যথেষ্ট কারণ আছে, আমরা 'চণ্ডীদাস' প্রসঙ্গে সে সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। 'পদকল্পতরু' পুথির সঙ্কলন-কাল অর্থাৎ আন্দাজ দুই শত বৎসরের কিছু পূর্ব্বেই এই ভণিতার গোলযোগ সঙ্ঘটিত হইয়াছে। সুতরাং অন্যূন আড়াই শত, কি তিন শত বৎসরের পুরাতন পদাবলীর পুথি—যদিও উহা এখন নিতান্ত বিরল—সযত্নে সংগ্রহ করিয়া সতর্ক-ভাবে মিলাইয়া দেখিলে, বর্ত্তমানে চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত অনেক উৎকৃষ্ট বাংলা পদ জ্ঞানদাসের রচিত বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারিবে বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। এখন যাঁহারা জ্ঞানদাসের পদাবলীর প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের দৃষ্টি বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

জ্ঞানদাস

ডক্‌টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের ৫ম সংস্করণে জ্ঞানদাসের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, জ্ঞানদাসের সম্বন্ধে তদপেক্ষা বিশ্বাস-যোগ্য বিস্তৃত বিবরণের অপ্রাপ্তি হেতু আমরা উহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"সিউড়ীর বিশ ক্রোশ পূর্ব্বে ও বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার ১০ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রাম। তথায় ব্রাহ্মণ বংশে ১৫২০ খৃঃ অব্দে জ্ঞানদাস জন্ম গ্রহণ করেন; ইনি নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত। খেতুরীর উৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন দেখা যায়, সুতরাং ইনি গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রভৃতির সমকালিক কবি। কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের একটি মঠ এখনও আছে; পৌষ মাসের পূর্ণিমায় সেখানে প্রতি বৎসর মহোৎসব এবং সেই সঙ্গে তিন দিন ব্যাপিয়া মেলা হয়।"

আমরা বহরমপুর হইতে প্রকাশিত ভূতপূর্ব্ব 'মাধুকরী' ও শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ" পত্রিকায় "জ্ঞানদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন" শীর্ষকে জ্ঞানদাসের অপূর্ব্ব কবিত্ব-পূর্ণ পদাবলীর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। জ্ঞানদাসের কোন কোন ব্রজবুলীর পদে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও রচনা-পারিপাট্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেলেও, তাঁহার অধিকাংশ ব্রজবুলীর পদ, বিশেষতঃ বাংলা পদগুলি এরূপ প্রাঞ্জল ও আবেগময় যে, সেগুলি পাঠ-মাত্রেই সহৃদয় পাঠকের চিত্তকে সম্পূর্ণ মোহিত করিয়া ফেলে; ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া উহাদিগের চমৎকারিত্ব বুঝাইবার বিশেষ প্রয়োজন করে না। রচনা ও ভাবের এই সরলতা ও স্বাভাবিকতা যে অতি শ্রেষ্ঠ কবিতার অসাধারণ বিশেষত্ব, তাহাতে কোনও সহৃদয় সমালোচকেরই মত-ভেদ নাই। ভাবোচ্ছ্বাস-প্রধান নব্য কবিতার (Romantic Poetry) ইহাই প্রধান লক্ষণ। জ্ঞানদাসের কবিতা বেশীর ভাগেই এরূপ লক্ষণাক্রান্ত। সুতরাং আধুনিক শিক্ষিত পাঠকদিগের মধ্যে অধিকাংশই ভাবোচ্ছ্বাস-প্রধান নব্য কবিতার ভক্ত বলিয়া, তাঁহাদিগের নিকট চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত উৎকৃষ্ট পদাবলীর ন্যায় জ্ঞানদাসের পদাবলীই বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলী অপেক্ষাও অধিক সমাদৃত হইয়া থাকে। আমরা বর্ণিত অপূর্ব্বতার জন্য চণ্ডীদাসের ভণিতা-যুক্ত কতকগুলি পদের সহিত জ্ঞানদাসের উৎকৃষ্ট পদগুলিকে পদাবলী-সাহিত্যে অতুলনীয় বলিয়া স্বীকার করিলেও, মোটের উপর বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসকে অধিক শক্তিশালী কবি বলিয়া স্বীকার না করিয়া পারি নাই। তাঁহাদিগের পদাবলী আমাদিগের অনভ্যস্ত ভাষায় রচিত বলিয়া তেমন আবেগ-পূর্ণ মনে না হইলেও এবং তাঁহাদিগের, বিশেষতঃ গোবিন্দদাসের রচনায় নানাবিধ শব্দালঙ্কার ও শ্লেষ, রূপক সমাসোক্তি, ইত্যাদি দুরূহ অর্থালঙ্কার ও সুখ-বোধ্য রস-ধ্বনির অপেক্ষাও সুপণ্ডিত ও সুরসিকমাত্রবেদ্য অলঙ্কার-ধ্বনি ও বস্তু ধ্বনির প্রাচুর্য্য হেতু অবিশেষজ্ঞ পাঠকদিগের পক্ষে দুরূহ হইলেও বিদ্যাপতি, বিশেষতঃ গোবিন্দদাস অনেক পদে কবিতার প্রাণ রসের উৎবর্ষকে অব্যাহত রাখিয়া কাব্যালঙ্কার, অলঙ্কার-ধ্বনি ও বস্তু-ধ্বনির যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না সুতরাং আমাদিগের বিবেচনায় জ্ঞানদাস সরল স্বাভাবিক ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ বাংলা পদ-রচনায় গোবিন্দদাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও মোটের উপর কবিত্বের হিসাবে বাঙ্গালী পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান গোবিন্দদাসের পরেই নির্দ্দেশ করা সঙ্গত।

স্বর্গগত রমণী বাবুর উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসনীয় হইলেও দুঃখের বিষয়, তাঁহার জ্ঞানদাসের পদাবলীর সংস্করণটী আশানুরূপ শুদ্ধ হয় নাই। তাঁহার সংস্করণে যে পাঠ ও অর্থের অনেক মারাত্মক ভুল রহিয়া গিয়াছে, 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র ২২ ভাগের ৩য় সংখ্যায় "জ্ঞানদাসের পদাবলী" শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আমরা উহা সবিস্তারে প্রদর্শিত করিয়াছি। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা-বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রশংসনীয় চেষ্টার ফলে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-বৃত্তি-ভুক্ জনৈক ছাত্রের (Research-scholar) দ্বারা জ্ঞানদাসের পদাবলীর একটী প্রামানিক সংস্করণ (Critical Edition) সত্বরেই সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইবে জানিতে পারিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি এই সংস্করণটীকে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন ও বিশুদ্ধ করার পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় সাধ্য অনুসারে যত্নের ক্রটি করিবেন না।

পদ-কর্ত্তা তরণীরমণের একটি মাত্র পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদকল্পতরুর পরিষৎ-সংস্করণটী প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে উহার ৩৫৪ সংখ্যক পদের 'আওল তরণীরমণ কহে' অন্তিম চরণটী পদকল্পতরুর পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্করণগুলিতে 'আওল তরুণী রমণ কহে' মুদ্রিত হওয়ায়, ঐ পদটা 'রমণ' নামক কোনও অপরিচিত পদ-কর্ত্তার নামেই চলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু 'পদ-রস-সার' পুথিতে 'তরুণী রমণ' স্থলে 'তরণীরমণ' পাঠ থাকায় এবং 'তরণীরমণ' ভণিতার আরও কয়েকটী পদ পাওয়ায়, পক্ষান্তরে পদকল্পতরুতে 'রমণ' ভণিতার অন্য কোন পদ দৃষ্ট না হওয়ায়, আমরা ঐ পদটী পদ-কর্ত্তা 'তরণীরমণের' রচিত বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছি। তরণীরমণ প্রাচীন পদ-কর্ত্তা। পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর 'রসকদম্ব' গ্রন্থের অন্যতম সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৬ ভাগের ৪র্থ সংখ্যায় "তরুণীরমণের পদাবলী" শীর্ষক প্রবন্ধে তরুণীরমণের কতকগুলি পদ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের সম্পাদিত "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" গ্রন্থেও আমরা তরণীরমণের সাতটী পদ অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব বিবেচনায় উদ্ধৃত করিয়াছি। সম্প্রতি চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' গ্রন্থের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৩৫ ভাগের ৪র্থ সংখ্যায় "তরুণীরমণের পদাবলী ও সহজ উপাসনা-তত্ত্ব" শীর্ষক কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, তারকেশ্বর বাবু ও আমাদের উদ্ধৃত সমস্ত পদগুলি তিনি স্বর্গগত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের দ্বারা ১৩১২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাইয়াছেন। বসন্ত বাবু তাঁহার এই প্রবন্ধের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত "সহজ উপাসনা-তত্ত্ব" নামক তরুণীরমণের সহজিয়া পুথিখানা প্রকাশিত করিয়াছেন এবং ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, "শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু এম্ এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১১১ সংখ্যক রত্নসার পুথি হইতে 'ইহা জানি চণ্ডীদাস তরণীরমণ। গীতছন্দে গাহিলেন পিরীতি সে ধন।' পঙ্‌ক্তিদ্বয় এবং পরবর্ত্তী 'পিরীতি বলিয়া তিনটি আখর' ইত্যাদি পদটি উদ্ধৃত করিয়া বলিতে চান যে, বড়ু চণ্ডীদাসের ন্যায় তরণীরমণ চণ্ডীদাস আর একজন পদকর্ত্তা ছিলেন (মাসিক বসুমতী, [illegible] ১৩৩৩)।" বসন্তবাবু আমাদের ধৃত "তরণীরমণ" শব্দটির পরে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়া [illegible] কিংবা "তরুণীরমণ", সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। পদকল্পতরুর পুথিগুলিতে "তরণীরমণ" ও "তরুণীরমণ" পাঠ থাকিলেও, এ সম্বন্ধে গবেষণার অন্য উপকরণের অভাবে আমরা পদ-রস-সার পুথির নানা স্থলে প্রাপ্ত 'তরণীরমণ' পাঠই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আমাদের নিকট এখন মণীন্দ্রবাবুর উল্লিখিত প্রবন্ধটা নাই; যত দূর স্মরণ হয়, তিনি সর্ব্বত্র 'তরণীরমণ' লিখিয়াছেন। বসন্তবাবু তাঁহার প্রকাশিত 'সহজ-উপাসনা-তত্ত্ব' পুথিতে বোধ হয়, সর্ব্বত্র 'তরুণীরমণ' পাঠই দেখিতে পাইয়াছেন। এ অবস্থায় প্রকৃত নাম যে কি, উহা আরও অনুসন্ধান ও আলোচনার বিষয় বটে। বর্ত্তমানে এ সম্বন্ধে আরও বিশেষ আলোচনা করার উপযোগী উপকরণ আমাদের নিকট নাই। সুতরাং আশা করি যে, বসন্তবাবু ও মণীন্দ্রবাবুই এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগের আলোচনার ফল প্রকাশিত করিয়া সন্দেহ নিবারণ করিবেন। এ সম্বন্ধে আমরা এখন কোনও নিশ্চিত মত প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেও প্রসঙ্গতঃ ইহা না বলিয়া পারিতেছি না যে, তরণীরমণের স্বহস্ত-লিখিত পুথি বা কোন দলিল-পত্র আবিষ্কৃত না হইলে, শুধু পুথি-লেখকদিগের স্বেচ্ছাচারমূলক বানানের উপর নির্ভর করিয়া কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা নিরাপদ্ হইবে না। এখানে ইহাও বক্তব্য যে, আধুনিক সময়ের 'রমণীমোহন,' 'কামিনীমোহন' প্রভৃতি নামের ব্যবহার পূর্ব্বে এতদ্দেশে দেখা যায় না। সুতরাং উহাদের প্রায় সমার্থক 'তরুণীরমণ' নাম অন্যূন তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল বলিয়া সহজে বিশ্বাস হইতে চাহে না। পক্ষান্তরে তখন বৈষ্ণব-সমাজে কীর্ত্তন-গীতের প্রাচুর্য্য হেতু শ্রীকৃষ্ণের 'নৌকা-বিলাস' লীলার স্মৃতি-পূত

'তরণীরমণ' নামটা উক্ত সমাজে বিশেষ প্রীতিকর হওয়া খুব সম্ভবপর মনে হয়। অবশ্যই 'তরুণীরমণ' নামের 'তরুণী' শব্দের লক্ষ্য 'ব্রজ-যুবতী' মনে করিলে, 'তরুণীরমণ' শব্দের অর্থও 'শ্রীকৃষ্ণ' করা যাইতে পারে, কিন্তু ভক্ত প্রাচীন বৈষ্ণব-সমাজ যে, সৌভাগ্যবতী কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজ-তরুণীদিগকে শুধু 'তরুণী' শব্দে উল্লেখ করার ধৃষ্টতা স্বীকার করিবেন, ইহা তেমন সম্ভবপর মনে হয় না। সুতরাং 'গোপীমোহন', 'গোপীরমণ,' 'বল্লবীকান্ত' ইত্যাদি ব্রজাঙ্গনার স্মৃতি-পূত শ্রীকৃষ্ণের নামগুলি প্রাচীন বৈষ্ণব-সমাজে খুব স্বাভাবিক ও সাধারণ হইলেও 'শ্রীকৃষ্ণ' অর্থে 'তরুণীরমণ' নাম আমরা স্বাভাবিক মনে করি না। 'তরণীরমণ' নামটা তদপেক্ষা অনেক সুন্দর ও স্বাভাবিক মনে হয়। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 'তরণীরমণ' নামের অপেক্ষাকৃত অপ্রাচুর্য্য সম্বন্ধে বোধ হয়, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উহাতে 'তরুণীরমণ' বা তৎশ্রেণীর 'রমণীমোহন' 'কামিনীমোহন' প্রভৃতি নামেরও সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক অপ্রাচুর্য্য বা অভাব দেখা যায়। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, মৃত্যুকালে রাম, কৃষ্ণ, হরি, নারায়ণ প্রভৃতি ভগবানের নাম উচ্চারণ বা নাম-চিন্তা করিয়া প্রাণত্যাগ করিলে জীবাত্মা পরলোকে পরম সদ্গতি লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ বিশ্বাস হেতু প্রাচীন সময়ে দেবসূচক অন্যান্য নাম অপেক্ষা স্পষ্টতঃ দেববাচক নামগুলিই সমধিক আদৃত হইত; সুতরাং প্রাচীন কালের ব্যবহৃত নামের তালিকা (Statistics) সংগৃহীত হইলে, রাম, কৃষ্ণ, হরি, গোবিন্দ প্রভৃতি স্পষ্টতঃ দেববাচক নাম যে শতকরা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, "গোপীরমণ," "গোপীমোহন" ইত্যাদি অস্পষ্টতঃ দেবসূচক নাম তদপেক্ষা কম এবং "তরণীরমণ" জাতীয় কিঞ্চিৎ দুরূহার্থ দেবলীলাসূচক কাল্পনিক নাম যে খুব কম দৃষ্ট হইবে, তাহা অভিজ্ঞ পাঠকদিগের অবিদিত নহে।

তরণীরমণের নিশ্চিত পরিচয় এ যাবৎ সংগৃহীত হয় নাই। উহা সংগ্রহ করার জন্য আমরা প্রাচীন পদাবলীর অনুরাগী উদ্যমশীল সাহিত্য-সেবীদিগকে সনির্ব্বন্ধে অনুরোধ করি। তারকেশ্বর বাবু অনুমান করেন যে, তরণীরমণ প্রায় শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক পদকর্ত্তা ছিলেন। আমাদের অনুমান হয় যে, তরণীরমণ বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-বাহ্য সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার কবিত্বও তেমন উচ্চ শ্রেণীর ছিল না—এই উভয়বিধ কারণেই প্রাচীন পদকর্ত্তৃসমাজে তিনি বিশেষ সমাদর লাভ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, পদাবলী-সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য তাঁহার পদাবলী সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মণীন্দ্র বাবু এ যাবৎ 'তরণীরমণ' নামধারী অপর চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শিত করেন নাই। বসন্তবাবুও মণীন্দ্রবাবুর উক্ত মন্তব্য সম্বন্ধে এ যাবৎ কোনও মত প্রকাশ করেন নাই। উপযুক্ত উপকরণের অভাবে এ সম্বন্ধে আমরা কোনও মত প্রকাশ করিতে অক্ষম। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তরণীরমণের ভণিতাযুক্ত দুই চারিটা পদ চণ্ডীদাসের নামে প্রচারিত হইয়াছে এবং 'রত্নসার' পুথির রচয়িতা "ইহা জানি চণ্ডীদাস তরণীরমণ। গীতছন্দে গাহিলেন পিরীতি সে ধন॥" এই বাক্যে চণ্ডীদাসের নামের সহযোগে তরণীরমণের নামোল্লেখ করিয়াছেন দেখিয়া 'তরণীরমণ চণ্ডীদাস' নামে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হইবে না। রত্নসার পুথির উদ্ধৃত বাক্যের অর্থ ইহাও হইতে পারে যে, চণ্ডীদাস ও তরুণীরমণ—উভয়ে ইহা বুঝিয়াই নানা গীত রচনা করিয়া, প্রেমকে পরম ধন বা পরম পুরুষার্থ বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস ও তরণীরমণ—উভয়েই সহজিয়া সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বলিয়াই 'সহজ পিরীতি'র মাহাত্ম্য প্রচারের প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের নাম একত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে।

দলপতি ভণিতার শুধু একটীমাত্র পদ (৬০৮ সংখ্যক) পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদকল্পতরুর 'গ'-পুথিখানায় আবার 'দলপতি' স্থলে 'বিদ্যাপতি' পাঠ আছে। সুতরাং দলপতি নাম শুধু অন্যান্য পুথি-লেখকদিগের ভ্রম-প্রসূত কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ জন্মিতে

দলপতি

পারে। আমরা কিন্তু 'পদ-রস-সার' পুথি ও পদকল্পতরুর ক, খ, ঘ ও চ পুথির সাক্ষ্য অনুসারে এই পদটী 'দলপতি'র রচিত বলিয়াই স্থির করিয়াছি। এখন পর্য্যন্ত অনেক পদকর্ত্তারই কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পদ-কর্ত্তা 'দলপতি'ও আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত। কিন্তু পদ-কর্ত্তার নাম অপরিচিত হইলেই যে তাঁহার অস্তিত্ব অমূলক মনে করিয়া, উহা উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে, তাহা কোন মতেই সঙ্গত মনে হয় না। বিদ্যাপতির রূপান্তরিত ব্রজ-বুলীর পদেও ভাষা ও ভাবের যথেষ্ট বিশেষত্ব আছে। বলা আবশ্যক যে, দলপতির এই পদে আমরা বিদ্যাপতির কবিতার কোনও চিহ্ন লক্ষ্য করিতে পারি নাই। আমরা এই অপরিচিত পদ-কর্ত্তার পরিচয় ও অন্যান্য পদাবলী সংগ্রহের জন্য পদাবলীপ্রিয় উৎসাহী সাহিত্যসেবীদিগকে অনুরোধ করি।

'দীনহীন দাস' ভণিতার শুধু একটী মাত্র পদ (২২৮ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

দীনহীন দাস

'দীনহীন দাস' পদ কর্ত্তার প্রকৃত নাম কিংবা কোন পদ-কর্ত্তার বৈষ্ণবোচিত দীনতা-সূচক আখ্যা, তাহা নিশ্চিত-ভাবে বলা যায় না। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন মহাশয় এই 'দীনহীন দাস'কে 'দীন চণ্ডীদাস' হইতে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন। এরূপ মনে করার কি যথেষ্ট কারণ আছে, আমরা জানি না। 'দীনহীন দাসে'র আলোচ্য পদটী শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক। উহার ছন্দেও একটু নূতনত্ব আছে। ইহা যদি দীন চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের বর্ণন-কারী এই দীন চণ্ডীদাস যে, গৌরাঙ্গ প্রভুরও অন্যূন এক শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি 'বড়ু চণ্ডীদাস' হইতে পারেন না, উহার আর একটী প্রমাণ মিলিবে।

পদ-কর্ত্তা দেবকীনন্দনের পাঁচটি পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে চারিটী পদ শ্রীগৌরাঙ্গ

দেবকীনন্দন

ও শ্রীনিত্যানন্দ-বিষয়ক বটে, সুতরাং জগদ্বন্ধু বাবুর গৌরপদ-তরঙ্গিণীতেও উদ্ধৃত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু 'দৈবকীনন্দন' সম্বন্ধে তাঁহার গৌরপদ-তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায় যে সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন, অধুনা তাঁহার ঐ গ্রন্থখানা অপ্রাপ্য হওয়ায় আমরা উহা হইতে কিঞ্চিৎ সার-সংগ্রহ করিয়া দিলাম।

"দৈবকীনন্দনের স্বপ্রণীত "বৈষ্ণব-বন্দনা" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাঁহার মন্ত্রদাতা গুরু প্রভু নিত্যানন্দের পার্ষদ ভক্ত ছিলেন। ইহাঁর নাম পুরুষোত্তম দাস, ইনি সদাশিব কবিরাজের পুত্র। বলা বাহুল্য যে, দৈবকীনন্দন নিত্যানন্দপরিবার-ভুক্ত। বৈষ্ণব বন্দনায় যথা :—"ইষ্টদেব বন্দিব শ্রীপুরুষোত্তম নাম।"

"ইনি যে পুরুষোত্তম দাসের শিষ্য ছিলেন, তাহা মনোহর দাসকৃত "অনুরাগবল্লী" গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—"শ্রীনিত্যানন্দের প্রিয় শ্রীপুরুষোত্তম মহাশয়। দৈবকীনন্দন ঠাকুর তাঁর শিষ্য হয়॥"

পুনশ্চ—"দৈবকীনন্দন ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি বাঙ্গালা বৈষ্ণববন্দনা ভিন্ন সংস্কৃত "বৈষ্ণবাভিধান" গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাঁর বাসস্থান কুমারহট্ট বা হালিসহর ছিল। তত্ত্বনিধি মহাশয় ও শ্রীমান্ মৃণালকান্তি ঘোষ "বৈষ্ণববন্দনা" গ্রন্থ রচনার একটী ইতিহাস দিয়াছেন। তাহা এই,—কোন সময়ে জনৈক ব্রাহ্মণ শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট এক গুরুতর অপরাধ করিয়া দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত হয়েন। পরে মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তাঁহারই উপদেশে অপরাধী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; পণ্ডিত দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন এবং তাঁহাকে দুইটী আদেশ করিলেন, যথা :—

(১) "পুরুষোত্তম-পদাশ্রয় কর গিয়া ঘরে।" অর্থাৎ স্বগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পুরুষোত্তম কবিরাজের নিকট মন্ত্রগ্রহণ কর।

(২) "বৈষ্ণবনিন্দনে তোমার এতেক দুর্গতি। বৈষ্ণব বন্দনা করি শুদ্ধ কর মতি॥"

*   *   *   *   *   *

"শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দৃষ্ট হয়, "চাপাল গোপাল" বা গোপাল ঠাকুর নামক এক ব্যক্তি সংকীর্ত্তন সময়ে শ্রীবাস-প্রাঙ্গণে প্রবেশাধিকার না পাইয়া ভবানীপূজার সামগ্রী সকল লইয়া শ্রীবাসের গৃহদ্বারে তাহা বিদ্রূপ করিবার জন্য রাখিয়া আইসে, সেই অপরাধে তাহার নিদারুণ কুষ্ঠ-ব্যাধি হয়। * * * *

"এই হইল বৈষ্ণবাপরাধ"। ইহার ভগবদ্দত্ত দণ্ড এই হইয়াছিল :—

'তিন দিন বহি সেই গোপাল চাপাল।
সর্ব্বাঙ্গে হইল কুষ্ঠ বহে রক্তধার॥
সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীটে কাটে নিরন্তর।
অসহ্য বেদনা দুঃখে জলয়ে অন্তর॥"

"এই গোপাল ঠাকুরই ঈদৃশ বৈষ্ণবাপরাধী, তাঁহারই কুষ্ঠব্যাধি হয় এবং তিনিই শ্রীবাস পণ্ডিতের ক্ষমাগুণে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েন। সুতরাং অন্য লেখকেরা নীরব থাকিলেও আমরা যদি অনুমান করি যে, দৈবকীনন্দনের পূর্ব্বনামই "চাপাল গোপাল" ছিল, তবে বোধ হয় অসঙ্গত না হইতে পারে।"

পদ-কর্ত্তা ধরণীর চারিটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদ চারিটির প্রত্যেকটি বিশেষত্বপূর্ণ; সুতরাং পদ-কর্ত্তার পরিচয় ও অন্যান্য পদাবলী এ যাবৎ সংগৃহীত না হওয়ায়, আমরা এ স্থানে কৌতূহলী পাঠকদিগের তৃপ্তির জন্যে ধরণীর পদ চারিটির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব। ধরণীর ৬৭৬ সংখ্যক—

ধরণী

"সই নিরবধি কত পড়ে মনে।
শ্যাম বন্ধু বিনু   না রহে মোর তনু
সোয়াস্ত নাহিক রাতি দিনে॥"

ইত্যাদি রসোদ্গারের বাংলা পদটি পদকল্পতরুর ৩য় শাখার ৬ষ্ঠ পল্লবে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও বলরাম দাসের কতকগুলি উৎকৃষ্ট পদের সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ধরণীর পক্ষে ইহা বিশেষ প্রশংসার বিষয় যে, তাঁহার এই পদটা উক্ত প্রসিদ্ধ কবিদিগের ঐ সকল পদের সহিত একত্রে উদ্ধৃত হওয়ার অযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। ধরণীর ৮৫৮ সংখ্যক—

"আরে মনমথ নাহি তুয়া ধরম-বিচার।
কো করু দোখ   রোখ করু কা সঞে
বড় তুহুঁ মুরুখ গোঙার॥"

ইত্যাদি ব্রজ-বুলীর পদটিও ভাব-বৈচিত্র্যে জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতির উৎকৃষ্ট ব্রজবুলী পদের সহিত তুলনার অযোগ্য নহে। ধরণীর ২৩৮১ সংখ্যক—

"অনুখন গৌর-প্রেম-রসে গর গর
চর চর লোচনে লোর।
গদ গদ ভাষ হাস খণে রোয়ত
আনন্দে মগন সঘনে হরি-বোল॥
পহু মোর শ্রীশ্রীনিবাস।
অবিরত রাম-   চন্দ্র পহু বিহরত
সঙ্গে নরোত্তম দাস॥"

ইত্যাদি শ্রীনিবাস আচার্য্য-বিষয়ক পদ হইতে জানা যায় যে, ধরণী উক্ত আচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন, তাঁহার সমকালবর্ত্তী কিংবা পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তা ছিলেন। সুতরাং শ্রীনিবাস আচার্য্য ও পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব-দাসের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ আন্দাজ ১৫২৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭২৫ খৃঃ অব্দের মধ্যে ইনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ধরণীর ২৪৫৪ সংখ্যক—"নবঘন পুঞ্জ-পুঞ্জ জিতি সুন্দর" ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের রূপের পদটিও রচনা-পারিপাট্যে সুন্দর। সুতরাং ধরণীর মাত্র চারিটি পদ পাওয়া গেলেও আমরা তাঁহার স্থান দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি ঘনশ্যাম দাস প্রভৃতির সঙ্গে নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত মনে করি না। আমরা আশা করি যে, পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের ফলে ধরণীর অন্যান্য পদাবলী সহ তাঁহার পরিচয় সংগৃহীত হইয়া প্রাচীন পদাবলীর অনুরাগী পাঠকদিগের প্রীতিসাধন করিবে।

নটবর

পদ-কর্ত্তা নটবরের মাত্র দুইটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে ১৩৬৬ সংখ্যক "তোমার বদন আমার জীবন, সরবস ধন তুমি।" ইত্যাদি বাংলা পদটি দান-লীলা-বিষয়ক ও ২২৫০ সংখ্যক—"গোপীগণ-কুচ-কুঙ্কুমে রঞ্জিত" ইত্যাদি ব্রজবুলী পদটি শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক বটে। "পদ-রত্নাকর" পুথির সঙ্কলয়িতা ও স্বয়ং পদ-কর্ত্তা কমলাকান্ত পূর্ব্ব-পদ-কর্ত্তৃগণের বন্দনা-সূচক একটা পদে "নটবর কবি-কুল-ভূপ" উক্তি দ্বারা নটবরের খুব উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। নটবরের পদ-দ্বয়ের আলোচনা করিয়া আমরা কিন্তু তাঁহার কবি-কুল-ভূপত্বের কোনও লক্ষণ আবিষ্কার করিতে পারি নাই। পদ-কর্ত্তা নটবর কমলাকান্তের সহিত কোনও ঘনিষ্ঠ-সম্বন্ধে সম্বন্ধান্বিত ছিলেন বলিয়াই কমলাকান্ত তাঁহার এরূপ অতিরঞ্জিত গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন কি না, তাহাও বুঝিতে পারি না। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কমলাকান্ত তাঁহার পদ-রত্নাকর পুথিতে তাঁহার প্রশংসিত কবি-ভূপের শুধু একটি মাত্র পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পদটি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-মাহাত্ম্য-দ্যোতক বটে। ইতিপূর্ব্বে উহা অন্যত্র প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া, আমরা ঐ পদটিকে আমাদের "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" গ্রন্থের ৪৫০ সংখ্যক পদ-রূপে উদ্ধৃত করিয়াছি। যাহা হউক, পদ-কর্ত্তা নটবর যে শ্রেণীর কবি হউন না কেন, তিনি যে আরও অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার পরিচয় সহ, তাঁহার রচিত সে সকল পদ বিশেষ অনুসন্ধানে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

নন্দ (দ্বিজ)

'নন্দ' ও 'দ্বিজ নন্দ' ভণিতার চারিটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। গৌরপদ-তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায় জগদ্বন্ধু বাবু 'নন্দরাম দাস' নামক কবির পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"নন্দরাম দাস কাশীরাম দাসের পুত্র ও দ্রোণপর্ব্বের অনুবাদক। ইনি কি পদ-কর্ত্তাও?" নন্দরাম ভণিতার অন্য দুইটি পদও গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে সংগৃহীত হইয়াছে। নন্দরামই 'দ্বিজ নন্দ' কি না, বলা কঠিন। তবে প্রসিদ্ধ কাশীরাম দাসের পুত্র নন্দরাম দাস এই পদের রচনা করিয়া থাকিলে তৎকালের কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী উপস্থিত না করায়, কায়স্থ নন্দরাম যে, নিজকে 'দ্বিজ নন্দ' নামে পরিচিত করেন নাই, ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে। 'দ্বিজ নন্দ' ভণিতার ১৭৩৩ সংখ্যক "দেখ সখি বরিষা-রঙ্গ" ইত্যাদি বর্ষা-কালোচিত বিরহ বর্ণনার ব্রজবুলীর রূপক পদটি কালিদাসের ঋতুসংহারের বর্ষাবর্ণন-বিষয়ক অনেক "বলাহকাশ্চাশনি-শব্দ-মর্দ্দলাঃ" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শ্লোকের ছায়া অবলম্বনে রচিত হইলেও, পদ-কর্ত্তা উহাতে নূতন ভাব ও অলঙ্কার সংযোজিত করিয়া বিলক্ষণ বর্ণন-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। 'নন্দ' ও 'দ্বিজ নন্দ' ভণিতার সকলগুলি পদই ব্রজবুলী ভাষায় রচিত। ব্রজবুলীর পদ-রচনায় নন্দ বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পরিচয় সহ তাঁহার অন্যান্য পদাবলী সংগৃহীত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

'নন্দন দাস' ভণিতার দুইটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১০৪৪ সংখ্যক "নিরমিল কো বিধি" ইত্যাদি রূপোল্লাস-বিষয়ক পদটি কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, কিন্তু বিচিত্র ব্রজবুলীর পদটি পদ-কর্ত্তার উৎকৃষ্ট বর্ণনশক্তির পরিচায়ক। গৌরপদ-তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায় 'নন্দন মাহিতী' নামক জনৈক জগন্নাথ-সেবকের ও শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্ত খঞ্জ নন্দন আচার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গোবিন্দ দাসের কড়চায় নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর সহিত গৌড়ীয় ভক্তগণের সম্মিলনের প্রসঙ্গে ইহাঁর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অতি সরস উক্তি দেখা যায়, যথা—

নন্দন দাস

"নন্দন আচার্য্য আসে গাঢ় অনুরাগে।
খোঁড়া বটে, তবু আসে সকলের আগে॥"

নন্দন আচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি অনুরাগ প্রকাশে অগ্রগণ্য হইলেও তিনি যে পদ-রচনা করিয়া গিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ নাই; সুতরাং পদ-কর্ত্তা নন্দনের পরিচয় আমাদের এ যাবৎ অজ্ঞাত রহিয়াছে বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, অন্যান্য অপরিচিত পদকর্ত্তার পরিচয় ও বিলুপ্তপ্রায় পদবলীর উদ্ধার করিয়া আমাদের প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী যুবকগণ যশোলাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-সাহিত্যের একটা স্মরণীয় উপকারী সাধন করুন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহা কামনা করি।

'নবকান্ত' ভণিতার একটি মাত্র পদ (১৪৫৩ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটি ব্রজ-বুলীতে রচিত ও হোরি-লীলা-বিষয়ক। এই একটিমাত্র বিশেষত্ব-শূন্য পদ দেখিয়া নব-কান্তের কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা সঙ্গত হইবে না। নবকান্তের পরিচয়ও এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। তাঁহার যথার্থ পরিচয় সহ, তাঁহার রচিত অন্যান্য পদাবলী কি সংগৃহীত হওয়ার আশা করা যায় না?

নবকান্ত

পদ-কর্ত্তা নবচন্দ্রের তিনটি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদগুলি খাটি বাঙ্গালায় রচিত ও গোষ্ঠ-লীলোচিত সখ্য-রস-বিষয়ক। নবচন্দ্রেরও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অন্যান্য অপরিচিত পদ-কর্ত্তার পরিচয় ও পদাবলীর সহিত ইহাঁরও যথার্থ পরিচয় ও পদাবলী সংগৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

নবচন্দ্র

নবদ্বীপচন্দ্র দাসের শুধু একটীমাত্র পদ (২৯৬১ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটি নাম-সংকীর্ত্তন-বিষয়ক এবং বিশেষত্ব-শূন্য। ইহা হইতে নবদ্বীপচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের বা কবিত্বের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। আশা করি, সময়ে ইহাঁরও যথার্থ পরিচয় সহ অন্যান্য পদাবলী সংগৃহীত হইবে।

নবদ্বীপচন্দ্র দাস

শ্রীমহাপ্রভুর সম-সাময়িক অনন্য-ভক্ত নয়নানন্দ মিশ্রের রচিত ২৫টি পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। এইগুলি সমস্তই শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক। পদ-কর্ত্তা নয়নানন্দ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজ-লীলা অবলম্বনে কোন পদ রচনা করিয়াছেন কি না, জানা যায় নাই; করিয়া থাকিলে, শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার বহুসংখ্যক পদাবলীর প্রসিদ্ধ রচয়িতা বাসুদেব ঘোষের ব্রজলীলা-পদাবলীর ন্যায় সেগুলিও বিলুপ্ত হইয়াছে, মনে করিতে হইবে। আনন্দের বিষয় যে, নয়নানন্দের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আমরা গৌরপদ-তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকা হইতে সেই বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

নয়নানন্দ

"নয়নানন্দ গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং প্রধান ও প্রিয় শিষ্য। গদাধরের কনিষ্ঠ বাণীনাথ মিশ্র; নয়নানন্দ সেই বাণীনাথের পুত্র। ইনি দারপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। এবং ইহাঁর বংশধরগণ অদ্যাপি মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁদির নিকটবর্ত্তী শ্রীপাট-ভরতপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। ভরতপুর গ্রামে গদাধর পণ্ডিতের

স্থাপিত গোপীনাথ-বিগ্রহ আছেন। পণ্ডিত যখন নীলাচলে যান, তখন নয়নানন্দকে এই বিগ্রহ সেবায় নিযুক্ত করিয়া যান।

"নয়নানন্দের আদি নাম ছিল ধ্রুবানন্দ; এবং চৈতন্যচরিতামৃতে ইনি "মিশ্র নয়ন" নামে উল্লিখিত। নবদ্বীপবাসী রসিকলাল বাবাজীর নিকট যে প্রাচীন হস্তলিখিত প্রেমবিলাস গ্রন্থ আছে, তাহাতে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয়:—

"পণ্ডিত গোসাঞির ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনয়নানন্দ।
পুষ্প গোপাল, গোপালদাস আর ধ্রুবানন্দ॥"

ধ্রুবানন্দের ন্যায় "পুষ্পগোপাল" ও "গোপালদাস"ও কি নয়নানন্দের নামান্তর? নয়নানন্দের রচিত একটী পদে আমাদিগের ন্যায় অনেক পাঠকের মনেই বিশেষ গোল বাধিবার সম্ভব। ঐ পদের শেষ দুই চরণ এই,—

"কহে নয়নানন্দ, নদীয়া আনন্দ, আনন্দে ভুবন ভোরা।
দুঃখিত জীবন, মাধব নন্দন, চরণে স্মরণ মোরা॥"

"গদাধর ও বাণীনাথই "মাধবনন্দন"। নয়নানন্দের পদের ভণিতায় তাঁহাদের কথা কেন? এবং এখানে "মোরা" শব্দই বা কেন ব্যবহৃত হইল?

"নয়নানন্দ নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, নবদ্বীপ ধামে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া গৌরাঙ্গ ও গদাধর ভাবভরে যখন কীর্ত্তন ও নৃত্য করিতেন, তখন ধ্রুবানন্দ তাহা দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণাৎ পদ রচনা করিতেন। এইরূপে যখন শ্রীগৌরাঙ্গের যে লীলা দর্শন করিতেন, কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া ধ্রুবানন্দ তখনই তাহা পদে বর্ণন করিতেন। এই অদ্ভুত কবিত্বশক্তির স্ফুরণ দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত উভয়েই ধ্রুবানন্দকে ভালবাসিতেন। এবং গদাধর পণ্ডিতই ধ্রুবানন্দের নাম "নয়নানন্দ" রাখেন।

"প্রাগুক্ত প্রবাদের অনুকূলে পদসমুদ্র গ্রন্থে একটী পদ আছে, যথা—

"পণ্ডিতের স্নেহপাত্র শ্রীনয়ান মিশ্র।
বাল্যকালে প্রভু যারে করিলেন শিষ্য॥
পণ্ডিতের পাছে নয়ন থাকে সর্ব্বক্ষণ।
প্রভু-লীলা দেখি পদ করয়ে বর্ণন॥
ঐছে চেষ্টা দেখি প্রভু হরষিত হৈলা।
নয়নানন্দ বলি নাম পশ্চাৎ থুইলা॥
নীলাচল যাইতে প্রভু যবে ইচ্ছা কৈলা।
শ্রীনয়নানন্দে ভরতপুর নিয়োজিলা।"

"খেতুরীর মহোৎসবে নয়নানন্দও উপস্থিত ছিলেন।"

জগদ্বন্ধু বাবু নয়নানন্দের বিশেষ সন্দেহজনক যে পদের ভণিতার কথা লিখিয়াছেন, উহা পদকল্পতরুর ২০৬৮ সংখ্যক পদ বটে। পদকল্পতরুতে ঐ পদের নিম্নলিখিত ভণিতা আছে,—

"কহে নয়নানন্দ নদীয়া আনন্দ
আনন্দে ভুবন ভোরা।
দুঃখিত-জীবন মাধব-নন্দন-
চরণে শরণ মোরা॥"

জগদ্বন্ধু বাবু ভণিতার যে পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের অর্থ বুঝিতে গোলযোগ করিয়াছেন, আমরা উহার টীকায় লিখিয়াছি,—

"দুঃখিত ইত্যাদি। দুঃখিত-জীবন আমরা (আমি পদকর্ত্তা নয়নানন্দ ও আমার প্রিয় বন্ধুগণ) মাধব-নন্দন অর্থাৎ গদাধর পণ্ডিতের চরণে আশ্রয় (লইলাম)।"

ভণিতায় গুরুর নামোল্লেখ বা সংক্ষিপ্ত পরিচয় বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। সুতরাং নয়নানন্দ এ ভাবে তাঁহার গুরু "মাধব-নন্দন" অর্থাৎ গদাধর পণ্ডিতের উল্লেখ করায়, নয়নানন্দের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনও কারণ দেখা যায় না। আমাদের বোধ হয় আলোচ্য পঙ্‌ক্তি-দ্বয়ের প্রকৃত পাঠ, অন্বয় ও অর্থ-নির্ণয়ে গোলযোগ করায়ই জগদ্বন্ধু বাবু অকারণে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

নয়নানন্দের পদগুলি মামুলী ধরণের পদ বটে। তিনি "তৎক্ষণাৎ" এই সকল পদ রচনা করিয়া থাকিলে, উহা তাঁহার দ্রুত-রচনা-শক্তির পরিচয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা উহাতে তাঁহার "অদ্ভুত কবিত্বশক্তির" কোনও লক্ষণ খুঁজিয়া পাই নাই। নয়নানন্দ শ্রীমহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও গদাধর পণ্ডিতকে শ্রীরাধার সাক্ষাৎ শক্ত্যবতার বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন; তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গবিষয়ক লীলার প্রায় প্রত্যেক পদেই শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত গদাধরের একাত্মতা ও অনন্যসাধারণ প্রেম বিশেষ-ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। ভাগ্যবান্ পদ-কর্ত্তা নয়নানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গের নবদ্বীপ-লীলায়ও এই অলৌকিক ব্রজলীলার মধুর ভাব উপলব্ধি করিয়া, উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় উহার যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, মহাত্মা বাসুদেব ঘোষের শ্রীগৌরাঙ্গ-পদাবলীর ন্যায় কেবল অলঙ্কারশাস্ত্রের সূত্র ধরিয়া উহার কবিত্বের বিচার করিলে সঙ্গত হইবে না। আমাদের মনে হয়, গৌরাঙ্গভক্ত জগদ্বন্ধু বাবু নয়নানন্দের এই প্রেম ভক্তি দর্শনে মোহিত হইয়াই তাঁহার রচনার এইরূপ উচ্চ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

নয়নানন্দ তাঁহার পদে শ্রীগৌরাঙ্গ ও গদাধরের একাত্মতা ও প্রেমের যে ভাবে অবতারণা করিয়াছেন, আমরা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিম্নে উহার কয়েকটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম,—

(ক) "কোই বোলে গোরা জানকীবল্লভ
রাধার প্রিয় পাঁচবাণ রে।
নয়নানন্দ মনে আন নাহি জানে
আমারি গদাধরের প্রাণ রে॥"—(২ সংখ্যক পদ)

(খ) "দুহুঁ দুহুঁ পিরিতি আরতি নাহি টুটে।
পরশে পরম কত কত সুখ উঠে॥
নাচয়ে গৌরাঙ্গ মোর গদাধর-রসে।
গদাধর নাচে পুন গৌরাঙ্গ-বিলাসে॥
প্রকৃতি পুরুষ কিবা জানকী শ্রীরাম।
রাধা কানু এই কিবা রতি দেব কাম॥—(ইত্যাদি ২০৭০ সংখ্যক পদ)

(গ) "নাচে শচীর নন্দন দুলালিয়া।
সকল রসের সিন্ধু গদাধর প্রাণবন্ধু
নিরবধি বিনোদ রঙ্গিয়া॥—(২০৭৩ সংখ্যক পদ)

(ঘ) "কহয়ে নয়নানন্দ মনের উল্লাসে।
আর কি দেখিব গোরা গদাধর পাশে॥"—(২১০২ সংখ্যক পদ)

(চ) "নয়নানন্দ কহয়ে সুখ-সারে।
সেই বৃন্দাবন ভেল নদীয়া-নগরে॥—(২১০৩ সংখ্যক পদ)

(ছ) "গদাধর-মুখ হেরি কিবা উঠে মনে।
সোঙরি সে সব সুখ নিকুঞ্জ বৃন্দাবনে॥"—(২১১৪ সংখ্যক পদ)

(জ) "নাচয়ে গৌরাঙ্গ গদাধর-মুখ চাঞা।
অন্তরে পরশ-রস উথলিল হিয়া॥
দুহুঁ মুখ নিরখিতে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁ ভেল রস-নিধি অমিয়া চকোর॥
বুকে বুকে মিলি দুহে কয়লহি কোর।
কাঁপি পুলক দুহুঁ ঝাঁপই লোর॥
তনু মন বাণী দুহুঁ একই পরাণ।
প্রতি অঙ্গে পিরিতি-অমিয়া নিরমাণ॥—(২১৭৯ সং পদ)

পরবর্ত্তী কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন-বোধে "গদাই-গৌরাঙ্গ" ভজন-কারী যে সম্প্রদায়-বিশেষের উদ্ভব হইয়াছে, নয়নানন্দের উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলি তাঁহাদের ভজন-পদ্ধতির মূল-সূত্র-রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, কিংবা চৈতন্যমঙ্গলে এ ভাবের এরূপ কোনও উক্তি পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।

নরনারায়ণ (ভূপতি)

"নরনারায়ণ (ভূপতি)" ভণিতাযুক্ত পদকল্পতরুর ১৯৪৪ সংখ্যক পদের রচয়িতার সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ইহাঁর শুধু একটীমাত্র পদই পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু এই পদের একটা ভণিতাহীন রূপান্তর তাঁহার বিদ্যাপতির পদাবলীতে ৭৭৮ সংখ্যক পদরূপে উদ্ধৃত করিয়া, টীকায় ঐ পদের বঙ্গীয় রূপান্তর ও মৈথিল পুথির রূপান্তর প্রদর্শিত করিয়াছেন। তাঁহার ধৃত পাঠের সহিত বঙ্গীয় পুথির বা মৈথিল পুথির পাঠের সম্পূর্ণ ঐক্য নাই। [illegible] সকলেই জানিতে চাহিবেন, তিনি কোন্ পুথির পাঠকে আদর্শ করিয়াছেন। দুঃখের [illegible] তিনি এই অবশ্য-জ্ঞাতব্য কথাটা লিখিতে ভুলিয়াছেন। এই মৈথিল পুথি যে, তাঁহার বর্ণিত বিদ্যাপতির জনৈক বংশধরের লিখিত 'তালপত্রের পুথি' নহে, উহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কেন না, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সর্ব্বত্র অনুসৃত রীতি অনুসারে সেই তালপত্রের পুথির পাঠ গ্রহণ না করিয়া অন্য পাঠ মূলে গ্রহণ করিতেন না। লক্ষ্য করার বিষয় যে, নগেন্দ্রবাবুর টীকায় উদ্ধৃত মৈথিল পুথির রূপান্তরেও কোন ভণিতা নাই; অথচ নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন,—"পদকল্পতরুর ভণিতা বিকৃত।" আবার টীকার উপসংহারে মন্তব্য লিখিয়াছেন,—"মোটের উপর পদকল্পতরুর পাঠ উত্তম।" পদকল্পতরুর ভণিতা বিকৃত—নগেন্দ্রবাবুর এই মন্তব্যের আমরা কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই নাই। তিনি পদকল্পতরুর যে রূপান্তরটি টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহার ভণিতা এইরূপ,—

"বীর নারায়ণ ভূপতি ভাণ।
বিজয় নারায়ণ ইহ রস গান॥"

আমরা পদকল্পতরুর কোন পুথিতেই ঐরূপ পাঠ পাই নাই; ক, খ, ঘ পুথিতে 'বীর নারায়ণ' স্থলে 'নরনারায়ণ' ও চ পুথিতে 'নীবনারায়ণ' পাঠ আছে। গ্রীয়ারসন্ মহোদয়ের Maithil Christomathy গ্রন্থে মিথিলার প্রাচীন রাজবংশের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, উহাতে 'বীরনারায়ণ' অথবা 'বিজয়নারায়ণ' নাম পাওয়া যায় না বলিয়াই নগেন্দ্রবাবু পদকল্পতরুর ভণিতাকে বিকৃত মনে করিয়াছেন কি? পদকল্পতরুর

অন্য কোনও পদে 'নরনারায়ণ'এর উল্লেখ না থাকিলেও ৪র্থ শাখার ১৬শ পল্লবের বর্ণিত "বিদ্যাপতি ও চণ্ডী-দাসের মিলন" প্রসঙ্গে ২৩৮৮ সংখ্যক পদের ভণিতায় বিজয়নারায়ণের উল্লেখ দেখা যায়,—

"রূপনরায়ণ বিজয়নরায়ণ
বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।
মীলন ভাবি দুহুঁক করু বর্ণন
তছু পদ-কমলক ভৃঙ্গ॥"

কিংবদন্তী অনুসারে বিদ্যাপতির সহিত যখন চণ্ডীদাসের গঙ্গাতীরে কোনও এক স্থলে দৈবাৎ মিলন সঙ্ঘটিত হয়, তখন মিথিলারাজ শিবসিংহ ওরফে রূপনারায়ণ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পদকল্পতরুর উক্ত পল্লবের ২৩৮৯ সংখ্যক ও ২৩৯১ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে,—

"দৈবহি দুহুঁ দোঁহা দরশন পাওল
লখই না পারই কোঈ।
দুহুঁ দোঁহা নাম-শ্রবণে তহি জানল
রূপনরায়ণ গোঈ॥"
"ভণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস তথি
রূপনারায়ণ সঙ্গে।
দুহুঁ আলিঙ্গন করল তখন
ভাসল প্রেম-তরঙ্গে॥"

শিবসিংহের খুড়তাত ভাই নরসিংহ ওরফে দর্পনারায়ণের পুত্রের (গ্রীয়ারসনের মতে পৌত্রের) নামও রূপনারায়ণ। উক্ত পদ-দ্বয়ের বর্ণিত রূপনারায়ণ কে, আমরা বিদ্যাপতির প্রসঙ্গে উহার সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। এখানে কেবল ইহাই বক্তব্য যে, আলোচ্য ১৯৪৪ সংখ্যক পদের ভণিতায় উল্লিখিত নরনারায়ণকে আমরা গ্রীয়ারসন্ মহোদয়ের তালিকার 'নরসিংহ' বলিয়াই অনুমান করি। 'সিংহ' এই রাজবংশের সাধারণ উপাধি এবং তালিকার অধিকাংশ নামের শেষাংশ 'নারায়ণ' দেখা যায়। সুতরাং 'নরসিংহ' নামটী 'নারায়ণ সিংহে'র সংক্ষিপ্ত রূপ হওয়া খুব সম্ভবপর বটে। গ্রীয়ারসন্ সাহেবের তালিকায় বিজয়নারায়ণের নাম না পাওয়া গেলেও, স্বর্গগত কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার সংস্করণের উপক্রমণিকায় মৈথিল পঞ্জী অনুসারে মৈথিল রাজবংশের যে তালিকা দিয়াছেন, উহাতে পূর্ব্বোক্ত নরসিংহ ওরফে দর্পনারায়ণের এক ভ্রাতার নাম রঘু সিংহ ওরফে বিজয়নারায়ণ দেখা যায়। আমাদের আলোচ্য পদের ভণিতার অর্থ বোধ হয় এই যে, নরনারায়ণ ভূপতি (অর্থাৎ গ্রীয়ারসন্ সাহেবের তালিকার রাজা নরসিংহ) বলিলেন অর্থাৎ আদেশ করিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয়নারায়ণ গান অর্থাৎ পদ রচনা করিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই পদগুলির সহিত ইতিহাসের কোনও অনৈক্য নাই। তবে আমরা পদ-সূচী ও পদ-কর্ত্তৃসূচী প্রস্তুত করার সময়ে অপ্রণিধান হেতু বিজয়নারায়ণের নামের পরিবর্ত্তে নরনারায়ণ ভূপতিকে পদ-কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। শুদ্ধি-পত্রে এই ভুল সংশোধন করা হইবে।

নগেন্দ্রবাবুর বিশ্বাস যে, রাজা শিবসিংহ নিজে কোনও পদ-রচনা করেন নাই। বিদ্যাপতিই কতকগুলি পদ রচনা করিয়া সিংহ (নৃপতি) ও সিংহ (ভূপতি) অর্থাৎ রাজা শিব সিংহের নামের ভণিতা-যোগে চালাইয়া গিয়াছেন। আমরা সিংহ (নৃপতি) প্রসঙ্গে এই মতের সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আমাদের মতে নগেন্দ্র

বাবুর পক্ষে একটা কল্পনা-মূলক অনুমানের বলে বিজয়নারায়ণ ভণিতার আলোচ্য পদটী বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত করা সমীচীন হয় নাই।

নরসিংহ দেব ভণিতার শুধু একটী বাংলা পদ (১৫৮৪ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই নরসিংহ দেব কে ছিলেন, জানা যায় নাই। পদকল্পতরুতে 'নৃসিংহদেব' ভণিতাযুক্ত দুইটী ব্রজবুলীর তোটক-ছন্দের পদও উদ্ধৃত হইয়াছে। 'দেব' উপাধি দর্শনে উক্ত নৃসিংহকে আলোচ্য পদের রচয়িতা মনে করা যায় কি? আমরা অনেক সময়েই 'নৃসিংহ' নামটীকে যদৃচ্ছাক্রমে নরসিংহ (অপভ্রংশে নরসিং) রূপে উচ্চারিত করিতে দেখি। সুতরাং 'দেব' উপাধি-ধারী নরসিংহ দেব ও নৃসিংহ দেব স্বতন্ত্র দুই পদকর্ত্তা ছিলেন, এইরূপ অনুমান না করিয়া, উভয়বিধ ভণিতার পদগুলির রচয়িতাকে অভিন্ন পদ-কর্ত্তা বলিয়া মনে করাই বোধ হয় অধিক সঙ্গত হইবে।

নরসিংহ দেব

জগদ্বন্ধুবাবু তাঁহার উপক্রমণিকায় নিত্যানন্দের পরিকর কবিরাজ উপাধিধারী এক নৃসিংহদাসের ও উড়িষ্যাবাসী প্রদ্যুম্ন মিশ্র ওরফে নৃসিংহানন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। নৃসিংহ কবিরাজের কোনও পরিচয় তিনি দেন নাই। ভক্তিরত্নাকরের ১০ম তরঙ্গে শ্রীনিবাসাচার্য্যের খেতরীর সুপ্রসিদ্ধ মহোৎসব উপলক্ষে নরোত্তম ঠাকুরের আলয়ে গমন প্রসঙ্গে তাঁহার সহচর প্রধান শিষ্যগণের উল্লেখ আছে, উহাতে যে—"শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ মহাকবি সেহো। যাঁর ভ্রাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ তেঁহো॥" এই শ্লোক দৃষ্ট হয়, সম্ভবতঃ ইনিই পদকর্ত্তা নৃসিংহ দেব। ইঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নাই।

ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের ৫ম সংস্করণে পদকর্ত্তা নরসিংহ দেবের পরিচয় প্রসঙ্গে প্রেমবিলাস হইতে নিম্নলিখিত পয়ার ও পদকল্পতরু হইতে রাজা নরসিংহ ও রূপনারায়ণের উল্লেখযুক্ত গোবিন্দ দাসের একটা ভণিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"নরোত্তমের স্বগণ নরসিংহ মহাশয়।
দুরদেশ পক্কপল্লী যাঁর রাজ্য হয়॥"—প্রেমবিলাস।

"কমল ললিত চরণমধু পাওয়ে সোই সুজান, রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ গোবিন্দ দাস অনুমান" *।

ডক্টর সেন মহাশয়ের উল্লিখিত রাজা নরসিংহের পদকর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে তিনি কোনও প্রমাণ দিতে পারেন নাই। 'দেব' রাজা নরসিংহের কৌলিক উপাধি কি না, তাহাও নিশ্চিত জানা যায় নাই। সাধারণতঃ রাজারা সম্মানসূচক 'দেব' নামে সম্বোধিত হইয়া থাকেন; কিন্তু তা বলিয়া, রাজা নরসিংহ স্বরচিত পদে নিজকে 'দেব' বলিতে যাইবেন কেন? যাহা হউক, পরবর্ত্তী গবেষণাকারীদিগের অবগতির জন্য আমরা সেন মহাশয়ের মতটাও উদ্ধৃত করিলাম।

বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই ভণিতায় 'নরসিংহ' ও 'রূপনারায়ণ' মিথিলার রাজ-দ্বয় মনে করিয়া সেই সংস্রবে পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাসকেও মিথিলার অন্যতম কবি গোবিন্দ

* সেন মহাশয় বোধ হয়, শুধু স্মৃতি হইতে এই ভণিতাটী উদ্ধৃত করায়, উহাতে কয়েকটী ভুল রহিয়া গিয়াছে; পদকল্পতরুর ২৪১৬ সংখ্যক আলোচ্য পদের ভণিতা এইরূপ, যথা—

"কমলা-লালিত চরণ-কমল-মধু
পাওয়ে সোই সুজান।
রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ
গোবিন্দদাস অনুমান॥"—সম্পাদক

ঠাকুর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমরা 'গোবিন্দদাস' প্রসঙ্গে ভূমিকার ৭৩।৭৪ পৃষ্ঠায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি; এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

পদকল্পতরু গ্রন্থে 'নরহরি' ভণিতার মোটে ৩৬টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে।* বৈষ্ণব সাহিত্যে দুই জন পদ-কর্ত্তা নরহরি সমধিক বিখ্যাত। প্রথম শ্রীমহাপ্রভুর সম-সাময়িক অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীখণ্ডবাসী বৈদ্যজাতীয় সুপ্রসিদ্ধ নরহরি সরকার ঠাকুর। দ্বিতীয় "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থের প্রণেতা ঘনশ্যাম ওরফে নরহরি চক্রবর্ত্তী। ঘনশ্যাম নরহরি তাঁহার উক্ত গ্রন্থে নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

নরহরি

"নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্রে বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥"

জগদ্বন্ধু বাবুর মতে সম্ভবতঃ ১৫৮৬ শাকে অর্থাৎ ১৬৬৪ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-গ্রন্থকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর জন্ম হয়। ১৬৭৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার "কৃষ্ণভাবনামৃত" নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃতকাব্য ও ১৭০৪ খৃঃ অব্দে তাঁহার "সারার্থ-দর্শিনী"নাম্নী শ্রীমদ্ভাগবতের বিখ্যাত টীকা সমাপ্ত হয় এবং উহার অল্প কাল পরেই তিনি মানব-লীলা সংবরণ করেন। সুতরাং মোটামুটি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের মধ্য-ভাগ তাঁহার প্রাদুর্ভাব-কাল ধরিলে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথম-ভাগ তাঁহার শিষ্য পুত্র ঘনশ্যাম-নরহরির প্রাদুর্ভাব-কাল ধরা যাইতে পারে। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী 'ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি' নামে একখানা পদ-সংগ্রহ সঙ্কলিত করেন। উহাতে ঘনশ্যাম নরহরির কোনও পদ সংগৃহীত হয় নাই। পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের আন্দাজ ২০।২৫ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী পদ-কর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুরের জন্ম সম্ভবতঃ ১৬৯৮ কি ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে। সুতরাং তিনি প্রায় ঘনশ্যাম-নরহরির সম-সাময়িক ব্যক্তি। যখন তিনি 'পদামৃত-সমুদ্র' নামক প্রসিদ্ধ পদ-সংগ্রহ গ্রন্থের সঙ্কলন করেন, তখন পর্য্যন্ত ঘনশ্যাম-নরহরি বোধ হয়, কোনও পদ অথবা 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থের রচনা করেন নাই; অথবা করিয়া থাকিলেও উহা রাধামোহন জানিতে পারেন নাই; কেন না, তাহা হইলে পদামৃত-সমুদ্রে ভক্তিরত্নাকরের অন্তর্গত ঘনশ্যাম-নরহরির বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট পদ হইতে অন্ততঃ দুই চারিটা পদ উদ্ধৃত হওয়া একান্ত সম্ভবপর ছিল। পদামৃতসমুদ্রে 'নরহরি' ভণিতার কোনও পদই উদ্ধৃত হয় নাই।† এ অবস্থায় রাধামোহন ঠাকুরের অল্প বয়ঃকনিষ্ঠ এবং তাঁহার প্রায় সম-সাময়িক বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু গ্রন্থে ঘনশ্যাম-নরহরির কোনও পদ সংগৃহীত হইতে পারিয়াছে কি না, ইহা অনেকের নিকট সন্দেহের বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। আমরা ঘনশ্যাম প্রসঙ্গে ৮৬।৮৭ পৃষ্ঠায় বিশেষ আলোচনা দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, পদকল্পতরুর 'ঘনশ্যাম' ভণিতার পদগুলির সমস্তই গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজের রচিত। এ অবস্থায় পদকল্পতরুর 'নরহরি'-ভণিতার পদাবলীর মধ্যেও

* পদকল্পতরুর পদকর্ত্তৃ-সূচীতে ভুলে 'নরহরি' ভণিতার ২১২২ সংখ্যক পদের সংখ্যা পরিত্যক্ত হওয়ায় পদ-সমষ্টি ৩৬ স্থলে ৩৫ লিখা হইয়াছে।—সম্পাদক।

† স্বর্গগত রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের বহু অশুদ্ধিপূর্ণ মুদ্রিত 'পদামৃত-সমুদ্রে'র ৪২৭ পৃষ্ঠায় "কি হৈল কি হৈল মোরে কানুর পিরিতি" ইত্যাদি পদকল্পতরুর ৯২৬ সংখ্যক চণ্ডীদাসের প্রসিদ্ধ পদটা 'নরহরি'র নামে উদ্ধৃত হইয়াছে।—সম্পাদক।

নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচিত পদ সম্ভবতঃ স্থান পায় নাই, এইরূপ সন্দেহ আরও প্রবল হইবে বলা বাহুল্য। নরহরি সরকার ও নরহরি চক্রবর্ত্তী, উভয়েই ভণিতায় শুধু 'নরহরি' নাম দিয়াছেন; কেহই উপাধির উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং তাঁহাদের 'নরহরি' ভণিতার পদগুলি যে একত্রে মিশিয়া গিয়াছে এবং এখন উহা সহজে পৃথক্ করার উপায় নাই এবং ভাষা-গত ও ভাব-গত সূক্ষ্ম পার্থক্য অনুসারে বহু ক্লেশে সেগুলিকে পৃথক্ করা গেলেও সে সম্বন্ধে মত-ভেদের সম্ভাবনা থাকিয়া যাইবে, তাহা বলা বাহুল্য। 'মহাজন-পদাবলী', 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রসিদ্ধ সম্পাদক স্বর্গ-গত জগদ্বন্ধু বাবু যে, বৈষ্ণব-সাহিত্যের একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন, ইহা বলা অনাবশ্যক। অথচ এই 'নরহরি' ভণিতার শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলীর রচয়িতাদ্বয়ের নাম-বিভেদ করিতে যাইয়া, গৌরপদ-তরঙ্গিণীর পদ-কর্ত্তৃ-সূচীতে তিনিও কয়েক স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অনাবশ্যক বিবেচনায় আমরা এখানে তাঁহার সেই ভ্রম প্রদর্শনের চেষ্টা করিব না; তবে পদের ভাষা-গত ও ভাব-গত পার্থক্যের বিচার ছাড়া অন্য নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ অনুসারেও 'নরহরি' ভণিতার একটা পদ জগদ্বন্ধু বাবু কর্ত্তৃক নরহরি চক্রবর্ত্তীর নামে নির্দ্দিষ্ট হইলেও, উহা নরহরি সরকারের রচিত বলিয়াই যে নির্ণীত হইয়াছে, উহার একটা দৃষ্টান্ত দেখাইব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণি' গ্রন্থে ঘনশ্যাম-নরহরির কোনও পদ সংগৃহীত হয় নাই। ঐ গ্রন্থের ১৪ ক্ষণদার ৬ সংখ্যায় ও ২৭ ক্ষণদার ১ সংখ্যায় যে 'নরহরি' ভণিতার শুধু দুইটী মাত্র পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহার মধ্যে ১৪ ক্ষণদার ৬ সংখ্যক "রাইর বিপতি শুনি" ইত্যাদি পদ পদকল্পতরুতে নাই; ২৭ ক্ষণদার ১ সংখ্যক "গৌরাঙ্গ ঠেকিল পাকে" ইত্যাদি পদ পদকল্পতরুর ২১২২ সংখ্যক পদ বটে। এই পদ-দ্বয়ের সম্বন্ধে সুপণ্ডিত সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপদদাস বাবাজী মহাশয় তাঁহার পদকর্ত্তাগণের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, "নরোত্তম-বিলাসের নরহরি, কি অদ্বৈতবিলাসের নরহরি এই পদ দ্বয়ের প্রণেতা হইতে পারেন না; কারণ, তাঁহারা এই গ্রন্থকারের পরবর্ত্তী।" আমরাও বাবাজী মহাশয়ের এই মতের অনুমোদন করি। কেন না, ঘনশ্যাম-নরহরি তাঁহার পিতার গুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর জীবিত কালে পদ-রচনা করিয়া থাকিলে, তিনি পিতার গুরুর নিকট সুপরিচিত থাকায় তাঁহার অন্ততঃ কয়েকটা উৎকৃষ্ট পদও গীত-চিন্তামণিতে উদ্ধৃত না হওয়া একান্তই অসম্ভব মনে হয়। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর কিছু পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুরের সংগ্রহ-গ্রন্থেও যখন নরহরির কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই, তখন ক্ষণদা-গীত-চিন্তামণিতে তাঁহার পদ থাকা একান্ত অসম্ভব বটে। যাহা হউক, জগদ্বন্ধু বাবুর সহিত অল্প কয়েকটা পদ লইয়া মতভেদ হইলেও অধিকাংশ পদ সম্বন্ধে আমরা এক-মত। আমরা পদকল্পতরুর উক্ত ৩৬টী পদের রচয়িতাদ্বয়ের নাম ও পদ-সংখ্যা নিম্নে নির্দ্দেশ করিলাম, যথা—

নরহরি (সরকার ঠাকুর)—১০০। ৩০৭। ৩১৬। ৪০৮। ৪২১। ৭৯৯। ৮২০। ৮৩২। ৮৩৩। ৮৪০। ৮৪৯। ৮৫৩। ১৬৪৩। ১৭০৭। ১৭২৯। ১৭৪৬। ১৯০২। ১৯০৮। ১৯৭০। ২১২২। ২২৪১। ২২৫.। ২২৮৮। ২২৯০। ২২৯৪।

নরহরি (চক্রবর্ত্তী)—১৩। ১৪। ৩৮২। ১৫৫৯। ১৫৬০। ১৫৬৩। ১৫৬৪। ১৫৬৬। ২০৯৭। ২০৬৯। ২৩৭১।

নরহরি সরকার সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ-রচনার তিনিই আদি-প্রবর্ত্তক। এই প্রবাদ প্রকৃত বলিয়াই মনে হয়। কারণ, সরকার ঠাকুর তাঁহার একটী পদে বাংলা-ভাষায় গৌরাঙ্গ-লীলা-বিষয়ক পদ-রচনার কৈফিয়ৎ দিতে যাইয়াই যেন লিখিয়াছেন,—

পাহিড়া

"গৌরলীলা দরশনে, ইচ্ছা বড় হয় মনে, ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি ত অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম, কেমন করিয়া তাহা লিখি॥

এ গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনো জন্মে নাই সে, জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু ।
ভাষায় রচনা হৈলে, বুঝিবে লোক সকলে, কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পহু ॥
গৌরগদাধরলীলা, আদ্রব করয়ে শিলা, কার সাধ্য করিবে বর্ণন ।
সারদা লিখেন যদি, নিরন্তর নিরবধি, আর সদাশিব পঞ্চানন ॥
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি, প্রকাশ করয়ে প্রভুলীলা ।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ, গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা ॥"

নরহরির ভণিতার "গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা" উক্তি দর্শনে কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, তিনি সম্ভবতঃ গৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে কোনও কড়চা গ্রন্থেরও রচনা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু সেরূপ কোনও গ্রন্থ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সংস্কৃত 'গ্রন্থ' শব্দটী শ্লোক বা কবিতা অর্থেও অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। এখানেও "কিছু কিছু পদ লিখি" ইত্যাদি উক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য 'গ্রন্থ' শব্দের অর্থে স্বতন্ত্র কড়চা না বুঝিয়া, কবিতা বা পদ অথবা বড় জোর ঐ সকল পদের সংগ্রহাত্মক গ্রন্থই বুঝিতে হইবে।

নরহরি সরকার ঠাকুরের যে সকল পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার সমস্তই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক। তিনি ব্রজলীলা সম্বন্ধে কোন পদ রচনা করিয়াছিলেন কি না, জানা যায় না। নরহরির গৌরাঙ্গলীলার পদাবলী সম্বন্ধে আর একটা বিশেষ জ্ঞাতব্য কথা এই যে, তাঁহার পদেই নদীয়ানাগরীর প্রেমের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার শিষ্য প্রসিদ্ধ লোচনদাসের পদে এবং নরহরি চক্রবর্তীর পদে এই নাগরীর প্রেমোচ্ছ্বাসবর্ণনা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নদীয়ালীলার পদে একটা অপ্রত্যাশিত নূতন ভাবোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরা যথাস্থানে উহার আলোচনা করিব। এখানে শুধু বিষয়টার একটু উল্লেখ করিয়া রাখিলাম।

জগদ্বন্ধু বাবুর মতে আনুমানিক ১৪০০ শাকে অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রভুর জন্মের সাত বৎসর পূর্ব্বে সরকার ঠাকুর শ্রীখণ্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল নারায়ণ। নরহরির মুকুন্দ নামে এক জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। ইনি গৌড়ের বাদশাহের অন্যতম প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। বৈষ্ণব ইতিহাসে প্রসিদ্ধ রঘুনন্দন সরকার ঠাকুর এই মুকুন্দের পুত্র। নরহরি সরকার ঠাকুর আকুমার বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার রচিত "ভক্তি-চন্দ্রিকা-পটল" ও "ভক্তামৃত অষ্টক" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ-দ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। সরকার ঠাকুর নবদ্বীপে থাকিয়া টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করার সময়েই তাঁহার সহিত শ্রীমহাপ্রভুর আলাপ পরিচয় ও ক্রমে বন্ধুতা সঙ্ঘটিত হয়। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল ও চৈতন্য-চরিতামৃতের স্থানে স্থানে সরকার ঠাকুরের উল্লেখ থাকিলেও, দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত-ঘটিত কোন কথা পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ বৈষ্ণবগ্রন্থকারগণ মানব-জীবনের সাধারণ ঘটনা-সমূহের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিতেন না। এ জন্যই বহু সহচর, অনুচর ও অন্তরঙ্গ ভক্ত সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ বিদ্যমান থাকিতেও, অন্যের কথা দূরে থাকুক, শ্রীমহাপ্রভুর জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর দৈনন্দিন বিবরণও কেহ লিখিয়া রাখার চেষ্টা করেন নাই। সে সময়ে জীবন-চরিত্রের আদর্শই অন্যরূপ ছিল; সে জন্য এখন আক্ষেপ করিয়া ফল নাই। কবিত্ব হিসাবে সরকার ঠাকুরের পদাবলীর বিশেষ কোনও গৌরব নাই; মহাপ্রভুর সম-সাময়িক অন্যতম ভক্ত বাসুদেব ঘোষের গৌর-লীলা-পদাবলীর ন্যায় শুধু বিষয়-মাহাত্ম্যেই সেগুলির সর্ব্বত্র সমাদর।

নরহরি সরকার ঠাকুরের সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায়, "ভক্তিরত্নাকর," "নরোত্তম-বিলাস" প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও 'গীত-চন্দ্রোদয়', 'গৌর-চরিত-চিন্তামণি' নামক পদ-সংগ্রহ-গ্রন্থের প্রণেতা প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা ঘনশ্যাম-

নরহরির সম্বন্ধে ততটুকুই জানা যায় না। তিনি বৈষ্ণবোচিত বিনয় হেতু নিজের সম্বন্ধে কোনও কথা লিখিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। তবে তাঁহার ভক্তিরত্নাকরের লিখিত—

"গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন।
মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্র দিন॥"

উক্তি হইতে জানা যায় যে, তিনি ঐ গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্ব্বেই গৃহাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি বৃন্দাবনে যাইয়া কিছু কাল বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ বিগ্রহ গোবিন্দজীর সূপকারের কার্য্য করেন। বলা বাহুল্য যে, নরহরি চক্রবর্ত্তীর ন্যায় একজন সুবিজ্ঞ উদাসীন ব্যক্তি বেতন গ্রহণে এই কার্য্য করেন নাই। তিনি কোনও অজ্ঞাত কারণে অবশ্যই ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবেই ঐ সেবা-কার্য্য সুসম্পাদিত করিয়াছিলেন।

নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচিত পদাবলীর কবিত্ব সম্বন্ধে সমালোচকগণের মধ্যে যথেষ্ট মত-ভেদ থাকিলেও সুখের বিষয় যে, তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি-মন্দির "ভক্তি-রত্নাকর" সম্বন্ধে কোনও মতভেদ দেখা যায় না। সকল সমালোচকই মুক্তকণ্ঠে এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে বৃন্দাবন-পরিক্রমা, নদীয়া পরিক্রমা ও সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রের অপূর্ব্ব গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণ ইত্যাদি বহু অবান্তর বিষয় সহ শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী যুগের প্রধান বৈষ্ণব-আচার্য্য শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ পুরীর চরিত্র সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। নরহরি চক্রবর্ত্তী ভক্তি-রত্নাকরের দ্বাদশ তরঙ্গে নয়টি গ্রামের সমষ্টি নবদ্বীপের পরিক্রমা প্রসঙ্গে উক্ত গ্রাম-সমূহের ভৌগোলিক অবস্থান ও আদিম বৃত্তান্তের যে অপূর্ব্ব বিবরণ দিয়াছেন, উহা সুবিজ্ঞ বাঙ্গালী গ্রন্থকারের পক্ষে তেমন গবেষণাসূচক মনে নাও হইতে পারে; কিন্তু তিনি ঐ গ্রন্থের সুদীর্ঘ পঞ্চম তরঙ্গে ব্রজ-মণ্ডলের এবং রাস-স্থলী দর্শন প্রসঙ্গে সঙ্গীত শাস্ত্রের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, উহাতে তাঁহার অসাধারণ শাস্ত্র-জ্ঞান ও সুনিপুণ গবেষণার উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি ১২শ তরঙ্গের নবদ্বীপ-পরিক্রমা প্রসঙ্গে শ্রীমহাপ্রভুর বাল্য-লীলা, বিদ্যারম্ভ, দিগ্বিজয়ীর সহিত বিচার, উপনয়ন, বিবাহ, সংকীর্ত্তন প্রচার পর্য্যন্ত যাবতীয় আদি-লীলার সুন্দর ও সংক্ষিপ্ত বর্ণন করিতে যাইয়া, ঐ তরঙ্গে স্ব-রচিত বহু পদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তদ্রূপ ৫ম পল্লবেও শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাস, অষ্টকালীয় নিত্য-লীলা, ঝুলন ও হোরি-লীলার বর্ণন-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বহু স্বকৃত পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এখন ঘনশ্যাম-নরহরির কবিত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে নরহরির ভক্তিরত্নাকরের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পদাবলীর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই; তবে তাঁহার "গৌর-চরিত-চিন্তামণি" হইতে একটী সুললিত বাংলা পদ উদ্ধৃত করিয়া, উহার ভাষার লালিত্য ও বর্ণনার মাধুর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। সহৃদয় সমালোচক স্বর্গ-গত ক্ষীরোদ-চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় নরহরির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"নরহরি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। তাঁহার লেখা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মত প্রাঞ্জল বা ভাব তেমন প্রগাঢ় না হইলেও জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাস অপেক্ষা ন্যূন নহে, তাঁহার রচনায় নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে।" জগদ্বন্ধু বাবু এই সমালোচনার খুঁত ধরিয়া লিখিয়াছেন,—"প্রাচীন বাঙ্গালা কবিদিগের শ্রেণীবিভাগ করিতে হইলে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে প্রথম শ্রেণীর কবি, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু ঘনশ্যাম যদি ঠিক তার পরের অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হয়েন, তবে গোবিন্দদাস কোন্ শ্রেণীর কবি? তাঁহারা * যদি প্রথম শ্রেণীর কবি হয়েন, তবে ঘনশ্যামের লেখা যখন তাঁহাদের অপেক্ষা "ন্যূন নহে" অর্থাৎ "তুল্য" বা "শ্রেষ্ঠ," তখন জ্যামিতির সূত্র অনুসারে, ঘনশ্যামও

* 'তাঁহারা' অর্থাৎ গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাস।—সম্পাদক।

প্রথম শ্রেণীর বা তদপেক্ষাও উচ্চ শ্রেণীর কবি, দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি নহেন। আর তাঁহারা যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি হয়েন, তবে হয় ঘনশ্যাম দ্বিতীয় শ্রেণীর, নয় প্রথম শ্রেণীর কবি। ইহাতে স্পষ্ট দেখা গেল, রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় বাক্য হয় নিরর্থক, নয় সার্থক হইয়াও অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট।" জগদ্বন্ধু বাবু ক্ষীরোদ বাবুর—"তাঁর রচনায় নরচরিত্রের স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে।"—এই মন্তব্য সম্বন্ধেও ত্রুটি ধরিয়া অনেক বাহুল্য কথা লিখিয়াছেন এবং পরিশেষে নিজে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন,—"আমাদের মত এই যে, ঘনশ্যাম, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ত্রিসীমায়ও যাইতে যোগ্য নহেন। গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের কোন কোন পদের সহিত তাঁহার পদের নিকট সাদৃশ্য থাকিলেও মোটের উপর তাঁহাদিগের তুল্যাসনেও ইনি বসিবার যোগ্য নহেন। রায় শেখর, লোচন দাস, বাসুদেব ঘোষ, বলরাম দাস ও রাধামোহন দাসও ঘনশ্যামের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি। তবে ঘনশ্যামের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি দেশ কাল পাত্রানুসারে যখন যেরূপ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই সিদ্ধ-মনোরথ হইয়াছেন।"

অপিচ—"ঘনশ্যামের প্রধান দোষ এই যে, ইহাঁর পদগুলি সর্ব্বত্র প্রাঞ্জল ও সরল নহে; অনেক স্থানে বড় খটমট লাগে।"

আমরা উক্ত মতদ্বয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলীর ভূমিকায় সংক্ষেপে যাহা লিখিয়াছি, এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলেই আমাদের মত ব্যক্ত হইবে, যথা—

"আমরা ক্ষীরোদ বাবু ও জগদ্বন্ধু বাবু উভয়ের উক্তিই কিছু সত্য ও কিছু অতিরঞ্জিত বিবেচনা করি। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরেই যে জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের স্থান, তাহাতে মত-ভেদ নাই। এ অবস্থায় জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসকে প্রথম-শ্রেণীর শেষ কবিদ্বয়—কিংবা দ্বিতীয়-শ্রেণীর প্রথম কবি-দ্বয় বলা হইবে, তাহা লইয়া কথার কাটাকাটি করিয়া ফল নাই। নরহরি চক্রবর্ত্তীর শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক, বিশেষতঃ নদিয়া-নাগরীর উক্তি পদগুলিতে প্রায় লোচনদাসের ধামালীর পদগুলিরই মত একটা যে অনন্য-সাধারণ ও অপূর্ব্ব "নর-চরিত্রের স্বাভাবিকতা" আছে, তাহা রসজ্ঞ কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। (নরহরি) "দেশকাল-পাত্রানুসারে যখন যেরূপ বর্ণন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই সিদ্ধমনোরথ হইয়াছেন"—জগদ্বন্ধু বাবুর এই উক্তির দ্বারা প্রকারান্তরে ক্ষীরোদ বাবুর স্বল্পাক্ষর-বর্ণিত "নর-চরিত্রের স্বাভাবিকতা"ই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া নরহরি চক্রবর্ত্তীকে জ্ঞানদাসের সমকক্ষ বলা যাইতে পারে না। নরহরির পদে শ্রেষ্ঠ কবিতা-সুলভ ব্যঞ্জনা বা ভাবোৎকর্ষ নাই বলিলেও হয়; উহা লইয়াই কিন্তু কাব্যের শ্রেষ্ঠতার বিচার করা আবশ্যক। জগদ্বন্ধু বাবু যে বাসুদেব ঘোষ ও রাধামোহন ঠাকুরকে নরহরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াছেন—ইহাও স্বীকার করা যায় না। বাসুদেব ঘোষের পদাবলীর যাহা কিছু মূল্য—ঐতিহাসিক হিসাবে, সেগুলির কবিত্বের বিশেষ কোন প্রশংসা করা যায় না। রাধামোহনের সংস্কৃত, ব্রজবুলি ও বাংলা রচনা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচায়ক হইলেও তাহাতে কবিত্বের পরিচয় অল্পই পাওয়া যায়। বাসুদেব ঘোষ ও রাধামোহন অপেক্ষা কবিত্ব হিসাবে জগদ্বন্ধু বাবুর উল্লিখিত শুধু রায় শেখর, লোচনদাস ও বলরামদাস নহে—অনন্ত, উদ্ধব, বংশীবদন, বসু রামানন্দ, বসন্ত রায় প্রভৃতি বহুসংখ্যক কবিকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হয়। ইহাঁদিগের সকলের রচনায়ই অল্পাধিক ব্যঞ্জনা-পূর্ণ কবি-কল্পনার (imagination) বিচিত্র-লীলা দেখা যায়। নরহরির রচনায় সতর্ক অনুধাবন (keen observation) কবি-কল্পনার অল্পতা অনেক পরিমাণে পূর্ণ করিয়া থাকিলেও উভয়ের পার্থক্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না।"

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের ন্যায় নরহরি চক্রবর্ত্তীরও উচ্চ অঙ্গের কবি-কল্পনার পরিবর্ত্তে লোক-চরিত্র-জ্ঞান প্রচুর-মাত্রায় ছিল; তাই তিনি প্রায় সর্ব্বত্রই বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের ন্যায় নর-চরিত্রের স্বাভাবিকতা পূর্ণ-মাত্রায়

রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। আমরা দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিব, এরূপ স্থান নাই, কৌতূহলী পাঠক 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থের "নাগরীর পদ" শীর্ষক দ্বিতীয় উচ্ছ্বাসের ৮৬—১১৩ সংখ্যক ও ১২০—১৮০ সংখ্যক প্রাঞ্জল ও সুললিত বাংলা পদগুলি পাঠ করিলেই নরহরির বর্ণনার স্বাভাবিকতার সুন্দর পরিচয় পাইবেন।

উপসংহারে জগদ্বন্ধু বাবুর আরোপিত ঘনশ্যামের প্রধান দোষ—প্রাঞ্জলতা ও সরলতার অভাব সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলা অসঙ্গত হইবে না। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবিরা ব্রজবুলী ভাষায় যে সকল পদ-রচনা করিয়াছেন, সেই সকল পদ অপেক্ষাকৃত অস্বাভাবিক ও অপরিচিত ভাষায় রচিত বলিয়া সাধারণ পাঠকের নিকট অনেক স্থলেই কঠিন বলিয়া বিবেচিত হয়। ঘনশ্যাম নরহরির সম্বন্ধেও ইহাই প্রকৃত তথ্য বটে। তাঁহার ব্রজ-বুলীর পদ অধিকাংশ স্থলেই ব্রজ-মণ্ডলের খাঁটি ব্রজ-ভাষায় রচিত। তিনি বৃন্দাবন বাস করা কালে বোধ হয়, বিশেষ যত্ন-সহকারে ব্রজ-ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাই আমরা তাঁহার রচনায় অনেক স্থলেই তথাকথিত ব্রজ-বুলীর বা মৈথিল-ব্রজভাষামিশ্রিত কৃত্রিম ভাষার পরিবর্ত্তে 'তৎসম' শব্দ-বহুল ব্রজ-ভাষার ব্যবহার দেখিতে পাই। হিন্দী-ভাষার প্রাদেশিক রূপান্তরগুলির (dialects) মধ্যে ব্রজমণ্ডলের ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর বলিয়া সমস্ত হিন্দুস্থানে স্বীকৃত হইলেও, ঐ ভাষার সহিত স্বল্প-পরিচিত বাঙ্গালীর নিকট উহা যে অনেক স্থলেই জটিল ও 'খটমট' বিবেচিত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় নাই। আমাদের বিবেচনায় নরহরি চক্রবর্ত্তীর এই শ্রেণীর পদগুলি ব্রজ-ভাষায় অভিজ্ঞ পাঠকদিগের অপ্রীতি-জনক না হইয়া, বরং তাঁহাদের বিশেষ প্রীতি-জনকই হইবে।

আমরা ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী' হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহের অধিবাস-বর্ণনার একটা পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, যথা—

"হোত শুভ অধিবাস শুভ-খণে
গগনে সুরগণ মগন গণ সনে
পরসপর বহু চরিত ভণি অনি-
বার মুদ-মতি গতি নয়ী।
গৌর রসময় রসিক-শেখর
সরস আসনে বিলসে রুচির
(কর) কনক দরপণ দরপ-ভর-হর
মৃদুল তনু মনমথ জয়ী॥
বদন-বিধু বিধু-গরব-ভঞ্জন
হাস মৃদু মৃদু হৃদয়-রঞ্জন
মঞ্জু দিঠি-যুগ-কঞ্জ ঝলকত
ভালে তিলক সুশোহয়ে।
ভুজগ ভুজ-বর বক্ষ পরিসর
ক্ষীণ কটি প্রতি-অঙ্গ সুরুচির
চিকণ চাঁচর চিকুর নিরুপম
ভুবন-জন-মন মোহয়ে॥
ঐছে মাধুরি হেরি গুণিগণ
মানি সুকৃতি উছাহে ঘন ঘন

বিবিধ রাগ অলাপি গায়ত
বীণ গহি শ্রুতি সরসায়ে।
সুঘড় বাদক-বৃন্দ ভায়ত
মধুর মৃদঙ্গ মুরজ বায়ত
থোঙ্গ থোঙ্কন ঝিকি কু ঝাঙ্কিট
ঠিটি ঠি ঠন নন ন নায়ে॥
নটত নর্ত্তক হস্ত-অভিনয়
ললিত ভঙ্গি বিথারি অতিশয়
বদত তক তক থৈত থৈতত
ধা ধি লিলি লিলি লললঈ।
নিরত জয় জয় শবদ ভুবি ভরু
ভূরি ভূসুব বেদ-ধনি করু
দেত উলু-লুলু নারি-গণ ঘন-
শ্যাম-হিয় সুখে উথলঈ॥"

এই বিষম-মাত্রিক গণ-সমূহ দ্বারা গ্রথিত হিন্দীর 'কবিত্ব'-ছন্দ অথবা দীর্ঘ-চৌপদীর পদের প্রত্যেক অর্দ্ধ-কলিতে—

৩+৪+৩+৪
৩+৪+৩+৪
৩+৪+৩+৪
৩+৪+৫

অর্থাৎ মোটে ৫৪ মাত্রা আছে। এই ছন্দের গতি উত্তম-রূপে লক্ষ্য করিতে না পারায়ই জগদ্বন্ধু বাবুর গৌরপদতরঙ্গিণী ও রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের ভক্তি-রত্নাকরে ছন্দের অনেক অশুদ্ধি ঘটিয়াছে; অনাবশ্যক বোধে এখানে সে সকল ভুল প্রদর্শিত হইল না। আমরা পদটীর অশুদ্ধি সংশোধিত করিয়াই উদ্ধৃত করিলাম।

জগদ্বন্ধু বাবুর মতে নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচিত 'ছন্দ-সমুদ্র', 'পদ্ধতি-প্রদীপ', 'শ্রীনিবাস-চরিত' নামক আরও কয়েকখানা গ্রন্থ আছে। তিনি লিখিয়াছেন,—"ছন্দ-সমুদ্র পাঠ করিলে ইঁহার সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।" আমরা 'ছন্দ-সমুদ্র' দেখি নাই; সুতরাং উহাতে সংস্কৃত-ছন্দঃ, ভাষা-ছন্দঃ কিংবা উভয়-বিধ ছন্দঃ আলোচিত হইয়াছে, বলিতে পারি না। জগদ্বন্ধু বাবু এই অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই। যাহা হউক, নরহরি চক্রবর্ত্তীর বহুবিধ ছন্দে গ্রথিত বিচিত্র পদাবলী পড়িয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, তিনি একজন উৎকৃষ্ট ছন্দোবিৎ ছিলেন, তাঁহার পদাবলীর ছন্দ নিখুঁৎ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যদিও দুঃখের বিষয় যে, সংশোধনের ত্রুটি হেতু মুদ্রিত ভক্তি-রত্নাকর ও গৌরপদ-তরঙ্গিণীর নরহরি-পদাবলীতে ছন্দের অনেক অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে।

নরোত্তম নরোত্তম দাস শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী যুগের একজন প্রধান বৈষ্ণব আচার্য্য ও পদ-কর্ত্তা। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইনি 'ঠাকুর মহাশয়' নামে প্রসিদ্ধ। জগদ্বন্ধু বাবু গৌরপদ-তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায় ইঁহার সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, আমরা নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"রাজসাহী জেলায় গোপালপুর নামে এক বৃহৎ পরগণা ছিল, উহার অধিপতি ছিলেন—উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলোদ্ভব দত্ত-বংশীয় রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত। গোপালপুর মধ্যে বোয়ালিয়ার উত্তর-পশ্চিমাংশে ছয় ক্রোশ এবং পদ্মানদীর তীরস্থ প্রেমতলী হইতে উত্তর পূর্ব্বাংশে অর্দ্ধ ক্রোশ ব্যবধানে খেতুরী নামক স্থান কৃষ্ণানন্দের রাজধানী ছিল। এই কৃষ্ণানন্দের ঔরসে ও নারায়ণী দাসীর গর্ভে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নরোত্তম ঠাকুরের জন্ম হয়। পুরুষোত্তম দত্ত নামে কৃষ্ণানন্দের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার সন্তোষ দত্ত নামে এক পুত্র ছিল। নরোত্তম বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মানুরক্ত, ভোগ-বিলাস-বিরহিত ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সন্তোষ দত্তের হস্তে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার ও বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন। সুতরাং সন্তোষ দত্তই গোপালপুরের রাজা হইলেন। কেহ কেহ সন্তোষ দত্তের নাম বসন্ত দত্ত কহেন এবং বলেন যে, তিনি শিয়ালা নামক স্থানে বসন্তপুর নামে এক নগর স্থাপন করেন। তাহার বর্ত্তমান নাম শিয়ালা বসন্তপুর। এই গ্রাম খেতুরী হইতে অধিক দূর নহে। অনেক সেবা শুশ্রূষার পর নরোত্তম বৃন্দাবনবাসী লোকনাথ গোস্বামীকে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। পরে ১৫০৪ শকে লোকনাথ গোস্বামীর অনুমতি-ক্রমে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্যামানন্দ পুরীর সঙ্গে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। পূর্ব্বোক্ত খেতুরী গ্রামের অনুমান এক ক্রোশ দূরে নরোত্তম ঠাকুরের 'ভজন-খুলি' বা ভজনালয় ছিল; এই স্থান এখন 'ভজনটুলি' নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থলে নরোত্তমের জন্য এক 'ভজনবেদিকা' ও 'ভজনাসন' প্রস্তুত হয়। উহাতে বসিয়া তিনি প্রত্যহ ভজন সাধন করিতেন। স্বদেশ-প্রত্যাগমনের কিছু দিন পর তাঁহার ইচ্ছাক্রমে রাজা সন্তোষ দত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধারমণ ও রাধাকান্ত নামে ছয়টী বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে সপ্ত দিবস-ব্যাপী এক সুবৃহৎ মহোৎসব হয়; যাহা বৈষ্ণব-জগতে "খেতরীর মহোৎসব" নামে খ্যাত। এই মহোৎসবে দেনুড় হইতে বৃন্দাবন দাস, বুধরী হইতে রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ, যাজিগ্রাম হইতে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও গোকুলদাস, শ্রীখণ্ড হইতে জ্ঞানদাস ও নরহরি সরকার ও একচক্রা হইতে পরমেশ্বরী দাস প্রভৃতি মহান্ত, ভক্ত মনোহর দাস, পদকর্ত্তা ও কীর্ত্তনিয়ার সমাগম হয়। এই জন্য বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন,—"এই উৎসব অতীত ইতিহাসের দুর্নিরীক্ষ্য ও অচিহ্নিত রাজ্যের একটি পথপ্রদর্শক আলোকস্তম্ভস্বরূপ; ইহার প্রভাবে আমরা সমাগত অসংখ্য বৈষ্ণবের মধ্যে পরিচিত কয়েক জন শ্রেষ্ঠ লেখককে অনুসরণ করিতে পারি। * * এই উৎসব উপলক্ষে অনেক বৈষ্ণব-লেখকের সময় নিরূপিত হইয়াছে।" এই উৎসব যে কি এক অদ্ভুত, অলৌকিক, অসাধারণ ব্যাপার, তাহা ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ-কৃত নরোত্তমচরিত পাঠ না করিলে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই।

"উপরোক্ত ছয় বিগ্রহের মধ্যে রাধারমণ বিগ্রহকে নরোত্তম স্বীয় প্রধান শিষ্য সয়দাবাদনিবাসী শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীকে দান করেন। জেলা মুরশিদাবাদ বালুচরে শ্রীগোকুলানন্দ গোস্বামীর গৃহে অধুনা এই বিগ্রহের সেবা হয়। শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তর্দ্ধানের অব্যবহিত পরে, শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রায় সমকালে ঠাকুর নরোত্তমের আবির্ভাব হয়। অদ্যাপি বর্ষে বর্ষে কার্ত্তিকী চতুর্দ্দশীতে খেতুরীতে এক মহামেলা হয়; তাহাতে বহু লোক আগমন করেন। নরোত্তমের জীবনে অনেক অলৌকিক ব্যাপার দেখা যায়; আমরা তত্তাবতের উল্লেখ করিলাম না। কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকেরা প্রেমবিলাস, শ্রীনিবাসচরিত্র, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিবেন।

"ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত গ্রন্থগুলির নাম—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সিদ্ধভক্তিচন্দ্রিকা, রসভক্তিচন্দ্রিকা, সদ্ভাব-চন্দ্রিকা, স্মরণমঙ্গল, কুঞ্জবর্ণন, রাগমালা, সাধনভক্তিচন্দ্রিকা, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, চমৎকারচন্দ্রিকা, সূর্য্যমণি, চন্দ্রমণি, প্রেমভক্তিচিন্তামণি, গুরুশিষ্যসংবাদ ও উপাসনা পটল। কিন্তু "প্রার্থনা" নামক গ্রন্থের জন্যই নরোত্তম সাহিত্য-জগতে ও বৈষ্ণব-জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ফলতঃ ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনার ন্যায় প্রাণস্পর্শী, হৃদয়দ্রব-

কারী, চিত্ত-উন্নতকারী প্রার্থনা জগতের কোন ভাষায় ও কোন ধর্ম্মে আছে কি না, সন্দেহ। আবার নরোত্তমের "হাটপত্তন" নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধই বা কি সুন্দর, কি ভাবশুদ্ধ, কি মনোহারী! যেন সমস্ত বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সারাংশ নিষ্কাসিত করিয়া ঐ 'হাটপত্তনের' পত্তন হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত হাটপত্তনের বহু অনুকরণ হইয়াছে, আমরা মূলগ্রন্থের টীকায় কয়েকটীর উল্লেখ করিয়াছি। অনেক সাধু বৈষ্ণবের মুখে শুনিয়াছি, ঐ হাটপত্তন পাঠ করিলে সমগ্র চৈতন্য-ভাগবত ও চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠের ফললাভ করা যায়। নরোত্তম দাস এক অসাধারণ ক্ষমতাবান্ পুরুষ ছিলেন। মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর ঈদৃশ অসাধারণ ব্যক্তি বঙ্গভূমে আর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, সন্দেহ। এই জন্য ইহাঁকে অনেকে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। রামচন্দ্র কবিরাজ এই নরোত্তমের হৃদয়-বন্ধু ছিলেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, "উভয়ে এত প্রীতি ছিল যে, স্ত্রী-স্বামী বা কোন যুবক-যুবতীর মধ্যে তাদৃশ প্রণয় পরিদৃষ্ট হয়না।"

মুশলমানদিগের পক্ষে কোরাণ অথবা খৃষ্টীয়ানদিগের পক্ষে বাইবেলের ন্যায় নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা-পদাবলী বাঙ্গালার ভক্ত বৈষ্ণবদিগের নিত্যপাঠ্য। সুতরাং বৈষ্ণব-প্রবর জগদ্বন্ধু বাবু যে, ঐ পদাবলীর এরূপ উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে খুব স্বাভাবিক বটে। বস্তুতঃ ঐ প্রার্থনা-পদাবলী ভক্তির প্রগাঢ়তা ও ভাবোচ্ছ্বাসের আন্তরিকতার জন্য সকল সম্প্রদায়ের লোকেরই সমাদরের যোগ্য হইলেও, উহাতে বিশেষ-ভাবে পদ-কর্ত্তার ব্রজবাসের ও সখীর অনুগা-রূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিভৃত-সেবার বাসনা উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় প্রকটিত হওয়ায়, উহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পক্ষে যেরূপ উপযোগী, অন্যের পক্ষে সেরূপ নহে। যাহা হউক, নরোত্তম ঠাকুর যে তাঁহার এই প্রার্থনা-পদাবলীর জন্য বৈষ্ণব-সাহিত্যে অমর হইয়াছেন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনা-পদাবলীর অনেক সংস্করণ বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ও শ্রীযুক্ত নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের সম্পাদিত সংস্করণ দুইখানিই উৎকৃষ্ট। উহাতেব সংগৃহীত হয় নাই, এরূপ আরও ১৪টী অপ্রকাশিত প্রার্থনার পদ আমরা প্রাচীন পদাবলীর নানা পুথি হইতে সংগৃহীত করিয়া "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছি। নরোত্তম ঠাকুর নিজে তাঁহার প্রার্থনার পদগুলি কোনও গ্রন্থের আকারে সংগ্রথিত করিয়া গিয়াছিলেন, এরূপ বিবেচনা হয় না। কারণ, এখন তাঁহার প্রার্থনা-পদাবলীর যে সকল পুরাতন হস্তলিখিত পুথি পাওয়া যায়, সেই সকলের মধ্যে পদের সমষ্টি বা সন্নিবেশে ঐক্য দেখা যায় না। আমাদের বিবেচনা হয়, পরবর্ত্তী সময়ে নানা ব্যক্তির দ্বারা নানা ভাবে তাঁহার প্রার্থনা-পদাবলী গ্রন্থাকারে একত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

নরোত্তমের প্রার্থনা-পদাবলীর সম্বন্ধে আমরা জগদ্বন্ধু বাবুর সহিত প্রায় একমত হইলেও, দুঃখের বিষয় যে, আমরা নরোত্তমের নামে প্রচারিত "হাট-পত্তন" নামক পঁয়তাল্লিশটী শ্লোক-পূর্ণ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানার সম্বন্ধে জগদ্বন্ধু বাবুর অতিরিক্ত প্রশংসার সমর্থন করিতে পারি না। এই গ্রন্থে হাট-পত্তনের রূপক ছলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচারের যে সরস বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, উহা বেশ সার-গর্ভ, কৌতূহলজনক ও উপভোগ্য বটে, কিন্তু "যেন সমস্ত বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সারাংশ নিষ্কাসিত করিয়া, ঐ হাট-পত্তনের পত্তন হইয়াছে"—এরূপ মনে করার কারণ দেখা যায় না। আদৌ উহা বৈষ্ণবচূড়ামণি নরোত্তম ঠাকুরের রচিত কি না, সে বিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ আছে। হাট-পত্তনের নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দেখুন,—

"প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈলা গৌরহরি।
রামানন্দ সঙ্গে দেখা তীর্থ গোদাবরী॥
হাট করি লেখা জোখা তুমার করিয়া।
রামানন্দের কণ্ঠে থুইল ভাণ্ডার পুরিয়া॥

সনাতন রূপ যবে আসিয়া মিলিলা।
ভাণ্ডার স্মঙরি রূপ মোহর করিলা॥
মোহর লইয়া রূপ করিলা গমন।
প্রভু পাঠাইলা তাঁরে শ্রীবৃন্দাবন॥
তাহাঁ যাঞা কৈলা রূপ টাকশাল পত্তন।
কারিগর আইল যত স্বরূপের গণ॥
কারিগর হঞা রূপ অলঙ্কার কৈলা।
ঠাকুর বৈষ্ণব যত হৃদয়ে ধরিলা॥
সোহাগা মিশ্রিত কৈলা রস পরখিয়া।
গলিত কাঞ্চন ভেল প্রকাশ নদীয়া॥
পাঁজা করি শ্রীরূপ গোসাঞী যবে থুইলা।
শ্রীজীব গোসাঞী তাহা গড়ন গড়িলা॥
থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল।
সদাগর হৈয়া কেহ বেতন লইল॥
নরোত্তম দাস আর শ্রীশ্রীনিবাস।
অলঙ্কার ঝালাইয়া করিল প্রকাশ॥"

রূপ গোস্বামী ব্রজ-রসরূপ বিশুদ্ধ স্বর্ণের দ্বারা রস-গ্রন্থস্বরূপ যে অলঙ্কার-সমূহ নির্ম্মাণ করিলেন, উহা বৈষ্ণব মহন্তগণ সাদরে হৃদয়ে ধারণ করিলেন,—এইরূপ যথার্থ ও সার-গর্ভ-বর্ণনার পরে "সোহাগা মিশ্রিত কৈলা" ইত্যাদি পরবর্ত্তী দুর্ব্বোধ্য বাক্য-সমূহের তাৎপর্য্য কি? শ্রীজীব গোস্বামী "ষট্‌সন্দর্ভ" ও 'সর্ব্ব-সংবাদিনী' গ্রন্থের প্রণয়ন দ্বারা বৈষ্ণব-দর্শনের যথেষ্ট উন্নতি বিধান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে "থরে থরে অলঙ্কার বহুবিধ কৈল" উক্তি কি সেরূপ সঙ্গত হয়? যাহা হউক, তাঁহার "গোপালচম্পূ" নামক সুবৃহৎ রসাত্মক কাব্যখানাকে লক্ষ্য করিয়া যদি এইরূপ উক্তি করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত বৈষ্ণব আলঙ্কারিক ও কবিদিগের মধ্যে রূপ গোস্বামীর পরেই যাঁহার স্থান সর্ব্ব-বাদি-সম্মত, সুপ্রসিদ্ধ "অলঙ্কার-কৌস্তুভ", "আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূ"-কাব্য ও "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" নামক নাটকের প্রণেতা সেই কবি-কর্ণপূরের নামোল্লেখ না করিয়া, "নরোত্তম দাস" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ করিতে যাইয়া বৈষ্ণবোচিত দীনতা দূরে থাকুক, সাধারণ শিষ্টাচারের অন্যথাচরণ করা কি, নরোত্তম ঠাকুরের ন্যায় বৈষ্ণব-চূড়ামণির পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে? এরূপ নানা অসঙ্গতি দর্শনে আমরা "হাট-পত্তন" নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানাকে অন্য কোনও পরবর্ত্তী নরোত্তম দাসের রচিত বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি।

জগদ্বন্ধু বাবু নরোত্তম ঠাকুরের উপর পূর্ব্বোক্ত যে গ্রন্থগুলির কৃতিত্বের আরোপ করিয়াছেন, উহার সকলগুলি ঠাকুর মহাশয়ের রচিত কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। দুঃখের বিষয় যে, বাঙ্গালা-সাহিত্যে এ পর্য্যন্ত কেহই উক্ত গ্রন্থগুলির সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন নাই। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা-বৃত্তি-ভোগীদিগের দৃষ্টি এই বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি।

জগদ্বন্ধু বাবু শুধু নামোল্লেখ ব্যতীত ঠাকুর মহাশয়ের "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" নামক সুপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানার সম্বন্ধে কোন কথা লিখেন নাই। আমাদের বিবেচনায় কি বৈষ্ণব, কি শাক্ত—সকল সম্প্রদায়ের আস্তিক পাঠকদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিক উপাদেয় ও সার-গর্ভ উপদেশ-পূর্ণ গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যে নিতান্ত বিরল।

এই গ্রন্থের অনেক সূক্তি প্রবচন-রূপে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। জন-সাধারণের নিকট একান্ত সমাদরের ইহা অপেক্ষা সুস্পষ্ট প্রমাণ আর কিছু হইতে পারে না। এই সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ সূক্তিগুলিতে যথার্থই সর্ব্ব-শাস্ত্রের সার সঞ্চিত রহিয়াছে। এ জন্যই অভিজ্ঞ বৈষ্ণব সজ্জনদিগের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে, "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা" লক্ষ গ্রন্থের টীকা।" "প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা" হইতে কয়েকটী সূক্তি আমরা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। আমাদের একান্ত অনুরোধ যে, পাঠক ঐ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা * স্বয়ং আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিবেন।

(১) "মহাজনের যেই পথ
তাতে হব অনুগত
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।"—৪ পৃষ্ঠা।

(২) "তীর্থযাত্রা পরিশ্রম
কেবল মনের ভ্রম
সর্ব্ব-সিদ্ধি গোবিন্দ-চরণ"—৫ পৃষ্ঠা।

(৩) "আপন আপন স্থানে
পিরীতি সবাই টানে"—৭ পৃষ্ঠা।

(৪) "রাজার সে রাজ্য-পাট
যেন নাটুয়ার নাট
দেখিতে দেখিতে কিছু নয়।"—১৮ পৃষ্ঠা।

(৫) "জল বিনে যেন মীন
দুঃখ পায় আয়ুহীন।
প্রেম বিনা সেই মত ভক্ত।"—২০ পৃষ্ঠা।

(৬) "জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড
কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।"—২৪ পৃষ্ঠা।

(৭) "আপন ভজন কথা
না কহিবে যথা তথা।"—৩০ পৃষ্ঠা।

নরোত্তম ঠাকুর কেবল প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা ছিলেন না; তিনি তাঁহার সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনগায়ক ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি আখর-বর্জ্জিত বড়-তালের 'গড়েন হাটী' কীর্ত্তনের প্রথম প্রবর্ত্তক। ইদানীং এই ঢঙ্গের উৎকৃষ্ট কীর্ত্তন ও উহার সমজদার শ্রোতা—উভয়ই খুব বিরল।

প্রেম-ভক্তিই আকুমার ব্রহ্মচারী নরোত্তম ঠাকুরের পবিত্র জীবনের মূল-মন্ত্র। তিনি যে কখনও কবি-প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন, এরূপ মনে হয় না। তথাপি ইঁহার প্রেমার্দ্র হৃদয়ে স্বভাবতঃ কবিত্বের বিকাশ হইয়াছিল; তাই তিনি কেবল প্রার্থনা-পদাবলীর রচনা করিয়া নিরস্ত হইতে পারেন নাই; তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুমধুর ব্রজলীলার বর্ণনাত্মক অনেক সুন্দর সুন্দর পদের রচনা করিয়া গিয়াছেন। রসজ্ঞ

* মুরশিদাবাদের গণকর পোষ্টের অন্তর্গত মির্জ্জাপুর গ্রামবাসী অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায় বি এ কর্ত্তৃক বিস্তৃত ভূমিকা, টীকা ও পরিশিষ্টের সহিত প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার একটী উৎকৃষ্ট প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ৪১ পৃষ্ঠা; মূল্য।০ আনা।

পাঠক পদকল্পতরুর "বন্ধুরে লইয়া কোলে রজনি গোঙাব সই" ইত্যাদি ৬৬৩ সংখ্যক, "কদম্ব-তরুর ডাল, ভূমে নামিয়াছে ভাল" ইত্যাদি ১০৭৪ সংখ্যক, "কাঞ্চন-দরপণ বরণ সুগোরা রে" ইত্যাদি ২১৬৫ সংখ্যক প্রাঞ্জল বাংলা পদ ও "বলি বলি যাত ললিতা আলি" ইত্যাদি ২৪৯১ সংখ্যক ব্রজবুলীর পদ পাঠ করিলে নরোত্তম ঠাকুরের কবিত্ব-পূর্ণ রচনা শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন। আনন্দের বিষয় যে, পদকল্পতরুর উদ্ধৃত নরোত্তম ঠাকুরের ৬৩টী পদ ছাড়া তাঁহার রচিত আরও ৩৭টী অপ্রকাশিত পদ আমরা নানা প্রাচীন পুথি হইতে সংগৃহীত করিয়া আমাদের "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। উহার মধ্যে ১৪টী পদ প্রার্থনা-সূচক ও বাকি ১২টী পদ অন্যান্য বিষয়ক। অন্যান্য কবির সহিত তুলনা করিয়া বাণী মন্দিরে নরোত্তম ঠাকুরের আসন নির্দ্দেশ করিতে, কি জন্য যেন আমাদের কুণ্ঠা বোধ হয়। নরোত্তম ঠাকুর পণ্ডিত গদাধরের ন্যায় পরম-পবিত্র মধুর চরিত্রের জন্যই প্রেমিক ভক্তদিগের হৃদয়-মন্দিরে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। যদিও শুধু কবিত্বের বিচারে তিনি গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কয়েকজন প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তার সমকক্ষ নহেন, কিন্তু বাইবেলের ডেবিডের সঙ্গীতের ন্যায় নরোত্তমের অতুলনীয় প্রার্থনা-পদাবলীও এই শ্রেণীর গীতি-কবিতার শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছে; সুতরাং আমাদের বিবেচনায় বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যে তাঁহার আসন কাহারও অপেক্ষা নিম্নে নহে।

নসির মামুদের একটীমাত্র পদ (১৩২৯ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, আমরা এই মুসলমান পদ-কর্ত্তার কোন বৃত্তান্তই সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইঁহার এই ব্রজবুলীর গোষ্ঠ-বিহারের পদটীর রচনা অতি সুন্দর। পদটীর ভণিতার অর্দ্ধ-কলিটীও

নসির মামুদ

(Half stanza) পদ-কর্ত্তার কৃষ্ণ-ভক্তির যথেষ্ট পরিচায়ক বটে। বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার সংগৃহীত কতিপয় মুসলমান প্রাচীন কবির রচিত কতকগুলি ব্রজ লীলার পদাবলী প্রকাশিত করিতে যাইয়া এক স্থলে লিখিয়াছিলেন যে, এই মুসলমান কবিগণ সম্ভবতঃ ব্রজ-লীলার কাব্যোচিত মাধুর্য্যে মোহিত হইয়া, ঐ সকল পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন; তাঁহারা যে প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু ভাবাপন্ন কিংবা কৃষ্ণ-ভক্ত ছিলেন, এরূপ মনে করার কোনও যথেষ্ট কারণ দেখা যায় না। কিন্তু নসির মামুদের মত কোন কোন মুসলমান পদ-কর্ত্তা যে প্রকৃত পক্ষেই কৃষ্ণ-ভক্ত ও বৈষ্ণব-ভাবাপন্ন ছিলেন এবং স্ব-সমাজে নিন্দনীয় হওয়ার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও স্পষ্ট ভাষায় তাঁহাদের সেই কৃষ্ণ-ভক্তি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, নসির মামুদের নিম্নোদ্ধৃত ভণিতাংশই উহার বিশিষ্ট প্রমাণ বটে।

"আগম নিগম বেদসার
লিলায়* করত গোঠ-বিহার
নসির মামুদ করত আশ
চরণে শরণ দান রি॥"

উৎকল-বাসী মুসলমান বৈষ্ণব-ভক্ত সালবেগও এই শ্রেণীর বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তা বটে। তাঁহার প্রসঙ্গ যথা-স্থানে আলোচিত হইবে। নসির মামুদ সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গ-বাসী ছিলেন। কেন না, মুন্সী আব্দুল করিম সাহেব পূর্ব্ববঙ্গের চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক মুসলমান প্রাচীন কবির যে সকল পদ সংগ্রহ করিয়া নানা সময়ে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছেন, উহার মধ্যে আমরা নসির মামুদের কোনও পদ দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ পড়ে না। এই শ্রেণীর পদগুলি বস্তুতই বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্যের একটা প্রধান গৌরবের বিষয়। আমরা

* "লীলায়" পাঠে ছন্দোভঙ্গ ঘটে।—সম্পাদক।

আশা করি যে, আব্দুল করিম সাহেবের দৃষ্টান্তের অনুসরণে পশ্চিম-বঙ্গ-বাসী প্রাচীন-সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের দ্বারাও নসির মামুদের ন্যায় পদ-কর্ত্তাদিগের বিলুপ্তপ্রায় বৈষ্ণব পদাবলী সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই গৌরব-জনক অঙ্গের পুষ্টি সাধন করিবে।

নৃসিংহ দেব

নৃসিংহ দেবের দুইটী মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা নরসিংহ দেব প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, 'নরসিংহ' ও 'নৃসিংহ' একই পদ-কর্ত্তার নামের রূপান্তর বলিয়া বিবেচনা হয়। নৃসিংহ দেব প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। আচার্য্য প্রভু যখন খেতুরীর প্রসিদ্ধ মহোৎসবে গমন করেন, তখন নৃসিংহ কবিরাজ নামক তাঁহার একজন প্রধান শিষ্যও তাঁহার সহচর হইয়াছিলেন, ভক্তিরত্নাকরের ১০ম তরঙ্গে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। নৃসিংহ কবিরাজের পরিচয়-প্রসঙ্গে ঐ গ্রন্থে ইহাও লিখিত হইয়াছে,—

"শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ মহাকবি যেঁহো।
যাঁর ভ্রাতা নারায়ণ কবিশ্রেষ্ঠ তেঁহো॥"

প্রাচীন কালে শাস্ত্রজ্ঞ শিক্ষিত বৈদ্যমাত্রেই জাতীয় ব্যবসা চিকিৎসা করিতেন বলিয়া, 'কবিরাজ' তাঁহাদিগের একটা সাধারণ উপাধি ছিল। তদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কৌলিক উপাধিও দেখা যাইত। বোধ হয়, 'দেব' নৃসিংহ কবিরাজের কৌলিক উপাধি। ভক্তিরত্নাকরে নারায়ণ কবিরাজ 'কবিশ্রেষ্ঠ' বলিয়া প্রশংসিত হইয়া থাকিলেও তাঁহার রচিত কোন পদ পাওয়া যায় নাই; এ জন্য অনুমান হয় যে, তিনি সংস্কৃত ভাষায়ই কবিতা রচনা করিতেন। নৃসিংহ দেবের যে দুইটী তোটকছন্দের ব্রজবুলীর পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা হইতে তাঁহার কবিত্বের পরিচয় যতটা পাওয়া যাউক না কেন, উহা যে তাঁহার সংস্কৃত ছন্দে অভিজ্ঞতার বেশ পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বোধ হয়, তিনিও বেশীর ভাগে সংস্কৃত ভাষায়ই কবিতা রচনা করিতেন, তাই সংস্কৃতের উৎকৃষ্ট কবি পরমানন্দ সেন ওরফে কবি-কর্ণপুরের ন্যায় তাঁহারও বাঙ্গালা বা ব্রজবুলী পদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প বলিয়াই পদ-কল্পতরুর ন্যায় বিরাট গ্রন্থেও অধিক সংগৃহীত হইতে পারে নাই।

প্রাচীন কালে সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণও যে ভাষা-রচনায় সর্ব্বদা সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী বানানের প্রতি লক্ষ্য করিতেন না এবং অনুস্বার-প্রয়োগেও যথেচ্ছাচারী ছিলেন, নৃসিংহ দেবের এই পদ-দ্বয়ে উহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্থলে নৃসিংহ দেবের ১৩২৪ সংখ্যক পদের নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি দেখুন, যথা—

"অতি চঞ্চল লম্বিত পীত ধটী।
কল-কিঙ্কিণি সংযুত পীত কটী॥
পদ-নূপুর বাজত পঞ্চ-শরং।
কর-বাদন নর্ত্তন গীত-বরং॥
পদ-নূপুর বাজত পঞ্চ-রসে।
কিবা বেণু বেয়াপিত দীগ দশে॥"—ইত্যাদি।

বারোটী অক্ষর-বিশিষ্ট তোটক-ছন্দের ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৯ম ও ১২শ অক্ষর গুরু এবং অবশিষ্ট সকল অক্ষর লঘু হওয়া আবশ্যক। এই নিয়ম রক্ষা করার জন্য পদ-কর্ত্তা স্বেচ্ছাচারমূলক প্রচলিত রীতি অনুসারে 'কিঙ্কিণী' 'কটি' 'শর', 'বর' ও 'দিগ' শব্দগুলির স্থলে 'কিঙ্কিণি', 'কটী', 'শরং' ইত্যাদি লিখিয়াছেন; এবং ভাষায় আ-কার এ-কার প্রভৃতি দীর্ঘ স্বরও বিকল্পে লঘু উচ্চারিত হয় বলিয়া "কিবা বেণু বেয়াপিত দীগ দশে"—পঙ্‌ক্তি-টীতে 'কিবা' ও 'বেয়াপিত' শব্দদ্বয়ের 'বা' ও 'বে' অক্ষর লঘু গণ্য করিয়া ছন্দের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়াছেন।

তখন ভাষা-রচনায় প্রায় সর্ব্বত্র এই রীতি প্রচলিত ছিল ; পাঠক এই উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া কবির ছন্দে অনভিজ্ঞতা অনুমান করিবেন না। *

পরমানন্দ সেন ওরফে 'কবি-কর্ণপুর' সস্কৃতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। জগদ্বন্ধু বাবু গৌরপদ-তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায় ইঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা নিম্নে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

পরমানন্দ সেন

"কুলীনগ্রামনিবাসী শিবানন্দ সেনের তিন পুত্র :—

"চৈতন্যদাস, রামদাস আর কর্ণপুর।
তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্তশূর॥"—চৈ, চ।

"শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের সাত, কি আট বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৪৪৯ শকাব্দে† কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়া গ্রামে কর্ণপুর জন্মগ্রহণ করেন। কাঁচড়াপাড়া সম্ভবতঃ কবিকর্ণপুরের মাতুলালয়। পরমানন্দ সেনের বয়ঃক্রম যখন সাত বৎসর, তখন সস্ত্রীক শিবানন্দ সেন তাঁহাকে লইয়া নীলাচলে গমন করেন এবং মহাপ্রভুকে পুত্রটী দেখান। শিশু শ্রীচৈতন্যের পদপ্রান্তে শয়ন করিয়া আছে, খেলিতে খেলিতে মহাপ্রভুর সুন্দর পদাঙ্গুষ্ঠ স্বীয় আননে অর্পণ করিয়া লেহন করিতে লাগিলেন। সেই চরণ-সরোজের মকরন্দের এমনই গুণ যে, সেই নিরক্ষর শিশুর বদন হইতে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোক বহির্গত হইল :—

"শ্রবসোঃ কুবলয় মক্ষো-
রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং
মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥" ‡

অস্যার্থ। যিনি কর্ণের কুবলয়, চক্ষুর অঞ্জন ও বক্ষঃস্থলের মহেন্দ্রমণি, বৃন্দাবনরমণীদিগের অখিল ভূষণ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন। এই প্রবাদের উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃতেও আছে। যথা,—

"আর দিন প্রভু কহে পড় পুরীদাস।
এক শ্লোক করি তেহো করিল প্রকাশ॥
সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকৃত হন॥"

"অথবা এ বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগেই বা প্রয়োজন কি ? যে পদে পতিতপাবনী সুরধুনীর জন্ম, যে চরণ-স্পর্শে পাষাণী মানবী, যে পদ স্থাপনে কাষ্ঠতরণী স্বর্ণে পরিণত হইয়াছিল, সেই বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদাঙ্গুষ্ঠ লেহনে নিরক্ষর শিশুর বদন হইতে সংস্কৃত শ্লোক স্ফুরণ আশ্চর্য্যের বিষয়ই বা কি ? বলিতে কি, মহাপ্রভুর কৃপায় পরমানন্দ সেন

* 'অন্নদামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর' প্রণেতা 'রায় গুণাকর' ভারতচন্দ্র যে শ্রেণীর কবিই হউন না কেন, তিনি যে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার 'নাগাষ্টক' নামক সংস্কৃতের শ্লিষ্ট-কাব্য হইতেই উহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনিও তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের বিলাস-বর্ণনার তোটকে বানান সম্বন্ধে এরূপ স্বেচ্ছাচারেরই পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

"শুনি সুন্দর সুন্দরিরে কহিছে।
তনু মোর মনোজ-শরে দহিছে॥"

† শকাব্দের অঙ্কে যে কারণেই হউক, ভুল রহিয়াছে ; কেন না, মহাপ্রভু ১৪৫৫ শাকে অপ্রকট হন, উহার সাত, কি আট বৎসর পূর্ব্বে কবিকর্ণপুরের জন্ম হইলে, তাঁহার জন্ম শাক ১৪৪৮, কি ১৪৪৭ হইবে।—সম্পাদক

‡ গৌরপদতরঙ্গিণীতে 'মক্ষো,' 'মহেন্দ্র' ও 'মণ্ডন' স্থলে 'মক্ষৌ' 'মাহেন্দ্র' ও 'মণ্ডল'—অশুদ্ধ পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে।—সম্পাদক

আজন্ম-কবি। "কবিকর্ণপূর" উপাধিটী মহাপ্রভুরই প্রদত্ত এবং মহাপ্রভুই তাঁহাকে "পুরীদাস" নামে অভিহিত করেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর নাম আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, চৈতন্যচরিতকাব্য, শ্রীচৈতন্যশতক, স্তবাবলী, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, বৃহৎ বা কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ও অলঙ্কারকৌস্তভ। চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক ও চৈতন্যচরিত কাব্য ১৪৯৪ শকে রচিত। গণোদ্দেশদীপিকা ১৪৮৮ শকাব্দায় লিখিত। অনেকে অনুমান করেন, এই গণোদ্দেশদীপিকাই কবি কর্ণপূরের শেষ রচিত গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ১৫০৩ শকে সমাপ্ত হয়; এই গ্রন্থে কবিকর্ণপূরের বিবিধ গ্রন্থ হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, কবি কর্ণপূর কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমে মানবলীলা সংবরণ করেন।

"বৈষ্ণবাচারদর্পণ গ্রন্থে কবিকর্ণপূরের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

"গুণচূড়া সখী হন কবি কর্ণপূর।
কাঁচড়াপাড়ায় বাস, চৈতন্যশাখা শূর॥
বৃদ্ধ পদাঙ্গুষ্ঠ প্রভু যাঁর মুখে দিলা।
পুরীদাস নাম বলি শক্তি সঞ্চারিলা॥"

জগদ্বন্ধু বাবু যে, সাত আট বৎসরের শিশু পরমানন্দের ক্রীড়াচ্ছলে শ্রীমহাপ্রভুর পদাঙ্গুষ্ঠ লেহনের কথা লিখিয়াছেন, উহার পরিবর্ত্তে বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে,—"কিছু দিন পর মহাপ্রভু যখন শিবানন্দের বাসার নিকট দিয়া দুই তিনটী ভক্ত সহ যাইতেছেন, তখন শিবানন্দ সস্ত্রীক মহাপ্রভুকে বহু যত্নে বাসায় লইয়া গেলেন; তথা শিবানন্দ পুত্রকে প্রভুর চরণে নিবেদন করিয়া দিলেন। পরমানন্দ দাসকে দেখিয়া প্রভু প্রীত হইয়া তাহার মস্তকে চরণ অর্পণ করিতেছিলেন; কিন্তু প্রভুর ইচ্ছানুসারে হউক বা বালস্বভাববশতঃই হউক, বালক মুখ ব্যাদান করিয়া প্রভুর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আস্যে ধারণ করিলেন। এই বিষয়টী আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর নিম্ন-লিখিত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে :—

"বৎসাস্বাদ্য মুহুঃ স্বয়া রসনয়া প্রাণস্য সৎকাব্যতাং, দেয়ং ভক্তজনেষু ভাবিষু সুরৈর্দুষ্প্রাপ্যমেতৎ ত্বয়া॥"

অস্যার্থ। বৎস, তুমি স্বীয় রসনা দ্বারা এই অঙ্গুলি আস্বাদন করিয়া সৎকবিত্ব প্রাপ্ত হইলে। এই দেব-দুর্লভ কবিত্ব ভক্তজনমধ্যে প্রচার করিও। এই সময়েই প্রভু বলেন, "পরমানন্দ তুমি উত্তম কবি হইবে। অদ্যাবধি তোমার নাম কবি কর্ণপূর হইল।"

বস্তুতঃ উদ্ধৃত কোন বিবরণেই পরমানন্দের 'পুরীদাস' ও 'কবিকর্ণপূর' নামের রহস্য বর্ণিত হয় নাই। আমরা কৌতূহলী পাঠকদিগের অবগতির জন্য উহা এখানে সংক্ষেপে বলা আবশ্যক বিবেচনা করি।

পরমানন্দ সেন মাতৃ-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্ববৎসরে শিবানন্দ সেন রথ-যাত্রার সময়ে সস্ত্রীক নীলাচলে গমন করেন। তথায় শিবানন্দের পত্নী ঋতুমতী হইলে শিবানন্দ মহাসমস্যায় পতিত হন। কেন না, তীর্থ-স্থানে স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ; অথচ ঋতু-কালে রোগাদি প্রতিবন্ধক কারণ না থাকিলে পত্নীর ঋতু-রক্ষা না করায়ও প্রত্যবায় দেখা যায়। শিবানন্দ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াও লজ্জা হেতু শ্রীমহাপ্রভুর নিকট এ সম্বন্ধে উপদেশ চাহিতে পারেন নাই। কিন্তু অন্তর্যামী মহাপ্রভু শিবানন্দের মনোগত সমস্যার বিষয় স্বয়ং অবগত হইয়া শিবানন্দের সন্দেহ-নিরাসের জন্য তাঁহাকে বলেন,—

"এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
পুরীদাস বলি নাম ধরিও তাহার॥"—(চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য, ১২শ)।

পুরীতে পরমানন্দের মাতৃগর্ভে সঞ্চার হইবে বলিয়া, তাঁহার 'পুরীদাস' নাম রাখিতে হইবে, প্রভুর আজ্ঞায়

ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে পারায় শিবানন্দের সকল সংশয় দূর হয় এবং পুরীধামেই পরমানন্দের মাতৃ-গর্ভে সঞ্চার হইয়া যথাসময়ে তিনি স্বদেশে ভূমিষ্ঠ হয়েন। পরমানন্দের 'কবিকর্ণপুর' নামেরও সেইরূপ রহস্য আছে। 'কবিকর্ণপুর' শব্দটা, 'যিনি কবি, তিনিই কর্ণপুর'—এইরূপ কর্ম্মধারয়-সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন নহে। 'কবিদিগের কর্ণপুর অর্থাৎ কর্ণভূষণ'—এইরূপ ষষ্ঠী-তৎপুরুষ সমাস দ্বারা পদটী নিষ্পন্ন হইয়াছে; অতএব বিশ্বকোষ কিংবা গৌরপদ-তরঙ্গিণীর অনুযায়ী ঐ শব্দটা 'কবি কর্ণপুর' বা শুধু 'কর্ণপুর' লিখিত হইতে পারে না। পরমানন্দের রচিত পূর্ব্বোদ্ধৃত "শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোঃ" ইত্যাদি আর্য্যা ছন্দের শ্লোকে তিনি প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন-সুন্দরীদের কর্ণযুগলের কুবলয় অর্থাৎ নীলোৎপল-ভূষণ বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন; তাঁহার এই কবিতা অতি সুন্দর ও সর্ব্বতোভাবে কবিগণের কর্ণ-ভূষণ হওয়ার উপযুক্ত; এ জন্যই কর্ণপুর অর্থাৎ কর্ণ-ভূষণের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত 'কবিকর্ণপুর' নামটা তাঁহার পক্ষে একান্ত উপযোগী হইয়াছে। ইহা ব্যতীত 'কবিদিগের কর্ণের পুর, * অর্থাৎ পূরণ-কারী—এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারাও 'কবিকর্ণপুর' শব্দের সৎকবিতার অমৃত-রস দ্বারা কবিদিগের কর্ণ যুগল-পূর্ণ-কারী—অর্থ সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ এই নামের বর্ণিত রহস্য দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, তিনি "শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোঃ" ইত্যাদি অপূর্ব্ব শ্লোক রচনা দ্বারাই কবিকর্ণপুর সার্থক নামটী পাইয়াছিলেন। শ্লোকটী জগদ্বন্ধু বাবুর অনুল্লিখিত পরমানন্দের "আর্য্যা-শতক" নামক আর্য্যা-ছন্দে রচিত কোষ-কাব্যের মঙ্গলাচরণ-শ্লোক বটে।

জগদ্বন্ধু বাবুর পূর্ব্বোদ্ধৃত বিবরণে কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও চৈতন্যচরিত-কাব্য—উভয় গ্রন্থই ১৩৯৪ শাকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই বিবরণ তিনি কোথায় পাইয়াছেন, বলিতে পারি না। আমাদের জানা আছে যে, চৈতন্যচরিত নামক সংস্কৃত মহাকাব্যখানা কবিকর্ণপুরের প্রথম যৌবনে ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের রচনা। প্রবাদ আছে যে, তিনি আনুমানিক ১৭।১৮ বৎসর বয়সের সময়ে চৈতন্যচরিত কাব্য রচনা করেন এবং তাঁহার মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচিত হইয়াছিল। এই প্রবাদের পোষক অন্য কি প্রমাণ আছে, জানি না; কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে উক্ত গ্রন্থদ্বয় পড়িলেই রচনার অপরিপক্কতা ও পৌঢ়তা দ্বারাই যথাক্রমে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচনাকালের প্রভূত পার্থক্য জানা যাইতে পারিবে। কবিকর্ণপুরের কবিত্ব ও সংস্কৃত রচনা শ্রেষ্ঠ কবির অনুপযুক্ত নহে। আমাদের বিবেচনায় শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী যুগের সংস্কৃতের কবিদিগের মধ্যে রূপ গোস্বামীর পরেই কবিকর্ণপুরের স্থান নির্দ্দেশ করা সঙ্গত।

এখানে কবিকর্ণপুরের পদাবলী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা না করিলে চলিবে না। তাঁহার পদকল্পতরুর উদ্ধৃত পদগুলির মধ্যে বাঙ্গালা ও ব্রজ-বুলী—উভয়বিধ পদই পাওয়া যায়। বাঙ্গালা পদগুলি মধ্যে ৬৭২ সংখ্যক,—

"পরশ-মণির সনে কি দিব তুলনা রে
পরশ ছোয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে
রতন হইল কত জনা॥"

ইত্যাদি উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনাপূর্ণ পদটী বিশেষ প্রসিদ্ধ†। ইহা ব্যতীত তাঁহার ২২০২ সংখ্যক—

---

* পুরয়তীতি পুরঃ; পুর-ধাতোঃ পচাদ্যচ্। অর্থাৎ পূর্ণ করে যে—এই অর্থে 'পুর' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয় দ্বারা 'পচ (পচন-কারী) ইত্যাদি শব্দের ন্যায় নিষ্পন্ন।—সম্পাদক।

† এই ব্যঞ্জনা-পূর্ণ উৎকৃষ্ট পদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পরিষৎ সংস্করণের উক্ত পদের টীকায় দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

"গোরা অবতারে যার না হৈল ভকতি সার
আর তার না দেখি উপায়।
রবির কিরণে যার আঁখি পরসন্ন নৈল
বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায় ॥"

ইত্যাদি সরল ও সুন্দর পদটীও পদ-কর্ত্তার সুদৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচায়ক। যাঁহারা কবিকর্ণপূরের সংস্কৃত গদ্য-রচনা পড়িয়া, উহার দীর্ঘ-সমাস ও অনুপ্রাসের ছটায় পদে পদে কবি-শ্রেষ্ঠ দণ্ডীর 'দশকুমার-চরিত' কথা-কাব্যখানাকে স্মরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাঁহারা কবিকর্ণপূরের এই প্রাঞ্জল পদগুলি পড়িয়া, বোধ হয় বিশ্বাস করিতে চাহিবেন না যে, এগুলি সেই একই কবির রচনা; কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কবিকর্ণপূর ও শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহাদের গদ্য-রচনায় দণ্ডী ও বাণ ভট্টের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া থাকিলেও, তাঁহাদের পদ্য-শ্লোকাবলী বৈদর্ভী-রীতির লক্ষণাক্রান্ত এবং প্রসাদ-গুণ ও প্রাঞ্জলতার জন্য পরম-উপাদেয়। সুতরাং এ অবস্থায় বাঙ্গালা-পদ রচনা করিতে যাইয়া কবিকর্ণপূর যে, সম্পূর্ণ-রূপে বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া দীন বাঙ্গালী বৈষ্ণব ভক্তের মূর্ত্তি ধারণ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হওয়ার কোন কারণ নাই।

পদকল্পতরুর ২৮৫৮ সংখ্যক পদে কবি বঙ্গদেশের প্রচলিত তথা-কথিত ব্রজ-বুলীর ব্যবহার না করিয়া খাঁটি ব্রজ-মণ্ডলের ভাষা অর্থাৎ ব্রজ-ভাষার ব্যবহার করিয়াছেন, যথা—

"আরতি যুগল-কিশোর কি কীজে।
তনু মন ধনহু নিছায়রি দীজে ॥"—ইত্যাদি।

বাঙ্গালায় বসিয়া ব্রজ-ভাষায় পদ-রচনা করা তেমন সঙ্গত বা সম্ভবপর বোধ হয় না; সুতরাং এই পদের রচয়িতা পরমানন্দ যদি ব্রজবাসী অন্য কোনও পরমানন্দ না হন, তাহা হইলে আমাদের পরমানন্দ সেনই ব্রজ-ধামে ব্রজ-বাসী হিন্দুস্থানী ভক্তদিগের অনুরোধে তাঁহাদিগের প্রীতির জন্যে এই আরতির পদটী রচনা করিয়াছিলেন, ইহাই অনুমান হয়। ইহাঁর ২৮৭১ সংখ্যক "আরতি জয় বৃষভানু-কুমারি" ইত্যাদি পদের সম্বন্ধেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য বটে।

পরমেশ্বর দাস

পদ-কর্ত্তা পরমেশ্বর দাসের শুধু একটী মাত্র কীর্ত্তন-অধিবাসের পদ (২৩ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটীর বিশেষত্ব এই যে, উহা পড়িলেই, উহা অদ্বৈত-ভবনে একদা শ্রীমহাপ্রভুর আদেশে অনুষ্ঠিত এক কীর্ত্তন-মহোৎসবের সাক্ষাৎদ্রষ্টার কৃত বর্ণন বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকায় চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবত হইতে পরমেশ্বরের সম্বন্ধে যে সকল উল্লেখ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে নিত্যানন্দ-শাখা-ভুক্ত এই পরমেশ্বর দাস শ্রীমহাপ্রভুর প্রায় সম-সাময়িক বলিয়াই জানা যায়। জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—"বৈদ্যবংশাবতংশ শ্রীপরমেশ্বর দাস 'কেত' বা কাউগ্রামে পঞ্চদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রীপাট খড়দহে বাস করেন। পুনশ্চ—"শ্রীজাহ্নবা ঠাকুরাণী যখন রামচন্দ্র গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন গমন করেন, তখন বীরচন্দ্রের আদেশক্রমে পরমেশ্বর দাস তাঁহাদিগের প্রধান রক্ষক ও অভিভাবকস্বরূপ সঙ্গে গিয়াছিলেন।" তিনি আরও লিখিয়াছেন,—"আচার্য্যরত্ন, শ্রীরঘুনন্দন, নরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্র কবিরাজ পরমেশ্বর দাসের প্রতি যার পর নাই ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। প্রবাদ আছে যে, এই সকল মহাত্মারা একদা পরমেশ্বর দাসের চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন; এবং সেই অবধি তাঁহাকে অপ্রাকৃত মনুষ্য বা নর-নারায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ইনি কিছুদিন গয়লগাছা গ্রামে বাস করিয়াছিলেন; পরে জাহ্নবা ঠাকুরাণীর

আদেশক্রমে 'তড়া আটপুর' গ্রামে গমনপূর্ব্বক "শ্রীশ্রীরাধা-গোপীনাথ" বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। সম্প্রতি এই বিগ্রহের নাম "শ্যামসুন্দর" হইয়াছে।

"পরমেশ্বরের প্রভাব সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত আছে। আমরা দুইটী বৃত্তান্তের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

১। একদা আটপুরে পরমেশ্বর দাস ভক্তমণ্ডলী সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দে মগ্ন আছেন, এমন সময়ে কোন দুষ্ট লোক একটী মৃত শৃগাল কীর্ত্তন-দলমধ্যে নিক্ষেপ করে। পরমেশ্বর দাস সেই শৃগালকে জীবিত করিয়া কীর্ত্তনে নাচাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব-বন্দনায়, যথা :—

"পরমেশ্বর দাস বন্দিব সাবধানে।
শৃগালেরে নাম দিল সংকীর্ত্তন-স্থানে॥"

২। পরমেশ্বর দাস একদিন ঐ আটপুর গ্রামে দুইখানি দন্তধাবন-কাষ্ঠ মৃত্তিকায় প্রোথিত করেন। তাহা অতি সত্বর দুইটী প্রকাণ্ড বকুলবৃক্ষে পরিণত হয়। ঐ বৃক্ষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।"

তড়া আটপুরে যাইয়া পরমেশ্বর দাসের প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবাইতদিগের সাহায্যে অনুসন্ধান করিলে বোধ হয়, পরমেশ্বর দাসের অন্যান্য পদাবলী সহ তাঁহার জীবনের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সংগৃহীত করা যাইতে পারে। আমরা এ বিষয়ে উৎসাহী সাহিত্যানুরাগী যুবকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

পুরুষোত্তম দাস

'পুরুষোত্তম'-ভণিতার বারোটী পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু চৈতন্যচরিতামৃতের শাখা-গণনার পয়ার হইতে চারি জন পুরুষোত্তমের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উদ্ধৃত করিয়া, সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম দাসকেই পদ-কর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহাঁর সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে যে,—

"শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণ সনে॥"

ইহাঁর নিবাস ছিল কুমারহট্ট বা হালিসহর। ইনি জাতিতে বৈদ্য হইলেও ইহাঁর অনেক ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন।

পুরুষোত্তমের পদাবলীর মধ্যে বাঙ্গালা ও ব্রজবুলী—উভয়বিধ পদই আছে। ব্রজবুলী পদ-রচনায় ইহাঁর বেশ পটুতা ছিল। ব্রজ-বুলী পদগুলির প্রায় সমস্তই মাথুর-বিরহের পদ। উহাতে করুণরস মন্দ ফোটে নাই।

প্রসাদ দাস

পদ-কর্ত্তা প্রসাদ দাসের মোটে ৬টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু প্রসাদদাসের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন, আমরা নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিলাম :—

"তত্ত্বনিধি মহাশয় শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকাতে লিখিয়াছেন, "পরবর্ত্তী ভক্তগণমধ্যে প্রসাদ দাস নামে অনেকেই ছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য এক প্রসাদদাস বৈরাগীর নাম নরোত্তম-বিলাসে পাওয়া যায়। রসিকমঙ্গলে শ্যামানন্দ-পরিবার-গণনায়ও এক প্রসাদদাসের নাম দৃষ্ট হয় এবং কর্ণানন্দে আচার্য্য প্রভুর শাখা-গণনায় একাধিক প্রসাদদাসের নাম আছে।" বিগত বর্ষে তত্ত্বনিধি মহাশয় আমার নিকট যে এক পত্র লিখেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন, "করুণকুলোদ্ভব * করুণাময় দাসের বাড়ী বিষ্ণুপুর। ইহাঁর দুই পুত্র, উভয়েই শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার বাটীতে থাকিয়া, তদীয় সমস্ত লিপিকার্য্য সম্পাদন করিতেন। এই

---

* সম্ভবতঃ 'করণকুলোদ্ভব' শব্দটাই এরূপ অশুদ্ধ ছাপা হইয়াছে।—সম্পাদক

জন্য ইহাঁদিগকে 'বিশ্বাস' বলিত। তৎপূর্ব্বে ইহাঁদিগের কুলাগত 'মজুমদার' উপাধি ছিল। এই বিখ্যাত ভ্রাতৃযুগলের কনিষ্ঠের নামই প্রসাদদাস। আচার্য্য প্রভুর কৃপায় এই প্রসাদদাসই 'কবিপতি' হইয়া উঠেন।"

দুঃখের বিষয়, তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার উপসংহারের উক্তিটীর সমর্থক কোনও প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই; সুতরাং এই প্রসাদদাসই আলোচ্য পদাবলীর রচয়িতা কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে।

২৫৭৫ সংখ্যক ব্রজবুলীর নিত্য-লীলার গোষ্ঠ-বিহারের "সবহুঁ মিলিত যমুনা-তীর" ইত্যাদি পদ ব্যতীত প্রসাদদাসের বাকি পাঁচটী পদই শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দ-বিষয়ক। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বিশেষ অনুগত ভক্ত এই প্রসাদদাসের নিকট হইতে আচার্য্য প্রভুর মহিমা-বর্ণনার দুই একটা পদও শুনার প্রত্যাশা করা সত্ত্বেও আমরা সেরূপ কোনও পদ পাই নাই; এ জন্যও পদ-কর্ত্তা প্রসাদদাসের উদ্ধৃত পরিচয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ সন্দেহের কারণ জন্মিয়াছে।

এ স্থলে প্রসঙ্গ-ক্রমে প্রসাদদাসের নামে প্রকাশিত "পদচিন্তামণিমালা" নামক পদাবলী-গ্রন্থখানার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা না বলিয়া পারিতেছি না। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে রাধামোহন ঠাকুর, বৈষ্ণবদাস প্রভৃতি প্রাচীন পদ সংগ্রহ-কারদিগের প্রসঙ্গে 'পদচিন্তামণিমালা' গ্রন্থের সংগ্রহকার বলিয়া একজন প্রসাদদাসের উল্লেখ করিয়াছেন। উহা দেখিয়া উক্ত প্রসাদদাসকে কেহ আলোচ্য পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া বিবেচনা করা অসম্ভব নহে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে; 'পদচিন্তামণি-মালা'র প্রণেতা প্রসাদদাসকে প্রাচীন গ্রন্থকার মনে করিয়া সেন মহাশয় একটী মস্ত ভুল করিয়াছেন। এই 'প্রসাদদাস' পাবনার স্বর্গগত কবি রজনীকান্ত সেনের পিতা স্বর্গগত গুরুপ্রসাদ সেন বটে। তিনিই "প্রসাদদাস" ভণিতাযুক্ত স্বরচিত বাঙ্গালা ও ব্রজ-বুলীর পদ দ্বারা পূর্ণ "পদচিন্তামণিমালা" নামক নাতিবৃহৎ পদাবলী-গ্রন্থখানা প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের সুসংক্ষিপ্ত ভূমিকায় গুরুপ্রসাদ বাবুর কৃতিত্বের কথা স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্ত বলিয়া ঐ ভূমিকা ডক্টর সেন মহাশয়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট না করায়, অথবা তাঁহার আলোচিত গ্রন্থের সুসংক্ষিপ্ত ভূমিকার পৃষ্ঠাটা ছিন্ন হইয়া যাওয়ায়ই তিনি প্রসাদদাস সম্বন্ধে এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, ইহাই অনুমান হয়। দেখা যাইতেছে যে, সুকবি রজনীকান্ত তাঁহার পিতার নিকট হইতেই কবিত্ব ও ভগবদ্ভক্তিরও উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। গুরুপ্রসাদ বাবু ওরফে প্রসাদদাস ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার রচিত পদ যে, আনুমানিক দুই শত বৎসরের প্রাচীন পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইতে পারে না; অথবা ইংরেজ-রাজত্বের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি ও পদকর্ত্তাদিগের প্রসঙ্গে উহার উল্লেখ করা যাইতে পারে না, তাহা বলাই বাহুল্য।

পদ-কর্ত্তা প্রেমদাসের ৩১টী পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার গৌরপদ-তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায় প্রেমদাসের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা নিম্নে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

প্রেমদাস

"প্রসিদ্ধ কবি প্রেমদাসের আদিনাম পুরুষোত্তম মিশ্র, পদবী সিদ্ধান্তবাগীশ। নবদ্বীপের গোকুলনগর বা কুলিয়া গ্রামে কশ্যপ মুনির বংশে কাশ্যপগোত্রে বিপ্রকুলে গঙ্গাদাস মিশ্রের ঔরসে ইহাঁর জন্ম হয়। ইহাঁর বৃদ্ধপ্রপিতামহ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহাঁর জন্ম, এরূপ অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না। ইনি ষোল বর্ষ বয়ঃক্রমে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক গুরুদত্ত প্রেমদাস নাম প্রাপ্ত হয়েন। মথুরাদি নানা তীর্থ পর্য্যটন করিবার পর বৃন্দাবনে যাইয়া গোবিন্দজীউর সূপকার-পদে নিযুক্ত হয়েন। কেহ কেহ বলেন, তিনি গোবিন্দজীউর পূজারি ছিলেন। প্রবাদ এই যে, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, এই

তিন প্রভু প্রেমদাসকে কবিত্ব বর প্রদান করেন। ইনি ১৬৩৪ শকে কবিকর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকের স্বাধীন পদ্যানুবাদ করেন। * * * ১৬৩৮ শকে ইহাঁর মৌলিক কাব্য 'বংশীশিক্ষা' রচিত হয়। প্রমাণ যথা,—

"ষোল শত চৌত্রিশ শকে লৌকিক ভাষাতে সুখে
প্রেমদাস করিল লিখন।"—(চৈঃ চঃ নীঃ)

পুনশ্চ :— "শকাদিত্য ষোল শত চৌত্রিশ শকেতে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় রচিনু সুখেতে ॥
ষোল শত অষ্টত্রিংশ শকের গণন।
শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা গ্রন্থ করিল বর্ণন ॥"—(বং শিঃ)

"প্রাগুক্ত স্বপ্নদর্শনের পরেই তিনি গৌরলীলা বর্ণন করিতে আরম্ভ করেন।

"এই দুই গ্রন্থ ভিন্ন তাঁহার সুমধুর পদাবলী আছে এবং তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতে 'পদাবলী-সাহিত্যেই তাঁহার অধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। ফলতঃ প্রেমদাস কেবল বিদ্বান্ ছিলেন না, একজন উচ্চদরের কবি ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের উদয় বিষয়ক পদটী পরম্পরিত রূপকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থল এবং শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনায় পদটী প্রাচীন কবিকুলের রূপবর্ণনার আদর্শ বলিলে হয়। * * * *

"প্রেমদাস বংশীশিক্ষায় যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই,—

"গোরা যবে প্রকট আছিলা।
বৃদ্ধ প্রপিতামহ শ্রীগোকুলনগরে সেহ
গৃহাশ্রমে বর্ত্তমান হৈলা ॥
কশ্যপ মুনির বংশ বিপ্রকুল-অবতংস
জগন্নাথ মিশ্র তাঁর নাম।
তাঁর পুত্র কুলচন্দ্র নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ
তাঁর পুত্র গঙ্গাদাসাখ্যান ॥
তাঁর ছয় পুত্র ছিলা তিন ভ্রাতা কৃষ্ণ পাইলা
তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট।
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দরাম রাধাচরণ মধ্যম
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্মনিষ্ঠ ॥
কনিষ্ঠ আমার নাম মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম
গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।
সিদ্ধান্তবাগীশ বলি নাম দিলা বিজ্ঞাবলী
কৃষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ ॥"

জগবন্ধু বাবুর উল্লিখিত পদ-দ্বয়ের প্রথমটী পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই; উহা গৌরপদতরঙ্গিণীর ৫৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে; কৌতূহলী পাঠক পড়িয়া দেখিবেন। স্থানাভাব হেতু আমরা উহার কিয়দংশ নমুনা-স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

"ফাল্গুন-পূর্ণিমা নিশি শচী-অম্বাকাশে আসি
গৌরচন্দ্র হইল উদয়।

সে শশীর সহচর ভক্ত-তারকা-নিকর
চারি দিকে প্রকাশিত হয়॥
পাপ ঘোর অন্ধকার সর্ব্বত্র ছিল বিস্তার
বিধূদয়ে প্রস্থান করিল।
জীবের ভাগ্য-কুমুদ হেরি শশী মনোমদ
প্রেমানন্দে হাসিতে লাগিল॥"—ইত্যাদি ৫৮ পৃষ্ঠা।

জগদ্বন্ধু বাবুর উল্লিখিত ও গৌরপদতরঙ্গিণীর ১১৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত "প্রতপ্ত নির্ম্মল স্বর্ণ" ইত্যাদি পদকল্পতরুর ২৪৫৮ সংখ্যক পদ : কিন্তু উহাতে "প্রতপ্ত নির্ম্মল" ইত্যাদি কলিগুলির পূর্ব্বে "ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্" ইত্যাদি আরও দুইটী কলি আছে ; উহা রূপ-বর্ণনা নহে, কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ কথন। কলি দুইটী যে কি জন্য গৌরপদ-তরঙ্গিণী গ্রন্থে একটী ভণিতা-শূন্য স্বতন্ত্র পদরূপে ২২ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে বুঝা যায় না, পাঠক পদকল্পতরু হইতে ঐ সুদীর্ঘ পদটী পড়িয়া দেখিবেন। এই পদ-দ্বয় যে, প্রেমদাসের পাণ্ডিত্য ও উত্তম বর্ণনশক্তির পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু আমরা ইহা অপেক্ষাও প্রেমদাসের গৌর-লীলাবিষয়ক ভাবপূর্ণ প্রাঞ্জল বাংলা পদগুলি ও ব্রজ-লীলাবিষয়ক বাংলা ও ব্রজবুলী পদগুলির অধিক পক্ষপাতী। তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমরা তাঁহাকে জগদ্বন্ধু বাবুর মতানুসারে "একজন উচ্চদরের কবি" বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কবিত্ব হিসাবে প্রেমদাসের স্থান দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি লোচনদাস, অনন্ত, উদ্ধব, বংশীবদন, বসন্ত রায় প্রভৃতি বহুসংখ্যক পদ-কর্ত্তার পরে নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

আমাদের "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থে প্রেমদাসের আরও ১৫টী অপ্রকাশিত পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস যে, অনুসন্ধান করিলে ইহার আরও অনেক পদ আবিষ্কৃত হইতে পারে।

বলদেব দাস

'বলদেব দাস' ভণিতার শুধু একটীমাত্র পদ (২৮৪২ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে একজন বলদেবই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি ব্যাসদেবের কৃত বেদান্তসূত্রের গোবিন্দ-ভাষ্যের প্রণেতা বলদেব বিদ্যাভূষণ। বলদেব ষট্‌গোস্বামীর পরবর্ত্তী সময়ের লোক এবং সম্ভবতঃ সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত বৈষ্ণব কবি ও টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সমসাময়িক ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, ভারতের সকল প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই চারি সম্প্রদায়ের কোন না কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মাধ্ব-গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ-বিশিষ্ট মতটীকে সম্প্রদায়হীন মনে করিয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ীরা গৌড়ীয়াদিগকে কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলে, সেই মাধ্বগৌড়ীয় মতের সমর্থনের জন্য স্বতন্ত্র বেদান্তভাষ্য প্রণয়নের একান্ত প্রয়োজন অনুভূত হয়। বলদেব বিদ্যাভূষণ অশেষ পাণ্ডিত্য সহকারে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'গোবিন্দ-ভাষ্যে'র প্রণয়ন করিয়া বিচারে তাঁহার সমসাময়িক বিভিন্ন মতের বৈষ্ণব-দার্শনিকগণকে পরাজিত করিলে তদবধি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের 'মাধ্ব-গৌড়েশ্বর' সম্প্রদায়ও নিখিল বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে বিশেষ ভাবে সমাদর লাভ করিতে থাকেন। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতসংস্থাপক বলিয়া শ্রীরূপ, সনাতন বা শ্রীজীব গোস্বামী যেরূপ সম্মানার্হ, বলদেব বিদ্যাভূষণও সেইরূপ সম্মানার্হ সন্দেহ নাই। পদকর্ত্তা বলদেব দাস এই প্রসিদ্ধ বলদেব বিদ্যাভূষণ, কিংবা অন্য কোনও বলদেব, নিশ্চিত বলা যায় না। গোবিন্দ-ভাষ্য ব্যতীত বলদেব শ্রীজীব-প্রণীত প্রসিদ্ধ ষট্‌-সন্দর্ভের কোন কোন সন্দর্ভের ও রূপগোস্বামীর রচিত স্তব-মালার টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার "গোবিন্দ-ভাষ্য"ই তাঁহাকে বৈষ্ণব-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে।

'বলরাম দাস' ভণিতার ১৩৬টী বাংলা ও ব্রজবুলীর পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোন পদ অন্য কোন বলরাম দাসের দ্বারা রচিত হওয়া অসম্ভব না হইলেও, 'বলরাম' ভণিতার অধিকাংশ পদ যে, একজন উচ্চ শ্রেণীর কবির রচনা, তাহা বেশ বুঝা যায়। বৈষ্ণব-সাহিত্যে বহুসংখ্যক বলরাম দাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকায় বহু-সংখ্যক প্রাচীন ও আধুনিক বলরাম দাসের পরিচয় দিয়াছেন। প্রাচীন বলরামদিগের মধ্যেও অন্ততঃ দুই তিন জন বলরাম প্রসিদ্ধ ছিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে কোন্ বা কোন্ কোন্ বলরাম পদ-কর্ত্তা, তাহাই সমস্যা বটে। জগদ্বন্ধু বাবু ও তত্ত্বনিধি মহাশয়দিগের মতে বলরাম-নাম-ধারীদিগের মধ্যে যাঁহাদের পদ-রচনার সম্ভাবনা ছিল, আমরা তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জগদ্বন্ধু বাবুর গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি,—

বলরাম দাস

(১) "প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দদাসের নামান্তর বলরাম দাস। ইনি পূর্ব্বলীলায় "বড়াই বুড়ী" ছিলেন। ইহাঁর বিষয় চৈতন্য-ভাগবতে যথা,—

"প্রেমরসে মহামত্ত বলরাম দাস।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যার অধিক বিশ্বাস॥"

আবার চৈতন্যচরিতামৃতে যথা,—

'বলরাম দাস কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী।
নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উন্মাদী॥"

আবার বৈষ্ণব-বন্দনায় যথা,—

"সঙ্গীতকারক বন্দো বলরাম দাস।
নিত্যানন্দচন্দ্রে যার অধিক বিশ্বাস॥"

"(২) কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছী গ্রামবাসী নিত্যানন্দ-শিষ্য বলরাম দাস। ইনি পূর্ব্বলীলায় সুমন্দিরা সখী। কবিরাজ গোস্বামিকৃত "স্বরূপবর্ণন"নামক গ্রন্থে, যথা,—

"মন্দির মার্জ্জন করেন সুমন্দিরা সখী।
এবে তাঁর বলরাম দাস খ্যাতি লিখি॥"

"ভাবামৃত-মঙ্গল" গ্রন্থেও ইহাঁর দুইবার উল্লেখ দেখিতে পাই, যথা,—

"জয় প্রভুপ্রিয় শ্রীবলরাম দাস।
সঙ্গীতপ্রবীণ দোগাছিয়া যাঁর বাস॥"

পুনশ্চ,—

"জয় দ্বিজ বলরাম দোগাছিয়া-বাসী।
গৌরগুণ গানে যেই মত্ত দিবানিশি॥"

(৩) পদকল্পতরুর ভূমিকায় *

"কবিনৃপ-বংশজ ভুবন-বিদিত-যশ
জয় ঘনশ্যাম বলরাম॥"

জগদ্বন্ধু বাবু প্রথম বলরাম দাসের বিশেষ পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—

"প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের পূর্ব্বনাম বলরাম দাস। ইনি জাতিতে বৈদ্য, নিবাস শ্রীখণ্ড গ্রামে।

* পদকল্পতরুর ১ম শাখার ১ম পল্লবের 'মঙ্গলাচরণ' ১৮ সংখ্যক পদ।—সম্পাদক

ইহাঁর পিতার নাম আত্মারাম দাস, মাতার নাম সৌদামিনী। ১৪৫৯ শকাব্দায় ইহাঁর জন্ম। ইনি জাহ্নবা ঠাকুরাণীর মন্ত্র-শিষ্য; এবং খেতুরীর মহোৎসবে যখন জাহ্নবা গমন করেন, তখন অন্যান্য নিত্যানন্দ-ভক্তগণ সহ বলরাম দাসও গিয়াছিলেন। তখন তিনি বৃদ্ধ ও 'বিজ্ঞবর'। যথা ভক্তিরত্নাকরে,—

"মুরারি, চৈতন্য, জ্ঞানদাস, মহীধর।
পরমেশ্বর দাস, বলরাম বিজ্ঞবর॥"

পুনশ্চ—

"ভাবামৃত-মঙ্গল-গ্রন্থোক্ত বলরাম দাস সম্বন্ধে তত্ত্বনিধি মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন,—"ইনি স্পষ্টতঃ গৌরভক্ত ও ব্রাহ্মণ, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কবি বলিয়া কল্পিত হইতে পারেন না।" কিন্তু দোগাছী-নিবাসী বলরাম দাস ঠাকুরের বংশধর শ্রীযুক্ত গুরুদাস গোস্বামী মহাশয় বিষ্ণুপ্রিয়া-পত্রিকায় এক প্রবন্ধ ও আমার নিকট এক স্বতন্ত্র পত্রে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ দোগাছী-নিবাসী নিত্যানন্দ-শিষ্য বলরাম দাস একজন প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা, তখন ইনিও যে বিখ্যাত কবি ও পদ-কর্ত্তা, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ নাই।"

গুরুদাস গোস্বামী মহাশয় এ সম্বন্ধে কি বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ দিতে পারিয়াছেন, দুঃখের বিষয় যে, জগদ্বন্ধু বাবু উহা লিখেন নাই। গোস্বামী মহাশয়ের ঐ উক্তির মূল জন-প্রবাদ ব্যতীত আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। এই জন-প্রবাদ সত্য হইলে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বলরাম ঠাকুরও সম্ভবতঃ পদ-রচনা করিয়া থাকিবেন এবং উহা পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়া থাকিলে, তাহা পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাসের প্রশংসিত কবিরাজবংশীয়, বৈষ্ণব-জগতে বিখ্যাত বলরাম দাসের পদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে এবং এখন উহা পৃথক্ করা কঠিন,—ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। বস্তুতঃ প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন পদ-কর্ত্তা ও সুনিপুণ পদ-সংগ্রহ-কার বৈষ্ণবদাস কর্ত্তৃক যখন শুধু কবিরাজ-বংশীয় সুপ্রসিদ্ধ বলরাম দাসের নামই অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি ঘনশ্যাম কবিরাজের নামের সহযোগে উল্লিখিত হইয়াছে, তখন বলরাম কবিরাজকেই এই সকল পদের রচয়িতা 'বলরাম দাস' বলিয়া সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত। তবে, বৈষ্ণব দাস যে, অন্য কোনও বলরাম দাসের পদ সংগ্রহ বা উদ্ধৃত করেন নাই, এরূপ বলা যায় না। তিনি অন্য কোনও বলরামের পদ উদ্ধৃত করিয়া থাকিলে, তাহা বলরাম কবিরাজের পদের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে।

ডক্‌টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত ৫ম সংস্করণে পদ-কর্ত্তা বলরামের প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"বলরাম দাস গোবিন্দদাসের ভাগিনেয় ছিলেন।"

পুনশ্চ—"বলরাম কবিরাজ" নরোত্তম-বিলাস প্রভৃতি পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছেন; ইনিই বৈষ্ণববন্দনায় "সঙ্গীত-কারক" ও "নিত্যানন্দ-শাখা-ভুক্ত" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। প্রেমবিলাস-রচক বলরাম দাসও বৈদ্য এবং স্পষ্টতঃই নিত্যানন্দ-শাখা-ভুক্ত। সুতরাং পদ-কর্ত্তা বলরাম দাস ও প্রেমবিলাস-রচক অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে।" * * * প্রেমবিলাসরচক বলরাম (নিত্যানন্দ-নামধারী) এবং পদকর্ত্তা বিখ্যাত বলরাম দাস এক ব্যক্তি কি না, তৎসম্বন্ধে কাহারও কাহারও কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। কিন্তু পদকর্ত্তা বলরাম যে, কবিরাজ-বংশীয় এবং তিনি গোবিন্দদাসের ভাগিনেয় ছিলেন, তৎসম্বন্ধে কোন দ্বিধা নাই। পদকল্পতরুর প্রমাণ আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না।"

পদ-কর্ত্তা বলরাম কবিরাজ গোবিন্দদাসের ভাগিনেয় ছিলেন, এই প্রয়োজনীয় নূতন তথ্যটা সেন মহাশয় কোথায় পাইয়াছেন, তাহা তিনি লিখিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত লেখার ভাবে বুঝা যায়, যেন ঐ তথ্যটাও পদকল্পতরুতে আছে। কিন্তু উহাতে এরূপ কোনও প্রসঙ্গ নাই। পদকল্পতরু-কার বলরাম দাসকেও ঘনশ্যামের ন্যায় "কবি-নৃপ-বংশজ" অর্থাৎ কবিরাজ-বংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গোবিন্দ দাসের পৌত্র

ঘনশ্যাম যদি কবিরাজ-বংশীয় হন, তাহা হইলে গোবিন্দ দাসের ভিন্ন-গোত্রজ ভাগিনেয় বলরাম সেই একই কবিরাজ-বংশীয় হইতে পারেন না। যদি তিনি ভিন্ন গোত্র অন্য কোন কবিরাজ-বংশ-জাত হইয়া থাকেন, তবে পদকল্পতরুর এরূপ উল্লেখ সঙ্গত বিবেচনা হয় না। সেন মহাশয় তাঁহার উক্তির পোষকতায় কোন প্রমাণ না দেওয়ায় মনে হয় যে, তিনি কোনও কিংবদন্তীর উপর বিশ্বাস করিয়াই পদ-কর্ত্তা বলরাম দাসকে নিঃসন্দেহে গোবিন্দ কবিরাজের ভাগিনেয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বস্তুতঃ বলরাম নামে গোবিন্দদাসের কোন ভাগিনেয় থাকিয়া থাকিলে এবং কিংবদন্তী অনুসারে তিনিও স্বনামপ্রসিদ্ধ মাতুল গোবিন্দদাসের অনুকরণে পদ-রচনা করিয়া থাকিলে দোগাছীর বলরাম দাসের রচিত পদের ন্যায় তাঁহার রচিত কোন কোন পদও পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইতে পারে; কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই অভিনব তথ্যটার পোষক কোনও উল্লেখ না পাওয়ায়, আমরা সেন মহাশয়ের ঐ উক্তির অনুমোদন করিতে পারিলাম না। আমরা আশা করি, ডকটর সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের ৬ষ্ঠ সংস্করণে এই কৌতূহল-জনক তথ্যের মূল কি, উহা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।

বলরাম দাসের বহুসংখ্যক পদাবলী হইতে আমরা পদ বা পদাংশ উদ্ধৃত করিয়া, তাঁহার রচনা ও কবিত্বের উদাহরণ দেখাইব, এরূপ স্থান নাই। সুতরাং "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থের ভূমিকায় আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখিয়াছি, উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়াই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

"বলরাম দাস অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা; কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যে এতগুলি বলরামের উল্লেখ দেখা যায় যে উহাঁদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা বলরাম কোন্ ব্যক্তি, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। জগদ্বন্ধু বাবু গৌরপদ-তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায় বহুসংখ্যক বলরামের উল্লেখ করিয়া, তন্মধ্যে 'প্রেমবিলাস' গ্রন্থের রচয়িতা বলরাম ও কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত দোগাছী গ্রাম-বাসী বলরামই পদ-কর্ত্তা ছিলেন, মত প্রকাশ করিয়াছেন। বৈষ্ণব দাস কিন্তু পদকল্পতরুর মঙ্গলাচরণে "কবি-নৃপ-বংশজ, ভুবন-বিদিত-যশ, জয় ঘনশ্যাম বলরাম"—বাক্যে কবিরাজ-বংশজ বলরামেরই মহিমা-কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা না হইলে, বৈষ্ণবদাস যে [illegible] বলরামের উল্লেখ করিবেন, তাহা বুঝা যায় না। বলরাম দাসের বহু পদই পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় নানা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত পুস্তক হইতে পদ সংগ্রহপূর্ব্বক চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পদাবলীর ন্যায় বলরাম দাসের পদাবলীরও একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন; কিন্তু চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের সংস্করণের ন্যায় তাঁহার বলরাম দাসের সংস্করণেও পাঠ ও অর্থের অনেক অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে। সে জন্যই আমরা পদ-রত্নাবলীতে তাঁহার প্রকাশিত দুই চারিটি বলরামের পদও সংশোধন করিয়া সন্নিবেশিত করিয়াছি। কৌতূহলী পাঠক পদ-রত্নাবলীর 'শশিমুখি হেরলুঁ অপরূপ মেহ', 'পহিলহি মোহে নিরখি লহু হাস', 'কতহুঁ বেরি বেরি' ইত্যাদি পদগুলি রমণীবাবুর সংস্করণের পদগুলির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই বৈষম্য বুঝিতে পারিবেন *।

"বলরাম দাস ব্রজবুলি ও বাংলা—উভয়বিধ পদ-রচনায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার উল্লিখিত ব্রজবুলি পদগুলি গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের উৎকৃষ্ট ব্রজবুলি পদের সহিত তুলনার অযোগ্য নহে; তথাপি বলরাম তাঁহার সরল ও মর্ম্ম-স্পর্শী বাংলা পদগুলির জন্যই অধিক বিখ্যাত। বলরামের রসোদ্গারের বাংলা পদগুলি এক রকম অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তাদিগের মধ্যে চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস

* অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলীতে বলরামের ১০।১১টী অপ্রকাশিত-পূর্ব্ব পদও সন্নিবেশিত হইয়াছে।—সম্পাদক

ও জ্ঞানদাসের পরেই যে, বলরাম দাসের স্থান—এ সম্বন্ধে সমালোচকদিগের মধ্যে বিশেষ মত-ভেদ দেখা যায় না। দুঃখের বিষয়, এরূপ একজন বিখ্যাত পদ-কর্ত্তার নিশ্চিত জীবন-বৃত্তান্ত আজ পর্য্যন্তও সংগৃহীত হয় নাই।"

বলাই দাস

'বলাই দাস' ভণিতার শুধু একটি মাত্র পদ (১২১২ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। "কোন বনে গিয়াছিলা ওরে রাম কানু।" ইত্যাদি 'উত্তরগোষ্ঠ'বিষয়ক এই পদটীর অব্যবহিত পরেই বলরাম দাসের দুইটী পদ এবং উহার আগেও কয়েকটী পদ আছে। এ জন্য 'বলাই দাস' স্বতন্ত্র কোন পদ-কর্ত্তার নাম না হইয়া, 'বলরাম দাস' নামেরই প্রচলিত অপভ্রংশ রূপ বলিয়া মনে হয়। 'বলাই দাস' নামে স্বতন্ত্র কোন পদ-কর্ত্তার বিষয় জানা যায় নাই এবং 'বলাই দাস' ভণিতার পদটির সহিত বলরাম দাসের গোষ্ঠ-লীলার বাংলা পদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে,—এই সমস্ত কারণেই আমরা বলাই দাসকে বলরামদাস বলিয়াই বিবেচনা করি।

বল্লভ দাস

'বল্লভ দাস' ভণিতার ২৫টী পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু বল্লভ দাসের প্রসঙ্গে তাঁহার উপক্রমণিকায় যাহা লিখিয়াছেন, আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"আমরা এই নামে দুই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইয়াছি। ভক্তিরত্নাকরের মতে :—

(১) বল্লভ দাস বা বল্লভীকান্ত দাস "ভক্তিমূর্ত্তি" ও 'ভক্তি-অধিকারী'। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য ও কবিরাজ উপাধিধারী। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী বলেন যে, বল্লভদাসের এতই ভক্তিবল ছিল যে, ইঁহাকে দেখিলে পাষণ্ডগণ ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর হইত। ইনি কুলীনগ্রামবাসী ও শিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি। চৈতন্যচরিতামৃতের মতে ;—

"বল্লভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত।
শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত॥"

(২) বংশীবদন দাসের পুত্র চৈতন্যদাসের দুই পুত্র :—রামচন্দ্র ও শচীনন্দন। শচীনন্দনের তিন পুত্র, যথা বংশীশিক্ষা গ্রন্থে—

"শ্রীরাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ, শ্রীকেশব।
তিন প্রভু যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ভব॥"

এই বল্লভদাস "বংশীলীলা" গ্রন্থে স্বীয় প্রপিতামহের চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় বলেন, "বল্লভদাস ঠাকুর মহাশয়ের সমসাময়িক এবং তৎপ্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। একটি পদে লিখিয়াছেন,—

"নরোত্তমদাস, চরণে বহু আশ, শ্রীবল্লভ মন ভোর।"

অন্য একটী পদে তিনি ঠাকুর মহাশয়ের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। এই জন্য কাহার কাহার মতে ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য রাধাবল্লভই 'বল্লভ'-ভণিতার এই পদগুলি রচনা করেন। ইঁহার "রসকদম্ব" নামে একখানি গ্রন্থ আছে।"

জগদ্বন্ধু বাবু ভক্তিরত্নাকরের বর্ণিত শ্রীনিবাসাচার্য্যের অন্যতম প্রিয় শিষ্য বল্লভ দাসকে কি প্রকারে চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লিখিত কুলীনগ্রাম-বাসী শিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি বল্লভ সেন বলিয়া স্থির করিলেন, আমরা বুঝিতে পারি না। চৈতন্যচরিতামৃতের আদি-লীলার দশম পরিচ্ছেদের "বল্লভ সেন আর সেন শ্রীকান্ত" বাক্যে যে ভাবে ও যে প্রসঙ্গে বল্লভের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি শ্রীমহাপ্রভুর একজন সমসাময়িক ভক্ত ছিলেন বলিয়াই বুঝা যায়। শ্রীনিবাসাচার্য্যের জন্ম অনুমান ১৪৩৮ শকে হইয়াছিল বলিয়া, জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকার ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন। সুতরাং মহাপ্রভুর মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ১৭ বৎসর ছিল।

বলা বাহুল্য যে, তখন পর্য্যন্ত তিনি অন্যতম প্রধান বৈষ্ণব-আচার্য্যরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই; অথচ মহাপ্রভুর নামাঙ্কিত ভক্ত বল্লভ সেন যে, মহাপ্রভুর অপ্রকটের কয়েক বৎসর পরে পর্য্যন্ত অদীক্ষিত থাকিয়া পরে শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয়। সুতরাং চরিতামৃতের উল্লিখিত বল্লভ সেন ভক্তিরত্নাকরের বর্ণিত বল্লভ দাস হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়াই অনুমান হয়। যাহা হউক, কুলীনগ্রামবাসী বল্লভ সেন কোনও পদ রচনা করিয়াছেন কি না, জানা যায় নাই। পক্ষান্তরে শ্রীনিবাসাচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্র কবিরাজের সমসাময়িক পদ-কর্ত্তা বল্লভ দাসের কয়েকটী পদে ইহাঁদিগের স্তুতি-গীতি দৃষ্ট হয়, যথা—

(১) "নরোত্তম দাস আশ চরণে রহু শ্রীবল্লভ-মন ভোর।"—(১০২২ সংখ্যক পদ)

(২) "মোর ঠাকুর মহাশয় নরোত্তম দয়াময় দন্তে তৃণ করোঁ নিবেদন।
বল্লভ পড়িয়া পাকে আকুল হইয়া ডাকে অহে নাথ লইলুঁ শরণ॥"—(২৭৮৩ সংখ্যক পদ)

(৩) "ভাব দেখি আপনি জাহ্নবা ঠাকুরাণী নাম থুইলা ঠাকুর মহাশয়।
পতিত-পাবন নাম ধর বল্লভে উদ্ধার কর তবে জানি মহিমা নিশ্চয়॥"—(২৭৮৪ সংখ্যক পদ)

(৪) "গোরা-গুণে আছিলা ঠাকুর শ্রীনিবাস।
নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ দাস॥
একুই কালে কোথা গেলা দেখিতে না পাই।
থাকুক দেখিবার কাজ শুনিতে না পাই॥"

* * *

রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গুণ যে কৈল প্রচার।
কোথা গেলা শ্রীআচার্য্য ঠাকুর আমার॥"—ইত্যাদি (২৯৮১ সংখ্যক পদ)

(৫) "শ্রীল নরোত্তম আরে মোর প্রভু রে বারেক তোমারে পাঙ।
সে গুণ গাহিয়া মুঞি মরিয়া না যাঙ॥"—ইত্যাদি (২৯৮২ সংখ্যক পদ)

(৬) "শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীঠাকুর মহাশয়।
রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেম-রসময়॥

* * *

এককালে কোথা গেলা না পাই দেখিতে।
দেখিবার দায় রহু না পাই শুনিতে॥
উচ্ছিষ্টের কুক্কুর মুঞি আছিলুঁ সেখানে।
যখন সে কৈলা কাজ সব পড়ে মনে॥"—ইত্যাদি (২৯৮৩ সংখ্যক পদ)

এই সকল উক্তি দর্শনে পদ-কর্ত্তাকে নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য বলিয়াই মনে হয়। তবে যদি ভক্তিরত্নাকরে অনুরূপ স্পষ্ট উক্তি থাকে, তাহা হইলে আমাদের অনুমান হইতে নরহরি চক্রবর্ত্তীর সাক্ষ্যই অবশ্য বলবৎ হইবে। আমরা কিন্তু সেরূপ উক্তি খুঁজিয়া পাই নাই।

বংশীবদনের পৌত্র ও শচীনন্দনের পুত্র, "বংশী-লীলা" গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীবল্লভ 'বল্লভ'-ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়া থাকিলে, উহা নরোত্তম-শিষ্য পূর্ব্বোক্ত বল্লভের পদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

'রাধাবল্লভ,' 'হরিবল্লভ' প্রভৃতি 'বল্লভ'-নামান্ত পদ-কর্ত্তাদের অনেক সময়ে সংক্ষেপের জন্য শুধু 'বল্লভ' ভণিতা দিয়া পদ-রচনা করা অসম্ভব মনে হয় না। অন্ততঃ হরিবল্লভ যে সেরূপ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার

সঙ্কলিত 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি' গ্রন্থে উহার কয়েকটী উদাহরণ পাইয়াছি। ঐ সকল পদে 'বল্লভ' শব্দটা শ্লিষ্ট-ভাবে 'প্রিয়' ও 'বল্লভ-নামক পদ-কর্ত্তা'—এই উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, এবং নগেন্দ্র বাবু প্রভৃতি কোন কোন বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক ঐ ব্রজবুলি পদগুলিকে ভণিতা-হীন মনে করিয়া রচনার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দর্শনে বিদ্যাপতির পদাবলীতে স্থান দিয়াছেন! প্রসিদ্ধ কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ওরফে হরিবল্লভের রচনায় তাঁহার একটা নিজস্ব বিশেষত্ব আছে। যদিও পদকল্পতরুর উদ্ধৃত 'বল্লভ' ভণিতার পদগুলির মধ্যে ব্রজবুলীর পদও আছে, কিন্তু উহা যে, হরিবল্লভের রচিত নহে, উহা উভয়ের পদ অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলেই প্রতীত হইবে। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রচিত পদাবলীর বিশেষত্ব সম্বন্ধে 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি' গ্রন্থের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় তাঁহার 'পদ-কর্ত্তাগণের প্রসঙ্গ' শীর্ষকে বিশেষ পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার সহিত প্রদর্শিত করিয়াছেন। আমরা নগেন্দ্র বাবু প্রভৃতির দৃষ্টি উহার প্রতি আকর্ষণ করিতেছি।

বসন্ত রায়

পদ-কর্ত্তা বসন্ত রায়ের ৫১টী পদ পদ-কল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। বসন্ত রায় একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি। আমাদের যত দূর জানা আছে, তাহাতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই "সাধনা" পত্রিকায় প্রথমে বসন্ত রায়ের সম্বন্ধে দুই তিনটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়া, তাঁহার রচনার অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনা প্রদর্শিত করিয়া, বসন্ত রায়কে বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিদিগের সহিত তুলনায় এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। বস্তুতঃ বসন্ত রায়ের রচনা সর্ব্বত্র সমান দরের না হইলেও তাঁহার ভাব-প্রধান পদগুলিতে তিনি মাঝে মাঝে যে, প্রথম শ্রেণীর কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের নিকট "সাধনা" পত্রিকার পুরাতন সংখ্যাগুলি না থাকায় আমরা উল্লিখিত প্রবন্ধ-গুলির ঠিকানা দিতে পারিলাম না। কৌতূহলী পাঠক খুঁজিয়া লইয়া পড়িয়া দেখিবেন। দুঃখের বিষয়, ভক্তি রত্নাকরে বসন্ত রায়ের সামান্য উল্লেখ ব্যতীত তাঁহার সম্বন্ধে আর কোনও বিবরণ জানা যায় না। ভক্তি-রত্নাকরে আছে, বসন্ত রায় নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য এবং তিনি শেষ বয়সে বৃন্দাবন বাসী হইয়াছিলেন। ইনি যে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, গোবিন্দদাসের নিম্নলিখিত পদাংশ হইতেই উহার পরিচয় পাওয়া যায়, যথা—

"গোবিন্দ দাস কহয়ে মতিমন্ত।
ভুলল যাহে দ্বিজ রায় বসন্ত॥"—(পদকল্পতরু, ২৪৩১ সং পদ)

বলা বাহুল্য যে, সম-সাময়িক কবি গোবিন্দ দাসের পদে নরোত্তম-শিষ্য কবি বসন্ত রায়ের এরূপ উল্লেখ যথেষ্ট প্রত্যাশিত ও সঙ্গত বটে।

কৌতুকের বিষয় যে, যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের খুড়া কায়স্থ-কুলজাত বসন্ত রায়কে কেহ কেহ "পদ-কর্ত্তা" বসন্ত রায় স্থির করিয়া রাজ-সভায় গোবিন্দ দাস ও বসন্ত রায়ের মধ্যে কবিতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটাইয়া প্রতাপাদিত্য-চরিত্র অবলম্বনে উপন্যাস নাটক আদি রচনা করিয়াছেন। ইহা যে, ভ্রান্ত নাম-সাদৃশ্য-মূলক কবি-কল্পনা, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

বসন্ত রায়ের 'শ্রীকৃষ্ণের রূপ,' 'নিত্য-রাস' ও রাস-লীলান্তে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি উক্তি-প্রত্যুক্তি আত্ম-নিবেদনের পদগুলি বিখ্যাত। তাঁহার ঐ পদগুলির অধিকাংশই যথাক্রমে ৪র্থ শাখার ২৮শ ও ৩৩ পল্লবে প্রায় এক স্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বাসুদেব ঘোষ

বাসুদেব ঘোষের ৯৫টী পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। বাসুদেব তাঁহার কোন পদেই 'ঘোষ' ব্যতীত 'দাস' উপাধির ব্যবহার করেন নাই; কোথায়ও 'বাসুদেব ঘোষ' কোথাও 'বাসু ঘোষ' ভণিতা দিয়া পদ-রচনা করিয়াছেন। 'বাসুদেব ঘোষ' নামে একাধিক পদকর্ত্তার বিষয়ও এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই; সুতরাং তাঁহার পদাবলীর কৃতিত্ব লইয়া কোনও গোলযোগ

নাই। ইহার অপর দুই সহোদরের নাম মাধব ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষ। ইহাঁরাও পদ-কর্ত্তা ছিলেন; মাধব ঘোষের রচিত ৭টী পদ ও গোবিন্দ ঘোষের রচিত ৬টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমাদের ভূমিকার ৫৪ পৃষ্ঠায় তিন ভ্রাতারই পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে; সুতরাং এখানে উহার পুনরুক্তি করা হইল না। বাসুদেবের পদাবলীর সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। বাসুদেবের যে সকল পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে, উহার সমস্তই শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষয়ক; এ যাবৎ বাসুদেবের ব্রজ-লীলাবিষয়ক কোন পদ আবিষ্কৃত হয় নাই; ইহা হইতে অনুমান হয় যে, তিনি অন্য বিষয়ে পদ রচনা করেন নাই; করিলেও সে সকল পদ অধুনা বিলুপ্ত হইয়াছে। বাসুদেবের গৌরচন্দ্র-পদাবলীর যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে; কেন না, তিনি মহাপ্রভুর লীলা নিজে দেখিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছিলেন। গৌর-ভক্তদিগের নিকট এ সকল পদের মাধুর্য্যও অল্প নহে। স্বয়ং কবিরাজ গোস্বামী বাসুদেবের পদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠ পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে॥"

দেবকীনন্দন দাস তাঁহার বৈষ্ণব-বন্দনায় লিখিয়াছেন,—

"শ্রীবাসুদেব ঘোষ বন্দিব সাবধানে।
গৌরগুণ বিনা যেই অন্য নাহি জানে॥"

দেবকীনন্দনের এই উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, বাসুদেব ঘোষ গৌরলীলা ব্যতীত অন্য বিষয়ের বর্ণনা করেন নাই। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন জানিতেন; তাই, গৌর-লীলার বর্ণনা করিতে যাইয়াও প্রায় সর্ব্বত্রই তিনি পূর্ব্ব-যুগের কৃষ্ণ-লীলার সহিত তাঁহার বর্ণিত গৌর-লীলার বিষয়গত ও ভাব-গত সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। নবদ্বীপ-লীলায় যে ব্রজ-গোপীদিগের অভাব ছিল, নরহরি সরকার ঠাকুর ও তাঁহার অনুকরণে বাসুদেব নিজকে ও অন্যান্য গৌর-ভক্তগণকে সেই নদীয়ানাগরী কল্পনা করিয়া 'নাগরী'-ভাবের পদ নামক এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর পদেরও সূত্র-পাত করিয়া গিয়াছেন। লোচন দাস ও ঘনশ্যাম-নরহরি প্রভৃতির হাতে পড়িয়া, উহা নিতান্ত পল্লবিত হইয়াছে এবং যেমন নাটকের অভিনয়ে বালকদিগের পক্ষে স্ত্রীলোকদিগের ভূমিকা-গ্রহণ, তেমন স্বাভাবিক ও চিত্তাকর্ষক হয় না বলিয়া, পরে স্ত্রীলোকের দ্বারাই নাটকীয় স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় করানো হইতেছে, সেইরূপ এ ক্ষেত্রে নদীয়া-নাগরীগণেরও অবতারণা করা হইয়াছে। লোচন ও নরহরির নদীয়া-নাগরীর পদের কোন কোন স্থলে এ বিষয়ে এত বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে যে, তাহা সুরুচিসম্পন্ন মনে হয় না। বর্ত্তমান সময়ে এক শ্রেণীর গৌর-ভক্তদিগের মধ্যে 'নাগরী-ভাবের উপাসনা'র উপলক্ষে যে নানা উচ্ছৃঙ্খলতার কথা শুনা যায়, উহার জন্য লোচন বা ঘনশ্যাম-নরহরির উদ্দাম কবিকল্পনা আংশিক-ভাবে দায়ী কি না, তাহা আধুনিক বৈষ্ণব ইতিহাস-লেখকের চিন্তনীয় হইয়াছে। আনন্দের বিষয় যে, নরহরি সরকার ও বাসুদেব ঘোষের সম্বন্ধে এরূপ কোনও অভিযোগ করা চলে না। পদকল্পতরুর মঙ্গলাচরণের পরে পূর্ব্ব-রাগ বর্ণনের প্রারম্ভে 'নিরমল গোরা তনু' ইত্যাদি বাসুদেবের যে 'নাগরী-উক্তি' ২৮ সংখ্যক সুন্দর পদটী সন্নিবেশিত হইয়াছে, কৌতুহলী পাঠক ঐ পদটী পড়িয়া দেখিবেন। এখানে 'নাগরী' যে কে, পদকর্ত্তা উহা উহ্য রাখিয়া,

"মন্ত্র মহোষধি তুহুঁ জানসি যদি
মঝু লাগি করবি উপায়।"

এই নাগরীর উক্তির উত্তরে সুকৌশলে বলিয়াছেন,—

"বাসুদেব ঘোষ কহে শুন শুন এ সখি,
গোরা লাগি মোর প্রাণ যায়॥

এখানে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পদ-কর্ত্তা নিজকে ও তাঁহার ন্যায় অপর গৌর-ভক্তকে "নদীয়া-নাগরী ভাবিয়াই ঐ পদ রচনা করিয়াছেন। অভিজ্ঞ পাঠক-বর্গকে বলিতে হইবে না যে, এইরূপ নাগরী-ভাবের উপাসনার মধ্যে গভীর মনস্তত্ত্ব-জ্ঞান অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। রোমান-ক্যাথলিক্ খৃষ্টানদিগের মধ্যেও Bride of Christ বা খৃষ্ট-নাগরী-অভিমানে খৃষ্টের উপাসনা বিরল নহে। নারী-জাতি চির-কাল কোমলতা, আত্ম-সমর্পণ ও প্রেম-তন্ময়তার জীবন্ত আদর্শ; সুতরাং সেই নারীকে আদর্শ করিয়া, নারী-অভিমানে যে, প্রেমিক-ভক্তগণ স্বীয় ইষ্ট-দেবের উপাসনায় প্রণোদিত হইবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

জগদ্বন্ধু বাবু বাসুদেবের প্রাঞ্জল অথচ গভীর অর্থ-পূর্ণ পদের সম্বন্ধে যে সুন্দর মন্তব্য লিখিয়াছেন, উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া, আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

"বাসুদেব ঘোষের পদাবলী এত সহজ ও প্রাঞ্জল যে, সামান্যরূপ লেখাপড়া জানিলেই উহাদের অধিকাংশের অর্থ সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু কোন কোন পদ এত গভীরার্থ যে, সাধক ও ভক্ত না হইলে, তাহার মর্ম্মোদ্ভেদ অসম্ভব। আমরা একটী পদের দুইটী মাত্র চরণের ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগের বাক্যের সমর্থন করিতেছি। যথা,—

"দুই চারি বলি দান ফেলে গদাধর।
পঞ্চ তিন বলি ডাকে রসিক নাগর ॥"*

"এই সংসারে ভবের পাশা খেলিয়া কেহ জিতে, কেহ হারে। কেহ জিতে দুই চারি ইত্যাদি সম-দানে; কেহ জিতে তিন পঞ্চ আদি বিষম দানে। যে, যে পদ্ধতি অবলম্বনে সাধন করে, তাহার তাহাতেই সিদ্ধি হয়। লোক-শিক্ষার জন্য গদাধর পণ্ডিত কহিতেছেন, "আমি 'হরি' বা 'কৃষ্ণ' দ্বি-অক্ষরাত্মক নাম বা 'হরেকৃষ্ণ', কি 'রাধাকৃষ্ণ' এই চতুরক্ষরাত্মক নাম জপ করিলেই ভবের পাশায় জিনিব। অথবা 'দুই' আর 'চারিতে' 'ছয়' হয়; সুতরাং ষড় রিপু জয় করিলেই সিদ্ধি লাভ করিব।" কিন্তু মহাপ্রভু কহিতেছেন, 'পিরীতি' এই তিন অক্ষরাত্মক পদার্থ লইয়া ভজন করিলেই ভবের পাশায় জয়ী হওয়া যায়। যে খেলাতে তত পটু নহে, অর্থাৎ যে 'পিরীতি' বা 'শৃঙ্গার' রসের মর্ম্ম জানিতে অধিকারী হয় নাই, তাহাকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই 'পঞ্চ দান' লইয়া ক্রমে ক্রমে সাধন করিতে হইবে। অথবা 'তিন আর 'পাঁচে' আট হয়। সুতরাং অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বনে সাধন করিলে সিদ্ধিলাভ হইবে।" কিংবা মহাপ্রভু ৩+৫=৮ দ্বারা ইহাও সঙ্কেত করিতে পারেন যে, "যদি কেহ সাধনরাজ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে "অষ্ট সখীর" অর্থাৎ ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি শ্রীরাধিকার প্রধানা অষ্ট-সখীর অন্যতমার অনুগা হইতে হইবে।" কেন না, সখীর অনুগা হইয়া ভজন না করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীচরণ প্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই।"

বাসুদেবের এই উক্তি যে গভীরার্থক, উহার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমরা এই আপাত-সহজ উক্তির গভীর অর্থটী পূর্ব্বে বুঝিতে না পারায়, যথাস্থানে ঐ পঙ্ক্তি-দ্বয়ের কোনও টীকা লিখিতে চেষ্টা করি নাই। সুবিজ্ঞ জগদ্বন্ধু বাবু উহার যে ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, উহাই যে পদ-কর্ত্তার অভিপ্রেত আধ্যাত্মিক অর্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই; তথাপি বোধ হয় যে, জগদ্বন্ধু বাবু ৩+৫=৮ এর তাৎপর্য্য লিখিতে যাইয়া একটু ভুল করিয়াছেন। অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব 'পিরীতি' বা 'শৃঙ্গার রসের 'অনুভাব' (manifestation) বলিয়া রস শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং যে ভক্ত "শৃঙ্গার" রস অবলম্বনে সাধনার

---

* পদকল্পতরুর 'পাশ-ক্রীড়া'র ২৬৬৮ সংখ্যক 'গৌরচন্দ্র' দ্রষ্টব্য। পদকল্পতরুতে 'রসিক' স্থলে 'গৌরাঙ্গ' পাঠ আছে; উহাই সমীচীন মনে হয়।—সম্পাদক।

অধিকারী নহেন, তাঁহার পক্ষে অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাব কি প্রকারে অবলম্বনীয় হইবে? অপিচ শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রকট-লীলায় যাঁহারা ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি প্রধান অষ্ট-সখী, অপ্রকট নিত্য-লীলায় তাঁহারাই শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি সেবা-পরায়ণা প্রধান অষ্ট-সখী বটে। নিত্যধামে যাইয়া নিত্য-কাল শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ যুগল-সেবার প্রয়াসী প্রেমিক বৈষ্ণব ভক্ত এই মঞ্জরীদিগের অনুগা হওয়ার জন্য বিশেষ-ভাবে তাঁহাদের কৃপা-ভিক্ষা করিয়া থাকেন; সুতরাং ৫+৩=৮ এর তাৎপর্য্য অষ্ট-সখীর দ্বারা এখানে শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি অষ্ট-মঞ্জরীই বুঝিতে হইবে। শ্রীল নরোত্তম তাঁহার প্রার্থনাবলীতে স্থানে স্থানে এই অষ্ট-মঞ্জরীরই দাস্য কামনা করিয়াছেন। যথা,—

"রাধাকৃষ্ণ সেব মন জীবনে মরণে।
তার স্থান তার লীলা স্মর রাত্রি দিনে॥
যখন যে লীলা করে যুগল-কিশোর।
সখীর সঙ্গিনী হও তাতে হঞা ভোর॥
শ্রীরূপমঞ্জরী পদ সেবোঁ নিরবধি।
তার পাদ-পদ্ম মোর মন্ত্র মহৌষধি॥
শ্রীরূপমঞ্জরি দেবি মোরে কর দয়া।
অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদ-পদ্ম-ছায়া॥
শ্রীরসমঞ্জরি দেবি কর অবধান।
অনুক্ষণ করোঁ তুয়া পাদ-পদ্ম-ধ্যান॥
বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল-বিলাস।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥"—(৩০৬১ সংখ্যক পদ)।

পুনশ্চ—

"শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ সেই মোর সম্পদ
সেই মোর ভজন পূজন।
সেই মোর প্রাণ-ধন সেই মোর অভরণ
সেই মোর জীবনের জীবন॥"—ইত্যাদি (৩০৬৪ সং পদ)।

পুনশ্চ—

"শ্রীরূপমঞ্জরী সখী মোরে অনাথিনী দেখি
রাখিবে রাতুল দুটি পায়।
নরোত্তম দাসের মনে প্রিয়-নর্ম্ম-সখীগণে
আমারে গণিয়া লবে তায়॥"—(৩০৬৬ সং পদ)।

রাগানুগ-বৈষ্ণব ভক্তদিগের মঞ্জরী সখীগণের আনুগত্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা এতই প্রসিদ্ধ বিষয় যে, উহার পোষকতায় আর অধিক প্রমাণ প্রয়োগ করা অনাবশ্যক। যাহা হউক, জগদ্বন্ধু বাবু বাসু ঘোষের পাশক্রীড়ার গৌরচন্দ্রপদের এই সুন্দর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটী প্রদান করিয়া আমাদিগকে ঋণী করিয়া গিয়াছেন।

'বিজয়ানন্দ'-ভণিতার শুধু একটী মাত্র পদ (২২৪২ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটী গৌরাঙ্গ-বিষয়ক; সুতরাং জগদ্বন্ধু বাবু কর্ত্তৃক গৌরপদতরঙ্গিণী গ্রন্থেও সন্নিবেশিত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু বিজয়ানন্দের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"ইনি মহাপ্রভুকে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহার সুন্দর হস্তাক্ষরে পরিতুষ্ট হইয়া, মহাপ্রভু ইঁহার নাম "রত্নবাহু" রাখিয়াছিলেন। ইনি কি পদ-কর্ত্তা" ?

বিজয়ানন্দ

আমরা জগদ্বন্ধু বাবুর জিজ্ঞাসার উত্তরে শুধু এইমাত্র বলিতে পারি যে, বৈষ্ণব-সাহিত্যে এ যাবৎ অন্য কোনও বিজয় দাসের উল্লেখ পাই নাই; সুতরাং অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে মহাপ্রভুর লিপি-কার বিজয় দাসের দাবী অগ্রাহ্য করার কোন কারণ দেখা যায় না। প্রবাদ আছে,—"গ্রন্থী ভবতি পণ্ডিতঃ" অর্থাৎ বহু সদ্‌গ্রন্থের অধিকারী ব্যক্তি পণ্ডিত হইয়া থাকেন। যখন বহু সদ্‌গ্রন্থের রক্ষা ও কদাচিৎ পঠনের ফলেই পাণ্ডিত্য জন্মিয়া থাকে, তখন সে সকলের লিপীকরণ ও তজ্জন্য আদ্যোপান্ত সযত্নে পঠনের ফলে লিপি-কার যে পণ্ডিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহের কারণ কি আছে ? বস্তুতঃ যখন প্রাচীন গ্রন্থে শুধু নামোল্লেখের বলে অনেক ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে পদ-কর্ত্তা বলিয়া অনুমিত হইয়াছেন, তখন মহাপ্রভুর লিপি-কার বিজয় দাসকে পদ-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার না করার কোন কারণ নাই। মহাপুরুষের আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই অনেক অচিন্তিত শুভ ফল প্রসব করে। এখানেও উহার অন্যথা হয় নাই। বিজয় দাস যদিও প্রথমে তাঁহার "সুন্দর" হস্তাক্ষরের জন্যই "রত্নবাহু" উপাধি পাইয়া থাকেন, কিন্তু তিনি পদ-রচনায় কৃতিত্বের জন্যও সেই উপাধির অধিকারী হইয়াছেন। বিজয় দাস অধিক পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয় না। তিনি হয় ত এরূপ দুই চারিটী গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া গিয়াছেন।

'বিদ্যাপতি'-ভণিতার ১৬৩টী পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পদগুলির মধ্যে কতকগুলি খাঁটি বাংলা-পদও আছে। মৈথিল কবির মৈথিল ভাষার রচনা বাঙ্গালার গায়ক ও লিপিকরদিগের অজ্ঞতা বা অনবধানতা হেতু বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া তথাকথিত বাংলা ব্রজবুলীতে পরিণত হইয়াছে, বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক ও সমালোচকদিগের এরূপ সিদ্ধান্ত হইলেও, তাঁহার মৈথিল ভাষা যে, উক্ত কারণে—

বিদ্যাপতি

"শুন লো রাজার ঝি
তোরে—কহিতে আসিয়াছি
কানু হেন ধন পরাণে বধিলি
এ কাজ করিলা কি॥" ইত্যাদি (২১৫ সংখ্যক পদ)

অথবা— "যেথানে সতত বৈসে রসিক মুরারি।
সেথানে লিখিয় মোর নাম দুই চারি॥" ইত্যাদি (১৬৮০ সং পদ)

প্রভৃতি পদের ভাষার ন্যায় অপরিবর্ত্তনীয়রূপে খাঁটি বাংলায় রূপান্তরিত হইতে পারে, এমন কথা কেহই বলিতে সাহসী হন নাই। সুতরাং বিদ্যাপতি ভণিতার অন্ততঃ এইরূপ খাঁটি বাংলা পদগুলির রচয়িতা যে, কোনও বাঙ্গালী বিদ্যাপতি কিংবা সেরূপ কোনও বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তা বিদ্যাপতি না জন্মিয়া থাকিলে, সেগুলি অমূলক-ভাবে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির নামে প্রচারিত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য মনে হয়। মৈথিল বিদ্যাপতি ব্যতীত কতিপয় বাংলা-পদের রচয়িতা ও বিদ্যাপতি-উপাধিধারী উৎকল-বাসী কবি চম্পতির বিষয় চম্পতি রায় প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। পাঠক দেখিয়াছেন যে, বৃন্দাবনের প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজনদিগের মধ্যে

পুরুষানুক্রমে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে বিদ্যাপতি-উপাধিধারী কবি চম্পতিই 'বিদ্যাপতি' ভণিতা-যুক্ত বাংলা পদের রচয়িতা। আমাদের চম্পতি রায়-বিষয়ক আলোচনা প্রেসে দেওয়ার পর, এখন সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য রত্ন মহাশয়ের পত্রে জানিতে পারিয়াছি যে, বীরভূম প্রদেশেও 'বিদ্যাপতি' উপাধিধারী কবিরঞ্জন-নামক একজন প্রাচীন পদ-কর্ত্তার উদ্ভব হইয়াছিল। তথায় প্রবাদ আছে যে, এই 'বিদ্যাপতি' উপাধি-ধারী কবিরঞ্জনই 'বিদ্যাপতি'ভণিতার বাংলা পদ-সমূহের এবং "চরণ-নখ রমণি-রঞ্জন-ছান্দ" ইত্যাদি ইত্যাদি কোন কোন ব্রজবুলী পদের রচয়িতা। এরূপও নাকি প্রবাদ যে, এই বিদ্যাপতি-কবিরঞ্জনের সহিতই গঙ্গাতীরে চণ্ডীদাসের মিলন ও রস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। হরেকৃষ্ণ বাবু রামগোপাল দাস-কৃত "রঘুনন্দন-শাখা-নির্ণয়" নামক অপ্রকাশিত পুথিতে নিম্নলিখিত উক্তি দেখিতে পাইয়াছেন। যথা,—

খণ্ড-বাসী 'বিদ্যাপতি' উপাধিধারী কবিরঞ্জন

"কবিরঞ্জন বৈদ্য আছিল খণ্ডবাসী।
যাহার কবিতা গীত ত্রিভুবন ভাসি॥
তার হয় শ্রীরঘুনন্দনে ভক্তি বড়।
প্রভুর বর্ণনা পদ করিলেন দড়॥

পদং যথা—

"শ্যাম গৌর বরণ একদেহ" ইত্যাদি।
"গীতেষু বিদ্যাপতিবদ্‌বিলাসঃ
শ্লোকেষু সাক্ষাৎ কবি-কালিদাসঃ।
রূপেষু নির্ভৎর্সিত-পঞ্চবাণঃ
শ্রীরঞ্জনঃ সর্ব্ব-কলা-নিধানঃ॥"
"ছোট বিদ্যাপতি বলি যাহার খেয়াতি।
যাহার কবিতা গানে ঘুচয়ে দুর্গতি॥"

এই বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে, ইহাঁর নাম 'রঞ্জন' বা 'কবিরঞ্জন' ছিল; 'বিদ্যাপতি' ছিল ইহাঁর উপাধি। ইনি কখনও 'কবিরঞ্জন' ও কখনও 'বিদ্যাপতি' ভণিতা দিয়া পদ-রচনা করিয়া গিয়াছেন।

রঘুনন্দন শ্রীমহাপ্রভুর অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন; সুতরাং তাঁহার প্রতি ভক্তিমান্ এই কবিরঞ্জনের সহিত মহাপ্রভুরও আন্দাজ এক শতকের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বড়ু চণ্ডীদাসের সম্মিলন ঘটিতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। এ জন্যই হরেকৃষ্ণ বাবু অনুমান করেন যে, মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তা নরোত্তম ঠাকুরের ভক্ত দীন চণ্ডীদাসের সহিত সম্ভবতঃ এই কবিরঞ্জন বিদ্যাপতির সম্মিলন ঘটিয়া থাকিবে। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের মিলনের কাহিনী অসম্ভব, সুতরাং অবিশ্বাস্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' গ্রন্থের সুযোগ্য সম্পাদক সুহৃদ্বর বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় সেই মিলন-কাহিনী অসম্ভব বা অবিশ্বাস্য মনে না করিলেও, তিনি বড়ু চণ্ডীদাসের উক্ত কাব্যে তাঁহার সহজিয়া-ভাবের কোনও পরিচয় পান নাই। পক্ষান্তরে দীন চণ্ডীদাস যে একজন সহজিয়া ভাবাপন্ন পদকর্ত্তা ছিলেন, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। সুতরাং মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সহিত বড়ু চণ্ডীদাসের গঙ্গাতীরে সম্মিলন ও সহজিয়া রস-তত্ত্বের আলোচনার যথার্থতার সম্বন্ধে সন্দেহের যে বিশিষ্ট কারণ আছে, হরেকৃষ্ণ বাবুর উল্লিখিত পরবর্ত্তী বিদ্যাপতি ও দীন চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে সে সন্দেহের অবকাশ নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার

করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ কিংবদন্তীর বিরুদ্ধে, পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার ২৬ পল্লবের অন্তর্গত কয়েকটী পদে দলিল-প্রমাণ রহিয়াছে। ২৬শ পল্লবের ২০৮৮ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে,—

রূপ নরায়ণ বিজয় নরায়ণ
বৈদ্যনাথ শিবসিংহ।
মীলন ভাবি তুহুঁক করু বর্ণন
তছু পদ-কমলক ভৃঙ্গ ॥"

২০৯৭ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে,—

"পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে
শুনতহি রূপনরাণ।
কহ বিদ্যাপতি ইহ রস-কারণ
লছিমা-পদ করি ধ্যান ॥"

বিদ্যাপতি যদি রঘুনন্দন-ভক্ত কবিরঞ্জন বিদ্যাপতি হইবেন, তাহা হইলে উদ্ধৃত ভণিতায় 'রূপনরায়ণ' 'বিজয়নরায়ণ' ও 'শিবসিংহ'—মৈথিল রাজগণের ও 'লছিমা' দেবীর প্রসঙ্গ আসিল কি প্রকারে? এই পদগুলিকে অমূলক ও কৃত্রিম মনে করার কোনও কারণ আছে কি? এই প্রাচীন পদগুলি—যাহা প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বৈষ্ণবদাসের মত একজন পণ্ডিত ও গবেষকের দ্বারা বহু চেষ্টায় সংগৃহীত হইয়া পদকল্পতরুতে সন্নিবেশিত হইয়াছে—শুধু লোকের মুখে প্রচারিত কিংবদন্তী বা কল্পনার বলে অগ্রাহ্য করা যায় কি? আশা করি, হরেকৃষ্ণ বাবু এই বিষয়টা চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

হরেকৃষ্ণ বাবু আরও লিখিয়াছেন,—"কবিরঞ্জন-ভণিতার যত পদ পদকল্পতরুতে আছে, সব এই কবির। কোনটাই বিদ্যাপতির নয়। বাঙ্গালা পদ কিরূপে বিদ্যাপতির হইবে?

* * * *

ঐ যে "উদসল কুন্তল-ভারা"—এ পদের ভাষা যাই হোক,—পদটী শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের। একই পুথিতে কবিরঞ্জন ভণিতার পদ ভাগাভাগি হইবে না। কারণ, বিদ্যাপতির কবিরঞ্জন উপাধি ছিল কি না, সন্দেহজনক।

"রসমঞ্জরীর উদ্ধৃত প্রসিদ্ধ পদ—'চরণনখ রমণি রঞ্জন ছান্দ",—এই পদ এই কবিরঞ্জনের। রামগোপালের পুত্র পীতাম্বর রসমঞ্জরীতে পিতার প্রশংসিত এই কবির পদই তুলিয়াছেন। ঐ পদে "কহে কবিরঞ্জন শুন বর নারি। প্রেম অমিয়া রসে লুবধ মুরারি' এই ভণিতাই ঠিক।"

"একই পুথিতে কবিরঞ্জন ভণিতার পদ ভাগাভাগি হইবে না"—আমরা হরেকৃষ্ণ বাবুর এই কথার কোন যুক্তি বুঝিলাম না। পদকল্পতরু গ্রন্থে কবিরঞ্জন-ভণিতার ৭টী ব্রজবুলি পদ পাওয়া গিয়াছে। আমরা কবিরঞ্জন সম্বন্ধে আলোচনা করার সময়ে শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের বিষয় অবগত না থাকায় ঐ পদগুলির সমস্তই বিদ্যাপতির রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছি (ভূমিকার ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। হরেকৃষ্ণ বাবু পদকল্পতরুর ৪৫২ সংখ্যক "চরণ-নখ রমণি-রঞ্জন-ছান্দ" ইত্যাদি বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত পদে রসমঞ্জরীতে কবিরঞ্জনের ভণিতা দেখিয়া, উহা খণ্ডবাসী কবিরঞ্জনের রচিত বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। পদকল্পতরুর কোনও পুথিতেই ঐ পদে কবিরঞ্জের ভণিতা পাওয়া যায় নাই। এ পদটায় রসমঞ্জরীতে কবিরঞ্জন ভণিতা থাকিলেও সেই কবিরঞ্জন যে খণ্ডবাসী কবিরঞ্জন ছাড়া মৈথিল কবি বিদ্যাপতি হইতে পারেন না, সে সম্বন্ধে হরেকৃষ্ণ বাবু কোনও প্রমাণ দিতে পারেন নাই। এ পদটার কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাউক। পদকল্পতরুতে 'কবিরঞ্জন' ভণিতায় যে ৭টী

পদ আছে, তাহা হরেকৃষ্ণ বাবু রসমঞ্জরীতে পাইয়াছেন কি? যদি না পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কোন্ প্রমাণের বা অনুমানের বলে সেগুলিকে খণ্ডবাসী কবিরঞ্জনের রচিত মনে করেন?

পদকল্পতরুর পূর্ব্বোক্ত ২৩৮৮ ও ২৩৯১ সংখ্যক পদ দেখিয়াও হরেকৃষ্ণ বাবু কি জন্য মৈথিল কবি বিদ্যাপতির 'কবিরঞ্জন' নামে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারি না। কবিরঞ্জন ভণিতার অন্ততঃ উৎকৃষ্ট ব্রজবুলীর ৫টী পদের রচয়িতাও যে তিনি ছাড়া অন্য কেহ নহেন—এরূপ একটা অপ্রামাণিক ব্যাপক উক্তির আমরা সমর্থন করিতে পারি না। 'বিদ্যাপতি' ভণিতার বাংলা পদগুলির রচনা সাধারণ, উহাতে কবিশ্রেষ্ঠ 'বিদ্যাপতির' রচনার লক্ষণ পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে 'কবিরঞ্জন' ভণিতার পদগুলির মধ্যে ১১০৪ ও ১৭৬০ সংখ্যক বাংলা পদ-দ্বয় ব্যতীত বাকি ৫টি ব্রজবুলীর পদ বিদ্যাপতির কবিতার সৌসাদৃশ্য-যুক্ত। সুতরাং আমরা এ বিষয়ের সুমীমাংসার পক্ষে হরেকৃষ্ণ বাবুর মত "পদের ভাষা যাই হোক" বলিয়া তুচ্ছ করিতে পারি না। আমরা পদকল্পতরুর 'কবিরঞ্জন' ভণিতার পদগুলির পুনরালোচনা করিয়া দৃঢ়তা সহকারেই বলিতে ইচ্ছা করি যে, ভাষা-গত ও ভাব গত প্রমাণ অনুসারে ১১০৪ ও ১৭৬০ সংখ্যক পদ-দ্বয় ছাড়া বাকি পদগুলি কবিরঞ্জন উপাধি-ধারী মৈথিল কবি বিদ্যাপতির রচিত বলিয়াই প্রতীত হয়। বাংলা পদদ্বয় খণ্ডবাসী কবিরঞ্জনের রচনা। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, একই পুথিতে 'কবিরঞ্জন' ভণিতার পদে বৈষ্ণবদাস ভাগাভাগি করিয়াছেন এবং মৈথিল কবিরঞ্জনের পার্শ্বে বাঙ্গালী কবিরঞ্জনকে স্থান দিয়া তিনি সুবিবেচনা ও নিরপেক্ষতারই পরিচয় দিয়াছেন। হরেকৃষ্ণ বাবুর মতের সম্বন্ধে আলোচনার উপসংহারে ইহাও বক্তব্য যে, 'বিদ্যাপতি'-ভণিতার বাংলা পদগুলির রচয়িতা উড়িষ্যা-বাসী চম্পতি না হইয়া খণ্ডবাসী বিদ্যাপতি হওয়াই অধিক সম্ভবপর বটে। আমরা হরেকৃষ্ণ বাবুর এই প্রশংসনীয় গবেষণার জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

আমরা নিম্নে 'বিদ্যাপতি' ভণিতার বাংলা পদগুলির একটা তালিকা দিলাম; যথা—২১৫, ২২৬, ৫১১, ১০৯১, ১১০৩, ১৬৪২, ১৬৮০ ও ২৫২৫ সংখ্যক পদ। নগেন্দ্র বাবু ৫১১ ও ১০৯১ সংখ্যক বাংলা পদ-দ্বয় রূপান্তরিত-ভাবে তাঁহার সংস্করণে গ্রহণ করিয়া থাকিলেও, তিনি উক্ত পদ দুইটীকে যে মৈথিল রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, উহা সফল হয় নাই; পদ দুইটী বেশীর ভাগ বাংলাই রহিয়া গিয়াছে। এখানে স্থানাভাবে এ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। আমাদের "বিদ্যাপতি-বিচার" শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে উহা সবিস্তারে আলোচিত হইবে।

মৈথিল কবি-চূড়ামণি বিদ্যাপতির সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক স্বর্গগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া, (Maithil Christomathy) গ্রন্থের প্রণেতা স্যর গ্রীয়ারসন্, 'মহাজন-পদাবলী'র সম্পাদক স্বর্গগত জগদ্বন্ধু ভদ্র, "বিদ্যাপতির পদাবলী" গ্রন্থের সম্পাদক স্বর্গগত সারদাচরণ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও "মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি" নামক হিন্দী সংস্করণের প্রণেতা শ্রীযুক্ত ব্রজনন্দন সহায়, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের প্রণেতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও বিদ্যাপতির "কীর্ত্তিলতা" নামক অবহট্ট-ভাষার কাব্য গ্রন্থখানার সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়গণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন, এখানে সে সকল আলোচনার সার সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার স্থানাভাব হেতু, আমরা বিশেষ-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণকে ঐ সকল গ্রন্থ হইতে বিদ্যাপতির বিবরণ পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

বিদ্যাপতির জীবন-বৃত্তান্ত

বিদ্যাপতির সম্বন্ধে বহু গবেষণা ও আলোচনা হইয়া থাকিলেও দুঃখের বিষয় যে, তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু জানা যায় নাই; যাহা জানা গিয়াছে, তাহা নিম্নে কয়েকটী দফায় সংক্ষেপে লিখিত হইল।

(১) বিহার প্রদেশের দরভাঙ্গা জেলার মধুবাণী মহকুমার অন্তর্গত 'বিস্ফী' গ্রামে ব্রাহ্মণ-কুলে বিদ্যাপতি ঠাকুরের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম-শক অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। তবে, তাঁহার বংশধরদিগের নিকট সযত্নে রক্ষিত দান-পত্রের তাম্র-ফলক দর্শনে জানা যায় যে, ১৪০০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা শিবসিংহের নিকট হইতে 'বিস্ফী' গ্রাম দানে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গ্রীয়ার্সন ও কাব্যবিশারদের প্রদর্শিত তালিকায় ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবসিংহের রাজ্য-প্রাপ্তি ঘটে বলিয়া লিখিত আছে; কিন্তু উহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। কেন না, তাঁহার "অনল-রন্ধ্র-কর লক্খন নরবই" ইত্যাদি একটা প্রসিদ্ধ মৈথিল পদে বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন যে, ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে অর্থাৎ ১৪০০ খৃষ্টাব্দে শিবসিংহের পিতা রাজা দেবসিংহের মৃত্যু হয় এবং সেই লক্ষ্মণাব্দেই শিবসিংহ রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। নগেন্দ্রবাবু ও "মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি" গ্রন্থের সম্পাদক ব্রজনন্দন বাবু উভয়েই বিদ্যাপতির উক্ত পদটা উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দই শিবসিংহের রাজ্যারোহণ-কাল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলেই জানা যাইতেছে যে, যে বৎসর শিবসিংহের রাজ্য-প্রাপ্তি ঘটে, সে বৎসরই তিনি বিদ্যাপতিকে উক্ত ভূমি দান করেন। দান পত্রে লিখিত আছে,—'গ্রামোঽয়মস্মাভিঃ সপ্রক্রিয়াভির্নবজয়দেব-মহারাজ-পণ্ডিত-ঠকুর-শ্রীবিদ্যাপতিভ্যঃ শাসনীকৃত্য প্রদত্তঃ" ইত্যাদি। দান-পত্রের 'নব-জয়দেব' ও 'পণ্ডিতঠকুর' বিশেষণ-মাহাত্ম্যে বুঝা যায় যে, বিদ্যাপতি ঠাকুর তখনই শ্রেষ্ঠ 'কবি'-রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সে সময়ে তাঁহার বয়স অন্যূন বিশ বৎসর হইয়াছিল অনুমান করিলে, আন্দাজ ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

(২) স্বর্গ-গত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় তাঁহার নিকট সুরক্ষিত "পদসমুদ্র" নামক সুবৃহৎ প্রাচীন পদ-সংগ্রহ পুথিতে 'বিদ্যাপতি'-ভণিতার নিম্ন লিখিত পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যথা—

"জন্মদাতা মোর গণপতি ঠাকুর মৈথিল দেশ করু বাস।
পঞ্চ গৌড়াধিপ শিব সিংহ ভূপ কৃপা করি লেউ নিজ পাস॥
বিস্পী গ্রাম দান করল মুঝে রহতহি রাজসন্নিধান।
লছিমা-চরণ-ধ্যানে কবিতা নিকসয়ে বিদ্যাপতি ইহ ভাণ॥"

'পদ-সমুদ্র' পুথি ও এই পদের প্রামাণিকতা যাহাই হউক না কেন, বিদ্যাপতির পিতার নাম যে গণপতি ঠাকুর, তাহা বিদ্যাপতির বংশধরদিগের নিকট প্রাপ্ত বংশ-লতা দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে। বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে বিদ্যাপতি প্রসিদ্ধ 'নব রসিক'দিগের অন্যতম এবং শিব সিংহের মহিষী লছিমা দেবীর প্রণয়ী ছিলেন। নগেন্দ্র বাবু প্রমাণ করিয়াছেন যে, বিদ্যাপতি সহজিয়া-বৈষ্ণব ছিলেন না; তিনি শৈব-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। অথচ পদকল্পতরুর একটা পদে স্পষ্ট দেখা যায় যে,—

"কহ বিদ্যাপতি ইহ রস-কারণ লছিমা-পদ করি ধ্যান॥" (২৩৯০ সংখ্যক পদ)

পদ-ধ্যান করার কথা না থাকুক, আরও বহুসংখ্যক পদেই বিদ্যাপতি লছিমা দেবীর স্তুতি-গান করিয়াছেন। ইহার কি মীমাংসা করা যাইবে? আমাদের বোধ হয় যে, বস্তুতঃ লছিমা দেবীর সহিত বিদ্যাপতির কোনও অবৈধ প্রেম-সম্বন্ধ ছিল না। রাজ-পত্নী, বিশেষতঃ প্রতিপালকের পত্নী, মাতৃ-তুল্যা; সুতরাং ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্রী লছিমা দেবীর সম্বন্ধে বিদ্যাপতির এরূপ উক্তি অসঙ্গত মনে করা যায় না। তবে 'বিবর্ত্তবিলাস' প্রভৃতি সহজিয়া গ্রন্থের যে প্রণেতারা শ্রীচৈতন্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া, রামানন্দ রায়, সনাতন, রূপ ও শ্রীজীবগোস্বামী এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি সকলের স্কন্ধেই এক একটী "প্রকৃতি"র আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই,— তাহাদের কৃপায় মিথিলার শৈব বিদ্যাপতিও যে সহজিয়া-বৈষ্ণব সাজিয়া, 'নব রসিক' সম্প্রদায়ের দল-পুষ্টি

করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?" বস্তুতঃ প্রকৃত কথা এই যে, বিদ্যাপতি বা বড়ু চণ্ডীদাসের সময়ে বঙ্গ-দেশে শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণবদিগের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া কোন রেষারেষি বা সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ভাব ছিল না। তাই বাসুলী-সেবক শাক্ত চণ্ডীদাস ও শৈব বিদ্যাপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলা সম্বন্ধে পদ-রচনা করিতে কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

বিদ্যাপতির মাতার নাম ছিল হাসিনী দেবী। বিদ্যাপতির অধস্তন বংশধর বনমালী ঠাকুর ও বদ্রীনাথ ঠাকুরকে ধরিয়া ত্রয়োদশ পুরুষ চলিতেছে। সাধারণতঃ এক শতকে তিন পুরুষ ধরা হয়; সেই হিসাবে বিদ্যাপতির জন্ম-সাল ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ ধরিলে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ৫৪৮ বৎসরে ১৬।১৭ পুরুষ হওয়ার কথা; কিন্তু বিদ্যাপতির বংশধরেরা বোধ হয়, খুব দীর্ঘজীবী ছিলেন। বিদ্যাপতি নিজে যে শতাধিক বৎসর জীবিত ছিলেন, উহার কয়েকটী বিশ্বাস যোগ্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

৩৪৯ লক্ষ্মণাব্দে (১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) বিদ্যাপতি স্বহস্তে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের একখানা প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন; ঐ পুথিখানা এখনও তাঁহার বংশধরদিগের নিকট আছে।

হরিনারায়ণ ওরফে রাজা ভৈরব সিংহের প্রীতির জন্য বিদ্যাপতি "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন * ভৈরব সিংহের রাজ্য প্রাপ্তি ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে ঘটে। সুতরাং ঐ গ্রন্থরচনা-কালে বিদ্যাপতির বয়স অনূন ১৩৩ বৎসর হইয়াছিল, জানা যাইতেছে। একশত তেত্রিশ বৎসর কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকা নিশ্চিতই কিছু অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু বিদ্যাপতির স্বরচিত শ্লোকের প্রমাণ ও মৈথিল-পঞ্জীর রাজাদিগের রাজ্য-কাল নির্দ্দেশও অবিশ্বাস করা যায় না। আমাদের অনুমান হয় যে, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর রচনাকালে ভৈরব সিংহের পিতা দর্পনারায়ণ রাজা ছিলেন। পুত্র ভৈরব সিংহ শাস্ত্রজ্ঞ ও কৃতবিদ্য বলিয়া দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর রচনায় সম্ভবতঃ তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল বলিয়া বিদ্যাপতি তাঁহারও নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভাবী রাজাকে 'ক্ষ্মাভুজ' অর্থাৎ রাজা বলিয়া উল্লেখ করা কবির শিষ্টাচার মাত্র। রাজা দর্পনারায়ণ ১৪৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন; সুতরাং তাঁহার রাজ্যারোহণ-কালে বিদ্যাপতির বয়স ৯২ বৎসর হইয়াছিল। সম্ভবতঃ [illegible] রাজ্যলাভের কয়েক বৎসর পরেই ঐ গ্রন্থ রচিত হয়; সুতরাং বিদ্যাপতি শতাধিক বৎসর [illegible] থাকিয়া যে, নানা গ্রন্থ ও পদাবলীর রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহের কোন কারণ নাই।

বিদ্যাপতির রচিত গ্রন্থাবলী, যথা—'কীর্ত্তিলতা', 'পুরুষপরীক্ষা', 'লিখনাবলী', 'শৈবসর্ব্বস্বসার', 'গঙ্গাবাক্যাবলী,' 'বিভাগসার,' 'গয়াপত্তন,' 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'। এই সকল গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও রচনা-কাল সম্বন্ধে আলোচনা "মৈথিল কোকিল-বিদ্যাপতি" গ্রন্থের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। বাহুল্য-ভয়ে এখানে উদ্ধৃত হইল না। 'কীর্ত্তিলতা' 'অবহট্ট' অর্থাৎ অপভ্রংশ-ভাষায় গদ্য-পদ্যে রচিত; তদ্ভিন্ন অন্যান্য গ্রন্থ গুলি সমস্তই সংস্কৃত-রচনা বটে। কিছু দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় ওরিয়েণ্টাল সিরিজ হইতে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদিত "কীর্ত্তিলতা" গ্রন্থের একটী সানুবাদ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টায় ঐ লুপ্ত-প্রায় ঐতিহাসিক কাব্যখানা নেপাল হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। "পুরুষপরীক্ষা" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ বহুকাল পূর্ব্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে উহাই আবার কলিকাতার বঙ্গবাসী যন্ত্রালয় হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছিল। 'পুরুষপরীক্ষা' সংস্কৃতের 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ' গ্রন্থদ্বয়ের শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থ; তবে উহাতে পশু পক্ষীর কাহিনী দ্বারা উপদেশ ও

* "ভূপঃ শ্রীভবসিংহবংশতিলকঃ শ্রীদর্পনারায়ণঃ স্বয়ানন্দননন্দনঃ ক্ষিতিপতিঃ শ্রীধীরসিংহঃ কৃতী। শক্র-প্রসহভূকাপেন্দ্রসিংহঃ ক্ষ্মাভুজো দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী কৃতিরিয়ং তস্যাস্তু সৎপ্রীতয়ে॥"—দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী।—সম্পাদক

† বিহার প্রদেশের অন্তর্গত আরা জেলার 'নাগরী-প্রচারিণী সভা" কর্ত্তৃক প্রকাশিত।—সম্পাদক

নীতি-শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। নিতান্ত কৌতূহল-জনক নানাবিধ লোক-চরিত্রের সরস বর্ণনা দ্বারা উহাতে সকল শ্রেণীর লোকদিগকে কাব্য-পাঠের আনন্দের সহিত নীতি-শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবু "কীর্ত্তিপতাকা" নামে বিদ্যাপতির আর একখানা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থ এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই।

বিদ্যাপতি উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তির জন্য 'নবজয়দেব,' 'নবকবিশেখর', সংক্ষেপে 'কবিশেখর', 'কবিরঞ্জন' ও 'কবিকণ্ঠহার' উপাধি পাইয়াছিলেন। পদকল্পতরুতে তাঁহার 'নবকবিশেখর', 'কবিশেখর' ও 'কবিরঞ্জন' ভণিতার পদ পাওয়া গিয়াছে।

বিদ্যাপতির পুত্র-সন্তান ছিল না। তাঁহার 'দুল্লহি' (দুর্ল্লভী) নাম্নী একটী কন্যা ছিল। অন্য সন্তান জন্মে নাই বলিয়াই জনক-জননী বোধ হয়, উহার সার্থক 'দুল্লহি' নাম রাখিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির ভ্রাতুষ্পুত্র হরপতি ঠাকুরের দ্বারাই তাঁহার বংশধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিশেষ শক্তি-শালী মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে আধুনিক সময়েও অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচারিত হইয়া থাকে। প্রাচীনকালের মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে বিশ্বাস-যোগ্য জীবন-চরিত্রের পরিবর্ত্তে অলৌকিক কাহিনীরই বাহুল্য দেখা যায়। বিদ্যাপতির সম্বন্ধেও সেরূপ কাহিনীর অভাব নাই। আমরা সে সকল এখানে বর্ণিত করিয়া ভূমিকার কলেবর বর্দ্ধিত করিব না। তবে বিদ্যাপতির সম্বন্ধে একটি কৌতুক-জনক কাহিনী এখানে বিবৃত না করিয়া পারিলাম না। নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—"রাজপণ্ডিত বিসপীগ্রামোপার্জ্জক বিদ্যাপতি ঠাকুরের একটি অতিথিশালা ছিল। অতিথিদিগের ভোজন সমাপন হইলে বিদ্যাপতি স্বয়ং সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিতেন। প্রবাদ আছে, এক দিবস বিদ্যাপতি অতিথিশালায় প্রবেশ করিলে ভোজনতৃপ্ত অতিথি-মণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল, কেবল অত্যন্ত কৃশকায় এক ব্যক্তি চিন্তামগ্ন হইয়া এক কোণে উপবেশন করিয়াছিল, সে আসন ত্যাগ করিল না। বিদ্যাপতি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ঐ ব্যক্তি আহার করেন নাই। তখন বিদ্যাপতি কৌতুক করিয়া শ্লোকার্দ্ধে কহিলেন,—

প্রাঘুণো ঘুণবৎ কোণে
সূক্ষ্মত্বান্নোপলক্ষিতঃ।

গৃহকোণে অবস্থিত সূক্ষ্ম কীটবৎ অতিথি লক্ষিত হইলেন না। উপবিষ্ট পুরুষ তৎক্ষণাৎ অপরার্দ্ধ-শ্লোকে উত্তর দিলেন,—

নহি স্থূলধিয়ঃ পুংসঃ
সূক্ষ্মে দৃষ্টিঃ প্রজায়তে॥

স্থূলবুদ্ধি পুরুষের সূক্ষ্ম পদার্থে দৃষ্টি গমন করে না। তখন বিদ্যাপতি পক্ষধর মিশ্রকে চিনিতে পারিয়া অত্যন্ত সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহান্তরে লইয়া গেলেন।"

ব্রজনন্দন বাবু লিখিয়াছেন,—"বিদ্যাপতি ঠাকুর নে সুপ্রসিদ্ধ হরিমিশ্র সে বিদ্যাধ্যয়ন কিয়া থা ঔর উনকে ভতীজে সুবিখ্যাত পক্ষধর মিশ্র কে য়ে সহপাঠী থে।" ব্রজনন্দন বাবুর এই উক্তিটী যথার্থ বলিয়া মনে হয়। পক্ষধর মিশ্র বিদ্যাপতির সহাধ্যায়ী; সুতরাং কৌতুকের পাত্র বলিয়াই বিদ্যাপতি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেও, যেন চিনিতে পারেন নাই, এরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া, ঐ কৌতুকোক্তি করিয়া থাকিবেন; নতুবা অভুক্ত অপরিচিত অতিথির প্রতি তাঁহার ঐরূপ অবজ্ঞা-জনক কৌতুকোক্তি কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। যাহা হউক, রাজানুগ্রহ-পুষ্ট ও সম্ভবতঃ কিঞ্চিৎ স্থূল-কায় বিদ্যাপতিকে সূক্ষ্মকায় ও সূক্ষ্মবুদ্ধি নৈয়ায়িক-প্রবর পক্ষধর মিশ্র সেই কৌতুকটা সুদে-আসলে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। কবিরা কাব্য-রসে মত্ত বলিয়া শাস্ত্রের সূক্ষ্ম-তত্ত্বের চিন্তায় অপটু—পক্ষধর মিশ্রের উক্তিতে বিদ্যাপতির প্রতি এরূপ কটাক্ষ থাকাও বিচিত্র নহে। কেন না, বিদ্যাপতি

সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক পক্ষধরের খুল্লতাত প্রসিদ্ধ হরিমিশ্রের নিকট অধ্যয়ন করিয়াও ন্যায়-শাস্ত্রে বোধ হয়, তেমন প্রাবীণ্য লাভ করিতে পারেন নাই। ইহা বিচিত্র নহে; কেন না, প্রসিদ্ধ সূক্তি আছে,—

"কাব্যেন হন্যতে শাস্ত্রং
কাব্যং গীতেন হন্যতে।
গীতঞ্চ স্ত্রীবিলাসেন
স্ত্রীবিলাসো বুভুক্ষয়া॥"

আনন্দের বিষয় যে, বিদ্যাপতির দীর্ঘ জীবন কেবল কাব্য-রস-চর্চ্চায়ই ব্যয়িত হয় নাই। প্রধান রাজপণ্ডিত ভাবে তিনি একাধিক স্মৃতিগ্রন্থের প্রণয়ন ও সমাজ-নেতৃত্ব দ্বারা মিথিলা রাজ্যের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

মিথিলার প্রাচীন রাজবংশের রাজাদিগের প্রায় সকলেরই একাধিক নাম ছিল। রাজা শিবসিংহেরও যে নামান্তর "রূপনারায়ণ" ছিল, তাহা বিদ্যাপতির কয়েকটী পদের ভণিতা দ্বারা প্রমাণিত হয়। শিবসিংহের খুড়াত ভাই নরসিংহ ওরফে দর্পনারায়ণের এক পুত্রের* নামও রূপনারায়ণ। "বিদ্যাপতির" পদে এই দ্বিতীয় "রূপনারায়ণের" উল্লেখ আছে।

বিদ্যাপতির পদাবলী।

এখন বিদ্যাপতির পদাবলী সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়াই আমরা বিদ্যাপতির এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্বন্ধে প্রথমেই বক্তব্য এই যে, নেপাল, বাঙ্গালা প্রভৃতি যে সকল দূরবর্ত্তী স্থানে উহা প্রচারিত হইয়াছে, সেখানেই সুপ্রাচীনতা ও গায়ক-লিপিকরদিগের অজ্ঞতা ও অনবধানতা হেতু উহাতে তত্তদ্দেশের ভাষা অল্পাধিক পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া উহা রূপান্তরিত ও বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এ জন্যই বিদ্যাপতির বঙ্গীয় পদাবলীতে বিদ্যাপতির শুদ্ধ মৈথিল-ভাষার পরিবর্ত্তে মৈথিল, ব্রজভাষা ও বাংলা ভাষার অদ্ভুত মিশ্রণে উদ্ভূত তথাকথিত ব্রজ-বুলীর এবং নেপালের পুথির পদাবলীতে 'মোরঙ্গ' অর্থাৎ নেপালের তরাই-অঞ্চলের ভাষার প্রাচুর্য্য দেখা যায়। কেবল দূর দেশেই বিদ্যাপতির ভাষার বিকৃতি ঘটিয়াছে, তাহা নহে। মনীষী গ্রিয়ার্সন্ মহোদয় হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির অভাবে মিথিলার লোকের মুখে শুনিয়া বিদ্যাপতির যে সকল পদ সংগৃহীত ও প্রকাশিত করিয়াছেন, ঐ সকল পদের সহিত নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের প্রাচীন তাল-পত্রের পুথির পাঠ তুলনা করিলেই দেখা যাইবে যে, বিদ্যাপতির জন্মভূমিতেও তাঁহার পদের অল্প বিকৃতি ঘটে নাই। নির্ভর-যোগ্য প্রামাণিক প্রাচীন পুথি না পাইলে আধুনিক মৈথিল-ভাষার জ্ঞান ও কল্পনার বলে এখন ঐ সকল বিকৃত পদের সংশোধন ও বিদ্যাপতির প্রাচীন ও দুরূহ ভাষার অর্থ করিবার প্রয়াস বিশেষজ্ঞের পক্ষেও সুসাধ্য নহে। নগেন্দ্র বাবু মিথিলার প্রসিদ্ধ কবি-পণ্ডিত ৺ কবীশ্বর চণ্ডাঝা মহাশয়ের সাহায্যে তাঁহার সংস্করণে বিদ্যাপতির পদাবলীর শুদ্ধ পাঠ ও অর্থের নির্ণয় জন্য প্রশংসনীয় চেষ্টা করিয়াও আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। প্রায় চল্লিশ বৎসর-ব্যাপী সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী ও মৈথিল সাহিত্যের ও ভাষাতত্ত্বের অনুশীলনের ফলে আমাদের যে সামান্য জ্ঞান জন্মিয়াছে, উহাতেও বুঝিতে পারিয়াছি যে, বিদ্যাপতির পদনির্ব্বাচন, পদ-বিন্যাস, পাঠ-নির্ণয় ও অর্থ-নির্ণয়ে নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণেও শতাধিক মারাত্মক ভুল রহিয়া গিয়াছে। উদারচেতাঃ সাহিত্য-সেবী স্বর্গ-গত বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের প্রচুর অর্থ-ব্যয়ে

---

* গ্রিয়ার্সনের তালিকায় দ্বিতীয় রূপনারায়ণ নরসিংহ ওরফে দর্পনারায়ণের পৌত্র ও ভৈরব সিংহ ওরফে হরিনারায়ণের পুত্র বলিয়া লিখিত হইয়াছে; কিন্তু বিদ্যাপতির "দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী'র মঙ্গলাচরণে আছে—"শ্রীমদ্ভৈরবসিংহদেবনৃপতির্যস্যানুজন্মা জয়ত্যা চন্দ্রার্ককীর্ত্তিসহিতঃ শ্রীরূপনারায়ণঃ॥ "ভৈরবসিংহের অনুজন্মা অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপনারায়ণ তাঁহার পুত্র হইবেন কি প্রকারে?—সম্পাদক

প্রকাশিত ৫, টাকা মূল্যের ঐ সুবৃহৎ সংস্করণটী অবশেষে মাত্র ২, টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াও নিঃশেষিত হইতে যেখানে প্রায় কুড়ি বৎসর সময় লাগিয়াছে, সেই দুর্ভাগ্য দেশে বিদ্যাপতির পদাবলীর সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নূতন প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করার চেষ্টা সুদূরপরাহত বিবেচনা করিয়া, বিদ্যাপতির পদাবলীর পাঠক ও ভবিষ্যৎ সম্পাদকদিগের সাহায্যের জন্য বিগত কয়েক বৎসর হইতে আমরা নানা স্থানে নানা ভাবে বিদ্যাপতির পদাবলীর আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এখানে সেই আলোচনার ফলের দিগ্দর্শন করাইবারও স্থানাভাব; সুতরাং বিশেষ জিজ্ঞাসু পাঠকদিগের দৃষ্টি আমরা নিম্নলিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধগুলির প্রতি আকর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

(১) "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থের ভূমিকার ৷৷৵০—১৷৵০ পৃষ্ঠায় লিখিত "বিদ্যাপতির পদাবলী" শীর্ষক প্রসঙ্গ।

(২) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত পদকল্পতরু গ্রন্থের নানা স্থানে বিদ্যাপতির সন্দিগ্ধ পাঠ ও অর্থের বিচার।

(৩) ভরতপুরের নিখিল হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনে পঠিত ও প্রয়াগের হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন দ্বারা প্রকাশিত "বিদ্যাপতি-পদ্য-সংগ্রহ" ওরফে "বিদ্যাপতি ঔর উন্‌কী কবিতা" শীর্ষক প্রবন্ধ-পুস্তিকা।

(৪) শ্রীহট্ট জেলার শায়েস্তাগঞ্জ পোষ্টের অধীন চরহামুয়া হইতে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত "শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ" নামক মাসিক পত্রিকার ১৩৩৩—১৩৩৬ সালের সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত "বিদ্যাপতি-বিচার" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধাবলী। ঐ বিচার আরও দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত না চলিলে সকল বক্তব্যের শেষ করা যাইবে না। রুগ্ন দেহ ও অনবকাশ—উভয় কারণেই ইতিমধ্যে ঐ বিচার শেষ করা যাইতে পারে নাই। উক্ত প্রবন্ধাবলীতে নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণের একটী একটী পদ ধরিয়া, পদের কৃতিত্ব, পদের রস-পর্য্যায়, পদের পাঠ ও অর্থ-নির্ণয়ে যে সকল ভ্রম-প্রমাদ আছে, উহা সবিস্তারে আলোচিত এবং শুদ্ধ পাঠ ও অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। জানিতে পারিয়াছি যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একটী সম্পাদক-সঙ্ঘ গঠিত করিয়া, চণ্ডীদাসের পদাবলীর নূতন সংস্করণের ন্যায় বিদ্যাপতির পদাবলীরও একটা নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। আমরা বিশেষ-ভাবে সেই সম্পাদক-সঙ্ঘের দৃষ্টি এই বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছি।

বিদ্যাপতির কবিত্ব সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা প্রত্যাশিত হইলেও বাঙ্গালার শিক্ষিত পাঠক-সমাজে বিদ্যাপতির পদাবলী এতই সুপরিচিত ও সমাদৃত যে, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে সঙ্কোচ মনে হয়; কেন না, আমরা যে উহার উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিব, এরূপ সাহস আমাদের নাই।

আমরা সংক্ষেপে এইমাত্র বলিতে চাহি যে, বিদ্যাপতি অনেক-পরিমাণে জয়দেবের লক্ষণাক্রান্ত কবি। তবে জয়দেবের কাব্যে সংস্কৃত-ভাষার রচনা-মাহাত্ম্যে অনুপ্রাস ও পদ-লালিত্যের যতটা উৎকর্ষ ঘটিয়াছে, বিদ্যাপতির ভাষা-কাব্যে ভাষার অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্য হেতু ততটা উৎকর্ষ ঘটিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে সংস্কৃতের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মতেও প্রাকৃত রচনাই আদিরসাত্মক কাব্যের পক্ষে সমধিক উপযোগী বলিয়া বিদ্যাপতির মৈথিল কাব্যে আদিরসের বর্ণনায় যে, স্বাভাবিকতা, আন্তরিকতা ও রসতন্ময়তা দেখা যায়,—জয়দেবের অমর কাব্যেও উহা দুর্ল্লভ। এক শ্রেণীর সমালোচকেরা জয়দেবের উপর বড়ই নারাজ; তাঁহারা জয়দেবের কাব্যে শুধু বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যই দেখিতে পাইয়াছেন। ইহাঁরা যে, বিদ্যাপতির কাব্যেও বহিঃপ্রকৃতিরই প্রাচুর্য্য দেখিবেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা এই শ্রেণীর সমালোচকদিগকে বিশেষ ভাবে বিদ্যাপতির মাথুর বিরহের পদগুলি পড়িতে অনুরোধ করি। বিদ্যাপতির "এ সখি হমারি দুখের নাহি ওর" ইত্যাদি বহু পদে বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির যে অপূর্ব্ব মণিকাঞ্চন-যোগ সঙ্ঘটিত হইয়াছে, উহার তুলনাস্থল বিশ্বসাহিত্যেও বড় অধিক মিলে না। তবে কথা এই যে, বিদ্যাপতির কবিতা বুঝিতে যথেষ্ট পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা আবশ্যক। সাধারণ

সৌখীন সাহিত্যসেবীদিগের পক্ষে এ ক্ষেত্রে যথেচ্ছ বিচরণ অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল নহে। বহিঃ-প্রকৃতির বর্ণনায় যে, বিদ্যাপতি একরূপ অতুলনীয়, তাহা তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষের সমালোচকদিগকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। কৌতূহলী রসজ্ঞ পাঠক বিদ্যাপতির 'বয়ঃসন্ধি'-বর্ণনার ৮২,৮৩, ১০৪, ১০৫ ও ১০৬ সংখ্যক পদগুলি পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে, কবি 'নবোঢ়া' নায়িকার বিলাস-বিভ্রমের উৎকৃষ্ট আলোকচিত্রবৎ অল্প কথায় যে শব্দচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, এ শ্রেণীর রচনায় তাহার তুলনা নাই বলিলেও বলা যাইতে পারে।

বিদ্যাপতির রচিত ৩০১৬, ৩০১৭ ও ৩০১৮ সংখ্যক প্রার্থনার পদ তিনটী পড়িলে বুঝা যাইবে যে, বিদ্যাপতি শৈব বা শাক্ত* হইলেও তিনি হরিভক্তিতে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তাঁহার প্রার্থনার পদে অনন্য ভগবদ্‌ভক্তির সহিত সৎকবিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ কবি-সুলভ ব্যঞ্জনার উদাহরণ স্থলে সাহিত্যাচার্য্য স্বর্গ-গত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বিদ্যাপতির প্রার্থনার নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলির যে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, উহা খুব সমীচীন হইয়াছে।

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর-লহরি সমানা॥—(৩০১৬ সংখ্যক)

অর্থাৎ—কত অসংখ্য ব্রহ্মা পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া মরিতেছেন; (কিন্তু) তোমার আদি বা অবসান নাই। অসংখ্য জগৎ তোমাতে জন্মিয়া পুনরায় তোমাতেই লীন হইতেছে—যেন সমুদ্রের তরঙ্গমালা। "সাগর-লহরী সমানা"—এই অতিসুন্দর উপমার দ্বারা কবি জগদীশ্বরের অসীমত্বের যে ধ্যানগম্য চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, উহা অপেক্ষা সুন্দর বর্ণনা আর কি হইতে পারে? এই পদের—"তাতল সৈকত বারি-বিন্দু সম" ইত্যাদি প্রারম্ভের কলিটীও অতি সুন্দর। উত্তপ্ত বালুকাময় ভূমিতে ক্ষুদ্র জল [illegible] পড়িবামাত্রেই শুখাইয়া যায়,—উহার চিহ্নমাত্র দেখা যায় না, কবি বলিতেছেন যে, তাঁহার অবাধ্য ক্ষুদ্র চিত্তও সেরূপ পুত্র, মিত্র ও স্ত্রী প্রভৃতির প্রতি সমর্পিত হওয়ায়, জগদীশ্বরকে বিস্মৃত হইয়াছে, এখন তাঁহার দ্বারা আর কি কার্য্য হইবে?

বিদ্যাপতির সম্বন্ধে বাঙ্গালার কলঙ্ক ও গৌরব

বিদ্যাপতির বিষয়ে বাঙ্গালীদের উপর কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে যে, তাঁহারা বিদ্যাপতির বহু পদের মৈথিল ভাষাকে তথাকথিত ব্রজবুলীতে পরিণত করিয়া, সেগুলিকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা এই দোষারোপের যথার্থতা স্বীকার করিয়া লইয়াই এই প্রসঙ্গে বলিতে চাহি যে, বাঙ্গালীদের এই অপরাধ সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত নহে। বিদ্যাপতির পদের প্রতি প্রায় পাঁচ শত বৎসর যাবৎ বাঙ্গালীদিগের অনন্যসাধারণ শ্রদ্ধা ও সমাদরবশতঃ তাঁহারা বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ ও সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তবে তাঁহাদিগের মৈথিল ভাষায় অনভিজ্ঞতা, গায়ক ও লিপিকার-দিগের ভ্রম-প্রমাদ ও সম্ভবতঃ সেগুলিকে সহজবোধ্য করিবার ইচ্ছার জন্যই উহাতে অল্পাধিক বিকৃতি আসিয়া পড়িয়াছে। এই অনিবার্য্য বিকৃতির জন্য তাঁহাদিগকে বেশী দোষী করা যায় না। পক্ষান্তরে বাঙ্গালীদিগের অসাধারণ গৌরবের বিষয় এই যে, তাঁহারা বহু শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে এ ভাবে বিদ্যাপতির পদাবলী সংগৃহীত

* শৈব মাত্রেই শিবানী দুর্গাদেবীরও উপাসনা করিয়া থাকেন; আবার শাক্ত মাত্রই শক্তিপতি শিবেরও উপাসক; সুতরাং 'শৈব' ও 'শাক্ত' প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায় নহে।—সম্পাদক।

ও প্রাচীন পদ-সংগ্রহ পুথিগুলিতে সুরক্ষিত না করিলে, এত দিনে বিদ্যাপতির বহু পদ বিলুপ্ত হইয়া যাইত। এই কথার অকাট্য প্রমাণ এই যে, নগেন্দ্র বাবু প্রায় তিন শত বৎসরের পুরাতন মৈথিল তালপত্রের পুথি হইতে বিদ্যাপতির যে তিন শতের অধিক পদ সংগ্রহ করিয়াছেন, উহার মধ্যে বিদ্যাপতির প্রায় এক শত উৎকৃষ্ট পদ পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাপতির সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু গ্রীয়ারসন্ সাহেবের উক্তির সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন,—"যদি বিদ্যাপতি দুই ব্যক্তির নাম হয়, একজন মিথিলাবাসী ও আর একজন বাঙ্গালী—একজন আসল, দ্বিতীয় ব্যক্তি জাল * এবং যিনি আসল বিদ্যাপতি, তিনি গ্রিয়ারসন কর্তৃক সংগৃহীত ৮২টি বই পদ রচনা করেন নাই, তাহা হইলে যে, বঙ্গবাসী জাল বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী আসল বিদ্যাপতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি, তাহা প্রমাণ করিতে বিলম্ব হয় না। এ দেশে চলিত মোহর যদি মেকি হয়, আর গ্রিয়ারসন যদি খাঁটি মোহর আবিষ্কার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মেকিতে সোনা অনেক বেশী।" এ কথা নগেন্দ্র বাবুর আবিস্কৃত তালপত্রের পুঁথির সম্বন্ধেও কিয়ৎপরিমাণে খাটে; কেন না, উহাতেও বিদ্যাপতির সুপ্রসিদ্ধ বয়ঃসন্ধি, মাথুর বিরহ ও প্রার্থনা ইত্যাদি বিষয়ক প্রায় একশত উৎকৃষ্ট বঙ্গীয় পদ পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাপতির স্বদেশবাসী ও বংশধরদিগের দ্বারা তাঁহার যে কীর্ত্তি রক্ষিত হইতে পারে নাই, বঙ্গদেশীয়গণের দ্বারা তাঁহার সে কীর্ত্তি সুরক্ষিত হওয়া কি বঙ্গদেশের পক্ষে অসাধারণ গৌরবের বিষয় নহে? তার পরে বঙ্গদেশে আজ পর্য্যন্ত বিদ্যাপতির পদাবলীর যতগুলি উৎকৃষ্ট সংস্করণ হইয়াছে, উহার তুলনায় বিহার বা যুক্তপ্রদেশে কিছুই হয় নাই। বঙ্গদেশ এ জন্য চিরকাল গৌরব বোধ করিবে।

বিদ্যাপতি ও কবিচম্পতি

'বিদ্যাপতি' ও 'কবিচম্পতি' যুক্ত ভণিতার ৩৬৮ সংখ্যক পদের রচয়িতা কে বা কাহারা, সে সম্বন্ধে আমার "চম্পতি রায়" শীর্ষকে সবিস্তারে আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, 'বিদ্যাপতি' উপাধিধারী চম্পতি রায় নামক উড়িষ্যাবাসী পদ-কর্ত্তাই এই পদের রচয়িতা। এখানে পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস

'বিদ্যাপতি' ও 'গোবিন্দদাস'—যুক্ত ভণিতার তিনটী পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। ২৬১ সংখ্যক পদের ভণিতা এইরূপ, যথা,—

"এত কহি বিষাদ ভাবি রহু মাধব
রাই-প্রেমে ভেল ভোর।
ভণয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি
পূরল ইহ রস ওর॥"

ইহা দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির রচিত "বেনন সঞে যব বসন উতারল" ইত্যাদি পদটী অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাইয়া উহা সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সত্যপ্রিয়তা হেতু তিনি সেই কথাটা গুপ্ত রাখা সঙ্গত মনে না করিয়া, ভণিতায় ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। তিনটী কলি-বিশিষ্ট এই ক্ষুদ্র পদের কোন্ কোন্ কলি গোবিন্দদাস সংযোজিত করিয়াছেন, জানিতে কৌতূহল হয়। গোবিন্দদাস যদি শুধু ভণিতার কলিটী সংযোজিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই পদে তাঁহার কৃতিত্ব বড় বেশী ছিল না; কিন্তু যদি তিনি বিদ্যাপতির একটীমাত্র কলি পাইয়া, শেষের দুইটী কলি সংযোজিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে গোবিন্দদাসের কৃতিত্বের খুব প্রশংসা করিতে হয়। কেন না, দ্বিতীয় কলিটী অতি চমৎকার; উহা যেন বিদ্যাপতির প্রথম কলিটীর সৌন্দর্য্যও বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ ভণিতার কলিটী না থাকিলেও

* গ্রিয়ারসন সাহেব বঙ্গীয় পুঁথির পদাবলীর রচয়িতা বিদ্যাপতিকে নকল বিদ্যাপতি (Pseudo-Vidyapati) আখ্যা দিয়াছেন।—সম্পাদক

এ পদের রসাস্বাদনে কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু এই পদের প্রাণ-ভূত দ্বিতীয় কলিটী না থাকিলে পদের চমৎকারিত্ব ও মাধুর্য্য বেশীর ভাগই নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই আমাদের বিবেচনা হয় যে, গোবিন্দদাস শুধু ভনিতার সংযোজন না করিয়া শেষের দুইটী কলিই সংযোজিত করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁহার কৃতিত্ব তাজ-মহলের গাত্রে নানা-বর্ণের বিভিন্ন প্রস্তর-খণ্ডের সংমিশ্রণে সংযোগ-চিহ্ন-বিহীন স্বাভাবিক লতা-পুষ্প প্রভৃতির রচয়িতার অপূর্ব্ব শিল্প-কৌশল হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে।

সংযুক্ত-ভনিতার ১৬৪০ সংখ্যক "প্রেমক অঙ্কুর জাত যাত ভেল" ইত্যাদি মাথুর-বিরহের প্রসিদ্ধ পদটী বোধ হয়, পাঠক-বর্গের অনেকেই কীর্ত্তন গায়কদিগের মুখে শুনিয়া থাকিবেন। ইহাকে সমগ্র পদ সাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ধুয়ার অর্দ্ধ-কলি সহিত এই পদে সাড়ে তিনটী কলি আছে। ভনিতার কলিটীই ইহার মধ্যে অল্প প্রয়োজনীয় মনে হয়; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যুক্তি-মূলে আমরা অনুমান করি যে, গোবিন্দদাস এই পদেরও প্রথম কলিটী পাইয়া শেষের আড়াইটী কলি সংযোজিত করিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু কিন্তু সম্পূর্ণ পদটাই তাঁহার বিদ্যাপতির সংস্করণে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সংযুক্ত-ভনিতার ১৬৭১ সংখ্যক "পরাণ-পিয় সখি হামারি পিয়া" ইত্যাদি পদে ভনিতা সহ পাঁচটী শ্লোক আছে। সম্ভবতঃ গোবিন্দদাস উহারও একটী কিংবা দুইটী শ্লোক পাইয়া, বাকি শ্লোকগুলি সংযোজিত করিয়াছেন।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির এই অসম্পূর্ণ পদগুলি কোথায় পাইলেন? বাঙ্গালার বৈষ্ণবসমাজে কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে যে, গোবিন্দদাস পশ্চিমের তীর্থ-যাত্রা হইতে গৃহে প্রত্যাগমনের কালে তাঁহার শিক্ষা-গুরুস্থানীয় বিদ্যাপতির বাসস্থান বিসফীতেও তীর্থ-যাত্রা করেন, এবং তথা হইতে বিদ্যাপতির অনেক উৎকৃষ্ট পূর্ণাঙ্গ পদের সহিত এইরূপ কতকগুলি অসম্পূর্ণ পদও সংগ্রহ করিয়া আনেন। বস্তুতঃ অধুনা মিথিলায় বিলুপ্ত বহু সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পদই যে, তিন চারি শতাব্দীকাল পূর্ব্বে এ দেশে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই পদ-সংগ্রহ প্রসঙ্গেও গোবিন্দদাসের নাম চিরস্মরণীয় হইবে।

'বিদ্যাপতি', 'গোবিন্দদাস' (কবিরাজ) ও 'গোবিন্দ দাসিয়া' (চক্রবর্ত্তী ঠাকুর)—এই তিন জনের রচিত ১৮০২ (১৮০১—১৮১৩ পদাংশ সহ) পদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমরা ভূমিকায় ৫৫—৫৯ পৃষ্ঠায় 'গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী' প্রসঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি; সুতরাং এখানে উহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ও গোবিন্দ দাসিয়া

পদ-কর্ত্তা বিন্দুদাসের পাঁচটী পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, এ যাবৎ বিন্দুদাসের কোন পরিচয়ই জানা যায় নাই। তবে তিনি যে শ্রীগৌরাঙ্গের পরবর্ত্তী সময়ের লোক, তাঁহার ২২৫৩ সংখ্যক শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-বিষয়ক পদ হইতেই তাহা জানা যায়। বিন্দুদাসের বেশী পদ পাওয়া না গেলেও তিনি যে, ব্রজবুলী ও বাংলা পদের রচনায় নিপুণ ছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। তাঁহার ৬৯৭ সংখ্যক,—

বিন্দুদাস

"বন্ধুর সঙ্কেতে আজু যাইতে নারিলুঁ গো
পাপ ননদিনী হৈল বাধা।
দুখেতে আপন ঘরে শুতিয়া রহিলুঁ গো
বিহি পুরাইল মন-সাধা॥"

ইত্যাদি স্বপ্ন-রসোদ্গারের সুন্দর পদটী হইতে সহৃদয় পাঠক বিন্দুদাসের ভাবুকতা ও বর্ণন-শক্তির পরিচয় লইবেন।

পদ-কর্ত্তা বিপ্রদাস ঘোষের শুধু একটী মাত্র বাংলা পদ (১১৭৫ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, বিপ্রদাস ঘোষের কোন পরিচয় এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। এই একটি মাত্র গোষ্ঠ-যাত্রার চল-সই পদ দেখিয়া বিপ্রদাসের কবিত্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলা সঙ্গত মনে হয় না।

বিপ্রদাস ঘোষ

পদ-কর্ত্তা বিশ্বম্ভর দাসের দুইটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাঁহার ৭৪৩ সংখ্যক পদ 'শ্রীগৌরচন্দ্র' ও ১১৯৯ সংখ্যক পদ 'বন-ভোজন' লীলা-বিষয়ক। বিশ্বম্ভরের কোন পরিচয় জানা যায় নাই। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার সঙ্কলিত "বীরভূম-বিবরণ" গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে বীরভূমের অন্তর্গত 'মূলুক' গ্রাম-বাসী পদ-কর্ত্তা শশিশেখরের ভক্ত এক পদ-কর্ত্তা বিশ্বম্ভরের পরিচয় দিয়াছেন; কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইবেন। কেন না, তাঁহার অপেক্ষা অনেক প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা শশিশেখর ও চন্দ্রশেখর ভ্রাতৃদ্বয়ের কোনও পদ যখন পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই, তখন তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব দাসের কিছু পরবর্ত্তী বলিয়াই জান যাইতেছে। অনেক স্থলে গুরু অপেক্ষা শিষ্যও বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়া থাকেন; এ ক্ষেত্রেও সেরূপ হইয়া থাকিলে বীরভূমের মূলুক গ্রামবাসী বিশ্বম্ভরও পদকল্পতরুর পদের রচয়িতা হইতে পারেন।

বিশ্বম্ভর

'বীরবল্লভ'-ভণিতার একটীমাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ২৮৬৮ সংখ্যক ব্রজবুলির পদটী শ্রীগৌরচন্দ্রের সায়ংকালীন 'আরতি'বিষয়ক। বীরবল্লভের কোনও পরিচয় জানা যায় নাই। এই একটীমাত্র চলসই পদ দেখিয়া তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা সঙ্গত হইবে না।

বীরবল্লভ

'বীরহাম্বীর'-ভণিতার একটীমাত্র পদ (২৩৭৮ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বীরহাম্বীর বাঁকুড়া জেলার বনবিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন। প্রাচীন কালের অনেক রাজা ও ভূম্যধিকারীর ন্যায় নিজের বৃত্তিভোগী দস্যু-দলের সাহায্যে পরস্ব লুণ্ঠন করাই ছিল বীরহাম্বীরের একটা মামুলী পেশা। আনুমানিক ১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীনিবাসাচার্য্য যখন বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ বেঙ্কটভট্টের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ গোপালভট্ট গোস্বামী মহোদয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পরে শ্রীজীব গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রদত্ত বহুসংখ্যক অভিনব গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ পুরীর সহযোগে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখন গো-শকট-বাহিত উক্ত গ্রন্থাবলীর সুদৃঢ় কাষ্ঠপেটিকাগুলির মধ্যে নিশ্চিত বহু ধন-রত্ন আছে বিবেচনায় বীরহাম্বীরের দস্যুদল বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী বন-পথ হইতে সেই কাষ্ঠপেটিকাগুলি রাত্রিযোগে অপহরণ করিয়া লইয়া বীরহাম্বীরের নিকট অর্পণ করায়, তিনি ঐ কাষ্ঠপেটিকাগুলি ভগ্ন করিয়া উহার মধ্যে ধন-রত্নের পরিবর্ত্তে রাশীকৃত পুথি রহিয়াছে দেখিতে পাইয়া হতাশ হইলেও প্রবাদ আছে যে, ভক্তিগ্রন্থাবলীর দর্শন ও স্পর্শমাত্রে দুর্ব্বৃত্ত রাজার চিত্তে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবান্তর উপস্থিত হয়। এ দিকে শ্রীনিবাসাচার্য্য ঐ সকল অমূল্য গোস্বামি-গ্রন্থ-সমূহের অপহরণে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া সম্ভবতঃ ঐ গ্রন্থের পেটিকাগুলি বিষ্ণুপুর-রাজ বীরহাম্বীরের অনুগত দস্যুদল কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া থাকিবে, জন-প্রবাদে ইহা জ্ঞাত হইয়া গ্রন্থের অনুসন্ধানে বিষ্ণুপুরের রাজ-সভায় উপনীত হন। বীরহাম্বীর নিতান্ত দুশ্চরিত্র হইলেও রাজবংশের চিরন্তন নিয়ম অনুসারে প্রত্যহ অপরাহ্নে সভা-পণ্ডিতের মুখে পুরাণ-পাঠ শ্রবণ করিতেন। "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং" এই যথার্থ প্রবচন অনুসারে পুরাণ-পাঠ শ্রবণই বীরহাম্বীরের উদ্ধারের কারণ হইল। পুরাণ-পাঠক ব্যাসাচার্য্য সভাস্থ শ্রীনিবাসাচার্য্যের দেহে অপূর্ব্ব ভগবদ্ভক্তির অনুভাব অশ্রু-কম্প-পুলকাদি দৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে কোন অজ্ঞাত মহাপুরুষ বিবেচনায়, তাঁহার

বীরহাম্বীর

নিকটে প্রণত হইয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়া ব্যাসাসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে, শ্রীনিবাস ভক্তি-গদ্গদ-কণ্ঠে ভাগবত পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অতুলনীয় পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ মোহিত হয়েন এবং বীর হাম্বীরের কঠোর হৃদয়ও বিগলিত হয়। পাঠ সমাপ্ত হইলে, রাজা হাম্বীর শ্রীনিবাসের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া তাঁহার নাম-ধাম ও বিষ্ণুপুরের রাজসভায় শুভাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আনুপূর্ব্বিক সকল বিষয় জানাইলে বীর হাম্বীর নিতান্ত অনুতপ্ত হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্যকে গ্রন্থ-রাজি প্রত্যর্পণ করেন এবং আচার্য্য প্রভুর একান্ত ভক্ত হইয়া পড়েন। গ্রন্থ-প্রাপ্তির সুসংবাদ ও তৎসহ বীর হাম্বীরের অপূর্ব্ব স্বভাব-পরিবর্ত্তনের বিষয় যথাসময়ে জ্ঞাত হইয়া নরোত্তম, শ্যামানন্দ ও বৃন্দাবনের গোস্বামীরা সকলেই নিতান্ত প্রীতি লাভ করেন। এই ঘটনার অল্প কাল পরেই বীর হাম্বীরের সুচরিত্রে একান্ত প্রীত হইয়া, তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধে শ্রীনিবাসাচার্য্য তাহাকে রাজমহিষীর সহিত কৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। প্রবাদ আছে যে, সেই দীক্ষা গ্রহণের পরেই বীর হাম্বীরের দ্বারা দুইটী পদ রচিত হয়। তন্মধ্যে ২৩৭৮ সংখ্যক "প্রভু মোর শ্রীনিবাস, পুরাইলা মনের আশ" ইত্যাদি শ্রীনিবাসের মাহাত্ম্য-সূচক পদটী পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রজলীলার শ্রীরাধার অনুরাগ-বর্ণনার পদটী পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই। ভক্তিরত্নাকরের নবম তরঙ্গ হইতে সেই পদ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল, যথা—

"শুন গো মরম-সখি কালিয়া কমল-আঁখি
কিবা কৈল কিছু নাহি জানি।
কেমন করয়ে মন সব লাগে উচাটন
প্রেম করি খোয়ানু পরাণি॥
শুনিয়া দেখিনু কালা দেখিয়া পাইনু জ্বালা
নিবাইতে নাহি পাই পানি।
অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিনু ছানি
না নিবায় হিয়ার আগুনি॥
বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে
লৈয়া যায় যমুনার তীর।
কি করিতে কি না করি সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেক নাহিক রহি থীর॥
শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীর হাম্বীর-চিত শ্রীনিবাস-অনুগত
মজি গেলা কালাচাঁদের পায়॥"

বীর হাম্বীর শ্রীরাধার মুখ দিয়া তাঁহার কালা-অনুরাগের যে করুণ কাহিনী বাহির করিয়াছেন, উহা তাঁহার অনুতপ্ত ভক্ত-জীবনেরই একটী মর্ম্মস্পর্শী চিত্র। ধন্য গুরু শ্রীনিবাস! ধন্য শিষ্য বীর হাম্বীর! প্রেমাবতার যিশুখ্রীষ্ট কর্তৃক পতিতা মেরী ম্যাগ্‌ডেলনের অথবা শ্রীনিত্যানন্দ কর্তৃক দুর্বৃত্ত জগাই-মাধাইর উদ্ধারের পুনরভিনয় করিয়া আচার্য্য-প্রভু পাপী-তাপীদিগের চিত্তে কতই না আশার সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন! পাপের জন্য প্রবল অনুতাপ জন্মিলে, পাপীর উদ্ধার হইতে বিলম্ব হয় কি? তাই ভক্ত কবি গাহিয়াছেন,—

"তুমি দেখ চেয়ে সব অন্তরে,
তোমায় কথায় কে ভুলাতে পারে,
তুমি আপনি আস পাপীর দ্বারে
(তাই) পতিত-পাবন নাম তোমার"।

গ্রন্থ-চুরি, গ্রন্থোদ্ধার ও বীর হাম্বীরের দীক্ষা ইত্যাদির চিত্তাকর্ষক বিবরণ ভক্তিরত্নাকরের ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম তরঙ্গে নানা স্থানে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ-জিজ্ঞাসু উহা পড়িয়া দেখিবেন।

বৃন্দাবন দাস

"চৈতন্যভাগবত" গ্রন্থের প্রণেতা প্রসিদ্ধ বৃন্দাবনদাসই 'বৃন্দাবনদাস' ভণিতার পদগুলির রচয়িতা। এই পদগুলির মধ্যে "চৈতন্যভাগবত" হইতেও দুই চারিটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যদেবের বাংলা জীবন-চরিত গ্রন্থ-সমূহের রচয়িতাদিগের মধ্যে অগ্রণী* বলিয়াই অধিক প্রসিদ্ধ। ইনি চৈতন্য-লীলার 'ব্যাসদেব' বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার "চৈতন্যভাগবত" গ্রন্থের বহু সংস্করণ হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদিত সটীক সংস্করণটীই শ্রেষ্ঠ। আমরা জগদ্বন্ধু বাবুর গৌরপদ-তরঙ্গিণীর উপক্রমণিকা হইতে বৃন্দাবন দাসের বিবরণের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃ-সুতা নারায়ণী ঠাকুরাণী "চৈতন্যের অবশেষ পাত্র" এবং বৈষ্ণবমাত্রেরই নমস্য। ইহাঁর যখন মাত্র চারি বৎসর বয়ঃক্রম, তখন ইনি কৃষ্ণপ্রেমে এত অভিভূতা হইয়াছিলেন যে, তাঁহার চৈতন্য ছিল না এবং সেই অচৈতন্য অবস্থায়ই—

"অঙ্গ বহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।
পরিপূর্ণ হৈল স্থল নয়নের জলে॥"

"বৃন্দাবন দাস এহেন নারায়ণী ঠাকুরাণীর গর্ভজ সন্তান। ১৪২১ শকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে বাস করেন। পণ্ডিতের ভ্রাতৃ-কন্যা নারায়ণী তখন বিধবা; তাঁহার বয়ঃক্রম নয়, কি দশ বৎসর। একদা নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলে, তিনি বাল-বিধবা নারায়ণীকে "পুত্রবতী হও" বলিয়া অন্যমনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আশীর্ব্বাদ শুনিয়া নারায়ণী নিতান্ত সঙ্কুচিতা হইয়া কহিলেন, "প্রভো! এ কি সর্ব্বনেশে আশীর্ব্বাদ?" অবধূত কহিলেন,—"বৎসে! ভয় নাই। তুমি অসতী হইবে না; কেহ তোমায় কুৎসাও করিতে পারিবে না; আমার আশীর্ব্বাদে মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ-ভক্ষণে তোমার গর্ভসঞ্চার হইবে, এবং সেই গর্ভে দ্বিতীয় ব্যাস-তুল্য এক পুত্র-রত্ন জন্মিবে।" ইহার কিছু দিন পর মহাপ্রভুর চর্ব্বিত তাম্বুল ভক্ষণ করিয়া নারায়ণী ঠাকুরাণী গর্ভবতী হয়েন, এবং সেই গর্ভে ১৪২৯ শকে বৈশাখী কৃষ্ণা-দ্বাদশীতে বৃন্দাবন দাস অষ্টাদশ মাস গর্ভবাসের পর ভূমিষ্ঠ হয়েন।

"বৃন্দাবন দিন দিন শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে জারজ সন্তান বলিয়া লোকে তাঁহার মাতাকে নানা নিন্দা বিদ্রূপ করিতে লাগিল। লোকনিন্দা হইতে মুক্তিপ্রাপ্তি, তথা ভক্তিরসে মন নিমজ্জিত করিবার উদ্দেশ্যে দেড় বৎসরের শিশু সন্তান লইয়া শ্রীহট্ট মাতুলালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক নারায়ণী ঠাকুরাণী ১৪৩০ শকের আশ্বিন মাসে নবদ্বীপের সন্নিকট মামগাছি গ্রামে আসিয়া কাঙ্গালিনীর বেশে বাস

* গোবিন্দ কর্ম্মকারের রচিত "গোবিন্দদাসের কড়চা" গ্রন্থে শ্রীমহাপ্রভুর জীবনের মাত্র কয়েক বৎসরের কাহিনী বর্ণিত হওয়ায়, উহার অসম্পূর্ণতা হেতু এবং উহাতে শ্রীমহাপ্রভুর চরিত্রে ঈশ্বরত্ব আরোপিত হয় নাই বলিয়া গোঁড়া গৌর-ভক্তদিগের নিকট সম্ভবতঃ উহা অপ্রীতিকর হওয়ায়, উহা চৈতন্যভাগবতের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী হইলেও প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে উহার উল্লেখ পাওয়া যায় না।—সম্পাদক

করিতে লাগিলেন। * * * * মহাপ্রভুর আদেশক্রমেই নারায়ণী ঠাকুরাণী মামগাছির বাসুদেব দত্তের গৃহে পুত্র সহ বাস করিয়াছিলেন। অদ্যাপি উক্ত গ্রামে "নারায়ণীর পাট" বর্ত্তমান।

"১৪৩১ শকাব্দে শ্রীগৌরাঙ্গ গৃহ পরিত্যাগ করেন। তখন বৃন্দাবনের বয়ঃক্রম দুই বৎসর। তবে চৈতন্য-ভাগবতের আদিলীলার ১০ম অধ্যায়ে ও মধ্যলীলার ১ম অধ্যায়ে বৃন্দাবন দাস এই খেদোক্তি—

"হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে।
হইলাম বঞ্চিত সে মুখ (সুখ) দরশনে॥"

করেন কেন? পুনশ্চ মধ্যের অষ্টমে দুঃখ করিয়া—

"হইল পাপিষ্ঠ জন্ম তখন না হৈল।
হেন মহামহোৎসব দেখিতে না পাইল॥"

এরূপ বলেন কেন?

"তাঁহার মাতা মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর স্বগৃহে ও শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে যাইয়া প্রভুর মুখ দর্শন ও তাঁহার কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন। তখন তিনি কি শিশু পুত্র ক্রোড়ে লইয়া যাইতেন না? তবে এইরূপ হইতে পারে যে, বৃন্দাবন তখন নিতান্ত শিশু বলিয়া মহাপ্রভুকে চিনিতেন না এবং তাঁহার নৃত্যকীর্ত্তনের মর্ম্মও বুঝিতে পারিতেন না, সেই জন্য উপরোক্ত আক্ষেপ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের সময় বৃন্দাবনের বয়স ২৬ বৎসর। তিনি মহাপ্রভুর পরমভক্ত চরিতরচয়িতা, এরূপ অবস্থায় কেন যে নীলাচলে লইয়া মহাপ্রভুকে একবারও দেখেন নাই, এ কথা আমাদিগের বুদ্ধির অগম্য। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় বলেন যে, ১৪৫৯ শকে বৃন্দাবন দাসের জন্ম। এই নির্দ্দেশ যদি সত্য হয়, তবে আমাদিগের প্রাগুক্ত সকল গোল মিটিয়া যায়।"

"সকল গোল" দ্বারা জগদ্বন্ধু বাবু বৃন্দাবন দাসের অতিপ্রাকৃত জন্ম-বৃত্তান্ত এবং তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলার অদর্শনে আক্ষেপ-উক্তি—সকল সমস্যার সম্বন্ধেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ যদি ১৪৫৯ শকেই বৃন্দাবন দাসের জন্ম হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার অল্প কাল পূর্ব্বে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে নারা[illegible] দেবীর শ্রীমহাপ্রভুর প্রসাদী তাম্বূল-ভক্ষণ এবং উহার ফলে বৃন্দাবন দাসের অলৌকিক জন্ম সম্পূর্ণ অমূলক হইয়া পড়ে। সুতরাং এ সকল সমস্যার সুমীমাংসার জন্য বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের নিশ্চিত জন্ম-শক জানা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা বলা বাহুল্য। জগদ্বন্ধু বাবু কোন্ প্রমাণের বলে বৃন্দাবনের জন্ম ও শ্রীহট্ট হইতে মাতার সহিত নবদ্বীপে প্রত্যাগমনের সময় যথাক্রমে ১৪২৯ শকের বৈশাখ মাস ও ১৪৩১ শকের আশ্বিন মাস স্থির করিয়াছেন, তাহা লিখেন নাই। বোধ হয়, তাঁহার লিখিত উক্ত বিবরণ শুধু কিংবদন্তী বা অনুমান-মূলক; নতুবা তিনি ক্ষীরোদ বাবুর প্রদত্ত জন্ম-কাল ১৪৫৯ শকের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ না করিয়া, উভয় বৃত্তান্তের সম্বন্ধেই শুধু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন কেন? বস্তুতঃ ক্ষীরোদ বাবুর প্রদত্ত ১৪৫৯ শকেরই বা মূল কি, আমরা বুঝিতে পারি নাই। এখানে বলা আবশ্যক যে, বৃন্দাবন দাসের এই অলৌকিক জন্ম-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত কিংবদন্তী ও 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী' গ্রন্থের ৪৫৮ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত, আন্দাজ দুই শত বৎসরের প্রাচীন কবি উদ্ধব দাসের একটা পদ ব্যতীত প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা এ বিষয়ের কোন উল্লেখই দেখিতে পাই না। উদ্ধব দাসের পদ, যথা—

"প্রভুর চর্ব্বিত পাণ স্নেহবশে কৈলা দান
নারায়ণী ঠাকুরাণী হাতে।
শৈশব-বিধবা ধনী সাধ্বী-সতী-শিরোমণি
সেবন করিল সে চর্ব্বিতে॥

প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা বালিকা গর্ভিণী হৈলা
লোক মাঝে কলঙ্ক নহিল।
দশ মাস পূর্ণ যবে মাতৃগর্ভ হৈতে তবে
সুন্দর তনয় এক হৈল॥
সেই বৃন্দাবন দাস ত্রিভুবনে সুপ্রকাশ
চৈতন্যলীলায় ব্যাস যেই।
উদ্ধব দাসেরে দয়া করি দিবে পদছায়া
প্রভুর মানস পুত্র সেই॥"

বলা বাহুল্য যে, কিংবদন্তীর নিত্যানন্দের ভবিষ্যৎ-উক্তি—"কেহ তোমার কুৎসাও করিতে পারিবে না" ও উদ্ধব দাসের পদের অতীত-উক্তি—'লোক মাঝে কলঙ্ক নহিল' নারায়ণীর জীবনে ফলে নাই; সুতরাং অমূলক। কিংবদন্তীর আঠার মাস কাল গর্ভ-বাসের বিবরণ ও উদ্ধব দাসের 'দশ মাস পূর্ণ যবে' ইত্যাদি বিবরণ পরস্পর-বিরুদ্ধ। সুতরাং বৃন্দাবন দাসের এই অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত অনেক বিজ্ঞ লেখকই বিশ্বাস করেন নাই। প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ লিখিয়াছেন, বৃন্দাবন দাস মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। বস্তুতঃ প্রভুপাদের এই অনুমান কিংবা ক্ষীরোদ বাবুর প্রদত্ত বৃন্দাবন দাসের জন্ম-কাল প্রকৃত হইলেও বৈষ্ণব-সমাজে বৃন্দাবন দাসের জন্ম লইয়া এরূপ অদ্ভুত একটা কিংবদন্তীর উদ্ভব কেন হইল, সেই রহস্যটার কোনই সুমীমাংসা পাওয়া যাইতেছে না। আমাদিগের এক জন সুপরিচিত ঐতিহাসিক বন্ধু এ সম্বন্ধে অনুমান-মূলে যে অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমরা উহা লিখিয়া গোঁড়া বৈষ্ণবদিগের হৃদয়ে ব্যথা দিতে ইচ্ছা করি না। হয় ত, আমাদের বন্ধুবর নিজেই তাঁহার সেই অভিনব মতটী প্রবন্ধরূপে কোনও পত্রিকায় প্রকাশিত করিবেন। আমরা এখানে শুধু ইহা বলিয়াই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতে চাহি যে, বৈষ্ণব দাসের জন্ম যে ভাবেই হইয়া থাকুক, তাঁহার পূত চরিত্র ও বৈষ্ণব-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব হেতু তিনি চিরকাল পূজিত হইবেন। তাঁহার বর্ণনশক্তি প্রশংসনীয়। পদকল্পতরুর ৩২৫, ৫৭৩, ২১৪৭ ইত্যাদি পদগুলি পড়িলেই পাঠক উহার পরিচয় পাইবেন। বৃন্দাবন দাসের ৫৭৩ সংখ্যক পদের ভণিতায় আছে,—

"রায় রঘুপতি বল্লভ সঙ্গতি
বৃন্দাবন দাস ভাষই।"

এই 'রঘুপতি রায়' ও 'বল্লভ' কে? 'বৃন্দাবন' ভণিতার পদাবলীর মধ্যে একাধিক বৃন্দাবন দাসের পদ সংগৃহীত হয় নাই ত? আমরা বৈষ্ণব-সাহিত্যসেবীদিগকে 'রঘুপতি রায়' নামক ব্যক্তির দেশ ও কালের খোঁজ করার জন্য অনুরোধ করি। আমরা সেই নামের কোনও উল্লেখ পাই নাই।

বৃন্দাবন দাসের রচিত অন্যান্য গ্রন্থের নাম,—'তত্ত্ব-বিলাস', 'দধিখণ্ড', 'বৈষ্ণব-বন্দনা' ও 'ভক্তি-চিন্তামণি'। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্য কোনও বৃন্দাবনের রচিত গ্রন্থ স্থান পাইয়াছে কি না, তাহাও অনুসন্ধেয় বটে।

বৃন্দাবন দাসের অমরকীর্ত্তি চৈতন্য-ভাগবতের রচনা-কাল লইয়া যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। ৺রামগতি ন্যায়রত্নের মতে ১৪৭০ শকে, ৺অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারীর মতে ১৪৭৯ শকে ও জগদ্বন্ধু বাবুর মতে ১৪৫৭ শকে ঐ গ্রন্থ রচিত হয়। জগদ্বন্ধুবাবু লিখিয়াছেন,—"১৫১১ শকে ৮২ বৎসর বয়ঃক্রমে বৃন্দাবন দাসের অন্তর্দ্ধান হয়।" কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তদপেক্ষা অধিক সম্ভবপর ক্ষীরোদবাবুর প্রদত্ত জন্ম-সময় ধরিলে ১৫৪১ শকেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

'বৈষ্ণবচরণ' ভণিতার একটিমাত্র (৩০৭৭ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া গিয়াছে। 'বৈষ্ণবচরণ' পদকর্ত্তা ও পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসেরই পূর্ণ নাম কিংবা স্বতন্ত্র কোন পদকর্ত্তা, নিশ্চিত বলা যায় না। তবে এই পদের অব্যবহিত পরেই বৈষ্ণবদাসের আটটী এক জাতীয় প্রার্থনার পদ সন্নিবেশিত হওয়ায় আমাদের মনে হয় যে, এই 'বৈষ্ণবচরণ' বৈষ্ণবদাস ব্যতীত অন্য কেহ নহে। আলোচ্য ৩০৭৭ সংখ্যক পদের আদি ও অন্ত্য বন্দিত্ব এইরূপ, যথা—

বৈষ্ণবচরণ

"শ্রীগুণমঞ্জরী-পদ মোর প্রাণ-সম্পদ
শ্রীমণিমঞ্জরী তার সঙ্গে।
হেন দশা মোর হব সে পদ দেখিতে পাব
সখী সহ প্রেমের তরঙ্গে।
* * * *
কত বা কৌতুক কাজ হইবে সে কুঞ্জ মাঝ
তাহা মুঞি শুনিব শ্রবণে।
পূরিবে মনের আশা পালটিবে মোর দশা
নিবেদয়ে বৈষ্ণবচরণে॥"

ভণিতার "নিবদয়ে বৈষ্ণব চরণে" বাক্যের 'বৈষ্ণবচরণে' শব্দটীর পদচ্ছেদ করিলে এরূপ অর্থও করা যায় যে, পদকর্ত্তা বৈষ্ণব অর্থাৎ 'বৈষ্ণবদাস' ইহা শ্রীগুণমঞ্জরীর কিংবা বৈষ্ণব মহাত্মদিগের 'চরণে' নিবেদন করিতেছেন। এরূপ অর্থান্তরও যে, বৈষ্ণবদাসের অভিপ্রেত নহে—একথা বলা যায় না। কেন না, তিনি ৩০৮২ ও ৩০৮৩ সংখ্যক পদের ভণিতায় নিজকে শুধু 'বৈষ্ণব' নামে পরিচিত করিয়াছেন, যথা—

"হেন অনুক্রমে করিবে সেবনে
কেবল বৈষ্ণব আশে।"—(৩০৮২ সং পদ)
"কেবল বৈষ্ণবের আশা পালটিবে মোর দশা
সে সব করিব দরশনে॥"—(৩০৮৩ সং পদ)

'বৈষ্ণব' ও 'বৈষ্ণবদাস' ভণিতার মোটে ২৬টী পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পদগুলির সমস্তই উক্ত গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের নিজের রচিত কিংবা উহার মধ্যে অন্য কোনও বৈষ্ণবদাসের পদও আছে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে অধিকাংশ পদই যে, তাঁহার রচিত, রচনা দর্শনে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। বৈষ্ণব দাসের "জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেম-কলপতরু" ইত্যাদি ১ সংখ্যক পদ ও উহার মত আরও দুই চারিটী পদ তাঁহার পাণ্ডিত্য, ভক্তি ও কবিত্বের যথেষ্ট পরিচায়ক হইলেও তিনি শ্রেষ্ঠ পদ-সংগ্রহকার বলিয়াই সুবিখ্যাত। জগদ্বন্ধুবাবু 'বৈষ্ণবদাস' প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

বৈষ্ণবদাস

"বৈষ্ণবদাসের প্রকৃত নাম গোকুলানন্দ সেন, জাতিতে বৈদ্য, নিবাস টেঞা (এঞা) বৈদ্যপুর। ইনি রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। রাধামোহন ঠাকুরের সঙ্গে কয়েকটী পণ্ডিতের স্বকীয়া ও পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া ১১১৫ সালে অর্থাৎ ১৬৩০ শকে এক বিচার হয়। ঐ বিচার-সভায় গোকুলানন্দ ও তাঁহার স্বজাতি-বন্ধু কৃষ্ণকান্ত মজুমদার (উদ্ধবদাস) উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং সাহস সহকারে বলা যাইতে পারে, ইহাঁরা উভয়েই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে* জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিখ্যাত পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা।"

* স্বকীয়া ও পরকীয়ার বিচারকাল ১৬৪০ শক অর্থাৎ ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে বৈষ্ণবদাস ও তাঁহার বন্ধু উদ্ধবদাস অনূন ৪০ বৎসর বয়স্ক ছিলেন অনুমান করিলেও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই ইহাঁদিগের জন্ম, এইরূপই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।—সম্পাদক

পুনশ্চ—"ইহাঁর রচিত কোন কোন পদ এতই সুন্দর যে, পাঠ করিতে করিতে বোধ হয়, যেন ঠাকুর নরোত্তম দাসের রচনা পাঠ করিতেছি। ইহাঁর কোন কোন পদ পাঠ করিলে, অতি পাষণ্ডেরও নয়নযুগল অশ্রুভারাবনত হয়। এবং ইহাঁর কোন কোন পদ পাঠ করিলে জানা যায়, বৈষ্ণব-সাহিত্য ও ইতিহাসে ইহাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বৈষ্ণবদাস একজন প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়াও ছিলেন। ইনি যে সুরে গান করিতেন, তাহাকে অদ্যাপি "টেঞার ছপ" কহে। * * * * বৈষ্ণবদাসের ভিটায় এখন আর বাতি জ্বলে না। বৈষ্ণবদাসের একটি মাত্র পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার নাম রামগোবিন্দ সেন। রামগোবিন্দের দুই কন্যা জন্মিয়াছিল।"

বংশীদাস ও বংশীবদন

'বংশীদাস'-ভণিতার ১৭টী ও 'বংশীবদন' ভণিতার ২৫টি পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। পদগুলির বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া আমাদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, 'বংশীদাস' ও 'বংশীবদন' অভিন্ন ব্যক্তি। বংশীবদন অতি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। তাঁহার ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ সরল বাংলা পদগুলি প্রায় জ্ঞানদাস ও বলরাম দাসের বাংলা পদের মতই উপাদেয়। সুতরাং আমাদের বিবেচনায় জ্ঞানদাস, বলরামদাস, রায়শেখর ও লোচনদাসের পরেই বংশীবদনের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পদ-কর্ত্তা প্রেমদাস নিম্নলিখিত পদে বংশীবদনের পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

"নদীয়ার মাঝখানে সকল লোকেতে জানে
কুলিয়া-পাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দ-ধাম শ্রীছকড়ি চট্টো নাম
মহাতেজা কুলীন-সন্তান॥
ভাগ্যবতী পত্নী তাঁর রমণী-কুলেতে যাঁর
যশোরাশি সদা করে গান।
তাঁহার গর্ভেতে আসি কৃষ্ণের সরলা বাঁশী
শুভক্ষণে কৈলা অধিষ্ঠান॥
দশ মাস দশ দিনে রাকা চন্দ্র লগ্ন-মীনে
চৈত্র মাসে সন্ধ্যার সময়।*
গৌরাঙ্গচাঁদের ডাকে তুষিতে আপন মাকে
গর্ভ হৈতে হইলা উদয়॥"

বংশীবদনের জন্ম সম্বন্ধে বংশীশিক্ষা গ্রন্থেও লিখিত আছে,—

"শ্রীছকড়ি চট্টো নাম বিখ্যাত ভুবন॥
পাটুলীর বাস ছাড়ি তেঁহ কুলিয়ায়।
বাস করিলেন আসি আপন ইচ্ছায়॥
তাঁহার আত্মজ বংশী জানে সর্ব্বজনে।

* চৈত্র মাসের 'রাকা-চন্দ্র' অর্থাৎ পুর্ণিমা-তিথিতে সন্ধ্যার সময়ে মীন লগ্ন হইতে পারে না।—মীনের সপ্তম রাশি অর্থাৎ কন্যা লগ্ন হইবে। 'রাকা-চন্দ্র' অর্থাৎ পুর্ণিমার চন্দ্র তখন মীন লগ্নে ছিল—এরূপ অর্থও সঙ্গত হয় না, কেন না, চৈত্রী-পুর্ণিমায় চন্দ্র কন্যা-রাশি ব্যতীত অন্য রাশিতে থাকিতে পারে না। সুতরাং প্রেমদাসের প্রদত্ত জন্ম সময়ে নিশ্চিত ভুল আছে। চৈত্রী পুর্ণিমা ও মীন জন্ম লগ্ন ঠিক হইলে প্রত্যুষে জন্ম হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।—সম্পাদক।

*　　*　　*

চৌদ্দ শত ষোল শকে মধু পূর্ণিমায়।
বংশীর প্রকটোৎসব সর্ব্বলোকে গায়॥"

নামেও বংশী, কাজেও বোধ হয় বংশীর ন্যায় সুন্দর ছিলেন, তাই সম্ভবতঃ প্রবাদ রটিয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণের বংশীই আসিয়া ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের গৃহিণীর গর্ভে জন্ম লইয়াছেন!

জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—"কুলিয়া-পাহাড় গ্রামে বংশীবদনের পূর্ব্বপুরুষগণের স্থাপিত গোপীনাথ বিগ্রহ ছিলেন। তথায় বংশী নিজেও প্রাণবল্লভ নামে এক বিগ্রহ স্থাপিত করেন। উত্তরকালে বংশীবদন দাস বিল্বগ্রামে যাইয়া বাস করেন। ঐ বিল্বগ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাঁহার জ্ঞাতি। বংশীবদন বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সন্ততিও জন্মিয়াছিল।"

পুনশ্চ—"বংশীবিলাস গ্রন্থে বংশীবদন দাসের পাঁচটী নাম দৃষ্ট হয়, যথা,—

"শ্রীবংশীবদন, বংশী আর বংশীদাস।
শ্রীবদন, বদনানন্দ, পঞ্চম প্রকাশ॥
প্রভুর পঞ্চটী নাম গান কবিগণ।
মুখ্য নাম হয় কিন্তু শ্রীবংশীবদন॥"

"মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর বংশীবদন মহাপ্রভুর গৃহে যাইয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়ার অভিভাবকরূপে নবদ্বীপে বাস করেন। তথায় শ্রীমতীর অনুমতি লইয়া মহাপ্রভুর এক মূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং তাঁহার সেবার্চ্চনা করিতেন। এই মূর্ত্তি অধুনা যাদব মিশ্রের বংশধরগণের কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইতেছে।

"বংশীবদনের রচিত পদাবলী যার পর নাই মধুর, সুন্দর অথচ প্রগাঢ়।"

প্রবাদ আছে যে, শ্রীমহাপ্রভু বংশীবদনকে অতি-নিগূঢ় "রসরাজ-উপাসনা" সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। বংশীবদন নাকি "দীপকোজ্জ্বল" ও 'দীপান্বিতা' নামে দুইখানা গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ব্রজানন্দ

'ব্রজানন্দ' ভণিতার একটী মাত্র পদ (১২৭ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রজানন্দের কোন পরিচয়ই জানা যায় নাই। তাঁহার এই একটীমাত্র ছোট পদ দেখিয়া তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা সঙ্গত হইবে না। আশা করি, পরবর্ত্তী অনুসন্ধানের ফলে, ব্রজানন্দের পরিচয় সহ তাঁহার রচিত বিলুপ্তপ্রায় অন্যান্য পদ সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইবে।

ভাগবতকার

দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য 'পুরাণ' গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'পুরাণ'সমূহের রচয়িতা ও রচনা-কাল সম্বন্ধে প্রতীচ্য ও ভারতীয় পণ্ডিতগণ এতই আলোচনা করিয়াছেন যে, এখানে উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রদান করাও অসম্ভব। ভাগবতের রচনা 'বিষ্ণুপুরাণ' প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ পুরাণ হইতে কঠিন ও অধিক কবিত্বপূর্ণ। পুরাণ-পাঠকদিগের মধ্যে একটা প্রবচন প্রচলিত আছে,—"বিদ্যা ভাগবতাবধি" অর্থাৎ 'ভাগবত'ই পাণ্ডিত্যের সীমা। আমাদের দেশের 'পুরাণ'-পাঠকগণ অনেক সময়েই ভাগবতের শ্লোকাবলী রাগ-রাগিণীর সহযোগে পাঠ করিয়া থাকেন। এরূপে পঠিত বা গীত হইলে শ্লোককেই 'পদ' বা 'গীত'রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। পদকল্পতরুতেও ভাগবত হইতে এরূপ তিনটী শ্লোকই পদ-রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

দ্বিজ ভীম

'দ্বিজ ভীম' ভণিতার একটীমাত্র পদ 'পদকল্পতরু' গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্বিজ ভীমের কোন পরিচয় জানা যায় নাই। দ্বিজ ভীমের আলোচ্য ৩৪ সংখ্যক পদের 'সুন্দর অধরে মধুর মুরলী' ইত্যাদি কলির পরিবর্ত্তে 'পদ-রত্নাকর' পুথিতে তিনটী কলি ও গোবিন্দ দাসের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রাচীনতর পদকল্পতরুর পুথিগুলির প্রমাণ অনুসারে আমরা এই পদটী

দ্বিজ ভীমের রচিত বলিয়াই অনুমান করি। পদটীর ভাষা সরল ও সুন্দর ; ইহা প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা উদ্ধব দাসের রচিত কয়েকটী সরল ও সুন্দর বাংলা শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগের পদের মধ্যে সন্নিবেশিত হইলেও কোনও প্রকার শোভার হানি ঘটে নাই,—দ্বিজ ভীমের পক্ষে ইহা অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।

ভুবন দাস

'ভুবন দাস' ভণিতার একটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটী সুদীর্ঘ বার-মাসীর পদ ; বৈষ্ণব দাস উহাকেই বারটী পদ ধরিয়া ৪র্থ শাখার ৯ম পল্লবের পদসংখ্যার পূরণ করিয়াছেন। শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর গৌরাঙ্গ-বিরহ-সূচক এই বারমাসীর পদের প্রত্যেক মাসের বর্ণনায় চারিটী করিয়া কলি আছে এবং মাঘ মাস হইতে বর্ণনা আরম্ভ করা হইয়াছে। ভুবন দাসের এই একটীমাত্র সুদীর্ঘ ব্রজবুলীর পদ হইতেই তাঁহার প্রশংসনীয় রচনা ও কবিত্বের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। কৌতূহলী পাঠক এই পদটীর অন্ততঃ আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন—এই চারি মাসের উৎকৃষ্ট বর্ণনা পড়িয়া দেখিলে নিশ্চিত ভুবন দাসকে একজন সুকবি বলিয়া গণ্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। দুঃখের বিষয় যে, ভুবন দাসের অন্য কোন পদ পাওয়া যায় নাই। উহা কি সংগৃহীত হওয়ার আশা করা যায় না? জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকার ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"ভুবন দাস শ্রীনিবাসাচার্য্যের বৃদ্ধপ্রপৌত্র ও রাধামোহন ঠাকুরের সহোদর।" স্থানান্তরে (৪৭ পৃষ্ঠায়) তিনি এই ভুবনমোহনকেই পদ কর্ত্তা 'ভুবন দাস' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু রাধামোহন ঠাকুরের সঙ্কলিত 'পদামৃত-সমুদ্র' গ্রন্থে তাঁহার নিজের রচিত ২২৮টি পদ ও অন্যান্য পদ-কর্ত্তার রচিত ৫১৮টী পদ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। উহার মধ্যে নিজের অনুজ ভুবন দাসের একটী পদও নাই কেন? 'পদামৃত-সমুদ্র' গ্রন্থের সঙ্কলনের সময় পর্য্যন্ত ভুবনমোহন কোনও পদ রচনা করেন নাই কি? আমাদের মনে কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা বিষম সন্দেহ জন্মিয়াছে। ভুবনমোহনের বংশধর মুর্শিদাবাদ মাণিক্যহারের ঠাকুর মহাশয়গণ আমাদের সন্দেহ বিদূরিত করিতে পারেন না কি? আমরা তাঁহাদিগের দৃষ্টি এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

ভূপতি ও ভূপতিনাথ

পদকল্পতরুতে 'ভূপতি' ভণিতার ৪টী ও 'ভূপতিনাথ' ভণিতার ২টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। 'ভূপতি' ও 'ভূপতিনাথ' যে একই পদ-কর্ত্তা, পদগুলি পড়িলেই তাহা বেশ বুঝা যায়। নগেন্দ্র বাবু উক্ত ৬টী পদই তাঁহার বিদ্যাপতির পদাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন এবং "মাধব নিপট কঠিন মন তোর" ইত্যাদি (পদকল্পতরুর ৪৭৮ ও নগেন্দ্র বাবুর ৩৭৫ সংখ্যক) পদের টীকায় লিখিয়াছেন,—"ভূপতিনাথ অথবা ভূপতি সিংহ ভণিতাযুক্ত পদ বিদ্যাপতির রচনা। মিথিলায়ও পাওয়া গিয়াছে।" নগেন্দ্র বাবুর এই মন্তব্য সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই—

(১) "ভূপতি সিংহ" ও "ভূপতিনাথ" নাম দুইটীর মধ্যে "অথবা" শব্দ দ্বারা নগেন্দ্র বাবু নাম-দ্বয়ের অভিন্নতা বুঝাইতে চাহেন কি? নগেন্দ্র বাবুর উদ্দেশ্য তাহাই হইলে তাঁহার এরূপ মনে করার কি কারণ আছে?

(২) নগেন্দ্র বাবু মিথিলায় 'ভূপতি সিংহ' ও 'ভূপতিনাথ' উভয় ভণিতার পদ পাইয়াছেন কি? পাইয়া থাকিলে 'তালপত্রের পুথি' বা অন্য কোথায় পাইয়াছেন, সেই প্রয়োজনীয় কথাটা তিনি বলেন নাই কেন?

(৩) মিথিলার কোন না কোন হস্তলিখিত পুথি বা মুদ্রিত পুথিতে কোনও ব্রজবুলীর পদ পাইলেই উহা যে বিদ্যাপতি বা অপর কোন মৈথিল কবির রচনা বলিয়া স্থির করিতে হইবে, এমন কি কারণ আছে? 'গোবিন্দ দাস' ভণিতার কতকগুলি ব্রজবুলির পদ নগেন্দ্র বাবু মৈথিল পুথিতে বা গ্রন্থে পাইয়া উহা 'গোবিন্দ ঠাকুর' নামক এক মৈথিল কবির রচনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করায়, উহা যে সম্পূর্ণ ভুল এবং উক্ত পদগুলি বাঙ্গালার মহাকবি গোবিন্দ কবিরাজের রচনা, তাহা আমরা ১৩০৭ সালের 'ভারতী' পত্রিকার শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিনের সংখ্যায় "মহাকবি

গোবিন্দদাস কি মৈথিল ?" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রমাণিত করিয়াছি। 'ভূপতিনাথ' বা 'ভূপতি' ভণিতার পদগুলিও অন্যের রচনা হইতে কি বাধা আছে ?

(৪) "ভূপতিনাথ" ভণিতার ৪৭৯ সংখ্যক পদের—"কহত ললিতা সঞে বাত," "হেরি ললিতা সখি" ও "চন্দ্রাবলি সঞে কেলি" এই বাক্যগুলিতে পদ-কর্ত্তা 'ললিতা' ও 'চন্দ্রাবলি' সখী-দ্বয়ের অবতারণা করিয়াছেন; চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' ও সংস্কৃত 'গোপাল-চরিত' ওরফে 'প্রেমামৃত' কাব্যখানা * আবিষ্কৃত হওয়ার পর নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে যে, শ্রীমহাপ্রভুর আন্দাজ এক শতক পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-সাহিত্যে 'ললিতা', 'বিশাখা', 'চন্দ্রাবলি' প্রভৃতি সখীগণের নাম কল্পিত হয় নাই। বিদ্যাপতির নিঃসন্দিগ্ধ কোনও পদে ইহাদিগের প্রসঙ্গ নাই এবং থাকিতেও পারে না। সুতরাং আলোচ্য ৪৭৯ পদের এবং ভূপতিনাথ ও ভূপতি ভণিতার বাকি পদগুলির রচয়িতা অন্য যিনিই হউন না কেন, রাজা শিবসিংহ, কিংবা বিদ্যাপতি যে সেগুলির রচয়িতা হইতে পারেন না, ইহা জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় সত্য।

সত্য বটে যে, 'ভূপতি' বা 'ভূপতিনাথ' নামক কোনও প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তার উল্লেখ আমরা এ যাবৎ বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাই নাই; কিন্তু তা বলিয়াই যে তাঁহার নামীয় পদাবলীর কৃতিত্ব এ ভাবে অন্যের উপর আরোপ করিতে হইবে, এমন কি কথা আছে? 'ভূপতিনাথ' ও 'ভূপতি'র পদগুলি সমস্তই ব্রজবুলীর পদ। ৪৭৮, ৪৭৯ ও ৪৮৩ সংখ্যক পদগুলিতে এরূপ সুন্দর বর্ণনা-কৌশল দেখা যায় যে, যে কোন পদ-কর্ত্তাই উহা লইয়া গৌরব অনুভব করিতে পারেন। আমরা বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক আলোচনা করিয়া এই পদগুলির রচনার সহিত, একত্র একই স্থানে উদ্ধৃত 'চম্পতি' কবির ৪৮০—৪৮২ সংখ্যক পদ তিনটীর রচনার চমৎকার সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছি। আমাদের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে যে, হয় ত 'ভূপতি' ও 'ভূপতিনাথ' ভণিতার পদগুলির রচয়িতা চম্পতিই হইবেন। বিদ্যাপতি যেমন নগেন্দ্র বাবুর অনুমানে 'সিংহ ভূপতি' ভণিতা দিয়া তাঁহার প্রতিপালক রাজা শিব সিংহের কৃত উপকারের কিঞ্চিৎ প্রতিদান করিয়াছেন, উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের '[illegible]' কবি চম্পতিও সেইরূপ 'ভূপতি' ও 'ভূপতিনাথ' ভণিতায় পদ-রচনা করিয়া প্রতাপরুদ্রের [illegible] থাকিবেন। আমাদের এইরূপ অনুমানের পোষকতায় পূর্ব্বোক্ত রচনা-সাদৃশ্য ব্যতীত আরও একটা প্রমাণ আছে। পদকল্পতরুর ৪৮৮ সংখ্যক—"বিরহে ব্যাকুল, বকুল-তরু-তলে" ইত্যাদি পদে "কবি ভূপতি কণ্ঠহার" ভণিতা আছে। পদরত্নাকর ও ক্ষণদা গীতচিন্তামণিতে ভণিতা আছে—"সুকবি ভণ কণ্ঠহার।" নগেন্দ্র বাবু গীতচিন্তামণির ভণিতা অনুসারে ইহাকে কবিকণ্ঠহারের রচনা এবং 'কবিকণ্ঠহার' বিদ্যাপতির অন্যতম উপাধি মনে করিয়া ঐ পদটীকে বিদ্যাপতির পদাবলীতে স্থান দিয়াছেন। পক্ষান্তরে গীতচিন্তামণির সম্পাদক মহাশয় ইহাকে 'সুকবি' উপাধিধারী চম্পতি রায়ের রচনা মনে করেন। আমরা ভূমিকার ২৪—২৬ পৃষ্ঠায় উভয় মতের বিস্তৃত আলোচনা করিয়া পদটী 'ভূপতি' নামক কোনও অজ্ঞাত কবির রচিত বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছি। রায় চম্পতি ও ভূপতি স্বতন্ত্র নাম হইলেও বর্ণিত কারণে চম্পতি যে, 'ভূপতি' অর্থাৎ প্রতাপ-রুদ্রের ভণিতা দিয়া পদ-রচনা করিতে পারেন, ইহা তখন আমাদের মনে উদিত হয় নাই। এখন পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে সেইরূপ অনুমানই অনিবার্য্য মনে হইতেছে। বস্তুতঃ 'ভূপতি' নামে এরূপ কোনও প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা বঙ্গদেশে প্রাদুর্ভূত হইলে বাঙ্গালার বৈষ্ণব-ইতিহাসে অবশ্য তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যাইত। কিন্তু তিনি

* 'বসন-চৌর্য্য', 'ভার-খণ্ড', 'নৌকাখণ্ড' ও 'দান-খণ্ড'—এই অধ্যায়-চতুষ্টয়যুক্ত উক্ত উৎকৃষ্ট প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যখানার একটী সংস্করণ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্. এ এবং আমাদের সম্পাদকতায় প্রকাশিত হইবে স্থির হইয়াছে।—সম্পাদক

উৎকলদেশীয় বলিয়া সেরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ভবিষ্যৎ আলোচনাকারীদিগের সাহায্যের জন্য আমরা আমাদের অনুমান ব্যক্ত করিলাম। ভরসা করি, পরবর্ত্তী গবেষণার ফলে 'ভূপতি' ও 'ভূপতিনাথ' ভণিতার প্রকৃত রহস্য জানা যাইতে পারিবে।

মথুরাদাস

'মথুরাদাস' ভণিতার শুধু একটী মাত্র পদ (৭৮৯ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটী বাংলা পদ হইলেও উহাতে 'তৎসম' অর্থাৎ সংস্কৃতসম শব্দের এতই প্রাচুর্য্য যে, পদকর্ত্তা সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, এরূপ অনুমান না করিয়া পারা যায় না। আমরা মথুরাদাসের কোন পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ভরসা করি, পরবর্ত্তী আলোচনা-কারীদিগের চেষ্টায় ইহাঁর পরিচয় সহ অন্যান্য পদাবলী সংগৃহীত হইবে।

মদন

'মদন' ভণিতার শুধু একটীমাত্র পদ (২৩০৪ সংখ্যক) পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদটী ক্ষণদা গীতচিন্তামণিতেও আছে; সুতরাং পদকর্ত্তা মদন যে, গীতচিন্তামণির সঙ্কলয়িতা হরিবল্লভ অর্থাৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর পরবর্ত্তী নহে, তাহা নিশ্চিত জানা যাইতেছে। জগবন্ধু বাবুর মতে "বিশ্বনাথ ১৬২৬ শকে ভাগবতের 'সারার্থদর্শিনী' টীকা সমাপ্ত করেন এবং উহার অব্যবহিত পরেই তাঁহার অপ্রকট হয়।" সুতরাং তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে অর্থাৎ অন্যূন আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে গীতচিন্তামণি সঙ্কলিত করেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই পদটী জগবন্ধু বাবুর "গৌরপদ-তরঙ্গিণী" গ্রন্থেও উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে ভণিতা আছে,—

"মদনমদেতে অন্ধ প্রসাদ হইল ধন্দ
নিতাই ভজিতে না পারিল।"—(১৪৫ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু গীতচিন্তামণি, পদকল্পতরু ও পদরসসার পুথিগুলিতে প্রসাদের নাম-গন্ধও পাওয়া যায় না। পদকল্পতরু প্রভৃতির ভণিতার 'মদন' শব্দে কবি 'কন্দর্প'কে বুঝাইয়াছেন কি না, সন্দেহ হইতে পারে। আমরা আগে 'কন্দর্প' অর্থ বুঝিয়া 'মদন' ও 'মদ' শব্দদ্বয়ের মধ্যে ষষ্ঠী 'সমাসের চিহ্ন হাইফেন' যোগ করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে গীতচিন্তামণির "পদকর্ত্তাগণের প্রসঙ্গ" পড়িয়া আমাদের ভ্রম দূর হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের সুপণ্ডিত সম্পাদক স্বর্গীয় কৃষ্ণপদদাস বাবাজী মহাশয় লিখিয়াছেন, "মদন—পদকর্ত্তা ঘনশ্যাম দাসের বন্ধু। ঘনশ্যামের কোনও কোনও পদে আছে—"মদন রায় পরমাণ।" এই গ্রন্থের ৬—২ এবং ৭—২ নং নিত্যানন্দ-গীতি-দ্বয় ইহাঁর বিরচিত। উভয় গীতের ভণিতাই ঠিক সমান।" গীতচিন্তামণির ৬—২ সংখ্যক "এমন নিতাই কোথাও দেখি নাই" ইত্যাদি পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই। উহা গৌরপদতরঙ্গিণীতেও নাই।

বাবাজী মহাশয় ঘনশ্যামের বর্ণিত পদগুলির ঠিকানা দেন নাই। আমরা 'ঘনশ্যাম' ভণিতার পদগুলি খুঁজিয়া কেবল পদকল্পতরুর ২৪২১ সংখ্যক 'উজর হার উর' ইত্যাদি পদের ভণিতায় মদন রায়ের উল্লেখ পাইয়াছি; যথা,—

"মুরলি অলাপি ঝাঁপি গগনাবধি
গায়ত কতহুঁ সুতান।
ভণ ঘনশ্যাম দাস চিত ঝূরত
মদন রায় মন মান॥"

'মদন রায় মন মান' স্থলে পদ-রস-সার পুথিতে পাঠ আছে—'মদন রায় পরমাণ'। উভয় পাঠের অর্থে সামান্য প্রভেদ থাকিলেও 'মদন রায়' ঠিকই আছে। মদন রায়ের সম্বন্ধে আর কোন সংবাদই জানা যায় নাই।

'মধুসূদন'-ভণিতার পাঁচটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বাংলা ও ব্রজবুলী—উভয়বিধ পদই আছে। পদ-কর্ত্তার নিশ্চিত কোনও পরিচয় জানা যায় নাই। তবে জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকায় 'মধু পণ্ডিত' ও 'মধু শীল' নামক ব্যক্তি-দ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। উহা এইরূপ,—

মধুসূদন

"মধু পণ্ডিত—বৈষ্ণব-বন্দনায় ইহাঁর নাম মাত্র পাওয়া যায়, "শ্রীমধু পণ্ডিত বন্দ অনন্ত আচার্য্য।"

"মধু শীল—কণ্টকনগরে এই ব্যক্তি শ্রীগৌরাঙ্গের শিখা মুণ্ডন করেন।" ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কোন পদ রচনা করিয়াছেন কি না, নিশ্চিত জানা যায় নাই।

'মনোহর দাস' ভণিতার ৬টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সবগুলি পদ এক জনের রচিত কি না, বলা কঠিন। জগদ্বন্ধু বাবু দুই জন মনোহরের পরিচয় দিয়াছেন।

মনোহর দাস

(১) চৈতন্য চরিতামৃতে নিত্যানন্দ-শাখা গণনায় উল্লিখিত মনোহর। যথা—

"শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর।" ইনি খেতুরীর মহোৎসবেও উপস্থিত হইয়াছিলেন, এরূপ নরোত্তম-বিলাসে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—

"শ্রীল রঘুপতি উপাধ্যায় মহীধর।
মুরারি মুকুন্দ জ্ঞানদাস মনোহর॥"

(২) বাবা আউল মনোহর দাস। ইনিও নিত্যানন্দ শাখা-ভুক্ত। ইহাঁর নামান্তর চৈতন্যদাস। 'নামাবলী' গ্রন্থে ইহাঁর এইরূপ উল্লেখ আছে,—

"আদি নাম মনোহর চৈতন্য নাম শেষ।
আউলিয়া হইয়া বুলে স্বদেশ ও বিদেশ॥"

জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—'ইনি জাহ্নবা দেবীর মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন, এবং বিষ্ণুপুরের রাজবাটীর নিকট ইহাঁর বাসগৃহ ছিল। প্রেমবিলাসে যথা,—

"মোর ঠাকুরাণী শিষ্য চৈতন্যদাস।
আউলিয়া বলি তাকে সর্ব্বত্র প্রকাশ॥"—গ্রন্থকার নিত্যানন্দদাস-বাক্য।
"বিষ্ণুপুরে মোর ঘর হয় বার ক্রোশ।
রাজার দেশে বাস করি হইয়া সন্তোষ॥"—চৈতন্য-মনোহর দাস-বাক্য।

"ইনি প্রথমে বনবিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব রাজা বীর হাম্বীরের ভক্তিগ্রন্থ-ভাণ্ডারের ভাণ্ডারী ছিলেন এবং উক্ত রাজার দ্বারপণ্ডিত ব্যাসাচার্য্য ইহাঁর বন্ধু ছিলেন। ইনি কি জাতি এবং কোন্ সময়ে ইহাঁর জন্ম, নিশ্চয় জানা যায় না। কিন্তু ইনি ১৫০০ শকাব্দার পূর্ব্বেই বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন, তাহা এক প্রকার নিশ্চিত। বীর হাম্বীরের মৃত্যুর পর আবার দেশভ্রমণে বহির্গত হয়েন। পরিশেষে হুগলী বদনগঞ্জে আসিয়া একটী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বহু দিন বাস করেন। ঐ অঞ্চলে যত বৈষ্ণব-পরিবার আছেন, তাহার অধিকাংশই ইহাঁর শিষ্য। * * * বদনগঞ্জনিবাসী ৺ হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় বলেন যে, ইনি তদীয় অতিবৃদ্ধপিতামহ শ্রীকৃপারাম সিংহ মহাশয়কে বড়ই স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণবিজয় গ্রন্থখানি অর্পণ

করেন। ১৬৫৯ শকের* ২৯ শে পৌষ বদনগঞ্জ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃন্দাবনধামে গমন করেন। পথিমধ্যে জয়পুরে ইহাঁর অপ্রকট হয়। তথায় অদ্যাপি তাঁহার সমাধিমন্দির আছে। * * * ইনি 'পদসমুদ্র'+ ও নির্যাস-তত্ত্বের সংগ্রহকার। কেহ কেহ বলেন, পদসমুদ্রে 'মনোহর দাস' ভণিতাযুক্ত যে সকল পদ আছে, তাহা ইহাঁরই রচিত। ইহাঁর রচিত 'দিনমণি-চন্দ্রোদয়' নামে একখানি গ্রন্থ আছে।"

শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় নাকি পূর্ব্বোক্ত উভয় মনোহর অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। জগদ্বন্ধু বাবু তাহা মানিতে চাহেন নাই; কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন বিচারও করেন নাই। কিংবদন্তী অনুসারে এই আউলিয়া মনোহর দাস প্রায় দুই শত বৎসর জীবিত ছিলেন। আমাদের মনে হয় যে, উভয় মনোহর অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, এইরূপ ধারণা হইতেই এই কিংবদন্তীর উৎপত্তি হইয়াছে। ১৫৫৯ শক তাঁহার বৃন্দাবন গমনের কাল ধরিলে, উভয় মনোহর একই ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব মনে হয় না। 'পদ-সমুদ্র' পুথির সম্পূর্ণতায় ও প্রামাণিকতায় আমরা বিশ্বাস করিতে না পারিলেও উহাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। আমাদের বিবেচনায় উক্ত পুথির সঙ্কলয়িতা মনোহরদাসই সম্ভবতঃ আলোচ্য পদাবলীর রচয়িতা হইবেন। মনোহরের পদগুলি বিশেষত্বহীন চলসই পদ বটে।

পদকল্পতরুতে 'মাধব' ভণিতার ৫৫টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে; উহা ব্যতীত তাহাতে 'মাধব ঘোষ', 'মাধব দাস' ও 'দ্বিজ মাধব দাস' ভণিতার পদও উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং 'মাধব' ভণিতার বহুসংখ্যক পদের মধ্যে ইহাঁদিগের সকলেরই পদ আছে, এবং উহা মিশিয়া যাইয়া কোন্ কোন্ পদ কাহার রচিত, তাহা স্থির করা অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে, এরূপ মনে করা অসঙ্গত হইবে না।

মাধব

জগদ্বন্ধু বাবু ছয় জন মাধবের পরিচয় দিয়াছেন। তন্মধ্যে তিন জনের নামমাত্র পরিচয় দিয়া, যে তিন জনের পদ রচনার সম্ভাবনা ছিল, তাঁহাদিগের যথাসম্ভব বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন। আমরা এখানে শুধু সেই তিন জনেরই পরিচয়ের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব।

(১) "বাসুদেব ও গোবিন্দ ঘোষের সহোদর মাধবানন্দ ঘোষ। বাসু ও মাধব মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু উভয়ের গণে পরিগণিত। ইহাঁরা তিন ভ্রাতাই কবি ও গায়ক ছিলেন। কিন্তু গায়করূপে মাধব ঘোষই বিশেষ প্রসিদ্ধ। চৈতন্যভাগবতে যথা;—

> "সুকৃতী মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।
> হেন কীর্ত্তনিয়া নাহি পৃথিবী ভিতর॥
> যাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন।
> নিত্যানন্দস্বরূপের মহা প্রিয়তম॥"

চৈতন্যচরিতামৃতে যথা,—

> "শ্রীমাধব ঘোষ মহাকীর্ত্তনিয়াগণে।
> নিত্যানন্দ প্রভু নৃত্য করে যার গানে॥"

বৈষ্ণববন্দনায় যথা,—

> "বন্দিব মাধব ঘোষ প্রভুর প্রীতিস্থান।
> প্রভু যাঁরে করিলা অভঙ্গ স্বরদান॥"

* বোধ হয়, ১৫৫৯ শকের স্থলে ভুলে ১৬৫৯ মুদ্রিত হইয়াছে। কেন না, পূর্ব্বে ১৫০০ শকাব্দের পূর্ব্বে ইহাঁর বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণের কথা লিখিত হইয়াছে।—সম্পাদক

+ ভূমিকার ১৩—১৫ পৃষ্ঠায় 'পদসমুদ্র' নামক পুথির বিষয় আলোচিত হইয়াছে।—সম্পাদক

(২) "পরাশরাত্মজ মাধব। "মহাপ্রসাদবৈভব" নামে একখানি অপ্রকাশিত গ্রন্থ হইতে ময়মনসিংহের যশোদলনিবাসী পণ্ডিত রামানন্দ দাস বৈরাগী এই দুই পঙক্তি উদ্ধৃত করিয়া মাধবের পরিচয় দিয়াছেন। যথা,—

"পিতা তেঁহো ভাগবত মিশ্র পরাশর।
জয়রামচন্দ্র পুত্র প্রেমভক্তিপুর॥"

অর্থাৎ মাধব মিশ্রের পিতার নাম পরাশর মিশ্র এবং পুত্রের নাম জয়রাম মিশ্র। ইনি স্বপ্রণীত চণ্ডী গ্রন্থে এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

*   *   *   *

"ত্রিবেণীতে গঙ্গা দেবী ত্রিধারে বহে জল।
সেই মহানদী-তটবাসী পরাশর॥

*   *   *   *

তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য।
ভক্তিভরে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥

*   *   *   *

ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় সারদাচরিত॥"

এই চণ্ডী উপরের নির্দ্দেশানুসারে ১৫০১ শকে রচিত। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, এই মাধব মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সময়ের লোক। *   *   *   * মাধবাচার্য্য ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণে মেঘনা নদীর তীরস্থ নবীনপুর (ন্যানপুর) গ্রামে বাসস্থাপন করেন। এই স্থান এখন গোঁসাইপুর [illegible]। এই মাধবাচার্য্যের রচিত একখানি কৃষ্ণমঙ্গল আছে। *   *   * রামানন্দ দাস মহাশয় [illegible] প্রমাণ সহ কহিয়াছেন যে, মাধবাচার্য্য নবদ্বীপ বাসকালে "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল", নীলাচলে অবস্থিতির সময় "প্রেমরত্নাকর" ও মালদহ জেলার অন্তঃপাতী কৃষ্ণপুর বা রোকণপুর বাসকালে বৈষ্ণবমাহাত্ম্য বিষয়ে আর একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।"

(৩) "আমাদের শেষ মাধব মিশ্র, পণ্ডিত বা আচার্য্যের বিস্তৃত পরিচয় প্রেমবিলাস গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

'দুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্বগুণের আকর।
বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়া নগর॥
তাঁহার পত্নীর হয় শ্রীবিজয়া নাম।
প্রসবিলা দুই পুত্র অতি গুণধাম॥
জ্যেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাস।
পরম পণ্ডিত সর্ব্বগুণের আবাস॥
সনাতন-পত্নীর নাম হয় মহামায়া।
এক কন্যা প্রসবিলা নাম বিষ্ণুপ্রিয়া॥
আর এক পুত্র হৈল অতি গুণধাম।
শ্রীযাদব মিশ্র নাম তার হয় আখ্যান॥
কালিদাস মিশ্র-পত্নী বিধুমুখী নাম।
প্রসবিলা পুত্ররত্ন সর্ব্বগুণধাম॥
বিধুমুখী মাধব নামে পুত্র কোলে করি।
অল্প বয়সের কালে হইলেন রাঁড়ী॥
গর্ভাষ্টমে মাধবের যজ্ঞোপবীত হৈল।
নানাবিধ শাস্ত্র তিহোঁ পড়িতে লাগিল॥
নানা শাস্ত্র পড়িয়া হইলা পণ্ডিত।
আচার্য্য উপাধিতে তিহোঁ হইলা বিদিত॥

*   *   *

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে কৈল অনুগ্রহ।
গীত বর্ণনাতে তিহোঁ করি নানাছন্দ॥ সর্ব্ব ভক্তগণ তাঁরে করিলেক স্নেহ॥
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভু আজ্ঞামতে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদে সমর্পণ কৈল॥ মাধবের কর্ণে মন্ত্র লাগিলা কহিতে॥"

পূর্ব্ব-বর্ণিত 'মাধব'দিগের মধ্যে মাধব ঘোষ যে পদ-কর্ত্তা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কেন না, পদকল্পতরুতে 'মাধব ঘোষ'-ভণিতার ৭টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ শুধু 'মাধব'-ভণিতা দিয়াও তিনি কোন কোন পদ রচনা করিয়া থাকিবেন। পরাশরাত্মজ ও কালিদাসাত্মজ মাধবদ্বয়ের মধ্যে কে পদ-কর্ত্তা, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। আমরা কালিদাসাত্মজ মাধব আচার্য্যের "শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল" গ্রন্থের সহিত 'মাধব'-ভণিতার পদগুলি ভাল করিয়া মিলাইয়া দেখিতে পারি নাই। যদি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের কোন গীত মাধব-ভণিতার এই পদগুলির মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেগুলি যে, ইহাঁর রচিত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারিবে। জগদ্বন্ধু বাবু শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতে মত দিয়া এই মাধবাচার্য্যকেই পদ-কর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু পরাশরাত্মজ মাধবও বৈষ্ণব ও একজন গ্রন্থ-রচয়িতা ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি যে, কোন পদ রচনা করেন নাই, কিংবা তাঁহার কোনও পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হয় নাই,—ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

আমাদিগের মতে 'মাধব ঘোষ'-ভণিতার পদগুলির রচয়িতা মহাপ্রভুর সমসাময়িক ভক্ত বাসু ঘোষ ও গোবিন্দ ঘোষের সহোদর মাধব ঘোষ। 'মাধব' ও 'মাধব দাস'-ভণিতার পদাবলীর রচয়িতা মাধব-ত্রয়ের মধ্যে সকল বা কোন কোন মাধব হইতে পারেন। 'দ্বিজ মাধব দাস'-ভণিতার পদটীর রচয়িতা দ্বিজ মাধব-দ্বয়ের মধ্যে একজন হইবেন। তবে, পরাশরাত্মজ মাধব অপেক্ষা কালিদাসাত্মজ মাধবের পদাবলী পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হওয়ার যে অধিক সম্ভাবনা ছিল, আমরা ইহা না বলিয়া পারি না। সম্ভবতঃ ইনি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের গীতাবলী ছাড়াও অনেক পদ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা 'মাধব'-ভণিতার 'নৌকা-বিলাস' বিষয়ক ৯টী হাস্যরসোজ্জ্বল নূতন পদ বাঁকুড়ার একখানা প্রাচীন পুথিতে পাইয়া, সেগুলি অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছি এবং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, উহার একটী পদও উক্ত গ্রন্থে নাই। এই নজীরে পদকল্পতরুর 'মাধব'-ভণিতার কোন পদ যদি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে উহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না।

মাধবী দাস

পদকল্পতরুতে 'মাধবী'-ভণিতার ২টী ও 'মাধবী দাস'-ভণিতার ৫টী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। স্বর্গগত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া, তত্ত্বনিধি মহাশয়, জগদ্বন্ধু বাবু ও দীনেশ বাবু—সকলেই একবাক্যে পুরীর গৌরাঙ্গ-ভক্ত শিখী মাহাতীর ভগ্নী মাধবী দেবীকে আলোচ্য পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যে যে কারণে মাধবী দেবীকে পদকর্ত্রী স্থির করা হইয়াছে, তাহা জগদ্বন্ধু বাবুর 'মাধবী দাস' নামক আলোচনা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(১) "শিখী মাহিতী নামে জগন্নাথ দেবের একজন লিপিকর ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতার নাম মুরারি মাহিতী ও সহোদরার নাম মাধবী দাসী। এই মাধবীর চরিত্র অত্যন্ত উন্নত ছিল বলিয়া, কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহাঁকে দেবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেন না, কবিরাজ গোস্বামী তাঁহাকে শ্রীরাধিকার দাসীমধ্যে গণনা করিয়াছেন।"

(২) "চৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য খণ্ডে লেখা আছে যে, মহাপ্রভু নিজ জনকে যে গূঢ় ব্রজের রস প্রদান করিয়াছেন, সাড়ে তিন জন ব্যক্তিমাত্র তাহা আস্বাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যথা,—

"প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন॥
স্বরূপদামোদর আর রায় রামানন্দ।
শিখী মাহাতী আর তার ভগ্নী অৰ্দ্ধ॥"

(৩) "মাধবী পুরুষের ন্যায় পণ্ডিত ছিলেন, এবং পুরুষের ন্যায় তপস্যা করিতেন। এই জন্য বৈষ্ণব গ্রন্থে ইহাঁদিগকে 'তিন ভ্রাতা" বলা হইয়াছে। এবং তাঁহার ভ্রাতারাও তাঁহার প্রতি ভ্রাতার ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিতেন। মাধবী স্বয়ংও অধিকাংশ পদে আপনাকে "মাধবী দাস" কহিয়াছেন।"

(৪) "প্রধানতঃ নীলাচলবাসিনী মাধবী মহাপ্রভুর নীলাচল লীলা সম্বন্ধেই পদ লিখিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার পদ মূল্যবান্।"

(৫) "ভক্তিনিধি মহাশয় মাধবীর পদ সম্বন্ধে অপর এক প্রবন্ধে লিখেন,—"পদ-সমুদ্রে মাধবী-কৃত অনেক উড়িয়া পদ আছে। এবং উড়িয়া ভাষার পদগুলি বড়ই জটিল, বাঙ্গালা পদ অপেক্ষা কর্কশ, উড়িয়াদিগের নিকট তাহা আদরণীয়।"

(৬) "কর্ম্মদোষে নারীজন্ম পরিগ্রহ করাতে প্রাণ ভরিয়া প্রভুর বদন-সুধাকর দর্শন করিতে অসমর্থা বলিয়া একটী পদে মাধবী খেদ করিয়া বলিয়াছেন,—

"যে দেখয়ে গোরা-মুখ সেই প্রেমে ভাসে।
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্মদোষে॥"

দুঃখের সহিত আমাদিগকে বলিতে হইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত যুক্তিগুলির দ্বারা মাধবী দেবীর কর্তৃক আলোচ্য পদগুলির রচনা প্রমাণিত হয় না। আমরা সংক্ষেপে ঐ যুক্তিগুলির অসারতা প্রদর্শিত করিব।

(১) চরিত্রের মহত্ত্ব দ্বারা পদ-কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না।

(২) ব্রজ-রসের অসাধারণ আস্বাদক সাড়ে তিন জন নীলাচল-বাসী ভক্তের [illegible] রামানন্দ পদ-রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কয়েকটী সংস্কৃত পদ ও একটী ব্রজবুলী পদ ("[illegible]-ভঙ্গ ভেল" ইত্যাদি) পাওয়া গিয়াছে। স্বরূপ দামোদর বা শিখী মাহাতীর কোন পদ পাওয়া যায় নাই। এ অবস্থায় মাধবী দেবী পদ-রচনা না করিলেও তাঁহার ব্রজরসাস্বাদনের কোন বাধা দেখা যায় না। মাধবী দেবী কোন পদ রচনা করিয়া থাকিলে, উহা উড়িয়া পদ হওয়াই একান্ত সম্ভব।

(৩) মাধবী দেবী পুরুষের সমকক্ষ পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু তিনি "পুরুষের ন্যায় তপস্যা করিতেন" এই কথার অর্থ কি? শাস্ত্রাভ্যাসের ন্যায় তপস্যাও পুরুষের নিজস্ব ধর্ম্ম নাকি? মাধবী দেবী কি পুরুষোচিত বেশ ভূষা ধারণ করিতেন? ইহা তো মাধবীর ন্যায় শালীনতাসম্পন্ন মহিলা ও শ্রীরাধিকার দাসীর পক্ষে কোন রূপেই সম্ভবপর হইতে পারে না। সুতরাং মাধবী দেবী তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির জন্য ভ্রাতাদিগের নিকট জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার সম্মান লাভ করিলেও "দাস" বলিয়া নিজকে ভণিতায় পরিচিত করার কোন কারণ দেখা যায় না। আমাদের বিবেচনায় ভণিতার 'দাস' শব্দ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে যে, এই সকল পদের রচয়িতা আর যিনিই হউন না কেন, তিনি কখনও মাধবী দাসী হইতে পারেন না।

(৪) নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর বহু বাঙ্গালী ভক্তের গমনাগমন ছিল। ইহাঁদিগের মধ্যে 'মাধবী দাস' নামক কেহ এই সকল নীলাচল-লীলার পদ রচনা করিতে পারেন। স্ত্রীলোক বলিয়া যিনি "প্রাণ ভরিয়া প্রভুর বদন সুধাকর দর্শন করিতে অসমর্থা" ছিলেন, তাঁহার পক্ষে মহাপ্রভুর ভক্তগণ সঙ্গে ফাগু খেলা প্রভৃতি বিষয়ে পদ-রচনা কিঞ্চিৎ অসম্ভব মনে হয় না কি? 'মাধবী দাস' ভণিতার ১৮৫৩ সংখ্যক পদে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের

পর প্রথম নীলাচলে গমনের অব্যবহিত পরেই শচী মাতাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য নীলাচল হইতে জগদানন্দ ঠাকুরের নবদ্বীপ-গমন বর্ণিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর নীলাচলে যাওয়া মাত্রই যে, শিখী মাহাতী ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহার কিংবা জগদানন্দের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, এরূপ জানা যায় না; এ অবস্থায় মাধবী দেবীর পক্ষে নবদ্বীপের তৎকালীন অবস্থা-সূচক এই পদের রচনা এবং জগদানন্দ ঠাকুরকে "মাধবী দাসের ঠাকুর পণ্ডিত" বলিয়া উল্লেখ করা অসম্ভব মনে হয়। শ্রীমহাপ্রভু বা জগদানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সহচরগণ অপর স্ত্রীলোকের সহিত আলাপাদি করিতেন না; এ অবস্থায় অন্য লোকের নিকট বিবরণ শুনিয়া এরূপ পদের রচনা করিতে যাওয়া যথেষ্ট অবিবেচনার কার্য্য ও অনধিকারচর্চ্চা বটে। মাধবী দেবীর পক্ষে আমরা উহা সম্ভব বোধ করি না। মাধবী দেবীর রচিত হইলে এ সকল পদের মূল্য বড় বেশী থাকে না। সুতরাং পদগুলিকে 'মূল্যবান্' বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে, অন্ততঃ "নীলাচল হইতে শচীরে দেখিতে আইসে জগদানন্দ" ইত্যাদি ১৮৫৩ সংখ্যক পদের রচয়িতা জগদানন্দ ঠাকুরের ভক্ত ও অনুগত কোনও ব্যক্তি ছিলেন, এরূপ অনুমানই অনিবার্য্য মনে হয়।

(৫) মাধবী দেবীর উড়িয়া পদগুলি আমরা দেখি নাই। "পদ-সমুদ্র" পুথিখানা লুপ্ত হইয়া যাওয়ায় ঐ সকল পদের বিষয় কি ছিল, এবং উহাতে কিরূপ ভণিতা দেওয়া ছিল, তাহাও এখন জানার উপায় নাই। তর্কস্থলে মাধবী দেবীকে ঐ সকল উড়িয়া পদের রচয়িত্রী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও তদ্দ্বারা তাঁহার আলোচ্য বাংলা পদগুলির কৃতিত্ব প্রমাণিত হয় না। তাঁহার উড়িয়া-পদ রচনার দ্বারা বরং বাঙ্গালা রচনায় অসামর্থ্যই অনুমিত হইতে পারে।

(৬) মাধবী দাসের ২২৯০ সংখ্যক পদে আছে,—

"আনন্দে নাচত সঙ্গে ভকত
গৌরকিশোর-রাজ।
ফাগু উঝালি করে ফেলাফেলি
নীলাচল-পুরী মাঝ॥
শুনিয়া নাগরী প্রেমেত আগরি
ধাইয়া চলিল বাটে।
হেরিয়া গৌরে পড়িয়া ফাঁফরে
বদন চাহিয়া থাকে॥"

এই বর্ণনা যদি শুধু কাল্পনিক না হয়, তাহা হইলে বুঝা যায় যে, মাধবী দেবীও গৌর-প্রেমাকৃষ্টা এই নাগরীদিগের ন্যায় দূর হইতে শ্রীগৌরাঙ্গের মুখের পানে অনিমিষ-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়াছেন। এ অবস্থায় তাঁহার পক্ষে—

"যে দেখয়ে গোরা-মুখ সেই প্রেমে ভাসে।
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্মদোষে॥"

এই বলিয়া আক্ষেপ করা সম্ভব হয় কি? আমাদের বিবেচনায় এই পদের রচয়িতা খুব সম্ভবতঃ শ্রীগৌরাঙ্গের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী সময়ের ব্যক্তি। তিনি হয় ত ঠাকুর জগদানন্দ কিংবা অন্য কোনও সাক্ষাৎদ্রষ্টার মুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া এই সকল পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে মাধবী দেবী রচয়িত্রী হইলে, উহাতে এরূপ আক্ষেপ ও বিশেষতঃ "মাধবী দাস" ভণিতা পাওয়া যাইত না।

বৈষ্ণব-ইতিহাসের অসম্পূর্ণতা হেতু অনেক পদ-কর্ত্তারই কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় কোনও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্তের নাম যদি কোন পদের ভণিতার নামের সহিত দৈবাৎ মিলিয়া যায়, তাহা হইলে গত্যন্তরের অভাবে আমরা তাঁহাকেই পদ-কর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়া বসি এবং তাঁহার পক্ষে পদ-রচনার প্রতিকূল অবস্থাগুলিকে কাল্পনিক যুক্তির সাহায্যে উড়াইয়া দেওয়ার চেষ্টা করি। পদ-কর্ত্তা মাধবী দাসের সম্বন্ধেও ইহাই ঘটিয়াছে। আমরা এ যাবৎ বৈষ্ণব-সাহিত্যে পরিচিত কোন মাধবী দাসের উল্লেখ পাই নাই। পাইলেও বিশেষ পরিচয়ের অভাবে তাঁহাকেই পদ-কর্ত্তা বলিয়া স্থির করা সঙ্গত মনে করি না। তবে, সত্যের অনুরোধে দুঃখের সহিত না বলিয়া পারিতেছি না যে, উৎকল-দেশীয় গৌর-ভক্ত শিখী মাহাতীর ভগিনী মাধবী দেবীর পক্ষে আলোচ্য পদের রচনা আমাদের নিকট সম্ভবপর বোধ হয় না।

মাধবেন্দ্র পুরীর রচিত দুইটী শ্লোক পদকল্পতরুতে পদ রূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীমহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু ঈশ্বর পুরীর দীক্ষাগুরু। চৈতন্যচরিতামৃতের আদি-লীলার ৯ম পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে,—

মাধবেন্দ্র পুরী

"প্রভু কহে আমি বিশ্বম্ভর নাম ধরি।
নাম সার্থক হয় যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি॥"
এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম।
নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান-কর্ম্ম॥
শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি।
ভক্তি-কল্পতরু রুইল সিঞ্চি ইচ্ছা-পানী॥
জয় শ্রী মাধব পুরী কৃষ্ণ-প্রেম-পূর।
ভক্তি-কল্পতরুর তিঁহ প্রথম অঙ্কুর॥"

এই প্রেমিক-ভক্ত-শিরোমণি অদ্বৈত আচার্য্যেরও দীক্ষাগুরু ছিলেন। ইঁহার জন্ম-কাল, পূর্ব্বাশ্রমের জাতি বা বাস-স্থান জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি অদ্বৈত আচার্য্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ ছিলেন। সুতরাং আন্দাজ ১৩৫০ শক বা ১৪২৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর জন্মের কিছু পূর্ব্বেই অপ্রকট হন। চরিতামৃতের মধ্য-লীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী মাধবেন্দ্র পুরীর প্রেম-ভক্তিময় জীবনের পবিত্র কাহিনী বর্ণিত করিয়াছেন। কৌতূহলী পাঠক অবশ্য পড়িয়া দেখিবেন। মাধবেন্দ্র পুরীর আলোচ্য শ্লোক বা পদদ্বয় রূপ গোস্বামীর সঙ্কলিত "পদ্যাবলী" নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে। এই শ্লোকদ্বয় শ্রীচৈতন্যদেবের অতিশয় প্রিয় ছিল। মাধবেন্দ্র পুরীর ১৬৫৩ সংখ্যক "অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে" ইত্যাদি শ্লোকের সম্বন্ধে কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

"রত্নগণ মধ্যে যৈছে কৌস্তুভ-মণি।
রস-কাব্য মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি॥"—(চৈ, চ, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)

ইহাও লিখিত হইয়াছে যে,—

"শেষ-কালে এই শ্লোক পঠিতে পঠিতে।
সিদ্ধি-প্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোক সহিতে॥"

পুরী গোসাঞি যে স্বয়ং এই শ্লোকের রচনা করেন, কবিরাজ গোস্বামীর নিম্নলিখিত বাক্যই তাহার প্রমাণ, যথা—

"এই শ্লোক করিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী॥"

'মাধো'-ভণিতার চারিটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু ইঁহার পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,- 'মাধো একজন নীলাচল-বাসী কবি, শ্যামানন্দের প্রশিষ্য ও রসিকানন্দের শিষ্য। নীলাচলে অন্যান্য দেশেরও বহু লোক বাস করিতেন, সুতরাং 'নীলাচল-বাসী' বিশেষণের সাহায্যে ইঁহার জন্ম-স্থান জ্ঞাত হওয়া যায় না। 'মাধো'-ভণিতার পদ চারিটীর ভাষা বাঙ্গালার ব্রজবুলী নহে, উহা ব্রজ-মণ্ডলের প্রচলিত "ব্রজ-ভাষা"; সুতরাং মাধো যে, ঐ অঞ্চলের লোক, তাহা নিঃসন্দেহে প্রতীত হয়। 'মাধব' নামের অপভ্রংশে 'মাধো' নামটীও হিন্দুস্থানেরই বিশেষত্ব। বাঙ্গালা বা উড়িষ্যায় 'মাধব' শব্দের অন্তঃস্থ 'ব'-কার বর্গীয় 'ব'-কারের ন্যায় উচ্চারিত হওয়ায়, উহার অপভ্রংশে 'মাধো' হয় না। এ দেশে 'মাধব' নামের অপভ্রংশ 'মাধাই' বা 'মাধা'—'মাধো' নহে।

মাধো

'মুরারি'-ভণিতার তিনটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন 'মুরারি গুপ্ত' ভণিতারও দুইটী পদ আছে। জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকার ১৬০।১৬১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—'বাঙ্গালা কবির মধ্যে দুই জনের নাম মুরারি:—মুরারি গুপ্ত ও মুরারি দাস। মুরারি গুপ্ত 'করচালেখক' বা 'চৈতন্যচরিত'-লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ।"

মুরারি ও মুরারি গুপ্ত

পুনশ্চ —"রসিকের জন্মের দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫১৪ শকে অচ্যুতানন্দের দ্বিতীয় পুত্র মুরারি ভূমিষ্ঠ হয়েন। অতি অল্প বয়সেই সোদরদ্বয় বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী ও সচ্চরিত্র বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহারা উভয় ভ্রাতাই শ্যামানন্দ পুরীর শিষ্য। নরোত্তমবিলাসে যথা, -

"শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিক মুরারি।"- (৪র্থ বিলাস)।

"ভক্তিরত্নাকরেও এই কথার উল্লেখ দেখিতে পাই। উভয় ভ্রাতাই প্রভূত ক্ষমতাশালী সাধক ও প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য এক স্থলে কহিয়াছেন, -

"মুরারি-মুরলী-ধ্বনি সদৃশ মুরারি।"

জগদ্বন্ধু বাবু অনুমান করেন যে, মুরারি গুপ্তের "চৈতন্যচরিত" সংস্কৃত গ্রন্থ বলিয়া, সম্ভবতঃ দত্ত-কবি "মুরারি দাসের" প্রতিই লক্ষ্য করিয়াছেন। জগদ্বন্ধু বাবু ইহাও লিখিয়াছেন যে, "আমরা মুরারি দাসের কোন কাব্যের নাম জানি না; কিন্তু রসিকানন্দ দাস-প্রণীত "রতি-বিলাস" ও "শাখা-বর্ণন" নামক দুইখানি গ্রন্থের নাম দেখিতে পাই।"

পদকল্পতরুর 'মুরারি' ও 'মুরারি দাস' ভণিতার আলোচ্য তিনটী পদেরই কৃতিত্ব জগদ্বন্ধু বাবু কর্ত্তৃক গৌরপদতরঙ্গিণীতে মুরারি গুপ্তের প্রতি আরোপিত হইয়াছে। আমাদের নিকটও উহা যথার্থ বলিয়াই মনে হয়। কেন না, অনেক পরবর্ত্তী উৎকল-বাসী মুরারি দাসের পক্ষে প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টার ন্যায় গৌর-লীলার এরূপ পদ-রচনা সম্ভবপর মনে হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে, পদকল্পতরুতে রসিকানন্দের ভ্রাতা মুরারি দাসের কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই। গৌরপদ-তরঙ্গিণীতেও তাঁহার কোন পদ পাওয়া যায় নাই। অন্য কোথাও আছে কি না, তাহাও জগদ্বন্ধু বাবু লিখেন নাই; এ অবস্থায় তিনিও কিরূপে "প্রসিদ্ধ" কবি হইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। মাইকেল মধুসূদন গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গীয় কবিদিগেরও নাম-কীর্ত্তন করেন নাই। এ অবস্থায় তিনি যে প্রায় অপরিচিত

পদ-কর্ত্তা মুরারি গুপ্ত বা মুরারি দাসকে লক্ষ্য করিয়া—“মুরারি-মুরলী-ধ্বনি সদৃশ মুরারি,” লিখিয়াছেন, ইহা কোনরূপেই সম্ভবপর মনে হয় না। আমাদের অনুমান হয়, মধুসূদন দত্ত প্রসিদ্ধ ““অনর্ঘরাঘব” নামক সংস্কৃত নাটকের প্রণেতা মুরারি মিশ্রকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ কথা লিখিয়াছেন। মধুসূদন দত্ত নিজে সংস্কৃত-সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী না হইলেও, তাঁহার সহিত তৎকালের অনেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের আলাপ ছিল; বোধ হয়, তিনি তাঁহাদের কাহারও মুখে মুরারির উক্ত নাটকের প্রশংসা শুনিয়া, অনেকটা যমক ও অনুপ্রাসের প্রলোভনেই ঐ উক্তি করিয়াছেন। পরের মুখে ঝাল খাইতে গেলে যেমন হয়, এখানেও তাহাই ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ অনর্ঘরাঘবের রচনা মোটেই প্রাঞ্জল বা শ্রুতিমধুর নহে। ভবভূতির “মহাবীরচরিত” নাটকের ন্যায় উহা ওজোগুণ-ভূয়িষ্ঠ সমাস বহুল গৌড়ী-রীতি-সম্মত রচনারই অন্যতম আদর্শ বটে। তবে, “ভিন্ন-রুচির্হি লোকঃ”। ওজোগুণ-প্রিয় দত্ত-কবির নিকট যদি অনর্ঘরাঘবের শ্লোকাবলীই মুরলী-ধ্বনিবৎ প্রতীত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও নিতান্ত বিস্মিত হওয়ার কারণ নাই।

মুরারি গুপ্তের কাহিনী চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের নানা স্থলেই বর্ণিত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকার ১৫০—১৫৩ পৃষ্ঠার ‘মুরারি গুপ্ত’ শীর্ষকে উহার সংক্ষিপ্ত সার-সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা বাহুল্য-ভয়ে এখানে ঐ বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম না। যাঁহারা চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত হইতে মুরারি গুপ্তের কাহিনী খুঁজিয়া লইয়া পড়িতে অসুবিধা মনে করেন, তাঁহারা জগদ্বন্ধু বাবুর গ্রন্থ পড়িয়া দেখিবেন। সমস্ত কাহিনীই মুরারি গুপ্তের চরিত্র-মাহাত্ম্যসূচক; উহাতে তাঁহার সাধারণ জীবন-বৃত্তান্ত প্রায় কিছুই জানা যায় না। মুরারি গুপ্তের পূর্ব্বনিবাস ছিল শ্রীহট্ট। ইনি জাতিতে বৈদ্য এবং মহাপ্রভুর অপেক্ষা বয়সে বড় ও উচ্চ শ্রেণীর পড়ুয়া ছিলেন।

জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—“মুরারি সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকিয়া যে সকল লীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তদবলম্বনে ১৪৩৫ শকে “চৈতন্যচরিত” রচনা করেন। এই সূত্র-গ্রন্থ সংস্কৃতে [illegible] ইহা বৈষ্ণব-সমাজে “মুরারি গুপ্তের করচা” বলিয়া প্রসিদ্ধ। গৌরলীলাবিষয়ক প্রথম গ্রন্থ [illegible]”। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ এই গ্রন্থ অবলম্বনেই স্ব স্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী কহেন:—

“আদিলীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত।
সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রন্থিত॥”

শ্রীমহাপ্রভুর মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলার সময়ে মুরারি গুপ্ত তাঁহার সহচর ছিলেন না; সে জন্যই বোধ হয়, তিনি শুনা কথার উপর নির্ভর করিয়া মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হন নাই। মুরারি গুপ্তের ‘চৈতন্যচরিত’ গ্রন্থের একটি সংস্করণ কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের সংস্কৃত খুব সরল। দোষের মধ্যে গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-বৃত্তান্ত অধিক না লিখিয়া, তাঁহার ঈশ্বরত্ব অধিক দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রাচীন যুগের অধিকাংশ জীবন-চরিতের ইহা একটা সাধারণ দোষ বটে। যাহা হউক, তাঁহার চৈতন্যচরিতে যে সকল ঘটনার বর্ণনা বা উল্লেখ পাওয়া যায়, উহার ঐতিহাসিক মূল্য যে খুব বেশী, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই হিসাবে মুরারি গুপ্তের রচিত গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলিরও যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

মোহন

পদকল্পতরুতে ‘মোহন’-ভণিতার ৩০টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবুর মতে ইনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীনিবাসের শিষ্য ও গোবিন্দ কবিরাজের বন্ধু ছিলেন। ‘কর্ণানন্দ’ গ্রন্থে আছে,—

"শ্রীমোহন দাস নাম জন্ম বৈদ্যকুলে।
নৈতিক ভজন যাঁর অতি নিরমলে॥"

যদিও কর্ণানন্দের এই পরিচয়ে মোহনের কবিত্বের উল্লেখ নাই, তথাপি অপর কোন প্রসিদ্ধ মোহনের অবর্তমানে পদ-রচনার কৃতিত্ব ইহাঁকে অর্পণ করাই সঙ্গত মনে করি। গোবিন্দদাসের একটী ভণিতায় আছে,—

"মোহন গোবিন্দদাস পহুঁ।"

কবির বন্ধু কবি হওয়াই খুব সম্ভব বটে। মোহনের পদগুলির মধ্যে বাংলা ও ব্রজবুলী—উভয়বিধ পদই আছে। মোহনের রচনা ও বর্ণনা-শক্তি প্রশংসনীয়।

যদুনন্দন ও যদুনাথ

পদকল্পতরুতে 'যদু'-ভণিতার ১৪টী, 'যদুনন্দন'-ভণিতার ৭১টী ও 'যদুনাথ'-ভণিতার ১৬টী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। 'যদু'-ভণিতার পদগুলির মধ্যে 'যদুনন্দন' ও 'যদুনাথ'—উভয়ের রচিত পদই থাকা সম্ভব। আমরা এখন যদুনন্দন ও যদুনাথের সম্বন্ধে একযোগে আলোচনা করিব। কেন না, 'যদুনাথ' নামে স্বতন্ত্র পদ-কর্ত্তা থাকিলেও প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা ও গ্রন্থকার যদুনন্দনেরও যে নামান্তর 'যদুনাথ' ছিল, তাহা তাঁহার নিজের উক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। যথা,—

(ক) "নিকুঞ্জে নিশান্তে কেলি মধুর বিলাস।
সংক্ষেপে কহয়ে কিছু যদুনাথ দাস॥"—গোবিন্দলীলামৃত, ১ম সর্গ।

(খ) "রাধাকৃষ্ণ-পাদ-পদ্ম-সেবা অভিলাষ।
গোবিন্দ-চরিত কহে যদুনাথ দাস॥"—ঐ, ২য় সর্গ।

জগদ্বন্ধু বাবু চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তম-বিলাস হইতে কয়েকজন যদুনন্দনের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা সকলের কথা না বলিয়া, যাঁহারা পদ-কর্ত্তা বলিয়া জানা গিয়াছে, কেবল তাঁহাদিগের পরিচয় দিব।

১। "কণ্টকনগর-বাসী যদুনন্দনাচার্য্য। ইনি অদ্বৈতশাখায় পরিগণিত। চৈতন্যচরিতামৃতে যথা,—"শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।" ইনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ও শ্রীগৌরাঙ্গের চরিত-লেখক। ভক্তিরত্নাকরে যথা,—

"যদুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য্য॥
দীন প্রতি চেষ্টা যৈছে না কহিলে নয়।
বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁর প্রশংসাতিশয়॥
যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত।
দ্রবে দারু পাষাণ শুনিয়া যাঁর গীত॥"

ইহাঁর পদবী ছিল 'চক্রবর্ত্তী'। ইহাঁর শ্রীমতী ও নারায়ণী নাম্নী কন্যা-দ্বয়কে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র প্রভু বিবাহ করেন। ইহাঁর রচিত কাব্যের নাম "রাধাকৃষ্ণ-লীলাকদম্ব"। ইহার শ্লোকসংখ্যা ছয় হাজার। আমরা এই কাব্য বা ইহাঁর রচিত গৌরাঙ্গচরিত পুথি দেখি নাই। জগদ্বন্ধু বাবুও তাঁহার গৌরাঙ্গ-চরিত সম্বন্ধে কোনও কথা খুলিয়া লিখেন নাই। সুতরাং উহা চৈতন্যভাগবত প্রভৃতির ন্যায় স্বতন্ত্র একখানা গ্রন্থ, কিংবা গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলীর সমষ্টি, তাহা বলিতে পারি না।

২। কণ্টকনগরে অপর একজন যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী ছিলেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ গদাধর ঠাকুরের শিষ্য। ঠাকুর মহাশয়ের খেতুরীর মহোৎসবে তিনি বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর ইহাঁকে পদ-রচয়িতা বলেন। নিত্যানন্দ-ভক্ত গৌরদাস এই যদুনন্দনের বন্ধু ও সমসাময়িক ছিলেন। যদুনন্দনের একটী পদে, যথা --

"কহে যদুনন্দন দাস।
গৌরদাস তহিঁ কর আশোয়াস॥"—৩৭৭ সংখ্যক পদ।

৩। মালিহাটী-নিবাসী বৈদ্য-বংশীয় বিখ্যাত পদ-কর্ত্তা ও কবি যদুনন্দন দাস। ১৫২৯ শকে ৭০ বৎসর বয়সের কালে যদুনন্দন তাঁহার 'কর্ণানন্দ' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর মন্ত্র-শিষ্য। তিনি রসকদম্ব নামে রূপ গোস্বামীর বিখ্যাত "বিদগ্ধমাধব" নাটকের ও কবিরাজ গোস্বামীর সংস্কৃত কাব্য "গোবিন্দলীলামৃত" গ্রন্থের সুললিত বাংলা পদ্যানুবাদ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। পদকল্পতরুতে সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের ১৮ সংখ্যক পদে এই যদুনন্দনকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, —

"প্রভু-সুতা-চরণ-সরোরুহ-মধুকর
জয় যদুনন্দন দাস॥"

বৈষ্ণবদাস শ্রীনিবাসাচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য; সুতরাং তাঁহার কন্যা হেমলতা দেবীকে তিনি 'প্রভু-সুতা' শব্দের দ্বারা লক্ষ্য করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনা হয় যে, এই ঘনিষ্ঠতা ও যদুনন্দনের পদাবলীর শ্রেষ্ঠতা—এই উভয় কারণেই বৈষ্ণব দাস মালিহাটীর এই পদ-কর্ত্তা ও গ্রন্থকার যদুনন্দন দাসের পদই বেশীর ভাগে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তবে অপর যদুনন্দনদ্বয়ের পদও সেই সঙ্গে উদ্ধৃত হওয়া অসম্ভব নহে। এখন রচনা দর্শনে কোন পদ কাহার রচিত, তাহা নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। তবে, বিদগ্ধমাধবের অনুবাদ হইতে যে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা যে মালিহাটির যদুনন্দন দাসের রচিত, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই যদুনন্দন দাসের অপর নাম ছিল যদুনাথ দাস। সুতরাং তাঁহার পক্ষে কোন কোন পদে ছন্দের অনুরোধে পঞ্চাক্ষর 'যদুনন্দন' নামের পরিবর্ত্তে চতুরক্ষর 'যদুনাথ' নামের ব্যবহার করা অসম্ভব বোধ হয় না। অপর যদুনাথ—'যদুনাথ কবিচন্দ্র' নামে বিখ্যাত। যথা, —

"যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহারে সদয়॥" চৈতন্যভাগবত।

পুনশ্চ --

"মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র।
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ॥" চৈতন্যচরিতামৃত।

ইনি শ্রীমহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের প্রতিবেশী রত্নগর্ভ আচার্য্যের পুত্র। ইহাঁর কোনও কাব্য-গ্রন্থ এ যাবৎ আবিষ্কৃত না হইলেও ইহাঁর 'কবিচন্দ্র' উপাধি দ্বারাই বুঝা যায় যে, ইনি একজন কাব্য-প্রণেতা বা অন্ততঃ পক্ষে একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। বোধ হয়, যদুনাথ ভণিতার পদে ইহাঁর কোন কোন পদও উদ্ধৃত হইয়াছে।

যদুনন্দন দাস রচনা-শক্তি ও কবিত্বের জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিদিগের মধ্যে একটু উচ্চে স্থান পাইবার যোগ্য। পদাবলীর অপেক্ষাও ইহাঁর প্রণীত "রস-কদম্ব" ও "গোবিন্দলীলামৃত" নামক পদ্যানুবাদ-গ্রন্থ দুইখানার জন্যই ইনি এখন অধিক সমাদৃত হইতেছেন। সেই প্রাচীন যুগে পদ্যানুবাদ

বলিতে অনুবাদ, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ—এই সকলের অদ্ভুত খিঁচুড়ী বুঝা যাইত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে কতিপয় ভাগবতীয় শ্লোকের পদ্যানুবাদই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যদুনন্দন দাস কিন্তু সেরূপ পদ্যানুবাদ করেন নাই। তাঁহার অনুবাদ আক্ষরিক না হইলেও, অনাবশ্যক বাহুল্যবর্জ্জিত ও বেশ সুখ-পাঠ্য। প্রাচীন যুগের অনুবাদকদিগের মধ্যে ইহাঁকে বোধ হয়, সর্ব্বোচ্চ স্থান দিলেও অসঙ্গত হইবে না।

যাদবেন্দ্র

'যাদবেন্দ্র'-ভণিতার তিনটী পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা এই যাদবেন্দ্রের কোন পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবু ১৩৩৬ সালের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার শ্রাবণের সংখ্যায় "স্বর্ণলালী" শীর্ষক একটা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে বীরভূম কচুজোড়ের রাজা রুদ্রচরণ রায়ের গুরু-দেব 'যাদবিন্দ' বা 'যাদবেন্দ্র' ভট্টাচার্য্য নামক একজন পদ-কর্ত্তার পরিচয় দিয়াছেন। এই যাদবেন্দ্রই নাকি বীরভূমের মহিলাকবি 'স্বর্ণলালী' দেবীর স্বামী ছিলেন। যাদবেন্দ্রের বংশধরগণ এখন বীরভূমের সংগ্রামপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে হরেকৃষ্ণ বাবু স্বর্ণলালী দেবীর রচিত তিনটী পদ ও 'যাদবিন্দ'-ভণিতার একটা পদ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার উক্ত প্রবন্ধে প্রকাশিত করিয়াছেন। 'যাদবিন্দ'-ভণিতার এই পদ পদকল্পতরুর 'যাদবেন্দ্র'-ভণিতার ১১৮৯ সংখ্যক গোষ্ঠযাত্রার পদেরই একটা রূপান্তর বটে। তুলনার জন্য আমরা সম্পূর্ণ পদটা 'ভারতবর্ষ' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা -

"গহন গমনকালে ভাসি নয়নের জলে
হরিমুখ করি নিরীক্ষণ।
বলরামের করে ধরি সমর্পণ করি হরি
পুন রাণী কহেন বচন॥
আমার শপতি লাগে না ধাইহ কার আগে
তুমি মোর প্রাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু বাজায়ে মোহন বেণু
ঘরে বসি যেন রব শুনি॥
বলাই সভার আগে আর শিশু পার্শ্বভাগে
শ্রীদাম সুদাম যাবে পাছে।
তুমি সভার মাঝে যাবে কারু আগে না ধাইবে
বনে বড় রিপুভয় আছে॥
ধীরে পদ বাড়াইও পথ পানে চেয়ে যেও
তৃণাঙ্কুর অতিশয় পথে।
কার বোলে বড় ধেনু ফিরাতে না যেও কানু
হাত তুলি দেহ মায়ের মাথে॥
রোদ্দুর লাগিলে গায় বসিও তরুর ছায়
বসন ভিজায়ে দিও গায়।
যাদবিন্দে সঙ্গে লেহ বাধা পথে হাতে দেহ
সময় বুঝে দিবে রাঙ্গা পায়॥"

† পদকল্পতরুর ১৬৩২ ও ১৬৫১ সংখ্যক পদগুলি দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

হরেকৃষ্ণ বাবু লিখিয়াছেন যে, অনুমান বাং ১১৫০ সালে বর্গী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজা রুদ্রচরণ নিহত হন। ঐ যুদ্ধের স্থানকে এখন লোকে সংগ্রামপুর গ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করে। রুদ্রচরণের পৌত্র প্রেমনারায়ণ যাদবিন্দ ভট্টাচার্য্যের পৌত্র জগদীশ্বর ভট্টাচার্য্যকে বাং ১২২৫ সালে একখানা 'দাতব্য পত্র' দ্বারা বৃত্তি ও ভূমি দান করেন। উহা দ্বারাও অনুমিত হয় যে, যাদবিন্দ ও রুদ্রচরণ বাং ১১৫০ সালের কাছাকাছি বর্ত্তমান ছিলেন। এই 'দাতব্য পত্র' খানার নকল হরেকৃষ্ণ বাবু প্রকাশিত করিয়াছেন; উহাতে 'শ্রীচরণকমলেষু' স্থলে 'শ্রীচরণকোমলেসু' 'পিতৃ মাতৃ' স্থলে 'পিতিরি মাতৃরি', 'বৃত্তি' স্থলে 'বিত্রি' ইত্যাদি বহু অদ্ভুত বর্ণাশুদ্ধি আছে; সুতরাং 'যাদবেন্দ্রই' যে, 'যাদবিন্দ' রূপে পরিণত হইয়াছেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। যাদবিন্দের পুত্র দেবীচরণ বাং ১১৬৬ সালে রাজনগরের মুশলমান রাজ-দরবার হইতে যে একখানা সনন্দ প্রাপ্ত হন, হরেকৃষ্ণ বাবু উহারও নকল প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা হইতে নিশ্চিত জানা যায় যে, বাং ১১৬৬ সালের পূর্ব্বেই যাদবিন্দ পরলোকে গমন করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার অনূ্যন পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করিলে আন্দাজ বাং ১১১০ সালের কাছাকাছি তাঁহার জন্ম হইয়াছিল, সুতরাং তিনি পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণব দাসের সমসাময়িক ছিলেন প্রমাণিত হইতেছে। পদকল্পতরুতে যাদবেন্দ্রের যে তিনটী পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, উহা গোষ্ঠ-যাত্রা ও সখ্য-রসের পদ বটে। যাদবেন্দ্রের বংশধরগণ 'শাক্ত' বলিয়া পরিচয় দেন। যাদবেন্দ্রও খুব সম্ভব শাক্তই ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাৎসল্য-সখ্য-রসাত্মক গোষ্ঠলীলা শাক্ত-বৈষ্ণব-নির্ব্বিশেষে সকলের নিকটই প্রিয় বটে। এ জন্যই বোধ হয়, শাক্ত যাদবেন্দ্র বিশেষ-ভাবে গোষ্ঠ-লীলার প্রতি অনুরক্ত হইয়া, ঐ লীলার কতকগুলি সুন্দর পদের রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পত্নী স্বর্ণলালী দেবীর মধ্যে কিন্তু স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ সখী-ভাবেরই প্রাধান্য দেখা যায়। হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার যে তিনটী পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহার সবগুলি গোপী-ভাবের পদ বটে। হরেকৃষ্ণ বাবু এই গবেষণার জন্য আমাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

'রঘুনাথ দাস' ভণিতার তিনটী পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইনি [illegible] গোস্বামীর অন্যতম ও 'দাস-গোস্বামী' নামে প্রসিদ্ধ সপ্তগ্রামের অধীশ্বর হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসের বার্ষিক আয় ছিল 'বারো লক্ষ মুদ্রা। রঘুনাথ গোবর্দ্ধনের পুত্র। জগদ্বন্ধু বাবুর মতে ১৪২৮ শকে

রঘুনাথ দাস

(তত্ত্বনিধি মহাশয়ের মতে ১৪২০ শকে) ইনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তরুণ যৌবনেই সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ও রাজ্য-সুখ-ভোগ তৃণবৎ পরিত্যাগ করিয়া নীলাচলে যাইয়া শ্রীমহাপ্রভুর শরণাপন্ন হন। ইহাঁর অদ্ভুত কঠোর সাধনা ও পবিত্র চরিত্রের কাহিনী চৈতন্যচরিতামৃতের নানা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড-তীরে পর্ণকুটীরে থাকিয়া ইনি ভজন-সাধন করিতেন। ১৫০৪ শকে সেখানেই অপ্রকট হন। দাস গোস্বামী সংস্কৃতে অসাধারণ বিদ্বান্ ছিলেন। পদাবলী ব্যতীত তিনি সংস্কৃত-ভাষায় "স্তবাবলী," "বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি", "দানচরিত" ও "মুক্তা-চরিত" গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় ইহাঁর একাধিক জীবন-চরিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রাচীন পদ-কর্ত্তা রাধাবল্লভ একটী সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক (পদকল্পতরুর ২৩৭০ সংখ্যক) পদে দাস-গোস্বামীর চরিত্রাস্বাদন করিয়া গিয়াছেন। ঐ পদে তাঁহার বৃন্দাবন-বাসের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক অবশ্য পড়িয়া দেখিবেন।

'রসময় দাস'-ভণিতার ৩টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদ-কর্ত্তার কোনও পরিচয় জানা যায় নাই। ইহাঁর তিনটী পদই বাংলা মাথুর-বিরহের পদ। উহাতে শ্রীরাধার ব্যাকুলতা ও প্রেমোচ্ছ্বাস বেশ ফুটিয়াছে। আমরা বিশেষভাবে তাঁহার ১৮৬৫ সংখ্যক "বাহুড়িয়া আইস বন্ধু পরাণ-পুতলি" ইত্যাদি পদটীর প্রতি সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইনি গোপী-ভাবের অভিমানে

নিজকে "রসময়ী দাসী" রূপে পরিচিত করিয়া ৭৫৭ সংখ্যক পদের রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিংবা "রসময়ী দাসী" প্রকৃত পক্ষেই কোনও মহিলা কবি ছিলেন, নিশ্চিত বলা যায় না। যখন রসময় দাস ও রসময়ী দাসী, উভয়েরই কোন পরিচয় জানা যায় নাই, তখন উভয়েরই স্বতন্ত্রতার অনুমান করিয়া, প্রাচীন কালের একজন মহিলা কবি— "তোমাতে আমাতে যেমত পিরিতি" ইত্যাদি ৭৫৭ সংখ্যক পদের ন্যায় সরল ও উচ্ছ্বাস-পূর্ণ সুন্দর পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন ভাবিয়া একটু আনন্দ অনুভব করাই সমীচীন মনে করি। ভরসা করি, আমাদের উৎসাহী প্রাচীন-সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত যুবকদিগের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে রসময় দাস ও রসময়ী দাসীর প্রকৃত পরিচয় সংগৃহীত হইবে। বলা বাহুল্য যে, সখী-ভাবের অভিমান থাকা সত্ত্বেও সাধারণতঃ কোন বৈষ্ণব-কবি স্ত্রী-রূপে নিজের ভণিতা দেন নাই। তবে 'সখী-ভেকী' সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির—যাঁহারা বাহ্যেও স্ত্রীলোকের বেশ-ভূষা ধারণ করিয়া থাকেন—এ ভাবে ছদ্ম-ভণিতা দেওয়া অসম্ভব মনে হয় না। পদ-কর্ত্তা রসময়দাস 'সখী-ভেকী' সম্প্রদায়ের পদ-কর্ত্তা কি না, সে সম্বন্ধে উক্ত সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক।

রসময় দাস ও রসময়ী দাসী

'রসিকানন্দ'-ভণিতার শুধু একটী মাত্র (২২২৪ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা 'মুরারি' দাসের প্রসঙ্গে শ্যামানন্দ পুরীর প্রসিদ্ধ শিষ্য রসিকানন্দেরও পরিচয় দিয়াছি। শ্যামানন্দ নরোত্তম ঠাকুরের সমসাময়িক। তিনি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের শেষ-ভাগের লোক; সুতরাং রসিকানন্দও প্রায় সেই সময়ে অর্থাৎ ষোড়শ শতকের শেষ ও সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যাইতেছে। রসিকানন্দের আলোচ্য পদটী শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসবিষয়ক একটি সুন্দর বাঙ্গালা পদ; ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের কাঁটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণকালে নাপিত কর্ত্তৃক কেশ-মুণ্ডন অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনা হয় যে, বৈষ্ণব-চূড়ামণি শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার "অমিয় নিমাই-চরিত" গ্রন্থের কেশ-মুণ্ডনের করুণ-কাহিনী বর্ণন করার সময়ে রসিকানন্দের এই পদ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন। সে সময় পর্য্যন্ত শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের সাক্ষাৎ-দ্রষ্টা দুই চারি জন দীর্ঘজীবী লোক জীবিত ছিলেন; রসিকানন্দ বোধ হয়, তাঁহাদিগের মুখে সেই করুণ-কাহিনী শুনিয়াই কেশ-মুণ্ডনের এরূপ একটা জীবন্ত চিত্র দিতে পারিয়াছেন। এরূপ বিষয়ে কাল্পনিক বর্ণন ধৃষ্টতা মাত্র। পরমভক্ত রসিকানন্দের পক্ষে উহা অসম্ভব। সুতরাং কেশ-মুণ্ডনের সাক্ষাৎ দ্রষ্টার লিখিত বিবরণ না পাইলেও রসিকানন্দের এই বিবরণ প্রায় সেইরূপই প্রামাণিক ও মূল্যবান্ বটে।

রসিকানন্দ

'রাধামোহন'-ভণিতার ১৮২টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাস যে এই পদগুলি রাধামোহন ঠাকুরের "পদামৃতসমুদ্র' হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, উহা গ্রন্থশেষে অনুবাদ-প্রকরণের "শ্রীআচার্য্য-প্রভু-বংশ শ্রীরাধামোহন" ইত্যাদি শ্লোকাবলী হইতেই জানা যায়। রাধামোহন ঠাকুরের সঙ্কলিত "পদামৃত-সমুদ্র" গ্রন্থের পরিচয় আমাদের ভূমিকার ২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকার ১৭০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"রাধামোহন আচার্য্য ঠাকুর" শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রপৌত্র। কাহার কাহার মতে পৌত্র এবং কাহার মতে বৃদ্ধ-প্রপৌত্র। ১৪৬৫ কি ১৪৬৬ শকে শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্ম; ১৬২০ কি ১৬২১ শকে রাধামোহনের জন্ম; ব্যবধান ১৫৫ বৎসর। সুতরাং ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের 'পুরুষ' হিসাবে (প্রত্যেকে ২৫ বৎসর গড়ে), শেষ মতই অধিক সম্ভাবনীয়। আবার আর একজন পত্রপ্রেরক আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন,—"রাধামোহন

রাধামোহন

ঠাকুর গতিগোবিন্দ ঠাকুরের পুত্র।" এই কথা রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত মিলে*। ইনি পৈতৃক বাসস্থান চাখন্দী গ্রামেই ভূমিষ্ঠ হয়েন।"

মুর্শিদাবাদ কুঞ্জঘাটার বিখ্যাত মহারাজ নন্দকুমার রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। বাঙ্গালা ১১২৫ সালে স্বকীয়া ও পরকীয়া-বাদ সম্বন্ধে যে তুমুল বিচার হয়, উহাতে রাধামোহন ঠাকুর পরকীয়া-বাদের সমর্থন করিয়া জয়লাভ করিলে, তাঁহাকে একখানি জয়-পত্র প্রদত্ত হয় এবং ১১২৫ সালের ১৭ই ফাল্গুন তারিখে মুর্শিদ কুলী খাঁর দরবারে সেই দলিল রেজেষ্টরিভুক্ত করা হয়। প্রবাদ যে, এ সময়ে রাধামোহন ঠাকুরের বয়স ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। এই বিচারে বঙ্গদেশের সকল প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-পরিবারের সুপণ্ডিত নেতৃগণ উপস্থিত ছিলেন। ঐ জয়-পত্রে ঢাকার সোণারগাঁও পরগণার কোন কোন পণ্ডিতেরও স্বাক্ষর আছে। তাঁহারা সম্ভবতঃ মধ্যস্থ-রূপে বিচার-সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; কেন না, সোণারগাঁও পরগণার কোনও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের বংশই দীক্ষিত বৈষ্ণব বলিয়া জানা যায় নাই। উপরোক্ত বিচার অবশ্যই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের স্বীয়া-বাদী ও পর-কীয়াবাদী দুইটী প্রসিদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেই হইয়াছিল। অভিজ্ঞ পাঠকের অবিদিত নাই যে, জীব গোস্বামী রূপ গোস্বামীর সুপ্রসিদ্ধ রস গ্রন্থ উজ্জ্বলনীলমণির 'লোচন-রোচনী' টীকায় যে জন্যই হউক, অন্ততঃ বাহ্যতঃ স্বীয়াবাদের পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং পরকীয়াবাদের লৌকিক ও পারমার্থিক সত্যতায় দৃঢ়বিশ্বাসী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিশেষ পাণ্ডিত্য সহকারে তাঁহার ঐ মত স্থাপিত করিয়াছেন।

জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—"রাধামোহন এরূপ শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন যে, ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা ইঁহাকে শ্রীনিবাসাচার্য্যের "দ্বিতীয় প্রকাশ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, ইনি শ্যামানন্দ পুরীর শিষ্য। ইনি বিলক্ষণ সঙ্গীত-বিদ্যাবিশারদ, প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞ ও উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন।"

পুনশ্চ—

"রাধামোহনের রচিত কয়েকটী সংস্কৃত পদও আমরা দেখিয়াছি। ইঁহার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত রচনা বিলক্ষণ গাঢ় অথচ প্রাঞ্জল ও সরস। সংস্কৃত পদগুলি প্রায় জয়দেবের অনু[illegible]।"

---

*জগদ্বন্ধু বাবুর মতই ঠিক্। কেন না, রাধামোহন ঠাকুর পদামৃতসমুদ্রের মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন,—

"বন্দে তং জগদানন্দং গুরুং চৈতন্যদায়কং।
গীতবেদার্থবিস্তারে প্রবৃত্তো যৎকৃপাশয়া॥
গুরোঃ প্রকাশকং শ্রীলকৃষ্ণাখ্যং সর্ব্বসিদ্ধিদং।
প্রসাদ-পদ-সংযুক্তং বন্দেঽহং করুণার্ণবং॥
শ্রীগোবিন্দগতিং বন্দে বিদিতং ভুবি সর্ব্বতঃ।
তৎপুত্রাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং পাদপদ্মমহর্নিশং॥
শ্রীনিবাসাচার্য্যবরং সভক্তং সনরোত্তমং।
সরামচন্দ্রগোবিন্দকবীন্দ্রমহমাশ্রয়ে॥"

সুতরাং জানা যাইতেছে যে, রাধামোহন ঠাকুরের গুরু (এবং জনক) জগদানন্দ; তাঁহার প্রকাশক অর্থাৎ জনক কৃষ্ণপ্রসাদ, তাঁহার জনক গোবিন্দগতি ওরফে গতিগোবিন্দ, তাঁহার জনক শ্রীনিবাসাচার্য্য। সুতরাং রাধামোহন শ্রীনিবাসের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র। পদামৃত-সম্পাদক রামনারায়ণ বিদ্যারত্নের কি জন্য ভুল হইল, তাহা দুর্ব্বোধ্য বটে।—সম্পাদক।

+ জগদ্বন্ধু বাবুর এই উক্তি স্পষ্টতই ভুল। কেন না, শ্রীনিবাসাচার্য্যের সমসাময়িক শ্যামানন্দ পুরী আচার্য্য প্রভুর প্রায় ১৫০ বৎসরের পরবর্ত্তী বৃদ্ধপ্রপৌত্র রাধামোহনের গুরু হইবেন কি প্রকারে? রাধামোহনের গুরু যে তাঁহার জনক জগদানন্দ ঠাকুর, তাহা পদামৃতসমুদ্রেই লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বের পাদ-টীকা দ্রষ্টব্য—সম্পাদক।

রাধামোহন ঠাকুরের পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতা সম্বন্ধে কাহারও মত-ভেদ নাই; কিন্তু তাঁহার কবিত্ব সম্বন্ধে জগদ্বন্ধু বাবুর উক্তি খুব অতিরঞ্জিত মনে হয়। তাঁহার পদাবলীতে রস-শাস্ত্রের নিয়ম-রক্ষার উদাহরণ যেরূপ পাওয়া যায়, স্বাভাবিক কবিত্বের উদাহরণ সেরূপ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য ও রস-শাস্ত্রানুবর্ত্তিতাই তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্ব-বিকাশে যথেষ্ট বাধা জন্মাইয়াছিল। তাঁহার পদামৃত-সমুদ্রের—

"আলোক্য গীতশাস্ত্রাণি সদ্ভক্তানাং কৃতানি তু।
সংগৃহ্যন্তে সুগীতানি কীর্ত্তনস্যানুসারতঃ॥
পূর্ব্বোক্তগীতকর্ত্তৄণাং কদাচিৎ গানপোষকং।
ন লভ্যতে যত্র গীতং বিচিন্ত্য হৃদি তৎপদং।
দাস্যামি রচনং কৃত্বা তত্র তেষাং কৃপাবলৈঃ॥"

এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, তিনি পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তাদিগের পদ পাইলে প্রধানতঃ উহাই সন্নিবেশিত করিয়াছেন; কিন্তু যেখানে পালার গানের পোষক পদ পান নাই, সেখানেই অগত্যা তাঁহাকে পদ রচনা করিয়া পালার পূরণ করিতে হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ফরমায়েসী কবিতার ন্যায় এরূপ দায়ে পড়িয়া পদ রচনা করিলে, উহাতে স্বাভাবিক কবিত্বের বিকাশ হইতে পারে না। এ জন্যই আমরা রাধা-মোহন ঠাকুরকে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার জন্য উচ্চস্থান দিলেও, কবি হিসাবে তাঁহাকে উচ্চস্থান দিতে অক্ষম। লোচনদাস প্রভৃতির ন্যায় অপণ্ডিত অনেক পদ-কর্ত্তাও কবিত্বের জন্য তাঁহার অপেক্ষা অনেক উচ্চে স্থান পাইতে পারেন। নরহরি চক্রবর্ত্তীরও কবিত্ব অপেক্ষা পাণ্ডিত্য বেশী থাকিলেও কবিত্ব হিসাবে তিনিও রাধামোহন হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করা অনাবশ্যক; রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্র ও উহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত টীকাই তাঁহাকে বৈষ্ণব-সাহিত্য অমর করিয়া রাখিবে।

রাধাবল্লভ

"রাধাবল্লভ"-ভণিতার ১৭টী পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু রাধাবল্লভ দাসের পরিচয় প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে সুধাকর মণ্ডল নামে পরমবৈষ্ণব একজন গৃহস্থ বাস করিতেন। তদীয় পত্নী শ্রীমতী শ্যামপ্রিয়া দাসীও অতি সুচরিত্রা ও কৃষ্ণৈকশরণা ছিলেন। এই ভক্ত-দম্পতি শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ও কিঙ্কর-কিঙ্করী ছিলেন। সুধাকরের ঔরসে রাধাবল্লভ মণ্ডলের জন্ম। সম্ভবতঃ ইঁহারা জাতিতে তৈলিক ছিলেন। কর্ণানন্দে ইহঁার এইরূপ পরিচয় আছে :—

"সুধাকর মণ্ডল প্রভুর ভৃত্য একজন।
তাঁর স্ত্রী শ্যামপ্রিয়া কৃপার ভাজন॥
তাঁর পুত্র রাধাবল্লভ মণ্ডল সুচরিত্র।
হরিনাম বিনা যাঁর নাহি আর কৃত্য॥"

"ইনিও আচার্য্যবরের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করিয়া সংসারতপ্ত ভক্তের বিলাপ-সূচক "বিলাপ-কুসুমাঞ্জলি" নামে সংস্কৃত গ্রন্থ লিখেন। রাধা-বল্লভ দাস বাঙ্গালা পদ্যে ঐ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। উহঁার অপর গ্রন্থের নাম "সনাতন গোস্বামীর সূচক" ও "সহজতত্ত্ব।"

রাধাবল্লভ বাংলা ও ব্রজবুলী—উভয়বিধ পদের রচনায়ই নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার পদাবলীও নানা-বিষয়ক। তন্মধ্যে ২৩৬১—২৩৬৩, ২৩৬৮ ও ২৩৭০ সংখ্যকে ঐতিহাসিক পদগুলি মূল্যবান্ বটে।

রাধাবল্লভ লোচন দাসের ধামালি পদের অনুকরণে "মন-মোহনিয়া গোরা ভুবনমোহনিয়া" ইত্যাদি যে ২১৪২ সংখ্যক পদটী রচনা করিয়াছেন, তাহা অনুকরণের হিসাবে ভালই হইয়াছে। ইহাঁর—

"আনন্দ-কন্দ নিতাই-চন্দ
অরুণ নয়ন বরুণ-ছন্দ
করুণ-পূর সঘনে ঝুর
হরি হরি ধনি বোল রে।"

ইত্যাদি ২৩২৪ সংখ্যক পদে অনুপ্রাস ও ছন্দের ঝঙ্কার প্রশংসনীয়। ইহাঁর বর্ণনায় মাঝে মাঝে শ্রেষ্ঠ-কবিতা-সুলভ ব্যঞ্জনাও পাওয়া যায়; যথা—

"নিতাইর বরণ কনক চাঁপা।
বিধি দিল রূপ অঞ্জলি-মাপা॥—(২৩০৭ সং পদ)

বোধ হয়, 'আঁজল-মাপা'ই প্রকৃত পাঠ; পণ্ডিতম্মন্য লিপিকরেরা উহা শুদ্ধ করিতে যাইয়া শ্রুতি-কটু 'অঞ্জলি-মাপা' করিয়াছেন।

রাম

পদকল্পতরুতে 'রাম'-ভণিতার একটী মাত্র (২৩০৯ সংখ্যক) পদ পাওয়া গিয়াছে। 'রাম', 'রামকান্ত', 'রামচন্দ্র' প্রভৃতি রামাদ্যনামের অথবা 'শিবরাম', 'ঘনরাম' প্রভৃতি রামান্ত-নামের সংক্ষেপ হইতে পারে। সুতরাং আলোচ্য পদের রচয়িতা যে কোন্ রাম, উহা নির্ণয় করা অসাধ্য।

রামকান্ত

'রামকান্ত'-ভণিতার শুধু একটী (১৫৭২ সংখ্যক) পদ পাওয়া গিয়াছে। রামকান্তের কোন নিশ্চিত পরিচয় জানা যায় নাই। তাঁহার পদটী শ্রীগৌরাঙ্গের অভিষেক-বিষয়ক 'মল্ল-ঝাঁপ' ছন্দের একটা বাংলা পদ। প্রাচীন পদাবলী-সাহিত্যে এই ছন্দের পদের সংখ্যা খুব বিরল। সমগ্র পদকল্পতরুতে আর দুই একটি দেখিয়াছি বলিয়া এখন স্মরণ পড়ে না। এই ছন্দের প্রত্যেক চরণের ৪র্থ অক্ষর ও ৮ম অক্ষরে মিল (Rhyme) আছে, যথা—

"সীতানাথ লেই সাথ পণ্ডিত শ্রীবাস।
গদাধর দামোদর হরিদাস পাশ॥" ইত্যাদি

কদাচিৎ উক্ত চারি অক্ষরের স্থলে সমান ওজনের পাঁচ অক্ষরও দেখা যায়; সেখানে কিঞ্চিৎ দ্রুত-পঠিত পাঁচটী অক্ষরই চারি অক্ষরের তুল্য-কাল-ব্যাপী বুঝিতে হইবে। যথা—

"আনন্দ-কন্দ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র সঙ্গ।
প্রেমে ভাসি হাসি হাসি রোম-হর্ষ-অঙ্গ॥"

পুনশ্চ—

"অদ্বৈতচন্দ্র প্রেম-কন্দ পূজা কৈলা যত।
করি নিতান্ত রামকান্ত তাহা কৈবে কত॥"

রামচন্দ্র

"রামচন্দ্র"-ভণিতার ২০৬৪ ও ২১৮৬ সংখ্যক দুইটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে দুই জন রামচন্দ্রই প্রসিদ্ধ।

(১) প্রথম জন গোবিন্দদাস কবিরাজের জ্যেষ্ঠ সহোদর। "গোবিন্দদাস" প্রসঙ্গে ইহাঁর বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য এবং নরোত্তম ঠাকুরের অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। ইনি "স্মরণ-দর্পণ" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

(২) রামচন্দ্রদাস গোস্বামী। ইনি বংশীবদন ঠাকুরের পৌত্র এবং চৈতন্যদাসের পুত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবা ঠাকুরাণী রামচন্দ্রকে পোষ্য পুত্ররূপে গ্রহণ ও পরে মন্ত্র-দান করেন। রামচন্দ্র অকৃতদার ছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত সাধন-শক্তির সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। ইনি ১৪৫৬ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া পঞ্চাশ বৎসর বয়সের কালে অপ্রকট হন। 'করচা-মঞ্জরী,' 'সম্পুটিকা' ও 'পাষণ্ডদলন' নামে ইহাঁর রচিত তিনখানা গ্রন্থ আছে।

আলোচ্য পদ-দ্বয় গৌরাঙ্গবিষয়ক। আমাদের অনুমান হয়, রামচন্দ্র কবিরাজ অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী পদ-কর্ত্তা রামচন্দ্র গোস্বামীই এই পদ-দ্বয়ের রচয়িতা।

রাম রায়

'রাম রায়'-ভণিতার একটি মাত্র (২৮৪৪ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদটীর রচয়িতা রাম রায় কে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। পদটী শ্রীরাধা-কৃষ্ণের আরতি-বিষয়ক ব্রজবুলীর পদ। রামানন্দ রায়ের কোন পদে আমরা তাঁহাব নামের সংক্ষিপ্ত রূপান্তর দেখিতে পাই নাই। সুতরাং আলোচ্য পদের রচয়িতা সম্ভবতঃ রামানন্দ রায় নহেন,—অন্য কেহ হইবেন।

রামানন্দ ও রামানন্দ বসু

'রামানন্দ'-ভণিতার ১১টী ও 'রামানন্দ বসু'-ভণিতার ৭টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। 'রামানন্দ' যদিও 'রামানন্দ বসু' কিংবা 'রামানন্দ রায়'—উভয়েই হইতে পারেন, কিন্তু নিম্ন-লিখিত কারণে 'রামানন্দ' 'রামানন্দ দাস' ও 'দীন হীন রামানন্দ'-ভণিতার পদগুলি আমরা রামানন্দ বসুর রচিত বলিয়াই মনে করি।

(১) রামানন্দ রায় তাঁহার কোন পদেই শুধু 'রামানন্দ', 'রামানন্দ দাস' বা 'দীন হীন রামানন্দ' ভণিতা দেন নাই। তাঁহার সকল পদেই 'রামানন্দ রায়' ভণিতা আছে।

(২) রামানন্দ রায়ের কোনও বাংলা পদ পাওয়া যায় নাই। তাঁহার ৫৭৯ সংখ্যক 'পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল' ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদ ব্রজবুলীর. বাকি সমস্ত পদই সংস্কৃতের। 'রামানন্দ'-ভণিতার পদে বাংলা ও ব্রজবুলী উভয়বিধ পদই আছে।

(৩) 'রামানন্দ' ও 'রামানন্দ দাস' ভণিতার পদগুলির রচনা 'রামানন্দ বসু'-ভণিতার পদগুলির সহিত সাদৃশ্য-যুক্ত।

(৪) 'রামানন্দ'—ভণিতার ৩০৫৭ সংখ্যক পদে আছে,—

"হরি হরি ঐছে কি হোয়ব আমার।
সহচর সঙ্গে রঙ্গে পহুঁ গৌরক
হেরব নদিয়া-বিহার ॥ ধ্রু।"

শ্রীগৌরাঙ্গের নীলাচলের সহচর রামানন্দ রায়ের পক্ষে এরূপ কামনা অসম্ভব। ইহা কেবল মহাপ্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের পরিচিত ভক্তদিগের পক্ষেই সাজে।

বর্দ্ধমান জেলার মেমারী ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী কুলীনগ্রামের প্রসিদ্ধ মালাধর বসু ওরফে "গুণরাজ খান্"এর পুত্র সত্যরাজ খানের ঔরসে রামানন্দ বসুর জন্ম হয়। চৈতন্যচরিতামৃতের শাখা-গণনায় আছে,—

"কুলীন গ্রামের সত্যরাজ রামানন্দ।
যদুনাথ পুরুষোত্তম শঙ্কর বিদ্যানন্দ॥
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন।
সবে শ্রীচৈতন্য-ভৃত্য চৈতন্য-প্রাণধন॥"

রামানন্দ বসুর জন্ম-মৃত্যুর কাল জানা নাই। তবে তিনি মহাপ্রভুর প্রায় সম-বয়স্ক ছিলেন, এরূপ অনুমান করার কারণ আছে।

রামানন্দ বসুর পিতামহ মালাধর বসু "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নামক একখানা বাংলা গ্রন্থ রচনা করিয়া গৌড়-বাদশাহের নিকট হইতে 'গুণরাজ খান্' উপাধি লাভ করেন। ঐ গ্রন্থে ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে পদ্যে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা শ্রীমহাপ্রভুর অন্যতম প্রিয় পাঠ্য গ্রন্থ ছিল। বড়ু চণ্ডীদাস ব্যতীত গুণরাজ খানের পূর্ব্বে আর কেহ বাংলা বৈষ্ণব-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই। রামানন্দ বসুর অধিক পদ পাওয়া যায় নাই; যাহা পাওয়া গিয়াছে, উহা হইতেই তাঁহার রচনা ও কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

রামানন্দ বসুর কোন কোন পদে উচ্চ-শ্রেণীর কবিত্ব দৃষ্ট হয়। তাঁহার ১৪৫ সংখ্যক,—

"তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন-কাহিনী।
পাছে লোক মাঝে মোর হয় জানাজানি॥"

ইত্যাদি পদটী জ্ঞানদাসের ১৪৪ সংখ্যক—"মনের মরম কথা, তোমারে কহিয়ে এথা, শুন শুন পরাণের সই।" ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ পদের সহিত তুলনায়ও অপকৃষ্ট নহে। রামানন্দ জ্ঞানদাসের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী পদ-কর্ত্তা; সুতরাং জ্ঞানদাস যে তাঁহার এই পদের ছায়া রামানন্দের পদ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ অনুমান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। রামানন্দের ৬৫৯ সংখ্যক—

"প্রাণনাথ কি আজু হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল॥"

ইত্যাদি পদটীও খুব সুন্দর। ব্রজবুলী পদ-রচনায়ও তাঁহার বেশ কৃতিত্ব ছিল।

রামানন্দ রায়

'রামানন্দ রায়' শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত এবং মহা পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত চরিত্র চৈতন্যচরিতামৃতের নানা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যে গমনকালে গোদাবরী তীর্থে ইহাঁর সহিত প্রথম সাক্ষাৎ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয়। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য-লীলার ৮ম পরিচ্ছেদে ঐ কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। সমগ্র চরিতামৃতের মধ্যে ঐ পরিচ্ছেদ অতি উপাদেয়। রামানন্দ রায় বিদ্যানগরের অধীশ্বর ভবানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রামানন্দ রায় ও তাঁহার অপর চারি ভ্রাতা বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রভৃতি রাজা প্রতাপরুদ্রের অমাত্য ও কার্য্যকারক ছিলেন। মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলার সুদীর্ঘ চব্বিশ বৎসর কালের অধিকাংশ সময় রামানন্দ রায় বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর নিকট নীলাচলে অবস্থান করেন। এ সময়ে রায় রামানন্দ ও দামোদরস্বরূপ ওরফে স্বরূপ গোস্বামীই মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন। রামানন্দ রায়ের অদ্ভুত চরিত্র অল্প কথায় বলার প্রয়াস বাতুলতা মাত্র। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় "রায় রামানন্দ" নামে ইহাঁর যে একখানা উৎকৃষ্ট জীবন-চরিত্র লিখিয়াছেন, আমরা কৌতূহলী পাঠকদিগকে উহা পড়িতে অনুরোধ করি। একাধারে পাণ্ডিত্য, রসজ্ঞতা ও রাজনীতির জ্ঞানে ইহাঁর তুল্য বড় কেহ ছিলেন না। ইহাঁর রচিত "জগন্নাথ-বল্লভ" নামক সংস্কৃত নাটিকাখানিতে ইহাঁর

সংস্কৃত কাব্য-রচনায় দক্ষতা ও অসাধারণ কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পদকল্পতরুর উদ্ধৃত তাঁহার সংস্কৃত পদগুলি সমস্তই তাঁহার উক্ত নাটক হইতে গৃহীত হইয়াছে। উহা হইতেই পাঠক সংক্ষেপে তাঁহার রচনা ও কবিত্বের পরিচয় পাইবেন। তাঁহার একটী মাত্র (৫৭৬ সংখ্যক) ব্রজবুলী পদ এ যাবৎ পাওয়া গিয়াছে। সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যে বোধ হয়, ইহার ন্যায় বহু আলোচিত পদ আর নাই। এই পদে তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমৈকাত্মতার চরম রহস্য একাধারে কবিতা ও দর্শন-সূত্রের ব্যঞ্জনাপূর্ণ সঙ্কেতের সাহায্যে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা সকল পাঠককেই উহা পড়িতে অনুরোধ করি।

রূপ গোস্বামী

'রূপ গোস্বামী' প্রসিদ্ধ ষট্-গোস্বামীর অন্যতম এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব ও রস-গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। পদ-কল্পতরুর উদ্ধৃত সংস্কৃতের পদগুলিতে ইনি বিনয়বশতঃ নিজ নামের ভণিতা না দিয়া সুকৌশলে তাঁহার পূজনীয় অগ্রজ সনাতনের নাম সংযুক্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, সর্ব্বত্রই সনাতন শব্দ শ্লিষ্টরূপে একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ভণিতায় 'সনাতন' নাম দর্শনে ভ্রান্ত হইয়া গোপীকান্ত দাস প্রভৃতি কোন কোন পদ-কর্ত্তা ঐ পদগুলি সনাতন গোস্বামীর রচিত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন; যথা,—

"শ্রীল সনাতন কয়ল গীতাবলী
বিবিধ-ভাব-তরঙ্গী।" (গোপীকান্ত দাস; কীর্ত্তনানন্দ, ২৮ পৃষ্ঠা)

"গোসাঞি সনাতন কয়ল গীতাবলি
শুণইতে উনমিত চিত।" (গৌরসুন্দর দাস, ঐ)

রূপ গোস্বামীর "স্তবমালা" গ্রন্থ পাঠ করায় পূর্ব্বে আমাদেরও এরূপ ভ্রান্ত ধারণা ছিল। শ্রীজীব গোস্বামী 'স্তবমালা'র মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন,—

"শ্রীমদীশ্বররূপেণ রসামৃতকৃতা কৃতা।
স্তবমালানুজীবেন জীবেন সমগৃহ্যত॥"

অর্থাৎ রসামৃত-কার গুরুদেব শ্রীরূপের কৃত স্তবমালা তাঁহার অনুজীবী জীবের দ্বারা সংগৃহীত হইল। এই স্তব-মালার অন্তর্গত "গীতাবলী" হইতেই পদকল্পতরুর আলোচ্য পদ বা গীতগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং সেগুলি যে রূপ গোস্বামীর রচিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রূপ গোস্বামী বাংলা কোন পদ বা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, নিশ্চিত জানা যায় নাই। তাঁহার রচিত প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থগুলির নাম—'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু', 'লঘুভাগবতামৃত'. 'হংসদূত', 'উদ্ধব-দূত', 'স্তবমালা' 'শ্রীকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা', 'বিদগ্ধমাধব নাটক', 'ললিত মাধব নাটক, 'দানকেলি-কৌমুদী' নামক ভাণ, 'উজ্জ্বলনীলমণি' ও 'নাটকচন্দ্রিকা' নামক রস-গ্রন্থ ইত্যাদি। ইনি আনুমানিক ১৪১১ শকে জন্মিয়া ১৪৮০ শকে বৃন্দাবন-ধামে অপ্রকট হন। ইঁহার ও ইঁহার অগ্রজ সনাতন গোস্বামীর অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের কাহিনী শ্রীচরিতামৃতের মধ্যলীলার উনবিংশ ও বিংশতিতম পরিচ্ছেদে এবং অন্ত্যলীলার প্রথম ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহাদিগের স্বতন্ত্র জীবন-চরিত গ্রন্থও কয়েকখানা প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং বাহুল্য-ভয়ে আমরা এখানে সে সকল কাহিনীর সার-সংগ্রহ করার প্রয়াস করিলাম না।

শ্রীচরিতামৃতের অন্ত্যের প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, শ্রীমহাপ্রভু রূপ গোস্বামীর অতুলনীয় মার্ম্মিকতা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার উপর শক্তি-সঞ্চারপূর্ব্বক তাঁহাকে ব্রজ-রসের প্রকাশক গোস্বামি-গ্রন্থাবলীর প্রণয়ন ও প্রচারের জন্য উপদেশ দিয়া বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। রূপ গোস্বামীর আতাই

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধুর-ভাবে শ্রীকৃষ্ণোপাসনার প্রধান উপজীব্য কাব্য, নাটক ও রস-গ্রন্থ প্রথমে প্রণীত হয়। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের রূপানুগত্যই যে একটা বিশিষ্ট লক্ষণ, তাহা বিশেষ করিয়া বলা অনাবশ্যক। ইনি পূর্ব্বাশ্রমে গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের দরবারের 'খাস্-মুন্সী' এবং এ জন্য 'দবীর্ খাস' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার সুন্দর হস্তাক্ষর শ্রীমহাপ্রভু কর্ত্তৃকও যথেষ্ট প্রশংসিত হইয়াছিল; যথা—

"শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি।
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি॥"—(চৈ-চ; অন্ত্য, ১ম পরিচ্ছেদ)।

জয়দেব গোস্বামী 'কোমল-কান্ত-পদাবলী'র জন্য যথার্থরূপেই বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু রচনার মাধুর্য্য, ভাবের গাম্ভীর্য্য, উৎকৃষ্ট নাটক-রচনায় কৃতিত্ব প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবির উপযোগী গুণ-সমূহের অপূর্ব্ব সমবায় রূপ গোস্বামীর মধ্যে যেরূপ দেখা যায়, বঙ্গীয় অন্য কোন সংস্কৃতের কবির মধ্যেই সেরূপ দেখা যায় না। বাদ্‌শাহের দরবারের ভূত-পূর্ব্ব খাস্-মুন্সী রূপ গোস্বামী খুব সম্ভবতঃ ফার্‌শীতে কৃতবিদ্য ছিলেন; কিন্তু কেহই সে কথা বলেন নাই। পূর্ব্বাশ্রমে রূপ গোস্বামীর সন্তানাদি জন্মিয়াছিল কি না এবং বৈরাগ্য গ্রহণের সময়ে তাঁহার বয়স কত ছিল, নিশ্চিত জানা যায় নাই। তাঁহার ও সনাতন গোস্বামীর কোন পুত্র সন্তান জীবিত থাকিলে, পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে নিশ্চিতই সে বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যাইত। ইঁহাদিগের অনুজ অনুপের পুত্র প্রসিদ্ধ শ্রীজীব গোস্বামী তরুণ যৌবনে অকৃতদার অবস্থায় বৈরাগ্য অবলম্বন করায়, তাঁহার মৃত্যুতেই বোধ হয় রূপ-সনাতনের সাক্ষাৎ বংশ-ধারা লুপ্ত হইয়াছে। এ জন্য দুঃখ করার কোন কারণ নাই; সনাতন, রূপ ও শ্রীজীবের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকাহিনী চিরকাল বিরাজিত থাকিবে।

উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া রূপ গোস্বামীর কাব্য ও গীতের পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদিগকে অন্ততঃ অনুবাদের সাহায্যেও রূপ গোস্বামীর হংসদূত, বিদগ্ধ-মাধব ও ললিতমাধব প্রভৃতি কাব্য ও স্তবমালা-গীতাবলীর রসাস্বাদন করার জন্য [illegible] বিশেষভাবে অনুরোধ করি।

'লক্ষ্মীকান্ত দাস'-ভণিতার শুধু একটী মাত্র (১১৭ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই লক্ষ্মীকান্ত কে ছিলেন, এ যাবৎ জানা যায় নাই। পদটী নদীয়া-নাগরীর উক্তি, পূর্ব্বরাগের উৎকৃষ্ট বাংলা পদ। ১ম শাখার ৬ষ্ঠ পল্লবের প্রারম্ভেই উহা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

লক্ষ্মীকান্ত

এই একটী মাত্র পদই লক্ষ্মীকান্তের উৎকৃষ্ট কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক। জানি না, কোন্ শুভ-ক্ষণে অপরিচিত লক্ষ্মীকান্তের লেখনীর মুখ হইতে এই পদটী বহির্গত হইয়াছিল! এই একটী মাত্র পদই লক্ষ্মীকান্তকে পদাবলী-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। আমরা পদকল্পতরুর উপর বরাত না দিয়া, লক্ষ্মীকান্তের সম্পূর্ণ পদটী এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

"কি খেনে দেখিলুঁ গোরা নবীন কামের কোঁড়া
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে।
কত না করিব ছল কত না ভরিব জল
কত যাব সুরধুনী-তীরে॥
বিধি তো বিমু বলিতে কেহ নাই।
যত গুরু-গরবিত গঞ্জন-বচন কত
ফুকরি কাঁদিতে নাহি ঠাঁই॥ ধ্রু।

অরুণ নয়ানের কোণে   চাঞাছিল আমা পানে
পরাণে বড়শি দিয়া টানে।
কুলের ধরম মোর   ছারে খারে যাউক গো
কি জানি কি হবে পরিণামে॥
আপনা আপনি খাইলুঁ   ঘরের বাহির হৈলুঁ
শুনি খোল করতালের নাদ।
লক্ষ্মীকান্ত দাস কয়   মরমে যার লাগয়
কি করিবে কুল-পরিবাদ॥"

পদকল্পতরুর এই ভণিতার অন্তিম পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের স্থলে 'পদরসসার' ও 'পদরত্নাকর' পুথিতে পাঠ আছে,—

"যখন দেখিলুঁ নাট   তখনি ভুলিলাম বাট
লোচন কহয়ে পরমাদ॥"

সহৃদয় পাঠক সহজেই বুঝিবেন যে, লক্ষ্মীকান্তের গভীর মনস্তত্ত্বসূচক উৎকৃষ্ট ভণিতার পরিবর্ত্তে অপর ভণিতাটা নিতান্তই খাপছাড়া মনে হয়। লোচনদাসের গোঁড়া ভক্ত কোন গায়ক বা লিপিকর,—এরূপ সুন্দর পদ অন্যের রচিত হইতে পারে না বিবেচনায়ই বোধ হয়, উহাতে লোচনের ভণিতা সংযুক্ত করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু রচনার অপরিপক্বতা ও অসামঞ্জস্যেই সেই জোড়া-তালী ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, এরূপ একজন শ্রেষ্ঠ পদ-কর্ত্তার নিশ্চিত পরিচয় বা তাঁহার অন্যান্য পদাবলী এ যাবৎ সংগৃহীত হয় নাই *। আমরা প্রাচীন-সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ-ভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

'লোচন দাস'-ভণিতার ২৯টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদগুলির সমস্তই "চৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থের প্রণেতা প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা লোচনদাসের রচিত। লোচন দাস প্রাচীন পদ-কর্ত্তা। তিনি স্বরচিত চৈতন্যমঙ্গলে নিজের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন, যথা—

চৈতন্যদাস

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস॥
মাতা শুদ্ধমতি সদানন্দী তাঁর নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ-নাম॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
যাঁহার প্রসাদে গাই গৌর-গুণ-গাথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে আনন্দদেবী নামে॥
মাতামহের নাম সে পুরুষোত্তম গুপ্ত।
সর্ব্বতীর্থে পূত তেঁহো তপস্যায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র।
সহোদর নাই কিংবা মাতামহ-পুত্র॥

---

* গৌরপদ-তরঙ্গিণী গ্রন্থের ১৪৭ পৃষ্ঠায় 'লক্ষ্মীকান্ত দাস' ভণিতায় আর একটী গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদও দৃষ্ট হইয়াছে; উহাতেও পদ-কর্ত্তার সুন্দর কবি-কল্পনা ও বর্ণন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।—সম্পাদক।

মাতৃকুলের পিতৃকুলের কহিলাম কথা।
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেমভক্তিদাতা॥"

এই পরিচয় হইতে জানা যায় যে, বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলকোটের নিকট কোগ্রাম লোচনদাসের জন্ম-ভূমি। লোচনদাসের 'প্রেমভক্তি-দাতা' অর্থাৎ গুরু নবহরি দাস ঠাকুর মহাপ্রভুর সমসাময়িক; সুতরাং লোচনদাসের জন্ম খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে হইয়াছিল, অনুমান করা যাইতে পারে। ১৪৫৯ শকে অর্থাৎ ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল রচিত হয়। প্রবাদ আছে যে, লোচনদাস তখন তরুণ যুবক। কোগ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী কাঁকড়া গ্রাম-নিবাসী বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গল-গায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তীর গৃহে লোচনদাসের স্বহস্ত-লিখিত একখানা চৈতন্যমঙ্গল পুথি আছে। উহাতে নিম্নলিখিত শ্লোক দৃষ্ট হয়, যথা—

"বৃন্দাবনদাস বন্দিব একচিতে।
জগত মোহিত যাঁর ভাগবত-গীতে॥"

সুতরাং বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের নাম আগে চৈতন্যমঙ্গল ছিল, পরে সেই নামে লোচনের গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, নামের ঐক্য-জনিত গোলযোগ নিবারণের জন্য বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণী দেবী তাঁহার পুত্রের গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'চৈতন্যভাগবত' রাখিয়াছিলেন—এই কিংবদন্তী অমূলক বলিয়াই মনে হয়। জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—"চৈতন্যমঙ্গল রচনার পর ইঁহাকে লোকে 'সুলোচন' ও 'লোচনানন্দ' বলিতেন*। লোচনকৃত "ধামালী" পদ সৰ্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, এই জন্য কেহ কেহ লোচনকে "ব্রজের বড়াই" বলিয়া ডাকিতেন। লোচনদাস মুরারি গুপ্তের কবচা অবলম্বনে চৈতন্যমঙ্গলের আদি-লীলা বর্ণন করেন। চৈতন্যমঙ্গলের আদি-লীলাকে উক্ত কবচার অনুবাদ বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, তিনি 'আহ্লাদে' ছেলে বলিয়া সম্ভবতঃ বিশেষ প্রহার সহ্য করিয়া বাল্যাতিক্রান্তে অক্ষর চিনিয়াছিলেন, তিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমে চৈতন্যমঙ্গলের ন্যায় [illegible] সুন্দর গ্রন্থখানি রচনা করেন, বৈষ্ণবগণ-কথিত এই বিবরণে সম্পূর্ণ আস্থা হয় না। বৈষ্ণবসমাজে এ পুস্তকখানি বিশেষ আদৃত, কিন্তু চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় প্রামাণিক বলিয়া গণ্য নহে।" লোচনের হস্তাক্ষর সম্বন্ধে প্রাগুক্ত প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী বলেন, "লোচনের আখর উঠান-ঘোড়া ক-এর মত'।"

সেন মহাশয় লোচনের গ্রন্থের সম্বন্ধে আরও লিখিয়াছেন,—"লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য হইলেও উহা একবারে নির্গুণ নহে। ৩০০ বর্ষকাল যাহা লুপ্ত হয় নাই, সে সামগ্রীর অবশ্যই আয়ুবল আছে। চৈতন্যমঙ্গলের রচনা বড় সুন্দর। লোচনদাসের লেখনী ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার গতি কবিত্বের ফুলপল্লবে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা সত্যের পথে ধাবিত হইয়া করুণ ও আদিরসের কুণ্ডে পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

সেন মহাশয়ের এইরূপ মন্তব্যের মূলে একটা মস্ত ভ্রম রহিয়াছে। বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, কিংবা লোচনদাস, কেহই ইতিহাস লিখিতে যান নাই। প্রতীচ্যের বর্ত্তমান উন্নত ধারণা (Conception) অনুসারে উৎকৃষ্ট ইতিহাস রচনা করিতে গেলেও শুধু নীরস ঘটনাবলী ও উহাদের কালের বিবরণ লিপি-বদ্ধ করিলে চলে না। ইতিহাসের নায়কদিগের চরিত্রের সহৃদয়তা-পূর্ণ বিশ্লেষণ ও চিত্রণ ব্যতীত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি জীবনচরিত সম্বন্ধে

* এই কিংবদন্তীও অমূলক বলিয়াই মনে হয়। কেন না, শুধু 'লোচন' নামের কোন সার্থকতা নাই; 'সুলোচন' 'ত্রিলোচন' ইত্যাদি লোচনান্ত কিংবা 'লোচনানন্দ' ইত্যাদি লোচনাদ্য নামেরই সার্থকতা আছে।—সম্পাদক।

এ কথা যে আরও অনেক অধিক প্রযোজ্য, তাহা বলা অনাবশ্যক। যদি উক্ত গ্রন্থকারগণ চৈতন্যদেবের প্রতি অসীম ভক্তি ও শ্রদ্ধার দ্বারা প্রণোদিত না হইয়া, কেবল তাঁহার জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলীর নীরস বিবরণ দ্বারাই তাঁহাদিগের গ্রন্থ পূর্ণ করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমরা চৈতন্যদেবের জীবনের এক একটা 'রোজ্‌নামচা' না হউক, এক একটা 'মাস-কাবারী' বা 'সাল-তামামী' পাইতে পারিতাম; কিন্তু চৈতন্যদেবের যে জীবনচরিত পড়িয়া লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহার ভক্ত ও শরণাগত হইতেছেন, উহা পাওয়া যাইত না। ভাল হউক, মন্দ হউক, সে সময়ে "রামকৃষ্ণ-চরিতামৃত" গ্রন্থের ন্যায় রোজ্‌নামচার ধরণে গ্রন্থ লেখার রীতি ছিল না। জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার বিবরণ-সংগ্রহ জীবনচরিতকারগণ অনাবশ্যক ও অযোগ্য মনে করিয়া, চরিত-নায়কের চরিত্রের আধ্যাত্মিক-ভাবসমূহের প্রদর্শনই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বৃন্দাবনদাসের আদি-লীলার বর্ণনা সুবিস্তৃত ও উৎকৃষ্ট হইলেও, যে জন্যই হউক, তিনি চৈতন্যদেবের কিশোরী পত্নী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত তাঁহার প্রেম-সম্পর্কের কোন ধারণা করিতে পারেন নাই; সুতরাং সে প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এ জন্য তাঁহার উৎকৃষ্ট গ্রন্থখানার একটা বিশেষ ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। লোচনদাস তাঁহার সহৃদয়তা-জনিত চরিত্রানুমান-শক্তির বলে চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থে সেই গুরুতর ত্রুটির পূরণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস বিবাহ করিয়াও তাঁহার যুবতী পত্নীর সহিত কখনও প্রেম-সম্ভাষণ বা গৃহ-ধর্ম্ম পালন করেন নাই বলিয়া, স্বর্গ-গত প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও লেখক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ন্যায় যাঁহারা ঐরূপ আচরণকে Barbarous (বর্ব্বরোচিত) বলিতে কুণ্ঠিত হন না, * আমরা অনুরোধ করি, তাঁহারা দয়া করিয়া লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' কিংবা তাঁহার অনুসরণকারী মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের "অমিয়-নিমাইচরিত" হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্বরাত্রে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি যে যে সপ্রেম আচরণ দ্বারা তাঁহার নারী-জন্মের সার্থকতা-বিধান করিয়াছিলেন, সেই করুণ-কাহিনী পড়িয়া দেখিবেন। আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ঐ বিবরণ পাঠ করিলে গৌরাঙ্গ প্রভু যে, তাঁহার প্রিয়তমা অর্দ্ধাঙ্গিনীকে তাঁহার ন্যায্য প্রেমাধিকার হইতে বঞ্চিত করেন নাই, এবং তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক জগতের কল্যাণের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ দ্বারা, নিজের ও প্রিয়তমার অপূর্ব্ব আত্ম-ত্যাগের অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্যই প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা উত্তম-রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে। চৈতন্যভাগবতের আর একটা ত্রুটি ছিল যে, উহাতে শ্রীমহাপ্রভুর আদিলীলার বর্ণনাবসরে শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সম্পর্কে সখী-স্থানীয়া নদিয়া-যুবতিদিগের প্রসঙ্গ-মাত্র বর্জ্জিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, যে শ্রীগৌরাঙ্গের ভুবন-মোহন রূপ-গুণ ও নৃত্য-কীর্ত্তনের প্রভাবে নদিয়ার পাষাণ-হৃদয় পুরুষদিগের চিত্তও বিগলিত না হইয়া পারে নাই, কোমল-হৃদয়া প্রেমবতী যুবতিদিগের চিত্ত যে উহার দ্বারা একান্ত মোহিত ও প্রেমাধীন হইয়া পড়িবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সত্য বটে, শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার কোনও আচরণ দ্বারা নদিয়া-নগরীদিগের সেই প্রেমের প্রতিদান করেন নাই; কিন্তু তা বলিয়া তাঁহাদিগের সেই স্বার্থ-গন্ধ-হীন অপূর্ব্ব প্রেমের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। লোচনদাসের গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের বিবাহ-বাসরে সখী-স্থানীয়া নদিয়া-নাগরীদিগের হাব-ভাব-পূর্ণ প্রেম-ভাব প্রকটনের সরস বর্ণন ও নদিয়া-নাগরীর উক্তি,—

---

* মনীষী অধ্যাপক ম্যাক্স্‌ মূলর মহোদয়ের প্রণীত "Sri Ram Krishna, His Life and Sayings" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। প্রতাপ বাবু তাঁহার একখানা পত্রে প্রসঙ্গ-ক্রমে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করায়, ম্যাক্স্‌ মূলর মহোদয় অতি সার-গর্ভ যুক্তি দেখাইয়া উহার প্রতিবাদ করিয়া নিজের অসাধারণ সহৃদয়তা ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।—সম্পাদক।

"আর শুন্যাছ আলো সই
গোরা-ভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুল-বধূ
কান্দ্যা আকুল তথা॥
হলদি বাঁটিতে গোরী
বসিল্ল যতনে।
হলদি-বরণ গোরাচাঁদ
পড়্যা গেল মনে॥
কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন
কিসের হলদি বাঁটা।
আঁখির জলে বুক ভিজিল
ভাস্যা গেল পাটা॥—(২১৭৪ সংখ্যক পদ)

ইত্যাদি "ধামালী" পদের সরস বর্ণন দ্বারা লোচনদাস বৈষ্ণবদাসের নদিয়া-লীলা-বর্ণনার সেই ক্রটির সুন্দর পূরণ করিয়াছেন। উহা না করিলে, ঐ লীলার একটা মধুর ও করুণ দিক্ সম্পূর্ণ গুপ্ত থাকিয়া যাইত। এ জন্য সহৃদয় কবি লোচনদাস আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। সেন মহাশয় যে, লোচনদাসের লেখনীর গতি—"সত্যের পথে ধাবিত হইয়া করুণ ও আদিরসের কুণ্ডে পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে" বলিয়া অযথা দোষারোপ করিয়াছেন, সত্য-প্রিয় কোনও সহৃদয় সমালোচকই বোধ হয়, উহার অনুমোদন করিবেন না।*

এখন আমরা লোচনদাসের পদাবলীর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

লোচন সুশিক্ষিত ছিলেন না; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি উচ্চ শ্রেণীর সহৃদয়তা ও কবি-কল্পনার অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ পদেই উচ্চ শ্রেণীর কবির উপযুক্ত সরলতা, স্বাভাবিকতা ও ভাবের প্রগাঢ়তা দেখা যায়। তাঁহার "ধামালী"র পদগুলি সমগ্র পদাবলী-সাহিত্যে একটা অপূর্ব্ব বস্তু। কেন না, উহাতে আমরা সাধু-ভাষার পরিবর্ত্তে সরল ও স্বাভাবিক কথ্য ভাষার ব্যবহার দেখিতে পাই। 'আনন্দে মাতামাতি' অর্থে 'ধামালী' বা 'ঢামালী' শব্দ প্রযুক্ত হয়। বোধ হয়, এই 'ধামাল' শব্দের সহিত ধ্রুপদ গানের হোরীর ব্যবহৃত 'ধামাল' বা 'ধামার' তালের যোগ আছে। যাহা হউক, লোচনদাসই যে, প্রথমে 'ধামালী' পদের প্রচলন করেন, এরূপ মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। পদকল্পতরু ও গৌরপদতরঙ্গিণী গ্রন্থে শুধু লোচনদাসের গৌরাঙ্গ-বিষয়ক 'ধামালী' পদই সংগৃহীত হইয়াছে; উহাতে ব্রজলীলার "ধামালী" নাই। "অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী" গ্রন্থের সম্পাদন-কালে আমরা পাবনা জেলায় একটী গ্রাম হইতে একখানা প্রাচীন পদাবলীর পুথি প্রাপ্ত হইয়া, উহাতে "ব্রজলীলা-রসোদ্গার" নামে লোচনদাসের ১৭টী ধামালীর পদ পাইয়া, সেগুলি ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল কি না, অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট জ্ঞাত

* মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্ব্ব-রাত্রে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত তাঁহার সপ্রেম আচরণের বর্ণনা বৃন্দাবনের গ্রন্থে নাই। প্রবাদ আছে যে, ঐ বর্ণনা লোচনদাসের কল্পনাসম্ভূত বলিয়া বৃন্দাবন লোচনের প্রতি দোষারোপ করিলে, উভয়ের মধ্যে ইহা লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। তখন বৃন্দাবনের মাতা নারায়ণী—যিনি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সখী ছিলেন—মধ্যস্থ হইয়া বলেন যে, লোচনের বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য, ইহাতে কল্পনার লেশমাত্রও নাই।—সম্পাদক।

হই যে, কলিকাতা আহিরীটোলার গোস্বামী মহাশয়দিগের বাটী হইতে ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে "লোচনদাসের ধামালী" নামে একখানা ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। আহিরীটোলায় গোস্বামী মহাশয়দিগের বাড়ীতে জানিতে পারি যে, উহা বহু দিন পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহাদের বাড়ী হইতে বহু চেষ্টায় একখানা পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মিলাইয়া দেখিলাম যে, আমাদের প্রাপ্ত পদগুলির কোনও পদ উহাতে নাই। তখন এই উৎকৃষ্ট অপ্রকাশিত 'ধামালী' পদগুলির প্রাপ্তিতে হর্ষান্বিত হইয়া পদগুলি অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিলাম। বলা বাহুল্য যে, লোচনের ব্রজ-লীলা-বিষয়ক "ধামালীর" পদগুলি তাঁহার গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী হইতে কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে। এই কথাটী বিশেষভাবে এখানে লেখার উদ্দেশ্য এই যে, অনেকেই মনে করেন যে, পদ-কর্ত্তার জন্মস্থানে যাইয়া অনুসন্ধান না করিলে অপ্রকাশিত নূতন পদ পাওয়ার আশা নাই। আমরা কিন্তু সুদূর পাবনা জেলা হইতেও এই পদগুলির ন্যায় চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস প্রভৃতি রাঢ়ের পদকর্ত্তাদিগেরও অনেক অপ্রকাশিত পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। সে জন্য প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদিগের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা বাঙ্গালার যে যেখানে থাকেন, ভালরূপে প্রাচীন পদের অনুসন্ধান করিতে থাকুন। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে, তাঁহাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইবে না। এত দিন পর্য্যন্ত পদকল্পতরুর পদ-সূচী, পদকর্ত্তৃসূচী প্রকাশিত না হওয়ায়, নূতন ও পুরাতন পদ চেনার সহজ উপায় ছিল না। সাহিত্য-পরিষদের বর্ত্তমান সংস্করণের প্রসাদে সেই অসুবিধা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছে।

আমরা লোচনদাসের পদ উদ্ধৃত করিয়া সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণের প্রয়াস করিব না। পাঠকগণ 'পদকল্পতরু' ও "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" হইতে লোচনের পদের—বিশেষতঃ তাঁহার "ধামালী" পদের রসাস্বাদন করিবেন।

'শঙ্কর দাস'-ভণিতার ৩টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে ১৯২৬ সংখ্যক পদটী গৌরাঙ্গ-বিষয়ক এবং ১৬২৮ ও ১৬৪৯ সংখ্যক পদ দুইটী মাথুর-বিরহের পদ। তিনটীই বাংলা পদ। শঙ্করের রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শী। মাথুর-বিরহের উক্ত দুইটী পদেই করুণ-রসের চিত্র-অঙ্কণে বেশ দক্ষতা দেখা যায়। দুঃখের বিষয় যে, পদ-কর্ত্তা শঙ্কর দাসের নিশ্চিত পরিচয় কিংবা বেশী পদ পাওয়া যায় নাই। গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে 'শঙ্কর ঘোষ' ভণিতার একটী ব্রজবুলী-মিশ্র গৌরচন্দ্রের পদও সংগৃহীত হইয়াছে এবং জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকায় পাঁচ জন শঙ্কর দাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া নিম্নলিখিত দুই জন শঙ্করকেই পদ-কর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

শঙ্কর দাস

(১) ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য শঙ্করদাস বা শঙ্কর বিশ্বাস। নরোত্তমবিলাসে ইঁহার উল্লেখ আছে, যথা—

"জয় বৈষ্ণবের প্রিয় শঙ্কর বিশ্বাস।
গৌর-গুণ গানে যেহোঁ পরম উল্লাস॥"

(২) শঙ্কর ঘোষ নীলাচলে থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতেন এবং ডমক বাজাইয়া স্বরচিত পদ গাহিয়া তাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিতেন। বৈষ্ণববন্দনায় ইঁহার এইরূপ উল্লেখ আছে, যথা—

"বন্দিব শঙ্কর ঘোষ অকিঞ্চন-রীতি।
ডমকের বাদ্যেতে যে প্রভুর কৈল প্রীতি॥"

পদকল্পতরুর ১৬২৮ ও ১৬৪৯ সংখ্যক পদ দুইটী নিশ্চিত শঙ্কর বিশ্বাসের রচিত। ১৯২৬ সংখ্যক গৌরচন্দ্রের পদটী যদিও শঙ্কর বিশ্বাস বা শঙ্কর ঘোষ, উভয়েরই রচিত হইতে পারে, কিন্তু পদকল্পতরুতে 'শঙ্কর ঘোষ'-ভণিতার পদ উদ্ধৃত না হওয়ায় এবং শঙ্কর ঘোষের ব্রজবুলী-মিশ্র 'গৌরচন্দ্র'-পদের সহিত এই পদের রচনাগত পার্থক্য লক্ষিত হওয়ায়, পদ-কল্পতরুর উক্ত তিনটী পদই শঙ্কর বিশ্বাসের রচিত বলিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে।

"শচীনন্দন"-ভণিতার দুইটী মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার মধ্যে ১৭৬৫ সংখ্যক (১৭৬৬—১৭৭৬ পদাংশ সহ) পদটী গৌরাঙ্গ-বিষয়ক সুদীর্ঘ বার-মাসীর ব্রজবুলী পদ ও ২২৩৭ সংখ্যক পদটী গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-বিষয়ক বাংলা পদ বটে। শচীনন্দনের ব্রজবুলীর বার-মাসী পদটী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর উক্তি। উহাতে বারো মাসের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ভালরূপে না ফুটিলেও করুণ-রস মন্দ ফোটে নাই। ২২৩৭ সংখ্যক বাংলা পদটী সুন্দর; উহাতে গৌরাঙ্গ-বিরহে সপত্নীক বর্ষীয়ান্ অদ্বৈত আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাকুলতা চমৎকার ফুটিয়াছে। শচীনন্দনের আন্তরিকতার পরিচয়স্বরূপ আমরা তাঁহার ঐ ক্ষুদ্র পদটীর ১ম কলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

শচীনন্দন

"পহুঁ মোর অদ্বৈত-মন্দির ছাড়ি চলে।
শিরে দিয়া দুটী হাত কান্দে শান্তিপুর-নাথ
কিবা ছিল কিবা হৈল বলে॥"

শ্রীচৈতন্যদেব কাঁটোয়ায় যাইয়া সন্ন্যাস গ্রহণের পরে বৃন্দাবন অভিমুখে প্রস্থান করিলে, যখন শ্রীনিত্যানন্দ কৌশলে তাঁহাকে পথ ভুলাইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত-আলয়ে লইয়া আসেন, তখন মহাপ্রভু ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য লোক-সংঘট্ট হইতে থাকে। ক্রমে তিন দিন পর্য্যন্ত অদ্বৈত-গৃহে কীর্ত্তন-মহোৎসব চলিতে থাকে। শান্তিপুর-নাথ অদ্বৈত প্রভু বিদ্যাপতির ভাব-সম্মিলনের—

"কি কহব রে আজুক আনন্দ-ওর।
চির দিনে মাধব মন্দিরে মোর॥"
এই পদ গাওয়াইয়া করেন নর্ত্তন;
স্বেদ, কম্প, পুলকাশ্রু, হুঙ্কার গর্জ্জন।
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ;
আলিঙ্গন করি প্রভুরে বলেন বচন :—
"অনেক দিন তুমি মোরে বেড়া'লে ভাঁড়িয়া,
ঘরেতে পাঞাছি এবে রাখিব বান্ধিয়া।"

তিন দিনের দিন এই আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল। চৈতন্য প্রভু চির দিনের জন্য জন্ম-ভূমি ত্যাগ করিয়া, নবদ্বীপ হইতে পুত্রমুখ দর্শনের জন্য অদ্বৈত-আলয়ে সমাগতা শচী মায়ের আদেশ লইয়া, সকলকে কাঁদাইয়া, নীলাচলে রওনা হইলেন। ইহা সেই অবস্থার বর্ণনা। এই অবস্থাটা মনে না রাখিলে আচার্য্য প্রভুর ন্যায় ধীর-গম্ভীর বৃদ্ধের শিরে করাঘাতপূর্ব্বক আকুল ক্রন্দন ও "কিবা ছিল কিবা হৈল"—এই মর্ম্মন্তুদ করুণ উক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে না। পদকল্পতরুর অনেক পদেই এরূপ গূঢ় রহস্য আছে। উহা জানা না থাকিলে সেই সকল পদের তাৎপর্য্য ভাল বুঝা যায় না।

শচীনন্দনের পরিচয়-প্রসঙ্গে জগবন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—"শচীনন্দন গোস্বামী রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ

সহোদর ও চৈতন্যদাসের দ্বিতীয় পুত্র।* শচীনন্দনের তিন পুত্র—রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও কেশব তাঁহারই ন্যায় পরম বৈষ্ণব, পরমবিজ্ঞ ও পরম মহিমান্বিত ছিলেন। পদাবলী ব্যতীত ইনি "শ্রীগৌরাঙ্গ-বিজয়" গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাঁর আবির্ভাব ও তিরোভাব-কাল অপরিজ্ঞাত।"†

শিবরাম

'শিবরাম'-ভণিতার ২৪টী পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পদগুলির মধ্যে ৮৬৫, ৮৬৬, ৯৩৪, ১১১৮ ও ২০০৯ সংখ্যক পদ বাংলা এবং বাকি পদগুলি ব্রজবুলীর পদ বটে। শিবরামের উভয়বিধ পদের রচনাই বেশ পরিপক্ক। তাঁহার ৮৬৫ সংখ্যক পদে পদরত্নাকর পুথিতে 'শিবরাম' স্থলে 'শিবানন্দ' ভণিতা আছে। এই পদটী শ্রীরাধার প্রতি ননদীর গঞ্জনা-উক্তি। ৮৬৬ সংখ্যক পদ উহার পাল্টা জবাব। উভয় পদ একজনেরই রচনা, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। এ অবস্থায় যখন ৮৬৬ সংখ্যক পদে পদরত্নাকরেও শিবরামের ভণিতা আছে, তখন ৮৬৫ সংখ্যক পদও যে তাঁহারই রচিত, উহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার ৯৩৪ সংখ্যক পদে পদরত্নাকরে 'শিবা সহচরী' নামের ভণিতা আছে। শিবরাম বা শিবানন্দ 'শিবা' বা 'শিবা সহচরী'—ভণিতা দিয়া পদ রচনা করিয়াছেন কি না, জানা যায় নাই। 'শিবা' ও 'শিবা সহচরী' কোনও মহিলা পদ-কর্ত্রীর নাম কি না, সন্দেহ হইতে পারে। বস্তুতঃ বিশেষ প্রমাণের অভাবে এ সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না।

শিবরাম যে সঙ্গীতজ্ঞ, ছিলেন তাঁহার ১৪৩৯—১৪৪১ সংখ্যক হোরি-লীলার পদগুলি হইতে উহার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সকল পদে হিন্দীর কালোয়াতী 'তেলেনা' গীতের ন্যায় মৃদঙ্গবাদ্যের বোলও প্রযুক্ত হইয়াছে। শিবরামের—

"জিনি কাদম্বিনি আড়ম্বিনি পটা।
সম্পায়ন কম্পা ঝম্পিত চম্পা
কম্পিত বিম্বাধর কিম্বা অণ্ডজ
ডিম্বালয়-সম্বিত ছটা॥ ধ্রু।

ইত্যাদি ১৫১৮ সংখ্যক পদের ভাষা বড় অদ্ভুত। ইহা না ব্রজবুলী, না শুদ্ধ ব্রজ-ভাষা। আমরা অতিকষ্টে ইহার একটা টীকা দিয়াছি. উহাতে অনেক ভুল থাকাই সম্ভব। শিবরামের ১৫৫৭ সংখ্যক পদের ভাষাও ব্রজবুলী অপেক্ষা ব্রজ-ভাষার সহিত অধিক সাদৃশ্য-যুক্ত। শিবরামের—

"খেণে ধনি রোই রোই খিতি লুঠত
খেণে গীরত রথ আগে।
খেণে ধনি সজল-নয়নে হেরি হরি-মুখ
মানই করম অভাগে॥"

ইত্যাদি ১৭২৬ সংখ্যক পদ শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর "ক্ষণং বিক্রোশন্তী বিলুঠতি শতাঙ্গস্য পুরতঃ, ক্ষণং বাষ্পগ্রস্তাং কিরতি কিল দৃষ্টিং হরিমুখে।" ইত্যাদি উজ্জ্বলনীলমণির শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ। সুতরাং পদ-কর্ত্তা শিবরাম যে রূপ গোস্বামীর পরবর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

* 'রামচন্দ্র' শীর্ষকে 'রামচন্দ্র দাস' গোস্বামীর পরিচয় দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

† নিশ্চিত কাল জানা না গেলেও, ইহাঁর অগ্রজ রামচন্দ্র গোস্বামী জগবন্ধু বাবুর মতে ১৪৫৬ শকে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, শচীনন্দন আন্দাজ ১৪৬০ শকের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করেন, অনুমান করা যাইতে পারে। অনেক পদ-কর্ত্তার সম্বন্ধে এতটুকু বিবরণও জানা যায় নাই।—সম্পাদক।

জগদ্বন্ধু বাবু শিবরামের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—"নরোত্তমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর উভয় গ্রন্থেই নিম্নলিখিত পয়ারটী আছে। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন, এইমাত্র জানা যায়। আর কোন পরিচয় অপ্রাপ্য।

"জয় শিবরাম দাস পরম উদার।
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত সর্ব্বস্ব যাঁহার॥"

আমরা "বীর হাম্বীর" প্রসঙ্গে বলিয়াছি যে, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সহকারে শ্রীনিবাসাচার্য্যই সর্ব্বপ্রথমে বৃন্দাবন হইতে গোস্বামি-গ্রন্থগুলির আনয়ন করেন। শিবরাম নরোত্তমের শিষ্য বলিয়া, ঐ সকল গ্রন্থ বোধ হয়, তাঁহার পক্ষে সুলভ হইয়াছিল, তাই তিনি উজ্জ্বল-নীলমণির শ্লোকের এরূপ মর্ম্মানুবাদ করিতে পারিয়াছেন।

শিবা

'শিবা' ভণিতার একটী মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। 'শিবা সহচরী'-ভণিতার কোন পদ উহাতে নাই; "গৌরপদতরঙ্গিণী'তেও নাই। তবে পদরত্নাকরে যে, শিবরামের একটা পদই (৯৩৪ সংখ্যক) "শিবা সহচরী" নামে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা 'শিবরাম' শীর্ষকে বলা হইয়াছে। এ অবস্থায় 'শিবা সহচরী' নামে প্রকৃতই কোন পদকর্ত্তা অথবা ছদ্ম-নামধারী পদ-কর্ত্তা ছিলেন কি না, তাহা বলা কঠিন।* 'শিবা' ভণিতার আক্ষেপানুরাগের—

"যে দিগে কানুর ঘর সে দিগে না বসি।
সতী-সাধে সে দিগের বাউ না পরশি॥"

ইত্যাদি ৯০৭ সংখ্যক সরল বাংলা পদের রচনা প্রশংসনীয়।

শিবাই দাস

"শিবাই দাস"-ভণিতার ৬টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। 'শিবাই দাস', 'শিবরাম' ও 'শিবানন্দ'—এই উভয় নামেরই সংক্ষেপ হইতে পারে। 'শিবাই দাস'-ভণিতার ২৩৫৪ সংখ্যক "জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত" ইত্যাদি পদে গদাধর পণ্ডিতের চরিত আস্বাদিত হইয়াছে; আবার উহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী 'জয় জয় পণ্ডিত গোসাঞি" ইত্যাদি ২৩৫৫ সংখ্যক পদের বিষয়ও উহাই বটে; কিন্তু ভণিতায় শিবানন্দ নাম আছে। ইহা দ্বারা 'শিবাই' শিবানন্দেরই সংক্ষেপ বলিয়া বিবেচনা হয়। শিবরামের পদের রচনা-প্রণালীর সহিত শিবাই দাসের রচনার পার্থক্য সুস্পষ্ট।

শিবানন্দ

'শিবানন্দ'-ভণিতার ৩টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২১২৭ সংখ্যার পদের ভণিতায় আছে—"রাধা রাধা বলি প্রভু পড়ে মুরছিয়া। শিবানন্দ কান্দে প্রভুর ভাব না বুঝিয়া॥" বলা বাহুল্য যে, ইহা শ্রীমহাপ্রভুর বর্ণিত প্রেমার্ত্তির সাক্ষাৎ-দ্রষ্টা শিবানন্দ সেনের রচনা ছাড়া অন্য কোনও পরবর্ত্তী শিবানন্দের রচনা হইতে পারে না। মহাপ্রভুর সমসাময়িক অনন্য-ভক্ত কুলীনগ্রামবাসী প্রসিদ্ধ শিবানন্দ সেন ব্যতীত আর কোন শিবানন্দ বৈষ্ণব-সাহিত্যে উল্লিখিত হইয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই। সুতরাং তাঁহাকেই 'শিবানন্দ' ও 'শিবাই দাস'-ভণিতার পদাবলীর রচয়িতা বলিয়া জানা যাইতেছে।

---

* পদকল্পতরুর ১৮৫১ সংখ্যক পদের ভণিতা আছে—

"হেরি সখি জয় জয় মঙ্গল দেল।
শিবানন্দ সহচরি জীবন ভেল॥"

পদরত্নাকরে 'শিবানন্দ' স্থলে 'শিবা' পাঠ আছে। এখানে পদকর্ত্তা শিবানন্দই সখীর সহচরী অর্থাৎ 'অনুগা'র অভিমানে নিজকে "শিবানন্দ সহচরি" বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন বোধ হয়।—সম্পাদক।

শিবানন্দ বৈদ্যকুল-সম্ভূত এবং সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গ্রহণের পরে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলে মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি একটী গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করেন। মহাপ্রভুর আদেশে শিবানন্দ তদবধি প্রতিবর্ষে রথ-যাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ীয় গৌর-ভক্তগণকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে যাইতেন এবং সঙ্গের যাত্রিগণের পাথেয় ব্যয় সানন্দে নিজে বহন করিতেন। চৈতন্যচরিতামৃতের বহু স্থলেই শিবানন্দের প্রসঙ্গ আছে। শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্রই সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতের কবি কবিকর্ণপূর। তাঁহার প্রসঙ্গ 'পরমানন্দ' শীর্ষকে দ্রষ্টব্য। শিবানন্দ নিজে পদ-কর্ত্তা বলিয়া তেমন প্রসিদ্ধ না হইলেও তাঁহার ন্যায় কায়-মনোবাক্যে গৌরাঙ্গ-ভক্ত বড় অধিক জন্মগ্রহণ করেন নাই। বৈষ্ণববন্দনায় লিখিত হইয়াছে,—

"প্রেমময়-তনু বন্দো সেন শিবানন্দ।
জাতি প্রাণ ধন যাঁর গৌর-পদ-দ্বন্দ্ব॥"

শিবানন্দের জন্ম ও মৃত্যুর শক জানা যায় নাই। সম্ভবতঃ ইনি শ্রীমহাপ্রভুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহার অপ্রকটের পরেও কিছুকাল জীবিত ছিলেন।

শেখর

পদকল্পতরুতে 'শেখর'-ভণিতার ৯৮টী বাংলা ও ব্রজবুলী পদ সংগৃহীত হইয়াছে। যদিও 'শেখর' চন্দ্রশেখর, শশিশেখর, কবিশেখর ইত্যাদি অনেক শেখরান্ত নামের সংক্ষেপ হইতে পারে, কিন্তু 'শেখর' ভণিতার এই পদগুলি যে বাঙ্গালার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদ-কর্ত্তা রায় শেখরের রচিত, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পর্য্যালোচনা করিলেই তাহা প্রতীত হইবে।

(১) মহাপ্রভুর মাতৃ-স্বস্পতি চন্দ্রশেখর আচার্য্যের রচিত মাত্র তিনটী গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ ব্যতীত, চন্দ্রশেখর ভণিতার আর কোন পদ পদকল্পতরুতে নাই। তিনি যে 'শেখর' ভণিতা দিয়া ব্রজলীলার কোন পদ রচনা করিয়াছেন, এরূপ জানা যায় না।

(২) প্রায় দেড় শত বৎসরের প্রাচীন পদ-কর্ত্তা চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর ভ্রাতৃদ্বয়ের কোনও পদই পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হয় নাই; কারণ, তাঁহারা পদকল্পতরুর সংগ্রহকার বৈষ্ণব দাসের পরবর্ত্তী। সুতরাং 'শেখর' তাঁহাদের নামের সংক্ষেপ হইতে পারে না।

(৩) 'শেখর'-ভণিতার সকল পদের সহিতই রায় শেখরের পদের সৌসাদৃশ্য আছে এবং ঐ পদগুলি সমস্তই রায় শেখরের স্বকৃত পদের দ্বারা পূর্ণ "দণ্ডাত্মিকা" নামক গ্রন্থে পাওয়া গিয়াছে।

(৪) মৈথিল কবি বিদ্যাপতি 'নব কবিশেখর' ও 'কবিশেখর' ভণিতা দিয়া যে পদ রচনা করিয়াছেন এবং যাহার অল্প কয়েকটা পদকল্পতরুতেও সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা আমরা ভূমিকার ৩০—৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছি। নামের যেরূপ সংক্ষেপ হয়, 'কবিশেখর' 'কবিরঞ্জন' প্রভৃতি উপাধির সেরূপ সংক্ষেপ হয় না। সুতরাং বিদ্যাপতি 'কবিশেখর'-ভণিতার সংক্ষেপে শুধু শেখর-ভণিতা দিয়া যে পদরচনা করিয়াছেন, তাহা সম্ভব বোধ হয় না।* করিয়া থাকিলেও পদকল্পতরুতে সেরূপ পদ নাই। স্বরচিত দণ্ডাত্মিকার অন্তর্গত বলিয়া এই পদগুলি নিঃসন্দেহে রায় শেখরের রচিত বলিয়া জানা যাইতেছে।

দুঃখের বিষয় যে, নগেন্দ্রবাবু 'কবিশেখর' ভণিতার পদাবলীর ন্যায় 'শেখর'-ভণিতার পদের উপরও অন্যায় হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যিনি 'কবিশেখর রায়' ভণিতা দেখিয়াও, বিদ্যাপতির

---

* আমরা দণ্ডাত্মিকা গ্রন্থের অতিরিক্ত "শুনহ একু অবধান মাধব" ইত্যাদি "শেখর"-ভণিতার পদ 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'তে বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এখন মনে হয় যে, উহা রায় শেখরের রচিত হওয়াই অধিক সম্ভব; কেন না, এ যাবৎ বিদ্যাপতির [illegible] "শেখর"-ভণিতার নিঃসন্দিগ্ধ পদ আর পাওয়া যায় নাই।—সম্পাদক।

পদ-সংগ্রহে আগ্রহাতিশয্য হেতু উহা বিদ্যাপতির পদের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, তিনি যে, 'শেখর' ভণিতার ব্রজবুলি পদগুলিকে অব্যাহতি দিবেন না, ইহা সহজেই অনুমেয়। তিনি যদি এই পদগুলিকে লইয়াই ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলে আমরা উহা শুধু তাঁহার বিচারের ভুল বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিতাম, কিন্তু তিনি পদকল্পতরু হইতে ঐ পদগুলি উদ্ধৃত করিতে যাইয়া নিতান্ত গর্হিত-ভাবে পদকল্পতরুর ভণিতার 'শেখর' স্থলে যে পাঠ পরিবর্ত্তন করিয়া 'কবিশেখর' করিয়াছেন, উহা দ্বারাই তাঁহার দুরভিসন্ধি প্রকাশ পাইয়াছে। এরূপ পাঠ পরিবর্ত্তন করিতে যাইয়া দুই এক স্থলে ছন্দোভঙ্গ ও অর্থের অসঙ্গতি ঘটিয়াছে, ব্যস্ততা হেতু তিনি তাহা লক্ষ্য করেন নাই। যেখানে একান্ত পরিবর্ত্তন চলে না,—পরিবর্ত্তনে ছন্দোভঙ্গ বালকেও ধরিতে পারে, কেবল সেখানেই তিনি যথাযথ পাঠ ঠিক রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা নিম্নে নগেন্দ্র বাবুর দ্বারা অন্যায়রূপে গৃহীত 'শেখর' ভণিতার পদগুলির একটা তালিকা দিতেছি, যথা—পদকল্পতরুর ২৪০, ৫০৩, ৯৮৫, ২৫২২, ২৫৯৮, ২৭০৫, ২৭০৬, ২৭০৮ ও ২৭৫৪ সংখ্যক পদ।

এই আলোচ্য পদগুলি সমস্তই দণ্ডাত্মিকার পদ ও উহাতে সকল পুথিতেই শেখরের ভণিতা আছে। পদের ভাষা ও ভাব রায় শেখরের সম্পূর্ণ অনুরূপ, এবং অনেক পদেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তার নিজস্ব অনুগা-ভাবে সেবা-কার্য্যের প্রসঙ্গ এবং কোন কোন পদে বিদ্যাপতির অজ্ঞাত জটিলা, সুবল সখা প্রভৃতির প্রসঙ্গ আছে। সুতরাং পদগুলি যে. রায় শেখরের রচিত, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। আমরা উল্লিখিত যুক্তিগুলির পোষকতায় আলোচ্য পদগুলি হইতে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেখাইব।

(১) ২৪০ সংখ্যক পদে ৪টী স্থলে বিদ্যাপতির অজ্ঞাত 'জটিলা' নামের উল্লেখ আছে।

(২) ২৫২২ সংখ্যক—

"এ ধনি ঐছন কহবি মোয়।
আজু যে কৈছন দেখিয়ে তোয়॥
*　　*　　*　　*
কহয়ে শেখর কি কর লাজে।
কহ না কাহিনি সখীর মাঝে॥"

পদের ছন্দ মাত্রাবৃত্ত নহে; ইহা বাংলা এগার-অক্ষরী পয়ার বা একাবলী ছন্দ বটে। ইহার প্রত্যেক চরণে ছয় অক্ষরের পরে যতি আছে। নগেন্দ্রবাবু ভণিতা বদ্‌লাইয়া করিয়াছেন,—

"কহ কবিশেখর কি কর লাজে।
কহ ন কহিনী সখিনি সমাজে॥"

বলা বাহুল্য যে, এই পরিবর্ত্তনে ছন্দ, যতি, মাত্রা সকলই বিনষ্ট হইয়াছে। ইহাকেই বলে "গরজ বড় বালাই।"

(৩) ২৫৯৮ সংখ্যক পদে বিদ্যাপতির অজ্ঞাত সুবল সখার প্রসঙ্গ আছে, যথা—

"বোধি সুবল কহে শুন গুণবন্ত।
শেখর সহ ধনি মিলল নিতান্ত।"

অর্থাৎ সুবল সখা শ্রীকৃষ্ণকে প্রবোধ দিয়া বলিতেছেন,—হে গুণবান্ কানাই, তুমি শ্রবণ কর; (সখীর অনুগা) শেখরের সহিত ধনী শ্রীরাধা নিশ্চিতই আসিয়া পৌঁছিল। নগেন্দ্রবাবু "শেখর সহ" কথাটার তাৎপর্য্য লক্ষ্য না করিয়া শেষ পঙ্‌ক্তিটাকে করিয়াছেন—

"শেখর কহ ধনি মিলল নিতান্ত।"

বাক্যের ক্রিয়া-পদ না থাকিলে চলে না; তাই 'সহ' স্থলে 'কহ' করিয়াছেন; নতুবা পূর্ব্বোক্ত ২৫২২ সংখ্যক পদের ন্যায় 'শেখর'কে 'কবিশেখর' বানাইতে পারিলে কাজ অনেকটা সহজ হইত।

(৪) ২৭০৬ সংখ্যক "কাজর রুচি-হর রয়নি বিশালা" ইত্যাদি শেখরের পদটা নগেন্দ্রবাবু তাঁহার ভূমিকার ১৷৷০ পৃষ্ঠায় কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত-রূপে উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য লিখিয়াছেন,—"এই রচনা বিদ্যাপতি ব্যতীত আর কাহারও মনে হয় না।" নগেন্দ্রবাবুর যে ইহা ভ্রান্ত ধারণা, এই পদ যে প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালী কবি রায় শেখরের রচনা, তাহা প্রমাণিত করার জন্য আমরা "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" গ্রন্থের ভূমিকার ৮৵০—১৲ পৃষ্ঠায় সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি। বিশেষ জিজ্ঞাসু উহা পড়িয়া দেখিবেন। এখানে শুধু ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভণিতার—"শেখর অভরণ ভেল বহন্তা" পঙ্ক্তির সূচিত সখীর অনুগার উপযোগী সেবা-কৌশলই বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তাকে চিনাইয়া দিতেছে।

(৫) ২৭০৮ সংখ্যক—

"জানল ঘর পর নিন্দে ভেল ভোর।
শেজ তেজি উঠে নন্দ-কিশোর॥"

ইত্যাদি পদের ভণিতা আছে—

"শেখর পন্থ পর মীলল যাই।
আনল নাগর ভেটলি রাই॥"

নগেন্দ্রবাবু এখানে ছন্দের ও অর্থের অনুরোধে শেখর শব্দটাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই; কিন্তু জানি না, কি জন্য তিনি 'জানল ঘর পর' ইত্যাদি স্থলে "জাগল ঘর পর" ইত্যাদি পাঠ-কল্পনা করিয়া পদের অর্থে অসঙ্গতি ঘটাইয়াছেন। 'জানল' ইত্যাদির সরল অর্থ—"নন্দকিশোর (শ্রীকৃষ্ণ) জানিলেন যে, ঘরের মাঝে (লোকেরা) নিদ্রায় ভোর হইয়াছে। (তাই) তিনি (অভিসারে গমনের জন্য) শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন।" 'জাগল' শব্দের 'জাগরিত' কিংবা 'জাগিল' যে অর্থই করা যাউক না কেন, উহার সহিত 'নিন্দে ভেল ভোর' বাক্যের সঙ্গতি হইবে কি প্রকারে? বটতলার মুদ্রিত গ্রন্থে ও উহার আদর্শ আহিরীটোলার গোস্বামীদের 'ক' পুথিতে 'জানল' স্থলে 'যাওল' পাঠ আছে; উহাও অর্থশূন্য বটে।

'শেখর' অর্থাৎ রায় শেখরের পরিচয় 'রায় শেখর' শীর্ষকে দ্রষ্টব্য। এখানে 'শেখর' ভণিতার পদ-সমূহের সম্বন্ধে ইহাই বক্তব্য যে, শেখরের বাংলা ও ব্রজবুলী—সমস্ত পদই উপাদেয়। তাঁহার উৎকৃষ্ট ব্রজবুলীর পদ বিদ্যাপতির পদের সহিত তুলনার অযোগ্য নহে। কোন কোন রসজ্ঞ সমালোচক শেখরকে গোবিন্দদাস অপেক্ষাও উচ্চে স্থান দিতে কুণ্ঠিত হন না। আমাদের মতে গোবিন্দ দাস ও জ্ঞানদাস শেখরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি। তবে শেখরের স্থান ইহাঁদিগের দুই জনের পরেই নির্দ্দেশ করা সঙ্গত মনে হয়।

'কবি শেখর' ভণিতায় রায় শেখরের ৪২টী পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ ভণিতায় বিদ্যাপতিরও ৩টী পদ পাওয়া গিয়াছে; আমরা "কবি শেখর (বিদ্যাপতি)" শীর্ষকে* উহা প্রদর্শিত করিয়াছি। আলোচ্য পদগুলি যে 'কবিশেখর' উপাধিধারী বিদ্যাপতির নহে,

শেখর (কবি)

কিন্তু শেখর কবি অর্থাৎ রায় শেখরের রচিত এবং নগেন্দ্রবাবু অসঙ্গত-রূপেই উহা হইতে উনত্রিশটা পদ বিদ্যাপতির পদাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, উহার প্রমাণ ঐ প্রসঙ্গেই উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং এখানে পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

---

* ভূমিকার ৩১—৩৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক

'কবিশেখর রায়'-ভণিতার শুধু একটী মাত্র (২৫১১ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শেখর (কবি ও রায়)

ইহাও যে, নগেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক অসঙ্গত-রূপেই বিদ্যাপতির পদাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা "কবিশেখর (বিদ্যাপতি)" শীর্ষকে আলোচিত হইয়াছে।

'শেখর দাস'-ভণিতার দুইটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদ-দ্বয় যে, রায়

শেখর দাস

শেখরের রচিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রায় শেখর সাধারণতঃ তাঁহার পদের ভণিতায় 'দাস' শব্দের ব্যবহার করেন নাই; কিন্তু আলোচ্য পদ-দ্বয়ে মিলের জন্য 'শেখর দাস' ভণিতা দিয়াছেন।

পদকল্পতরুতে 'নৃপ কবিশেখর'-ভণিতার শুধু একটী মাত্র (১৭১৯ সংখ্যক) পদ পাওয়া গিয়াছে। রায় শেখর রাজা বা সমৃদ্ধ ভূম্যধিকারী ছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই। 'নৃপ-কবি শেখর' শব্দ 'কবি-

শেখর (নৃপ কবি)

রাজ' অর্থে প্রযুক্ত হইলে 'কবি-নৃপ শেখর' ভণিতা পাওয়া যাইত; কেন না, 'কবি-রাজ' অর্থে 'নৃপ-কবি' পদ ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হয় না। সুতরাং অনুমান হয় যে, শেখর কোনও রাজা বা প্রধান ভূম্যধিকারীর সভা-কবি (Poet laureate) ছিলেন বলিয়াই ঐরূপ ভণিতার ব্যবহার করিয়াছেন।

'রায় শেখর' অর্থাৎ শেখর রায়ের ৩৫টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদগুলিতে স্পষ্ট 'রায়' উপাধি থাকায়, এগুলি যে রায় শেখরের রচিত, সে সম্বন্ধে মতভেদ নাই। এখন এই রায়

শেখর (রায়)

শেখর কে এবং কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, ইঁহার পূর্ণ নামটী কি—এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক। জগদ্বন্ধু বাবু রায় শেখরের প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা নিম্নে উহা উদ্ধৃত করিয়া, পরে তৎসম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ করিব।

"পদগ্রন্থে শেখর, রায় শেখর, কবিশেখর, দুঃখি শেখর ও নৃপ শেখর' * ভণিতাযুক্ত পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইঁহারা পাঁচ জনই যদি এক ও অভিন্ন হয়েন, তবে 'রায়' ও 'নৃপ' এই দুই উপাধি হইতে বুঝা যায়, ইনি ধনীর সন্তান ও রাজা বা জমিদার ছিলেন। অনেকের মতে ইঁহার প্রকৃত নাম শশিশেখর ও অপর নাম চন্দ্রশেখর। ইনি বর্দ্ধমান জেলার পড়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিত্যানন্দ-বংশ-সম্ভূত, শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ও গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী লোক। ইঁহার রচিত একটী পদের ভণিতার প্রতি দৃষ্টি করিলেও ইঁহাকে রঘুনন্দনের শিষ্য বলিয়া বিশ্বাস হয়। যথা,—

"শ্রীরঘুনন্দনচরণ করি সার।
কহে কবিশেখর গতি নাহি আর॥"

রায় শেখরের অনেক পদ গোবিন্দদাসের পদের অনুরূপ; সুতরাং রায় শেখরকে গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী বলাও অসঙ্গত নহে। নরোত্তম ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য একজন চন্দ্রশেখর ছিলেন, নরোত্তমবিলাসে যথা,—

"জয় ভক্তি-রত্নদাতা শ্রীচন্দ্রশেখর।
প্রভু-পাদ-পদ্মে যেঁই মত্ত-মধুকর॥"

ইনি কবি রায় শেখর হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। রায় শেখরকে তত্ত্বনিধি মহাশয় "অতি বিখ্যাত পদ-কর্ত্তা"

---

* 'নৃপ শেখর' ভণিতার কোন পদ পাওয়া যায় নাই। বোধ হয়, 'নৃপকবিশেখর' ভুলে 'নৃপশেখর' লিখিত বা মুদ্রিত হইয়াছে।—সম্পাদক

বলিয়া এক পত্রে আমাকে জানাইয়াছেন। রায় শেখরের প্রণীত "গোপালবিজয়" নামে একখানি ১৭০১ শকে লেখা হস্তলিখিত পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ঐ পুস্তকে ২৫০০ শ্লোক আছে, সুতরাং নেহাত ক্ষুদ্র গ্রন্থ নহে।"

আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, জগদ্বন্ধু বাবু এই আলোচনায় যে জন্যই হউক, তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ গবেষণা ও বিচার-শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ শেখর ভণিতায় নিজকে 'নৃপ' বলেন নাই; কিন্তু 'নৃপকবি' বলিয়াছেন। যদিও 'যিনি নৃপ, তিনিই কবি'—এইরূপ 'কর্ম্মধারয়' সমাসের দ্বারা 'রাজা ও কবি' অর্থে 'নৃপ-কবি' পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু শেখর যে রাজা বা ভূম্যধিকারী ছিলেন, উহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরং 'দুখিয়া শেখর' ভণিতা দর্শনে বিরুদ্ধ অনুমানই করা যাইতে পারে। 'রায়' উপাধির ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ 'রাজা' 'ধনী'—যাহাই হউক না কেন, উহা দ্বারা যে, রাজা বা ধনী সূচিত হয় না, এই দরিদ্র সম্পাদক সে সম্বন্ধে হলপ করিয়া জবানবন্দী দিতে পারে। রায় শেখর শ্রীখণ্ডের বৈদ্য-জাতীয় নরহরি সরকার ঠাকুরের ভ্রাতা মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যদিও শ্রীখণ্ডের ঠাকুর-পরিবারের অনেক ব্রাহ্মণ-শিষ্য আছে বলিয়া জানা গিয়াছে; কিন্তু রায় শেখর ব্রাহ্মণ, কি বৈদ্য, তাহা নিশ্চিত জানা যায় নাই। তবে রঘুনন্দন বা রায় শেখর—কেহই যে "নিত্যানন্দ-বংশসম্ভূত" নহেন, তাহা ধ্রুব সত্য। জগদ্বন্ধুবাবু "নিত্যানন্দ-শাখা-ভুক্ত" স্থলে ভুলে ঐরূপ লিখিয়াছেন কি? শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন "ঠাকুর" নামেই প্রসিদ্ধ; তাঁহাকে "গোস্বামী" বলিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যে কোথাও উল্লেখ করা হইয়াছে, স্মরণ পড়ে না। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মাড়ো গ্রামে নিত্যানন্দবংশ-সম্ভূত প্রসিদ্ধ রঘুনন্দন গোস্বামীর সহিত নামের গোলযোগ করিয়া, জগদ্বন্ধুবাবু ঐরূপ লিখেন নাই ত? এই রঘুনন্দন গোস্বামী খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগেও কিছু দিন জীবিত ছিলেন। তিনি বাংলা-সাহিত্যের দুইখানা শ্রেষ্ঠ কাব্য "রাম-রসায়ন" ও "রাধামাধবোদয়" গ্রন্থের প্রণয়ন দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। জগদ্বন্ধুবাবু রায় শেখরের অনেক পদে গোবিন্দদাসের পদের ছায়া দেখিতে পাইয়া, উহা দ্বারা রায় শেখরকে গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী কবি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। আমরা কিন্তু উভয়ের পদে বিশেষ কোন সাদৃশ্য লক্ষ্য করিতে পারি নাই। তর্ক-স্থলে সাদৃশ্য ও উহা দ্বারা একের অন্যের অনুকরণ স্বীকার করিয়া লইলেও এখানে কে কাহার অনুকরণ করিয়াছেন, শুধু রচনা দেখিয়া নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। গোবিন্দদাসের প্রাদুর্ভাব-কাল নির্ণীত হইয়াছে। রায় শেখরের কাল নির্ণয় করাও কঠিন নহে। তাঁহার গুরু শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর নরোত্তম ঠাকুরের খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরাম দাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তারাও সেই মহোৎসবে ছিলেন, ইহা নরহরি চক্রবর্ত্তীর "ভক্তিরত্নাকর" হইতে জানা গিয়াছে। উহাতে রায় শেখরের কোনও উল্লেখ নাই। ইহাতে কি মনে হয় না যে, সম্ভবতঃ উহার কিছু পূর্ব্বেই রায় শেখর অপ্রকট হইয়াছিলেন? জগদ্বন্ধু বাবুর মতে ১৫০৪ শকের অল্প কিছু পরে খেতুরীর মহোৎসব হয়*। মহাপ্রভু ১৪৫৫ শকে অপ্রকট হয়েন; সে সময়ে যে, রঘুনন্দনের বয়স অন্যূন ২০।২৫ বৎসর হইবে, তাহা চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ১৫শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দের সহিত মহাপ্রভুর রঘুনন্দন সম্বন্ধে আলোচনা হইতেই বুঝা যায়। সুতরাং খেতুরীর মহোৎসব-কালে রঘুনন্দনের বয়স অন্যূন ৭০ বৎসর ধরিলে, তৎসময়ে রায় শেখর বালক ছিলেন, উহার পরে যুবক হইয়া মন্ত্র-গ্রহণ ও

* গৌরপদ-তরঙ্গিণী, উপক্রমণিকা, ১০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য—সম্পাদক।

পদ-রচনা করিয়াছেন, এরূপ অনুমান অপেক্ষা খেতুরীর মহোৎসবের পূর্ব্বেই তিনি অপ্রকট হয়েন, এরূপ সিদ্ধান্তই আমাদের নিকট অধিক সম্ভবপর মনে হয়। সুতরাং রায় শেখর গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী কবি নহেন। তিনি খুব সম্ভবতঃ গোবিন্দদাসের জন্মের কিছু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহার অন্তর্দ্ধানের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই অপ্রকট হইয়াছিলেন।

জগদ্বন্ধু বাবু রায় শেখরের কবিত্ব সম্বন্ধে যেন বিশেষ সংবাদ রাখেন না,—এইরূপ ভাব দেখাইয়া তত্ত্বনিধি মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত অথচ খুব প্রশংসা-সূচক পত্রের মতটীর উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন; নিজে রায় শেখরের কবিত্ব সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেন নাই। আমাদের বিবেচনায় তিনি রায় শেখরের কবিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার প্রবীণ মত স্পষ্ট ব্যক্ত করিলেই সমীচীন হইত। ঘনশ্যাম নরহরির প্রসঙ্গে তিনি কবিগণনায় গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের পরেই রায় শেখরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। * আমাদেরও উহাই মত বটে।

প্রায় সম-সাময়িক দুইজন শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে একের অন্যের অনুকরণ স্বাভাবিক নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রায় শেখর ও গোবিন্দদাসের অনেক পদেরই বর্ণনীয় বিষয় এক হইলেও রচনা-প্রণালী স্বতন্ত্র বটে। গোবিন্দদাসের রচনায় ব্রজবুলী পদ-লালিত্যে, অনুপ্রাসে ও ছন্দের ঝঙ্কারে যেরূপ অতুলনীয় পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, রায়শেখরের ব্রজবুলী প্রশংসনীয় হইলেও উহাতে সেরূপ উৎকর্ষ ঘটে নাই। ভাষার ক্রমোন্নতির দিক্ দিয়া দেখিলেও মনে হয় যে, রায়শেখর বিদ্যাপতির অনুকরণে যে, ব্রজবুলীর প্রবর্ত্তন করেন, সমধিক শক্তিশালী কবি গোবিন্দদাসের হাতে পড়িয়া উহাই উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এখন নামের সমস্যায় আসা যাউক। 'শেখর' শব্দটা পূর্ণ নাম হইতে পারে কি? অন্ততঃ এ দেশে সেরূপ দেখা যায় না। রায় শেখরের পূর্ণ নাম সম্ভবতঃ চন্দ্রশেখর বা শশিশেখর—এরূপ কিছু ছিল; কিন্তু তিনি কোন পদে সেই পূর্ণনামের ব্যবহার না করায় ও বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার 'শেখর' নামটাই চলিয়া যাওয়ায়, তাঁহার পূর্ণ নাম যে কি ছিল, উহা এখন জানা যায় না। তিনি বহুসংখ্যক পদে 'কবি শেখর' ভণিতা দিয়াছেন। এখানেও 'কবি' শব্দটা একটা বিশেষণ বলিয়াই মনে হয়; 'কবিদিগের শেখর (শিরোভূষণ)'—এইরূপ ষষ্ঠী সমাস দ্বারা সিদ্ধ পদ বলিয়া মনে হয় না। বিদ্যাপতির 'কবিশেখর' উপাধি কিন্তু এইরূপ ষষ্ঠী সমাস দ্বারাই সিদ্ধ বটে। তবে প্রাচীন ভারতীয় কবিরা 'শ্লেষ' ভক্ত ছিলেন বলিয়া, রায় শেখরের 'কবিশেখর' ভণিতা দ্বারা সেই 'কবি-শিরোমণি' অর্থও সূচিত না হইতে পারে, এমন নহে। "রাম কেমন? না, যার মনে যেমন!" যিনি যেরূপ অর্থ ভাল বুঝেন, তিনি সেরূপ অর্থ করিতে পারিবেন, এ জন্য আমরা শব্দ-বিচ্ছেদ না করিয়া 'কবিশেখর' সমাস-যুক্ত পদই রাখিয়াছি।

জগদ্বন্ধু বাবুর উল্লিখিত "গোপাল-বিজয়" গ্রন্থ আমরা দেখি নাই। সুতরাং উহার সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিব না। জগদ্বন্ধু বাবু যে কি জন্য রায় শেখরের সুপ্রসিদ্ধ "দণ্ডাত্মিকা" গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। ঐ গ্রন্থের আকার "গোপাল-বিজয়" হইতে কিছু ছোট হইলেও রায় শেখরের কবি-খ্যাতি প্রধানতঃ তাঁহার "দণ্ডাত্মিকা"-পদাবলীর উপরই নির্ভর করিতেছে। পদকল্পতরুর অধিকাংশ রায়শেখরের পদই "দণ্ডাত্মিকা" হইতে সংগৃহীত হইয়াছে এবং রায়শেখরই যে ঐ সকল পদের রচয়িতা, উহা হইতেই তাহা নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে।

* গৌরপদতরঙ্গিণীর উপক্রমণিকা, ৮১ পৃষ্ঠা—সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ বাবু তাঁহার সঙ্কলিত "বীরভূম-কাহিনী" গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে লিখিয়াছেন যে, "সংগ্রহ-তোষণী" নামক একখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে রায়শেখর সহজিয়া সাধক-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তাঁহার সাধন-সঙ্গিনীর নাম 'দুর্গাদাসী' ছিল—এরূপ লিখিত আছে। সহজিয়া গ্রন্থকারেরা স্বয়ং মহাপ্রভু হইতে আরম্ভ করিয়া রূপ, সনাতন, শ্রীজীব, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি সকলেরই এক একটী সাধন-সঙ্গিনী জোটাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং তাহারা যে প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা রায়শেখরকেও তাহাদের কৃপা হইতে বঞ্চিত করিবে না, ইহা সহজেই অনুমেয়। রায় শেখরের এই কলঙ্কের সত্যাসত্য নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে, এ যাবৎ আমরা তাঁহার কোন সহজিয়া-ভাবের পদ পাই নাই। তাঁহার পদাবলীতে সখীর অনুগাভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবার কামনা ব্যতীত অন্য কামনারও পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

শ্যামদাস

"শ্যামদাস"-ভণিতার ৬টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাঁর পূর্ণ নাম শ্যামাচরণ কিংবা শ্যামানন্দ, এবং শ্যামানন্দ হইলে কোন্ শ্যামানন্দ, উহা এ যাবৎ নির্ণীত হয় নাই। প্রসিদ্ধ শ্রীনিবাসাচার্য্যের শ্বশুর গোপাল চক্রবর্ত্তীর পুত্রদ্বয়ের নাম ছিল শ্যামদাস ও রামচন্দ্র। ইহাঁদের সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে লিখিত হইয়াছে,—

"শ্যামদাস রামচন্দ্র গোপালতনয়।
শ্যামানন্দ রামচরণাখ্যা কেহ কয়॥
দোহে আচার্য্যের শিষ্য অদ্ভুত চরিত।
এথা অল্পে কহিল এ সর্ব্বত্রে বিদিত॥"

জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—"উভয় ভ্রাতাই শ্রীনিবাসাচার্য্যের মন্ত্রশিষ্য। ইহাঁরা পদ-কর্ত্তা ছিলেন। স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অন্য প্রমাণের অভাবে আমরাও বলি—তথাস্তু।" শ্যামদাসের পদগুলি বিশেষত্ব-হীন; সুতরাং তৎসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

শ্যামানন্দ

'শ্যামানন্দ'-ভণিতার ৩টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই শ্যামানন্দ গোপাল চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্যামদাস ওরফে শ্যামানন্দ কিংবা শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের বন্ধু প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-আচার্য্য শ্যামানন্দ পুরী, তাহা বলা কঠিন। আমরা পদকল্পতরুর 'শ্যামদাস' ও শ্যামানন্দ ভণিতার পদগুলির মধ্যে রচনা-গত কোন বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করি নাই। তবে ১০২৪ সংখ্যক—"রাই কনক-মুকুর কাঁতি" ইত্যাদি অভিসারের পদ ও অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী গ্রন্থে উদ্ধৃত "শ্যামদাস"-ভণিতার ৩০০—৩০৯ সংখ্যক পদগুলি যাহা পদরসসার, পদরত্নাকর ও সাহিত্য-পরিষদের পুথি-শালার ২০১ সংখ্যক পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, প্রসিদ্ধ শ্যামানন্দ পুরীর প্রবীণ হস্তের রচনা বলিয়াই প্রতীত হয়। শ্যামানন্দ শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের ন্যায় অনেক দিন বৃন্দাবনে থাকিয়া বৈষ্ণব-শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্রজবুলীর পদে বাঙ্গালায় অজ্ঞাত ব্রজ-ভাষার অনেক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। শ্যামানন্দ পুরীর নামান্তর ছিল "দুঃখী কৃষ্ণদাস।" নরহরি চক্রবর্ত্তী তাঁহার তিনটী পদে এই শ্যামানন্দের চরিত্রাস্বাদন করিয়াছেন।* তন্মধ্যে "ও মোর পরাণ-বন্ধু" ইত্যাদি সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক পদে শ্যামানন্দের জীবনের প্রধান ঘটনাগুলির পরিচয় আছে। জগদ্বন্ধু বাবুর 'গৌর-পদতরঙ্গিণী' অধুনা অপ্রাপ্য হওয়ায়, আমরা ঐ পদটী এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম; কেন না,

---

* গৌরপদতরঙ্গিণীর ৪৬৮—৪৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য—সম্পাদক।

পরবর্ত্তী সময়ের প্রধান বৈষ্ণব-আচার্য্য শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের বিবরণ না জানিলে, বৈষ্ণব-ইতিহাসের জ্ঞান নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

"ও মোর পরাণ-বন্ধু শ্যামানন্দ সুখ-সিন্ধু
সদাই বিহ্বল গোরা-গুণে।
গৃহ পরিহরি দূরে আনন্দে অম্বিকা পুরে
আইলেন প্রভুর ভবনে॥
হৃদয়চৈতন্য দেখি অঝোরে ঝরয়ে আঁখি
ভূমিতে পড়য়ে লোটাইয়া।
শিরে ধরি সে চরণ করি আত্ম-সমর্পণ
একচিতে রহে দাঁড়াইয়া॥
দেখি শ্যামানন্দ-রীত ঠাকুর করিয়া প্রীত
নিকটে রাখিয়া শিষ্য কৈল।
করি অনুগ্রহ অতি শিখাইয়া ভক্তি-রীতি
নিতাই চৈতন্যে সমর্পিল॥
কতক দিবস পরে পাঠাইতে ব্রজ-পুরে
শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইলা।
প্রভু নিতাই চৈতন্য শ্যামানন্দে কৈলা ধন্য
যাত্রা-কালে আজ্ঞা-মালা দিলা॥
শ্যামানন্দ পথে চলে ভাসয়ে আঁখের জলে
সোঙরিয়া প্রভুর গুণগণ।
একাকী কতক দিনে প্রবেশিলা বৃন্দাবনে
বহু তীর্থ করিয়া ভ্রমণ॥
দেখিয়া শ্রীবৃন্দারণ্য আপনা মানয়ে ধন্য
আনন্দে ধরিতে নারে থেহ।
সিক্ত হৈয়া নেত্র-জলে লোটায় ধরণীতলে
বিপুল পুলকময় দেহ॥
গিয়া গিরি গোবর্দ্ধনে কৈল যা আছিল মনে
শ্রীরাধা-কুণ্ডের তটে আসি।
প্রেমায় বিহ্বল হৈলা দেখি অনুগ্রহ কৈলা
শ্রীদাস গোসাঞি গুণ-রাশি॥
শ্রীজীব নিকটে গেলা নিজ পরিচয় দিলা
তেঁহ কৃপা কৈলা বাৎসল্যেতে।
যেবা মনোরথ ছিল তাহা যেন পূর্ণ হৈল
হৃদয়চৈতন্য কৃপা হৈতে॥
ভ্রমিলা দ্বাদশ বন কৈলা গ্রন্থ অধ্যয়ন
হৈলা অতি নিপুণ সেবায়।

শ্রীগৌড় অম্বিকা হৈয়া রহিলা উৎকলে গিয়া
শ্রীগোস্বামিগণের আজ্ঞায় ॥
পাষণ্ডী অসুরগণে মাতাইল গোরা-গুণে
কারে বা না কৈলা ভক্তি-দান।
অধম আনন্দে ভাসে শ্যামানন্দ-কৃপালেশে
কেবা না পাইল পরিত্রাণ ॥
কে জানিবে তাঁর তত্ত্ব সদা সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত
অবনীতে বিদিত মহিমা।
নিজ পরিকর সঙ্গে বিলসে পরম রঙ্গে
উৎকলে সুখের নাহি সীমা ॥
যে বারেক দেখে তারে সে ধৃতি ধরিতে নারে
কিবা সে মূরতি মনোহর।
নরহরি কহে প্রভু রসিকানন্দের প্রভু
হবে কি এ নয়ন-গোচর ॥”

উড়িষ্যায় বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারই শ্যামানন্দের জীবনের প্রধান কার্য্য। তাঁহার এ কার্য্যে তাঁহার উড়িষ্যা-বাসী শিষ্য রসিকানন্দ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকরের ষষ্ঠ ও ১৫শ তরঙ্গে শ্যামানন্দের কাহিনী বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্যামানন্দ সদ্গোপ-বংশজাত ছিলেন। সদ্গোপেরা বৈশ্য, ইহাঁদিগের পেশা প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য ছিল। শ্যামানন্দের বংশধরগণ অধুনা গোস্বামী বলিয়া পরিচিত। পশ্চিম অঞ্চলের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের ন্যায় তাঁহাদিগেরও উপনয়ন সংস্কার হইয়া থাকে। শ্যামানন্দের নিবাস ছিল ধারেন্দা-গ্রামে। উহা এখন ধারেন্দা-বাহাদুরপুর নামে পরিচিত হইয়াছে। শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দের রচিত একটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। রসিকানন্দ শীর্ষকে তাঁহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

“শ্রীনিবাস”-ভণিতার ৩টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদ-কর্ত্তা শ্রীনিবাস খুব সম্ভবতঃ প্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বয়ং। ইনি শ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালের একজন প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্য।

শ্রীনিবাস

ইনি দস্যুদল-পতি বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের চরিত্র শোধনপূর্ব্বক তাঁহাকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু এবং প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজের মন্ত্র-দাতা গুরু ছিলেন। ইনি বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য। ‘ভক্তিরত্নাকর’ গ্রন্থে প্রধানতঃ এই শ্রীনিবাসাচার্য্যের জীবন-বৃত্তান্তই সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ-জিজ্ঞাসু উহা অবশ্য পড়িবেন। আমরা নিম্নে তাঁহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত করিতেছি।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত ‘চাখণ্ডী’ গ্রামনিবাসী গৌরাঙ্গ-ভক্ত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ওরফে চৈতন্যদাসের ঔরসে জাজি গ্রামের বলরাম আচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর গর্ভে আনুমানিক ১৪৩৮ শকে শ্রীনিবাসের জন্ম হয়। অল্প বয়সেই ইনি নানা শাস্ত্রে বিদ্বান্ হইয়া উঠেন। এ সময়েই ইহাঁর সহিত শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের সাক্ষাৎ ঘটে এবং শ্রীনিবাস গৌরাঙ্গপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া অধ্যয়ন ছাড়িয়া নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য গৃহ-ত্যাগ করেন। পথেই শুনিতে পান যে, মহাপ্রভু

অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন। শ্রীনিবাস এই দুঃসংবাদ শ্রবণে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইলেও নীলাচলে যাইয়া জগন্নাথদেব ও মহাপ্রভুর লীলা-স্থল দর্শন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক নবদ্বীপে যাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ও তাঁহার অভিভাবক বংশীবদন ঠাকুরের চরণ দর্শন করেন। তৎপরে শান্তিপুর, একচক্রা প্রভৃতি বৈষ্ণবদিগের সকল শ্রীপাট দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে যাওয়ার বাসনা করেন। পিতৃবিয়োগ জন্য বৃন্দাবন-গমনে কিছু বিলম্ব ঘটে। পরে বৃন্দাবনে যাইয়া, রূপ ও সনাতন গোস্বামীর অপ্রকট হওয়ায় শ্রীজীবের নিকট গোস্বামিগ্রন্থ-সমূহ অধ্যয়ন ও গোপাল ভট্টের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, শ্রীজীবের প্রদত্ত গোস্বামিগ্রন্থগুলির কাষ্ঠপেটিকা সহকারে নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সহিত স্বদেশ অভিমুখে রওনা হন। পথে বন-বিষ্ণুপুরের নিকটে রাজা হাম্বীরের নিয়োজিত দস্যুগণ কর্ত্তৃক গ্রন্থ-পেটিকাগুলি অপহৃত হয়। যে ভাবে শ্রীনিবাস উহার উদ্ধার করিয়া রাজা হাম্বীরকে বৈষ্ণব-ভক্তে পরিণত করেন, উহা "বীর হাম্বীর" প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। জাহ্নবা ঠাকুরাণীর আদেশে তিনি ক্রমে দুই বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথম পত্নীর নাম ঈশ্বরী ও দ্বিতীয় পত্নীর নাম গৌরাঙ্গপ্রিয়া। তাঁহার পুত্র-কন্যাদিগের মধ্যে পদ-কর্ত্তা গোবিন্দগতি ওরফে গতিগোবিন্দ ঠাকুর ও প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা যদুনন্দনের দীক্ষাদাত্রী হেমলতা ঠাকুরাণীই প্রসিদ্ধ। এই শ্রীনিবাসাচার্য্যের বৃদ্ধপ্রপৌত্র প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা ও পদসংগ্রহ-কার রাধামোহন ঠাকুর বটে। 'রাধামোহন' শীর্ষকে শ্রীনিবাসাচার্য্যের অধস্তন বংশাবলীর বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

শ্রীনিবাসাচার্য্যের বেশী পদ পাওয়া যায় নাই। তবে তাঁহার—

"বদন-চান্দ কোন্ কুন্দারে কুন্দিল গো
কেনা কুন্দিলে দুই আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে
সেই সে পরাণ তার সাথী॥"

ইত্যাদি ৭৯০ সংখ্যক শ্রীকৃষ্ণের রূপানুরাগের পদটী অতি অপূর্ব্ব। সমগ্র পদাবলী সাহিত্যেও বোধ হয়, ইহা অপেক্ষা সরল ও আন্তরিকতা-পূর্ণ রূপ-বর্ণনার পদ বড় বেশী পাওয়া যাইবে না। শ্রীনিবাসাচার্য্যের ৩০৭২, ৩০৭৩ সংখ্যক পদ-দ্বয় প্রার্থনা-বিষয়ক। তিনি ঐ পদে গুণমঞ্জরী সখীর অভিন্ন-তনু স্বীয় গুরুদেবের নিকট শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল-সেবনরূপ কৃপা যাচ্ঞা করিয়াছেন।

সদানন্দ

'সদানন্দ'-ভণিতার একটী মাত্র (২১৯৪ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটী গৌরচন্দ্র-বিষয়ক। উহা হইতে পদ-কর্ত্তার নিজের কোন পরিচয় বা তাঁহার কবিত্বের বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না।

সালবেগ

'সালবেগ'-ভণিতার [illegible] পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার ১৫৪২ সংখ্যক পদের ভাষা প্রাচীন উড়িয়া-ভাষা। ২৪৭২ সংখ্যক পদের ভাষা মিশ্র ব্রজবুলী এবং ২৯৭২ সংখ্যক পদের ভাষা ব্রজ-ভাষা বটে। আমরা উড়িয়া-ভাষায় ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রদ্ধাস্পদ রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুরের নিকট সালবেগের পরিচয় ও উক্ত উড়িয়া-পদের কয়েকটী সন্দিগ্ধ শব্দের অর্থ জানিতে চাহিলে, তিনি আমাদিগকে সন্দিগ্ধ শব্দের অর্থ সহ সালবেগের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয়পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, উহা হইতে জানিতে পারিয়াছি যে, 'দার্ঢ্য-ভক্তি' নামক প্রাচীন উড়িয়া-গ্রন্থে সালবেগ নামক মুসলমান বৈষ্ণব-ভক্তের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। একজন মুসলমান [illegible] হিন্দু-জাতীয় এক বিধবা নারীর গর্ভে কৃষ্ণ-ভক্ত সালবেগের জন্ম হয়। তাঁহার

সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তবে মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী বাঙ্গালার সুপুষ্ট বৈষ্ণব-সাহিত্যে ইঁহার কোন প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না বলিয়া ইনি মহাপ্রভুর পূর্ব্বেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এরূপ মনে করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। ইনি সম্ভবতঃ শেষ জীবনে হিন্দুস্থানের সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান হিন্দী-কবি রসখানের ন্যায় ব্রজে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত নাম-সংকীর্ত্তনবিষয়ক—

"জয় জয় রাধে গোপাল গোপাঙ্গনা রে।
শীশ মোর-মুকুট নট   শোহে কটি পীত পট
কিঙ্কিণি অধিক শোহাওনা রে॥"

ইত্যাদি ২৯৭২ সংখ্যক পদের ভাষাই তাঁহার ব্রজ-বাসের পরিচায়ক।

"নৃপতি সিংহ কবি"-ভণিতার একটী মাত্র (১৯৪০ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদকর্ত্তা রাজা শিব সিংহ কিংবা বিদ্যাপতি কে ছিলেন, নিশ্চিত বলা যায় না। নগেন্দ্র বাবু এই পদের একটা রূপান্তর নেপালের পুথিতে পাইয়া, উহা বিদ্যাপতির পদাবলীর অন্তর্গত করিয়াছেন। পদামৃতসমুদ্রে এই পদের ভণিতায় 'নৃপতি সিংহ কবি' স্থলে "নৃপ শিব সিংহ কবি" পাঠ আছে। সুতরাং ইহা যে, রাজা শিব সিংহ কিংবা তাঁহার সভা-কবি বিদ্যাপতির রচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শিব সিংহ রাজা দেবসিংহের পুত্র। তাঁহার রাজ্য-প্রাপ্তি-কাল গ্রীয়ার্‌সন্ মহোদয়ের মতে ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দ। কিন্তু "মৈথিল-কোকিল-বিদ্যাপতি"-প্রণেতা ব্রজনন্দন সহায় মহাশয়ের মতে ১৪০০ খৃষ্টাব্দ। নগেন্দ্র বাবুর মতে ২৯৩ ল সং অর্থাৎ ১৩২৪ শকাব্দা বা ১৪০২ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। প্রবাদ আছে যে, সাড়ে তিন বৎসর রাজত্ব করিয়া তিনি মুশলমানদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। শিব সিংহের ছয় জন-মহিষী ছিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধানা মহিষী লছিমা দেবীর উল্লেখই বিদ্যাপতির পদে বেশী দেখা যায়। শিব সিংহের অন্যান্য বিবরণ "বিদ্যাপতি" শীর্ষকে লিখিত হইয়াছে। রাজা শিব সিংহের নামান্তর ছিল—রূপনারায়ণ।

সিংহ (নৃপতি)

'সিংহ ভূপতি'-ভণিতার ৬টী পদ পদকল্পতরুতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পদগুলির মধ্যে ১১৪ সংখ্যক "সকল সখি পরবোধি" ইত্যাদি পদে পদামৃতসমুদ্র, পদরসসার ও পদরত্নাকর পুথিগুলিতে বিদ্যাপতির ভণিতা আছে। এই পদটীর একটা রূপান্তর সিংহ ভূপতির ভণিতা সহ মৈথিল রাগ-তরঙ্গিণী পুথিতে পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং ইহাও যে রাজা শিব সিংহ কিংবা তাঁহার সভা-কবি বিদ্যাপতির রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ৪৭৭ সংখ্যক "মদন-কুঞ্জ পর" ইত্যাদি পদে পদরসসার ও পদরত্নাকরে 'সিংহ ভূপতি'র স্থলে শুধু 'ভূপতি'র ভণিতা আছে। পদের ভাষা ও ভাব 'ভূপতি' নামক স্বতন্ত্র পদ-কর্ত্তার অনুরূপ; সুতরাং বিশেষ আলোচনায় এখন আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে যে, পদরসসার ও পদরত্নাকরের ভণিতাই ঠিক। ইহা স্বতন্ত্র পদ-কর্ত্তা ভূপতির রচিত পদ বটে। ১০৮০ সংখ্যক "গৌর দেহ সুচারু সুবদনি" ইত্যাদি পদের রূপান্তর মৈথিল 'রাগতরঙ্গিণী' পুথিতেও পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং ইহাও রাজা শিব সিংহ কিংবা বিদ্যাপতির রচিত। ১৬৯৮ সংখ্যক "অসনি কহতহি" ইত্যাদি পদের দুর্ব্বোধ্য প্রাচীন মৈথিল ভাষা ও 'সিংহ ভূপতি' নাম-যুক্ত ভণিতাই উহার মৈথিল রচয়িতার পরিচয় দিতেছে। নগেন্দ্র বাবু যে জন্যই হউক, তাঁহার সংস্করণে এই পদটী উদ্ধৃত করেন নাই। তিনি ১৩৩৬ সালের প্রবাসী পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যায় "বৈষ্ণব কবিতার শব্দ ও ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধে ঐ পদটী স্বীকার করিয়া, উহার একটা মন-গড়া রূপান্তর ও বহু স্থলে অসংলগ্ন ব্যাখ্যা প্রকাশিত করিয়াছেন। উহার সম্বন্ধে আলোচনা মাসিক পত্রিকাতেই করা হইবে। এখানে ঐ আলোচনা

সিংহ (ভূপতি)

অনাবশ্যক। ১৭৩৬ সংখ্যক "মোর বন বন" ইত্যাদি পদ ও ১৯৮৩ সংখ্যক "রে বে পরম প্রেম-সজনী" ইত্যাদি পদের সম্বন্ধেও ঐ মন্তব্যই প্রযোজ্য। "অসনি কহতহিঁ" ইত্যাদি পদ ছাড়া বাকি পদগুলি নগেন্দ্র বাবু, বিদ্যাপতির পদাবলীতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

সুন্দর দাস

'সুন্দর দাস'-ভণিতার দুইটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। 'সুন্দর দাস' নামটী সুন্দর হইলেও বাঙ্গালায় এ রকম নাম বড় দেখা যায় না। সুন্দর দাস নামক কোন বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তার উল্লেখ বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায় নাই। 'সুন্দর' গৌরসুন্দর বা কৃষ্ণসুন্দর প্রভৃতি সুন্দরান্ত নামের সংক্ষেপ বলিয়াই বিবেচনা হয়। 'কীর্ত্তনানন্দ' গ্রন্থের সংগ্রহ-কার 'গৌরসুন্দর' ভণিতার পাঁচটা পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনিই সুন্দরদাস ভণিতার পদ-দ্বয়ের রচয়িতা কি ? আনন্দের বিষয় যে, সুন্দরের আলোচ্য পদ দুইটী তাঁহার নামের অনুরূপ বটে। সুন্দরের পদ দুইটী, শ্রীবলরামের গোষ্ঠ-বেশের বর্ণনা। 'গৌর দাস' ও 'গৌরসুন্দর' দাসের ব্রজবুলী রচনার সহিত আলোচ্য পদের ভাষা-গত সাদৃশ্য আছে। ইহা হইতেই আমাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সুন্দর দাস ও গৌরসুন্দর অভিন্ন ব্যক্তি।

সুর (দাস)

'সুর'-ভণিতার একটী মাত্র (১০৮৫ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। সুর অর্থাৎ সুরদাস ব্রজ-ভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। প্রবাদ যে, তিনি প্রায় এক লক্ষ পদ রচনা করিয়া, 'সুর-সাগর' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন ; কিন্তু এখন উহার অল্প অংশ মাত্র পাওয়া যায়, বাকি বেশীর ভাগ পদই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই নগরের বেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে প্রসিদ্ধ হিন্দীর গ্রন্থকার স্বর্গগত রাধাকৃষ্ণ দাসের সম্পাদিত "সুর-সাগর" গ্রন্থের যে উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে চারি পাঁচ হাজারের অধিক পদ সংগৃহীত হয় নাই। উহা হইতেই আবার পদ ছাটিয়া কাটিয়া "সংক্ষিপ্ত সুর-সাগর" নামে হিন্দীতে সুরদাস-পদাবলীর আরও ২।৩ খানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণ হইয়াছে। কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব কর্তৃক প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে সঙ্কলিত "সঙ্গীত-রাগ-কল্পদ্রুম" নামক সুবৃহৎ গীত-সংগ্রহ গ্রন্থে * সুরদাসের কয়েক শত উৎকৃষ্ট পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা বোম্বাইর মুদ্রিত বৃহৎ "সুর-সাগর" দেখি নাই ; কিন্তু প্রয়াগের হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলন কর্ত্তৃক প্রকাশিত আন্দাজ পাঁচ শত পদ-পূর্ণ সংক্ষিপ্ত সুর-সাগর ও কৃষ্ণানন্দের "রাগকল্পদ্রুম" পড়িয়াছি। উহাতে আলোচ্য পদটী পাই নাই। তথাপি—

"গোবিন্দ-মুখারবিন্দ
নিরখি মন বিচারেঁ।।
চন্দ্র কোটি ভানু কোটি
মদন কোটি ওয়ারেঁ।।"

ইত্যাদি বর্ণনার ভাষা ও ছন্দ দর্শনে ইহা সুর দাসের খাঁটি রচনা বলিয়াই মনে হয়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা আবশ্যক যে, পদামৃত-সমুদ্র, গীতচিন্তামণি ইত্যাদি বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ পদ-সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে হিন্দীর কবি-শ্রেষ্ঠ সুরদাসের কোনও পদ উদ্ধৃত হয় নাই। প্রায় তিন হাজার পদ-পূর্ণ পদকল্পতরুতে মাত্র এই পদটী, সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার ২০১ সংখ্যক পুথিতে "পেখলুঁ একহি অদভুত রাগ" ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের সুপ্রসিদ্ধ পদ এবং পদরসসার পুথিতে ঝুলন-লীলার "সভে মেলি ঝুলন যাই

* কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হিন্দী বাংলা ইত্যাদি নানা ভাষার প্রায় পনের হাজার গীতিপূর্ণ এই বিরাট্ সংগ্রহের ১ম ও ২য় খণ্ড নাম-মাত্র ৮৲ টাকা মূল্যে ও ৩য় খণ্ড ২৲ টাকা মূল্যে পরিষদ্-কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।—সম্পাদক।

হিঁডোর” ইত্যাদি পদটী পাওয়া গিয়াছে। শেষোক্ত পদদ্বয় আমাদের “অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী” গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। হিন্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি সুরদাসের সকল পদই শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিত পৌরাণিক ঘটনা ও বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলাবিষয়ক বটে। এ অবস্থায় বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তারা কি জন্য যে সুরদাসের পদ-সংগ্রহে এরূপ কার্পণ্য করিয়াছেন, তাহা বুঝা যায় না। সুরদাসের পদের ভাষা বাঙ্গালার ব্রজবুলী হইতে অনেক পরিমাণে স্বতন্ত্র হইলেও ব্রজবুলীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষে একান্ত দুর্ব্বোধ্য নহে। তবে তাঁহার “দৃষ্ট-কূট” অর্থাৎ হেঁয়ালীর পদের কথা স্বতন্ত্র। জ্ঞানদাসের হেঁয়ালীর পদের ন্যায় উহার অর্থও দুর্বোধ্য বটে। এ অবস্থায়, আজ পর্য্যন্তও বাঙ্গালায় তুলসীদাস ও কবীরের পদের ন্যায় কেহ যে সুরদাসের উৎকৃষ্ট পদাবলীর একটা বাঙ্গালা সংস্করণ প্রকাশিত করিতে অগ্রসর হন নাই, ইহা আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা নহে।

সুরদাস সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-প্রচারক ও বেদান্ত-ভাষ্য-কার বল্লভাচার্য্যের শিষ্য এবং অন্ধ ছিলেন। বল্লভ আচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক। চৈতন্যচরিতামৃতে একাধিক স্থলে তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম মতের সহিত ইহাঁর মত-বিরোধ থাকায় কবিরাজ গোস্বামী ইহাঁর প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে বল্লভাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় চৈতন্যদেবকে একজন ভক্ত সন্ন্যাসী ব্যতীত অবতার বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এ জন্যই বোধ হয়, ব্রজ-ধামে উভয় সম্প্রদায় একই সময়ে একত্র বাস করিয়াও পরস্পরের সহিত সৌহৃদ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। সুরদাসের অতি অপূর্ব্ব পদাবলীর প্রতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপেক্ষার ইহাই প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচনা হয়। অন্ধ কবি সুরদাস তাঁহার সমস্ত জীবন ব্রজেই যাপিত করিয়াছিলেন। মোগল-সম্রাট্ আকবরের সভায় বাবা রামদাসের পুত্র সুরদাস নামক যে গায়ক ছিলেন, তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি,—ইহা সংক্ষিপ্ত সুর-সাগরের সম্পাদক, হিন্দীর প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত বিয়োগী হরিজীর গবেষণার ফলে নিঃসন্দিগ্ধ-ভাবে নির্ণীত হইয়াছে। আমরা শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত “কমলা” নাম্নী মাসিক পত্রিকায় “সুরদাসের পদাবলী” শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে সুরদাসের জীবন-বৃত্ত ও পদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ঐ পত্রিকাখানা যাওয়ায় সে আলোচনা অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। অবসরের অভাবে আমরা আর এ কার্য্যে হাত দিতে পারি নাই। ভরসা করি, হিন্দী-সাহিত্যে অভিজ্ঞ সুরদাস-পদাবলীপ্রিয় কোনও লেখক এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। হিন্দী-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্নগুলির সম্বন্ধে বাঙ্গালায় কোন আলোচনা হয় না বলিলেই হয়। ইহা বাঙ্গালার একটা কলঙ্কের কথা।

“সৈয়দ মর্‌তুজা”-ভণিতার একটী মাত্র (২৯৫৭ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই মুসলমান পদ-কর্ত্তার কোন পরিচয়ই আজ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। মুন্‌সী আব্দুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়ের সংগ্রহে সৈয়দ মর্‌তুজার নাম বা কোন পদ দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ পড়ে না। পদকর্ত্তা নসির মামুদের ন্যায় ইনিও সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গবাসী কবি হইবেন। সৈয়দ মর্‌তুজা সাহেবের—

সৈয়দ মর্‌তুজা

“শ্যাম বন্ধু চিত-নিবারণ তুমি।
কোন শুভ দিনে দেখা তোমা সনে
পাসরিতে নারি আমি॥”

ইত্যাদি আলোচ্য গীতটীতে পদকর্ত্তা শ্রীরাধার সুরের সহিত সুর মিশাইয়া নিজেও তাঁহার হৃদয়-দেবতা শ্রীকৃষ্ণের পদ-ছায়ায় [illegible] কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন মনে হয়। কেন না, শুধু ব্রজলীলায় [illegible]

আকর্ষণে পদ রচনা করিলে তাহা এরূপ আন্তরিকতা-পূর্ণ হয় কি না, সন্দেহের বিষয়। সুতরাং আলোচ্য পদটী সৈয়দ সাহেবের উচ্চ-শ্রেণীর কবিত্বের পরিচায়ক না হইলেও ইহা যে, তাঁহার অনন্য কৃষ্ণ-ভক্তির পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

'স্বরূপ দাস'-ভণিতার দুইটী মাত্র পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু বৈষ্ণব-সাহিত্য হইতে দুইজন স্বরূপ দাসের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন। উহার মধ্যে প্রথম স্বরূপ দাস শ্রীগৌরাঙ্গের অসংখ্য পরিকরের মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয় জন প্রসিদ্ধ শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য-পরম্পরায় ৪র্থ স্থানীয় স্বরূপাচার্য্য। ইঁহার গুরু বিলাসাচার্য্য পুরুষোত্তম আচার্য্যের শিষ্য এবং পুরুষোত্তম আবার শ্রীনিবাসের শিষ্য বিশ্বাচার্য্যের শিষ্য; সুতরাং ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য-পরম্পরায় ৪র্থ স্থানীয় বটে। পুরুষ-গণনায় যেমন সাধারণতঃ তিন পুরুষে এক শতক ধরা হয়, শিষ্য-গণনায় ঠিক সেই নিয়ম খাটে না। কেন না, অনেক সময়ে শিষ্যের বয়ঃক্রমও গুরু অপেক্ষা বেশী হইতে দেখা যায়। পুরুষ গণনায় বৈষ্ণব দাসের গুরু রাধামোহন ঠাকুর শ্রীনিবাসাচার্য্যকে ধরিয়া গণনায় অধস্তন পঞ্চম পুরুষ; সেই হিসাবে এই স্বরূপাচার্য্যও প্রায় শ্রীনিবাসের সমসাময়িকই হইবেন। প্রথম স্বরূপ দাস যে, কোন্ সময়ের লোক, তাহা জগদ্বন্ধু বাবু স্পষ্ট লিখেন নাই। তবে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের 'পরিকর' ছিলেন বলিয়া নরোত্তমবিলাসে উল্লিখিত হওয়ায়, তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক বলিয়াই জানা যাইতেছে। ইনি পদ-কর্ত্তা ছিলেন কি না, জানা যায় নাই। দ্বিতীয় স্বরূপদাসের সম্বন্ধে জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন,—"কেহ কেহ ইঁহাকেই পদ-কর্ত্তা স্বরূপদাস অনুমান করেন।"

স্বরূপ দাস

পদকল্পতরুর এই দুইটী পদের অতিরিক্ত 'স্বরূপ দাস' ভণিতার আর একটী পদ "গৌরপদ-তরঙ্গিণী" গ্রন্থের ৪১৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে। পদটী শ্রীনিত্যানন্দের জন্মোৎসবের পদ ও লোচনদাসের "ধামালী" পদের অনুযায়ী ছন্দে গ্রথিত, যথা—

'উলু পড়ে বারে বারে
হারাই পণ্ডিতের বাড়ী।
পদ্মাবতীর ঘরে নিতাই
আইল গোলোক ছাড়ি॥
একচাকার নারী সকল
যে যে ভাবে ছিল।
ছাওাল দেখ্‌তে আতে বিথে
তখনি ছুটিল॥"—ইত্যাদি।

এই 'ধামালী' ছন্দ প্রাক্‌চৈতন্য-যুগের চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বা গুণরাজ খাঁর শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে দেখা যায় না। চৈতন্যদেবের সম-সাময়িক বাঙ্গালা-সাহিত্যেও এই ছন্দ পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ পড়ে না। লোচনদাসই বোধ হয়, প্রথমে এই ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন। আমাদিগের এই মন্তব্য যথার্থ হইলে ইহাও দ্বিতীয় স্বরূপদাসের পদ-কর্ত্তৃত্বের প্রমাণস্বরূপ গণ্য করা যাইতে পারে।

'হরিকৃষ্ণ দাস'-ভণিতার একটী মাত্র (৬০ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। পদ-কর্ত্তা হরিকৃষ্ণ দাস কে ছিলেন, জানা যায় নাই। ইনি এবং ১৩৭০ সংখ্যক পদের রচয়িতা 'হরেকৃষ্ণ দাস' এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বিবেচনা হয়। হরিকৃষ্ণ দাসের—

হরিকৃষ্ণ দাস

"কি মধুর মধুর বয়স নব কৈশোর
মূরতি জগ-মন-হারী।
কি দিয়া কেমনে বিধি নিরমিল গোরা-তনু
আকুল কুলবতী নারী॥"

ইত্যাদি গৌরচন্দ্র-পদটীর রচনা সুন্দর।

'হরিদাস' ও 'হরিদাস দ্বিজ' ভণিতার ২+৪=৬টী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

হরিদাস ও হরিদাস (দ্বিজ)

জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উপক্রমণিকায় সাত জন হরিদাসের পরিচয় দিয়া, উহাঁদিগের মধ্যে যে তিন জনকে পদ-কর্ত্তা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পরিচয় নিম্নে লিখিত হইতেছে,—

প্রথম ও দ্বিতীয়—বড় হরিদাস ও ছোট হরিদাস; যথা—

"বড় হরিদাস ও ছোট হরিদাস।
দুই কীর্ত্তনিয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ॥"—(চৈ, চ, আদি, ১০ম)।

জগদ্বন্ধু বাবু বড় হরিদাসের অন্য বিশেষ পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই; কিন্তু ছোট হরিদাসের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, অতি সুকণ্ঠ গায়ক বলিয়া তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে কীর্ত্তন-গান শুনাইতেন। মহাপ্রভু ইহাঁকে খুব ভালবাসিতেন; তথাপি অতি সামান্য দোষে ইহাঁকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। সে দোষটী এই যে, হরিদাস একদা শিখী মাহিতীর ভগিনী মাধবী দাসীকে ভিক্ষা-লব্ধ মোটা চাউল দিয়া, তাঁহার নিকট হইতে মহাপ্রভুর জন্যে উত্তম সরু চাউল বদলাইয়া আনিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে মাধবী দাসীর সহিত হরিদাসের দুই এক কথা হইয়াছিল। ইহা অধিকাংশ লোকের নিকট তেমন দূষণীয় বিবেচিত না হইলেও মহাপ্রভুর নিয়ম ছিল যে, তিনি কোন স্ত্রীলোকের সহিত কথা-বার্ত্তা কহিতেন না; তাঁহার সহচর অনুচরদিগের প্রতিও তাঁহার কড়া আদেশ ছিল যে, তাঁহারাও স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষণ করিতে পারিবেন না। ছোট হরিদাস ঐ আদেশ লঙ্ঘন করায়, তাঁহার জীবদ্দশায় মহাপ্রভু আর তাঁহার মুখ-দর্শন করেন নাই। চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে যে, পর-জন্মেও যেন হরিদাস মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিতে পারেন, এই কামনা করিয়া তিনি প্রয়াগের ত্রিবেণীতে ডুবিয়া প্রাণ-ত্যাগ করেন। এই ঘটনার কথা পরে অন্য একজন ভক্তের নিকট শুনিতে পাইয়া, মহাপ্রভু ক্ষণ-কাল গম্ভীর ভাবে নীরব থাকিয়া, শুধু বলিয়াছেন,—"স্বকর্ম্ম-ফলভুক্ পুমান্।" বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম যে কত কঠিন, উহা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই মহাপ্রভু হরিদাসের প্রতি এইরূপ আপাত-কঠোর আচরণ করেন। মহাকবি ভবভূতি উত্তরচরিতে লিখিয়াছেন,—

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি॥"

তৃতীয় হরিদাস রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ ও গৃহী ছিলেন। ইনি ফুলিয়ার মুখটী নৃসিংহের সন্তান। নিবাস ছিল মুরশিদাবাদের টেঞা বৈদ্যপুরের সন্নিকটবর্ত্তী কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত আছে যে, মহাপ্রভু অপ্রকট হইলে ভক্তপ্রবর হরিদাস প্রাণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হন; কিন্তু মহাপ্রভু স্বপ্নে দর্শন দিয়া তাঁহাকে আত্মহত্যা করিতে নিষেধ ও বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য আদেশ করেন। তদনুসারে হরিদাস বৃন্দাবনে যাইয়া শেষ

অন্তিরাহিত করেন। হরিদাসের আজ্ঞা অনুসারে তাঁহার শ্রীদাস ও গোকুলানন্দ নামক পুত্রদ্বয় পরবর্ত্তী কালে শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

জগদ্বন্ধু বাবুর উক্তির প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকিলেও কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, এই দ্বিজ হরিদাসই যে পদ-কর্ত্তা, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। জগদ্বন্ধু বাবু বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দ-দেবের সেবাধ্যক্ষ যে পণ্ডিত হরিদাসের পরিচয় চৈতন্যচরিতামৃতের আদির ৮ম পরিচ্ছেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহাতে এই পণ্ডিত হরিদাসের সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে,—

"সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর।
মধুর বচন মধুর চেষ্টা অতি ধীর॥
সবার সম্মান-কর্ত্তা করে সবার হিত।
কৌটিল্য মাৎসর্য্য হিংসা না জানে তাঁর চিত॥
কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ।
সেই সব ইহার শরীরে পরকাশ॥"

শ্রীকৃষ্ণের সাধারণ সদ্‌গুণের যে নাম রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রদত্ত হইয়াছে, উহাতে 'সুধীত্ব', 'প্রতিভা', 'বিদগ্ধতা', 'বাগ্মিতা' প্রভৃতি কাব্য-রচনার উপযোগী গুণ-সমূহের প্রাধান্য দেখা যায়। কবিরাজ গোস্বামীর ন্যায় নিরপেক্ষ ব্যক্তি যাঁহার মধ্যে এই সকল গুণের সদ্ভাব দেখিয়াছেন, সেই বাঙ্গালী পণ্ডিত হরিদাসকে জগদ্বন্ধু বাবু কি জন্য পদ-কর্ত্তা বলিয়া অনুমান করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন, এবং কোন প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও কাঞ্চনগড়িয়াবাসী দ্বিজ হরিদাসকেই পদ-কর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, কবিরাজ গোস্বামীর পূর্ব্ববর্ত্তী কাল হইতেই বৃন্দাবনের শ্রীগোবিন্দজীর সেবার ভার বাঙ্গালী বৈষ্ণবদিগের উপরই অর্পিত আছে। শ্রীগোবিন্দজীর সেবাধ্যক্ষ এই হরিদাস, কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনারও একজন প্রধান উৎসাহ-দাতা ছিলেন; যথা—

"পণ্ডিত গোসাঞির* শিষ্য অনন্ত আচার্য্য;
কৃষ্ণপ্রেমময় তনু উদার সর্ব্ব-আর্য্য।
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ;
তাঁর প্রিয় শিষ্য ইহোঁ পণ্ডিত হরিদাস।
চৈতন্য নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস;
চৈতন্য-চরিতে তাঁর পরম উল্লাস।
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না দেখয়ে দোষ;
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব-সন্তোষ।
নিরন্তর শুনে তিঁহ চৈতন্যমঙ্গল;
তাঁহার প্রসাদে শুনে বৈষ্ণব সকল।
সভা উজ্জ্বল করেন যৈছে পূর্ণ চন্দ্র;
নিজ-গুণামৃতে বাঢ়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ।

* [illegible] পণ্ডিতের—সম্পাদক

তিঁহ বড় কৃপা করি আজ্ঞা দিল মোরে ;
গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে।"—(চৈ চ, আদি, ৮ম)।

এই প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্ব্বে আর একটা কথা না বলিয়া পারি না। 'হরিদাস'-ভণিতার ৩০১৪ সংখ্যক "নাচিতে না জানি তমু, নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি" ইত্যাদি পদের ভণিতায় আছে,—

"অন্তে শ্রীনিবাস-পদ- সেবাযুক্ত যে সম্পদ
সে সম্পদের সম্পদী যে হয়।
তার ভুক্ত-গ্রাস-শেষে কিবা গৌড় ব্রজ-বাসে
দন্তে তৃণ হরিদাসে কয়॥"

এখানে "শ্রীনিবাস" শব্দের লক্ষ্য কে? 'শ্রীনিবাস' শব্দের শ্রীবিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ অর্থ করা গেলেও, আমাদের মনে হয় যে, এখানে প্রসিদ্ধ শ্রীনিবাসাচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ শব্দটা প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য বা প্রশিষ্য ব্যতীত এরূপ উক্তি অন্যের পক্ষে সাজে না। এই অনুমান প্রকৃত হইলে বড় হরিদাস, ছোট হরিদাস, কাঞ্চনগড়িয়ার দ্বিজ হরিদাস কিংবা অনন্ত আচার্য্যের শিষ্য পণ্ডিত হরিদাস,—কেহই এই পদের রচয়িতা হইতে পারেন না। কাঞ্চনগড়িয়ার হরিদাস কাহার শিষ্য ছিলেন, তাহা জানা না থাকিলেও তিনি যে তাঁহার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন না, উহার প্রমাণ এই যে, তিনি বৃন্দাবনে যাওয়ার কালে নিজের পুত্র-দ্বয়কে যথাসময়ে শ্রীনিবাসের নিকট মন্ত্র-গ্রহণ করার জন্য আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীনিবাস তাঁহার গুরু হইলে, এরূপ আদেশের কোন প্রয়োজন ছিল না। কেন না, অস্মদ্দেশে নিতান্ত প্রতিকূল কারণ না ঘটিলে, পৈতৃক গুরুর নিকট হইতেই গৃহীদিগের মন্ত্রগ্রহণের প্রথা পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। জগদ্বন্ধু বাবুর উল্লিখিত বাকি তিন জন হরিদাসের মধ্যে প্রথম জন সুপ্রসিদ্ধ যবন-কুল-জাত হরিদাস ঠাকুর। দ্বিতীয় জন জগদ্বন্ধু বাবুর মতে "নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত ব্রহ্মচারী হরিদাস (আদি, ১১শ দ্রষ্টব্য)।" আমরা কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃতের আদির একাদশে ব্রহ্মচারী হরিদাসের নাম খুঁজিয়া পাইলাম না। তৃতীয় জন গদাধর পণ্ডিতের শাখাভুক্ত হরিদাস ব্রহ্মচারী·চৈতন্যচরিতামৃতের আদির ১২শে ইঁহার উল্লেখ আছে। ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুর সমসাময়িক; সুতরাং আলোচ্য পদের রচয়িতা শ্রীনিবাস-শিষ্য 'হরিদাস' হইতে পারেন না। সুতরাং অগত্যা বলিতে হইতেছে যে, অন্ততঃ এই ৩০১৪ সংখ্যক পদের রচয়িতা হরিদাসের কোন পরিচয় এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। ইতিহাসবিহীন প্রাচীন বাঙ্গালায় শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া, কাহারও সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা যে, কিরূপ কঠিন বিষয়, ইহা হইতেই তাহা প্রতীত হইবে।

আলোচ্য ৩০১৪ সংখ্যক প্রার্থনার পদটী বোধ হয়, ভুলেই জগদ্বন্ধু বাবুর গৌরপদ-তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হয় নাই এবং সে জন্যই উহার উক্ত ভণিতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়ে নাই। নতুবা তিনি নিশ্চিতই শ্রীনিবাস-শিষ্য অষ্টম হরিদাসের পরিচয় সংগ্রহ করিতে যত্ন-পরায়ণ হইতেন।

হরিবল্লভ

'হরিবল্লভ'-ভণিতার ৪টী পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। 'হরিবল্লভ' সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নামান্তর বটে। জগদ্বন্ধু বাবুর মতে আনুমানিক ১৫৮৩ শকাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামে ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহারা রাঢ়ী-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার সৈয়দাবাদ-নিবাসী কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীর* নিকট মন্ত্রগ্রহণ

* "ক্ষণদা গীতচিন্তামণির" সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়ের মতে রাধারমণ চক্রবর্ত্তী ইঁহার গুরু ছিলেন।—সম্পাদক।

করেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সম্ভবতঃ অনেক দিন গুরু-গৃহে বাস করিয়া থাকিবেন; কেন না, তিনি কবিকর্ণপূরের "অলঙ্কার-কৌস্তভ" গ্রন্থের টীকায় নিজের পরিচয় দিয়াছেন,—

"সৈয়দাবাদ-নিবাসি-শ্রীবিশ্বনাথ-শর্ম্মণা।
চক্রবর্ত্তীতি নাম্নেয়ং কৃতা টীকা সুবোধিনী॥"

বিশ্বনাথ অল্প বয়সেই ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কারাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হইয়া উঠেন। প্রবাদ আছে যে, বিশ্বনাথের পিতা অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে তরুণ যৌবনেই তাঁহার বৈরাগ্য-ভাব জন্মে এবং তিনি পিতা, মাতা ও রূপবতী তরুণী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন-বাসী হন। জগদ্বন্ধু বাবু ইঁহার রচিত ১৬ খানা সংস্কৃত টীকা ও মৌলিক গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। উহার মধ্যে 'সারার্থদর্শিনী' নামে ভাগবতের টীকা, 'সারার্থবর্ষিণী' নামে গীতার টীকা, 'সুবোধিনী' নামে অলঙ্কার-কৌস্তভের টীকা, 'সুখবর্ত্তিনী' নামে আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূর টীকা, 'আনন্দ-চন্দ্রিকা' নামে উজ্জ্বলনীলমণির টীকা ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার বর্ণনাত্মক "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত" নামক মহাকাব্য ও 'স্বপ্নবিলাসামৃত' নামক কাব্যই প্রধান বটে। জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন যে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সংস্কৃত গ্রন্থের সংখ্যা ২৩ খানা, তন্মধ্যে তিনি ৭ খানার নাম সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। আমরা ঐ সাত-খানার মধ্যে দুইখানা উৎকৃষ্ট মুদ্রিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। সে দুখানির নাম—"প্রেমসম্পুট" ও "সংকল্প-কল্পদ্রুম"। এই দুখানা কাব্যগ্রন্থ দেবকীনন্দন যন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সকল টীকা ও কাব্য-গ্রন্থগুলি পড়ার সৌভাগ্য আমাদের ঘটে নাই। তবে তাঁহার "শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত" মহাকাব্য, "প্রেমসম্পুট" নামক খণ্ডকাব্য ও "সংকল্প-কল্পদ্রুম" নামক স্তোত্রকাব্য পাঠ করিয়া আমরা এরূপ মোহিত হইয়াছি যে, সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রকেই ঐ কাব্যগুলি অন্ততঃ টীকার সাহায্যেও পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সাহিত্যে কবিত্ব হিসাবে রূপ গোস্বামী ও কবি-কর্ণপূরের পরেই যে, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের স্থান, তাহাতে সন্দেহ নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উৎকৃষ্ট কবিত্ব ও রচনা-পটুত্ব যেরূপ তাঁহার সংস্কৃত কাব্যগুলিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহার প্রণীত সংস্কৃত টীকাগুলিও সেইরূপ তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার পরিচায়ক বটে। উজ্জ্বল-নীল-মণির টীকায় পরকীয়া-বাদের বিচারে ও ভ্রমর-গীতার শ্লোকাবলীর ধ্বনি-বিশ্লেষণে তিনি যে পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, উহার তুলনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তবে এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতের কবিকর্ণপূরের ন্যায় তিনিও ভাষা-পদ রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। বৈষ্ণব-পদকর্ত্তাদিগের গণনায় কবিকর্ণপূর ওরফে পরমানন্দ সেনের ন্যায় বিশ্বনাথ ওরফে হরি-বল্লভের স্থান অনেক নীচে। পক্ষান্তরে গোবিন্দ কবিরাজ সংস্কৃত 'সঙ্গীত-মাধব' নাটক লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার ভাষা-পদাবলী তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

হরিবল্লভ "ক্ষণদা গীত-চিন্তামণি" নামক একখানা পদ-সংগ্রহ গ্রন্থের সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে তাঁহার স্বরচিত 'হরিবল্লভ' ও 'বল্লভ' ভণিতারও কতকগুলি পদ আছে। 'ক্ষণদা গীত-চিন্তামণি'র বিশেষ বিবরণ ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার 'বল্লভ' ভণিতার পদগুলিতে শ্লিষ্ট 'বল্লভ' শব্দের সাহায্যে তিনি শ্রীরাধা-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ ও বল্লভ-নামক পদ-কর্ত্তা—দুইটি অর্থই বুঝাইয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাপতির সম্পাদক নগেন্দ্র বাবু 'বল্লভ' শব্দের শেষোক্ত অর্থ না বুঝিতে পারিয়া পদগুলিকে ভণিতা-হীন বেওয়ারিশ মাল বিবেচনায় বিদ্যাপতির পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

'ক্ষণদা গীতচিন্তামণি'র সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৬২৬ শকাব্দে

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা সমাপ্ত করেন,—এবং তৎপরে অল্পদিনমাত্র জীবিত ছিলেন। সম্ভবতঃ সেই সময়েই এ গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছেন। কারণ, এ গ্রন্থের প্রত্যেক ক্ষণদার নীচেই রহিয়াছে—"ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ব্ববিভাগে" ইত্যাদি। ইহা দ্বারা সুস্পষ্ট বুঝা যায়, গ্রন্থের একখানি 'উত্তর বিভাগ' সঙ্কলন করাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু হঠাৎ দেহাবসান হওয়ায় আর তাহা হইতে পারে নাই।"

'হরিরাম দাস'-ভণিতার দুইটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। হরিরাম আচার্য্য ওরফে পদ-কর্ত্তা হরিরাম দাসের নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, যথা—

হরিরাম দাস

"শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য প্রিয়তম।
রামচন্দ্র কবিরাজ গুণ অনুপম॥
শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্য হরিরামাচার্য্য।
সর্ব্বত্র বিদিত অলৌকিক সর্ব্বকার্য্য॥"—ভক্তিরত্নাকর।

পুনশ্চ—

"হরিরাম আচার্য্য-শাখা পরম পণ্ডিত।
রাঢ়ীশ্রেণী বিপ্র ইহা জগতবিদিত॥
গঙ্গা পদ্মার সঙ্গম যেবা স্থান হয়।
তথায় গোয়াস গ্রাম তাঁহার আলয়॥"—প্রেমবিলাস।

ভক্তিরত্নাকর-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তীর মতে হরিরাম আচার্য্য "সংকীর্ত্তন-রস-লম্পট" ছিলেন। সুতরাং ইনি নিজেও যে, পদ-রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা খুব সম্ভবপর বটে।

"হরেকৃষ্ণ দাস"-ভণিতার শুধু একটী মাত্র (১৩৭০ সংখ্যক) পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনা হয় যে, 'হরিকৃষ্ণ দাস' ও 'হরেকৃষ্ণ দাস' এক ও অভিন্ন পদ-কর্ত্তা। গায়ক বা পুথি-লেখকদিগের খাম-খেয়ালীর দরুণ, এক নামই কোথাও 'হরিকৃষ্ণ' ও কোথাও "হরেকৃষ্ণ" হইয়াছে। আমাদের এই অনুমানের একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, পদকল্পতরুর 'হরিকৃষ্ণ দাস'-ভণিতার ৬০ সংখ্যক পদটাই জগদ্বন্ধু বাবুর গৌরপদ-তরঙ্গিণীর ২৯১ পৃষ্ঠায় 'হরেকৃষ্ণ' দাসের ভণিতা সহ পাওয়া গিয়াছে। জগদ্বন্ধু বাবু হরেকৃষ্ণ দাসের কোন পরিচয় সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, আমরাও পারি নাই।

হরেকৃষ্ণ দাস

হরেকৃষ্ণ দাসের দান-লীলা-বিষয়ক এই খাঁটি বাংলা পদটীর রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও রস-যুক্ত। পদ-কর্ত্তা মধুর-ভাবেই উহা শেষ করিয়াছেন, যথা—

"মনে না করিহ ভয় গো-রসের দানী নয়
শুন শুন রাই বিনোদিনি।
হরেকৃষ্ণ দাসে বোলে ঝাট আইস তরু-তলে
আনন্দে করহ বিকিকিনি॥"

পদকল্পতরুর পদ-কর্ত্তাদিগের পরিচয় সমাপ্ত হইল। যে সকল পদ-কর্ত্তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই, তাঁহাদিগের নামগুলি এখানে একত্র উল্লিখিত হইলে অনুসন্ধানকারীদিগের পক্ষে সুবিধা হইতে পারিবে বিবেচনায়, আমরা তাঁহাদিগের নাম অকারাদি-ক্রমে নিম্নে প্রদান করিলাম। অপরিচিত পদ-কর্ত্তৃগণ যথা—(১) অনন্তদাস, (২) [illegible], (৩) আত্মারামদাস, (৪) আনন্দচাঁদ ও আনন্দদাস, (৫) কবি ভূপতি [illegible], (৬) [illegible]

অপরিচিত পদ-কর্ত্তৃগণ

(৭) গোপীরমণ, (৮) চূড়ামণি দাস, (৯) জগমোহন, (১০) তরণীরমণ, (১১) দলপতি, (১২) ধরণী, (১৩) নটবর, (১৪) নবকান্ত, (১৫) নবচন্দ্র, (১৬) নরসিংহ দেব, (১৭) নসির মামুদ, (১৮) বিজয়ানন্দ, (১৯) বিন্দু দাস, (২০) বিপ্রদাস ঘোষ, (২১) বিশ্বম্ভর, (২২) বীরবল্লভ, (২৩) ব্রজানন্দ, (২৭) ভীম (দ্বিজ), (২৫) ভূপতি, (২৬) মথুরা দাস, (২৭) মদন, (২৮) মাধবী দাস, (২৯) মাধো, (৩০) যাদবেন্দ্র, (৩১) রসময় দাস ও দাসী, (৩২) রামকান্ত, (৩৩) লক্ষ্মীকান্ত, (৩৪) শঙ্কর দাস, (৩৫) সদানন্দ, (৩৬) সুন্দর দাস, (৩৭) সৈয়দ মর্ত্তুজা, (৩৮) হরিকৃষ্ণ বা হরেকৃষ্ণ।

যাঁহারা প্রাচীন পুথি লইয়া নাড়াচাড়া করেন, তাঁহারা অনেক সময়েই অনেক আপাত-নূতন পদ বা পদ-কর্ত্তার নাম পাইয়া, বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের সম্পূর্ণ পদ-সূচী ও পদ-কর্ত্তৃ-সূচীর অভাবে স্থির করিতে পারেন না যে, তাঁহাদিগের প্রাপ্ত ঐ সকল পদ কিংবা পদ-কর্ত্তার নাম পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে কি না। সুতরাং তাঁহারা অনেক সময়েই যাচাই করিতে না পারিয়া, সেই সকল পদ ও পদকর্ত্তার বিবরণ পত্রিকাদিতে প্রকাশিত করিতে পারেন না। পদকল্পতরুর সুবৃহৎ পদ-সূচী ও পদকর্ত্তৃ-সূচীর সাহায্যে এখন তাঁহাদিগের পদ যাচাই করার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তাদিগের প্রায় সাড়ে চারি শত নূতন পদ ও ২৮ জন অজ্ঞাত-পূর্ব্ব পদ কর্ত্তার প্রায় সোয়া শত নূতন পদের সূচী "অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী" গ্রন্থের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। উহা দ্বারাও পদ যাচাই করার পক্ষে অনেকটা সুবিধা হইবে, আশা করা যায়।

নূতন পদ ও পদ-কর্ত্তার যাচাই

বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও কবিত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া, আমরা ভূমিকার উপসংহার করিব।

পদাবলীর ভাষা

পদাবলীর ভাষা সম্বন্ধে প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলীর ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছি, আগে উহাই উদ্ধৃত করিব।

"বৈষ্ণব পদাবলী পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কাল হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। এত দীর্ঘকালের মধ্যে এক দেশের লেখ্য ভাষায়ও অনেক রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষার উপরে পশ্চিমের মিথিলা হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত ও সুদূর উত্তরবঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে উৎকল পর্য্যন্ত সকল প্রদেশের কথ্য ভাষাই অল্পাধিক-পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; সুতরাং বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষায় প্রধানতঃ মৈথিলী, মিশ্র-মৈথিলী বা ব্রজবুলি ও বাংলা—এই ত্রিবিধ উপবিভাগ দেখা গেলেও ইহার প্রত্যেক উপবিভাগের মধ্যেও আবার যথেষ্ট বৈষম্য দেখা যায়। আমরা এখানে দুইটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইব। নগেন্দ্র বাবুর বিদ্যাপতির সংস্করণে তিনি দ্বারভাঙ্গার পুথি, নেপালের পুথি ও বাংলার 'পদকল্পতরু,' 'কীর্ত্তনানন্দ' ইত্যাদি পুথি হইতে পদ সংগ্রহ করিয়াছেন। বাংলা পুথির পদগুলির ভাষা গায়ক ও লিপিকরদিগের দোষে বিকৃত হইয়াছে বলিয়া, তিনি নিঃসংকোচে সেগুলিকে ইচ্ছানুসারে সংশোধিত করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু তথাপি যিনি মনোযোগ সহকারে উক্ত ত্রিবিধ পুথির পদাবলী পাঠ করিবেন, তিনিই উহাদিগের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য দেখিতে পাইবেন। দেশজ ভাষার অনিবার্য্য প্রভাবই যে এইরূপ পার্থক্যের কারণ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলীর কথা ছাড়িয়া এখন বাংলা পদাবলীর কথা ধরা যাউক। বসন্ত বাবুর সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণ-

কীর্ত্তন' গ্রন্থের ভাষা যে বাংলা, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অথচ উহার ভাষার সহিত পরবর্ত্তী পদাবলী-সাহিত্যের বাংলা ভাষার—জ্ঞানদাস গোবিন্দদাসের বাংলা-ভাষার তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যাইবে। পার্থক্যের পরিমাণ এত অধিক না হইলেও, সেইরূপ জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কবিদিগের বাংলার সহিত কমলাকান্ত, নিমানন্দ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কবিদিগের বাংলা রচনার যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। বাংলা প্রচরদ্ভাষা বলিয়া কালক্রমে এরূপ পার্থক্য হওয়াই স্বাভাবিক। পদাবলীর তথা-কথিত ব্রজবুলি প্রচরদ্ভাষা নহে; বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তৃগণ বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলীর অনুকরণে এই কেতাবী মিশ্র-মৈথিলী ভাষাটির সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন; এ ক্ষেত্রে সকল পদ-কর্ত্তাকেই সতর্ক হইয়া, চেষ্টা করিয়া, ব্রজবুলি লিখিতে হইয়াছে; সুতরাং ব্রজবুলিতে দেশ ও কাল-জনিত বৈষম্য অপেক্ষাকৃত অনেক কম দেখা যায়; সে জন্যই ভাষার সাদৃশ্য-দর্শনে বিদ্যাপতির পদ নির্ণয় করিতে যাইয়া, নগেন্দ্রবাবুর মত বিজ্ঞ সম্পাদকও ভ্রান্ত হইয়া অন্যূন দুই শত বৎসরের পরবর্ত্তী বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তা রায় শেখর, বল্লভ ও ভূপতিনাথের বহু-সংখ্যক পদ বিদ্যাপতির রচনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

"যাহা হউক, দেশ ও কাল-জনিত এই সূক্ষ্ম পার্থক্যের কথা ছাড়িয়া দিলে, পদাবলীর ভাষাকে মোটের উপর মৈথিলী, মিশ্র-মৈথিলী বা ব্রজ-বুলি ও বাংলা, এই তিনটি সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভারতীয়-ভাষা-তত্ত্ববিৎ মনীষী গ্রিয়ার্সন্ মহোদয় মৈথিল-ভাষার ব্যাকরণ, ছন্দ ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ গবেষণা ও আলোচনা করিয়া Maithil Christomathy নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণীত করিয়াছেন। মৈথিল-ভাষার বিশেষ-জিজ্ঞাসুগণের পক্ষে ঐ গ্রন্থের আলোচনা একরূপ অপরিহার্য্য বলিলেও হয়।

"মিশ্র মৈথিলী বা তথা-কথিত ব্রজ-বুলির সম্বন্ধে আমাদিগের দেশে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিরও ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায়। ব্রজ-লীলার বর্ণনা, 'ব্রজ-বুলি' নাম ও বাংলা অপেক্ষা হিন্দীর সহিত অধিকতর সাদৃশ্য দেখিয়া, অনেকেই ব্রজ-বুলিকে ব্রজ-ধামের ভাষা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সত্য বটে, বাংলাদেশের ন্যায় ব্রজ-ধামেও বিগত চারি পাঁচ শত বৎসর মধ্যে ভাষার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে; এবং ব্রজ-ধামের প্রাচীন পদ-কর্ত্তা হরিদাস স্বামী, সুরদাস প্রভৃতির পদাবলীর সহিত বর্ত্তমান মৈথিলরচনার যে পার্থক্য দেখা যায়—বিদ্যাপতির প্রাচীন পদাবলীর সহিত ব্রজ-ধামের প্রাচীন-পদাবলীর ভাষার পার্থক্য তাহা অপেক্ষা অনেক কম,—কিন্তু তাহা হইলেও ব্রজ-ধামের প্রাচীন ভাষা ও প্রাচীন মৈথিলীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; বাংলার পরবর্ত্তী পদ-কর্ত্তাদিগের মিশ্র-মৈথিলী বা ব্রজ-বুলির সহিত ঐ পার্থক্য আরও স্পষ্টতর বটে। সুতরাং শুধু 'ব্রজ-বুলি' কাল্পনিক নামটির জোরে বাংলার ব্রজ-বুলি কোন মতেই ব্রজ-ধামের প্রাচীন বা আধুনিক ভাষা বলিয়া দাবি করিতে পারে না।

"রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের ৩য় সংস্করণের ২২৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"বৃজ্জি নামক মিথিলার ক্ষত্রিয়বংশের ভাষা—ব্রজবুলি বঙ্গসাহিত্যের বহু পৃষ্ঠা জুড়িয়া আছে।" দীনেশবাবু তাঁহার এই অভিনব সিদ্ধান্তের সমর্থক কোনও যুক্তির অবতারণা করেন নাই। তিনিই স্থানান্তরে লিখিয়াছেন,—"ব্রজ-বুলি মৈথিল ভাষা ও বাঙ্গালার মিশ্রণে এক নূতন সৃষ্ট ভাষা—উহা মনুষ্যের উক্তি নহে, লেখনীর উক্তি।" * দীনেশ বাবু তাঁহার এই উক্তি দুইটির মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবেন, বুঝিতে পারি না। "বৃজ্জি নামক মিথিলার ক্ষত্রিয়বংশের ভাষা" কথাটির কি

* দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ৩য় সংস্করণ, ২৪৭ পৃষ্ঠা।

তাৎপর্য্য হইতে পারে, একটু আলোচনা করা যাউক। বুদ্ধদেবের সময়ের পালি-সাহিত্যে বিহার প্রদেশের পরাক্রান্ত ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় 'বৃজ্জি' জাতির প্রসঙ্গ দেখা যায়। এই 'বৃজ্জি' জাতির বাস-স্থল মিথিলায় ছিল—তর্ক-স্থলে ইহা স্বীকার করিয়া লইলেও বৃজ্জি-জাতির তৎকালীন ভাষা ও বিদ্যাপতির মৈথিল-ভাষার মধ্যে* অন্যূন দুই হাজার বৎসরের ব্যবধান দেখা যায়। মিথিলায় এখন 'বৃজ্জি' নামে কোন জাতি বা তাঁহাদের 'বৃজ্জি' ভাষার নাম-গন্ধও নাই; এ অবস্থায় অন্যূন দুই হাজার বৎসরের পরবর্ত্তী বিদ্যাপতির পদাবলীর মৈথিল ভাষাকে ও তৎপরবর্ত্তী বাংলার ব্রজ-বুলিকে 'বৃজ্জি'-ভাষা বলিয়া অভিহিত করার কোনই সার্থকতা দেখা যায় না। 'বৃজ্জি' জাতির ভাষা দুই হাজার বৎসর ধরিয়া রূপান্তরিত হইতে হইতে বিদ্যাপতির ভাষায় পরিণত হইয়াছে—ইহাই যদি দীনেশ বাবুর বক্তব্য হয়, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমরা দুই হাজার, কি আড়াই হাজার বৎসরের প্রাচীন পালিসাহিত্য ব্যতীত এখন বৃজ্জি-জাতির স্বতন্ত্র কোন ভাষার নমুনা দেখিতে পাই না। বিরুদ্ধ প্রমাণাভাবে প্রাচীন বৃজ্জি-জাতির ভাষা অনেকটা পালির মতই ছিল, এরূপ অনুমান করিলে বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষা পালি কিম্বা তৎপরবর্ত্তী প্রাকৃত-ভাষার আন্দাজ ৫০।৬০ পুরুষ পরবর্ত্তী বংশধর—এরূপ বলিলেও বলা যাইতে পারে; কিন্তু শুধু নাম-সাদৃশ্যে বৃজ্জি জাতিকে কিম্বা কাল্পনিক বৃজ্জি-ভাষাকে টানিয়া আনার কোন তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। হিন্দুস্থান-বাসীরা 'ব্রজ-বুলি' শব্দটিকে—'বৃজ্-বুলি' উচ্চারণ করেন; ইহার সহিত 'বৃজ্জি' জাতির বা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বৃজ্জি-ভাষার কোনই সংস্রব নাই; সুতরাং দীনেশ বাবুর উক্তিটিতে প্রত্ন-তত্ত্বের বাহ্যিক আবরণ থাকিলেও উহা যুক্তির দ্বারা সমর্থন-যোগ্য নহে†।"

বর্ত্তমান সময়ে যিনি ভারতীয় ভাষা-তত্ত্বের অদ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ, সেই মনীষী গ্রিয়ার্সন মহোদয় বাঙ্গালার ব্রজ-বুলীতে পরিবর্ত্তিত বিদ্যাপতির পদগুলি পড়িয়া, উহাদিগের রচয়িতাকে Pseudo-Vidyapati অর্থাৎ 'নকল বিদ্যাপতি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার এইরূপ কঠোর মন্তব্য প্রকাশের কারণ এই যে, তাঁহার সংগৃহীত বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলীর মধ্যে শুধু অল্প কয়েকটা পদের সহিত তিনি বঙ্গীয় কয়েকটা পদের সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছেন। গ্রিয়ার্সন মহোদয় বিদ্যাপতির মাত্র ৮২টা পদ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। পরে মৈথিল তাল-পত্রের পুথি ও নেপালের পুথি আবিষ্কৃত হওয়ায়, উহাতে বিদ্যাপতির আরও কয়েক শত পদ প্রাপ্ত হইয়া নগেন্দ্র বাবু সেগুলিকে সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের অন্তর্গত করিয়াছেন। তাল-পত্রের পুথি ও নেপালের পুথিতে বিদ্যাপতির বঙ্গীয় পদাবলীরও

---

* বিদ্যাপতি স্বরচিত কীর্ত্তিলতা গ্রন্থের প্রথম পল্লবে লিখিয়াছেন,—'দেসিল বঅনা সব জন মিঠ্ঠা। তে তৈসন জম্পও অবহঠ্ঠা॥' অর্থাৎ দেশী বাক্য সকলেরই মিষ্ট লাগে; তাই তাদৃশ 'অবহঠ্ঠ' ভাষা বলিতেছি। নগেন্দ্রবাবু স্বীয় সংস্করণের মূল-সূত্র (motto) রূপে বিদ্যাপতির এই উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া 'অবহঠ্ঠ' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'ভাষা—মিথিলা ভাষা'। আমাদের মনে হয়, 'অবহঠ্ঠ' শব্দটি সংস্কৃত 'অপভ্রষ্ট' শব্দের অপভ্রংশ। যাহা ঠিক প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী নহে—তাহাই অপভ্রংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। হিন্দী, মৈথিলী, বাংলা প্রভৃতি সকল অপভ্রংশ ভাষাকেই এই হিসাবে 'অবহঠ্ঠ' বলা যাইতে পারে;—সম্পাদক।

† দীনেশ বাবু তাঁহার "বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের আধুনিক ৫ম সংস্করণে তাঁহার পূর্ব্বের মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু তিনি তাঁহার আগের ভুলটা সম্পূর্ণ ছাড়িতে পারিতেছেন না। তিনি ব্রজ-বুলীকে মাগধী প্রাকৃত-ভাষারই রূপান্তর মনে করেন। বলা বাহুল্য যে, এক হিসাবে মৈথিল, বাংলা প্রভৃতি ভাষা মাগধী প্রাকৃত হইতেই উদ্ভূত বটে। কিন্তু সে জন্য মৈথিল, বাংলা প্রভৃতি ভাষাকে মাগধী প্রাকৃতের রূপান্তর বলা যাইতে পারে না। ভাষার প্রাণ শব্দে নহে—কিন্তু ব্যাকরণে। মৈথিল, বাংলা প্রভৃতির ব্যাকরণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং কতকগুলি শব্দের সাম্য বা সাদৃশ্য দেখিয়া মৈথিল, বাংলা প্রভৃতিকে প্রাকৃত-ভাষার রূপ-ভেদ বলা যায় না।—সম্পাদক।

বহুসংখ্যক পদের মৈথিল রূপান্তর পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং বঙ্গীয় পুথিগুলির মধ্যে প্রাপ্ত বিদ্যাপতির ব্রজবুলী পদগুলি যে জাল, এ কথা আর এখন বলা যাইতে পারে না। নগেন্দ্র বাবু তাঁহার ভূমিকায় এ বিষয়টা ভাল রূপেই দেখাইয়াছেন এবং যথার্থ-রূপেই গ্রিয়ার্সন্ মহোদয়ের আপত্তির খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্গীয় পুথির যে সকল পদ মৈথিল পুথিতে পাওয়া যায় নাই, সেগুলিকে মৈথিল রূপ দিতে যাইয়া, নগেন্দ্র বাবুকে বঙ্গীয় প্রাচীন পুথিগুলির পাঠ কিরূপ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন করিতে হইয়াছে, এবং অনেক স্থলেই সম্পূর্ণ নূতন পাঠ-কল্পনা করিতে হইয়াছে, উহা অভিজ্ঞ পাঠকদিগের অজ্ঞাত নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এত করিয়াও নগেন্দ্র বাবু বিদ্যাপতির অনেক বঙ্গীয় পদের গায়ের ব্রজ-বুলী-গন্ধ দূর করিতে পারেন নাই। বিদ্যাপতির খাঁটি মৈথিল পদের সহিত এ সকল পরিবর্ত্তিত পদের ভাষা-গত পার্থক্য সহজেই ধরা পড়িয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, এ জন্য আমরা নগেন্দ্র বাবু কিংবা তাঁহার মৈথিল শিক্ষা-গুরুদিগের প্রতি দোষারোপ করি না। এ অবস্থায় যাহা সাধ্য, তাঁহারা তাহা করিয়াছেন; কিন্তু ব্রজ-বুলীর পদাবলী এখন শত চেষ্টায়ও মৈথিল-রূপে রূপান্তরিত হইতে পারে না। অসাধ্য সাধনের চেষ্টা সফল হইবে কি প্রকারে? সুতরাং এক হিসাবে গ্রিয়ার্সন্ মহাশয়ের মন্তব্য অমূলক হইলেও, ভাষা-তত্ত্বের দিক্ হইতে দেখিলে বিদ্যাপতির অধিকাংশ বঙ্গীয় পদাবলীই যে, ভাষাতত্ত্ববিদের বিচারে মৈথিল পদের সহিত আপাঙ্‌ক্তেয় রহিয়াছে, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। এই সোজা কথাটা স্বীকার করিয়া লইলেই ল্যাঠা চুকিয়া যাইত। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তির, বিশেষতঃ মানুষের মধ্যে গণ্য-মান্য অধিকাংশ ব্যক্তির স্বভাব এই যে, তাঁহারা অসতর্ক-ভাবে কখনও কোন অপ্রামাণিক কথা বলিয়া ফেলিলে, যে ভাবেই হউক, সেই কথাটাকে প্রবল করার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছি যে, বিদ্যাপতির সম্পাদক নগেন্দ্র বাবুও সম্প্রতি তাঁহার একটা প্রবন্ধে এরূপ দুর্ব্বলতারই পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিদ্যাপতির বঙ্গীয় ব্রজবুলী পদাবলীকে মৈথিল বানাইবার জন্য যত রকম কারসাজী করিয়াছেন, সে সমস্ত বিস্মৃত হইয়া এখন বলিতে চাহেন যে, ব্রজবুলী একটা স্বতন্ত্র বা কল্পিত ভাষা নহে; গোবিন্দদাসের পদাবলীর ভাষা, যাহা আমরা 'ব্রজ-বুলি' বলিয়া জানিয়া আসিতেছি, উহা মৈথিল-ভাষা; কেন না, গোবিন্দ দাস বিদ্যাপতির স্বদেশী মৈথিল কবি। নগেন্দ্র বাবুর এই মতের আলোচনা আমরা ভূমিকায় ৬৯—৮১ পৃষ্ঠায় করিয়াছি; এখানে উহার পুনরুল্লেখ করিব না। এখানে শুধু ইহাই বলিব যে, নগেন্দ্র বাবুর এই যুক্তিতে 'Petitio Principii' অর্থাৎ 'Begging the question' নামক হেত্বাভাস (Fallacy) দেখা যায়। কোন্ কবি কোন্ দেশীয়, তাহা নির্ণয় করার পক্ষে তাঁহার ভাষার আলোচনাই অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু নগেন্দ্র বাবু এখানে সেই সনাতন যুক্তি-পদ্ধতি উল্টাইয়া দিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—যেহেতু গোবিন্দদাস মৈথিল কবি, সে জন্য তাঁহার পদাবলীর ভাষা মৈথিল ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার পদের ভাষাকে লোকে না বুঝিয়া 'ব্রজ-বুলী' নাম দিয়া থাকিলেও উহাই বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের খাঁটি মৈথিল ভাষা বটে। গোবিন্দদাসের ভাষা যে মৈথিল নহে, সে সম্বন্ধে আমরা নিজে কিছু না বলিয়া, যিনি এখন বাঙ্গালার ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী,—সেই ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতটী ভূমিকার ৭৫, ৭৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ-ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি গোবিন্দদাসের পদাবলীর ভাষাকে বিদ্যাপতির মৈথিল-ভাষার অনুকরণে "মৈথিলী বাঙ্গালায় মিশাইয়া এক অতি সুমধুর সৃষ্ট কৃত্রিম ভাষা" বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবু অনুভব-সিদ্ধ এই বিষয়টার অপলাপ করার উদ্দেশ্য কি? আমাদিগের মনে হয় যে, তিনি যে জন্যই হউক, এক সময়ে গোবিন্দদাসের সম্বন্ধে যে অপ্রামাণিক উক্তি

করিয়া ফেলিয়াছেন, এখন যেরূপেই হউক, সেই উক্তির সমর্থন না করিয়া পারিতেছেন না। গোবিন্দদাসের বাঙ্গালীত্বের একটা প্রধান প্রমাণ—তাঁহার পদের ব্রজবুলী ভাষা। এখন যদি প্রমাণ করা যায় যে, তাঁহার পদের ভাষা ব্রজবুলী নহে, কিন্তু মৈথিল,—তাহা হইলে গোবিন্দদাসের মৈথিলত্ব প্রমাণিত করার পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়।

নগেন্দ্র বাবুর সংস্করণে তিনি বহু দৃষ্টান্ত দিয়া দেখাইয়াছেন, বিদ্যাপতির মৈথিল পদ কিরূপে বাঙ্গালায় আসিয়া বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে এবং কিরূপে বঙ্গীয় পদাবলীর অনেক অর্থ-শূন্য অশুদ্ধ পাঠেরই প্রকৃত সমাধান মৈথিল শুদ্ধ পাঠের সাহায্যে করা যাইতে পারে। নগেন্দ্র বাবুর এই অতি সত্য উক্তিটাকে আমরা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, মৈথিল গোবিন্দদাসের বেলা ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম হইল কেন? যেখানে বিদ্যাপতির বঙ্গীয় পদগুলির অপেক্ষা অন্যূন ত্রিগুণ পদ বিশুদ্ধ পাঠ সহ মৈথিল ও নেপালী পুথিতে পাওয়া গিয়াছে, সেখানে গোবিন্দ দাসের অন্যূন পাঁচ শত বঙ্গীয় পদাবলীর স্থলে মৈথিল-পুথিতে * মাত্র গোটা কুড়ি পদ পাওয়া যায় কেন? গোবিন্দদাসের পদে মৈথিল ও বাঙ্গলা-পুথির মধ্যে বিদ্যাপতির পদের ন্যায় বৈষম্য দেখা যায় না কেন? আবার গোবিন্দদাসের মৈথিল পদে এরূপ কতকগুলি মারাত্মক পাঠের ভুল দেখা যায় কেন?—যাহার প্রকৃত সমাধান শুধু আমাদিগের প্রদর্শিত বাঙ্গালা-পুথির সাহায্যেই হইতে পারিয়াছে! নগেন্দ্র বাবু বসুমতী পত্রিকার ১৩৩১ সালের কার্ত্তিকের সংখ্যার প্রবন্ধে গোবিন্দদাসের মৈথিলত্বের একটা উত্তম প্রমাণস্বরূপ তাঁহার বঙ্গীয়-পুথির কয়েকটা পাঠের ভুল দেখাইতে যাইয়া মৈথিল-পুথির পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন; আমরা ১৩৩৩ সালের "ভারতী" পত্রিকার ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যায় বিশেষ বিচার দ্বারা প্রদর্শিত করিয়াছি যে, বঙ্গীয় পুথির প্রামাণিক পাঠ অশুদ্ধ নহে, নগেন্দ্র বাবুর ধৃত মৈথিল-পুথির পাঠ ও নগেন্দ্র বাবুর মন-গড়া অর্থই ভুল বটে। সুতরাং এই ভুল ও শুদ্ধ পাঠ হইতে কোন সিদ্ধান্ত করিতে হইলে, এরূপ সিদ্ধান্তই অনিবার্য্য যে, গোবিন্দদাসের ব্রজ-বুলী পদের বঙ্গীয় পাঠই ঠিক, ঐ ভাষায় অনভিজ্ঞ মৈথিল লিপিকার-দিগের—"সাত নকলে আসল খাস্তা" প্রবাদ অনুসারে, নকল হইতে নকল করা পাঠই ভুল বটে। নগেন্দ্র বাবু আজ পর্য্যন্তও আমাদের সে সব আপত্তির কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। তাঁহার সংগৃহীত পদের পুথি বা পত্রগুলি হারাইয়া যাওয়ায়ই তিনি নীরব রহিয়াছেন কি? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে বলিব যে, বিদ্যাপতির পদাবলীর তালপত্রের পুথির ন্যায় গোবিন্দদাসের পদাবলীরও বিশ্বাস-যোগ্য প্রাচীন পুথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে গোবিন্দদাসের সম্বন্ধে এরূপ অমূলক আলোচনা স্থগিত রাখাই সঙ্গত মনে হয়।

---

* আমাদের বিনীত প্রার্থনা সত্ত্বেও নগেন্দ্র বাবু ঐ মৈথিল পুথিগুলির নাম বা পরিচয় এ যাবৎ প্রকাশিত করেন নাই। ১৩৩৩ সালের প্রবাসীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "বৈষ্ণব কবিতার শব্দ ও ভাষা" শীর্ষকের ১৯৮ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন—"গোবিন্দদাস নামধারী যে কয়েকজন পদকর্ত্তা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ কবি, তিনি মিথিলাবাসী, পদকল্পতরুতে তাঁহার বহুসংখ্যক পদ আছে। এই কবির পদাবলী স্বতন্ত্র আকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া মিথিলা হইতে আমি সেগুলি আনিয়াছিলাম। ত্রিপুরা রাজবংশের সাহিত্যানুরাগী এক বন্ধু ঐ গ্রন্থ নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবেন বলিয়া আমার নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিলেন। পরে জানিলাম, তিনি পাণ্ডুলিপি হারাইয়া ফেলিয়াছেন।" এই লেখা হইতে বুঝা যায় যে, ঐ পদের আধার পুথি কিংবা পত্রগুলিই হারাইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, দরভাঙ্গার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ গোবিন্দ ঠাকুরের কীর্ত্তি রক্ষার জন্য রাজ-পরিবারের সাহায্যে গোবিন্দ ঠাকুরের মৈথিল পদের পুনরায় সংগ্রহ ও প্রকাশ হইতে পারে না কি? বিদ্যাপতির কথা মিথিলার সকলেই জানে। প্রায় তাঁহার মতই শ্রেষ্ঠ কবি ও তাঁহার পদাবলী মিথিলায় এ যাবৎ অজ্ঞাত থাকে কেন?—সম্পাদক।

ব্রজবুলী-পদাবলীই পদকল্পতরুর সর্ব্বপ্রধান উপকরণ এবং গোবিন্দদাসের রচিত ব্রজবুলী-পদাবলী উহার মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে; এ অবস্থায় তাঁহার ব্যবহৃত ভাষার সম্বন্ধে কোন আলোচনাই বাহুল্য বা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না বলিয়াই, আমরা এখানে এই প্রসঙ্গের উত্থাপন না করিয়া পারিলাম না। যদি ভূমিকার 'গোবিন্দদাস' শীর্ষক আলোচনা* মুদ্রিত হওয়ার পূর্ব্বে নগেন্দ্র বাবুর প্রবাসীর প্রবন্ধটা প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে এ সকল সেখানেই বলা যাইতে পারিত।

পদকল্পতরুতে ব্রজ-ভাষা ও উড়িয়া-ভাষার কয়েকটা পদও উদ্ধৃত হইয়াছে। বিদ্যাপতির মৈথিল পদের ন্যায় এই পদগুলিও যে, বাঙ্গালায় আসিয়া অল্পাধিক পরিমাণে বিকৃত না হইয়াছে, তাহা নহে। কৌতূহলী পাঠক সালবেগের—"হের হো নীলগিরি রাজহি" ইত্যাদি ১৫৪২ সংখ্যক পদের পাঠান্তর ও পাঠ-বিচার পড়িলে বুঝিতে পারিবেন।

বাঙ্গালার ব্রজবুলীর কোন ব্যাকরণ বা পূর্ণাঙ্গ শব্দ-কোষ এ যাবৎ সঙ্কলিত হয় নাই। আমরা এখানে যে ব্রজবুলীর ব্যাকরণ-সূত্রাবলীর নির্দ্দেশ করার জন্য চেষ্টা করিব, সেরূপ শক্তি, অবসর ও স্থান আমাদের নাই। অথচ সে সম্বন্ধে কিছু না বলিলে, ব্রজবুলীর সম্বন্ধে আলোচনায় একটা গুরুতর ত্রুটি থাকিয়া যাইবে; এ জন্য আমরা ব্রজবুলীর উচ্চারণ, শব্দ-রূপ, ধাতু-রূপ, কৃৎ-তদ্ধিত প্রত্যয়, সমাস ইত্যাদি সম্বন্ধে মোটামুটি কতকগুলি সোদাহরণ নিয়ম নিম্নে প্রদর্শিত করিব।

ব্রজবুলীর ব্যাকরণ

ব্রজবুলীর উচ্চারণ সম্বন্ধে প্রথমেই বক্তব্য এই যে, ব্রজবুলীতে 'আ' 'ঈ' 'ঊ' 'এ' 'ঐ' 'ও' 'ঔ' গুরু স্বরবর্ণগুলি এবং সংযুক্ত অক্ষরের পূর্ব্ববর্ত্তী অক্ষর সংস্কৃত ও হিন্দীর ন্যায় সর্ব্বত্র গুরুবর্ণ-রূপে উচ্চারিত হয় না। উহা বিবক্ষাবশতঃ লঘু বর্ণ-রূপেও উচ্চারিত হইতে পারে। এরূপ স্থলে 'আ'-কারের, 'ঈ'-কারের ও 'ঊ'-কারের পরিবর্ত্তে কোন কোন সময় 'অ'-কার 'ই'-কার ও 'উ'-কার ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু সর্ব্বত্র উহা দেখা যায় না। ব্রজবুলীর এই উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বিদ্যাপতির মৈথিলের অনুরূপ বটে। দৃষ্টান্ত যথা—

উচ্চারণ

"যমুনাক তির উপবন উদবেগল"
"তোঁহে মতিমান সুমতি মধুসূদন"
"ভনই বিদ্যাপতি সুন বর জৌবতি"
—(নগেন্দ্র বাবু, ১ সংখ্যক)

১ম পঙ্‌ক্তির 'যমুনাক' শব্দের 'না', ২য় পঙ্‌ক্তির 'তোঁহে' শব্দের 'তোঁ' ও 'হে' ও ৩য় পঙ্‌ক্তির 'বিদ্যাপতি' শব্দের 'বি' লঘু-বর্ণ-রূপে উচ্চারিত না হইলে ছন্দোভঙ্গ ঘটিবে। এরূপ উদাহরণ নগেন্দ্র বাবুর উদ্ধৃত মৈথিল 'রাগতরঙ্গিণী' ও তালপত্রের পুথি হইতে অসংখ্য দেওয়া যাইতে পারে। বাঙ্গালার ব্রজবুলী দেখুন—

"ইহ লোচন-আনন্দ-ধাম।
অযাচিত এ হেন পতিত হেরি যো পহুঁ
যাচি দেয়ল হরি-নাম॥"—(পদকল্পতরু, ১ সংখ্যক)।

১ম পঙ্‌ক্তির 'আনন্দ' শব্দের 'ন', ২য় পঙ্‌ক্তির 'যা' ও দুইটী 'হে' অক্ষর ও ৩য় পঙ্‌ক্তির 'দে' অক্ষর ছন্দের জন্য লঘু উচ্চারিত হইবে।

* ভূমিকার ৫৯—৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক।

ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণে ব্রজবুলীর কোন বিশেষত্ব নাই ; তবে 'য'-অক্ষর সর্ব্বদাই 'জ'-এর ন্যায় এবং 'যৈছন' 'কৈছন' ইত্যাদি কতকগুলি শব্দের 'ছ' অক্ষর হিন্দীর 'স' বা ইংরেজীর 'S' অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হয়।

শব্দ-রূপ

ব্রজবুলীর শব্দরূপের সম্বন্ধে প্রথমই লক্ষ্য করার বিষয় যে, হিন্দী, মৈথিল, বাংলা প্রভৃতি অপভ্রংশ ভাষার ন্যায় ইহাতেও দ্বি-বচনের কোন বিভক্তি নাই। দ্বি-বচনের অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে, শব্দের আগে বা পরে 'দুহুঁ' বা 'দোন' শব্দের প্রয়োগ করা আবশ্যক হয় ; যথা—

"দুহুঁ লোচন ভরি যো হরি হেরই" (প-ক-ত, ২৩৪ সং) ইত্যাদি।

বহু-বচনেরও কোন বিভক্তি-চিহ্ন নাই ; 'সব', 'গণ', 'আদি' প্রভৃতি শব্দ-যোগে প্রথমার বহুবচনের অর্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

(১) ১মার এক-বচনে প্রায়ই কোন বিভক্তি-চিহ্ন প্রযুক্ত হয় না ; কচিৎ কর্ত্তৃকারকে ১-মার 'এ' বিভক্তি দেখা যায়।

(২) কর্ম্ম-কারকে দ্বিতীয়ায় প্রায়ই কোন বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না। এ জন্য অনেক সময়ে অর্থ দ্বারা বাক্যের কর্ত্তা ও কর্ম্ম ঠিক করিতে গোলযোগ ঘটে।

(৩) তৃতীয়ায় 'এ', 'হি', 'হিঁ' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—

(ক) "করে কর বারিতে উপজল প্রেম।"—(প-ক-ত, ৫২ সং)

(খ) করে কর দ্বারা।

(গ) কর—করকে (কর্ম্ম-কারকে বিভক্তি লোপ হইয়াছে)

"ঝর ঝর লোরহি লোলিত কাজর"—(প-ক-ত, ৪০ সং)

লোরহি—লোর (অশ্রু) দ্বারা।

'হেতু' অর্থে তৃতীয়া-বিভক্তি হয়, যথা—

"যো অভিলাসহি প্রকট নবদ্বীপে (ঐ ৬৮ সং)

(৪) 'অভিলাসহি'—অভিলাস হেতু।

(৫) পঞ্চমীতে 'সেঁ' ও 'সঞে' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় ; যথা—

"ঘর সঞে করবয়ে নয়ল সুনেহ" (প-ক-ত, ১১৫ সং) ইত্যাদি।

(৬) ষষ্ঠীতে 'ক', 'কা', 'কি' ও 'কে' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় ; কিন্তু হিন্দীতে যেমন 'রাজা কা বেটা', 'রাজা কী বেটী'—এইরূপ 'বেটা' ও 'বেটী' শব্দের যথাক্রমে পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী-লিঙ্গ অনুসারে সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তির 'কা' ও 'কী' হইয়া থাকে, মৈথিল ও ব্রজবুলীতে সেরূপ হয় না। মৈথিলে পুং-স্ত্রী-নির্ব্বিশেষে 'ক' বিভক্তি দেখা যায়। বাঙ্গালা ব্রজ-বুলীতে ব্রজ-ভাষার প্রভাব হেতু যদিও ষষ্ঠী বিভক্তিতে কদাচিৎ 'কি' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু ব্রজ-ভাষার ন্যায় লিঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না। যথা—

(ক) "গেঙ্গলুঁ [illegible] থির বিজুরিক মালা।"—(প-ক-ত, ৫৩ সং)

ব্রজ-ভাষায় 'মালা' স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া 'বিজুরি কী' হইত।

([illegible]) "[illegible] বড় কাজ।"—(ঐ, ৬৩ সং)

(গ) "[illegible] যুগলকিশোর কি কীযে।" (ঐ, ২৮৫৮ সং)

ব্রজ-ভাষা অনুসারে '[illegible]' স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া 'যুগলকিশোর কী' হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু 'কি'

স্থলে 'কী' করিলে ছন্দঃপতন ঘটে। পদ-কর্ত্তা পরমানন্দ অর্থাৎ কবিকর্ণপূর বাঙ্গালী; তাই তিনি ব্রজ-ভাষার নিয়ম সম্পূর্ণ মানিয়া চলেন নাই।

(ঘ) 'যাঁকে মন্ত্রী অভিন্ন কলেবর, রামচন্দ্র কবিরাজ।'—(ঐ, ১১ সং)

এখানে 'যাঁকে' স্থলে 'যাঁক' পাঠ কল্পনা করিলে ছন্দঃপতন ঘটে। এখানে 'কে' গুরু ও 'ন্ত্রী' লঘু।

(৭) সপ্তমী বা অধিকরণ-কারকে 'এ', 'হি' ও 'হিঁ' বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। কখনও বা কোন বিভক্তি-চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। অনেক স্থলে 'মধ্যে'-শব্দের অপভ্রংশ 'মাহা', 'মাহ' বা 'মাঝে' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা সপ্তমীর অর্থ প্রকাশ করা হয়। যথা,—

(ক) "ইহ সব ভুবনে প্রেম-রস-সিঞ্চনে
পূরল জগ-জন-আশ।"—(ঐ, ৮ সং)

'ভুবনে' শব্দে সপ্তমীতে 'এ' ও 'সিঞ্চনে' শব্দে 'সিঞ্চন দ্বারা' অর্থে তৃতীয়ায় 'এ' হইয়াছে।

(খ) "মরমহি শ্যামর পরিজন পামর" (ঐ, ৪০ সং)

'মরমহি—মর্ম্মে, অন্তরে।

(গ) "কবিগণ চমকয়ে চীত।"—(ঐ, ১৮ সং)

চীত—চিত্তে (সপ্তমী-বিভক্তির লোপ)

(ঘ) "নৃপ-আসন খেতরি মাহা বৈঠত" (ঐ, ১১ সং)

এখানে 'মাহা' শব্দের উচ্চারণ 'মহ'; নতুবা ছন্দঃপতন হয়।

(চ) "সো রস-জলধি মাঝে মণি-গেহ।"—(ঐ, ২৭ সং)

সকল ভাষাতেই সর্ব্বনামের রূপে বিশেষত্ব দেখা যায়; ব্রজবুলীর সর্ব্বনামেও সেই বিশেষত্ব আছে। এই বিশেষত্ব কিছু বাংলা, কিছু মৈথিল ও কিছু ব্রজ-ভাষার প্রভাব-জাত।

(১) 'অস্মদ্' সর্ব্বনাম-শব্দের ১মা, এক-বচনে—'হম' বা 'হাম'; বহুবচনে 'হম সব,' ২য়া, এক-বচনে 'মুঝে', 'হমে' বা 'হামে'। ৩য়া এক-বচনে 'হম সেঁ'। ৪র্থী এক-বচনে 'মুঝে', 'হমে' বা 'হামে'। ৫মী এক-বচনে 'হসা সঞে'। ষষ্ঠী এক-বচনে 'মোর', 'মঝু' বা 'হামক'। ৭মী এক-বচনে 'হসে' বা 'হাসে'।

(২) 'যুষ্মদ্' শব্দের ১—১ 'তুহুঁ'; ১—বং 'তুহুঁ সব'; ২—১ 'তোহে'; ৩—১ 'তোঁ সোঁ'; ৪—১ 'তোহে'; ৫—১ 'তো সঞে' বা 'তুহুঁ সঞে', ৬—১ 'তুয়া', 'তোর' বা 'তোহর'। ৭—১ 'তোহে'।

(৩) 'তদ্' শব্দের ১—১ সো; (মৈ॰ 'সে', ব্রঃ-ভা॰ 'সো'; ব্রজবুলীর 'সো' ব্রজ-ভাষার প্রভাব-জাত; 'যো' সম্বন্ধেও ইহাই বক্তব্য); 'সেহ' (মৈ॰ প্রভাব-জাত)। ২—১ 'তাহে'। ৩—১ 'তা সঞে'। ৪—১ 'তাহে'। ৫—১ 'তা সঞে'। ৬—১ 'তছু', 'তাক', 'তাকর'। ৭—১ 'তাহে'।

(৪) 'যদ্ শব্দের ১—১ 'যো', 'যেহ'। ২—১ 'যাহে'। ৩—১ 'যা সঞে'। ৪—১ 'যাহে'। ৫—১ 'যা সঞে'। ৬—১ 'যছু', 'যাক', 'যাকে' 'যাকর'। ৭—১ 'যাহে'।

(৫) 'ইদম্' শব্দের ১—১ 'ইহ', 'এ', 'এহ'। ২—১ 'ইহ কোঁ'। ৩—১ 'ইহ সঞে'। ৪—১ 'ইহ কে', ৫—১ 'ইহ সঞে'। ৬—১ 'অছু', 'ইহক', 'ইহকর'। ৭—১ 'ইহ পর'।

(৬) 'অদস্' শব্দের ১—১ 'উহ', 'ও'। ২—১ 'উহ কে', ৩—১ 'উহ সঞে'। ৪—১ 'উহ কে'। ৫—১ 'উহ সঞে', ৬—১ 'উহক', 'উহকর'। ৭—১ 'উহ পর'। স্থানাভাবে বাহুল্য ভয়ে অধিক উদাহরণ দেওয়া হইল না।

ব্রজবুলীর ধাতু-রূপে প্রায় সর্ব্বত্রই মৈথিল ও বাংলা-ভাষার প্রভাব দেখা যায়, তবে 'গেও' ইত্যাদি কোন কোন ধাতু-রূপে ব্রজভাষার প্রভাব সুস্পষ্ট। ব্রজ-ভাষার 'গএ' ব্রজবুলীতে 'গেও' হইয়াছে ; দৃষ্টান্ত যথা,—

ধাতু-রূপ

"দুরে গেও মুরলি অলাপন গীত।"—(ঐ, ৫৫ সং)

(১) ধাতুর উত্তর ১ম-পুরুষে বর্ত্তমান-কালে 'অ', 'অই' 'অয়ে' ও 'উ' বিভক্তি হয়, যথা—'কহ্' ধাতুর পদ 'কহ', 'কহই', 'কহয়ে' ও 'কহু'। এক-বচনে ও বহুবচনে রূপের প্রভেদ নাই। মধ্যম-পুরুষে—'অ' ও 'অসি' বিভক্তি-যোগে—'কহ', 'কহসি' পদ হয়। উত্তম-পুরুষে 'অ' 'ই' 'উ' ও 'ওঁ' বিভক্তি যোগে 'কহ', 'কহি', 'কহুঁ' ও 'কহোঁ' পদ হয়।

(২) অতীত-কালে 'অল'-প্রত্যয় মৈথিল ও বাংলার নিজস্ব বিশেষত্ব। 'কহই' 'কহে' ইত্যাদি রূপ ব্রজ-ভাষায় ক্বচিৎ দৃষ্ট হইলেও 'কহল', 'কহলুঁ' ইত্যাদি রূপ উহাতে আদৌ হয় না। অনভিজ্ঞ ব্রজ-মণ্ডলের লোকের নিকট 'কহল' 'কহলু', ইত্যাদি রূপগুলির অর্থও দুর্ব্বোধ্য।

(৩) ব্রজভাষার আর এক বিশেষত্ব এই যে, উহাতে কর্ত্তৃ-পদ স্ত্রীলিঙ্গ হইলে তিঙন্ত-পদও 'ী' যুক্ত হয়, যথা—'রাজা জাতে হৈঁ', কিন্তু 'রানী জাতী হৈঁ'। 'রাজা গয়া', কিন্তু 'রানী গঈ'। 'রাজা চলেঙ্গে', কিন্তু 'রানী চলেঙ্গী'। কেবল ব্রজ-ভাষা অর্থাৎ বৃন্দাবন-অঞ্চলের হিন্দী-ভাষায় নহে, হিন্দীর অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় (Dialect) ও উর্দ্দুতে তিঙন্ত-পদে এই লিঙ্গ-ভেদ দেখা যায় ; কিন্তু মৈথিল ও বাংলা ভাষায় ইহা নাই। তবে বিদ্যাপতির প্রাচীন মৈথিল-ভাষার সহিত ব্রজ-ভাষার পার্থক্য অপেক্ষাকৃত কম ছিল বলিয়া বিদ্যাপতির পদে কোন কোন স্থলে ব্রজ-ভাষার এই বিশেষত্বও লক্ষিত হয়, যথা—

"গেলি কামিনি গজহু গামিনি" (নগেন্দ্রবাবুর ৫১ সং)

"ততহি ধাওল দুহু লোচন রে
জতহি গেলি বর নারি।"—(ঐ, ১১০)

(৪) মৈথিল ও ব্রজবুলীতে 'অব' যোগে ভবিষ্যৎকালের ক্রিয়া-পদ সিদ্ধ হয় ; যথা—'কহব', 'চলব' ইত্যাদি। ইহা বাংলার 'কহিব' 'চলিব' ইত্যাদির অনুরূপ বটে। ব্রজ-ভাষায় ও উর্দ্দুতে পুংলিঙ্গে 'এগা' ও স্ত্রীলিঙ্গে 'এগী' যোগে ভবিষ্যতের ক্রিয়া-পদ হয়। যথা—"লড়্কা কহেগা", "লড়্কী কহেগী"। সম্মানার্থে 'এঙ্গে' ও 'এঙ্গী' হয়, যথা— 'রাজা কহেঙ্গে', 'রানী কহেঙ্গী'।

(৫) অনুজ্ঞায় 'অউ'-যোগে 'কহউ', 'চলউ' ইত্যাদি পদ হয়।

(৬) প্রাচীন বাঙ্গালায় যেমন 'সে কহিব,' 'আমি (বা মুঞি) কহিব' ইত্যাদির ন্যায় প্রথম ও উত্তম-পুরুষের ক্রিয়া-পদে কোন প্রভেদ নাই,—সেইরূপ মৈথিল ও ব্রজবুলীতেও 'সো কহব', 'হম কহব' ইত্যাদি পদ দেখা যায়।

(৭) প্রাচীন বাংলার ন্যায় ব্রজবুলীতেও ভাব-বাচ্যে 'ইয়ে' প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়, যথা—"যো তুয়া দুখে দুখায়ত শত-গুণ, তাহারে কি বেদন না কহিয়ে।"—(ঐ, ৭১ সং)

'কহিয়ে'—(সং 'কথ্যতে') কহা যায়।

(১) 'কৃৎ'-প্রত্যয় সম্বন্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে, হিন্দী, মৈথিল, বাংলা প্রভৃতি অপভ্রংশ-ভাষার ন্যায় ব্রজবুলীর নিজস্ব কৃৎ-প্রত্যয়ের সংখ্যা খুব কম। তৎ-সম কৃদন্ত-শব্দ হইতেই অপভ্রংশের নিয়ম অনুসারে ব্রজবুলীর কৃদন্ত পদও উদ্ভূত হইয়া থাকে।

কৃৎ-প্রত্যয় ও তদ্ধিত প্রত্যয়

যথা, সংস্কৃত 'ল্যপ্' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন 'প্রণম্য' ইত্যাদির অপভ্রংশ 'প্রণমিঅ' হইতে ব্রজবুলী ও বাংলার 'প্রণমি'

ইত্যাদি। এইরূপ 'কথয়িত্বা' 'চলিত্বা' ইত্যাদির অপভ্রংশ 'কহইঅ' 'চলিঅ' ইত্যাদি হইতে ব্রজবুলীর 'কহই' 'চলই' বা ঠিক বাংলার মত 'কহি' 'চলি' ইত্যাদি।

প্রাচীন বাংলা ও ব্রজবুলীর একটা নিজস্ব কৃৎ-প্রত্যয়—সংস্কৃতের অতীতের 'ক্ত'-প্রত্যয়ের অর্থে 'ইল' প্রত্যয়। এই 'ইল' প্রত্যয় কোন কোন স্থলে সংস্কৃতের যোগ্যার্থক 'অনীয়' প্রত্যয়ের অর্থেও হয়; যথা,—

"যে চিতে দড়াঞাছি সেই সে হয়।
খেপিল বাণ যেন রাখিল নয়॥"—(ঐ, ৮৯৭ সং)

'ক্ষেপিল' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির অর্থ—'যে বাণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, (উহা) যেমন রাখিবার অর্থাৎ ফিরাইয়া লইবার যোগ্য নহে।'

বিদ্যাপতির পদেও 'তিতল বসন' (প-ক-ত, ২০৭ সং), 'নাহলি গোরি' (ঐ, ২০৮ সং) ইত্যাদি কৃদন্ত পদ 'সিক্ত বসন,' 'স্নাতা গৌরাঙ্গী' ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রজবুলীতে ইহার উদাহরণ অসংখ্য।

(২) 'তদ্ধিত'-প্রত্যয় সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ব্রজবুলী ও বাংলায় নিজস্ব তদ্ধিত প্রত্যয়ের সংখ্যা খুব কম। ব্রজবুলীতে তৎসম তদ্ধিতান্ত শব্দ হইতেই অপভ্রংশের নিয়ম অনুসারে তদ্ধিতান্ত পদ উদ্ভূত হইয়া থাকে।

সমাস

ব্রজবুলীর 'সমাস' সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, উহাতে বেশীর ভাগে 'কর্ম্মধারয়' ও 'তৎপুরুষ' সমাসই দৃষ্ট হয়। 'বহুব্রীহি' সমাসের ব্যবহার খুব কম। সংস্কৃত-ব্যাকরণে 'সমাস' সম্বন্ধে একটা প্রধান সূত্র—"সমর্থঃ পদবিধিঃ"; অর্থাৎ উল্‌টা-পাল্‌টা পদগুলির মধ্যে সমাস হইবে না; সমর্থতা অর্থাৎ যোগ্যতা অনুসারে সমাসের পদগুলি সাজাইয়া লইয়া, পরে সমাস করিতে হইবে। ব্রজবুলীতে এরূপ ধরা-বান্ধা কোন নিয়ম নাই; উহাতে উল্‌টা-পাল্‌টা পদের মধ্যেও সমাস হয়; যথা,—

(ক) "চঞ্চল-নয়নে চাহ চপলমতি
জিত-গতি মত্ত গজরাজ।"—(ঐ, ৩৮ সং)

'জিত-গতি' ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিটী নায়িকার বিশেষণ; উহার অর্থ—গতি দ্বারা জিত হইয়াছে মত্ত গজরাজ যাঁহার কর্ত্তৃক (বহুব্রীহি)। সংস্কৃতের নিয়ম অনুসারে এখানে 'গতি-জিত-মত্ত-গজরাজ' হওয়া উচিত ছিল।

(খ) "চূড়ক চুড়ে ময়ুর-শিখণ্ডক
মণ্ডিত-মালতি-মাল।—(ঐ, ৭৪ সং)

'মালতি-মাল' দ্বারা 'মণ্ডিত'—এই অর্থে 'মালতি-মাল-মণ্ডিত' পদই সংস্কৃতের নিয়ম-অনুযায়ী বটে।

এইরূপ "মোচন-ভব-নদ-বন্ধ"—অর্থাৎ ভব-নদ-বন্ধনের মোচন (মোচন-কারী), 'স্নাত-নব-রস-কূপ' অর্থাৎ নব-রস-কূপে স্নাত, ইত্যাদি বহু পদ দৃষ্ট হইবে।

বিদ্যাপতির পদে সংস্কৃত-প্রবণ বাঙ্গালার ব্রজবুলীর অপেক্ষা 'তৎসম' শব্দের ও সমাসের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অনেক কম হইলেও, তাঁহার কোন কোন সমাসে এই স্বাধীনতা দৃষ্ট হয়; যথা,—

"দাম-চম্পকে কাম পূজল"—(ঐ, ৫৭ সং)

'চম্পকের দামে' অর্থে সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে 'চম্পক-দামে' হইবে।

সমাস সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা এই যে, হিন্দী, মৈথিল, বাংলা প্রভৃতি প্রচরৎ ভাষাগুলিতে দীর্ঘসমাসের প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়, কিন্তু ব্রজবুলীর কৃত্রিম ভাষায় প্রায় সর্ব্বত্র, বিশেষতঃ গোবিন্দ-

দাসের পদে জয়দেবের গীতগোবিন্দের ন্যায় সমাসের মালা গাঁথা হইয়াছে। "অভিনব-জয়দেব" বিদ্যাপতি যাহা করিতে পারেন নাই,—আমাদের বাঙ্গালী গোবিন্দদাস সে কাজটা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার—

"অঞ্জন-গঞ্জন জগ-জন-রঞ্জন
জলদ-পুঞ্জ জিনি বরণা।
তরুণারুণ-থল- কমল-দলারুণ
মঞ্জির-রঞ্জিত-চরণা॥"

ইত্যাদির ন্যায় শত শত কলিতে (Stanza) গীতগোবিন্দের সহিত তুলনীয় যে রচনা-পারিপাট্য দেখা যায়, 'তৎসম' শব্দ ও সমাসের প্রাচুর্য্যই উহার মুখ্য কারণ,—রচনা-কৌশল গৌণ কারণ বটে। বাঙ্গালার ব্রজবুলীর ইহাই অনন্য-সাধারণ বিশেষত্ব। যাঁহারা গোবিন্দদাসের ব্রজবুলী-ভাষার এই সুস্পষ্ট বিশেষত্ব লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহার প্রযুক্ত ভাষাকেও বিদ্যাপতির ভাষার ন্যায় মৈথিল বলিয়াই প্রচার করিতে চাহেন, তাঁহাদিগের সূক্ষ্মদর্শিতার প্রশংসা করিতে পারি না।

পদাবলীর ছন্দ

বৈষ্ণব-পদাবলীতে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর ছন্দ দেখা যায়:—(১) মাত্রা-বৃত্ত ছন্দ, (২) অক্ষর-বৃত্ত ছন্দ ও (৩) মাত্রা-বৃত্ত ও অক্ষর-বৃত্ত-মিশ্রিত ছন্দ। মাত্রা-বৃত্তে অক্ষরের সংখ্যা ধর্ত্তব্য নহে; অক্ষরের লঘু-গুরু মাত্রা ও যতির নিয়মই ধর্ত্তব্য। অক্ষর-বৃত্ত ছন্দ পদের চরণগুলির অক্ষর-সংখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। মাত্রা-বৃত্ত ও অক্ষর-বৃত্ত-মিশ্রিত ছন্দে কোথাও অক্ষরের লঘু-গুরু মাত্রা এবং কোথাও বা অক্ষরের সংখ্যা মান্য করা হয়।

শুদ্ধ মাত্রা-বৃত্ত ছন্দ বিদ্যাপতির মৈথিল ও বাংলার ব্রজবুলী পদাবলীতেই দেখা যায়। সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে মাত্রা-বৃত্তের প্রত্যেক গুরু-বর্ণ দ্বিমাত্রাত্মক ও প্রত্যেক লঘু-বর্ণ একমাত্রাত্মক গণ্য করা হইলেও মৈথিলী ও ব্রজবুলীতে বর্ণের লঘু-গুরু বিচার সম্বন্ধে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেখা যায়। আমরা 'ব্রজবুলীর ব্যাকরণ' শীর্ষকের আরম্ভেই বর্ণাবলীর লঘু-গুরু-উচ্চারণের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি; এখানে পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

মৈথিল পুথিতে এবং অনেক বাংলা প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে আমরা উচ্চারণ অনুযায়ী বর্ণ-বিন্যাস দেখিতে পাই; কিন্তু মুদ্রিত বাংলা পদাবলীগ্রন্থে বাংলার প্রচলিত বর্ণ-বিন্যাসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সর্বত্র উচ্চারণ অনুযায়ী বর্ণ-বিন্যাস রক্ষিত হয় না। বাংলার পদাবলী-সম্পাদক-দিগের মধ্যে নগেন্দ্র বাবুই প্রথমে তাঁহার সংস্করণে উচ্চারণ অনুযায়ী বর্ণবিন্যাস রক্ষা করিয়া ও উহার একান্ত প্রয়োজনীয়তার প্রতি আমাদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বিদ্যাপতির কোনও কোনও মৈথিল পদে বর্ণের লঘু-গুরু ব্যবহারের স্বাধীনতা এত অধিক দৃষ্ট হয় যে, উহার ছন্দকে মাত্রা-বৃত্ত না বলিয়া, অক্ষর-বৃত্ত বলিলেই যেন অধিক সঙ্গত হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ নগেন্দ্রবাবুর সংস্করণের ৭২ সংখ্যক পদটির প্রথম তিনটি কলি দেখুন,—

"সামর সুন্দর এঁ বাটে আএল
তেঁ মোরি লাগিল আখী।
আরতি আঁচর সাজি ন ভেলে
সবে সখী-জন সাখী॥ ২।

কহই মো সখি কহই মো
কতএ তাহেরি বাসা।
দুরহু ছুগুন এড়ি মঞে আবও
পুনু দরশন আসা ॥ ৪।
কি মোরা জীবনে কি মোরা যৌবনে
কি মোরা চতুরপনে।
মদন-বানে মুরুছলি অছঞো
সহঞো জীব অপনে ॥ ৬।"

এই কলিগুলি মাত্রা-ত্রিপদী ছন্দের লঘু গুরু মাত্রা ও যতি রক্ষা করিয়া পড়া অসম্ভব; বর্ণগুলির লঘু-গুরু বিচার না করিয়া যদি বাংলা লঘু ত্রিপদীর ন্যায় পড়া যায়, তাহা হইলে দুই তিনটি স্থল ব্যতীত আর কোথায়ও বাধে না। 'সাজি', ২য় 'মো' ও 'বানে' শব্দগুলি যথাক্রমে 'সা-আ-জি', 'মো-ও-য়' ও 'বা-আ-নে' এবং 'আবও' ও 'অছঞো' স্থলে 'আও' ও 'অছোঁ' উচ্চারণ করিলেই অক্ষর ও যতি-শুদ্ধ বাংলা লঘু-ত্রিপদী ছন্দ হয়। আমরা নগেন্দ্রবাবুর বিদ্যাপতিতে এইরূপ আরও কয়েকটি পদ পাইয়াছি, যাহা পাঠ করিয়া আমাদিগের ধারণা হইয়াছে যে, বিদ্যাপতির সময়টি প্রাচীন মাত্রা-ছন্দ ও আধুনিক অক্ষর-ছন্দের মধ্যবর্ত্তী যুগ; কাজেই তাঁহার রচনায় ছন্দের উভয়বিধ প্রণালী ও উভয়ের মিশ্রণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাংলার ব্রজবুলির কৃত্রিমতা ও সমধিক সংস্কৃত-প্রবণতা হেতু, উহার পদাবলীতে কিন্তু এরূপ স্বাধীনতা দেখা যায় না। বাংলা ব্রজ-বুলির পদে মাত্রার লঘু-গুরু-নির্ণয়ে যে ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাহা বিদ্যাপতির এই জাতীয় পদের স্বাধীনতার ন্যায় ইচ্ছাকৃত নহে, উহা বাঙ্গালী পদ-কর্ত্তাদিগের অপ্রণিধান বা অনভিজ্ঞতারই ফল। ইহার প্রমাণ এই যে, বাংলার ব্রজবুলি পদ-কর্ত্তাদিগের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ—সেই গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, রায় শেখর, ঘনশ্যাম প্রভৃতির রচনায় প্রায় কোথায়ও গুরুতর ব্যতিক্রম লক্ষিত হয় না। তবে মৈথিলীর ন্যায় তাঁহাদিগের ব্রজবুলি রচনায়ও 'আ' 'ঈ' 'উ' 'এ' 'ঐ' প্রভৃতি সংস্কৃত মাত্রাছন্দের গুরু-বর্ণগুলি প্রয়োজন অনুসারেই ক্বচিৎ লঘু-রূপেও গণ্য করা হইয়া থাকে। কোন্ স্থলে ঐ অক্ষরগুলি লঘু ও কোন্ স্থলে গুরু পাঠ করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে অল্প কথায় কিছু বলা অসম্ভব। এখানে বৈষ্ণব-পদাবলী হইতে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ ছন্দের সকল ভেদগুলির দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া, উহাদের বিশেষত্ব দেখাইতে যাওয়াও সেইরূপ অসম্ভব। কৌতূহলী পাঠক অনুসন্ধান করিলে, মাত্রা-বৃত্ত ছন্দের মধ্যে আট মাত্রার ও ষোল মাত্রার 'মাত্রা-চতুষ্পদী' বা 'চৌপঈ', বার মাত্রার মাত্রা-চতুষ্পদী, অযুগ্মচরণে বার মাত্রা ও যুগ্মচরণে ষোল মাত্রার বিষম-চতুষ্পদী, আটাইশ মাত্রার ত্রিপদী, ৩+৪+৩+৪+৩+৪+৪=২৫ মাত্রার ত্রিপদী, ৩+৩+৩+৩+৩+৩+৫=২৩ মাত্রার ত্রিপদী, ৪৭ মাত্রার ও ৫১ মাত্রার দীর্ঘ-চতুষ্পদী প্রভৃতি ছন্দ এবং বাংলা অক্ষর-বৃত্ত ছন্দের মধ্যে চৌদ্দ-অক্ষরী পয়ার, আটঅক্ষরী, দশঅক্ষরী ও একাদশাক্ষরী একাবলী, ছাব্বিশ-অক্ষরী দীর্ঘ ত্রিপদী, কুড়ি-অক্ষরী লঘু-ত্রিপদী, ধামালী ও আরও নানা প্রকার মিশ্র ছন্দ দেখিতে পাইবেন। বস্তুতঃ বৈষ্ণব-কবিরা বিচিত্র ও সুললিত এত বিভিন্ন ছন্দের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন যে, নূতন ও বিচিত্র ছন্দের প্রবর্ত্তক বলিয়া, আধুনিক বাঙ্গালী কবিদিগের গর্ব্ব করিবার বিশেষ কিছু নাই। তবে গুরু-গম্ভীর ওজোগুণ-ভূয়িষ্ঠ রচনার উপযোগী অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন ও সুনিপুণ প্রয়োগ দ্বারা মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে, বাংলা সাহিত্যের অসাধারণ শক্তি-বৃদ্ধি ও সমুন্নত নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার 'মেঘনাদ-বধ', 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রভৃতি কালক্রমে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তিনি

অমিত্রাক্ষরের প্রবর্ত্তন দ্বারা বাংলা-সাহিত্যের যে অচিন্তিত উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আমরা উল্লিখিত মাত্রা-বৃত্ত, অক্ষর-বৃত্ত ও মিশ্র-বৃত্ত ছন্দগুলির কয়েকটা উদাহরণ দেখাইয়াই ছন্দঃপ্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

ব্রজবুলীর মাত্রা-বৃত্ত ছন্দের আট মাত্রার ও ষোল মাত্রায় মাত্রা-চতুষ্পদী, যথা—

(১) "জল-কেলি সাধে।
চলু ধনি রাধে॥
উতরল তীরে।
পহিরল চীরে॥"—ইত্যাদি (ঐ, ২৬৪৮ সং)

(২) "শুনইতে চমকই গৃহপতি-রাব।
তুয় মঞ্জির-রবে উনমতি ধাব॥"—ইত্যাদি (ঐ ৩৯ সং)

'পাদান্তস্থং বিকল্পেন'—অর্থাৎ চরণের অন্তস্থিত লঘু-বর্ণকেও বিকল্পে গুরু গণ্য করা যায়—এই সূত্র অনুসারে 'রাব' ও 'ধাব' শব্দের অন্ত্য 'ব' গুরু অর্থাৎ দুই-মাত্রাত্মক ধরিয়া ষোল মাত্রা পূর্ণ করা হইয়াছে।

(৩) বার-মাত্রার মাত্রা-চতুষ্পদী, যথা—
"মীলল নাগর পাশ।
দীঘল তেজই নিশাস॥"—ইত্যাদি (ঐ, ৪৮ সং)

(৪) বিষম-চতুষ্পদী, যথা—
"কালিদমন দিন মাহ।
কালিন্দি-কূল কদম্বক ছাহ॥
কত শত ব্রজ-নব-বালা।
পেখলুঁ জনু থির বিজুরিক মালা॥"—ইত্যাদি (ঐ, ৫৬ সং)

এই পদের প্রত্যেক অযুগ্ম-চরণে বার মাত্রা ও প্রত্যেক যুগ্ম-চরণে ষোল মাত্রা আছে।

(৫) আটাইশ-মাত্রার ত্রিপদী, যথা,—
"ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন
মোহন অভরণ সাজ।
অরুণ-নয়ন-গতি বিজুরি-চমক জিতি
দগধল কুলবতি-লাজ॥—ইত্যাদি (ঐ, ৭৩ সং)

(৬) ২৫ মাত্রার ত্রিপদী, যথা—
"মুদির-মরকত- মধুর মুরতি
মুগধ মোহন ছান্দ।
মল্লি-মালতি- মালে মধু-মত
মধুপ মনমথ ফান্দ॥—ইত্যাদি (ঐ, ২৪২৯ সং)

(৭) ২৩ মাত্রার ত্রিপদী, যথা—
"মন্দ-পবন কুঞ্জ-ভবন
কুসুম-গন্ধ-মাধুরী।

মদন-স্লাজ　　　　　　　নব সমাজ

ভ্রমর-ভ্রমরি-চাতুরী ॥—ইত্যাদি (ঐ, ১০৬৬ সং)

(৮)　৪৭ মাত্রার দীর্ঘ-চতুষ্পদী, যথা—

"দেখত বেকত গৌর-চন্দ্র
বেঢ়ল ভকত-নখত-বৃন্দ
অখিল-ভুবন-উজর-কারি
　　কুন্দ-কনক কাঁতিয়া।
অগতি-পতিত-কুমদ-বন্ধু
হেরি উছল রসক সিন্ধু
হৃদয়-কুহর-তিমির-হারি
　　উদিত দিনহি রাতিয়া ॥" *

ইত্যাদি (ঐ, ১০৬৩ সং)

(৯)　৫১ মাত্রার দীর্ঘ-চতুষ্পদী ছন্দ, যথা—

"(আলি রি) হোত মনহুঁ উলাস স্থলছন
বাম নিজ ভুজ উরজ ঘন ঘন
ফুরই তুর সঞে প্রাণ-পিউ কিয়ে
　　অচুরে আওব রে।
যবহুঁ পহু পর-দেশ তেজব
আগে লিখন-সন্দেশ ভেজব
তবহু বেশ বিশেষ বিভূখণ
　　সবহুঁ ভাওব রে।—ইত্যাদি (ঐ, ১৯৭৫ সং)

বাংলার অক্ষর-বৃত্ত ছন্দের নিম্ন-লিখিত উদাহরণগুলি দেওয়া যাইতে পারে, যথা—

(১)　চৌদ্দ-অক্ষরী পয়ার, যথা—

"প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে ॥
মলুঁ মলুঁ কিবা রূপ দেখিনু স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে ॥"—ইত্যাদি (ঐ, ১৪৬ সং)

(২)　আট-অক্ষরী একাবলী, যথা—

"না পারি বুঝিতে রীত।
সব দেখি বিপরীত ॥

---

* সহৃদয় পাঠক বাঙ্গালী গোবিন্দ কবিরাজের এই অপূর্ব্ব গৌরচন্দ্র-পদের রচনা ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিবেন। ইহা এবং 'নীরদ-নয়নে নীর-ঘন সিঞ্চনে" ইত্যাদি গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলি কি গোবিন্দদাসের প্রথম শ্রেণীর পদ নহে? নগেন্দ্র বাবু বলিতে চাহেন যে, 'মনমথ-মকর-ভরহিঁ ভয় কাতর" ইত্যাদি (ঐ, ৬২৩) তাঁহার প্রশংসিত পদগুলির তুলনায় এ সব পদ অপকৃষ্ট। স্বার্থে যে মানুষকে কিরূপ অন্ধ করিতে পারে, এটা তাহার একটা জীবন্ত উদাহরণ। এটা গোবিন্দদাসের উৎকৃষ্ট পদের সজাতীয় বলিয়া স্বীকার করিলে, বাঙ্গালার গৌর-ভক্ত মহাকবি গোবিন্দদাসের বাঙ্গালীত্ব যে প্রমাণিত হইয়া যায়!—সম্পাদক।

সোনার বরণ তনু।
কাজর ভৈগেল জনু ॥"—ইত্যাদি (ঐ, ১১৯ সং)

(৩) দশ-অক্ষরী একাবলী, যথা—
"কহ কহ সুবদনি রাধে।
কিবা তোর হইল বিয়াধে ॥
কেন তোরে আন-মন দেখি।
কাহে নখে ক্ষিতি-তলে লেখি ॥"—
ইত্যাদি (ঐ, ৩১ সং)

(৪) এগার-অক্ষরী একাবলী, যথা—
"অপরূপ তুয়া মুরলি-ধনি।
লালসা বাড়ল শবদ শুনি ॥
কিরূপে এ রূপ দেখিয়া সেহ।
উদবেগে ধনি না ধরে দেহ ॥"—
ইত্যাদি (ঐ, ৪২ সং)

(৫) ছাব্বিশ-অক্ষরী দীর্ঘ-ত্রিপদী, যথা—
"কি খেনে দেখিলুঁ গোরা নবীন কামের কোঁড়া
সেই হৈতে রৈতে নারি ঘরে।
কত না করিব ছল কত না ভরিব জল
কত যাব সুরধুনী-তীরে ॥"—ইত্যাদি (ঐ, ১১৭ সং)

(৬) কুড়ি-অক্ষরী লঘু-ত্রিপদী, যথা—
"কদম্বের বনে থাকে কোন জনে
কেমন শবদ আসি।
এ কি আচম্বিতে শ্রবণের পথে
মরমে রহল পশি ॥"—ইত্যাদি (ঐ, ৩২ সং)

(৭) ধামালী-ছন্দ, যথা,—
"আর শুন্যাছ আলো সই
গোরা-ভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুল-বধূ
কান্দ্যা আকুল তথা ॥
হলদি বাঁটিতে গোরী
বসিল যতনে।
হলদি-বরণ গোরাচাঁদ
পড্যা গেল মনে ॥
কিসের রান্ধন কিসের বাড়ন
কিসের হলদি বাঁটা।

আঁখির জলে বুক ভিজিল

ভাঙ্গা গেল পাটা ॥"—ইত্যাদি (ঐ, ২১৭৪ সং)

পদকল্পতরুতে স্থানাভাবে প্রত্যেক অর্দ্ধ-কলি দুই ছত্রে মুদ্রিত হইয়া থাকিলেও, ইহা ত্রিপদী ছন্দ নহে। ইহার প্রত্যেক অর্দ্ধ-কলিতে অক্ষর-সংখ্যার কোন নিয়ম নাই, কিন্তু উহাতে ১৬টী মাত্রা আছে। কিংবা হসন্ত বর্ণগুলিকে বাদ দিয়া গণিলে প্রত্যেক অর্দ্ধ-কলিতে পয়ারের চৌদ্দ অক্ষর পাওয়া যাইবে। ঐ চৌদ্দ অক্ষরই এখানে ১৬ মাত্রার সমান বটে।

(৮) মিশ্র পঞ্চপদী ছন্দ ; যথা—

"বেলি অবসান কালে।
কবে গিয়াছিলা জলে।
তাহারে দেখিয়া ঈষত হাসিয়া
ধরিলি সখীর গলে ॥"—ইত্যাদি (ঐ, ২১৫ সং)

এই পঞ্চপদী ছন্দের প্রথম দুইটী পদ বা চরণ দীর্ঘ-ত্রিপদীর প্রথম দুইটী চরণের ন্যায় ৮ অক্ষরী এবং শেষের তিনটী চরণ লঘুত্রিপদীর ৬+৬+৮=২০ অক্ষরবিশিষ্ট।

মাত্রা-বৃত্ত ও অক্ষর-বৃত্ত মিশ্রিত ছন্দের মধ্যে নিম্নলিখিত ভেদগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—

(১) মিশ্র পয়ার, যথা—

"বিধির বিধানে হায় আনল ভেজাই।
যদি সে পরাণ বন্ধুর তার লাগ পাই ॥
গুরু দুরুজন যত বন্ধুর দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে ॥"—ইত্যাদি (ঐ, ৮৫১ সং)

এখানে কোন চরণে ১৪ অক্ষর, কোন চরণে ১৫ অক্ষর আছে ; কিন্তু মাত্রা হিসাবে সাম্য হেতু ঐ বৈষম্য কাণে বাধে না। সুতরাং ইহাকে মিশ্র পয়ার বলা যাইতে পারে।

(২) মিশ্র ত্রিপদী, যথা—

"তখনি বলিলুঁ তোরে যাইস না যমুনা-তীরে
চাইস না সে কদম্বের তলে।
তুমি এখন কেন বা বোল শুন নাগো বড়ি মাই
গা মোর কেমন কেমন করে ॥"—ইত্যাদি (ঐ, ১২২ সং)

এই দীর্ঘ-ত্রিপদীতে নিয়মিত ৮+৮+১০=২৬ অক্ষর ঠিক রাখা হয় নাই। তথাপি কোন কোন হসন্ত বর্ণ গণনায় বাদ দিলে, এবং 'কেন' শব্দকে 'কেন্' পাঠ করিলে কানে বাধে না।

বাংলার একাবলী প্রভৃতি ছন্দ হইতেও এরূপ মিশ্র-ছন্দের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে ; কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে তাহা করা হইল না।

পদাবলীর অলঙ্কার

এই স্বাধীনতার যুগে কবিরা আর অলঙ্কার-শাস্ত্রের বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহেন না ; তাই অলঙ্কারের বিচার এখন অনেক পরিমাণেই অনাবশ্যক ও শুধু নিষ্ফল পাণ্ডিত্যের

পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সংস্কৃতের অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিচার্য্য রস ও অলঙ্কারের সম্বন্ধে কেবল জ্ঞানাভাব নহে,—অনেক সময়ে নিতান্ত ভ্রান্ত ধারণাই এই অশ্রদ্ধার প্রকৃত কারণ বলিয়া মনে হয়। নব্য শিক্ষিতদিগের অনেকেই মনে করেন যে, সংস্কৃতের আলঙ্কারিকেরা অসীম ও অনন্ত মানব-হৃদয়ের সমস্ত রস ও ভাবগুলিকে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ ইত্যাদি নব রসের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, নূতন নূতন রস ও ভাব-বিকাশের পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছেন এবং কাব্যের অলঙ্কারের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়া প্রকৃত কাব্য-রসের বিচারে অজ্ঞতা ও অক্ষমতাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের সূত্র-সমূহের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের স্থান ইহা নহে; তথাপি যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া রস ও অলঙ্কার-প্রয়োগে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারই অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদিগেব প্রণিধানের জন্য বলিতে চাহি যে, যদিও কবির কাব্য-রচনা কোনও অলঙ্কার-শাস্ত্রেব অপেক্ষা রাখে না—কিন্তু ভাস্কর্য্য, চিত্র, সঙ্গীত প্রভৃতি সকল সুকুমার শিল্প-কলা সৃষ্টির ন্যায় কবির কাব্যও হেয় কিংবা উপাদেয়, তাহা নির্ণয় করাব প্রয়োজন আছে। সুকুমার শিল্প-কলায় নীতির বিচার আদৌ আবশ্যক কি না,—বিংশ শতাব্দীর এই জটিল প্রশ্নটি উত্থাপিত করিয়া আমরা আলোচ্য বিষয়ের জটিলতা বর্দ্ধিত করিব না; প্রত্যক্ষবাদীর স্বীকৃত সুখ বা আনন্দকে মাপকাঠি ধরিয়া বিচার করিলেও দেখা যাইবে যে—পূর্ব্বোক্ত শিল্প-কলা-সম্ভূত সকল সুখের আস্বাদন সমান উৎকৃষ্ট, চিরস্থায়ী ও পরিণাম-সুখকর নহে। ঐ সুখাস্বাদনগুলির পরস্পর তুলনা ও জীবনের বিভিন্ন অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য বা অসামঞ্জস্যের আলোচনা করিয়া, কতকগুলি রসাস্বাদনকে উৎকৃষ্ট, চিরস্থায়ী ও পরিণাম-সুখকর বলিয়া উপাদেয় বা বাঞ্ছনীয় এবং কতকগুলি রসাস্বাদনকে নিকৃষ্ট, ক্ষণ-স্থায়ী ও পরিণাম-দুঃখকর বলিয়া হেয় বা বর্জ্জনীয় মনে না করিয়া থাকা, বিচার-বুদ্ধি-সমন্বিত মানবের পক্ষে অসম্ভব। এই স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধির অনুশীলন হইতেই শিল্প-সমালোচনার ন্যায় প্রণালী-বদ্ধ কাব্য-সমালোচনার উৎপত্তি হইয়াছে। ভারতীয়-আর্য্য-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র। কাব্যানুশীলন অনেক সময়ে অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার সহায় হইয়া থাকে দেখিয়া, প্রাচীন কালে ভারতীয় ধর্ম্মানুশাসনে—'কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ' অর্থাৎ কাব্যালাপ করিবে না—এইরূপ একটা কঠোর বিধি প্রণীত হইয়াছিল। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র ঐরূপ বিধির একদেশ-দর্শিতা লক্ষ্য করিয়া, উহা কেবল অসৎ-কাব্য সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সৎকাব্য সম্বন্ধে নহে—এই সমীচীন সত্যের ঘোষণা দ্বারা প্রথমেই কাব্য-সৃষ্টির একটা প্রবল প্রতিবন্ধকতার মূলোৎপাটন করিয়াছিল। আমাদিগের অলঙ্কার-শাস্ত্রেব এই সিদ্ধান্তের সহিত প্রতীচ্য সমালোচক-শ্রেষ্ঠ ম্যাথু আর্ণল্ডের—"Poetry is a criticism of life" অর্থাৎ কাব্য মানব-জীবনের সমালোচনা—এই মতটির মূলতঃ কোন পার্থক্য দেখা যায় না; সুতরাং আমরা যদি এই মূল সূত্রটি ধরিয়া বৈষ্ণবপদাবলীর রস ও কবিত্বের বিচার করি, তাহা হইলে বোধ হয়, উহা লইয়া কাহারও বিশেষ আপত্তির কারণ থাকিবে না। পদাবলীর রস ও অলঙ্কারের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে আমাদিগের আলঙ্কারিকেরা—রস ও অলঙ্কার বলিতে কি বুঝেন, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব।

অসীম ও অনন্ত মানব-হৃদয়ের ভাব-সমূহের শ্রেণী-বিভাগ করা অতি কঠিন কাজ। এই শ্রেণী-বিভাগ সকল সময়ে সুসাধ্য বা সর্ব্ববাদিসম্মত না হইলেও, সকল শাস্ত্রেই তত্ত্বালোচনার জন্য শ্রেণী-বিভাগ একান্ত আবশ্যক। আমাদিগের আলঙ্কারিকেরা সে জন্যই অনুরাগ, হাস্য, শোক প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থায়ী ভাবগুলিকে শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ ইত্যাদি মোটামুটি নয়টি রসে বিভক্ত করিয়া, অন্যান্য অপ্রধান ও অস্থায়ী ভাবগুলির মধ্যে কতকগুলিকে অনুভাব ও কতকগুলিকে সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব নামে অভিহিত

করিয়াছেন। তাঁহারা কেবল এই শ্রেণী-বিভাগ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; সকল কাব্যরসের মূলে কি ভাব বা রস আছে, নিপুণ মনস্তত্ত্ববিদের ন্যায় তাহারও আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে 'বিস্ময়' (admiration) বা চমৎকারিত্বই এই সমস্ত কাব্য-রসের প্রাণ। সুতরাং চমৎকারিত্ব বজায় রাখিয়া এবং সৎকাব্যের পূর্ব্বোক্ত সনাতন লক্ষণ অতিক্রম না করিয়া, যে যত অভিনব ভাব বা রসের সৃষ্টি করুন না কেন—তাহাতে অলঙ্কার-শাস্ত্রের কোন বাধা নাই।

অলঙ্কার সম্বন্ধেও আমাদিগের আলঙ্কারিকদিগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, অলঙ্কার কাব্যের প্রাণ নহে; 'ধ্বনি' বা ব্যঞ্জনাই কাব্যের প্রাণ। কোনও রচনায় কোনও অলঙ্কার না থাকিয়া যদি উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনা থাকে—তাহা হইলেও উহাকে শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু ব্যঞ্জনা-হীন অলঙ্কার-পূর্ণ কাব্যকে কোনরূপেই শ্রেষ্ঠ কাব্য বলা যাইতে পারে না। বড় জোর উহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য বলা যাইতে পারে। আর 'পরখি পেখলুঁ পুরুখ-উত্তম পুরুখ পাহুন-জাতি' ইত্যাদির ন্যায় কেবল শব্দ-চিত্রময় রচনা নিকৃষ্ট অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীর কাব্য।

কাব্যের রস একটি চমৎকার জিনিস;—উহাকে প্রকাশ করিতে হইলে স্ব-বাচক শব্দের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় না; উহার বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারি-ভাব বর্ণিত করিয়া—সেই সকল ভাবের সঙ্কেত অর্থাৎ ব্যঞ্জনা দ্বারাই উহাকে পরিস্ফুট করিতে হয়। মনে করুন—দম্পতির প্রেম বা আদি-রসকে রচনায় পরিস্ফুট করিতে হইবে। এখানে 'আহা কি দাম্পত্য প্রেম!' 'আহা কি দাম্পত্য প্রেম!' বাক্যটির শত-সহস্র বার আবৃত্তি করিলেও উহা দ্বারা আদি-রসের বিন্দুমাত্রও আস্বাদন পাওয়া যাইবে না; কিন্তু যদি 'প্রেম' শব্দটির ঘুণাক্ষরে উল্লেখ না করিয়াও বৈষ্ণব-কবির ভাষায় বলা যায়—

'রাই যব হেরল হরি-মুখ ওর।
তৈখনে ছলছল লোচন-জোর॥
যব পহুঁ কহলহি লহু-লহু বাত।
তবহুঁ কয়ল ধনি অবনত মাথ॥
যব হরি ধয়লহি অঞ্চল-পাশ।
তৈখনে ঢরঢর তনু পরকাশ॥
যব পহুঁ পরশল কঞ্চুক-সঙ্গ।
তৈখনে পুলকে পুরল সব অঙ্গ॥'—(পদকল্পতরু, ৫২৩ সং পদ)

তাহা হইলেই অশ্রু, পুলক ও গদ্গদ বাক্য প্রভৃতি মানান্ত-মিলনের অনুভাবগুলির ব্যঞ্জনার সাহায্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-চিত্রটি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সকল রসই এইরূপ একমাত্র ব্যঞ্জনা-গম্য বলিয়া, প্রাচীন ও আধুনিক সকল শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিকই 'ধ্বনি' বা 'ব্যঞ্জনা'কে কাব্যের প্রাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রসের কথা বলিতে গেলেই রসাভাসের কথা আসে। যাহা মার্জ্জিত-রুচি সুসভ্য ব্যক্তির চিত্তে অরুচির উৎপাদন করে,—আলঙ্কারিকেরা সেইরূপ রসকেই রসাভাস বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পরকীয় নায়ক কিংবা পরকীয়া নায়িকার প্রেম-বর্ণনা এবং পশু পক্ষী প্রভৃতির দাম্পত্য-প্রেমের বর্ণনা সাধারণতঃ সুরুচি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের প্রীতিকর নহে, এ জন্য উহাকে রসাভাসের উদাহরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা ইহার বেশী আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তাঁহারা সাধারণ বিচারে যাহা রসাভাস অর্থাৎ প্রকারান্তরে বর্জ্জনীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—বৈষ্ণব-রসশাস্ত্রকার ও আলঙ্কারিকেরা উহাকেই পরম-সমাদরে গ্রহণ করিয়া, উহার উপরই বৈষ্ণব রস-শাস্ত্র ও ভক্তির [illegible]

সাহিত্যের বিরাট সৌধ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন ; কেন না, স্বকীয়া-বাদ ও পরকীয়া-বাদ লইয়া যত বিচার বিতর্কই চলুক না কেন, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে, পরকীয়া ব্রজাঙ্গনারা ইহ-কাল ও পর-কালের সকল চিন্তা, সকল ভয় পরিত্যাগ করিয়া, উপপতি-জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শুধু প্রেমের জন্য যে প্রেম করিয়াছেন,—ভাগবতকারের মতে এবং সকল রসজ্ঞ ব্যক্তির মতে উহা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রেম আর কিছু হইতে পারে না। দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ জীব গোস্বামী তাঁহার 'ষট্ সন্দর্ভ' গ্রন্থে ব্রজাঙ্গনার এই সর্ব্ববাধ-নির্ম্মুক্ত সম্পূর্ণ-স্বাধীন প্রেমকে মুক্তি হইতেও সুদুর্লভ পরম পুরুষার্থ বলিয়া প্রতিপাদিত করিয়াছেন। বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রকারদিগের এই আপাত-বিরুদ্ধ জটিল রস-তত্ত্বের উপপত্তি প্রদর্শন কিংবা উহার বিশ্লেষণের স্থান ইহা নহে। যদি সমাজ-দ্রোহ বা দুর্নীতির পরিপোষক বলিয়া গুরুতর আপত্তি না থাকিত, তাহা হইলে, সর্ব্ব-স্বার্থ-বিবর্জ্জিত এই শুধু প্রেমের জন্য প্রেম যে অতি শ্রেষ্ঠ, ইহা বুঝাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। বৈষ্ণব দার্শনিক ও রসশাস্ত্রকারেরা নিখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার-লীলায় এরূপ প্রেম যে একান্ত অপরিহার্য্য এবং উহাতে যে, সমাজ-দ্রোহ বা দুর্নীতির আশঙ্কা বা অবসর নাই—তাহা প্রমাণিত করিতে যাইয়া যথেষ্ট চিন্তাশীলতা ও রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদিগের সেই সিদ্ধান্ত সর্ব্ব-বাদি-সম্মত কিংবা সকলের প্রীতিকর হউক বা না হউক, তাঁহাদিগের একটি উক্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখার উপযুক্ত। তাঁহারা ব্রজ-লীলার পরকীয়া-রসে আকণ্ঠ-নিমগ্ন হইলেও সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্র ও সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলায় যে প্রেম সম্ভব হইয়াছিল, তাহা আর কোথাও হয় নাই, হইবে না,—হইতেও পারে না ; হইলে, তাহা সমাজ-দ্রোহ ও দুর্নীতির পোষক হওয়ায়, উহার উপাদেয়তা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেম-লীলার রসাস্বাদন প্রেমিক-সাধকের আকাঙ্ক্ষনীয় হইলেও, উহা চির-কাল ধ্যান-প্রাপ্যই রহিবে—সেই প্রেম-লীলা কদাপি কাহারও কার্য্যতঃ অনুকরণীয় হইবে না! বস্তুতঃ জগৎ হইতে স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ, বাসনা প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিদূরিত হইয়া কবি-কল্পনার চরম সৃষ্টি সৌন্দর্য্য ও নিষ্কাম-প্রেমের সাম্রাজ্য স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রজ-গোপীর প্রেম কোথাও অবিকল ভাবে অনুকরণীয় নহে, ইহা একটু প্রনিধান করিলেই বুঝা যাইবে। আধুনিক বস্তু-তান্ত্রিক (Realistic) উপন্যাসকারদিগের উদ্দাম কল্পনাও যে, পরকীয়া-প্রেমকে সমাজ-দ্রোহ ও দুর্নীতি-বর্জ্জিত করিয়া চিত্রিত করিতে পারে নাই—ইহা দ্বারাই রস-শাস্ত্রকারদিগের উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হইতেছে।

জগতের সমস্ত রস-রচনার মধ্যে দম্পতি-প্রেমের ন্যায়, বৈষ্ণব-পদাবলীতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের প্রেম প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হইলেও উহাতে সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি অবান্তর রসেরও অভাব নাই ; বস্তুতঃ প্রেমের বর্ণনায় বৈষ্ণব-পদাবলী যেমন অতুলনীয়,—বাৎসল্য-রসের বর্ণনায়ও উহা সেইরূপ অতুলনীয় বটে। আমরা বৈষ্ণব পদাবলীর রস-বৈচিত্র্য ও অলঙ্কার-বৈচিত্র্যের উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগের দীর্ঘ ভূমিকাটিকে সুদীর্ঘতর করিব না ; সহৃদয় পাঠক পদকল্পতরুর মধ্যে রস-বৈচিত্র্যের অনেক সুন্দর সুন্দর উদাহরণ প্রাপ্ত হইবেন।

যাঁহারা বিশেষ-ভাবে বৈষ্ণব রস-তত্ত্বের আলোচনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে শ্রীমৎ রূপ গোস্বামীর প্রণীত 'উজ্জ্বল-নীল-মণি' নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস-গ্রন্থখানির অনুশীলন একান্ত আবশ্যক। এই গ্রন্থখানি প্রাচীন রীতি অনুসারে সূত্রের ন্যায় গভীর অর্থ-পূর্ণ কারিকার আকারে লিখিত হওয়ায়, জীব গোস্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর দার্শনিক-বিচার-পূর্ণ দুরূহ সুবিস্তৃত টীকার সাহায্য ব্যতীত সর্ব্বত্র মূলের তাৎপর্য্য-গ্রহ হয় না ; সুতরাং উৎকৃষ্ট হইলেও দুরূহ ও বহুবিস্তৃত বলিয়া, 'উজ্জ্বল-নীল-মণি' গ্রন্থ-

খানি সাধারণ পাঠকের মোটেই উপযোগী নহে। সর্ব্বসাধারণের উপযোগী রস-গ্রন্থের মধ্যে ভানুদত্তের বিরচিত 'রস-মঞ্জরী' গ্রন্থখানি অতি উপাদেয়। ইহা একাধারে অলঙ্কার ও অপূর্ব্ব কাব্য। ভারতচন্দ্র ভানুদত্তের রস-মঞ্জরীর ছায়া অবলম্বনে রস-মঞ্জরী রচনা করিয়া থাকিলেও, উহার সহিত কিংবা সাহিত্য-পরিষদের প্রকাশিত পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরীর সহিত ভানুদত্তের রসমঞ্জরীর বিশেষ কোন সাদৃশ্য নাই। ইহা আকারেও ভারতচন্দ্র বা পীতাম্বরের রস-মঞ্জরী হইতে প্রায় চতুর্গুণ বড়। কাশীর সংস্কৃত কলেজ হইতে সুপ্রসিদ্ধ নাগেশ ভট্ট ও অনন্ত পণ্ডিতের অপূর্ব্ব টীকা সহ—সংস্কৃত রস-মঞ্জরী গ্রন্থখানির একটি সুবৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত এ দেশে রস-মঞ্জরী গ্রন্থখানির বঙ্গাক্ষরে কোন সংস্করণ বা অনুবাদ প্রকাশিত হয় নাই। সাধারণ পাঠকের উপযোগী এরূপ গ্রন্থ আর নাই বলিয়া, আমরা উহার একটী পদ্যানুবাদ সুবিস্তৃত সূচী, ভূমিকা ও ব্যাখ্যার সহিত প্রকাশিত করিয়াছি। পদকল্পতরুর শব্দ-সূচীতে সন্নিবিষ্ট রস-শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলির লক্ষণ আমাদিগের সেই পদ্যানুবাদ হইতেই উদ্ধৃত করা হইয়াছে। 'উজ্জ্বলনীল-মণি' গ্রন্থখানির আলোচনা যাঁহাদিগের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না, আমাদিগের এই 'রস-মঞ্জরী' পাঠ করিলেও তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইতে পারিবে।

রসের পরেই 'অনুপ্রাস', 'যমক', 'শ্লেষ' প্রভৃতি শব্দালঙ্কার এবং 'উপমা', 'রূপক', 'উৎপ্রেক্ষা', 'অর্থান্তরন্যাস', 'ব্যতিরেক' প্রভৃতি বহুবিধ অর্থালঙ্কার অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিচার্য্য বিষয়। পদকল্পতরুর পদাবলীতে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের অসংখ্য সুন্দর সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। আমরা টীকায় অনেক স্থলেই ধ্বনি ও অলঙ্কারের উল্লেখ করিয়াছি। এখানে উহার দিগ্দর্শন করাইবারও স্থান হইবে না। সুতরাং এ জন্য পাঠকদিগকে টীকার উপর বরাত দিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইব।

পদাবলীর কবিত্ব ও বিশেষত্ব

কাব্যের প্রকৃতি অনুসারেই উহার কবিত্বের বিচার করিতে হয়। পাঠ্য বা শ্রব্য কাব্য ও দৃশ্য-কাব্য —আমাদের আলঙ্কারিকেরা প্রধানতঃ কাব্যের এই দুইটি শ্রেণীভেদ করিয়াছেন। পাঠ্য বা শ্রব্য কাব্যের আবার মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষ-কাব্য প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ এবং দৃশ্য-কাব্যের নাটক, প্রকরণ প্রভৃতি শ্রেণী-বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। খণ্ড-কাব্য, কোষ-কাব্য ইত্যাদি শ্রেণী-বিভাগ যে খুব যুক্তি-যুক্ত ও সুসঙ্গত, তাহা বলা যায় না। যাহা রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতির ন্যায় মহাকাব্য নহে, এবং আর্য্যা-সপ্তশতী প্রভৃতির ন্যায় পরস্পর-বিচ্ছিন্ন শ্লোকাত্মক কোষ-কাব্য নহে, তাহাই খণ্ড-কাব্য—ইহা বলিলে খণ্ডকাব্যের প্রকৃত লক্ষণ বলা হয় না। মেঘদূত বা গীত-গোবিন্দের বিশুদ্ধ শ্রেণী-নির্দ্দেশ করিতে গেলেই পূর্ব্বোক্ত শ্রেণী-বিভাগের অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য হয়। এই শ্রেণী-বিভাগ অনুসারে মেঘদূতকে খণ্ড-কাব্য ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। প্রতীচ্য সমালোচকগণ যাহাকে বর্ণনাত্মক কাব্য (Descriptive poem) ও গীতি-কাব্য (Lyric poem) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—মেঘদূত একাধারে সেইরূপ বর্ণনাত্মক গীতি-কাব্য ; কিন্তু শুধু খণ্ড-কাব্য বলিলে মেঘদূতের এই বিশেষত্বটি বুঝা যায় না। সেইরূপ 'সর্গবন্ধং মহাকাব্যং' ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া দ্বাদশসর্গাত্মক গীত-গোবিন্দকে মহাকাব্য বলিলে—উহার প্রকৃত শ্রেণী-নির্দ্দেশ হয় না। গীত-গোবিন্দে যে ভাবে অধিকাংশ স্থলে নায়ক নায়িকার প্রত্যক্ষ (direct) উক্তি—গীতের সাহায্যে ঘটনাবলী বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে উহাকে মহাকাব্য না বলিয়া—গীতি-নাট্য বলাই অধিক সঙ্গত মনে হয়। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' গ্রন্থখানির সম্বন্ধে এই

কথা খাটে। উহাকে মহাকাব্য বা খণ্ডকাব্য না বলিয়া গীতি-নাট্য বলিলেই উহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয়। বৈষ্ণবপদাবলী সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট গীতি-কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত; কিন্তু পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থে বৈষ্ণব-পদাবলী যেরূপ নায়ক-নায়িকার ও সখা-সখীদিগের উক্তি-প্রত্যুক্তি-প্রধান পালার আকারে সজ্জিত হইয়াছে এবং কীর্ত্তনিয়ারা অনেক সময়েই যে ভাবে কীর্ত্তনের পালাগুলি গান করিয়া থাকেন, তাহাতে ঐ পালাগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-নাট্য (opera) বলাই সঙ্গত বোধ হয়। অনেক সমালোচক মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতীয় দৃশ্য-কাব্যগুলির অভিনয়ে দৃশ্য পট ইত্যাদি নাটকীয় উপকরণের বাহুল্য দূরে থাকুক, নিতান্ত অভাবই লক্ষিত হয়। তিন চারি শতাব্দী পূর্ব্বে প্রতীচ্য ভূমির দৃশ্য-কাব্যেও দৃশ্য-পট ইত্যাদির বাহুল্য ছিল না। সুতরাং গীত-গোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ন্যায় বৈষ্ণব পদাবলীর পালাগুলিতে দৃশ্য-পটাদির অব্যবহার দেখিয়া বিস্মিত হওয়ার কোন কারণ নাই।

বাংলা সাহিত্যে চিরকালই গীতি-কবিতার প্রাধান্য চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু সে জন্য চিরকালই যে এই গীতি-কবিতার প্রকৃতি একরূপ আছে, ইহা বলা যায় না। প্রতীচ্য কাব্য-সমালোচকগণ কবিতার ভাষা ও ভাব-গত প্রকৃতির আলোচনা করিয়া, উহাকে প্রাচীন-কবিতা (Classical poetry) ও নব্য-কবিতা (Romantic poetry) এই দুইটি সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ভাব-সংযম ও শব্দ-চিত্রে রেখা-পাতের সুস্পষ্টতা প্রাচীন-কবিতার বিশেষত্ব; সেইরূপ ভাবোচ্ছ্বাস ও শব্দ-চিত্রে রেখা-পাতের বৈচিত্র্য নব্য-কবিতার বিশেষত্ব। এই দুইটি শ্রেণী-বিভাগ নির্দ্দোষ বলা যায় না; কারণ, অনেক সময়েই দেখা যায় যে, আলোচ্য কবিতায় প্রাচীন-কবিতার ও নব্য-কবিতার উল্লিখিত বিশেষত্ব অল্লাধিক পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। এরূপ স্থলে আলোচ্য কবিতার উক্ত দ্বিবিধ বিশেষত্বের তারতম্যের আলোচনা করা ব্যতীত উহাকে কোনও শ্রেণীরই অন্তর্গত করা যায় না। বাংলার গীতি-কবিতার উৎপত্তি, বিকাশ ও পরিণতির আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা 'রসমঞ্জরী' গ্রন্থের ভূমিকায় এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি এবং মেঘদূত ও গীত-গোবিন্দের কতিপয় কবিতার সহিত বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের [illegible] [illegible] [illegible] রস-রচনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বিহারীলালের 'বিহারী সতসঈ' কাব্যের কতিপয় দোহার সহিত তুলনা করিয়া, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত আমাদিগের দেশে গীতি-কাব্যের সেই ভাব-সংযমাত্মক প্রাচীন ধারাটী অব্যাহত ছিল, প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এ স্থলে সেই প্রসঙ্গ পুনরায় উত্থাপিত করিব না। এখানে ইহাও বক্তব্য যে, বৈষ্ণব-পদাবলী উৎকৃষ্ট গীতি-কবিতার লক্ষণাক্রান্ত ও উহার ভাষা ও ভাব-গত প্রকৃতি অনুসারে প্রাচীন-কবিতার শ্রেণীভুক্ত হইলেও, সকল পদ-কর্ত্তার রচনায় এই বিশেষত্ব সমান পরিমাণে লক্ষিত হয় না। শক্তিশালী প্রথম শ্রেণীর কবিগণ ব্যতীত কেহই প্রাচীন কবিতার লক্ষণাক্রান্ত শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রণয়ন করিতে পারেন নাই। অক্ষম কবির হাতে ভাব-সংযম ও রেখা-পাতের অল্পতা অনেক সময়েই রচনার ভাব-দারিদ্র্য ও চিত্রের নগণ্যতার কারণ হইয়া পড়ে। সার্দ্ধ-শতাধিক বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগের রচনায় কোথায়ও যে ঐরূপ অক্ষমতা প্রদর্শিত হয় নাই, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। তবে ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, এরূপ শত শত পদ পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে কি শব্দ-লালিত্য, কি ছন্দের ঝঙ্কার, কি ভাবের চমৎকারিত্ব, যে দিক্ দিয়াই বিচার করা যাউক না কেন, সেরূপ কবিতা শুধু ভারতীয় সাহিত্যে কেন, বোধ হয় বিশ্ব-সাহিত্যেও খুব কমই আছে।

আমরা বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষা-গত ও রস-গত বিশেষত্বের সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি; এখানে ভাব-গত প্রধান দুই একটি বিশেষত্বের আলোচনা করিয়া আমাদিগের বক্তব্য শেষ করিব।

কাব্য অনেক স্থলেই নীতি বা ধর্ম্ম-প্রচারের সহায় হইয়া থাকে; কিন্তু তথাপি প্রধানতঃ নীতি বা

ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কোন কাব্য প্রণীত হইলে উহা কাব্য-শিল্পের উৎকর্ষ অপেক্ষা অপকর্ষেরই কারণ হইয়া পড়ে—ইহা কাব্য-সমালোচকদিগের একটি সমীচীন সিদ্ধান্ত বটে। অধিকাংশ পদকর্ত্তাই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুপ্রেরণায় পদাবলী রচনা করিয়াছেন;—এ অবস্থায় তাঁহারা সেগুলিতে বৈষ্ণব-মত-বাদ অনাবশ্যকরূপে উত্থাপিত ও পল্লবিত করিয়া কাব্যরসাস্বাদনে যে ব্যাঘাত উৎপাদন করেন নাই—ইহা তাঁহাদিগের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার বিষয় হইলেও পদাবলী-পাঠক সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন—বৈষ্ণব-পদকর্ত্তারা প্রধানতঃ কাব্য-রচনার জন্য পদাবলীর রচনা করেন নাই; সেগুলি তাঁহাদিগের বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ব্রজ-লীলা-ধ্যানের আনুষঙ্গিক ফল ও উহার সহায় মাত্র। এ অবস্থায় পদাবলী-রচনা করিতে যাইয়া, শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ ও শ্রীরাধা যে সেই ভগবানের পরা-শক্তি বা পরা-প্রকৃতি —এই মূলীভূত তত্ত্বটি তাঁহারা কদাপি বিস্মৃত হন নাই। পদাবলীর পাঠকও এই তত্ত্বটি বিস্মৃত হইবেন না। এই মূল তত্ত্বটি স্মরণ রাখিলে, যাহা সামান্য নায়ক-নায়িকার প্রেমের দৃষ্টান্তে আপাততঃ অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত মনে হইবে—শ্রীভগবান্ ও তাঁহার পরা-প্রকৃতির পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক ও সুসঙ্গত বলিয়া বুঝা যাইবে। দৃষ্টান্ত-স্থলে নায়কের বহু-বল্লভতা কিংবা নায়িকার তজ্জন্য দৌত্যকার্য্য—এই দুইটি অবস্থার আলোচনা করা যাউক। কোনও কাব্যের প্রধান নায়ক সর্ব্বতোভাবে নিজের উপযুক্ত একটি প্রণয়িনী লাভ করা সত্ত্বেও অন্যান্য বহু নায়িকার প্রতি আসক্ত হইয়া, অবসরক্রমে উহাদিগের সহিত সংগত হইলে এবং তাহার সেই প্রণয়িনীটি নিজে দূতী সাজিয়া তাহার ঐ কার্য্যের সহায়তা করিলে, উহা নিতান্তই অস্বাভাবিক ও রস-বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ব্রজ-লীলায় পরমপুরুষ নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের ও পরা-প্রকৃতি নায়িকাশিরোমণি শ্রীরাধার ঐরূপ কার্য্য যে কেবল স্বাভাবিক ও সঙ্গত—তাহা নহে; উহা তাঁহাদিগের প্রেম-লীলার অনন্যসাধারণ উৎকর্ষেরই পরিচায়ক বটে। বৈষ্ণব-কবিগণ কাব্য-শিল্পকে বাঁচাইয়া তাঁহাদিগের কাব্যে যেরূপ সুকৌশলে স্বাভাবিক ও আপাততঃ অস্বাভাবিকের সম্মিলন-রূপ এই অসাধ্য-সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকাল কবি ও কাব্য-সমালোচকদিগের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় থাকিবে।

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাব-গত আর একটি বিশেষত্ব—সেগুলির অতুলনীয় আন্তরিকতা, গভীরতা ও মর্ম্ম-স্পর্শিতা। কোনও প্রসিদ্ধ প্রতীচ্য লেখকের সুগভীর চিন্তা-প্রসূত একটি সদুক্তি এই যে, যাহা মানুষের হৃদয় হইতে বাহির হয়, তাহা সহজেই মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করে। বস্তুতঃ যে কথাটি আমাদিগের আন্তরিক—উহা কিছুতেই গভীর ও মর্ম্ম-স্পর্শী না হইয়া পারে না। বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তাদিগের পদাবলী তাঁহাদিগের শুধু কবি-কল্পনার জিনিষ নহে; সেগুলি তাঁহাদিগের প্রাণের গভীরতম ধর্ম্ম-ভাবের অভিব্যক্তি বটে। সুতরাং সেগুলি যে আমাদিগের একান্ত মর্ম্ম-স্পর্শী হইবে, তাহাতে সন্দেহের বিষয় কি আছে? বস্তুতঃ পদ-কর্ত্তাদিগের রচনার এই অসাধারণ বিশেষত্বের জন্যই উহাতে এরূপ একটা অতুলনীয় সরলতা ও তন্ময়তা আছে, যাহা কেবল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের রচনায়ই দেখা যায়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, উচ্চ-শিক্ষার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রাচীন সাহিত্য, ইতিহাস ও শিল্পের যাহা কিছু উপাদেয়, তাহার উপরই শিক্ষিত ভারতবাসীর সাদর দৃষ্টি পতিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের মস্তক-স্থানীয় আধুনিক বাঙ্গালীরা ইতিহাস, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেরূপ কৃতিত্বই প্রদর্শন করিয়া থাকুন না কেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহাদিগের কৃতিত্ব যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—ইহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে পরিমাণের বিচারে না হউক, অন্ততঃ গুণের বিচারেও বৈষ্ণব-পদাবলী যে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে, তাহাতে বোধ হয়, মত-ভেদ নাই।

আজ পর্য্যন্ত আমরা বেশীর ভাগে যেরূপ পল্লব-গ্রাহি-ভাবে পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আসিয়াছি,—তাহাতে সৌখীন সাহিত্য-চর্চ্চার উদ্দেশ্য সাধিত হইলেও, উহা দ্বারা প্রকৃত সাহিত্য-সাধনার পথ উন্মুক্ত হয় নাই। বৈষ্ণব-পদাবলীর শত শত সন্দিগ্ধ পদ, পাঠ ও অর্থ আজিও অনির্ণীত রহিয়াছে। উহার সুমীমাংসার জন্য ভাষা-তত্ত্ববিৎ বহুসংখ্যক মনীষী ব্যক্তির সমবেত গবেষণা এখনও একান্ত আবশ্যক। তার পর, যাহাতে আমাদিগের দেশের অল্পশিক্ষিত সাধারণ পাঠকগণ অনায়াসে ও স্বল্প-ব্যয়ে বৈষ্ণব কবিদিগের উৎকৃষ্ট পদাবলীর রসাস্বাদন করিতে পারেন, তজ্জন্য বিশুদ্ধ পাঠ ও টীকাদি-সম্বলিত সুলভ সংক্ষিপ্ত সংস্করণসমূহ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। তার পর, কেবল আমাদিগেব স্বদেশবাসীদিগকে বৈষ্ণব-পদাবলীর রসাস্বাদন করাইয়া সন্তুষ্ট থাকিলেই চলিবে না—দেবনাগব অক্ষবে বৈষ্ণব-পদাবলীর, বিশেষতঃ প্রাচীন হিন্দীব সহিত সৌসাদৃশ্যপূর্ণ ব্রজবুলি-পদাবলীব প্রচার কবিয়া ভারতের হিন্দী-ভাষী ভ্রাতৃগণকে আমাদিগের বৈষ্ণব পদাবলীব রসাস্বাদেব অংশী করিতে হইবে। তার পর, ব্যবসার উদ্দেশ্যেই হউক, কিম্বা গৌরবের উদ্দেশ্যেই হউক—উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব-পদাবলীব উৎকৃষ্ট ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত কবিয়া, ইংবেজীব সাহায্যে সেগুলিকে বিশ্ব-সাহিত্যের মেলায় উপস্থাপিত করিতে হইবে। বিদ্যাপতির কতকগুলি মৈথিল-পদাবলী উৎকৃষ্ট ইংবেজী গদ্য অনুবাদ সহ দেব-নাগর অক্ষরে প্রকাশিত করিয়া, এ ক্ষেত্রেও মনীষী স্যর গ্রিয়ার্সনই আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন; আমরা কিন্তু এমনই অকর্ম্মা যে, আজ পর্য্যন্তও সেই সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, এ বিষয়ে আমাদিগের সুশিক্ষিত ভ্রাতৃবর্গের সুদৃষ্টি সত্বরই আকৃষ্ট হইবে এবং তাঁহাদিগের যত্নে অদূর ভবিষ্যতেই কেবল সমগ্র ভারতে নহে,—সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকা-খণ্ডে পর্য্যন্ত—আমাদিগের বাংলার বৈষ্ণব-কবিদিগের যশঃপ্রভা বিকীর্ণ হইবে।

ঢাকেশ্বরী মিল পোঃ
(ঢাকা)

শ্রী[illegible]
সম্পাদক।

শব্দ-সূচী

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—পদকল্পতরুর ন্যায় বিরাট্‌ গ্রন্থের শব্দ-সূচীতে সোজা ও কঠিন সকল শব্দ সন্নিবেশিত করিয়া, প্রয়োগ-সূচক সকল পদ-সংখ্যার নির্দ্দেশ করা সম্ভবপর নহে। এ জন্য ইহাতে 'জল', 'গৃহ', 'পুরুষ', 'নারী' প্রভৃতির ন্যায় সোজা 'তৎসম' শব্দ অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। 'তৎসম' শব্দ, ব্রজবুলী ও বাংলা শব্দগুলির মধ্যে কেবল প্রয়োজনীয় স্থলেই অর্থের সহিত ব্যুৎপত্তি ও প্রয়োগ সূচক দুই একটী পদ-সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

শব্দ-সূচীতে নিম্ন-লিখিত সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলির ব্যবহার করা হইয়াছে ; যথা, -

অপ°——অপভ্রংশ
আ——আরবী
উ°——উড়িয়া-ভাষা
কৃ° কী°——শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন
গা°——গাথা-সপ্তশতী
গ্রা°——গ্রাম্য
চৈ° চ°——শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত
তু°——তুলনীয়
তু° রা°——তুলসীদাসের "রাম-চরিত-মান[illegible]' [illegible] [illegible]দা-রামায়ণ।
দ্র——দ্রষ্টব্য
পুং——পুংলিঙ্গ
পূ° ব°——পূর্ব্ববঙ্গ
প্রা°——প্রাকৃত
ফা°——ফারসী
বা°——বাংলা
ব্র°——ব্রজভাষা
বা° শ°——সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বাঙ্গালা শব্দকোষ"
মৈ°——মৈথিল
স°——সংস্কৃত
ব——অন্তস্থ 'ব' ; (উচ্চারণ ইংরাজী 'V' অক্ষরের ন্যায়)
স্ত্রী°——স্ত্রী-লিঙ্গ
হি°——হিন্দী

[শব্দ-সূচীর সংখ্যা দ্বারা পদের সংখ্যা বুঝিতে হইবে। প্রথম শাখার ২য় পল্লব হইতে গ্রন্থের শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদের পরে দুইটী সংখ্যা আছে ; উহার মধ্যে দ্বিতীয় সংখ্যাটী ধরিতে হইবে।]

[অ]

অংস (সং)—স্কন্ধ ; ১২০৪ ;
অওধ (হিং 'ঔন্ধা') অবনত ; ১৬৯৮ ;
অকরুণ (সং)—নির্দ্দয় ; ১৮৫ ;
অকলঙ্ক (সং)—কলঙ্ক-চিহ্ন-শূন্য ; ২৯১৩ ;
অকাজ—অকার্য্য, মন্দ কাজ ; ৪৫, ৭০, ১২৪
অকিঞ্চন (সং) - নিঃস্ব, দরিদ্র ; ২২১৩ ;
অকিরিতি—অকীর্ত্তি, অখ্যাতি ; ২৩৩
অকুব—অক্রূব ; ১৬২০ ;
অকুশল (সং)—অমঙ্গল ; ১৬০০ ;
অকূর—অক্রূব ; ১৮৮৪ ;
অক্রুর—অক্রূর ; মথুরা-নিবাসী কৃষ্ণ-ভক্তবিশেষ ; ১৬০২ ;
অক্ষর (সং)—১। আঁখর ; ২। অনশ্বর ; ২৮৭৪ ;
অখণ্ড (সং)—সম্পূর্ণ ; ১৪৯৮ ;
অথল (সং)—('অথলা' স্ত্রীং) সরল ; ৮২৫ ;
অখিণ—অখিন্ন ; অপরাজিত ; ১৯০৪ ;
অখিল (সং)- সমস্ত ; ২৭০ ;
অগতি (সং)—গতি-হীন ; ১ ;
অগম—অগম্য ; ২৫৬২ ;
অগাধ (সং)—অতল-স্পর্শ; অথই ; ২৮ ;
অগুরু (সং)—সুগন্ধি কাষ্ঠবিশেষ ;
অগেয়ান (সং 'অজ্ঞান') (১) জ্ঞানাভাব ; ১ ; (২) জ্ঞান-হীন ; ১৯২২ ;
অগেয়ানি (নী)—জ্ঞান-হীনা ; ৮২ ;
অগোচর (সং)—অজ্ঞাত ; ২৫১৭ ;
অগোর—আগ্‌লাইয়া ; ৬৭ ;
অগোর—(সং 'অগুরু') অগুরু-কাষ্ঠ ; ১৪৮ ;
অগোরই (হি)—আগ্‌লায় ; ২৭৪২ ; ২৯০৫ ;
অগোরল—আবৃত করিল ; ২৪৯১ ;
অগোরি—১। আগ্‌লাইল ; ২৫০৩ ; ২। আগ্‌লাইয়া ; ২৫০৫ ;
অগ্রজ (সং)—জ্যেষ্ঠ সহোদর ; ২২৯৯ ;
অঘ (সং)—পাপ ; ২৯৫৪ ;
অঙ্ক (সং)—১। ক্রোড় ; ২৬৪৮ ; ২। হাতের রেখা ; ৩৯৯ ;
অঙ্কা—('অঙ্ক' দ্রং) চিহ্ন ; ৪৮৩ ;
অঙ্গ (সং)—দেহ, শরীর ; ৭৯১ ;
অঙ্গদ (সং)—কেয়ুব, বাহুভূষণবিশেষ ; ২৬৮
অঙ্গন (সং)—আঙ্গিনা, ১৯৭৪ ;
অঙ্গনা (সং)—নারী ; ১২৭১ ;
অঙ্গনা—আঙ্গিনা ; ১১৫২ ;
অঙ্গিয়া—অঙ্গ ১৪৩৮ ;
অঙ্গীকরি - স্বীকার করিয়া ; ২১২৪ ;
অঙ্গীকরু—অঙ্গীকার কর ; ২১৬৫ ;
অঙ্গুরি (সং)—অঙ্গুলি, আঙ্গুল ; ১৬১৭ ;
অঙ্গুরি—(সং 'অঙ্গুরীয়') আংটি ; ৯২ ,
অচপল (সং)—অচঞ্চল ; ১৬৫ ;
অচল (সং)—১। গতি-হীন ; ২। স্থায়ী ; ৩। পর্ব্বত ; ২৮৯৯ ; ২৯০২ ;
অচাহে—(হিং 'চাহ্'=ইচ্ছা) অনিচ্ছায় ; দৈবাৎ ; ২৮৮৬ ;
অচলয়—অচলিত, অচঞ্চল ; ১৫১৮ ;
অচির (সং)—শীঘ্র ; ১৯৭১ ;
অছু—(সং 'অস্তু' ; অপং 'অস্‌স' ; 'তছু', 'যছু' তুং) উহার ; ১৫১ ; ৫৩২ ;
অছু—(মৈং 'অছি', ' ') আছে ; ১৬৫৮ ;
অছু—('অস' তুং রাং ;* হিং 'ঐসা') এইরূপ ; ১৭৪ ; ৪৩৯ ; ৭৬০ ; ১৭৩৬ ;
অজ—(সং) ; ব্রহ্মা ২০৬৩ ;
অজর (সং)—অবিনশ্বর ; ১০৮০ ;
অজানু—আজানু ; জানু পর্য্যন্ত ২০,
অঝরে, অঝোরে—অবিশ্রান্ত ধারায় ; ২০৯৭ ;
অঞ্চল (সং)—১। প্রান্ত ; ২৩৪ ; ২। বস্ত্রের প্রান্ত ; আঁচল ; ২৯ ;
অঞ্জইতে—অঞ্জন দ্বারা চিত্রিত করিতে ; ২৫০১ ;
অঞ্জন (সং)—কাজল ; ২৪১২ ;

---

* "অস বিবেক জব দেই বিধাতা"—বাল-কাণ্ড, "বুধ বরনহিঁ হরি জস অস জানি," "অসমঞ্জস অস মোহি সন্দেস"—ঐ

অঞ্জলি (স°)—সংযুক্ত কর-তল ; ১৪৫৩ ;
অটমি—অষ্টমী ; ১০৩৮ ;
অট্ট (স°)—উচ্চ ; ৭৬৪ ;
অট্টালী (লিকা) (স°)—দালান ; ২৬৯১ ; ২৬৮১ ;
অণিমা (স°)—যোগ-জনিত সূক্ষ্মদেহ ধারণের শক্তি-রূপ অষ্টসিদ্ধির অন্তর্গত সিদ্ধিবিশেষ ; ৬১৭ ;
অণ্ডজ (স°)—পক্ষী ; ২৯০৪ ;
অতনু (স°)—১। কন্দর্প, মদন ; ১৫৮ ; ২৪০ ;
২। অকৃশ, স্থূল ; ১৯৫ ;
৩। দেহ-হীন অর্থাৎ অদৃশ্য ; ২৪০ ;
অতমিত—অস্তমিত ; ১৬২৩ ;
অতয়ে—অতএব ; ১২, ৪৮ ;
অতসী-কুসুম (স°)—তিসী বা মসিনার সুনীল পুষ্প ; ২৭৪ ;
অতিখণ—এত-ক্ষণ ১৪২২ ; ২৬৮২ ;
অতিতর—অত্যন্ত ; ২৮৯১ ;
অতিবল—(স°) অতিশয় বলবান্ ; ৫ ;
অতিবাহ (স°)—অতিশয় বহন অর্থাৎ সেচন ; ২৬৪৯ ;
অতুর—(স° 'আতুর') পঙ্গু, বিকল ; ২২০৩ ;
অতুল (স°)—তুলনা-হীন ;
অথল—স্থল-হীন অর্থাৎ অথই ; ২৫৬২ ;
অথির—অস্থির, চঞ্চল ; ১০৪ ;
অথীর—('অথির' দ্র°) ৪ ;
অদখিন—অদক্ষিণ অর্থাৎ বাম ; ২৮৭৮ ;
অদভুত—অদ্ভুত, আশ্চর্য্য ; ১০৯ ;
অদরশ—অদর্শন ; ১৮৯ ;
অদান (স°)—('দান' দ্র°) দান-হীন, শুল্কহীন ; ২২০৩ ;
অদুর—অদূর, নিকট ; ১৯৭৫ ;
অধর (স°)—ওষ্ঠ, ঠোঁট ; ২৬৭ ;
অধরম—অধর্ম্ম ; ১২৪২ ;
অধিকাই—অধিক-পরিমাণ, বেশী ; ২৫৯০ ;
অধিকায়ল—অধিক হইল ; ১৮৯৯ ;
অধিদেবা—(স° 'অধিদেবতা') অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; ৭৫৪ ;
অধিদেবী (স°)—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; ২৩৩ ;
অধিপদ (স°)—অধিকার ; ২৩৭০ ;
অধিবাস (স°)—পূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের পূর্ব্ব-দিবসে করণীয় মাঙ্গলিক কার্য্য ; ২৪ ;
অধীতা (স°)—পণ্ডিতা ; ২৬৬৭ ;
অধীনা—(ছন্দের মিলের অনুরোধে আকারান্ত) অধীন ;
অনঅন—অন্যোন্য, পরস্পর ; ৯৯৬ ;
অনগনি—(স° 'অগণিত' ; হি° 'অনগিনে') ; অসংখ্য ; ১৫৫৭ ; ১৯৩৭ ;
অনঙ্গ (স°)—কাম-দেব ; ১৯৩৮ ;
অনছন—('আনছান' দ্র°) আচ্ছন্ন ; অস্থির ; ১৪১২ ;
অনত—আনত, অবনত, ১৮৭৯ ;
অনত—অন্যত্র ; অন্য স্থানে ; ৩৬২ ; ১৬৬০ ;
অনধিন (স° 'অনধীন')—অবশ ; ৭৬৩ ;
অনরথ—অনর্থ, অমঙ্গল ; ৩১৪ ; ৩৪৬ ;
অনিঁদ—অনিদ্র, নিদ্রা-হীন ; ১৮০৬ ;
অনিবার (বি)—(স° 'অনিবারম্') অবিরত ; ৭৩১ ;
অনিমিখ—অনিমিষ ; চক্ষুর পলক-শূন্য ; ১৯৮৪ ;
অনিল (স°)—পবন ; ৪ ;
অনু (স°)—পশ্চাৎ ; ২৭৭৪ ;
অনুকূল (স°)—সাহায্যকারী ; ২৫২ ;
অনুক্রম (স°)—পর্য্যায় ; ৩০৮২ ;
অনুখণ—অনুক্ষণ, সর্ব্বদা ; ১৪, ১৫৮, ১৭০ ;
অনুগা (স°)—অনুগামিনী, সহচরী ; ১৮৯৯ ;
অনুজ (স°)—কনিষ্ঠ সহোদর ; ২১৯৪ ;
অনুদিন (স°) সর্ব্বদা ;
অনুনয় (স°)—অনুরোধ ; ৫০৭ ;
অনুনেহ—(স° 'অনু'+নেহ) অনুকূল স্নেহ ; ১৭০১ ;
অনুপ—('অনুপম' দ্র°) ২৫১৮ ;
অনুপম (স°)—তুলনা-রহিত ; ৩১০ ;
অনুপাম (স্ত্রী°—অনুপামা) অনুপম, তুলনা-রহিত ; ১৫, ৭৬ ; ২১৩ ;
অনুবন্ধ (স°)—১। আরম্ভ, ৫ ; ৪৩ ;
২। আশ্রয়, অবলম্বন ; ৫ ; ১২ ;

৩। নিয়ম; রীতি; ৪। যত্ন;

অনুবাদ (সং)—জ্ঞাত-বিষয়ের বিবরণ; ১৯০৬; ৪র্থ খণ্ড, ২৬২ পৃ°; "অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত।"—চৈ° চ°;

অনুবাদ—(সং —'অনু+বাদ'=পশ্চাতে বিবাদ) প্রতিকূলতা; ৮৭৮;

অনুব্রজি—পশ্চাতে গমন করিয়া; ২৯০৯;

অনুভব—(সং)—উপলব্ধি; ২২৮;

অনুভব (সং)—'অনুভাব' দ্র°) অশ্রু পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাব; ৬৬৪,

অনুভবি—অনুভব করিয়া; ২৭, ২৩৩;

অনুভাব (সং)—১। অশ্রু, ঘর্ম্ম, রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক-ভাব; ১৫৭, ২২৫, ২৩৩; ২। অনুভব, জ্ঞান; ৯০;

অনুভাবি—অনুভব করাইয়া; ১০৯৯;

অনুমাতে—অনুমান করে; ১৬০২;

অনুমান (ই)—অনুমান করে; ২৮৪;

অনুমানল—অনুমান করিল; ৯৮৯;

অনুমানলুঁ—অনুমান করিলাম; ১৯১৯;

অনুমানিয়ে—অনুমান করি; ৯৭; ২৯৫;

অনুমোদই—অনুমোদন অর্থাৎ সমর্থন করে; ৯৩৭;

অনুমোদন (সং)—সমর্থন অর্থাৎ অনুকূল ভাবের প্রকাশ; ২৭২২;

অনুরত—অনুরক্ত; ৯৩;

অনুরাগ (সং)—১। প্রেম; ২। চির-অনুভূত প্রিয়জনকেও যে প্রেমে নিত্য নূতন-রূপে অনুভূত করায়, তাহাই রস-শাস্ত্রে 'অনুরাগ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে; ৯৩৭;

অনুরাগি—('অনুরাগ' দ্র° ; মিলের জন্য ই-কারান্ত) ২৬৩; ৩৬২;

অনুরাগি(গী)—অনুরক্ত; ৭৫৯;

অনুরাগিণি (ণী)—অনুরাগ-যুক্তা;

অনুরাধা (সং)—বিশাখা; ২৮১৬;

অনুরূপ (সং)—সদৃশ, তুল্য; ১৯০৪;

অনুরোধই—অনুরোধ করে; প্রত্যাশা করে; ৩৬১;

অনুলেপন (সং)—চর্চ্চিত করণ; ২৪১৫;

অনুলেপহ—লেপন কর; ৯৮৬;

অনুষঙ্গী (সং)—সম্বন্ধ-যুক্ত; ২৭;

অনুসন্ধিত (সং)—কৃতানুসন্ধান; ২৪২২;

অনুসঙ্গ—(সং 'অনুষঙ্গ') উদ্যোগ; ৬৩;

অনুসঙ্গিয়া—('অনুষঙ্গী' দ্র°) সম্বন্ধ-যুক্ত; ১২৮০;

অনুসরই—অনুসরণ করে; ৮৩;

অনুসরি—১। অনুসরণ করিয়া; ২। চলিয়া; ৭৩৪;

অনুসারই—অনুসরণ করে; ২৯০৫;

অনুসারি—('অনুসরি' দ্র°) অনুসরণ করিয়া; ৩৪৯;

অনূপ—অনুপম, অতুলনীয়; ২৩১০;

অনূপম—(সং 'অনুপম') অতুলনীয়; ১৯৩২;

অনোঅন—(সং 'অন্যোন্য') অন্যোন্য, পরস্পর; ১৪২৮;

অন্ত (সং)—১। প্রদেশ; ১৭১৫; ২। শেষ; ১৭১৮; ৩। প্রান্তে, ধারে; ৯৬৩; ৪। পরাকাষ্ঠা; ৭৫০;

অন্তর (সং)—১। অন্তঃকরণ, প্রাণ; ৫১৮; ২। অন্তরাল, আড়াল; ১৯৪৮;

অন্তর—(সং 'অন্তর্') মধ্যে, ভিতরে; ১২৩, ২১৭;

অন্তর (রু)—(সং 'অন্তরা') মধ্যে; ২২১৫;

অন্তরঙ্গ (সং)—আত্মীয়; ২২০৫;

অন্তরধাম—সং'অন্তর+ধাম বহুব্রীহি সমাস) অন্তর্যামী; ২৮৮২;

অন্তর-যামিনী—১। অন্তর্যামী; ১৭৮৫; ২। অন্তর্যামিনী; ২৫১৬;

অন্তরায় (সং)—১। বাধা; ৭০৯; ২। বিদূরিত; ৪১০:

অন্তরু—অন্তরিত অর্থাৎ আবৃত করিল; ৭১;

অন্তরে অন্তরু—(সং'অন্তরান্তরা') মধ্যে মধ্যে; ২২১৫

অন্তর্দ্ধান (সং)—অপ্রকট; ২২২৪;

অন্যোন্য (সং)—পরস্পর; ১৬৩২;

অন্ধা—অন্ধ;

অন্ধায়ল—অন্ধ হইল; ১৮৩১;

অন্ধিয়ার-রা-রি—অন্ধকার; আঁধার; ৯৭৫; ৯৮৫;

অপগুণ (স°)—দোষ ; ৫৩০ ;
অপঘন (স°)—অঙ্গ ; ১০২০ ;
অপরাধিয়া—অপরাধী ; ২১১২ ;
অপরুব—অপূর্ব্ব ; ৬৩৪ ;
অপরূপ—('অপরুব' দ্র°) ৫৯ ;
অপরে—১। অন্য লোকে ;
 ২। অন্য কালে ; ২৪১
অপশোসই—(ফা° 'অফসোস্' হইতে) আপসোস্ অর্থাৎ অনুতাপ করে ; ৭৩৩ ;
অপসর (রি)—অপ্সরা ; ৪৮৩ ; ২৯২৩ ;
অপহার (স°)—অপহরণ ; ১৬৩২ ;
অপাঙ্গ (স°)—কটাক্ষ ; ২১৫০ ;
অপায় (স°)—বিপদ্ ; ১৬৫৪ ;
অপার-রা-রি—অসীম ; ২৭১ ; ৩৩৪ ; ২৮৯৬ ;
অপ্রকট (স°)—অন্তর্দ্ধান ; ২৩৬৮ ;
অফুরাণ—অফুরন্ত ; অন্ত-হীন ; ১২৩ ;
অব—(হি°, মৈ° 'অব্') এখন ; ২৩০ , ২৮৫ ;
অবইতে—আসিতে, আসিবাব কালে ; ৩১৯ ; ৯৯৬ ;
অবগাই—(তিঙন্ত শব্দ) ১। অবগাহন করে ; ৫৩ ; ১৫০১ ;
 ২। অবগাহন কর ; ২৭ ;
 ৩। অবগাহন করিল ; ৩২৩ ;
 ৪। তলাইয়া দেখে ;
 ৫। অবগাহন করিয়া ; ২২৯ ;
 ৬। তলাইয়া ; ৩৭৬ ;
অবগাই—(কৃদন্ত শব্দ)
 ১। অবগাহন করিয়া ; ২৭ ; ১০১ ;
 ২। ভিতরে প্রবেশ অর্থাৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ;
অবগাত—অবগাহন করে ;
অবগান—অবগাহন ; স্নান ; ২৬৪৭ ;
অবগাহ (স°)—অবগাহন ; ২১১৬ ;
অবগাহ (স°)—১। স্নান ; ২৪৭৭ ;
 ২। ভিতরে প্রবেশ ; ৭০৬ ;
অবগাহ—১। স্নান করে ; ৩০১ ;
 ২। স্নান করিয়া ; ১৭১১ ;
অবগাহই—১। অবগাহন করে ;
 ২। তলাইয়া বুঝে ; ৯৪০ ;
অবগাহি—১। স্নান করিয়া ;
 ২। প্রবেশ করিয়া, তলাইয়া ; ৩৭৬ ; ৯৩১ ;
অবগুণ—(স° 'অপগুণ' হি° মৈ°—'অবগুন', 'ঔগুন') দোষ ; ৪৮১ ;
অবগুণ্ঠন (স°)—ঘোম্‌টা ; ২৭২ ;
অবঘাত—১। আক্রমণ ; ২২৬ ;
 ২। আকস্মিক ; ১৭৯৯ ;
অবতংশ—('অবতংস' দ্র°) ১৩ ;
অবতংস (স°)—১। কর্ণ-ভূষণ , ১২০৪ ;
 ২। শিরোভূষণ ; ৯৯৮ ;
অবতংসহ—অবতংস রচনা কর ; ২৭৭৪ ;
অবতরি—অবতীর্ণ হইয়া, ১৩ ;
অবতরী—অবতার ; ২৯৬৮ ;
অবতার (রী)—(স°)—মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ ; ১৯০, ২২৯৮ ;
অবতারা (বি)—('অবতাব' দ্র°) অবতার ; ২৭০, ২৯৭১ ;
অবধান (স°)—১। মনোযোগ ২। মনোগত ভাব ; ৮৭ ; ২৯৪১ ;
অবধায়—অবধান করে, লক্ষ্য করে ; ১১৪ ;
অবধারবি—অবধারণ করিবি ; ১৬৭৭ ;
অবধারল—অবধারণ অর্থাৎ নিশ্চয় করিল ; ১২ ;
অবধারলুঁ—অবধারণ করিলাম ;
অবধারি—১। অবধারণ করিয়া ; ১৬৮ ;
 ২। অবধারণ ; ২৫৯ ;
অবধারিয়—(স° 'অবধার্য্য')
 ১। অবধারণ করিয়া ; ৪১০ ;
 ২। (অব্ + ধারিয়) ধারণ করিয়া ; ৪১০ ;
অবধি (স°)—১। সীমা ; ১৮৭ , ১৮১৪ ;
 ২। সম্মিলনের প্রতিশ্রুত সময় ১৮১৩ ;
 ৩। প্রতীক্ষা ; ৪৮৯ ;
 ৪। শেষ ; ১০৫৯ ;
অবধূত—(স° 'অবধূত') সন্ন্যাসী ; ২২৭৪ ;

অবধৌত—(স° 'অবধূত) সন্ন্যাসী ; ২৬৬ ;

অবধৌত-চান্দ—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ;

অবধৌত-রায়—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ;

অবনত (স°)—নীচু ; ২৫৫ ;

অবনি (নী) স°—পৃথিবী ; ২৬৩ ; ২৬৬ ;

অবরোধল—অবরুদ্ধ করিল, আটকাইল ; ৩৬১ ;

অবরোধে—আক্রমণ করে ; ১৮৫৮ ;

অবলম্ব (স°)—১। অবলম্বন, আশ্রয় ; ৬৮ ;

২। উদ্গম ; ৬৭ ;

অবলম্ব—অবলম্বন করিল ; ১০৬ ;

অবলম্বই—১। অবলম্বন করে ; ২৭৫ ;

২। অবলম্বন করিয়া ; ২২১৫ ;

অবলম্বন (স°)—১। আশ্রয় ;

২। জীবিকা ; পেশা ; ৪৮৩ ;

অবলা (স°)– বল-হীনা স্ত্রী-জাতি ; ৩৩ ;

অবলোকই—অবলোকন অর্থাৎ দর্শন করে ; ২৯২৩ ;

অবলোকন (স°) – দৃষ্টি ;

অবশ (স°)—অবাধ্য ; ১৯০৭ ;

অবশায়িত (স°)—অবশীকৃত ; ২৯০৪

অবশেষ (বিয়া)—১। অবশিষ্ট ; ১৮০২ ;

২। ভুক্তাবশিষ্ট ; ২৫৩৫ ;

অবসাই—১। অবসান হইয়া ; ১৭৬১ ;

২। শেষ করিল ; ২০৪০ ;

অবসাদ (স°)—ক্লান্তি ;

অবসাধ—(স° 'অবসাদ' দ্র°) ক্লান্তি ; ২২৪৯ ;

অবসানা—অবসান, শেষ ; ৩০১৬ ;

অবহন—(মৈ° 'ঐছন' ; বা° 'এহেন') এইরূপ ; ১৯৯৬ ;

অবহিঁ—('অব' ও 'হিঁ' দ্র°) এখনই ; ৯৭১ ;

অবহুঁ—('অব' ও 'হুঁ' দ্র°) এখনও ; ১০১২ ;

অবাঞ্চই—(স° 'অব'+'অঞ্চ' ধাতু) বক্র করে ; ৪৫০ ;

অবিঘন—অবিঘ্ন, নির্ব্বিঘ্ন ;

অবিঘিন—('অবিঘন,' দ্র°) নির্ব্বিঘ্ন ; ৯৭৭ ;

অবিচল (স°)—অচঞ্চল, স্থির ; ২৮৩ ;

অবিরাম (স°)—অবিশ্রান্ত, ৬৩৭ ;

অবিরোধি—যাহাতে বিরোধ নাই ; ৪৬৮ ;

অবুঝ—(স° 'অবুধ') ১। বুদ্ধি-হীন ; ২৫০ ;

২। অসৎবুদ্ধি ; ৫০২ ;

অবুধ (স°)—মূর্খ, অজ্ঞ ; ৭২৯ ;

অবুধিনি—বুদ্ধি-হীনা ;

অবেকত—অব্যক্ত, অস্ফুট ; ৬২ ;

অভরণ—আভরণ, গহনা ; ১১৮০ ;

অভাগ-গি-গে—দুরদৃষ্ট ; ভাগ্য-হীনতা ; ৩৭ ; ৪৪২ ; ৪৪৯ ;

অভাগিয়া—দুর্ভাগ্য ব্যক্তি ; ২৯৮৫ ;

অভিন—অভিন্ন ;

অভিনন্দন (সং)—সানন্দ প্রশংসা ; ২৯৭১ ;

অভিনব (স°)—নূতন ; ১৪৬ ;

অভিনয় (স°)—নাট্যবৎ অনুকরণ ; ২৪৮ ;

অভিমত (স°)—অভীষ্ট ; বাঞ্ছিত ; ২৫৯ ;

অভিমন্যু—আয়ানের প্রকৃত শুদ্ধ নাম ; ২৯৫৮ ;

অভিমানলি—অভিমান করিলি ; ৪৮৯ ;

অভিযোগ (স°)—নায়িকার বশীকরণ জন্য ইঙ্গিত ইত্যাদি ; ৬২০ ;

অভিলাষই—অভিলাষ করে, ২৫৯৩ ;

অভিষেক (স°) – শাস্ত্রের বিধান মতে মন্ত্রপূত স্নান ; ১৫৭৪ ;

অভিসর—অভিসারে গমন কর ; ৩১৯ ;

অভিসার (স°)—সঙ্কেত-স্থলে গমন ; ৩৪২ ;

অভিসারই—অভিসার করে, ২৬৯৪ ;

অভিসারবি—অভিসারে পাঠাইবি ; ১০২৫ ;

অভিসারল – অভিসারে গমন করিল ; ৩২৬ ;

অভিসারি—('অভিসার' দ্র° ; মিলের জন্য ইকারান্ত) ৪৮ ;

অভিসারিকা (স°)—নায়িকা-বিশেষ ; যথা—

"যে যায় সঙ্কেত-কুঞ্জে কান্তে বা আনায়।

কহে কবিগণে অভিসারিকা তাহায় ॥"—রস-মঞ্জরী।

অভিসারিণী (স°)—('অভিসারিকা' দ্র°) ২৪৫ ; ২৭০ ;

অভিসিঞ্চই—অভিষেক করে অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধান মতে স্নান করায়; ১৫৭৯;
অমিময়—('অমিয়' দ্র°) অমৃতময়; ১৫১৮;
অমিয় (য়া)—(স° 'অমৃত', প্রা° 'অমিঅ') অমৃত; ১৩; ৪৬;
অমীলন—অমিলন, মিলনের অভাব; ২০৩২;
অমৃতকেলি (লিকা)—লাড়ু-বিশেষ; ২৫৯৫;
অমেধ্য (স°)—অপবিত্র; ৩০৪১;
অম্বর (স°)—১। আকাশ; ৩৭; ১৯৩; ২। বস্ত্র; ১৩২; ২৩৫;
অম্বু (স°)—জল;
অম্বুদ (স°)—মেঘ; ৬১;
অম্বুধর (স°)—মেঘ; ১৩২৩;
অরকত—আরক্তিমতা, লোহিতবর্ণ; ৩৭৩; ৩৮১;
অরপিত—অর্পিত; ২৮৩৭;
অরবিন্দ (স°)—শ্বেত-পদ্ম; ১২৬৭;
অরি (স°)—শত্রু; ২৫৯;
অরু—(স° 'অপর'; অপ° 'অব্বর'; হি°, মৈ° 'ঔব') আরো; ১৫৯; ৭৬৩;
অরুণ (স°)—১। সূর্য্য; ৬৫৭; ২। (স্ত্রী—'অরুণা') রক্ত-বর্ণ; ৭৩৫;
অরুণিত (ণিম)—লোহিত-আভা-যুক্ত ২৮,
অর্ক (স°)—সূর্য্য; ১৬৫১;
অর্গল (স°)—দ্বার বন্ধ করার জন্ম সুগোল, দীর্ঘ ও স্থূল কাষ্ঠ-খণ্ড; ২৪০৮;
অলক (স°)—ললাটের প্রান্তের ক্ষুদ্র কেশ; ২০৮; ৩০৩;
অলক (কা)—চন্দনের চিত্র; ১১২; ১২০; ২৫০;
অলকত—অলক্ত, আল্‌তা; ৩৭৩;
অলকা—('অলক' দ্র°) ললাটের ক্ষুদ্র কেশ; ২৭১;
অলকাবলকা—অলকাবলি(কা), চন্দন-চিত্র-সমূহ; ২৪৬২;
অলকারি—(হি° 'ললকায়না') স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক ডাকিয়া; ২৫০২;
অলখি (খী)—অলক্ষ্মী; ৪১৭;
অলখিত—অলক্ষিত; অজ্ঞাত; ১৩৩; ১৫১;
অলত(তক)—(স° 'অলক্তক') আল্‌তা; ৪০৯; ২৪৬২;
অলপ—অল্প; ৪৯৪;
অলপ-গেয়ান—অল্প-জ্ঞান, অল্প-বুদ্ধি; ১১১;
অলস (স°)—আলস্য-যুক্ত; জড়তা-প্রাপ্ত; ২১২;
অলস—আলস্য; ২০১৫;
অলসল—আলস্য-যুক্ত; ২৭৯২;
অলসাই—আলস্য প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ আলস্য-সূচক গা মোড়ামুড়ি দিয়া; ২৮৩৮;
অলাত (স°)—কুমারের চাক; ১৫৪৫;
অলাপি—আলাপ করিয়া; ২৪২১;
অলিক (স°)—ললাট; ২৪৫৮;
অলী—অলি, ভ্রমর; ১৩২৪;
অলেখি—যাহার লেখা অর্থাৎ হিসাব করা যায় না; ২৮৯৫;
অশকতি—১। অশক্তি, অক্ষমতা; ২। শক্তি-হীন; ১৬৩৪;
অসঁভার—(স° 'অসম্ভার') সম্বলহীন, ৪৮৮;
অসকাল—বিকাল; ·০১,
অসত—অসৎ, মন্দ; ১;
অসম (স°)—বেজোড় সংখ্যক, পঞ্চ-সংখ্যক;
অসমঞ্জস (স°)—অসামঞ্জস্য-বিশিষ্ট, বিরুদ্ধ; ২৪২;
অসমতি—অসম্মতি, অনিচ্ছা; ৪৪৮;
অসম্বর (স°)—সম্বরণ-হীন; ৭৩৪;
অসম্বরি—সম্বরণ-হীন; ১৩০০;
অসম্বীত—('সম্বিত' দ্র°) অচেতন;
অসিত (স°)—কৃষ্ণবর্ণ; ১৩২৩;
অসিম—অসীম, সীমা-হীন; ২১১১;
অসুয়া—অসূয়া অর্থাৎ গুণের উপর দোষারোপ; ১৬৭;
অস্তব্যস্তে—(বা° 'আথিবিথি') ব্যস্ত-ভাবে; ২৬৯৭;
অহনিশি—অহনিশ, দিবা-রাত্রি, সর্ব্বদা; ৫০৪;
অহি (স°)—সর্প; ৪১৯;
অহিমকর (স°)—উষ্ণ-কিরণ; সূর্য্য; ১৩২৩;

অহিরিণি—আভীরী, গোয়ালিনী ; ৪৮০ ;

অহে—ওহে ; ৮০৪ ;

অহেরা—(স° 'আখেটক', হি° 'অহেড়,' ব্র° 'অহের') শীকার ; ৩১৬ ;

[আ]

আঁকুর—অঙ্কুর ; ১৯৫২ ;

আঁখর—অক্ষর ;

আঁখি—চক্ষু ; ১৮৬৬ ;

আঁচড়—বিদারণ-জাত রেখা ; ২৫২২ ;

আঁচর—অঞ্চল ; ১৭৪ ;

আঁটনি—বন্ধন ; ১১৯৩ ;

আঁটি—আঁটিয়া, দৃঢ় করিয়া ; ২৭৮ ;

আঁটে—সমতুল্য হয় ;

আঁত—(স° 'অন্ত্র' শব্দ-জাত ; যথা—'আঁতে তিতা দাঁতে লুন'—"ডাকের কথা") উদর ; ৩০২৮ ;

আঁত—আত্মা ; ৪৫ ;

আঁতর—১। অন্তর, ব্যবধান ; ৯৯১ ;

২। মধ্য ; ১০৯৬ ;

আ—(স° উপসর্গ=পর্য্যন্ত ;) যথা—আকর্ণ, আজানু ; ইত্যাদি ;

১। আই—(স° 'আর্য্যা, অপ° 'অজ্জা', 'আজ্জা', 'আজ্জি') মাতা ; ১৮৫৪ ;

২। আই—আশ্চর্য্য-বোধক অব্যয় শব্দ ; ১৪৬ ; ২৭৯ ;

৩। আই—১। আসিয়া ; ৩০৬ ;

২। আসিল ; ১৭৬৯ ;

আইঠা—(স° 'উচ্ছিষ্ট') এঁঠো ; ১২০০ ;

আইয়তি(তী)—(স° 'আয়তি') ভবিষ্যৎ মঙ্গল অর্থাৎ স্ত্রীলোকের অবৈধব্য ; ২১৯৯ ;

আইলা—আসিল ; ১১৭৩ ;

আইলুঁ—আসিলাম ; ২৭৯ ;

আইস—এসো ; ২৯৮ ;

আইহ—(?) ২৯০২ ;

আউছ—(উ° 'আউছি') আসিতেছে ; ১৫৪২ ;

আউটিল—(স° 'আ+বৃত্' ধাতু) আবর্ত্তন করিল, জ্বাল দিয়া ঘন করিল ; ২১২৯ ;

আউদর—(স° 'অর্দ্ধাবৃত' ?) ; উন্মুক্ত ; ২১৬৮ ;

আউলাই (ইয়া)—আলুলায়িত করিয়া ; ৩০ ;

আউলাইল—আলু-থালু হইল ; ২৭৪ ;

আউলাঞা—আলু-থালু হইয়া ; ২৬২ ; ৩৯০ ;

আউলায়—আলু-থালু হয় ; ৫৯৫ ;

আউলায়্যা—আলুলায়িত করিয়া ; ৬৭৭ ;

আওই—আসে ; ১৭১৩ ;

আওজ—(আ° 'আৱাজ'), শব্দ ; ১৫৫৭ ;

আওত (য়ে)—আসে ; ১৩৬ ; ১৫৫ ; ২৭০ ;

আওব (বে)—আসিবে ; ৭১ ; ১৮১৩ ;

আওয়াস—(স° 'আবাস') গৃহ ; ২৫১৭ ;

আওল—আসিল ; ১১৩ ;

আওলি—আসিলি ; ২৩০ ;

আওলুঁ—আসিলাম ; ৯৭৯ ;

আওসি—আস ; ২৮০৬ ;

আকর্ণ (স°)—কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ; ২৪০৮ ;

আকর্ষয়—আকর্ষণ করে ; ২৫৯১ ;

আকুত (স°)—অভিলাষ ; ৬৪১ ;

আকুতি—('আকুত' দ্র°) অভিলাষ, বাঞ্ছা ; ৬৭২ ;

আকুর—অক্রূর ; ১৬১৬ ;

আকুল (স°)—১। পরিপূর্ণ ; ৩ ;

২। অস্থির ; ২৩৫৯ ;

৩। আলুলায়িত ; ৪০৫ ;

আকুলি—আকুলা ; ১৭৭৬ ;

আখটি(টী)—(স° 'অখট্টি') জেদ, আব্দার ; ২৮০২ ;

আখর—অক্ষর, আঁখর ; ৬২ ; ১৩৯ ;

আখ্যান (স°)—নাম, পরিচয় ;

আগ—(স° 'অগ্র,' প্রা° 'অগ্গ')

১। আগা ; ২০৩ ;

২। সম্মুখ ; ৮৩ ;

৩। অগ্র-ভাগ, পূজার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বস্তুর আদ্য অংশ ; ১৯৭৭ ;

আগ—(স° 'অগ্নি,' হি° মৈ° 'আগ') আগুন ;

আগম (স°)—তন্ত্র-শাস্ত্র ; ২২৯৮ ;

আগর—('অগুরু' দ্র°) সুগন্ধি অগুরু-কাষ্ঠ ;

আগর—(স° 'আকৃ' ধাতু পূরণে)

১। পরিপূর্ণ ; ২৮৩ ;

২। আকর, আলয় ; ১৯৮৩ ;

আগরি—('আগর' দ্র° ; স্ত্রীলিঙ্গের রূপ) পরিপূর্ণা ; ৯৩৬ ;

আগলি—('আগরি' দ্র°) পরিপূর্ণা ; ১৮৭ ;

আগি (গী)—('আগ' দ্র°) অগ্নি ; ১৫০ ; ২৩৪ ; ৩২১ ;

আগিলা—(স° 'অগ্র্য', অপ° 'আগিরা,' হি° 'অগিলা')
অগ্রবর্ত্তী ; ৬১৯ ;

আগু—('আগ' দ্র°) আগে ; ৯৫৮ ;

আগুনি—অগ্নি ; ৭১ ; ২৭৯ ;

আগুবাঢ়ি—আগ বাড়াইয়া অর্থাৎ অগ্রসর হইয়া ;
২৮৬৭ ;

আগুয়াওনি—('আগুয়ান') অগ্রগামিনী ; ৭১ ;

আগুয়ান—(স° 'অগ্রবান্' ; হি° 'অগবা') অগ্রসর ;
২১১ ;

আগুসরি—অগ্রসর হইয়া ; ৯৯ ; ৩৩২ ;

আগুসরি—অগ্রসর ; ৯৮৪ ;

আগে—১। পূর্ব্বে, প্রথমে ; ২২৩৩ ;

২। সম্মুখে ; ২২৩৬ ;

আগোর—(স° 'আ+গূর' (গত্যর্থক) ; হি° 'অগোর')

১। আগলাইল ; ৭৫ ; ২৫১ ;

২। আগলাইয়া ; ২৫৮ ;

আগোরত—('আগোর' দ্র°) আগলায় ; ৪৪৮ ;

আগোরয়ে—আগলায় ; ৮২ ;

আগোরল—আগলাইল ; ২৬৩ ; ২৭৪ ।

আগোরল—আগলাইল, আচ্ছাদন করিল (স্ত্রী°
কর্ত্তৃ-পদ স্থলে) ৫২ ;

আগোরি—১। আগলাইলাম ; ২৬১ ;

২। আগলাইয়া ;

আঘণ—অগ্রহায়ণ ; ১৭৪৮ ; ১৮১৪ ;

আচড়ি—আঁচড়াইয়া ; ২০২২ ;

আচুটি—আংটী ; ৯৭০

আচম্বিত—অকস্মাৎ ; ১৪২ ;

আচর—আচরণ কর ; ১৩৪১ ;

আচরে—আচরণ করে ; ১০৯৮ ;

আচার (রা)—আচরণ ; ২৭২৭ ;

আচোড় (র)—আঁচড় ; ৭৪৪ , ২৫৩৯ ;

আছ (ছয়ে)—আছে ; ৪৯৬ ; ১৪৮৪ ;

আছইতে—থাকিতে ; ১৮৮৫ ;

আছল—ছিল ; ১৮৮৫ ;

আছলি—ছিল (স্ত্রী° কর্ত্তৃ-পদ স্থলে) ৬১ ;

আছিতে—থাকিতে ; ৮৯৩ ;

আছিয়ে—আছি ; ৮৯৩ ;

আছিলুঁ—ছিলাম ; ৯৯৩ ;

আছুক—থাকুক ; ২১৫৪ ;

আছোঁ—আছি ; ২৯৮৩ ;

আজানে—আজানা-ভাবে, অজ্ঞাত-ভাবে ; ১৪৯৪ ;

আজু—অদ্য, আজ ; ২০৯ ; ২৪৩ ;

আজুক—আজিকার ; ৭২৩ ; ৭৪১ ;

আজুলি (লী)—(স° 'ঋজুকা', অপ° 'উজ্জুআ'
সরলা ; ২০৮৬ ;

আটকিল—আট্কা [illegible] ; [illegible] ;

আটনি—বন্ধন , [illegible] ,

আটব-সাটব—(স° 'আটোপ'—গর্ব্ব) সগর্ব্ব আড়ম্বর
২০৩১ ;

আঠা—আটা, চটচটে রস ; ৮৫৭ ;

আড়—(স° 'অর্দ্ধ' ; প্রা° 'অড্ঢো')

১। বক্র ; ৭২১ ;

২। আড়াল ; ৮০৩ ;

৩। দিক্ ; ১৬৬২ ;

আড়ম্ব (ম্বর)—স° ঘটা, সাজ-সজ্জা ;

আড়ম্বিনি—আড়ম্বর-যুক্ত ; ১৫১৮ ;

আত—(স° 'আতপ' ; অপ° 'আতব', 'আতো') রৌদ্র
১৬৪০ ;

আতঙ্ক (স°)—শঙ্কা ; ৬২ ;

আতপ (স°)—রৌদ্র ; ১৮১৪ ;

আতর— (আ° 'ইত্‌র্‌') সুগন্ধি নির্য্যাস-বিশেষ ;
আতি—(সং° 'অত্যয়') নাশ, ভঙ্গ ; ২৫৯৮ ;
আতি—অতি, অতিশয় ; ২৭৪৫ ;
আতুর (সং°)—রোগী ; ২৩০১ ;
আত্মসাথ—(সং° 'আত্মসাৎ') স্বীকার, গ্রহণ ;
 ২৯৫৮ ;
আদিত—আদিত্য ; সূর্য্য ;
আধ—অর্দ্ধ ; ৪ ; ৬১ ;
আধি (সং°)—মানসিক ব্যথা ; ৫৮৫ ;
১। আন—অন্য, অপর ; ৩৬ ; ৭০ ;
২। আন—১। অন্যথা ; ১২৪ ; ১৬৫ ;
 ২। অন্যত্র ; ৭১৬ ,
আনআন—অন্যোন্য, পরস্পর ; ৭৬২ ; ২৮৯৪ ;
আন আন—('১। আন' দ্র°) অন্যান্য ; ৭৬১ ;
আনচান, আনছান—(সং° 'আচ্ছন্ন-শব্দ-জাত')
 অস্থির ; ৬৯৭ ; ২২২৪ ;
আনত—অন্যত্র ; ১০৫ ;
আনত—আনে ; ৩৭৫৬ ;
আনন্দন (সং°)—আনন্দ-জনক ; ১৯০৬ ;
আনব—১। আনিবে ; ২। আনিব ; ৩২৭ ;
আনমত (তি)—অন্য রূপ ; ৪৭ ;
আন-মন—অন্য-মনস্ক ; ৩১ ;
১। আনল—অনল, অগ্নি ; ১৮২৮ ;
২। আনল—আনিল ;
আনলি—আনিল (স্ত্রী° কর্ত্তৃ-পদ স্থলে) ২০৮ ;
আনায়ল—আনাইল ; ১৭৩৯ ;
আনিয়ে—আনা হউক ; ২৩ ;
আনোআন—অন্য-ভাব ; ৬৯৫ ;
আন্ধল—(সং° 'অন্ধ', বা° 'আন্ধল্‌', 'আন্ধ্‌লা') অন্ধ ;
 ৪৩৩ ;
আন্ধায়লু—অন্ধ করিলাম ; ১৬৭১ ;
আন্ধিয়ার (রা)—অন্ধকার ; ২০৭ ; ২৩২ ; ২৯৮ ;
আন্ধিয়ারি (রী)—১। আঁধার ;
 ২। অন্ধকারাচ্ছন্না ; ৩৪৪ ;
আন্ধুয়া—এঁধো ; ২৫৩১ ;

আপ (পে)—(সং° 'আত্মন্‌', প্রা° 'আপ্‌পণ', হিং মৈং
 'আপ্‌') নিজে ; ১১ ; ১৩৮৮ ;
১। আপদ (সং°)—পদ পর্য্যন্ত ; ২৪৮ ;
২। আপদ—(সং° 'আপৎ') বিপদ্‌ ;
আপন (না)—১। নিজ ; ২৮০ ;
 ২। নিজকে ; ২৭৯ ;
আপনাহি—নিজে ; ৪৫৪ ;
আপাদ (সং°)—পদ পর্য্যন্ত ; ২৫০৯ ;
আপি—১। অর্পণ করিয়া ; ৪৯ ; ১১৫ ;
 ২। ব্যাপ্ত করিয়া ; ৩৪৩ ;
আব (বে)—আসে ; ১১২ ;
আবা—ক্রীড়া স্থগিত রাখার সংকেত-সূচক শব্দ-বিশেষ
 ১১৮৪ ;
আবির—ফাগু ; ১৪৫৮ ;
আবেশ (সং°)— ১। আবির্ভাব ; ২। ভাবের
 উচ্ছ্বাস ; ১৬১ ; ৩। আসক্ত ; ২১৬৫ ;
আবেশমোই— আবেশময় ; ১২৯৮ ;
আবেশিনি (নী)—আবেশ-যুক্তা ; ২৭০ ;
আভা (সং°)—কান্তি ; ৬০ ;
আভীর (সং°)—গোয়াল ; ২৬২৯ ;
আমন্ত্রণ (সং°)—আহ্বান ; ২৩ ;
আমলা—অঙ্গে মর্দ্দনের জন্য আমলকী ; ২৫১৭ ;
আমা—আমায়, আমাকে ; ১৪৪ ;
আমোদ (সং°)—১। সৌরভ ; ২৪৬২ ;
 ২। আনন্দ ; ৫ ;
আয়—আসিয়া ; ৯৯ ; ১৮২৬ ;
আয়ত—আসে ; ২৪২ ;
আয়ব—আসিবে ; ৩৪৫ ;
আয়ল—আসিল ; ৯৯ ;
আয়লি—(স্ত্রী° কর্ত্রী স্থলে) আসিল ; ২৫৯ ;
আয়লুঁ—আসিলাম ; ১৮৮ ;
আয়ান—(সং° 'অভিমন্যু', অপ° 'অহিমন্ন' ; কৃ° কী°
 'আইহন') শ্রীরাধার পতির নাম ; ১৩৯৩ ;
আয়ানি—('সিয়ানী' তু°) জ্ঞান-হীনা ; ১৩ ৯৩ ;
আয়াস (সং°)—১। পরিশ্রম ;

২। অবসাদে ; ১৬১৭ ;
অয়ুধ (স°)—অস্ত্র ; ১৭৬
আয়ে—(হি° 'আয়ে') আসে ; ২৪২৫ ;
আরত—অনুরক্ত ; ১৩৯ ; ২৩৬ ;
১। আরতি—('আরত' দ্র°) অনুরক্তা ; ১৩ ;
২। আরতি—আর্ত্তি, উৎকণ্ঠা ; ৮৯ ; ২১৯ ; ২৬৭ ;
৩। আরতি—(স° 'আ+রতি') অনুরাগ ; ১৭ ; ৩৩ ;
৪। আরতি—(স° 'আরত্রিক') মঙ্গল-আরতি ; ২৮৭১ ;
আরম্ভল— আরম্ভ করিল ;
আরাত্রি (ত্রিক)—আরতি ; ১৫৩৮ ;
আরাধন (স°)—পূজা ; ৭৪৪ ;
আরাধব—আরাধনা করিব ; ১৮৯৩ ;
আরাধল—পূজা করিল ; ১২৬১ ;
আরাধলি—পূজা করিলা ; ৩৯
আরাধহ—পূজা কর ; ১৩৪১ ;
আরাধিলুঁ— আরাধনা করিলাম ; ১৯৭৭ ;
আরিজা—(স° 'আর্য্যা' ; পূ° ব° গ্রা° 'আবিজ্জা') ; বড় ;
আরিশি—(স° 'আদর্শ') আর্শী, দর্পণ ; ২১৩৮ ;২৫৪৮ ;
১। আরে—অধিকন্তু ; ২৫৩২ ;
২। আরে—ও রে ; ৮৫৮ ;
আরোপণ (স°)—স্থাপন ; ২৩ ;
আরোপলি—(স্ত্রী° কর্ত্রী) আরোপণ করিল ; ২৪৫১ ;
আরোপিয়া—স্থাপন করিয়া ; ২১১৯ ;
আর্ত্ত (স°)—কাতর ; ২৯৯৪ ;
১। আলয় (স°)—গৃহ ;
২। আলয়—আলে, ফেলে ; ২২০০ ;
আলগছি—পায়ের আঙ্গুলে ভর করিয়া চলা ; ১১৫২ ;
আলবাটি—পিকদানী ; ৩০৭৭ ;
আলস—আলস্য ; ২২৮ ; ২৩২ ;
আলসল—অলস হইল ; ২১২৯ ;
আলা—আলোকিত ; ৬০ ; ১২৫ ; ২৬৭ ;
আলাইছে—এলাইয়া পড়িতেছে ; ২৫৮০ ;
আলাই বালাই—(আ° 'বলা' ; মৈ° 'আলী-বালী')
আপদ-বিপদ ; ২৫২৫ ;
আলান (স°)—গজ-বন্ধন-স্তম্ভ ; ১৬৭৭ ;

আলাপ (পন) স°—১। কথা-বার্ত্তা ; ১৬৯ ; ২১৮৫ ;
২। রাগ-রাগিণীর আলাপ-চারী ; ৫৫ ; ১৪৮ ;
আলাপই (য়ে)—আলাপ করে ; ১৩৯ ; ১৮৩০ ;
আলাপলি—রাগালাপ করিলা ; ১৬৫ ;
আলাপি—আলাপ করিয়া ; ৯৩ ;
আলি (লী) স°—সখী ; ৭১ ; ১৯৭৫ ;
আলিঙ্গই—আলিঙ্গন করে ; ৭৫৮ ;
আলিপন—আলপনা ; ১১৭১ ;
আলুঁ—আসিলাম ; ২৭৭ ;
আলুইছে—এলাইয়া পড়িতেছে ; ২৫৮০ ;
আলুয়া—এলাইয়া ; ১০৮৩ ;
আলো - (স° 'হলা', বা° 'হালো' 'ওলো') সম্বোধন-সূচক
শব্দ ; ৯৫১ ;
আলোকন (স°)—দর্শন ; ২৭৩ ;
আশংস (স°)—আশা ; ১৩১২ ;
আশ—আশা ; ৮ ; ৭৮ ;
আশন—আশ্বিন ; ১৮১৪ ;
আশীষ—আশীর্ব্বাদ ; ১৯৭৭ ;
আশোয়াস—আশ্বাস ; ৯৭ ; ১৮৭ ;
আশোয়াসল—আশ্বাস দি[illegible] ; ৭[illegible]
আশোয়াসলি—১। আশ্বাস দিল (স্ত্রী° কর্ত্রী)
২। আশ্বাস দিলি ; ৩৬৬ ;
আশোয়াসলুঁ—আশ্বাস দিলাম ; ১৮৯৯ ;
আশোয়াসে—আশ্বাস দেয় ; ৭৭৪ ;
আশ্বাস (সন) স°—সান্ত্বনা ; ১৬১৫ ;
আষাড়ি—দণ্ডধারী ; ১৩৯৫ ;
আসন (স°)—১। উপবেশনের পীঠ ইত্যাদি ; ১৯০২ ;
২। বাস-স্থল ; ১১ ;
৩। রতি-বন্ধ ; ১৯৭৫ ;
আসব (স°) —মধু ; ১৫৩৪ ;
আসিছে—আসিতেছি ; ১০৬৩ ;
আসু—(হি° 'আসু') অশ্রু ; ২৪৮৯ ;
আস্ত—সম্পূর্ণ, সমগ্র ; ১২২ ;
আস্বাদে—আস্বাদন করে ; ১৩ ; ১৪ ;
আহ—আহা ; ১০৮০ ;

আহিরিণি—আভীরী, গোপী ;
আহিরী—গোপী ;
আহীর—আভীর, গোপ ; ৬৮৭ ;
আহুতি (সং°)—যজ্ঞের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ঘৃত ইত্যাদি দ্রব্য ; ৪৬৬ ;
আহ্লাদন (সং°)—আনন্দ-উৎপাদন ; ২১৩৫ ;

[ই]

ইক্ষু-শাল—আঁখ-মাড়াইর যন্ত্রের ঘর ; ২২০০ ;
ইঙ্গিত (সং°)—সঙ্কেত, ঈশারা ; ৯৯ ; ২২০ ;
ইছয়ে—ইচ্ছা করে ; ১৭৭ ;
ইছিয়া—ইচ্ছা করিয়া ; ৮৪৩ ;
ইছিল—ইচ্ছা করিল ; ১৯৬৬ ;
ইছে—ইচ্ছা করে ; ২৪৫৩ ;
ইতিউতি—(সং° 'অত্র অমুত্র') এথায়-ওথায় ; ২৪৪ ;
ইথে—(সং° 'অত্র', প্রা° 'অত্থ') ইহাতে ; ২৬৭ ;
ইথে লাগি—এই জন্য ; ৩০৯ ;
ইনকে—ইহার ; ১০৬ ;
ইনহি—ইনি ; ২৮২৩ ;
ইন্দিবর—(সং° 'ইন্দীবর' দ্র°) নীলোৎপল ; ২৯৯ ;
ইন্দীবর (সং°)—নীলোৎপল, নীল-বর্ণ শালুক-ফুল ; ৯৮০ ;
ইন্দু (সং°)—চন্দ্র ; ২১৫২ ;
ইন্দুয়া—('ইন্দু' দ্র°) চন্দ্র ; ৩৪১ ;
ইন্দুরতন—ইন্দুরত্ন ; মুক্তা ; ২৭১ ;
ইন্দ্রজালিক—(সং° 'ঐন্দ্রজালিক') ইন্দ্রজাল অর্থাৎ ভোজের বাজিতে নিপুণ ; ৫৭ ;
ইন্দ্রনীল (সং°)—উজ্জ্বল নীল-বর্ণ বহু-মূল্য মণি-বিশেষ, 'নীলম্' নামে প্রসিদ্ধ মণি ; ২৬৮ ;
ইন্ধন (সং°)—জ্বালানি কাষ্ঠ ; ৭০৭ ;
ইহ্নি—ইনি ; ২৮৮৪ ;
ইবে—এখন ;
ইষত—ঈষৎ, অল্প ; ২০১ ;
ইহ (সং°)—এখানে ; ৫১ ; ৬১ ;০ ৩৫ ;
ইহ—(সং° 'ইদম্' শব্দ-জাত ; হিং° 'য়হ্')
 ১। এই ইহা ; ১, ৮২ ;
 ২। এই ব্যক্তি ; ১১৩ ; ২৪০ ;
ইহাঁ—(সং° 'ইহ' দ্র°) এখানে ; ২০২৫

[ঈ]

ঈশ (সং°)—প্রভু, ঈশ্বর ; ১৫৯২ ;
ঈষত—ঈষৎ, অল্প ;

[উ]

উঁ (উং°)—(পঞ্চমী-বিভক্তির চিহ্ন) হইতে ; ১৫৪২
উকটিতে—তালাস করিতে ; ১১৬৭ ;
উকটিয়া—তালাস করিয়া ; ১৩১৬ ;
উকটিল—তালাস করিল ; ১১৬৪ ;
উকটে—তালাস করে ; ২৬৩১ ;
উকি—(সং° 'উল্কা', অপ° 'উক্কা', 'উকা') জ্বলন্ত তৃণাদির খণ্ড ; ৮৭৯ ;
উগইতে—('উগয়ে' দ্র°) উদিত হইতে ; ১৮৫৭ ;
উগয়ে—(হিং° 'উগ্না' ধাতু) উদিত হয় ; ৫৪৯ ;
উগরই—উদ্গীরণ করে ; ৭০৮ ;
উগরে—উদ্গীর্ণ করে ; ১০৯৩ ;
উগারই (য়ে)—উদ্গীর্ণ করে ; ২৬৮ ; ৬৪৫ ;
উগারল—উদ্গীর্ণ করিল ; ২৩২ ;
উগারসি—উদ্গীর্ণ করিতেছ ;
উগারে—উদ্গীর্ণ করে ; ২৪২ ;
উগ্রসেন—কংসের পিতা রাজা-বিশেষ ; ২৯৬৯ ;
উঘট—উদ্ঘাটিত হয়, নির্গত হয় ; ১৫৫৭ ;
উঘাড়ই (ত)—উদ্ঘাটিত করে, খোলে ; ৫৭৩ ; ২৩৬৪
উঘাড়ল—উৎঘাটিত করিল ; ২৪৯৬ ;
উঘাড়িয়া—উৎঘাটিত করিয়া ; ২৩১০ ;
উঘারি—১। উদ্ঘাটিত করিয়া ; ৩২৭ ;
 ২। উদ্ঘাটিত করে ; ১০৪ ;
উঘারিলা—উৎঘাটিত করিল ; ২৩৫১ ;
উচ—উচ্চ ; ১০৫ ;
উচকই—(সং° 'উৎ+চকিত') উৎপীড়িত হয় ; ৯৮৭ ;
উচল—উচ্চ স্থল ; ৮৮৭ ;

২। উতরোল—('উৎ+রোল') উচ্চ শব্দ ; ২৫ ; ১০৩ ;
উতরোলসি—উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছ ; ১৩৮ ;
উতাপই—উত্তাপিত করে ; ১৭১৩ ;
উতাপিত—উত্তাপিত ;
উতার—খোল ; ১৩৯১ ;
উতারই—খোলে ; ২৯২৭ ;
উতারব—১। উত্তীর্ণ হইবে ; ৭১ ;
২। উত্তীর্ণ করিবে ; ৪৩৯ ;
৩। উত্তীর্ণ করিব ; ১৪১০
উতারল—১। খুলিল ; ৭২৮ ;
২। নামাইল ; ২৬২৭
উতারলুঁ—খসাইলাম ; ২৬১ ;
উতারি—খুলিয়া ; ৬৮২ ;
উৎকণ্ঠিতা (সং)—অষ্ট-নায়িকার অন্তর্গত নায়িকা-বিশেষ ; যথা,—
"সঙ্কেতে প্রাণেশ নাহি আসে কি কারণ,—
করে চিন্তা যেবা 'উৎকণ্ঠিতা' সেই জন।" রস-মঞ্জরী।
উৎসুক (সং)— উৎকণ্ঠিত ; ৬২০ ;
উত্তর (সং)—১। পরবর্ত্তী ; ১৮৫ ;
২। জবাব ;
উত্তান (সং)—চিৎ হইয়া শায়িত ; ১৬৬২ ;
উথলই—উছলিয়া উঠে ; ১৫৬৭ ;
উথলল—উছলিয়া উঠিল ; ৬৬০ ;
উথলে—১। উছলিয়া উঠে ; ৭৮৩ ;
২। উচ্ছৃঙ্খল হয় ; ৯৫১ ;
উদ—('উদিত' হইতে) উপস্থিত ; ১৮৪৪
উদ—(সং 'উদক' ; সমাসে 'উদ') জল ; ৭৬০ ;
উদগতি—উদ্গতি, উদ্গম ; ২৬১৯ ;
উদগীম—উদ্গ্রীব, উৎকণ্ঠিত ; ৭৯ ;
উদঘাটলু—উদ্ঘাটিত করিলাম, খুলিলাম ; ৯৮৮
উদঘাটহ—উদ্ঘাটিত কর ;
উদণ্ড—উদ্দাম , উদ্দণ্ড ; ২৮৯৬ ;
উদবেগ—উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ; ৪২ ;
উদভট—উদ্ভট, অদ্ভুত ; ৯৫০ ;
উদয়ত—উদিত হয় ; ১৭৫২
উদয়তি (সং)—উদিত হইলে ; ৪৮০ ;
উদযোগ—উদ্যোগ ; ১৯৬৮ ;
উদসল—১। উন্মুক্ত হইল ; ২০৯ ;
২। উন্মুক্ত ; ১০৭৪ ,
উদাম—(সং 'উদ্দাম') ১৩৮৬ ; উচ্ছৃঙ্খল ; দড়ি-ছেঁড়া ; ১৯৩ ;
উদার (সং)—১। সরল ; ২৩৮ ;
২। মহৎ-স্বভাব ; ২৬৬ ;
উদাস—উন্মুক্ত ; ১৯৩ ; ৭২৬ ;
উদাস (সা)—১। ঔদাস্য ; ২১৪ ; ২৫৯ ;
২। উদাসীন ; ৩৮ ;
উদিগে—ঐ দিকে, অন্যদিকে ; ৭২৬ ;
উদিত (সং)—১। উত্থিত ;
২। উন্মীলিত, বিকসিত ; ১স্থ
উদুখল—উদূখল ; ১২ ; উখলি ; ১১৬২ ;
উদেশ—(সং 'উদ্দেশ') ১। উদ্দেশ্য ; ৫২৩ ;
২। অনুসন্ধান ; ২০৯ ; ১৮৫৮ ;
উদ্দণ্ড (সং)—দণ্ডায়মান-অবস্থা-যুক্ত ; ১৫৪৫ ;
উদ্বর্ত্তন (সং)—অঙ্গে লেপনের গন্ধ-দ্রব্য ; ১৭৭৭ ;
উদ্যমবন্ত—চেষ্টাযুক্ত ; ২৪৩৫ ;
উধ—উর্দ্ধ ; ২৬২১ ;
উধার—উদ্ধার ; ২২০১ ;
উধার—উদ্ধার কর ; ৪৯৩ ;
উধারণ—(সং 'উদ্ধারণ') উদ্ধার-কারী ; ২৯৬৯ ;
উধারল—উদ্ধার করিল ; ২৪৩১ ;
উনমজি—উন্মগ্ন হইয়া অর্থাৎ ভাসিয়া উঠিয়া ; ২৫০১ ;
উনমত—উন্মত্ত, পাগল ; ৭৪ ;
উনমতা—উন্মত্তা ; ২৫৪৭ ;
উনমতি (তী)—পাগলিনী ; ৩৯ ;
উনমাতি—('উনমতি' দ্রঃ) পাগলিনী ; ১৯৯০ ;
উনমাদ—(সং 'উন্মাদ') ১। উন্মত্ততা ; ৪৩ ; ১৭৩ ;
২। উন্মত্ত ; পাগল ; ৩৪০ ;
উনমুখ—উন্মুখ, উৎসুখ ; ১১২০ ;
উনহি—উনি, তিনি ; ২৫৩৯ ;
উনহি—উঁহাতে ; ১০৬ ;

উন্মদ (সং)—উন্মত্ততা-যুক্ত ; ২১২৭ ;
উন্মুখ (সং)—প্রবণ ; ১১৩ ;
উন্মূলিত (সং)—উৎপাটিত ; ৩৮৭ ;
উপচক—(সং 'উপ+চমৎকৃত') সমৃদ্ধ, জড়াইয়া ;
১০০ ; ১০০২ ;
উপচার (সং)—১। উপভোগের দ্রব্য ; ৩৯৯ ;
২। অনুষ্ঠান ; ৯৫ ;
উপচারি—(সং 'উপ+চর' ধাতু) উপচার দিয়া ;
১৫৭৩ ;
উপচারি—উপচার, উপকরণ ; ৩৮৭ ;
উপজত (সে)—উৎপন্ন হয় ; ৯২৯ ;
উপজল—উৎপন্ন হইল ; ৫২ ; ১৯৪ ;
উপজায়—উৎপাদিত করে ; ৭৭৮ ;
উপজায়ল—উৎপাদিত করিল ; ১৫০ ;
উপজিত—উৎপন্ন ; ২১১৪ ;
উপজিতে—উৎপন্ন হইতে ; ৯৪২ ;
উপজে—উৎপন্ন হয়, জন্মে ; ২২১ ;
উপদেশল—উপদেশ করিল ; ৪১৪ ;
উপনিত—উপনীত, উপস্থিত ; ৩৭৭ ;
উপনীত—(সং)—উপস্থিত ; ১০৮ ; ২২০ ;
উপমা (সং)—তুলনা ; ১৩ ;
উপরাগ (সং)—সূর্য্য বা চন্দ্রের গ্রহণ ; ৮৫ ;
উপরি উপরি—(সং 'উপর্য্যুপরি') অজস্র, অবিশ্রান্ত ;
৭৬৪৮ ;
উপহাসব—উপহাস করিবে ; ৪৬৬ ;
উপহাস্য—(সং) উপহাসের পাত্র ; ৩০২ ;
উপাই—উপায় ; ২১৯ ;
উপাঙ্গ—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ ; ২৪২ ;
উপাম—উপমা ২৯৯ ;
২৭ (সংযুক্ত শব্দে) তুলনা ; ৬৫ ;
উপাস—উপবাস, অনশন ; ৫৪৫ ;
উপেখ—উপেক্ষা কর ; ১৬৫৫ ;
উপেখন—উপেক্ষা ; ১৩৫২ ;
উপেখব—উপেক্ষা অর্থাৎ পরিত্যাগ করিব ; ৬৫ ;
উপেখবি—উপেক্ষা করিবি ; ৩০৬৫ ;
উপেখয়ে—উপেক্ষা করে ; ১৭৭ ;
উপেখল—উপেক্ষা করিল ; ৪৫ ; ১৮৪ ;
উপেখলি—১। উপেক্ষা করিল (স্ত্রীং কর্ত্রী স্থলে) ; ৪২০
২। উপেক্ষা করিলা ; ১৯০৪ ;
উপেখলুঁ—উপেক্ষা করিলাম ; ৪৪৩ ;
উপেখসি—উপেক্ষা করিতেছিস ;
উপেখি—১। উপেক্ষা করিল ; ৪৬ ;
২। উপেক্ষা করিয়া ; ৩৯ ;
উপেখিতে—উপেক্ষা করিতে ;
উপেখিবা—উপেক্ষা করিবা ; ৩০৭৬ ;
উপেখিয়া—উপেক্ষা করিয়া ; ২২০৯ ;
উপেখিয়ে—উপেক্ষা করা হয় ; ৯৩৯ ;
উবটন—(সং 'উদ্বর্ত্তন') ১। অঙ্গ-মর্দ্দন ; ২৫৩৫ ;
২। অঙ্গ-মর্দ্দনের উপকরণ ; ২৬৮৭ ;
উবরি—(সং 'উৎ+বৃত', অপ 'উবড়' ধাতু) উদ্বৃত্ত
হইয়া ; ফিরিয়া ; ২২৪ ;
উবরে—('উবরি' দ্রঃ) ফিরে ; ৯৪৭ ;
উভ—(সং 'ঊর্দ্ধ' অর্থে 'উদ্', অপ 'উভ', 'উভ') উচা ;
৬৫৯ ; ২১৬৭ ;
উভ-রায়—(সং 'ঊর্দ্ধ-রাব') উচ্চ শব্দে ; ১৫৮৭ ;
উভ-হাতে—(সং 'ঊর্দ্ধ-হস্তে') দুই হাত উঠাইয়া ; ৮২৬ ;
উভারয়ে—ঢালে ; ২৬১৩ ;
উভারি—১। ঢালিতেছে ; ১৭৫৫ ;
২। উছলিয়া ;
উভারিল—ঢালিল ; ২৯১৯
উমগ—(সং 'উন্মার্গ', হিং 'উমঙ্গ') হর্ষোচ্ছ্বাস-যুক্ত ;
উমগতি—('উমগ' দ্রঃ) হর্ষোচ্ছ্বাস-যুক্ত হয় ; ৬৬০ ;
উমড়ই—উছলে ; ১৪৩৮ ; ২৯৪৪ ;
উমড়ি—উছলিয়া ;
উমত—উন্মত্ত ; ২৬৭ ;
উমতায়—উন্মত্ত হয় ; ১২৯৯ ;
উমতায়ই—উন্মত্ত করিয়া ; ১৪৫২ ;
উমতায়ল—উন্মত্ত করিল ;
উমতায়লি—উন্মত্ত করিলি ; ৪৩৫ ;
উমতি (তিনী)—উন্মত্তা ; ২১৭৫ ; ২৯১১ ;

উমরি—(সং 'উন্মত্ত' হইতে) অস্থির হইয়া ; ১৭৯২ ;
উমা (সং)—পার্ব্বতী ; ২০২ ;
উমাপতি (সং)—মহাদেব ; ২০২ ;
উয়ব—উদিত হইবে ; ৯০৪ ;
উয়ল—উদিত হইল ; ১৩২ ;
উর—(সং 'উরস') বক্ষ ; ৭১ ; ১৫০ ;
উরগ (সং)—'সর্প ; ৭৮৯ ;
উরজ—('উরোজ' দ্র°) স্তন ; ২০৬ ;
উরঝাই—(হিং 'উরঝ্না') মিশ্রিত হইয়া, জড়াজড়ি হইয়া ; ২৫৫৫ ;
উরধ—উর্দ্ধ ; ২৮৮৭ ;
উরবি—উর্ব্বী, পৃথিবী ; ২৪৬২ ;
উরু (সং 'উরু')—উরু, উরৎ ; ২০৬ ;
উরু (সং)—বিশাল ;
উরোজ (সং)—স্তন ; ৮২ ; ১৯৫ ;
উল—হুলস্থূল ; ১০০৯ ;
উলট (টি)—উল্টা, বিপরীত ; ৯৪ ; ৫৭১ ;
উলটল—উল্টা অর্থাৎ স্খলিত হইল ; ৭১৭ ; ২৭২৭ ;
উলটায়বি—উল্টা করিবি ; ৪৭৩ ;
উলটায়ল—উল্টা করিল ; ৫৫ ; ২০০ ;
উলটায়সি—উল্টা করিতেছিস্ ; ২৩১ ;
উলটি—১। ফিরিয়া ; ৪৯ ;
২। উল্টাইয়া ; ২০৬ ; ৩০২ ;
উলটে—ফিরিয়া আসে ;
উলডাল—ওলট-পালট ; ২৮৯৮ ;
উলসই—উল্লসিত হয় ; ২১৩৫ ;
উলসি—উল্লাসিত হইয়া ; ২৫৮৯ ;
উলসিত—উল্লাসিত, আনন্দিত ; ২৭৪ ;
উলালী-ফুলালী—(সহচর-শব্দ ; 'ফুলালী' দ্র°) ২৫৬১ ;
উলাস—উল্লাস, আনন্দ ; ৯৯৫ ;
উশসি, উসসি—(সং 'উৎ+শ্বস' ধাতু), উর্দ্ধশ্বাস লইয়া ; ১৯১৮ ; ২৫৯৭ ;
উহ (হিং)—('হিং 'ব') ১। ঐ ; ৭৮ ;
২। উহা ; ১৯৩ ;
উহুকে—উহার ; ১০৬

[ঊ]

ঊজর—উজ্জ্বল ; ১৯০৪ ;
ঊঠই (ত)—ওঠে ; ৩৮০ ; ১৬২৭ ;
ঊঠি—উঠিয়া ; ৫৯৮ ;
ঊড়ত—উড়ে ; ১৭৩৩ ;
ঊড়ি—উড়িয়া ; ১৬৭৯ ;
ঊড়ে—উড়ে ; ২৪৩৪ ;
ঊন (সং)—কম ; ৪৬ ;
ঊপর—(সং 'উপরি', হিং 'উপর') উপরে ; ২১ ;
ঊয়ত—উদিত হয় ; ২৪৭৫ ;
ঊয়ল—১। উদিত হইল ; ৫৯ ; ১৭৬ ; ৩০৪ ;
২। আকাশে উত্থিত হইল ; ৭০৯ ;

[ঋ]

ঋতু (সং)—কাল-বিভাগ-বিশেষ ; ৩০৬ ;
ঋতু-পতি (সং)—বসন্ত ঋতু ; ৩১৪ ;
ঋতু-রাজ (সং)—বসন্ত ঋতু ; ১৪৬৬ ;

[এ]

এ—(মৈং 'এহ') এই ; ৬৬ ; ১৯৮ ;
এক-চিত—(সং 'এক-চিত্ত') এক-মন ; ২৪৬ ;
একতান—একই সুর-যুক্ত ; ২৫৫৭ ;
একদিঠ—এক-দৃষ্টি ; ৩০ ;
একন্ত—(সং 'এক+অন্তঃ') এক-মনে ; ৭০ ;
একন্ত—(সং 'একান্ত') একান্ত, নিতান্ত ; ২১৯ ;
একল (লা)—একাকী ; ৩০ ; ৭৫ ;
একলি—১। কেবলই ; ২১৭ ;
২। একাকিনী ; ২১১ ; ২৪৯ ;
একসরি (রিয়া)—(সং 'একসর') ১। একাকী ;
২। একাকিনী ; ৩৩৬ , ৪১১ ; ৭৩৪ ;
একান্ত (সং)—১। নিতান্ত ; নিশ্চিত ; ২১৯ ;
২। নির্জ্জন স্থল ; ৬৮ ;
একু—একই ; ১০১ ; ২৭৩ ;
একু-মেলি—একত্র-মিলিত ; ৭৯ ;
একে—১। এক পক্ষে ; ১৩৪ ; ১৯৫ ;
২। একত্র ; ২৭৭ ;

একেশ্বর—('একসরিয়া' দ্র°) একাকী ; ৩৫৬ ;
একেশ্বরী—('একসরিয়া' দ্র°) একাকিনী ; ৮৮৩ ;
এড়াই—অতিক্রম করি, ছাড়াই ; ২৪২ ;
এড়ান—অতিক্রম, অব্যাহতি ; ৮৫৭ ;
এড়ি (ড়িয়া)—ছাড়িয়া ; ২২৩০ ;
এত—১। এই পরিমাণ ;
২। এরূপ ; ১৯০ ;
এতহুঁ—ইহাও ; ১৯০৪ ;
এত্তা—(হি° 'এত্তা') এত ; ১৯১৮ ;
এত্‌নি—(হি° 'ইত্‌না') এইরূপ ; ১৯৭৫ ;
এতেক—এই পরিমাণ ; ১৩৩ ;
এতেনে—(হি° 'ইত্‌না') এই-পরিমাণ, এইরূপ ; ৯১১ ;
এথা—এখানে ; ১৪৪ ;
এবে—(হি°, মৈ° 'অব্') এখন ; ১১৬ ;
এমত—এইরূপ ; ১৮৪ ;
এহ (হি°)—১। এই ব্যক্তি ; ১৫০ ;
২। ইহা ; ১৪২ ; ২৩৩ ;
এহেন—('ঐছন' দ্র°) এইরূপ ; ৩৪৫ ;

[ঐ]

ঐছন—(স° 'ঈদৃশ', প্রা° 'এরিসো', অপ° 'এইসা', হি° 'ঐসা', মৈ° 'ঐসন', 'এসন', 'এহন', বা° 'এহেন' 'হেন') ঐরূপ ; ১০ ; ৩০৯ ;
ঐছে—('ঐছন' দ্র°) ঐরূপ ; ৩৭ ; ৬৪ ;
ঐরি—(স° 'অরি') শত্রু ; ১৭৭০ ;

[ও]

ও—(স° 'অদঃ' হি° 'বহ্') ঐ ; ৭১ ; ৭৭ ; ২১৫ ;
ওজ—(স° 'অব্জ'-শতজ) পদ্ম ; ১০৮১ ;
ওঝা—(স° 'উপাধ্যায়', প্রা° 'উবঝ্‌ঝাঅ' ; অপ° 'উঅঝ্‌ঝা, হি° মৈ° 'ওঝা 'ঝা') ওস্তাদ ; ১৩৫ ;
ওঠ—ওষ্ঠ, ঠোঁট ; ২৯০২ ;
ওঢ়নি (নী)—১। উড়নী, গায়ের উত্তরীয় বস্ত্র ; ১০২৪ ;
২। ঢাকনি ; ১৩৫৫ ;
ওত—(মৈ° 'ওত') আড়াল ; ১৯৪৮ ;
ওতায়ল—('ওত' দ্র°) লুকাইল ; ২৮৯৪ ;
ওদন (স°)—অন্ন ; ৪৯০ ;
ওয়াজ—(ফা° 'আরাজ') শব্দ ; ৬৫৭ ;
ওয়ারোঁ—(হি° 'বার'—আঘাত) আঘাত করি ; ১০৮৬ ;
ওর—১। সীমা, প্রান্ত ; ৫৭ ; ১৪২ ; ২০৪ ;
২। দিক্ ; ১৫১ ; ৪৬৮ ;
ওল—(স° 'ওল') আর্দ্র, ভিজা ; (২০৮ স° পদের 'তুল' স্থলে সংশোধিত পাঠ ; গ্রন্থ-শেষে 'পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন' শীর্ষক দ্রষ্টব্য)
ওলাব—নামাইব ; ১৩৭২
ওহি—('উহি' দ্র°) ১। ঐ ; ২৪৮৫ ;
২। কুহু ধ্বনি ; ২৪৮৫ ;

[ঔ]

ঔখদ—ঔষধ ; ৪২ ; ৯৮ ;
ঔখধি—ঔষধ ; ১৯১৮

[ক]

কঁচুক—('কঞ্চুক' দ্র°) [illegible] ; [illegible] ;
ক—১। ষষ্ঠী-বিভক্তির চিহ্ন ; ২১ ; ৪৩ ;
২। দ্বিতীয়া-বিভক্তির চিহ্ন ; ৫২৮ ; ৫৬৭ ;
ককথটি (টী)—বানরী-বিশেষের নাম ; ২৫০৬ ; ২৫০৭ ;
কঙ্কণ (স°)—কাঁকন ; ২৩৫ ;
কঙ্কতি (স°)—চিরুণী ; ২৯২০ ;
কঙন—(হি° 'কৌন্') কে ; ১৮১৪ ;
কওল—কমল, পদ্ম ; ৮৫৫ ;
কওলা—১। মিষ্টান্ন-বিশেষ ; ২৫৫৭ ;
২। কমলা-লেবু ; ৬৫১ ;
কচ (স°)—কেশ ; ১০৪ ;
কচালিয়ে—রগ্‌ড়াই ; ৭৪১ ;
কছু—(হি° 'কুছ্') কিছু ; ১১২ ; ১১৪ ;
কঞ্চুক (স°)—১। বর্ম ; ১৪৮৩ ;
২। কাঁচুলি ; ১১৭ ; ৩২৬ ;
কঞ্জ (স°)—পদ্ম ; ২২ ;

করিয়ে—করি ; ৬২ ; ৬৩ ;

করিলুঁ—করিলাম ; ১২৪ ;

করু—১। করে ; ১ ; ১১ ;
২। কর ; ২৭ ; ১০৭ ;
৩। করি ;
৪। করুক ; ১৮ ;
৫। করিল ; ১১৫ ;
৬। করিলা ; ৫৭৪ ;

করুণ (স°)—১। করুণা-যুক্ত ;
২। এক-জাতীয় লেবু ; ১৪৩০ ;

করুণা (স°)—১। দয়া ; ৮২২ ;
২। কাতর-উক্তি ; ৬৬ ;

করোঁ—করি ; ১১৮ ;

কর্ণধার (স°)—মাঝী ; ১৪১৮ ;

কর্ণিকার (স°)—১। পদ্মের পাঁপড়ীর অগ্রভাগ ; ২১৮৬ ;
২। ২১৮ সোনালু-গাছের স্বর্ণবর্ণ পুষ্প ; ২৪৭৩ ;

কর্পুর (স°)—সুগন্ধি দ্রব্য-বিশেষ ;

কর্পূর-মালতী—অরুচি-নাশক সুখাদ্য-বিশেষ ; ২৫৫৯ ;

কর্ষহ—আকর্ষণ কর ; ১৬৬০ ;

কর্ষিতা (স°)—আকৃষ্টা ; ১৬৬০ ;

১। কল (স°)—অস্ফুট-মধুর-ধ্বনি ; ২৪৩৪ ;

২। কল—(স° 'কলা') যন্ত্র ; ১৩১৪ ;

কলই—কল-ধ্বনি করে ; ২৩৫ ;

কলধৌত (স°)—স্বর্ণ ; ৪০৪ ;

কলন-না-নি—('কল' দ্র°) কল-ধ্বনি ; ২৬৮ ;

কলপ—কল্প-পরিমিত কাল ; ২৮৪ ;

কলপতরু—কল্পতরু ; ১ ;

কলমষ—কল্মষ, পাপ ; ১৯৫৪ ;

কল-রব (স°)—১। মধুর অস্ফুট-ধ্বনি ; ১১২১ ;
২। মধুর শব্দ-যুক্ত ; ১০৭৯ ;

কলহংস (স°)—এক-জাতীয় বন্য হাঁস ; ২৪৩৪ ;

কলহান্তরিতা (স°)—অষ্ট-নায়িকার অন্তর্গত নায়িকা-বিশেষ ; যথা,—

"অপমান করি' কান্তে অনুতপ্তা হয়,
কলহান্তরিতা তারে কবিগণ কয় ;"—রস-মঞ্জরী।

কলা—(স° 'কদলক', প্রা° 'কঅলক')
১। কদলী-বৃক্ষ ; ২৩ ;
২। কদলী-ফল ;

কলা (স°)—১। চন্দ্রের কলা ; ৬৩ ;
২। নৃত্য-গীত ইত্যাদি শিল্প-কলা ;

কলা-আসন—('কলা' ও 'আসন দ্র°) রতি-কলায় নৈপুণ্য-সূচক বিচিত্র রতি-বন্ধ ; ১৯৮৩ ;

কলানিধি (স°)—চন্দ্র ; ১৯২৫ ;

কলাপ (স°)—১। সমূহ ; ১৬৯৮ ;
২। ময়ূর-পুচ্ছ ;

কলাবতি (তী)--কলাবতী, কাম-কলায় নিপুণা ; ৬২ ;

কলি (স°)—কলি-যুগ ; ২২১৫ ;

কলিক—কলিকা ; কলি ; ১০৮৬ ;

কলিজা (হি°)—হৃৎপিণ্ড ; ১৭৩৭ ;

কলিত (স°)—১। ধৃত ; ৬৯ ;
২। জনিত ; ৩৩২ ;

কলি-ভব (স°)—কলিতে জাত অর্থাৎ কলির জীব ; ৩০৯৩ ;

কলুষ (স°)—পাপ ; ১৩২ ;

কলেবর (স°)—দেহ ; ৪০৪ ;

কলেশ—ক্লেশ ; ১৮৪২ ; ১৯৭৫ ;

কলোক্তি (স°)—কলা অর্থাৎ ক্রীড়া-হেতু উক্তি ; ২৬৬৯ ;

কল্যাণ (স°)—কুশল ; ১৭৭ ;

কল্মষ (স°)—পাপ ; ৩ ; ৩৮ ;

কল্লোল (স°)—তরঙ্গ ;

কষটি—কষ্টি-পাথর ; ১৯১৮ ;

কষণ—কর্ষণ, আকর্ষণ ; ৯৬৪ ;

কষণক শিলা—আকর্ষণের পাথর, চম্বুক পাথর ; ৯৬৪ ;

কষায়িত (স°)—কষায়-রস-যুক্ত অর্থাৎ বিরস ; ৫৬৩ ;

কষি—কষ্টি-পাথরে ঘসিয়া ; ১৯১৮ ;

কষিল—কষ্টি-পাথর দ্বারা পরীক্ষিত ; ২৮ ;

কসিনী—পরিধান-কারিণী ; ২৮৭২ ;

কহ—১। কহে ; ৫৩ ; ৮৫ ;
২। কহিয়া ; ১০৮০ ;

৩। কহিতেছ ; ১৮২৭ ;
কহই—১। কহে ; ৩৫ ; ৪৮ ;
২। কহিতে ; ১১৫ ;
৩। কহিয়া ;
কহইতে—কহিতে ; ৫৩ ; ১২৯ ;
কহত—১। কহে ;
২। কহ ; ৫৭৪ ;
৩। কহিতে ; ১৫৮ ;
কহন—কথন, কথা ; ১৫১ ;
কহব—কহিব ; ৭৯ ;
কহবি—কহিবি ;
কহল—১। কহিল ; ২২৩ ;
২। কহিলাম ; ৩২৯ ;
কহল—('কহিল' দ্র°) কহার যোগ্য ; ৭২৮ ;
কহলম—কহিলাম ; ৮৭ ;
কহলা—কহিল ; ১৬৭০ ;
কহলি—১। (স্ত্রী° কর্ত্রী) কহিল ;
২। কহিলি ; ৩৬৮ ;
কহলুঁ—কহিলাম ; ৮১ ;
কহসি—১। বল ; ৬৩ ;
২। বলিতেছ ; ৭০ ;
কহায়সি—কহাও, বলাও ; ৩০১৭ ;
কহি—('হি° 'কহী') কোথাও ; ১৭৬ ;
কহিয়া ফারক—('ফারক' দ্র°) কহিয়া ফারাক অর্থাৎ খালাস ; ৩০৩৬ ;
কহিয়ে—১। কহি ; ৯৪ ;
২। কহা যায় ; ৭১ ;
কহিল—(কৃদন্ত 'ইল' প্রত্যয়) কহার যোগ্য ; ৭৩৬ ;
কহিলুঁ—কহিলাম ; ১৩৩ ;
কহু (হুঁ)—কহে ; ২১৫৭ ;
কহোঁ—কহি ; ৫৬ ;
কাঁকালি—কটি ; ১৩৫৫ ;
কাঁচনি—সজ্জা ; ২৯০ ;
কাঁচর—('কাঁচলা' দ্র°) কাঁচুলী ; ২০০ ;
কাঁচলা (লি)—(স° 'কঞ্চুলিকা') কাঁচুলী ; ১৯৫ ;
কাঁচ (চা)—১। অপক ; ১২২ ;
২। তরল অর্থাৎ নির্ম্মল ; ১০৩ ; ৫৩১ ;
কাঁচুয়া—(স° 'কঞ্চুক') কাঁচুলী ; ৬৯০ ;
কাঁঠি—কণ্ঠী, কণ্ঠ-হার ; ১১৬১ ;
কাঁতি (তিয়া)—কান্তি ; ৫৫ ; ১৪৭৯ ;
কাঁদন—ক্রন্দন ; ১০৫ ;
কাঁপ—১। কম্প ; ১৩৬ ;
২। কাঁপে ; ১০০ ; ১২৯ ;
কাঁপাই (য়ে)—কাঁপে ; ২৮ ; ১৬৯ ;
কাঁপসি—কাঁপিতেছ ; ২৬৩ ;
কাঁপি—১। কাঁপে ; ১৬০০ ;
২। কাঁপিয়া ;
কা—(হি° 'ক্যা') কি ; ১৭৪ ; ৩৯৮ ;
কা—(ষষ্ঠী-বিভক্তির চিহ্ন, দ্র° 'কা')
কাকর—কাহার ; ৫৪৮ ;
কাকলি (লী) (স°)—অব্যক্ত মধুর শব্দ ; ৫৭৪ ;
কাকু (স°)—কাতর-স্বর ;
কাকুতি—(স° 'কাকূক্তি') কাকু-যুক্ত উক্তি ; ১৬৪ ;
কাচ (স°)—ভঙ্গুর স্বচ্ছ দ্রব্য-বিশেষ (Glass) ৩৬৮ ;
কাচনি—('কাঁচনি' দ্র°) সজ্জা ; ২৪৩২ ;
কাজয়া—কাজ ; ১৬৯৮ ;
কাজর—(স° 'কার্য্য', অপ° 'কারজ'—'কাজ') কার্য্য ; ১৯৮৩ ;
কাজর (ল)—কজ্জল, কাজল ; ৮০ ; ১৩৭ ;
কাঞ্চন (স°)—স্বর্ণ ; ১০ ;
কাঞ্চন-যূথি—স্বর্ণ-বর্ণ যুই-ফুল-বিশেষ ; ৯০ ;
কাটব—কর্ত্তন করিবে, দংশন করিবে ; ৩৮৭ ;
কাটল—দংশন করিল ; ৩৮৯ ;
কাটারি—(স° 'কর্ত্তরী') দা ; ১৪২ ;
কাড়িতে—টানিয়া সরাইতে ; ৭৯৭ ;
কাড়িয়া—বাহির করিয়া ; ৭৯০ ;
কাড়ই—নির্গত করে ; ৭৭০ ;

কাচল—টানিয়া সরাইল ; ১৮৮৬ ;

কাণ্ডার (স°)—নৌকার হাল ;

কাণ্ডারী (স°)—নৌকার মাঝী ; ১৪০৯ ;

কাতরি—ঘনা-গাছের সহিত কাত বা বক্রভাবে সংযুক্ত ঘূর্ণমান কাষ্ঠখণ্ড ; ২২০০ ;

কাতা—(প্রা° 'কর্ত্তা') কর্ত্তা ; ৮৫০ ;

কাতিক—কার্ত্তিক ; ১৭৭৪ ;

কান (হু)—শ্রীকৃষ্ণ ; ৩৯ ; ৭৩ ; ১১৫ ;

কানয়া—(মৈ° 'কহ্নুআ') শ্রীকৃষ্ণ ; ১৬৭৮ ;

কানড়—(স° 'কণ্ডোট্ট', অপ° 'কন্নোড়') নীলোৎপল ; ১৫৭ ; ২০৫ ;

কানড়া—(স° 'কর্ণাটিকা') রাগিণী-বিশেষ ;

কান্ত (স°)—প্রিয় ;

কান্তা (স°)—প্রিয়া ; ৫ ;

কান্ত্যমৃত (স°)—রূপ-সুধা ; ১৬৫১ ;

কান্দ—কাঁদে ; ৭৭ ; ২৬৬ ;

কান্দই(য়ে)—কাঁদে ;

কান্দায়সি—কাঁদাইতেছে ; ৩৭৪ ;

কান্ধার—কানা, ধার ; ২০৩ ;

কাম (স°)—১। কামনা ; ২৪০ ;
২। কাম-দেব ; ১৬২ ;
৩। কাম-বাসনা ; ৫২৬ ;

কাম (মা)—১। কর্ম্ম, কার্য্য ; ২৭০ ; ২২৪ ;
২। কামনা-বাসনা ; ৩৫৪ ;

কামদ (স°)—কামনা-পূর্ণ-কারী ; ১৯৫ ;

কামন—কামনা, অভিলাষ ; ৩৩১ ;

কাম-সিন্দুর—উৎকৃষ্ট সিন্দুর-বিশেষ ; ৫৩৫ ;

কামাইলা—ক্ষৌর-কর্ম্ম করিলা ; ৬৭৭ ;

কামায়ল—নির্ম্মাণ করিল ; ১৮৮৬ ;

কামান (ফা° 'কমান')—ধনু ; ৩৭৭ ;

কামিনি(নী)—১। যুবতী নারী ; ২০৭ ;
২। কামুকী ; ৬৫৭ ;

কায়—কাহাকে ; ১৪৬ ;

কায়—('কাহে' দ্র°) কেন ; ২৮১ ;

কায় (স°)—দেহ, কায়া ; ৩২৯ ;

কায়বার—(স° 'কায়-বার্ত্তা', তু° 'রায়বার' বা° শ°) স্তুতি ; ২৬৯৬ ;

কার—(স° 'কাল') জ্বালাতন ; ৬৪৯ ;

কারা (রি)—(স° 'কাল', 'কালী') কৃষ্ণ-বর্ণ-বিশিষ্ট ; ৪৮১ ;

কারিগর (ফা°)—কারিকর, শিল্পী ; ১৫৩ ;

কাল(লা)—১। কৃষ্ণ-বর্ণ ; ১০৯ ; ১২৯ ;
২। শ্রীকৃষ্ণ ; ১২১ ; ৮২৮ ;

কালকূট—তীব্র বিষ-বিশেষ ; ১৯৭৯ ;

কাল-ব্যাল (স°)—কৃষ্ণ-সর্প ; ২১৬২ ;

কাল ভুজগ—(স° 'কৃষ্ণ-ভুজঙ্গ')
১। কৃষ্ণ-সর্প ; ১০১ ;
২। লম্পট শ্রীকৃষ্ণ ; ১০১ ;

কালি—কালিয়-নাগ ; ৪৬ ; ৫১৮ ;

কালিম—কালিমা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ-যুক্ত ; ১৮৮৬ ;

কালিয় (স°)—নাগ-বিশেষ ; ১৮৮৬ ;

কালিয়(য়া)—১। কালো ; ১৩৫ ; ৪৮৬ ;
২। শ্রীকৃষ্ণ ; ২৯ ; ৪৩৬ ;

কাহ—১। কাহার ; ১৯৩ ;
২। কাহাকে ; ১৭৭৩ ;

কাহাঁ—(হি° 'কহাঁ') কোথায় ; ২২৯ ;

কাহিঁ—('২। 'কাহে' দ্র°) কেন ; ৪৫৮ ;

কাহুঁক—কোন্ ব্যক্তিকে ; ৪৩৯ ;

কাহা—(হি° 'ক্যা') কি ; ৪৫৩ ;

কাহি—কাহাকে ; ৯৩৯ ;

কাহু—কাহাতেও ; ৯৩৭ ;

কাহুক (কে)—কাহাকেও ; ৬২ ; ৮৭৮ ; ১৭৬ ;

কাহে—১। কাহাকে ; ১৯৩ ;
২। কাহাতে ; ১৯৩ ;

২। কাহে—(স° 'কথম্', অপ° 'কহঁ', হি° 'কেঁও') কেন ; ৬৮ ; ৭৫ ;

কাহে লাগি—কি জন্যে ; ১৪৬ ;

কি (কী)—ষষ্ঠী-বিভক্তির চিহ্ন ; ৮৫ ; ২৪৫ ;

কিঙ্কিণি (ণী)—কটির অলঙ্কার-বিশেষ ; ২৬৮ ;

কুলিন সাপিনী—এক-জাতি সর্পী ; ৭৮৫ ;
কুলিশ (সং)—বজ্র ; ১৬১২ ;
কুশ (সং)—তৃণ-বিশেষ ; ১৭৬৯ ;
কুশারি—(প্রাং বং 'কুশইর') ইক্ষু, আখ ; ৪৫০ ;
কুসুম (সং)—পুষ্প ; ২০৪ ;
কুসুম-শর (সং)—কন্দর্প, কামদেব ; ৭৫ ;
কুসুমিত (সং)—পুষ্প-যুক্ত ; ৩৮ ;
কুহক (কি)—কুহক, ভেলকি ; ৫৭ ; ১৭৬ ;
কুহকত—কুহু-ধ্বনি করে ; ৫৬৪ ;
কুহর (সং)—গর্ত্ত ; ২৪৬২ ;
কুহরত—কুহরে, মধুর শব্দ করে ; ৩২৩ ;
কুহু—১। কোকিলের শব্দ
২। (সং 'কুহূ') অমাবস্যা ; ১৬৯৯ ;
কুহুলিয়া—(প্রাং বং 'কুইল্' = আর্ত্ত-নাদ) আর্ত্ত-নাদ করিয়া ; ১৮১৯ ;
কুজই (য়ে)—কূজন-শব্দ করে : ২৪৭৯ ; ২৪৮৯ ;
কূপ (সং)—১। জলাশয়-বিশেষ ; ১০০ ;
২। গভীর আধার ; ১৪৩ ;
কূল (সং)—১। তট ; ২০৫ ;
২। (সং 'কুল') সমূহ ; ৩০১ ;
৩। বংশ ; ৭০৯ ;
কৃত-সেব (সং)—সেবিত ; ২৪৩১ ;
কৃতান্ত (সং)—যম ; ১৭৯৯ ;
কৃত্য (সং)—কার্য্য ; ২৪৫৮ ;
কৃপণ (সং)—১। দীন ; ২৪৩৯ ;
২। অদাতা ; ৫১৩ ;
কৃপাণ (সং)—তরোয়াল ; ৪০৯ ;
কৃশিম—কৃশ ; ৭৮৯ ;
কে—১। নিমিত্তার্থে চতুর্থী-বিভক্তির চিহ্ন ; ৯৫৫ ;
২। সম্বন্ধে ষষ্ঠী-বিভক্তির চিহ্ন ; ১০৬ ; ১১১ ; ১৮৭৯ ;
কেওয়া—(সং 'কেতক') কেয়া-ফুল ; ১৩৪৮ ;
কেকা (সং)—ময়ূরের শব্দ ;
কেকি (কী)—(সং 'কেকিন্') ময়ূর ; ২০০২ ; ২৪০৬ ;
কেতকি (কী)—কেয়া-ফুল ; ১৩৪৮ ;
কেতন (সং)—গৃহ ; ২৬০ ;
কেন্দুবিল্ব—বীরভূমের অন্তর্গত 'কেন্দুলি' নামক স্থান (জয়দেব গোস্বামীর বাস-স্থল) ; ১৩ ;
কেরোয়াল—দাঁড় ; ২২০৩ ;
কেল—করিল ; ১৩৯ ;
কেল (লিয়া)—ক্রীড়া ; ১ম ভাগ, ১৩৫ পৃষ্ঠা ; ১২৭৭ ;
কেলি—করিলি ;
কেলিকদম্ব—এক-জাতীয় কদম্ব-বৃক্ষ ; ৭৪ ;
কেলি-কমল—বিলাস হেতু করে ধৃত কমল ;
কেশর (সং)—১। নাগেশ্বর ; ১৪৩০ ;
২। বকুল ;
৩। কুঙ্কুম, জাফ্রান ; ২৬৯ ;
৪। পুষ্প-রেণু ; ৩২৫ ;
কেশর—(সং 'কসেরু') এক-জাতি সুখাদ্য উদ্ভিজ্জ মূল ; ২৬৫১ ;
কেশরি (রী)—সিংহ ; ২০১ ;
কেশিনি (নী)—কেশযুক্তা ; ২৭০ ;
কেশো—(সং 'কেশব', হিং 'কেশো') কেশব ; ২৯৬৮ ;
কেসরি (রী)—সিংহ ; ২৫১ ; ২৫৪ ;
কেহ—কে ; ১৮৩১ ;
কেহু (হো)—কেহ ; ৮১৬ ;
কৈছন—(সং 'কীদৃশ,' 'ঐছন' দ্রং ; তুং) কেমন, কিরূপ ; ৪৩ ; ১৫১ ;
কৈছে—('কৈছন' দ্রং) ৩৩ ; ১৪১ ;
কৈতব (সং)—কপটতা ; ৫৭৪ ;
কৈতবিনি—('কৈতব' দ্রং) কপটতা-যুক্তা ; ৪১৩ ;
কৈরব (সং)—শালুক-ফুল ; ২১৩৫ ;
কৈলি—(স্ত্রীং কর্ত্রী) করিলা ; ৬১ ;
কৈলুঁ—করিলাম ; ৯৫৬ ;
কৈশোর (সং)—দশ হইতে পনের বৎসর পর্য্যন্ত বয়স ; ৬০ ;
কোঁচি—কুচাইয়া ; ১৫৭২ ;
কোঁড়া—(সং 'কুট্মল') কুঁড়ি ; ১২৩ ;
কো—(হিং 'কো') ১। কে ; ১০ ; ৪৩ ;
২। কেহ ; ২ ;

কো—১। দ্বিতীয়া-বিভক্তির চিহ্ন ; ১৭৩৬ ;

২। নিমিত্তার্থে চতুর্থী-বিভক্তির চিহ্ন ;

৩। সম্বন্ধে ষষ্ঠী-বিভক্তির চিহ্ন ; ১০৮৬ ;

কোই—(হিং 'কোহী') ১। কে ; ৬৪ ;

২। কেহ ; ২ ;

৩। কোন ; ৯১১ ;

কোক (সং)—চক্রবাক অর্থাৎ চকা-পাখী ; ৬৫৭ ;

কোকনদ (সং)—রক্ত পদ্ম ; ৪৪৭ ;

কোঙন—(হিং 'কৌঁন') কোন ব্যক্তি ; ২৩৬৪ ;

কোঙর (রা)—(সং 'কুমার') কুমার ; ১১৮ ; ১১৭৭ ,

কোটাল—(সং 'কোট্টপাল) নগর-রক্ষক ; ২১৯৯ ,

কোটি (সং)—কোটি-সংখ্যক ; ৬৬ ;

কোথলী—(সং 'কু-স্থলী' বা শং দ্রং) বৈষ্ণবের ভিক্ষার ঝুলী, কুথ্‌লী ; ৩০ ;

কোন (নে)—কেন ; ১২০ ; ১৩৪ ;

কোনে—কোন্ ব্যক্তি ; ২৪৫ ;

কোপ (সং)—ক্রোধ ;

কোপিনি—কোপ-যুক্তা ; ৪০৪ ;

কোমর—(ফা 'কমর') কটি ; ১৩৬০ ;

কোয়—('কোই' দ্রং) ১। কে ; ৩৬৩ ;

২। কেহ ; ১৬০১ ;

৩। কাহাকে ;

কোয়িল—(হিং 'কোএল') কোকিল ; ১০৯ ;

কোর—১। ক্রোড়, কোল ; ২১ ;

২। আলিঙ্গন ; ২২৫ ;

কোরক—কলি ; ১৩৫৮ ;

কোরি—(১। 'কোর' দ্রং) ক্রোড়, কোল ; ৩২৪ ;

কোল—১। ক্রোড় ; ৬৯৪ ;

২। আলিঙ্গন ; ১৪৪ ;

কোহে—(হিং 'কো হী') ছন্দের অনুরোধে 'কোহে' ; ২৯৬৬ ;

কৌন (হিং)—কোন্ ; ১৮১০ ;

কৌমুদি—কৌমুদী, জ্যোৎস্না ; ৩০৫ ;

কৌষিক (সং)—কৌষেয় রেশম দ্বারা নির্ম্মিত ; ১০ ;

ক্রূর (সং)—নিষ্ঠুর ; ১৬০২ ;

ক্বণয়তি—(সং 'ক্বণ' ধাতু) মধুর শব্দ করে ; ২৯২০ ;

ক্বণিত (সং)—মধুর ধ্বনি-যুক্ত ; ২৯২৮ ;

ক্ষমাইয়া—ক্ষমা করাইয়া ; ১২৪২ ;

ক্ষমাইল—ক্ষমা করাইল ; ১৫৮০ ;

ক্ষীণ—১। কৃশ ; ১৬২ ;

২। কৃশতা ; ১০৬ ;

ক্ষেত্র—শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্র, পুরী ; ১৬ ;

ক্ষেম (সং)—মঙ্গল-জনক ; ১৬২ ;

ক্ষেম—ক্ষমা কর ; ৫৭১ ;

ক্ষেমা—(সং 'ক্ষমা'=সহন) ১। সহ্য ; ২৯৫২ ;

২। ক্ষান্তি ; ৩০২৬ ;

ক্ষোভ (সং)—চাঞ্চল্য ;

ক্ষোভি—ক্ষোভ-কারী, চাঞ্চল্যকারী ; ২৫৯০ ,

খগ (সং)—পক্ষী ; ২১৫১ ;

খগপতি (সং)—পক্ষীরাজ গরুড় , ২৮৮ ;

খচর (সং)—আকাশ-চর পক্ষী ; ২৪০৭ ,

খঞ্জরিটা—(সং 'খঞ্জরীট') খঞ্জন-পক্ষী ; ২৪৬৮ ;

খড়িক—গোষ্ঠ, গো-রক্ষণের স্থান ১৬১ ২৫২২ ;

খণ (ন)—ক্ষণকাল ;

খণ্ডক (সং)—খণ্ডন-কারী ; ৮৯ ;

খণ্ডন (সং)—১। ক্ষত ;

২। বিনাশ-কারক ; ৩ ;

খণ্ডিতা (সং)—অষ্ট-নায়িকার অন্তর্গত নায়িকা-বিশেষ, যথা :—

"অন্যের সম্ভোগ-চিহ্ন করিয়া ধারণ,
আসে প্রাতে প্রিয় যার—খণ্ডিতা সে জন ;"

—রস-মঞ্জরী

খত (আং)—অঙ্গীকার-পত্র ; ৫২১ ;

খনি (সং)—আকর ; ১৩ ;

খস্তিকা—লৌহদণ্ড-বিশেষ ; ৬৪০ ;

খপুর (সং)—সুপারি ; ২৮১ ;

খমক—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ ; ২৭১৯ ;

খর (সং)—তীব্র ;

খরগ—খড়্গ ; ২৪৯৩ ;

খরতর (স°)—অত্যন্ত তীব্র ; ৪৮২ ;
খরশান—(স° 'খর-শাণ') তীক্ষ্ণ, শাণিত ; ১৭৩৩ ;
খরা—তাপ ; ২৫৬৬ ;
খরা—(স° 'খরত্ব') তাপ ; ২৫৬৬ ;
খর্ব্বয়া—(স° 'খর্ব্বক') খর্ব্ব-কারী ; ২৬৫৭ ;
খল (স°)—দুষ্ট ;
খল—স্খলিত হয় ; ২৪৭৫ ;
খলই (ত)—স্খলিত হয় ; ৫০ ; ৩৮০ ;
খলখল—খল্‌খল্‌ করিয়া ; ১৭০ ;
খলন (না)—স্খলন, পতন ;
খলিত—স্খলিত ; ৫৭১ ;
খসইতে—খসাইতে ; ২৬১ ;
খসয়ে—খসে ; ৫৮ ;
খসল—খসিয়া পড়িল ;
খসাঞা—খসাইয়া ; ২৯ ;
খসায়ল—খসাইল ; ২৫৬ ;
খাঁখার (রি)—কলঙ্ক ; ৯০৬ ; ২১৬৮ ;
খাঁখারী—('খাঁখার' দ্র°) কলঙ্কিনী ; ৮৩৬ ;
খাইছি—খাইতেছি ; ৮৯৩ ;
খাইছু—খাইতেছি ; ৩১০১ ;
খাইলুঁ—খাইলাম ; ১১৭ ;
খাওত (য়ে)—খায় ; ১১৫৩ , ১১৫৫ ;
খাওত—খাইতে ; ২৮৩৩ ;
খাও (উচ্চারণ 'খাউঁ')—খাই ; ৭৯০ ;
খাজা—প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন-বিশেষ ; ২৫৫৭ ;
খাঞা—খাইয়া ;
খানি—(স° 'খণ্ড' শব্দ-জাত) খণ্ড ; ৭৯০ ;
খানিক—(স° 'ক্ষণৈক') ক্ষণ-কাল ; ৮২৮ ;
খাপ—তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রের আধার ; ১৮২৩ ;
খায়ত—খায় ;
খায়ব—খাইব ; ১৭৬০ ;
খার—(স° 'ক্ষার') অশোধিত লবণ ; ৩৬৮ ;
খিচনি—জরাও-কাজ ; ২৯৩ ; ৭৯১ ;
খিড়িক—খিড়কি, বাড়ীর পশ্চাৎ-ভাগ ; ২৫৪৩ ; ২৫৫২
খিণ (ন)—ক্ষীণ, কৃশ ; ২১ ; ৪২ ;
খিতি—ক্ষিতি, পৃথিবী ; ৪৮৫ ;
খিনি—ক্ষীণা, কৃশা ; ১৯৭ ;
খিরি—পায়স ; ২৫৯৫ ;
খিরিণী—প্রসিদ্ধ ফল-বিশেষ ; ২৬৫১ ;
খীণ—ক্ষীণ ; ১৫০৩ ;
খীয়ত—ক্ষীণ হয় ; ১৭১ ; ১৮৭৮ ;
খুন—(স° 'খনি', হি° 'খান') খনি, আকর ; ৯৬০ ;
খুবধ—ক্ষুব্ধ, চঞ্চল ; ২১৬৪ ;
খুবুধ—ক্ষুব্ধ, চঞ্চল ; ২৪৬২ ;
১। খুরলি—খুড়িলি ; ৮২৫ ;
২। খুরলি (স°)—অভ্যাস, পুনঃ পুনঃ সাধন ; ৯০ ; ২৪৩৪ ;
খুরি—ক্ষুদ্র বাটি ; ২৭০১ ;
খুসি—(ফা° 'খুশী') আনন্দ ; ১৯৮ ;
খেদিল—যাহাকে খেদানো হইয়াছে, তাড়িত ; ২৫০৬ ;
খেদাড়িয়া—খেদাইয়া ; ১১৬৪ ;
খেন—ক্ষণ ; ৩৮ ; ১১৭ ;
খেপয়ে—খেপন করে, যাপন করে ;
খেপহুঁ—ক্ষেপণ করে ; ১৬৮৫ ;
খেপা—পাগল ; ১৩৯১ ;
খেপিল—নিক্ষিপ্ত ; ৮৯৭ ;
খেপু—খেপন করে ; ১৯৩২ ;
খেম—ক্ষমা কর ;
খেম—(স° 'ক্ষেম') মঙ্গল ; ১২৫৬ ;
খেমা—ক্ষমা, ধৈর্য্য ; ১৪০১ ;
খেয়া—(স° 'ক্ষেপ', অপ° 'খেব') নৌকা দ্বারা নদী পার করার কার্য্য ;
খেয়াতি—খ্যাতি, প্রসিদ্ধি ; ১৭ ;
খেল (লি)—খেলা ; ৭৯ ; ৮৬ ;
খেলই (ত)—খেলে ; ৮০ ; ১৬৫ ;
খেলন (স°)—খেলা ; ২৭৬ ;
খেলু—খেলোয়ার, ক্রীড়ক ; ১১৯৬ ;
খোঁজব—১। খুঁজিবে ; ১২ ;
২। খুঁজিব ; ১৭৯৮ ;
খোঁজলু—খুঁজিলাম ; ৫৭৬ ;

গরব—গর্ব্ব, অহঙ্কার ; ১৪৭ ;
গরবাইত—গর্ব্বিত ; ১৩০৭ ;
গরবাখাকি—যে নারী নিজের গর্ব্ব খাইয়া বসিয়াছে, (স্ত্রীলোকের গালি-বিশেষ) ; ৭৪১ ;
গরবি—গর্ব্বিত ; ৪৭৩ ;
গরবিত—গর্ব্বিত অর্থাৎ মান্য সম্পর্ক-যুক্ত ; ১১৭ ;
গরভিত—গর্ব্বিত, যুক্ত ; ১৩০৭ ;
গরাস—গ্রাস ; ৭১৪ ;
গরাসন—গ্রসন, গ্রাস ; ১৭২৮ ;
গরাসয় (য়ে)—গ্রাস করে ; ১৩৬০ ; ১৩৭৬ ;
গরাসল—গ্রাস করিল ; ১২০ ;
গরাসি—গ্রাস করিয়া ; ২৫১ ;
গরিম—(স° 'গরিমন্') ; ১। গৌরব ;
২। গৌরব-যুক্ত ; ১৭৯ ;
গরীম—('গরিম' দ্র°), গৌরব-যুক্ত ; ১০২২ ;
গল (স°)—গলা ;
গল—গলে ; ৬৬১ ;
গলই (ত)—গলে ; ২৩৫ ;
গহ—গ্রহ, কুগ্রহ ; ৯১ ;
গহ—(স° 'গ্রহ') আগ্রহ ; ১৮৯০ ;
গহন (স°)—১। নিবিড় ; ৯১ ;
২। গভীর ; ১৪১৮ ;
৩। ভিড় ; ১৪৩৬ ;
৪। অরণ্য ; ৭৫ ; ১৪৮১ ;
গহনা—('গহন' দ্র°) নিবিড়, গাঢ় ; ২৯০৩ ;
গহি—গ্রহণ করিয়া ; ৩৭১ ; ৪৩১ ;
গহীন—গভীর ; ৭০৪ ;
গাঁঠি—গ্রন্থি, গেড়ো ; ২২৭ ;
গাঁথই—গাঁথে ; ২৮৩ ;
গাঁথনি—গাঁথন ; ৩০ ; ২০১ ;
গাঁথল—গ্রথিত ; ৭৬৪ ;
গাঁথিয়ে—গাঁথি ; ৬১০ ;
গাঁথিলুঁ—গাঁথিলাম ;
১। গা (গায়)—গাত্র, শরীর ; ১২২ ; ১৪২১ ;
২। গা—গিয়া ; ৩০৫১ ;

গাই—গান করে ; ১৪৯২ ;
গাওই (ত)—গান করে ; ১৪ ; ১৫ ;
গাওন (নি)—গান ; ১২৫৫ ;
গাওয়ে—গান করে ; ২০৭ ;
গাগর-রি-রী—কলসী ; ২০৬ ; ২২০০ ; ২৩৬৫ ;
গাজ—গর্জ্জন করে ; ১২৭৯ ;
গাজে—(হি° 'গাজ্না') ১। শব্দ করে ;
২। হৃষ্ট হয় ; ১০৯০ ;
গাঠি—(স° 'গ্রন্থি') গাঁঠ ; ২৪৯৬ ;
গাড়ি—গড়িয়া, পুতিয়া ; ১০০১ ;
গাঢ় (স°)—গভীর, অত্যন্ত ; ১৮৪২ ;
গাঢ়ল—গাড়িল ; ১৮৪২ ;
গাঢ়া—গাঢ়, গভীর ; ১৯৯৩ ;
গাত—গাত্র, শরীর ; ৫৩ ;
গাথা (স°)—১। কবিতা ; ৩৬ ;
২। কাহিনী ; ২৫২১ ;
গান—গান করে ; ৯৯ ;
গানুয়া—গান ; ১২৭৭ ;
গান্ধর্ব্বা (র্ব্বিকা) (স°)—শ্রীরাধা ; ২৩৭০ ; ৩০৮৪
গান্ধার—রাগিনী-বিশেষ ; ১৩০৭ ;
গান্ধিনী (স°)—অক্রূরের মাতার নাম ; ২৪৩৬ ;
গাব—১। গাইবে ; ৪৫৭ ;
২। গান ;
গাব (বই)—গান করে ; ৬২ ; ১৮০২ ;
গাবয়ে—গান করে ; ২৫০৮ ;
গাবিয়া—গাইয়া ; ১৭৬৬ ;
গাম—(স° 'গ্রাম') ১। নিবাস-স্থল ; ২১৮ ;
২। সমূহ ; ৩৩ ;
গামি—গমন-কারী ; ১৩০৭ ;
গামিনি—গমনকারিণী ; ৫৭ ; ২৭০ ;
গায়ত—গান করে ;
গায়নি—গান ; ১২৭৮ ;
গায়েন—(স° 'গায়ন') গায়ক ; ২২০০ ;
গারি—(স° 'গালি') গালি ; ১০৫ ;
গাহক—গ্রাহক, খরিদ্দার ; ৩৩৫ ;

গাহকী (কিনী)—খরিদ্দারনী ; ৬৪০ .

১। গাহনি—অবগাহন, স্নান ; ১২৫৬ :

২। গাহনি—গান ; ১২৫৬ :

গাহি—গ্রাহী, গ্রহণ-কারী ; ১৩০৭ .

গাহিয়া—অবগাহন করিয়া ; ১৪৯৯ .

গিম—('গীম' দ্র°) গ্রীবা, গলা : ৫৯ :

গিরত—পতিত হয় : ৩৮২ ;

গিরব—পতিত হইব ; ১৪৮৪ ;

গিরহ—(হি° 'গিরনা') পতিত হও ; ২৯৩১ ;

গিরায়ব—পাতিত করিব ; ১৪৮৪ ;

গিরি (স°)—পর্ব্বত ; ২০৬ ;

গিরিরাজ—শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল হেতু পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন ; ১৩২৪ ;

গিরিষ—গ্রীষ্ম ; ১৫৩৯ ;

গিরীশ্বর—গিরি-রাজ গোবর্দ্ধন ;

১। গীর—(স° 'গীর্') বাক্য ; ২৪৯৭ ;

২। গীর (রত)—পতিত হয় : ১৭৫ ; ১১৫৩ ;

গীরিষ—গ্রীষ্ম ; ১৯৯৫ ;

গুঁড়ি—গোড়া ; ১৪২১ .

গুজা—(গজা ?) মিষ্টদ্রব্য-বিশেষ ; ২৫৫৭ ;

গুঞ্জ—১। গুঞ্জন শব্দ ; ১৬৪৬ ;

২। গুন্‌গুন্ শব্দ করে ; ৭৪৬ .

৩। গুঞ্জন করিয়া ; ৬৪৬ ;

গুঞ্জা (স°)—কুঁচ ; ১৩০৭ ;

গুঞ্জাগাভা—কুঁচের মালা (?) ; ১১৯১ ;

গুঞ্জিত (স°)—গুঞ্জন-শব্দ-বিশিষ্ট ; ২৭২ ;

গুটিক—('গুটি+এক') এক গোটা, জনৈক ; ৪৯৪ ;

গুণ—জাদু ; ১৩৯১ ;

গুণগাম—গুণ-গ্রাম, গুণ-সমূহ ; ১৮৮ ;

গুণবতি (তী)—গুণ-যুক্তা ; ২০৭ ;

গুণবন্ত—গুণবান্ ; ১০৯ ,

গুণবি—গণনা করিবি ; ৯৩৯ ,

গুণি—গণনা করিয়া ; ১৬৬ ;

গুণিতে—গণনা করিতে ; ১২৪ ;

গুণ্ডিচা-মন্দির—(বা° শ° 'গুণ্ডিচা' দ্র°) পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দির-বিশেষ ; ১৫৪৪ ;

গুপত—গুপ্ত ; ২২৭ ;

গুমরি—গোপন ভাবে ; ৩১১ , ৫৫৭ ; ৭৮৬ ;

গুম্ফিত (স°)—গ্রথিত ; ১৩০৭ ,

গুয়া—গুবাক, সুপারি ; ৩৬০ ,

গুরু (স°)—১। ভারী ;

২। গুরু-জন ; ২৯ ;

গুরু-গরবিত—('গরবিত' দ্র°) গুরু-শ্রেণীর মান্য ব্যক্তি ; ১৬২৮ ;

গুরুয়া—(স° 'গুরুক', প্রা° 'গুরুঅ') গুরু, ভারী ; ৪১ ; ১৪৭ ;

গুর্জ্জরি (রী)—রাগিণী-বিশেষ ; ১৩০৭ ;

গুলাব (ফা°)—১। গোলাপ-বৃক্ষ ; ২৮৬৯ ;

২। গোলাপ-জল ; ১৪৩৭ ;

গুলাল (হি°)—ফাগু, আবির ; ১৪৩৮ .

গূঢ় (স°)—গুপ্ত ; ১৩০৭ :

গূণ—গুণ ; ২৫৩ ;

গূণবি—গণিবি, গণনা করিবি : ৯৩৯ :

গূণল—গণিলাম : ১৮৩৩ ;

গেও—(স° 'গত', অপ° 'গঅ', ব্র° 'গও') গেল ; ৫৫ ; ১৯৩ ; ২০৮ ;

গেড়ু (ড়ুয়া)—(স 'কন্দুক', অপ° 'গণ্ডুঅ') খেলার উপযোগী ক্ষুদ্র গোলাকার দ্রব্য-বিশেষ ; ২০৫ ; ১১৯৫ ;

গেন্দু—(স° 'কন্দুক' শব্দ-জাত) গেড়ু ; ১৫২৭ ;

গেয়ান—১। জ্ঞান, চৈতন্য ,

২। তত্ত্ব-জ্ঞান ; ১১ ;

গেলা—গেল ; ৭৭৪ ;

গেলি—(স্ত্রী° কর্ত্রী) গেল ; ৫৭ ; ২০১ ;

গেলুঁ—গেলাম ; ২৮ ; ১২১ ;

গেহ (স°)—গৃহ ; ২৭ ;

গেহা—গেহ, গৃহ ; ২৭১ ,

গেহি—(স° 'গেহী') গৃহ-স্থিত ; ১৭৯৫ ;

গৈরিক (স°)—গিরি-জাত রক্তবর্ণ মৃত্তিকা-বিশেষ ; ৩৭৩ ;

১। গো—ধেনু, গাভী ; ১৩০৭ ;

২। গো—সম্বোধন-সূচক শব্দ ; ১৪৭ ;

গোই—১। গোপন ; ২৫১৩ :

২। গোপন করিয়া ; ১৬৬ ; ২৫২ ; ৩২৬ :

৩। গোপন করিল ; ২০৫৬ :

গোকুল (স°)—ব্রজধামের পল্লী-বিশেষ, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ ঘোষের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ; ৬২ ;

গোঙব—গোপন করিব ; ১৯৮৩ ;

গোঙাই—(স° 'গমি' ধাতু) ১। যাপন করি ; ৩৩৪ ;

২। যাপন করিয়া ;

গোঙাইব—যাপন করিব ; ১৮২৯ ;

গোঙাব—যাপন করিব ; ৩৬৩ ;

গোঙায় (ব্রই)—যাপন করে ; ৬৬৭ ;

গোঙায়ব—যাপন করিব ; ৯৬২ ;

গোঙায়বি—যাপন করিবি ; ৪৩৫ ;

গোঙায়লি—যাপন করিলা ; ৪২৫ ;

গোঙায়লুঁ—যাপন করিলাম ; ২৩৭ ;

গোঙার (স্ত্রী 'গোঙারি)—

১। গ্রামীন, অজ্ঞ ; ১০০ ; ২১৩ ;

২। গুণ্ডা ; ১৪০৩ ;

গোঙাহ—যাপন কর ; ১১৪ ;

গোচর (স°)—প্রত্যক্ষ ; ৩৫ ;

গোঠ—গোষ্ঠ, গো-চারণের স্থান ; ১৩০৭ ;

গোপক (স°)—রক্ষক ; ১৩০৭ ;

গোপত—গুপ্ত ; ১৫ ;

গোপন (স°)—রক্ষক ; ১৩০৮ ;

গোপন—গুপ্ত-ভাব ;

গোপবি—গোপন করিবি ; ২৩০ ;

গোপসি—গোপন করিতেছ ; ১৩৩৬ ;

গোপাল—১। গো-রক্ষক কৃষ্ণ ;

২। রাখাল ;

৩। গরুর পাল ;

গোপালা—গরুর পাল ; ছন্দের অনুরোধে আ-কারান্ত ; ১৩২৬ ;

গোপি—গোপী ; ১২৫৫ ;

গোপুর (স°)—সিংহদ্বার ; ১৬১৬ ;

গোপ্যো (ব্র°)—গোপিত হইল ; ২৮৩৩ ;

গোবিন্দাই—গোবিন্দ ; ১৪২১ ;

গোয়—১। গোপন করে ,

২। গোপন করিয়া ; ১৭৪ ;

৩। গুপ্ত-ভাবে ; ১৬৪৬ ;

গোর—(স° 'গৌর) গৌরবর্ণ-বিশিষ্ট ; ৩৯ ,

গোরখ—(স° 'গোরক্ষক') রাখাল ; ৩৭৮ ;

গোরচন (না)—(স° 'গোরোচন') উজ্জ্বল পীতবর্ণ দ্রব্য-বিশেষ ; ১২০ ;

গোরজ—গো-গণের ক্ষুরোদ্ধৃত ধূলি ; ১৩০৮ ;

গো-রস (স°)—১। গো-দুগ্ধ ; ১৩৮০ ;

২। গো অর্থাৎ বাক্যের রস ; ১৩৮০ ;

গোরা—১। গৌরবর্ণ-বিশিষ্ট ; ১৯৫ ;

২। শ্রীগৌরাঙ্গ ; ২ ; ১১৭ ;

গোরি (স্ত্রী)—১। গৌরাঙ্গী ; ৪১ ; ১১৩ ;

২। গৌরী, পার্ব্বতী ; ৩৯ ;

গোরি—রাগিণী-বিশেষ ; ১৩০৭ ;

গোরোচন (স°)—('গোরচন' দ্র°) ; ১৩০৭ ;

গোল—'গোড়' নামে রাগিণী ; ১৩০৭ ;

গোলাল—গুলাল, আবির ; ১৪৬২ ;

গোসাঞি—গোস্বামী ; ১৬ ;

গোহন—(স° 'গো-স্থান', অপ° 'গোথান' ; ব্র° 'গোহন') গ্রামের প্রান্ত-স্থিত বাথান ; ২৯৬৬ ;

গৌ (হি°)—১। ধেনু ; ২৯৬৯ ;

গৌর (স°)—১। গৌরবর্ণ-বিশিষ্ট ;

২। শ্রীগৌরাঙ্গ ;

গৌরব (স°)—সম্মান , ৭০ ;

গৌরী (স°)—পার্ব্বতী ; ১৩৪১ ;

গ্রন্থি (স°)—গাঁঠ ; ৮২৪ ;

গ্রহিবারে—গ্রহণ করিবার জন্য ; ১৪২ ,

[ঘ]

ঘটন—ঘটনা ; ৬৬১ ;

ঘটল—সম্মিলিত হইল ; ৯৯৬ ;

ঘটা—মেঘ-মালা ; ১৭৩৪ ;

ঘটা (স°)—সমূহ ; ১২ ;

ঘটায়ল—ঘটাইল ; ১৩১৪ ;
ঘটি (ঘটী)—দণ্ড ; ১৬১৮ ;
ঘটিত (সং)—যাহা ঘটিয়াছে ; ১৬৫ ;
ঘটিকা (সং)—ক্ষুদ্র ঘণ্টা, ঘুঙ্ঘুর ; ২৪৫৫
ঘন (সং)—১। গাঢ় ; ১৪৪ ;
২। মেঘ ; ১৪৪ ;
ঘনন (ব্র°)—ঘন-সমূহ ; ১৭৩৬ ;
ঘনয়ারি—(সং 'ঘন'+ফা° 'য়ার'=যুক্ত) মেঘ-যুক্তা ;
১০৮৫ ;
ঘনশ্যামর—১। মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ ; ১৯১৪ ;
২। 'ঘনশ্যাম' নামক পদকর্ত্তা ; ১৯১৪ ;
ঘনসার (সং)—কর্পূর ; ৮ ; ৪৮ ; ৯০১ ;
ঘনাইয়া—কাছে আসিয়া ; ১৩৬১ ;
ঘনি—ঘন, গাঢ় ; ১৫৫৭ ;
ঘর-করণ—ঘর-কন্না, গৃহ-কার্য্য ; ৬০ ;
ঘরণী—গৃহিণী ; ২৫৪৬ ;
ঘরমাইত—ঘর্ম্মাক্ত ; ১৩১১ ;
ঘরমি—ঘর্ম্মী, ঘর্ম্ম-যুক্ত ; ৪৬৮ ;
ঘরাণ—(তু° হিং 'ঘরানা'=পারিবারিক গৃহ-কার্য্য)
২৪৫৭ ;
ঘাঁঘর—১। কাঁসার ঝাঁজ-বাদ্য ;
২। অলঙ্কার-বিশেষ ; ১১৫৬ ;
ঘা—(সং 'ঘাত', অপ° 'ঘাঅ') আঘাত ; ৭৩২ ;
ঘাটি—ঘাটের পথ ; ১৩৭০ ;
ঘাত (সং)—বিনাশ ; ১৯৫৪ ;
ঘাত (ন) (সং)—আঘাত ; ২২৪ ; ৪৪৪ ;
ঘাতক (সং)—হিংস্র ; ১৯১৪ ;
ঘাততি—আঘাত করে ; ১৭৭৩ ;
ঘাতন (সং)—আঘাত ; ১৩১৩ ;
ঘাতবি—বিনাশ করিবি ; ১৯৫৪ ;
ঘামই—ঘামে ; ৫৭৯ ;
ঘাম-কিরণ—(সং 'ঘর্ম্ম-কিরণ') সূর্য্য ; ১৯১৪ ;
ঘামল—ঘর্ম্মাক্ত ; ২৭৩২ ;
ঘিউ—(সং 'ঘৃত', প্রা° 'ঘিঅ') ঘৃত ; ৩৯৮ ;
ঘুঙ্ঘুট—ঘোমটা ; ১৯৭৫ ;
ঘুঙ্ঘুর—(হিং 'ঘুঙ্গরু') ঝন্-ঝন্ শব্দকারী অলঙ্কার-বিশেষ ;
১১৫৬ ;
ঘুঙ্গুরওালি—(হিং 'ঘুঙ্গুরবালী') কুঞ্চিত, কোঁকড়ানো ;
২৮৬০ ;
ঘুচাইলে—দূর করিলা ; ৮১৫ ;
ঘুচাও—ঘুচাই ; ১১৯ ; ১৩৭ ;
ঘুচাএল—ঘুচাইয়া ; ৩২ ; ৬৪১ ;
ঘুচায়লুঁ—ঘুচাইলাম ; ২৪৬ ;
ঘুণিত—ঘুণ দ্বারা বিদ্ধ ; ৬৯০ ;
ঘুমল—নিদ্রিত ; ৩৪২ ; ৯৮৬ ;
ঘুমাওল—ঘুমাইল ; ২৮১৪ ;
ঘুমায়ত—ঘুমায় ; ১৫১১ ; ২৪৮৪ ;
ঘুমিতে—ঘুমাইতে ; ৭৪৯ ;
ঘুসৃণ (সং)—কুঙ্কুম ; ১৪৪৩ ;
ঘুচব—ঘুচিবে ; ১৯৫৮ ;
ঘুম—ঘুম, নিদ্রা ; ১৮৩০ ;
ঘুমল—ঘুমাইল ; ২৪৭৬ ;
ঘুমল—নিদ্রিত ; ৩০৭১ ;
ঘুরত—ঘূর্ণিত হয় ; ১৮ ;
ঘূর্ণন (সং)—ঘূর্ণিত ; ১৪১৮
ঘেরল—ঘেরিল ; ১৯১৪ ;
ঘোক—(সং 'ঘোষ'=গোপ-পল্লী, সং 'ষ' অপভ্রংশে 'খ'
ও কদাচিৎ 'ক' উচ্চারিত হয়) গোপ-পল্লী ;
২৯৬৬ ;
ঘোঙ্গট—ঘোমটা ; ৭৯৭ ;
ঘোড়নি—(পূং বং 'ঘোড়ন'=ঢাকন) ঢাকনী ; ২৫৪৯ ;
ঘোর (সং)—১। গাঢ় ; ৩৪৯ ;
২। ভীষণ অরণ্য ; ২৯৫ ;
ঘোর—ঘোল , ১৩৩৫ ;
ঘোরল—ঘোর ; ১৩৩৫ ;
ঘোরি—(হিং 'ঘোল্' ধাতু) গুলিয়া ; ২৫৭৮ ;
ঘোষ (ই)—ঘোষণা করে ; ২৩২ ; ১৬০২ ;
ঘোষণা (সং)—খ্যাতি ; ১২৩ ;
ঘোষব—ঘোষণা করিবে ; ১৯৫৪ ;
ঘোষসি—ঘোষণা করিতেছ ; ৪৮০ ;

* সাহিত্য-পরিষদের 'বাঙ্গালা শব্দকোষ গ্রন্থে 'চাঙ্গ' শব্দের 'শঙ্কু' বা 'শূল' অর্থের তুলনাস্থলে চৈতন্যচরিতামৃতের 'চাঙ্গে চড়াইল' বাক্য উদ্ধৃত হইয়া, 'চাঙ্গে' শব্দের অর্থ 'শঙ্কুতে' লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু চরিতামৃতের 'চাঙ্গ' শূল নহে ; উহার অর্থ স্পষ্টতঃ 'মঞ্চ' বা মাঁচা ; কেননা উহার পরে আছে,—"হড়ো ফেলাইতে তলে পড়া পাতিল." (চৈ° চ° অন্ত্য ৬ষ্ঠ) পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে মাঁচা অর্থই প্রসিদ্ধ। 'মাঁচা' অর্থ হইতে উচ্চ-স্থান ও ঢিপীর আকৃতি অঙ্গ (Protuberence) অর্থাৎ নিতম্ব বুঝাইতে পারে।

চুচুক (স°)—স্তনের অগ্রভাগ ; ৪৪৮ ;
চুড়—চুড়া ; ৭৪ ;
চুত (স°)—আম্র ; ১৮০২ ;
চুয়ত—চুয়াইয়া পড়ে ; ৬৭ ;
চুয়ল—চ্যুত হইল ; ৭০০ ;
চুর (প°)—চূর্ণ ; ৪৮২ ; ২৬১৪ ;
চুরিত— (স° 'চুর্ণিত') চূর্ণ ; ২৫১৭ ;
চূর্ণ-কুন্তল—ললাটের প্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র কেশ , ১৭৭০ ;
চেতন—১। চেতনাযুক্ত ;
২। চৈতন্য ;
চৈদ্যোদ্ধারী (স°)—চৈদ্য অর্থাৎ চেদি-রাজ্যের পতি শিশুপালের উদ্ধারকারী ; ২৯৭৫ ;
চৈল—চলিও ; ১৩৩২ ;
চোঙক—(হি° 'চৌক') চমক , ১০৬৪ ,
চোঙকি—চমকিয়া ; ২৪৮৩ ;
চোঠ—('চৌঠ' দ্র°) চারি ; ১৮১৩ ,
চোয়ত—('চুয়ত' দ্র°) চুয়াইয়া পড়ে ; ২৮৩১ ,
চোর (স°)—তস্কর ; ৩৪১ ;
চোর (বি)—চুরি, অপহরণ ; ২১৫ , ২৩০ ,
চোরণি—চুরি ; ১২৫৫ ;
চোরল—চুরি করিল ; ১৮১৪ ;
চোরা—('চৌর' দ্র°) তস্কর ;
চোরায়—চুরি করে ; ২৬৩২ ;
চোরায়ত—চুরি করে ; ২৮০৮ ;
চোরায়নি—চৌর্য্য-কারী ; ১০৫৫ ;
চোরায়ল—চুরি করিল ; ২২৮ ;
চোরায়লি—(স্ত্রী° কর্ত্রী) চুরি করিল ; ২০৪ ;
চোরায়সি—চুরি করিতেছ ; ১৩৫৬ ;
চোরাহ—চুরি করে ; ১৮৮৭ ;
চোরি—চুরি করিয়া ; ৫২ ; ২০৮ ;
চোরী—চৌর্য্য-কারিণী ; ৬৩৮ ;
চোলি (হি°)—স্ত্রী-লোকের কুর্ত্তা ; ১২৫৫ ;
চৌ—চারি ; ১৫১ ; ২২৭ ;
চৌঙকি—চমকিত হইয়া ; ৮৩ ;
চৌচীর—চারি খণ্ড ; ১৮২৩ ;
চৌঠ—(স° 'চতুষ্টয়', হি° 'চৌঠা') চারিটী ; ১৭২৪ ;
চৌতরা—(হি° 'চৌত্রা') উচ্চ বেদী, চৌতারা ; ৩০৪২ ;
চৌথরি—চারিটী স্তর অর্থাৎ লহর-যুক্ত ; ২৯৮৪ ;
চৌদশি—চতুর্দ্দশী ; ১৬৯৭ ;
চৌয়ানপনা—('চৌয়ান'* + পনা) চতুরপনা, চতুরতা ; ৬০৯ ;
চৌর (স°)—চোর ; ১১ ;
চৌরি—১। চুরি ;
২। চৌর্য্য দ্বারা সিদ্ধ, গুপ্ত , ৬৩ , ২৪৮৫ ;
চ্যুত (স°)—স্খলিত, পতিত , ১১৪৭ ;

[ছ]

ছটফটি—১। ছটফটানি, অস্থিরতা , ১৭২০ ;
২। ছটফট করিয়া, অস্থির হইয়া , ৯৫ ,
ছটা (স°)—দীপ্তি ; ১৪৪ ;
ছটাছটি—ছড়াছড়ি ; ৮৩ ;
ছড়া—গুচ্ছ, মালা ;
ছদ—('ছদম' দ্র°) ছদ্ম, ছল ; ৩০৩৬ ;
ছদম—ছদ্ম, কপট ; ১৯১১ ;
ছদ্ম (স°)—ছল ; ১৩৮২ ;
ছন্দ—ছাঁদন, বন্ধন ; ২৫৫ ;
ছন্দ—১। অভিপ্রায় ; ৪৬ , ১২৭ ;
২। কৌশল ; ২১৭ ;
৩। প্রকার ; ৮৪ , ১০৭ ;
৪। শোভা ;
৫। কপট ; ১৯১২ ;
ছন্দন—শোভা ; ২১৬৪ ; ২৮৮০ ;
ছবি (স°)—কান্তি ; ১০৯০ ;
ছবীল (লে) (হি°)—(সুন্দর) ছবি অর্থাৎ কান্তিবিশিষ্ট ; ২৯৬৬ ;
ছয়ল—('ছৈল' দ্র°) চতুর ; ১০৭১ ; ২৯৬৬ ;
ছরম—শ্রম, পরিশ্রম ; ৩০২ ;
ছরমি—শ্রমী, পরিশ্রান্ত ; ৪৬৮ ;

* 'চৌয়ান' শব্দটী কি হিন্দী 'চৌ' ও ছলার্থক 'আন' শব্দের যোগে নিষ্পন্ন ?—সম্পাদক।

ছরমিত—শ্রম-যুক্ত ; ২৮৯০ ;

ছল (স°)—ফন্দি ; ৭০ ;

ছলছল—অশ্রু-জলে পূর্ণ ; ১৮৩ ;

ছলা—ছল ; ২৯ ;

ছলিয়া—(হি° 'ছৈল', 'ছলিয়া') ১। চতুর ; ১৪৯ ;
  ২। প্রবঞ্চক ; ১২৩ ;

ছাই—১। ছায়া ; ৩৫৮ ;
  ২। কান্তি ; ১৯০১ ;

ছাট—(স° 'ছটা') ছড়ি, লাঠী ; ১৬৯৮ ;

ছাড়ি—১। ছাড়ে ; ৬৩ ;
  ২। ছাড়িয়া ;

ছাড্য—ছাড়িও ; ৩৫৩ ,

ছাতি (তিয়া)—(হি° 'ছাতি') বুক ; ৫৫ , ১৪১৯ ;

ছানিয়া—ছাকিয়া ; ২০২ ;

ছান্দ—শোভা ; ২০৩ ; ২২৮ , ২৬৮ ;

ছান্দ (ন্দন)—বন্ধন ; ২৬২ ;

ছান্দন—('ছন্দ' দ্র°) কৌশল ; ২৮৭৯ ;

ছান্দল—বাঁধিল ; ২৫৫৩ ;

ছান্দা—বেষ্টন ; ১২৯১ ;

ছাপলি—(স্ত্রী° কর্ত্রী) লুকাইলা ; ২৩০ ;

ছাপসি—লুকাইতেছ ; ৩৩২ ;

ছাপাই—লুকাইয়া ; ৩৩২ ; ৯৬৮ ;

ছাপায়ল—লুকাইল ; ৯৬২ ;

ছাপায়লুঁ—লুকাইলাম ; ৯৬২ ;

ছাপি—১। লুকাইযা ; ১৬৩৯ ;
  ২। লুক্কায়িত, গুপ্ত ; ১৯১১ ;

ছায়—ছায়ায় ; ২৯৫ ; ৩০৪ ;

ছায়—আচ্ছাদিত ক'রে ; ৫৮ ;

ছার—(স° 'ক্ষার') ১। ছাই ; ২১৪ ;
  ২। অধম ; ১৭৩৬ ;

ছারে খারে—('ছার' ও 'খার' দ্র° ; সহচর শব্দ) অধঃ-পাতে ; ১১৭ ;

ছাহ—ছায়া ; ২১ ; ৫৬ ;

ছিন—ছিন্ন ;

ছিয়ে—ছি (ঘৃণা-সূচক অব্যয়) ৩৬৮ ;

ছিরকত—(হি° 'ছিরক্না') ১। ছিটায় ; ১৫৬১ ;
  ২। ছিটাইতে ; ১৯১১ ;

ছিরি—১। শ্রী ; ১৯১১ ;
  ২। শোভা ; ১৬৯৬ ;

ছিরিফল—শ্রীফল, বেল ; ১৯৭ ;

ছীকনে—হাঁচি দেওয়ায় ; ১৯১১ ;

ছীন—ছিন্ন ; ১৯১১ ;

ছুটই (ত)—ছুটে, ছাড়ে ; ১৭৪ ;

ছুটল—১। ছুটিল ; ২৪৭৭ ;
  ২। নিক্ষিপ্ত ; ৮৫ ,

ছুত—ছুৎ, স্পর্শ-দোষ , ২৬৯৮ ;

ছুতুনা—(স° 'সূত্রণ', সূত্র) ছুতা, ছল , ২৫৬২ ;

ছুটে—ছুটে ; ২৪৬২ ;

ছুরী—(স° 'ক্ষুরী') চাকু ; ৮৭৩ ;

ছূটল—ছুটিল ; ২৪৭৭ ;

ছেদন—ভঙ্গ ; ৭১ ;

ছেদল—ছেদন করিল ; ১৫০ ;

ছৈল—(স° 'ছেক'+ল, প্রা° 'ছইল্ল', হি° 'ছৈল')
  ১। নিপুণ, চতুর ; ৭০৭ ;
  ২। ধূর্ত্ত , ১৯১১ ;

ছোটি—ছোট, ক্ষুদ্র-দেহ ; ৬৬ ;

ছোড়ই—ছাড়ে ;

ছোড়ত—ছাড়ে ; ১৭৩ ;

ছোড়বি—ছাড়িবি ;

ছোড়ল—ছাড়িল ; ১৬৭ ;

ছোড়লুঁ—ছাড়িলাম ;

ছোড়ায়ল—ছাড়াইল ; ৪১৭ ;

ছোড়ি—১। ছাড়িল ;
  ২। ছাড়িয়া ;

ছোয়ত—(কৃদন্ত পদ) ছুইতে, ছুইলে পরে ; ১৯১১ ;

ছোলঙ্গা—ছোলঙ্ লেবু ; ২৬৫১ ;

ছোহরা—এক-জাতীয় খেজুর ; ২৬৫১ ;

ছেঁাচ—(স° 'অশৌচ' হইতে) অশুচি, অপবিত্র ; ৩০৩০ ;

[জ]

জগ—জগৎ ; ৩ ; ৬৩ ;

জগাই—জাগাইয়া, ২৪৮৯;

জগি—জাগিয়া; ২৮৩৮;

জঘন (স°)—১। নিতম্বের সম্মুখের অংশ, ১০৭৯,
 ২। নিতম্ব; ২৪৬২; ২৪৭৭;

জঙ্গম (স°)—গতিশীল প্রাণী; ৪; ১৬৭৬;

জঙ্ঘ—জঙ্ঘা, জানু-দেশ; ৩২৪;

জ-জকার—(পূ° ব° 'জোকার') জয়-সূচক উলু-ধ্বনি, ২৫; ১৫৭৭;

জঞ্জাল—১। বিড়ম্বনা; ৩৯;
 ২। বিড়ম্বনা-জনক বস্তু; ৩৬৭;

জটিল—জটা-যুক্ত; ২৪০;

জঠর (স°)—উদর; ১৩২৩;

জড—(স° 'জট') গাছের শিকড়; ৬৪২;

জড়া—জড়িত; ১২৯;

জড়ায়ল—জড়িত; ১৫৫৪;

জড়িত—জড়ত্ব-প্রাপ্ত, অসার; ১৬৫;

জড়িম—জড়িত; ২৪৭৩;

জনজাল—জঞ্জাল, বিড়ম্বনা, ১৭৩১;

জনম—জন্ম; ২৫৬;

জনমিয়ে—জন্মগ্রহণ করি; ৩০১৭;

জনা—জন, ব্যক্তি; ১১৬;

জনায়ত—জানাইতেছে; ১৬৩৭;

জনি—(স° 'যৎ+ন'; হি°, মৈ° 'জনি' 'জিন্') ১। যেন না; ২২২; ২৪৭;
 ২। না; ৬৩; ২৩৬;

জনী—যেন; ১৩২৪;

জনু—১। যেন; ২৮; ৮০;
 ২। না; ২৪৫;

জপই—জপ করে;

জপইতে—জপ করিতে;

জপত—জপ করে; ১৯৯;

জপু—(স° 'জাপক') জপ-পরায়ণ; ৯৫৫;

জবদ—(আ° 'জব্‌ত্') পরাজিত; ২৫৬১;

জমকি—(আ° 'জমা' হইতে 'জমকা' ধাতু) জমা অর্থাৎ একত্র হইল; ২৭১৫;

জম্বুকি—(স° 'জম্বকী') শৃগালী, ৬১৭;

জয়তি (স°)—সর্ব্বোৎকৃষ্ট-রূপে বিরাজিত হইতেছেন; ২১;

জয়-তোর—(স 'জয়-তুরী') জয়-সূচক তুরী-যন্ত্রের বাদ্য; ২৮৪৩;

জর—জ্বর; ১৭০,

জরজর—জর্জ্জরিত, জীর্ণ; ৮৭, ১৬১;

জরতি—('জরতী' দ্র°) বৃদ্ধা; ২৫৪৭;

জরতী (স°)—বৃদ্ধা, শ্রীরাধার শ্বাশুড়ী; ১৩৩২;

জরা (স°)—বার্দ্ধক্য; ৩০১৬;

জরি—জলিয়া; ৬১৭;

জরি—(ফা° 'জর' স্বর্ণ) সোনার তারের কাপড়; ২৬৯২;

জরিয়া—জলিয়া; ৩৩৬;

জলজ (স°)—পদ্ম; ১৭১;

জলত—জলে; ২১৭;

জলদ (স°)—মেঘ; ৭৩;

জলধর (স°)—মেঘ; ১৯৬;

জলমণ্ডুক—ক্রীড়া-বিশেষ, জলে হাত দ্বারা শব্দ-উৎপাদন; ১২৮৯;

জলরুহ (স°)—পদ্ম; ১৯১২;

জলু—জলে; ১৫৮, ২৩৪;

জলেরে—('এরে' নিমিত্তার্থে চতুর্থী-বিভক্তির চিহ্ন) জলের জন্য; ১২৪;

১। জাগ—(স 'যাগ', হি° মৈ° 'জাগ') যাগ, যজ্ঞ; ৫৯;

২। জাগ—জাগে; ৬৪, ১৭৭;

জাগই—('১। জাগ' দ্র°) যাগ অর্থাৎ যজ্ঞ করে; ৫৯;

জাগইবে—জাগাইবে; ৭২৫;

জাগর—(স° 'জাগরিত' হইতে) জাগ্রত; ২৪৩০;

জাগর (স°)—১। জাগরণ; ৪৩;
 ২। অনিদ্রা; ১৬০০;

জাগরি—জাগরিতা; ৩২০;

জাগলুঁ—জাগিলাম; ২৪৭;

জাগাওব—জাগাইবে; ২৮৩৯;

জাগাবি—জাগাইবি; ১১২;

জাগায়ল—জাগাইল; ৬৯৫;

জাগি—১। জাগে; ৯৫; ২০৭;

২। জাগরিত; ৩৪২; ৯৮৬;

—১। জাগুক;

২। জাগিয়াছে; ১৬২;

জাঙ—(উচ্চারণ 'জাউঁ') যাই; ৪৬; ২৬৭;

জাঠি—(ঘনা-গাছের গর্ত্তে যে দীর্ঘ কাঠ ঘুরিয়া পিষিয়া সরিষা, তিল প্রভৃতি হইতে তেল বাহির করে; বা° শ°) ইক্ষু মাড়াই করার যন্ত্রের অংশ-বিশেষ; ২২০০;

জাত—জাতি; ১৬৪;

জাত —(স° 'যা'—যাতি, হি° 'জাতা') যায়; ১৯১২;

জাত (স°)—১। উৎপন্ন;

২। সমূহ;

জাদ —১। বেণীর আগায় ঝুলাইবার জন্য থোপা; ১৩৩৩;

জান—১। জানে; ১১; ৪৬;

২। জান; ৩০৯;

৩। জানি; ১১১;

৪। জানিয়া; ৩৭৩;

জানই (ত)—জানে; ১৬৪; ৩৩৬;

জানন—(পূ° ব° 'জানন্') জানা; ৯৩৯;

জানল—জানিল; ২৭০৮;

জানলি—(স্ত্রী° কর্ত্রী) জানিল; ২৪৯৬;

জানলুঁ—জানিলাম; ৪২৫;

জানসি—জানিতেছ: ২৮; ৪০৪;

জানহ—জানিও; ১৮৪;

জানি—('জনী' দ্র°) যেন; ২৫৫০;

জানি—('জনি' দ্র°)না; ৫৭৬; ৬৪৬;

জানি—(সন্দেহ-সূচক অব্যয়) যদি, পাছে; ৪৭; ১৮৭;

জানি—জানে; ৫০; ১৮৩৪;

জানিতাঙ—জানিতাম; ৮০১;

জানিতুঁ—জানিতাম; ৯৫৬;

জানিয়ে—জানি; ৭৩; ৯৭;

জাপ—জপ করে; ১১৯;

জামি—(প্রাচীন হি° 'জিমি') যেন; ২৪৫৫; ২৪৭২;

জাম্বুনদ (স°)—জাম্বুনদী হইতে প্রাপ্ত স্বর্ণ-রেণু-জাত উৎকৃষ্ট স্বর্ণ; ১১৪৪;

জার—জ্বালাইয়া; 'করই বিলাস দীপ লই জার' বিদ্যাপতি;

জারই (ত)—জ্বালায়; ২০৪; ২৮১; ৩১৯;

জারত—জ্বলিত, দগ্ধ; ২১৯৭;

জারব—জ্বালাইবে; ১৮২৭;

জারয়ে—জ্বালায়; ১৮৭;

-১। জ্বালাইল; ৪১ ১৬৬

২। প্রজ্জ্বলিত; ৩৫৮;

৩। দগ্ধ; ১৭৯১;

জারহ—জ্বালাও; ৩০৮;

জারা (লা)—জ্বালা, যন্ত্রণা; ২০১; ১৯৩৮;

জারি—জ্বালিয়া; ৪৪২;

জাল (স°)—১। সমূহ;

২। মৎস্য ধরিবার জাল; ১৯৮;

জিউ—('জীউ' দ্র°) জীবন; ৬৪;

জিঠি—(স° 'জ্যেষ্ঠী') জেঠী, টিকটিকী; ২১৬;

জিত (স°)—পরাজিত; ২২;

জিতল—জয় করিল; ৩; ৭৬;

জিতি—জয় করিয়া; ৪; ৭৩;

জিতে—বাঁচিতে; ২৬৯;

জিনি—জয় করিয়া; ১০২; ১৩২;

জিনে—জয় করে;

জিবইতে—বাঁচিতে; ২৮; ১২৮;

জিবন—জীবন; ৫৭; ৮৬;

জিম্ভিতা—জৃম্ভিত, প্রকাশিত; ১৮৩০;

জিয়ত—বাঁচে; ১৮৯৯;

জিয়ব—বাঁচিবে; ১৮৩৯;

জিয়বি—(স্ত্রী° কর্ত্রী) বাঁচিবে; ১৫৮;

জিয়ায়বি—বাঁচাইবা; ২১৫০;

জিয়ায়সি—জিতাইতেছ; ৫৮২;

জিয়ে—বাঁচে; ২৬৭;

জিলুঁ—বাঁচিলাম; ৬৮১;

জী—বাঁচি; ৮৬৭;

জীউ—(স° 'জীব') জীবন; ৯৮;

জীত—(স° 'জিত', ভাবে 'ক্ত'—জয়) জয়; ২৫১৭

জীত (তল)—জিতিল; ১০১৪; ১৪৮৫;

[ঝ]

ঝঙ্কার (সং)—গুঞ্জন-শব্দ ; ৭৪ ;
ঝঙ্কৃতি (সং)—ঝঙ্কার ; ২৪৬৩ ;
ঝঞ্ঝা (সং)—ঝড় ; ১৫৪১ ;
ঝটকই (ত)—জোরে আকর্ষণ করে ; ৩৭৭ ; ২০৩৭ ;
ঝটকি—১। জোরে অঙ্গ-চালন করিয়া ; ১৭৪১ ;
২। জোরে আকর্ষণ করিয়া ; ৪৮২ ;
ঝটিত (তে)—(সং 'ঝটিতি') শীঘ্র ; ৬১৪ ;
ঝণকিতে—ঝন্-ঝন্ শব্দ করিতে ; ৭১৬ ;
ঝনঝনি—ঝঞ্জন শব্দ ;
ঝনঝান—ঝন্-ঝন্ শব্দ করিয়া ; ৩৭৭ ;
ঝমকিত—(হিং 'ঝমক') দীপ্তি-যুক্ত ; ১৭৭১ ;
ঝম্পই—ঝাঁপ দেয় ; ১৩২১ ;
ঝম্প, ঝম্পিত—আচ্ছাদিত ; ১৫১৮ ;
ঝম্পি—ঝাঁপিয়া ; ১৭৩৫ ;
ঝম্পিয়া—('ঝম্পিত' দ্র°) আচ্ছাদিত ; ১৮০৬ ;
ঝর—ঝরে ; ১৮৯৮ ;
ঝর (সং)—নির্ঝর, প্রবাহ ; ২১৯ ;
ঝরই—ঝরে ; ৯১ ;
ঝরক—(হি° 'ঝরোখা') ঝরকা, জানালা ; ৫৬৪ ;
ঝরঝর—সর্ব্বদা বর্ষণ-কারী ; ৮৭ ; ১৭৪১ ;
ঝরঝরি—একপ্রকার জল-পাত্র ; ২৭৯১ ;
ঝরণ—('ঝর' দ্র°) ঝরণা ; ৩৮২ ;
ঝরত (য়ে)—ঝরে ;
ঝরু—ঝরে ; ৩৯ ; ১১৩ ;
ঝলক—দীপ্তি ; ২১ ;
ঝলকই (ত)—দীপ্তি পায় ; ১৯৯ ; ২২৭ ;
ঝলকিতা—মণি-প্রভায় উজ্জ্বলা ; ২৪৭২ ;
ঝলকে—দীপ্তি পায় ; ২০৩ ;
ঝল-ঝলকই—ঝলমল করে ; ২৪৪২ ;
ঝলমল—উজ্জ্বল ; ১৯ ; ২৮৮ ;
ঝলমলি—উজ্জ্বলতা ; ১০২ ; ২১০ ;
ঝষ (সং)—মৎস্য ; ৬২৩ ;
ঝাঁকি—দ্রুত-ভাবে অঙ্গ চালনা করিয়া ; ৫৬৪ ; ৩০৮১ ;
ঝাঁপ—(সং 'ঝম্প') ১। হস্ত-ক্ষেপণ ; ২৩৯ ;
২। আক্রমণ ; ২৫৪ ;
ঝাঁপ—১। ঢাকে ; ১০০ ;
২। ঢাক ;
৩। ঢাকিয়া ; ৩২৬ ;
ঝাঁপ (য়ে)—ঢাকে ; ৫৮ ; ২৩৭ ;
ঝাঁপবি—ঢাকিবি ; ১১২ ;
ঝাঁপল—১। ঢাকিল ; ৩৭১ ;
২। আবৃত, ঢাকা ; ৯৩৯ ;
৩। অর্পণ করিল ; ৪৯৬ ;
ঝাঁপলু—ঢাকিলাম ; ৪৩৫ ;
ঝাঁপসি—ঢাকিতেছ ; ২২৭ ;
ঝাঁপা—খোপার ন্যায় একপ্রকার সজ্জার দ্রব্য ২৯৬ ;
ঝাঁপাউ—ঢাকো ; ১০৩৮ ;
ঝাঁপান—(২য় খণ্ড ২২৪ পৃ° দ্র°) ১০৫২ ;
ঝাঁপায়সি—ঢাকিতেছ ; ১৩৩৬ ;
ঝাঁপায়হ—ঢাকো ; ১০৬১ ;
ঝাঁপি—১। ঢাকে ; ১৬০০ ;
২। ঢাকিল ; ৫৭ ;
৩। ঢাকিয়া ; ১১২ ;
ঝাই—(হি° 'ঝাঈ') দ্যুতি ; ১৫৫৭ ;
ঝাক—দল ; ২৬১৯ ;
ঝাকত—(হি° 'ঝকনা' প্রলাপ কৃ) :প্রলাপ করিতে করিতে ; ১৮৮৭ ;
ঝাওর (স্ত্রী°—'ঝাওরি')—ঝামা অর্থাৎ তীব্র-অগ্নি-দগ্ধ মৃত্তিকার ন্যায় কৃষ্ণ-বর্ণ ; ২৫৩ ;
ঝাঝর—(সং 'জর্জ্জরীক') ঝাঁঝরা, বহুছিদ্র-যুক্ত ; ১৬৭০ ;
ঝাঝরি—এক-প্রকার জল-পাত্র ; ২৫৫৯ ;
ঝাট—(সং 'ঝটিতি') শীঘ্র ; ১২৮ ;
ঝাড়ল—ঝাড়িল ; ২৪০ ;
ঝাড়ি—ঝাড়া ; ২৪১ ;
ঝাপ্যাছিল—ঢাকিয়াছিল ; ১২১ ;
ঝামর—('ঝাওর' দ্র°) কৃষ্ণবর্ণ ; ৩১ ; ৪০ ; ১৩৬ ;
ঝামরি—('ঝামর' দ্র°) কৃষ্ণ-বর্ণা ; ১৭৪১ ;

* বাং শং গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—"ঝুর...ধাতু (সং 'অশ্রু' হইতে) ঝুরি—অশ্রু মোচন করি, প্রঃ—"তোমা হেন বঁধু হেলায় হারায়ে ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরু" ইত্যাদি। কিন্তু 'ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ পুতলী', 'পশু পক্ষী ঝুরে' ইত্যাদি বাক্যে ঝুর ধাতুর অর্থ—to pine শোকাকুল হওয়া। গ্রিয়ার্সন মহোদয়ের Maithil Chestomathyতে 'ঝুর' ধাতুর অর্থ..."to wither, to be parched, to burn" লিখিত হইয়াছে। সং 'অশ্রু' হইতে 'ঝুর' ধাতু সিদ্ধ হয় না। সম্ভবতঃ সং 'জূ' [জীর্ণ্যতি] ধাতু হইতে —'জীর', 'জুর' ও 'ঝুর' ধাতু আসিয়াছে।

সম্পাদক

[ট]

ডরলি—(স্ত্রী° কর্ত্রী) ভয় পাইল ; ২৬৩১ ;
ডরাসি—ভয় পাইতেছ ; ১৩৫৮ ;
ডাকই—ডাকে ; ৪ ;
ডাকউ—ডাকুক ; ১৯৯৬ ;
ডাকিনী—যাদু-বিদ্যার সাহায্যে মারণ, উচ্চাটন ইত্যাদি কার্য্যে অভিজ্ঞা স্ত্রী ; ২৫৬৫ ,
ডামর (স°)—(স্ত্রী° 'ডামরী') চোর ; ২৩৯২ ;
ডারই (ত)—নিক্ষেপ করে ; ৫৭৩ ;
ডারবি—নিক্ষেপ করিবি
ডারল—নিক্ষেপ করিল ;
ডারলি—নিক্ষেপ করিলি ; ২৪৯৫ ;
ডারলুঁ—নিক্ষেপ করিলাম ; ৩৬৫ ;
ডারসি—ফেলিতেছ ; ৪৪০ ;
ডারহ—নিক্ষেপ কর ; ৩৬৭ ;
ডারি—নিক্ষেপ করিয়া ; ২৮৪ ;
ডারে—নিক্ষেপ করে ; ২৬১২ ;
ডালা (লি)—উপহার দ্রব্যাদির সজ্জিত পাত্র ; ২৭৯, ২৯২ ;
ডাহিনী—(স° 'ডাকিনী') ডাইন্ ; ৮৭৭ ;
ডাহুক—(স্ত্রী°—ডাহুকি-কী) পক্ষি-বিশেষ ; ১৪৪ ; ১৭৩৬ ;
ডিগর—(হি° 'দগড়া', 'দগগড়') লম্পট ; ১৩৯০ ;
ডিণ্ডিম (স°)—বাদ্য-যন্ত্র-বিশেষ ; ১০৭৯ ;
ডুকরি—উচ্চ-শব্দ করিবা ; ১৮৫৩ ;
ডুবইতে—ডুবিতে ;
ডুবল—ডুবিল ; ৩০০ ;
ডুবলুঁ—ডুবিলাম ; ২৮ ;
ডুবায়ই—ডুবাইয়া ; ২৫০৩ ;
ডুবায়ল—ডুবাইল ; ১৬২৬ ;
ডুবিছুঁ—ডুবিতেছি ; ৩১০১ ;
ডুরি—('ডোর' দ্র°) রজ্জু, দড়ি ;
ডূবই—ডুবে ; ১৬২৭ ;
ডূবব—ডুবিবে ; ১৩৩১ ;
ডবল—ডুবিল ; ১৬২৭
ডূবহ—ডুব ; ৫০৯ ;
ডেবি—(?) ২৮০২ ;
ডোর—(স° 'ডোরক') ১। দড়ি, রজ্জু ; ২৮০ , ২। কিতার মালা ; ২৮৮ ;
ডোর—('ডোল' দ্র°) দোলে ; ১৭১১ , ২০৯৬ ;
ডোর দেহ—ডোর অর্থাৎ রজ্জু দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখ ; ৬০ ;
ডোল (লে)—দোলে ; ৪১ ; ৩৩৪ ;
ডোলত—দোলে অর্থাৎ ঘোরে , ২৯১১ ;
ডোলনি—দোলন ; ১২৫৫ ;
ডোলয়ে—দোলে ; ১১৪৭ ;

[ঢ]

ঢঙ্গ—(স° 'বঙ্ক') ১। কায়দা, ঢঙ , ৫৩১ , ২। ভঙ্গী ; ১৮৯ ;
ঢঙ্গিয়া—('ঢঙ্গ' দ্র°) ঢঙ্গী, ভঙ্গীযুক্ত ; ১৪৩৮ ;
ঢরই—ঢলিয়া পড়ে, এলাইয়া পড়ে ; ১৬৮৩ ,
ঢরকত—(হি° 'ঢরকনা') ১। প্রবাহিত হয় ; ৬৬০ ২। ঢলকিয়া পড়িতেছে ; ২৮৩৩ ; ৩। প্রবাহ-রূপে নির্গত ; ২৭৮০ ;
ঢরকি—১। ঢলকিয়া অর্থাৎ [illegible] , ৭৩২ , ২। ঢালিয়া ; ১০[illegible]
ঢরকে—ঢলিয়া পড়ে ; ১৫২৮ ;
ঢর ঢর—ঢল-ঢল, উচ্ছালিত , ৭৪ ; ১২০ ;
ঢরত—ঢলিয়া পড়ে ; ৩৮২ ;
ঢল ঢল—ঢল-ঢলে, উচ্ছলিত ; ১৫২ ;
ঢলী—ঢলিয়া পড়িল , ১৩২৪ ;
ঢামালি—উল্লাস-সূচক লাফা-লাফি ; ১৬২৯ ;
ঢার—ঢালিলাম ; ১৪২২ ;
ঢারই (ত)—ঢালে ; ৫৯ ; ১৫৭০ ,
ঢারউ—ঢালে ; ১৫৪৩ ;
ঢারল—ঢালিল ; ১০৭৮ ;
ঢারি—১। ঢালে ; ১৫৭৯ , ২। ঢালিয়া ; ১০০১
ঢিঠ—('ঢীট' দ্র°) ধৃষ্ট, শঠ ; ৭০০ ;
ঢীট—(স° 'ধৃষ্ট', হি° 'ঢীট্') ধৃষ্ট, শঠ ; ৫৩৬ ; ৬০৩

* 'আইন্-আকবরী' গ্রন্থে 'তন্‌সুক্' বস্ত্রের বিবরণ দ্রষ্টব্য।
সম্পাদক

তরণি (ণী) (স°)—নৌকা ; ১৪১৮ ; ১৪২০ ;
তরণি (স°)—সূর্য্য ; ১৩০৫ ;
তরল (স°)—চঞ্চল ; ৮৬ ;
তরল বাঁশ—'তল্লাবাঁশ' অর্থাৎ ভিতরে ফোঁপরা এক-জাতীয় সরু বাঁশ ; ৮২৮ ; ২৬৩১ ;
তরল বাঁশী—('তরল বাঁশ' দ্র°) তল্লাবাঁশের বাঁশী ; ৮২৮ ;
তরল মণি (স°)—হারের মধ্যস্থিত বৃহৎ মণি ; ১ম ভাগ, ২০৯ পৃষ্ঠা ;
তরলিত (স°)—চঞ্চল ; ২৩৫ ;
তরসি—('তরখি' দ্র°) ; ১০০ ;
তরাস—ত্রাস, ভয় ; ৬৪ ; ২০৭ ;
তরাসই—ত্রাস-যুক্ত ; ১৮৯৬ ;
তরিয়া—উত্তীর্ণ হইয়া ; ৩৪৫ ;
তরুণা—তরুণ, যুবক ; ২৫১ ;
তরুণি—তরুণী, যুবতী ; ১০৫ ;
তরুণিম—(স° 'তরুণিমন্') যৌবন ; ৮৩ ;
তরে—(স° 'অন্তরম্' ; কৃ° কী° 'আন্তরে') জন্যে ; ৩৫ ;
তর্ণক (স°)—বাছুর ; ২৫৭৩ ;
তলপ—(স° 'তল্প') শয্যা ; ৩৩৬ ;
তলপ—(আ° 'তলব্') আহ্বান ; ২৮৬৯ ;
তলপই—(হি° 'তলফ্না') ছটফট করে ; ২৭২২ ;
তলপায়—(হি° 'তলফ্না') ছটফট করে ; ২৬৮২ ;
তলপিত—যাহা শয্যায় পাতা হইয়াছে ; ৩২৮ ;
তলোয়ার—তরবারি, তরোয়াল ; ১৮২৩ ;
তল্প (স°)—শয্যা ; ১৬৬০ ;
তহি (হিঁ)—('১। তথি' দ্র°) তাহাতে ; ১০৫ ;
তহিক—তাহার ; ৫৬ ;
১। তাই—('তাহি' দ্র°) সেখানে ; ২৮১ ; ১৮৭৫ ;
২। তাই—তাহাকে ; ১৩৮ ; ৩৫৮ ;
তাক—(স° 'তর্ক' শব্দ-জাত) ; নিরীক্ষণ ; ৬৪১ ; ৮৫৭ ;
তাক—১। তাহাকে ; ৪৪১ ;
 ২। তাহার ; ১৬০ ;
তাকস্থু (উ°)—তাঁহাদের (?) ; ১৫৪২ ;
তাকর—(মৈ° 'তাকর') তাহার ; ১৩৮ ;
তাকিয়া—তাকাইয়া ; ৭৪৯ ;
তাজনি—তর্জ্জন ; ৭৪২ ;
তাজে—তর্জ্জন করে ; ৭৪১ ;
তাড়—(স° 'তাড়ঙ্ক' শব্দ-জাত ?) বাহুর ভূষণ-বিশেষ ; ১০০৯ ;
তাড়ল—তাড়না করিল ; ২৪৭৬ ;
তাড়ি—তাড়না করিয়া ; ১৮৯৬ ;
তাণ্ডব (স°)—উদ্দণ্ড নৃত্য ; ২১৬৪ ;
তাণ্ডব (স্ত্রী° 'তাণ্ডবী')—লম্ফ-দান কারী (হরিণ) ২৬০১ ;
তাত (স°)—পিতা ; ১৫৯৬ ;
তাতল—(স° 'তপ্ত' ; হি° 'তত্তা', 'তাতা') তপ্ত, উষ্ণ ; ১৭৪ ;
তাথ (থে)—তাহাতে ; ৩৫৩ ; ৪৭৪ ;
তান—সুরের মূর্চ্ছনা ; ২৬ ; ১০৮৮ ;
তানে—(পূ° ব°) তাঁহাকে ; ১১১৯ ;
তাপ (স°)—১। উষ্ণতা ;
 ২। সন্তাপ ; ৭৭০ ;
তাপনি—(স° 'তাপনী' [illegible] যমুনা-নদী ; ১০৪৫ ;
তাপায়ত—তাপিত করে ; ৭৭০ ;
তাপায়ল—তাপিত করিলাম ; ১৭৫৩ ;
তাপায়লুঁ—তাপিত হইলাম ; ১৭১২ ;
তাপায়সি—তাপিত করিতেছ ; ৪৫ ;
তাপিনি (নী)—তাপিনী, তাপ-যুক্তা ; ১৬০ ; ১৭৩০ ;
তামরস (স°)—পদ্ম ; ৪৮৮ ;
তায়—১। তাহাকে ; ২৩ ; ২৭ ;
 ২। তাহাতে ; ৯৪ ;
তার—(স° 'তারা') ; ১। তারা, নক্ষত্র ; ৩৮১ ;
 ২। চক্ষুর তারা ; ১৫১ ;
তারক (স°)—১। নক্ষত্র, তারা ; ২৯৪৮ ;
 ২। চক্ষুর তারা ; ২৯১৩ ;

তার-হার (সং)—তারার ন্যায় উজ্জ্বল মণি দ্বারা রচিত হার ; ৭৮৯ ;

তারা-পতি (সং)—চন্দ্র ; ৩৫০ ;

তারি—('তালি' দ্রঃ) তাল ; ২৮৮৪ ;

তারুণ—(সং 'তারুণ্য') যৌবন ; ৮৩ ;

তারে—তাহার জন্যে ; ৭৮১ ;

তালি—(সং 'তালী') তাল ; ২৮৮৪ ;

তাহ—('তাহাঁ' দ্রঃ) সেখানে ; ২১ ;

তাহ (হি)—('তাহিঁ' দ্রঃ) ; ২১ ;

তাহাঁ—(সং 'তত্র' ; হিং, মৈং 'তহাঁ') সেখানে ; ২৩৫ ;

তাহিঁ—('তাহাঁ' দ্রঃ) ; সেখানে ; ৪৫৮ ;

তিতল—(সং 'তিম' ধাতু—আর্দ্রীভাবে ; হিং, মৈং 'তীতল') আর্দ্র, ভিজা ; ২০৭ ;

তিত (তা)—(সং 'তিক্ত') তিক্ত-রস ; ৯১৮ ;

তিতিছে—ভিজিতেছে ; ৭১৫ ;

তিতিল—('তিতা' দ্রঃ) তিক্ত করিল ; ৮৭৪ ;

তিতিল—('তিতল' দ্রঃ) সিক্ত হইল, ভিজিল ; ৬৭৭ ;

তিমিত—স্তিমিত, স্তব্ধ ; ১৮২৬ ;

তিমির (সং)—অন্ধকার ; ১৩২ ;

তিয়াজল—ত্যাগ করিল ; ১৮৯৬ ;

তিয়াস—(সং 'তৃষা') তৃষ্ণা ; ৫০৬ ;

তিয়াসল—তৃষিত হইল ; ৬১ ;

তিরপিত—তৃপ্ত ; ৭০১ ;

তিরযক—তির্য্যক্-যোনি পক্ষী ইত্যাদি ; ১৬৭৫ ;

তিরি—(সং 'স্ত্রী' ; মৈং 'তিরিআ') স্ত্রী ; ১১৮ ;

তিরিথি—তীর্থ ; ৬১' ;

তিরিভঙ্গ—ত্রিভঙ্গ ; ৬৫২ ;

তিরিষা—তৃষ্ণা ; ১৮৬০ ;

তিরোধান (সং)—অন্তর্দ্ধান, অদৃশ্য হওয়া ;

তিরোহিত—১। অন্তর্হিত, দূরীভূত ; ৫৪৭ ; ২। গুপ্ত ; ২৭৭৪ ;

তিল (সং)—১। শস্য-বিশেষ ; ২৪ ; ২। অণু-মাত্র সময় ; ২৯ ;

তিল আধ—(সং 'তিলার্দ্ধ') অর্দ্ধ-তিল-পরিমিত কাল ; ২৮৫ ;

তিলা—চিনি ও তিল দ্বারা তৈয়ারী মিষ্টদ্রব্য-বিশেষ ; ২'৯৫ ;

তিলাঞ্জলি (সং)—মৃত ব্যক্তির আত্মার তৃপ্তি-উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তিল সহ জলাঞ্জলি ; ইহা হইতে 'অন্তিম-বিদায়-সূচক কার্য্য' অর্থ আসিয়াছে ; ১২৪ ; ৭৭৭ ; ৭০০ ;

তিসিত—তৃষিত, তৃষ্ণা-যুক্ত ; ১৬১ ;

তিহোঁ—তিনি ; ১৮৫২ ;

তীখন (ণ)—তীক্ষ্ণ ; ১১৪ ; ৭৮৯ ;

তীতল—('তিতল' দ্রঃ) সিক্ত, ভিজা ; ২০৮ ; ৭৫৪ ;

তীলক—তিলক ; ৪৮২ ;

তু—(হিং 'তূ') তুমি ; ৫৩১ ;

তুঙ্গ (সং)—উচ্চ ;

তুন্দ (সং)—উদর ; ২৬১৩ ;

তুন্দবন্ধ (সং)—কমর-বন্দ্ ; ২৬১৩ ;

তুয় (য়া)—(সং 'তব' ; প্রাং, মৈং 'তুঅ') তোমার ; ৩১ ; ১৬৮৩ ;

তুরিজতিক—(সং 'তৌর্য্যত্রিক') নৃত্য, গীত ও বাদ্য, ১০২২ ;

তুরিত—ত্বরিত, সত্বর ; ৬ ; ৩৭ ;

তুল—(সং 'তুলা') দ্রব্য ওজন করার যন্ত্র ; ৯১৯ ;

তুল—তুল্য ; '১ ;

তুলি (লী)—তুলা-পূর্ণ তোষক ; ৩৩০ ;

তুলী (সং)—গদী ; ২৬১৬ ;

তুষদহ—(সং 'তুষ-দহন') ; তুষের আগুন ; ৪৪২ ;

তুষানল (সং)—তুষের আগুন ; ৪৭ ;

তুষার (সং)—বরফ ; ১৮১৪ ;

তুহার (রি)—তোমার ;

তুহিন (সং)—তুষার ; ৩২৬ ;

তুহিনকর (সং)—চন্দ্র ; ১৮৯৩ ;

তুহুঁ—তুমি ; ৯৭ ;

তু (হিং)—তুমি, তুই ;

দপিদার—(?) ; ১০৭১ ;

দবদাহ—দাবানল ; ১৭৯০ ;

দমন (সং)—১। নির্য্যাতন ;

২। দমন-কারী ; ১০৩২ ;

দমন-লতা—(সং 'দমনক-লতা' ; হিং, মৈং 'দৌনা-লতা') এক-জাতীয় সুগন্ধি-লতা ; ২৫২ ;

দম্ভ (সং)—১। গর্ব্ব ; ৪০৬ ;

২। ছল ; ২৭৩৯ ;

দয়িত (সং)—প্রিয়তম ; ১৯০১ ;

দরদরাইতে—গল্-গল্ করিয়া ; ২২০০ ;

দরপ—দর্প ; ১০২০ ;

দরপই—দর্প করে ; ১০২০ ; ১৮১২ ;

দরবই—দ্রব হয় ; ২৯৯৭ ;

দরপক—১। দর্প-কারী ; ১০৩২ ;

২। কন্দর্প ; ১৯০১ ; ২৮৯৬ ;

দরপণ (সং)—দর্পণ, আয়না ; ২০৬ ; ৬৭৭ ;

দরবয়ে—দ্রব হয় ; ১৪৮ ;

দরবার (ফাং)—রাজ-সভা ; ১৩৮৯ ;

দরবি—দ্রবিয়া, দ্রবীভূত হইয়া ; ২৪৬২ ;

দরবিত—দ্রবীভূত ; ৫৫৮ ;

দরবে—দ্রব হয় ; ৬৩৫ ;

দরশ (শন)—(সং 'দর্শন' ; হিং, মৈং 'দরস্') দর্শন ১২৬ ; ২৮৫ ;

দরশই—দর্শন করে ; ১৮৮১ ;

দরশক—দর্শক, দর্শন-কারী ; ৫১ ;

দরশাই—দেখাইয়া ; ২৫৯ ; ১৮১৫ ;

দরশাইতে—দেখাইতে ; ২৫৯ ;

দরশায় (য়ই)—দেখায় ; ৩১৮ ; ১৩৩৬ ;

দরশায়ল—দেখাইল ; ১০০৩ ;

দরশায়লুঁ—দেখাইলাম ; ২৫০ ;

দরশায়লি—দেখাইলি ; ১৩৯ ;

দরশায়সি—দেখাইতেছে ; ৩৭১ ;

দরশি—১। দেখাইয়া ; ৫২ ;

২। দেখিয়া ; ৭৩ ;

দরিয়া (ফাং)—সমুদ্র ; ৮৮১ ;

দল (সং)—১। ফুলের পাপড়ি ; ১৭৩ ;

২। পত্র, পাতা ; ৭৫ ; ১২৮ ;

৩। সমূহ ;

৪। পক্ষ ; ১০৪ ;

দলই—দলিত করে ; ২৩৫ ;

দলন (সং)—মর্দ্দন ; ১১১ ;

দলিত—মর্দিত ; ১৯০১ ;

দশইতে—দংশন করিতে ; ৫৩ ;

দশন (সং)—দাঁত ; ১৯৫ ;

দশন-বসন (সং)—দশনচ্ছদ, ওষ্ঠ ; ২৪৬২ ;

দশবান—(হিং 'দশবানি সোনা' তুং) বিশুদ্ধতম ; ৪১ ; ৪৭৬ ;

দশমি-দশাশ্রমি—দশমি (মী) দশা অর্থাৎ মৃত্যুর আশ্রমি (মী) অর্থাৎ অবলম্বন-বিশিষ্ট ; ১৮৮১ ;

দশমী দশা (সং)—রস-শাস্ত্রের বর্ণিত বিরহের দশটি অবস্থার মধ্যে শেষ অবস্থা অর্থাৎ মৃত্যু ; ১৭৯ ;

দহ—(সং 'দহন') ; অগ্নি ; ৪৪২ ; ১৮১১ ;

দহ—(সং 'হ্রদ' ; আং, 'হদ্', 'দহ') অকৃত্রিম সুগভীর জলাশয় ; ৪৪১ ; ১১৮৭ ;

দহ (হই)—দগ্ধ করে ; ২১৭ ; ১৭..

দহইতে—পোড়াইতে ; ১৫০ ,

দহ দহ—দগ্ধ-প্রায় , ১৯০১ ;

দহন—দগ্ধ ; ৪০৬ ;

দহন (সং)—অগ্নি ; ১৫৮ ;

দহনা—('দহন' দ্রং) অগ্নি ; ৪০৫ .

দহয়ে—পোড়ে ; ১৮৩ ;

দাড়াগুলি—ঐ নামের ক্রীড়ার উপকরণগুলি ; ১১৯৫ ;

দাই—দায়া, দাহক ; ৩০৭২ ;

দাখ—(সং 'দ্রাক্ষা') কিস্মিস্ ;

দাগ—(ফাং 'দাগ') দাগ, চিহ্ন ; ৩১১ ; ৭৮৬ ;

দাগিয়া—চিহ্ন দিয়া ; ১৩৬৫ ;

দাড়্যা—দাঁড়ী অর্থাৎ তুলার দণ্ড ধরিয়া ওজন-কারী ; ২৩১৩ ;

দাদুর—দর্দ্দুর, ভেক ; ১৫৫৭ ,

দাদুরি (রী)—(সং 'দর্দ্দুরী') ভেকী ; ১৪৪ ;
দান (সং)—১। শুল্ক, মাশুল ; ১৩৯৩ ;
২। পাশা-খেলার দান ;
দানি—('দানী' দ্রং) ১৩৫৩ ;
দানী (সং)—মাশুল আদায়-কারী ; ১৩১৬ ;
দাপনা—উরুর পার্শ্বের ভাগ ; ৬৪৩ ;
দাপনি—দর্পণ ; ১৪০২ ;
দাব—(সং 'দাবানল') দাবানল ; ১৯১৯ ;
দাব (সং)—বন ; ১৭৯৩
দাবই—(সং 'দ্রাবি' ধাতু) বিদ্রাবিত করে, তাড়ায় ;
১৯১৯ ;
দাব-দহন (সং)—দাবানল ;
দাবানল (সং)—কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণদ্বারা যে অগ্নি
উৎপন্ন হইয়া বন দগ্ধ করে ;
দাম (সং)—১। মাল্য ; ৫৭ ; ৩১০ ;
২। সমূহ ; ১০৩২ ;
দামা—('দাম' দ্রং) সমূহ ; ৩১৯ ;
দামিনি (নী)—বিদ্যুৎ ; ২৭০ ; ৩০২ ;
দামিনি (নী)—দাম-যুক্তা, মাল্য-যুক্তা ; ২৭০ ;
দায় (সং)—ক্ষতি অর্থাৎ সঙ্কট ; ১২৫ ; ৭৭৯ ;
দায়—(সম্ভবতঃ ফাং 'দাদ্' আইনের বিচার হইতে)
দোহাই ; ১১৬ ;
দারি—(সং 'পর-দার', হিং 'দারি'—বলপূর্ব্বক গৃহীতা
বাঁদী ; তুং উং 'দারি'—বেশ্যা) পরদার-গমন,
বেশ্যা-গমন ; ৬৪৩ ;
দারিদ—১। (সং 'দারিদ্র্য') দরিদ্রতা, অভাব ;
৬৯৯ ;
২। (সং 'দারিদ্র') দরিদ্র ; ৫২ ;
দারিদ্র্য (সং)—দরিদ্রতা ; ৮৮৭ ;
দারু (সং)—শুষ্ক কাষ্ঠ ; ১৫ ;
দারুণ (সং)—তীব্র ; ১৯৪ ;
দারুণী—(সং 'দারুণা') নিষ্ঠুরা ; ৭৮০ ;
দালাল—(ফাং 'দল্লাল') ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যবর্ত্তী
কারবার-কারী

দাসি—(সং 'দাস্য' ; উচ্চারণ 'দাসিয়') দাস্য ;
৩০৭২ ;
দাহ (সং)—জ্বালা ; ৪৩১ ;
দাহ (হই)—দহন করে ; ৪৪১ ; ১৮৩৫ ;
দাহিতে—পোড়াইতে ; ১০২ ;
দিগ—দিক্ ; ১৫৬ ;
দিগম্বর (সং)—উলঙ্গ ; ৪০২ ;
দিগান্তর—(সং 'দিগন্তর') দূরে ; ৩৬১ ;
দিজরাজ—(সং 'দ্বিজ-রাজ' দ্রং) ; ১৩৪২ ,
দিঠি (ঠিয়া)—১। দৃষ্টি ; ৬১, ১৯৭৪ ;
২। নয়ন ; ১১০ ;
দিন—দীন, দরিদ্র ; ১১ ;
দিনকর (সং)—সূর্য্য ; ১৫৬ ;
দিনি—দিন ; ৮৯ ;
দিব (ব্য)—দিব্য, শপথ ; ২৫৬ ; ৮১১ ;
দিয়ে—১। দেই ; ২০৭ ;
২। (হিং 'দিয়া') দিয়াছ ; ১৬৯৫ ;
৩। দিলেন ; ২৯৬৯ ;
দিল—(ফাং 'দিল্') মন ; ৬৪৬ ;
দিলুঁ—দিলাম ; ৯৮ ;
দিলে—দিল ; ১২১ ; ১৬০৫ ;
দিশ—দিক্ ; ১২ ;
দিশই—(সং 'দৃশ' ধাতু—'দৃশ্যতে') দেখা যায় ;
১৭৭ ;
দিশার—দিক্-দর্শক ; ১০০৩ ;
দিশি—দিকে ; ১৬২ ;
দিশি দিশি—চতুর্দ্দিকে ; ১৭৫ ;
দী—দেই ; ৬৮৫ ;
দীগ—দিক্ ; ৩৪২ ;
দীগবসন—(সং 'দিগ্বসন') দিগম্বর, উলঙ্গ ; ৩৮০ ;
দীগ-ভরাঁতি—দিক্-ভ্রান্তি, দিক্-ভুল ; ৩৪২ ;
দীঘ—দীর্ঘ ; ৯৩ ;
দীঘল—দীর্ঘ ; ৪৮ ;
দীজে—(হিং 'দীজিএ') দিউন ; ২৮৫৮ ;
দীঠ (ঠি)—১। দৃষ্টি ; ১০১ ; ১৭৪ ;

দুখ—দুঃখ ; ৭১ ; ৮৭ ;
দৃগঞ্চল (সং)—নয়নের প্রান্ত ; ৪৮২ ;
দুতর—দুস্তর, দুর্গম ; ১০০১ ;
দুধ—(হিং, বৈং 'দুধ') দুগ্ধ ; ২৪৫ ;
দুপর—দ্বি-প্রহর, মধ্যাহ্ন ; ১৫৬ ;
দুবর (স্ত্রীং 'দুবরি')—দুর্বল ; ১৬২ ; ১৭১ ;
দুষণ (সং)—দোষারোপ ; ৩৬১ ;
দুষহ—দোষ দেও ; ৫৯৩ ;
দৃষ্ট (সং)—দর্শন ; ২৩ ;
দে—(সং 'দেহ', হিং 'দেহ্') দেহ ; ১৪৪ ;
দে—('দেয়া' দ্রং) মেঘ ; ১৪৫ ;
দেই—১। দেয় ; ২ ; ১১ ;
২। দিয়া ; ২৬ ; ৪১ ;
৩। দ্বারা ; ১৭৪ ; ৩৭১ ;
দেউ—দেউক ; ১৭০৪ ;
দেওই—দেয় ; ১১৫৪ ;
দেওসি—দিতেছ ; ৮৫৮ ;
দেখই (ত)—দেখে ; ৩০১
দেখউ—দেখুক ; ২৭৩৪ ;
দেখত—দেখিতে ; ১৯০১ ;
দেখলি—(স্ত্রীং কর্ত্রী) দেখিলাম ; ১৯১৮ ;
দেখসিয়া—(দেখ + আসিয়া) আসিয়া দেখ ; ১০৮৩ ;
দেখায়লি—(স্ত্রীং কর্ত্রী) দেখাইলা ; ৬১ ;
দেখি—১। দেখিতে ;
২। দেখিয়া ; ১২৭ ;
৩। দেখিব ; ১৪৮৪ ;
দেখিয়ে—১। দেখি ; ২২৮ ; ২৮৬ ;
২। দেখা যায় ; ১৬২৯ ;
দেখিলুঁ—দেখিলাম ; ৩৪ ;
দেখোঁ—দেখি ; ১২১ ;
দেব-কুমারি—দেব-কন্যা, দেব-দাসী ; ১৪৬১ ;
দেবতি (তী)—দেবতা ; ২৫১৩ ; ২৬২৬ ;
দেব-নারি—দেব দাসী ; ১৫৪২ ;
দেবা—দেব, দেবতা ; ১১৮ ; ২০৭ ;
দেবা—(বৈং 'দেব') দান, অর্পণ ; ১০৭৮ ;
দেবি—দেবী ;
দেবি—দিব ; ১৯১২ ;
দেয়ই (ত)—দেয় ; ২৮৩ ; ৭৪৫ ;
দেয়ব—১। দিবে ; ১০ ; ৬৪ ;
২। দিব ; ৪৯ ;
দেয়ল—দিল ; ১ ; ৩৭ ;
দেয়া—(সং 'দেব') পর্জ্জন্য-দেবতা, মেঘ ; ১৪৪ ;
দেয়াসিনি—(সং 'দেব-বাসিনী') দেব-সেবিকা ; ২৪০ ;
দেল—১। দিল ; ৪১ ; ১৯২ ;
২। দিলাম ; ১৬০৪ ;
দেলা—দিলাম ; ১৬৭০ ;
দেলি—১। (স্ত্রীং কর্ত্রী) দিল ;
২। দিল ; ২৫১ ;
দেহ (সং)—শরীর ;
দেহ—দেও ; ৯ ;
দেহলি—(সং 'দেহলী') ১। দরজার চৌকাঠ ; ৩৪২ ;
২। দেউড়ী, বহির্দ্বার ; ৪২৫ ; ৭১৬ ;
দেহা—('দেহ' দ্রং) শরীর ; ৫৬ ; ৫৮ ;
দেহি—(বৈং 'দেহি') দিয়া ; ১৯০১ ;
দেহি (সং)—দেও ;
দেহী (সং)—দেহ-ধারী আত্মা ; প্রাণ ; ৩০৬৪ ;
দৈবত (সং)—দেবতা ; ২৬৬ ;
দোকান—(ফাং 'দুকান') পণ্যশালা ; ৬৪০ ;
দোকান দাকান—('দোকান' দ্রং, 'দাকান' সহচর-শব্দ) দোকান-পাট ; ৬৪০ ;
দোখ—দোষ ; ৪৩ ; ৩৭৭ ;
দোখব—দোষী করিব ; ১৯৭৫ ;
দোখল—দোষ দিল ; ৪৩৭ ;
দোখলুঁ—দোষ দিলাম ; ৪৬৯ ;
দোত—(আং 'দহ্বাৎ') মসীপাত্র, দোয়াত ; ১৭৩৭ ;
দোতি—দূতী ; ৮০ ; ১০৮ ;
দোন—(হিং 'দোনোঁ') উভয় ; ১১৯৫ ;
দোল (লা)—দোলা, হিন্দোলা ; ২৬২১ ;

ধূত—ধূর্ত্ত ; ১৯৬২ ;

ধূম—১। উৎসবের আড়ম্বর ; ৫৬ ;
২। প্রাবল্য ; ১৬১৬ ;

ধূমল—ধূম্রবর্ণ ; ১৯৬২ ;

ধূলি (স°) ধুলা ; ৪৪৬ ;

ধূসর (স°)—মলিন ; ১৬৩ ;

ধৃতি (স°)—ধৈর্য্য ; ২৮৯৯ ;

ধেনু (স°)—গাভী ; ১৪৮ ;

ধেনুক (স°)—বৃষ-রূপী অসুর ; ১২২৯ ;

ধেয়া—ধ্যান কর্ ; ২৩৭৮ ;

ধেয়াঞা—ধ্যান করিয়া ; ১৩৬৩ ;

ধেয়ান—ধ্যান ; ৩০ ; ৯১ ;

ধেয়ানী—ধ্যানী, ধ্যানস্থ ; ৩৩১ ;

ধেয়ায়—ধ্যান করে ; ১২৭ ;

ধৈরজ—ধৈর্য্য ; ৪৭ ; ৭৫ ;

ধোই—ধুই ; ৭২৭ ;

ধোয়ত—ধোয় ; ১৯৬২ ;

ধ্রুব (স°)—গানের ধুয়া অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ গেয় আস্থায়ীর অংশ ; ২৬৪৩ ;

[ন]

ন—(স° 'ন' ; হি°, মৈ° 'ন' ; বা° 'না') না ;

ন—(প্রাচীন হিন্দী বহু-বচনের বিভক্তি ; হি° 'ওঁ') ৩০৩৫ ;

নও—(স° 'নব') নব, নবীন ; ১৫৫৭ ;

নওল—(স° 'নব' ; হি°, মৈ° 'নবল') নবীন ; ৫৩৮ ; ১৫৫৭ ;

নখত—নক্ষত্র ; ১০৬৩ ;

নখতর—নক্ষত্র ; ১৬০২ ;

নখ-পদ (স°)—নখাঘাত-চিহ্ন ; ৩৮১ ; ৩৯৩ ;

নখর (স°)—নখ ; ২২ ;

নখ-রঞ্জনী (স°)—নরুন, নখ কাটিবার অস্ত্র-বিশেষ ; ৬৩৭ ;

নখ-রেখ—নখের রেখা অর্থাৎ আঁচড় ; ২৩২ ;

নখিতে—('লখিতে' দ্র°) লক্ষ্য করিতে ; ১ম ভাগ ২৮ পৃষ্ঠা ;

নগরি—নগরী, সমূহ ; ২৭১৩ ;

নছত—নক্ষত্র ; ১০৯০ ;

নট (স°)—নর্ত্তক, নৃত্য-কারী ; ২৬৮ ;

নটই (ত)—নাচে ; ১৫০১ ;

নটতি (স°)—নাচে ; ১৫০২ ;

নটন (স°)—নৃত্য ; ২২ ;

নটপটি (টিয়া)—বহু প্যাঁচ-বিশিষ্ট ; ২৭৮ ;

নটবর—১। নর্ত্তক-শ্রেষ্ঠ ; ৭৪ ; ১২০ ;
২। নর্ত্তক-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ ;

নটরাজ (স°)—নর্ত্তক-শ্রেষ্ঠ ; ২৪৯ ;

নঠ—নষ্ট ; ৪৫৪ ;

নড়ি—লড়ি, লাঠী ; ২২০০ ;

নড়ে—ধাবিত হয় ; ১২৪৫ ;

নড়ায়ল—(মৈ° 'নড়ার') নিক্ষেপ করিল ; ২৪৫ ;

নতি (স°)—প্রণতি ; ৪০৮ ;

নাথনি—ক্ষুদ্র নথ ; ২৬৯২ ;

নদ (স°)—বৃহৎ নদী ; ১৩২ ;

নদহি—(ব্র° 'নদই') নাদ করে ; ২৪৯৭ ;

ননদী (দিনী)—(স° 'ননন্দা') ননদ, পতির ভগিনী ৭৩৯ ; ৭৮৫ ;

ননি (নী)—নবনীত, মাখন ;

নমুঙা—(মৈ° 'নমুআঁ') নবীন, [illegible] ; ১৯৭ ;

নন্দন (স°)—১। পুত্র ;
২। আনন্দকারী ; ১৩৭০ ;

নন্দনা—পুত্র ; ৭৫ ;

নন্দিত (স°)—আনন্দিত ; ২৭১৩ ;

নন্দিনি (নী)—কন্যা ;

নফর (আ°)—দাস ; ১৫৪৩ ;

নবদিপ—নবদ্বীপ ; ১২২ ; ৩৭২ ;

নবধা (স°)—নয় প্রকার ; ২২৮৮ ;

নবমি (মী)—নবম-সংখ্যা-বিশিষ্টা ; ৯৭ ;

নবরঙ্গ—নারাঙ্গী বা কমলালেবু ; ৮২ ;

নবি—(স° 'নবা' হইতে) নবা, নবীনা ; ১৮১০ ;

নবিন—নবীন ; ১৪৭৯ ;

নবোঢ়া—রস-শাস্ত্রের বর্ণিত নায়িকা-বিশেষ ;—
"ক্রমে লজ্জা ভয় সনে সম্ভোগ ঘটিলে—
নবোঢ়া বলিয়া তারে কবিগণে বলে ;"
রস-মঞ্জরী

নিদান (স°)—১। কারণ ; ১৬৫ ;

২। শেষ অবস্থা ; ৯৮ ; ১৮১২ ;

৩। শেষ অবস্থায় পতিত ; ১২৮ ;

নিদারুণ (স°)—নিষ্ঠুর ; ১৫৮৯ ;

নিদেশ—নির্দ্দেশ, ঠিকানা ; ৬১ ; ৯৭ ;

নিদেশল—আদেশ করিল ; ১৭০৫ ;

নিধান (স°)—আকর ; ৯৬৫ ;

নিধারত—ধারণ করে ; ২৮৯৯ ;

নিধারল—১। নির্দ্ধারণ অর্থাৎ স্থির করিল ; ২৮৮৭ ;

২। ধারণ করিল ; ২৮৯৬ ;

নিধি (স°)—১। গর্চ্ছিত ধন ; ২০০৫ ;

২। আকর ; ২১৪ ;

নিধুবন (স°)—১। রতি-ক্রীড়া ; ১৯৯০ ;

২। বৃন্দাবনের অন্তর্গত শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিহারের স্থল-বিশেষ ; ১৯৯০ ;

নিন্দ—(স° 'নিদ্রা', হিং 'নিন্দ') নিদ্রা ; ৪০ ; ১৪৪ ;

নিন্দ (ন্দই)—নিন্দা করে ; ২১৭ ; ৫৩১ ;

নিন্দহুঁ (হ)—নিন্দা করিতেছ ; ৪৮০ ;

নিন্দউ—নিন্দা করি ; ৭০৯ ; ৭১০ ;

নিন্দল—নিন্দা করিল ; ১৯০৩ ;

নিন্দায়লি—নিদ্রিত হইল ; ২৬৫৩ ;

নিন্দি—(স° 'নিন্দিন্') নিন্দাকারী ; ১৬৭ ;

নিন্দু—নিন্দা করি ; ১৮০৮ ;

নিন্দুয়া—নিন্দা ; ১৮০৭ ;

নিন্দুয়া—(স° 'নিন্দক') নিন্দা-কারী ; ২৬৫৭ ;

নিপট—(হিং 'নিপট্ট') নিতান্ত ; ৪৭৮ ;

নিপাত (স°)—পতন ; ৩৩৯ ;

নিবন্ধ (স°)—বন্ধন, গ্রন্থি ; ২২৯ ;

নিবসই (য়ে)—বাস করে ; ৪২৮ ; ৪৯১ ;

নিবসতি—(স°)—বাস করে ; ৬২ ;

নিবাদন (স°)—উত্তম বাদন ; ২৭১৩ ;

নিবার—নিবারণ ; ৮৩৫ ; ১৬০১ ;

নিবারলুঁ—নিবারণ করিলাম ; ৪৩৫ ;

নিবারসি—নিবারণ করিতেছ ; ৭০ ;

নিবারি—নিবারণ করিয়া ; ১৯৪ ;

নিবারিবা—নিবারণ করিবা ; ৬৯৪ ;

নিবাস—(স° 'নিঃ'+'বাসস্') বস্ত্র-হীন অঙ্গ ;

নিবাস (স°)—বাস-স্থল ; ৭০৪ ;

নিবারিবা—নিবারণ করিবা ; ৬৯৪ ;

নিবাসয়া—('নিবাসা' দ্র°) ১৬৯৮ ;

নিবাসা—নিবাস, অবস্থান ; ১০৫৯ ;

নিবিড় (স°)—গাঢ়, দৃঢ় ; ১১৪ ;

নিবি-বন্ধ—(স° 'নীবি-বন্ধ') কটির বসন-গ্রন্থি ; ১১৪ ; ২০৯ ;

নিবিহক—(নিবি+হ+ক) নীবির ও (নীবি=কটির) বসন ১১২ ;

নিবীড়—নিবিড় অর্থাৎ গাঢ়-রূপে ; ১০৮৮ ;

নিবেদন (স°)—প্রার্থনা ; ২৪ ;

নিবেদব—১। নিবেদন করিবে ;

২। নিবেদন করিব ; ১৮৩ ;

নিবেদল—নিবেদন করিল ; ৮৯ ;

নিবেদলুঁ—নিবেদন করিলাম ; ১৮৩৩ ;

নিবেদহুঁ—নিবেদন করিতেছি ; ৩০৭৩ ;

নিবেদিছুঁ—নিবেদন করিতেছি ; ৩১০১ ;

নিবেশ (স°)—প্রবেশ ; ৭৬৩ ;

নিভয়ে—নিবৃত্ত হয় ; ২৫৮৪ ;

নিভাই—নির্ব্বাণ করি ; ৭৯৭ ;

নিভাইতে—নির্ব্বাণ করিতে ; ৩৪৮ ;

নিভাইল—নির্ব্বাপনের যোগ্য ; ৮৭৫ ;

নিভাণ্ডন—('নি+ভাণ্ডন', 'ভাণ্ডন' দ্র°) শোভা-যুক্ত ; ২৯৬৬ ;

নিভান—নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত ; ৮৪৬ ;

নিভায়—নির্ব্বাপিত করে ; ২৫১১ ;

নিভৃত (স°)—১। নির্জ্জন ; ২৫৭ ;

২। গোপন ; ২৫৪৮ ;

নিমগন—নিমগ্ন ; ১৯২ ; ২৭৬ ;

নিমজব—নিমগ্ন হইবে, ডুবিবে ; ২৪৮২ ;

নিমজিয়া—নিমগ্ন হইয়া ; ২১৮২ ;

নিমঞ্ছন—('নির্মঞ্ছন' দ্র°) নিছনি ; ১০৩৩

নিমালি—নির্ম্মাল্য ; ১৯১৮ ;

নিমিখ—(স° 'নিমেষ'), ১। নিমেষ-পরিমিত কাল ; ৩১৮ ;

নিরুপম (স°)—তুলনা-হীন ; ১৪ ;
নিরোধ (স°)—রুদ্ধতা ; ১১৪ ;
নির্মঞ্ছন (স°)—নিছনি, আরতি ; ২৬১৬ ;
নিলজ—নির্লজ্জ ;
নিশঙ্ক—নিঃশঙ্ক, শঙ্কা-হীন ; ২৭২ ;
নিশবদ—১। নিঃশব্দ, শব্দ-হীন ; ২৭২ ;
২। শব্দ-হীনতা, মৌন ; ৭২৯ ;
নিশয়াস—নিশ্বাস ; ৭২৯ ;
নিশসই—নিশ্বাস ফেলে ; ১৭৪ ;
নিশসি—নিশ্বাস ফেলিয়া ; ৭০ ; ১৩৬ ;
নিশান (ফা°)—১। পতাকা ; ১৪৩০ ;
২। চিহ্ন ; ২৬৫০ ;
নিশাস—নিশ্বাস ; ৪৮ ;
নিশাসই—নিশ্বাস ফেলে ; ১৬৪ ;
নিশিত (স°)—তীক্ষ্ণ ; ১৭২ ;
নিশি দিশি—(অনুপ্রাসের প্রভাবে 'দিসি' স্থলে 'দিশি') রাত্রি-দিন ; ১২৫ ; ১৬০ ;
নিশুম্ভ (স°)—শ্রীদুর্গাদ্বারা নিহত দৈত্য-বিশেষ ; ৪০৬ ;
নিশোয়াস—নিশ্বাস ;
নিশ্চল (স°)—স্থির ; ১৮৫ ;
নিষেচিত—নিষিক্ত, আর্দ্র ; ১৯৩৪ ;
নিষ্ঠ—নিষ্ঠা-যুক্ত ; ৩০৪২ ;
নিসান—(স° 'নিস্বন') ১। নিস্বন, ধ্বনি ; ১৬৫ ;
২। ডঙ্কা ইত্যাদির ন্যায় ঘোষণা-জনক বাদ্য-যন্ত্র ; ১৩৬৫
নিসিঞ্চন—নিষেক, বর্ষণ ; ২৭২০ ;
নিসিঞ্চব—নিষেক করিবে, বর্ষণ করিবে ; ২৪৯৫ ;
নিস্তল (স°)—সুগোল ; ৭২ ;
নিস্যন্দিত (স°)—নির্গলিত ; ১২ ;
নিস্বর—(স° 'নি'=অতিশয়) অতিশয়-শব্দ-যুক্ত ; ১৭৩৪ ;
নিহারসি—দেখিতেছ ; ৭০ ;
নিহারি—('নেহারি' দ্র°) ১। দেখিয়া ; ৫৭ ;
২। দর্শন ; ১৫৫৩ ;
নিহারে—দেখে ; ১৫৫৩ ;
নিঃসরু—নির্গত হইল ; ২৭০৬ ;
নীকে—(হি° 'নীক্') সুন্দর ; ২৪৪৫ ;
নীচয়ে—নিশ্চিত ; ৮৯ ; ১৬৫ ;
নীচল—নিশ্চল, গতিহীন ; ২৭১৩ ;
নীছই—('নিছনি' দ্র°) নিছনি করে ; ১১৩ ;
নীছনি—('নিছনি' দ্র°) নিঁছনি ; ১৯ ;
নীছিয়ে—নিছনি করি ; ১৬৬৭ ;
নীঝর(রে)—('নিঝরে' দ্র°) অবিশ্রান্ত বর্ষণে ; ৯১ ; ১৯৩৮ ;
নীত—(স° 'নিত্য' হইতে) নিত্য, প্রত্যহ ; ২৪৪৫ ;
নীত—(স° 'নীতি,' হি° 'নীত্') ১। নীতি ; ৪৫৯ ;
২। রীতি, রেওয়াজ ; ১৯৭৯ ;
নীন্দ—('নিন্দ' দ্র°) নিদ্রা ; ১৮৮৮ ;
নীপ (স°)—কদম্ব ; ২৯৫ ;
নীব—লইবা ; ৫০৬ ;
নীবি (স°)—কটির বসন-গ্রন্থি ; ২৪ ;
নীবি-বন্ধ (বন্ধন) (স°)—স্ত্রী-লোকের পরিধেয় বস্ত্রের কটির বন্ধনী ; ২২৪ ;
নীর (স°)—জল ; ৬৭ ;
নীরজ (স°)—পদ্ম ; ৪৮৮ ;
নীরদ (স°)—মেঘ ; ৬৭ ;
নীরধর (স°) মেঘ ; ২৪৪৭ ;
নীরস (স°)—রস-হীন ; ১৫৯ ;
নীরাধিপ—(স°)—বরুণ ; ১৫৯৬ ;
নীল—১। নীলবর্ণ ;
২। নীল-মণি (হি° 'নীলম্') ১৯ ;
নীলজ—নির্লজ্জ ; ৩৬১ ;
নীলাম্বর (স°)—নীল-বস্ত্র ; ৩৭ ;
নীলিম—(স° 'নীলিমন্') নীল-বর্ণ ; ২৪৬ ;
নুনি (নী)—(স° 'নবনীত') ননী, মাখন ; ৩১১ ;
নূনা—(স° 'ন্যূন') ক্ষুদ্র ; ২০১ ;
নৃত্যতি (স°)—নাচে ; ৭৮৯ ;
নেত—সূক্ষ্ম-রেশমী বস্ত্র ; ১২৯১ ;
নেব (বি)—লইব ; ১৮১৬ ; ১৯৭২ ;
নেবা—লইবা ; ২৪৪ ;
নেল—লইল ; ৭২৮ ;
নেহ (হা)—('লেহ' দ্র°) প্রেম ; ৬৮০ ; ৬৮৭ ;
নেহার—১। দেখ ; ৫১৪ ;

২। দেখিয়া ; ১৬১০ ;
নেহারই (ত)—(হিং, মৈং 'নিহারনা') দেখে ; ২৮১
৩৮৯ ;
নেহারণি—দৃষ্টি ; ১৩৩৬ ;
নেহারল—দেখিল ; ৯৭ ;
নেহারি—১। দৃষ্টি ; ২৮০ ;
২। দৃষ্টি করিয়া ; ১০৯১ ;
নেহারিণি—দৃষ্টি-কারিণী ; ২৭০ ;
নেহালে—দেখে ; ১৪৮৬ ;
নেহি—('নেহ' দ্রং) স্নেহ ; ১৭৯৫ ;
নৈরাকার—নিরাকার, আকার-হীন ; ৮৭৩ ;
নৈস্তিক—নিত্য-নিত্য ; ১৭৯৮ ;
নৈরাশ—১। (সং 'নিরাশ') আশা-হীন ; ১৮৭ ;
২। (সং 'নৈরাশম্') আশা-হীনতা ; ২১১ ;
নৈষ্টিক (সং)—নিষ্ঠাযুক্ত ; ৪৮১ ;
নৌতুন—(হিং 'নৌতুন') নূতন ; ৯১৯ ;
ন্যায়লি—(হিং, মৈং 'নবল (লি') নবীন ; ২৫৩ ;
ন্যাসী (সং)—সন্ন্যাসী ; ২৩৩৬ ;

[প]

পউরব—(হিং 'পৈর' ধাতু) পার হইব ; ৭৬৭ ;
পকান—(সং 'পক্কান্ন', হিং 'পকোয়ান') ঘৃত-পক্ক খাদ্য-দ্রব্য ;
পক্কান্ন (সং)—('পকান' দ্রং) ২৫৮৮ ;
পক্ষ—পক্ষী ; ১৩ ; ১৭৭৮ ;
পগ—(হিং 'পগ') পদ : ১৯৭৫ ;
পঙরলুঁ—পার হইলাম ; ৯৮৮ ;
পঙরি—(হিং 'পৈরনা') পার হইয়া ; ৪৩৯ ;
পঙার—(সং 'প্রবাল', মৈং পবার) প্রবাল ; ২৪৫ ;
পঙারব—পার হইবে ; ৯৯১ ;
পঙ্ক (সং)—১। কর্দ্দম, কাদা ; ৫২০ ;
২। পঙ্কের ন্যায় ঘন তরল বস্তু ; ২১৯ ; ৪৮৮ ;
পঙ্কজ (সং)—পদ্ম ; ২০৪ ;
পঙ্কা—১। পঙ্ক, কাদা ; ৩১৩ ;
২। পঙ্কের ন্যায় ঘন তরল বস্তু ; ৩১৩ ;
পঙ্কিল (সং)—পঙ্কযুক্ত ; ৯৮৭ ;

পঙ্গন্ধ—(সং 'পঙ্গ্বন্ধ') পঙ্গু ও অন্ধ ; ২২৪৩ ;
পঙ্গু (সং)—খোড়া ; ১২ ;
পচায়ত—পচায় ; ৫২০ ;
পজারল—প্রজ্বলিত ; ৩১ ;
পঞ্চগব্য (সং)—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র ; ১৫৭০ ;
পঞ্চদেব (সং)—শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ অবশ্য-উপাস্য পঞ্চ দেবতা
যথা—গণেশ, সূর্য্য, শিব, দুর্গা ও বিষ্ণু ; ২৬০৮ ;
পঞ্চম (সং)—পঞ্চম সুর ; ২৭০ ;
পঞ্চম-রাগিণি—পঞ্চম-সুর-প্রধান অর্থাৎ উদ্দীপক ; সুমধুর
রাগিণী ; ২৭০ ;
পঞ্চামৃত (সং)—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও শর্করা ; ১৫৭০ ;
পঞ্জনে—(?) ১০৭৬ ;
পঞ্জর (সং)—পিঁজরা ; ৪৮২ ;
১। পট (সং)—১। বস্ত্র ; ২৮৩৪ ;
২। চিত্র-পট ; ৩৬ ;
২। পট—পট্ট, রেসমী ; ২৬৭ ; ৩০২ ;
পটকল—জোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিল ; ৪৮২ ;
পটকিতে—জোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে ; ৪৮২ ;
পটতাল—চারি মাত্রার তাল-বিশেষ ; ১০৭১ ;
পটল (সং)—সমূহ ; ৬৯ ;
পটা—(১। 'পট' দ্রং) বস্ত্র, ১৫১৮ ;
পটাম্বর—পট্টাম্বর, রেসমী বস্ত্র ; ৮৫৫ ;
পটিম—(সং 'পটিমন্') নৈপুণ্য ; ২৪৬২ ;
পটীর (সং)—চন্দন ; ২১৬৪ ;
পড়ই—পতিত হয় ; ৮৬ ;
পড়ল—পড়িল, পতিত হইল ; ৭০ ;
পড়সী—(সং 'প্রতিবেশী') প্রতিবেশী ; ৮৫৭ ;
পড়ায়লি—পাতিত করিলা, ফেলিলা ; ৩৭৬ ;
পড়ু—১। পতিত হয় ; ৩৭ ;
২। পতিত হইল ; ১০৯৬ ;
পড়্যারি—প্রতিহারি, দ্বারপাল ; ১৫৪২ ;
পঢ়ই (ত)—পাঠ করে ; ২৪৯৭ ; ২৬৫৬ ;
পঢ়াই—পড়াইল ; ১৪৯২ ;
পঢ়াওল—পাঠ করাইল ; ৩৯৯ ;
পঢ়ায়ত—পাঠ করায় ; ৫৬৭ ;

পণ (সং)—১। প্রতিজ্ঞা ; ১৪৫ ;
২। মূল্য ; ১০০১ ;
পণ্ডিত (সং)—১। শাস্ত্রজ্ঞ ;
২। শ্রীগদাধর পণ্ডিত : ১৬ ;
পতগ (সং)—ফড়িং ; ১০৩৮ ;
পতঙ্গ (সং)—(স্ত্রীং ‘পতঙ্গী’) ফড়িং ; ১৫৮ ;
পততি—পতিত হয় ; ১১৭৩ ;
পতনি—উত্তরীয়, উড়ণী ; ২৪১৬ ;
পতাক—পতাকা, ধ্বজা ; ১০৬০ ;
পতিআশ—প্রত্যাশা ; ৯৬২ ;
পতিতন—(‘পতিত’ শব্দের ব্রং বহু-বচন) পতিত-সকল ;
২৯৭১ ;
পতিবরতা—পতিব্রতা ; ৩৯৮ ;
পত্রক (সং)—চন্দনাদি দ্বারা রচিত চিত্র-রাজি : ২৪৬২ ;
পদ (সং)—১। চরণ ; ১২ ;
২। স্থান ; ৬৯ ;
৩। চিহ্ন ; ৩৫০ ; ৩৭৩ ;
৪। বাক্য ; ৩৫০ ;
পদউধ—(সং ‘পদায়ুধ’) কুক্কুট ; ১৫১২ ;
পদবি—পদবী, উপাধি ; ৫৫৩ ;
পদাবলী—১। পদ অর্থাৎ গীত সকল ;
২। শব্দ-সমূহ ; ১৪২ :
পদুম—পদ্ম ; ১৬৭৭ ;
পদুমা—(পদ্মাকৃতি ?) মিষ্টদ্রব্য-বিশেষ ; ২৫৫৭ ;
পদুমিনি (নী)—(সং ‘পদ্মিনী’)
১। পদ্মিনী, পদ্ম ; ২৪৮৫ ;
২। পদ্মিনী-জাতীয়া নারী ; ১২৬ ; ৫৫৩ ;
পদ্মচিনি—উত্তর-বঙ্গে ঐ নামে প্রসিদ্ধ নারিকেলের গঙ্গাজলী
সন্দেশ ; ২৫৫৭ ;
পদ্মা—চন্দ্রাবলীর প্রিয় সখী ; ১৪৭৭ ;
পদ্মাবতি (তী)—১। জয়দেবের পত্নী ; ১৩ ;
২। হাড়াই ওঝার পত্নী, শ্রীনিত্যানন্দের মাতা ; ৮ ;
পন (পনা)—(সং ‘ত্ব(ং)’ প্রত্যয় ; অপং ‘বন্’, ‘পন্’) ‘ত্ব’
বা ‘তা’ প্রত্যয় ; ৬০৯ ; ৭৮২ ; ৭৯১ ; ৮১৩ ;
পনস (সং)—কাঁঠাল ; ১২৬০ ;

পনা—পণ, প্রতিজ্ঞা ; ৬০৯ ; ৩ ;
পন্থ—(সং ‘পথিন্’—পন্থা ; হিং ‘পন্থ্’) পথ ; ৭০ ;
পন্থিক—(সং ‘পথিক’, হিং ‘পন্থী’) পথিক ; ৪৮৯ ;
পম্নারি—(সং ‘পদ্মনাড়ী ; মৈং ‘পঞোনারি’) পদ্মের মৃণাল ;
২৪৫ ;
পপিহা—চাতক পক্ষী : ১৭৭০ ;
পয়সি (সং)—জলে ; ৫৯ ;
পয়াগ—প্রয়াগ-তীর্থ ; ৫৯ ;
পয়াণ (ণি)—(সং ‘প্রয়াণ’) গমন ; ২৫১৩ ; ২৫৫০ ;
পয়ান (নি)—(‘প্রয়াণ’ দ্রং) গমন ; ৩৭ ; ৪৫৮ ;
পয়ে—(সং ‘উপরি’ ; অপং ‘পরি’, ‘পই’, ‘পয়’)
১। উপরে ; ২৩৩ ; ৩৬৬ ;
২। হইতে ; ২০৩৯ ;
পয়ে—(মৈং ‘পয়্’, ‘পৈ’) যদি, যদিও ; ৭৬৯ ; ১০৪৯ ;
পয়োধর (সং)—স্তন ; ১৯৩ ;
পয়োধি (সং)—সমুদ্র ; ১০৯৬ ;
পর (সং)—১। অন্য ; ৪০৫ ;
২। অতীত ; ৬৩৬ ;
পর—১। উপরে ; ৬১ ; ৩৬৯ ;
২। মধ্যে ; ৪৭৭ ;
পর—প্রহর ; ১৩৭৭ ;
পরকার (রি)—(সং ‘প্রকার’) উপায়, কৌশল ; ৪৬৩ ;
৪৪২ ;
পরকাশ—প্রকাশ ; ১৫ ; ৫০ ;
পরকাশ—প্রকাশ করিল ; ২২১৫ ;
পরকাশই—প্রকাশ করে ; ২২৭ ;
পরকাশল—১। প্রকাশ করিল ;
২। প্রকাশ করিলাম ; ১৯৬ ;
পরকাশি—প্রকাশ করিল ; ২৫৫ ;
পরকিত—প্রকৃত, যথার্থ ; ৮১ ;
পরখি—পরীক্ষা করিয়া ; ৯৫৮ ;
পরচার (রি)—প্রচার, প্রকাশ ; ১০৫ ; ২৩৭ ;
পরচারি—প্রচারিত করিল ; ২৪২৮ ;
পরচারী—প্রচার-কারী ; ১৩০৭ ;
পরচুর—প্রচুর ; ২০৯ ;

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে 'পরতেক' ও 'পরতেক' শব্দদ্বয় যথাক্রমে 'প্রত্যেক' ও 'প্রত্যক্ষ' অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। পদকল্পতরুতে 'পরতেখ' রূপটী দৃষ্ট হয় নাই ; সুতরাং উক্ত পার্থক্য সুবিধাজনক হইলেও, আমরা আনুমানিক পাঠ সংশোধন করা সঙ্গত মনে করি নাই।—সম্পাদক।

পরশি (শিয়া)—স্পর্শ করিয়া ; ২১২ ;
পরশিতে—স্পর্শ করিতে ১০০ ;
পরশিহ—স্পর্শ করিও ; ২২২ ;
পরশংস—১। প্রশংসা করে ; ৭৫৮ ;
২। প্রশংসা করিল ; ১৬৭৯ ;
পরসঙ্গ—প্রসঙ্গ, কাহিনী ; ৭৯ ; ১৫৬ ;
পরসন্ন—১। প্রসন্ন ; ৮১ ;
২। প্রকাশ ; ২৫৩৬ ;
পরসাদ—১। প্রসাদ, প্রসন্নতা ; ৫৩ ;
২। প্রসাদ, অনুগ্রহ ; ৮৯ ; ২২৯ ;
পরহার—প্রহার, আঘাত ; ২৫১ ;
পরাক্রম (সং)—ক্ষমতা ; ২৮৯৯ ;
পরাগ (সং)—ফুলের রেণু ;
পরাচীত—প্রায়শ্চিত্ত ; ১৯৩৯ ;
পরাজয়ি (য়ী)—পরাজয়-কারী ; ১৮২ ;
পরাণি (ণী)—প্রাণ ; ১৮৩ ; ৭৪২ ;
পরাত (তর)—প্রাতঃকাল ; ৯৯৬ ;
পরাধিনী—পরাধীনা ; ৮১৪ ;
পরাৎপর (সং)—শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ ; ২৮৮০ ;
পরাপর (সং)—পর ও অপর অর্থাৎ নিজ ও পর ; ২৮৬৮ :
পরাভব (সং) পরাজয় ; ৩৫০ ;
পরাভব—(৫৭ সং পদের টীকা দ্রং) প্রভাব ; ৫৭ ;
পরার্দ্ধ (সং)—১। হিন্দু-গণিতের অন্তিম সংখ্যা ;
২। পরার্দ্ধ-ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অংশ নাই ; ৩০৯৯ ;
পরায়লি—পরাইল ; ২২১৫ ;
পরি—(সং 'উপরি') উপরে ; ৫৯ ; ৪০৯ ;
পরিকর (সং)—সহকারী ; ১৭ ;
পরিক্রম (সং)—তীর্থ-স্থানের ধর্ম্মার্থে পরিভ্রমণ ; ৩০৫১ ;
পরিখণ—('পরীখণ' দ্রং) পরীক্ষা ; ৫৩৮ ;
পরিখত—পরীক্ষা করে ; ১৯০৪ ;
পরিচরু—পরিচর্য্যা অথাৎ সেবা করে ; ২৮৯৩ ;
পরিচ্ছেদ (সং)—সমাপ্তি ; ৭০০ ;
পরিজন (সং)—পরিবার-বর্গ ; ১৬৬ ;
পরিণাম (সং)—শেষ-ফল ; ১০০ ;
পরিণামা—পরিণাম, শেষ-ফল ; ৯৩৯ ;
পরিতাপ (সং)—খেদ ; ১৬১৭ ;
পরিতেজব—পরিত্যাগ করিবে ; ১৬৮৫ ;
পরিপাটি (টী)—(সং 'পরিপাটী') পর্য্যায়, শৃঙ্খলা ; ৯০ ; ১০২ ;
পরিপালহ—পরিপালন কর ; ৫৫৩ ;
পরিপীড়সি পীড়ন করিতেছ ; ৮৫৬ ;
পরিপূর—পরিপূর্ণ ; ১৫১ ;
পরিপূর (রয়ে)—পরিপূর্ণ করে ; ৮৩১ ; ১১০০ ;
পরিপূরব—পরিপূর্ণ হইবে ; ৩০৫৭ ;
পরিপূরল—পরিপূর্ণ করিল ; ৫৬০ ;
পরিপূরহ—পরিপূর্ণ করে ; ৯ ;
পরিবন্ধ—(সং 'প্রবন্ধ') বন্ধন ; ৪১৩ ;
পরিবাদ (সং)—কলঙ্ক, কুৎসা ; ১১৭ ,
পরিবাদব—কুৎসা করিবে ; ২০৩৯ ;
পরিবাদসি—কুৎসা করিতেছ ; ৪২৪ ;
পরিবাদিনি—(সং 'পরিবাদিন্+ঈপ্) পরিবাদ অর্থাৎ নিন্দাকারিণী ; ২৪৬৭ ;
পরিবাদিনী (সং)—বীণাযন্ত্র-বিশেষ ; ৪৮৩ ;
পরিবার (সং)—আত্মীয়, স্বগণ ; ১৬ ; ১৭ ;
পরিযঙ্ক—পর্য্যঙ্ক, খট্টা ; ১০০ ;
পরিযন্ত—পর্য্যন্ত, অবধি ; ৩০৩ ;
পরিরম্ভ (ম্ভণ) (সং)—আলিঙ্গন ; ৫৩ ; ৫২৪ ;
পরিসর—(সং 'প্রসর') বিস্তৃত ; ১৬৭৭ ;
পরিহর—১। পরিত্যাগ করে ; ১১৪ ; ৩৩৭ ;
২। পরিত্যাগ কর ;
৩। ক্ষমা কর ; ১১১ ;
পরিহঁরি—পরিত্যাগ করিয়া ; ১৮৮ ;
পরিহরু—১। পরিত্যাগ করুক ; ১৬২৫
২। পরিত্যাগ করে ; ২৮৯৬ ;
পরিহার (সং)—দৈন্য, মিনতি ; ২১ ; ২২৮ ;
পরিহারল—('পরিহার' দ্রং) মিনতি করিল ; ২৪৯৬ ;
পরিহারসি—পরিত্যাগ করিতেছ ; ৫১৩ ;
পরিহারে—মিনতি করে ; ২৯৭৪ ;
পরিহাস (সং)—ঠাট্টা ; ২৩৮ ;

পরিহাসসি—পরিহাস করিতেছ ; ৫৫৩ ;
পরিহাসে—পরিহাস করে ; ৮১ ;
পরীখত—পরীক্ষা করে ; ৯৯১ ;
পরীখন—(সং 'পরীক্ষণ') পরীক্ষা ; ৩৭৩ ;
পরোক্ষ (সং)—দৃষ্টির অগোচর ; ২০৭১ ;
পর্ণ (সং)—পাণ ; ১০৮২ ;
পর্ব্বয়া—(সং 'পর্ব্ব') সন্ধি-স্থানের দ্বারা ; ২৬৫৭ ;
পলক—১। পল-মাত্র কাল ; ৮৭ ;
২। চক্ষুর নিমেষ ;
পলকন—(হিং 'পলক্‌না') চক্ষুর পলক ফেলা ; ২৮৩৩ ;
পলকাধো—(সং 'পলকার্দ্ধ' হইতে) অর্দ্ধ-পল-পরিমিত সময় ; ১৮২৩ ;
পলটি—('পালটি' দ্রং)
পলাশ (শা)—(সং 'পলাশ') পত্র ; ১৬৪০ ;
পশি—প্রবেশ করিয়া ; ২০৩ ;
পশুজ (সং)—পশু-জাতীয় প্রাণী ; ১৭৫৫ ;
পসরা—(সং 'প্রসার') পণ্য-দ্রব্যের দোকান ; ৭০০ ;
পসায়ন (নি)—(সং 'প্রসাধন', অপং 'পসাহন') সাজান ; ২৩৬ ;
পসার (রি)—('পসরা' দ্রং) পণ্য-দ্রব্যের দোকান ; ২১৯৯ ;
পসারই (ত)—প্রসারিত করে ; ৪৪৯ ;
পসারব—প্রসারিত করিব ; ১৯৭৩ ;
পসারল—প্রসারিত করিল ; ৫২ ; ১৮৪০ ;
পসারলি—(স্ত্রীং কর্ত্রী) প্রসারিত করিলা ; ৬১ ;
পসারি—১। প্রসারিত করিল ; ১৭০ ; ২৪২৮ ;
২। প্রসারিত করিয়া ; ৬১ ;
পসারি (রিয়া)—(সং 'প্রসারী') ১। বণিক্, বেণে ; ৬৪০ ;
২। পণ্য-দ্রব্যের বিক্রয়-কারী ; ১১৪৬ ;
পসারিণি—('পসারি' দ্রং) পণ্য-দ্রব্যের বিক্রয়-কারিণী ; ১১৪৬ ;
পসাহন—('পসায়ন' দ্রং) সাজান ; ১০৩৫ ;
পহরি—প্রহরী ; ৩৬২ ;
পহির—পরে ; ১৫৫৭ ;
পহিরই (ত)—পরে ; ২৮১ ;
পহিরণ—পরিধান, পিন্ধন ; ২২৩ ; ১৫৮৩ ;
পহিরব—পরিব ; ১৯৭৫ ;
পহিরল—পরিল ; ৪৮৩ ;
পহিরলি—(স্ত্রীং কর্ত্রী) পরিল ; ১৬৯৪ ;
পহিরলুঁ—পরিলাম ; ৯০১ ;
পহিরাওয়ে—পরাইল ; ২৯৬৯ ;
পহিরাণ—('পহিরণ' দ্রং) পরিধান ; ২৪৩৩ ;
পহিরায়ব—পরাইব ; ৩০৬৮ ;
পহিরায়হ—পরাও ; ৩৪২ ,
পহিরি—১। পরিয়া ; ৯৯৩ ;
২। পরিয়াছে ; ১০৯০ ;
পহিল—(হিং 'পহলা', মৈং 'পহিল') প্রথম ; ২২০ ;
পহুঁ (হু)—(সং 'প্রভু', মৈং 'পহু') প্রভু, স্বামী ; ৬ ; ১৯১ ;
পাঁচনী—রাখালদিগের হাতের নড়ি ; ১১৮৬ ;
পাঁচবাণ—পঞ্চবাণ, কামদেব ; ১১৫ ; ১৭৫ ;
পাঁজর—পঞ্জর, বুকের হাড় ; ২০৫ ; ৩১৯ ;
পাঁজি—(সং 'পঞ্জী') পঞ্জিকা, পাঁজি ; ৫৭৩ ;
পাঁত—('পাঁতি' দ্রং) পংক্তি, শ্রেণী ; ২৭৫২ ;
পাঁতর—প্রান্তর, মাঠ ; ৩২১ ,
পাঁতি—(সং 'পত্রী') পত্র ;
পাঁতি (তিয়া)—(সং 'পঙ্‌ক্তি') পঙ্‌ক্তি, সারি ; ২১ ; ১২৭৯ ;
পা—(সং 'পাদ'; প্রাং 'পাঅ' ; পূং বং 'পাও') পদ, চরণ ; ১২২ ; ৩২০ ;
পাই—পারি ; ৭৩১ ;
পাই—পাইয়া ; ৯১ ; ৯৯ ;
পাইয়ে—পাই ; ২৮ ; ১৮১৪ ;
পাউ—পাদুক ; ১৪৭৭ ,
পাউখ (স)—(সং 'প্রাবৃষ') বর্ষা-কাল ; ৯২৭ ; ১৭১০ ;
পাওই (ত)—পায় ; ১৭৬ ; ২০৭ ;
পাওন—প্রাপ্তি ; ২৮৯৩ ;
পাওয়ে—পায় ;
পাওব (বে)—১। পাইবে ; ১৮১৩ ;

২। পাইব ; ১৮২৭ ;
পাওল—পাইল ; ৩৮ ;
পাওলুঁ—পাইলাম ;
পাক (সং)—১। পরিণাম, দশা ; ২১২২ ;
২। ফিকির ; ৬৭৯ ;
পাকড়ি—(হিং 'পকড়্না') জোরে ধরিয়া ; ৩৭৭ ;
পাকল (সং)—পক্ব ; ২১৮৯ ;
পাখাল—প্রক্ষালিত করিয়া ; ১৪৭১ ;
পাখালই—প্রক্ষালিত করে, ধোয় ; ৬১৫ ;
পাখিয়—পাখী ; ১৮০৫ ;
পাখী—১। পক্ষী ;
২। পাখ-বিশিষ্ট ; ২৪৫৮ ;
পাখ্যের—পক্ষীর ; ১৩৮৬ ;
পাগ—পাগ্ ড়ি ; ৬৪৫ ;
পাগড়ি—(হিং 'পগ্ড়ী') পাগ ; ২৭৮ ;
পাগা—পক্বীকৃত, পাক-করা ; ৯৩৪ ;
পাঙ—(উচ্চারণ—'পাউ') পাই ; ৭২৬ ;
পাছু—(সং 'পশ্চাৎ' ; হিং, মৈং 'পিছু') পাছ ; ৮০২ ;
পাঞা—পাইয়া ; ২৬ ;
পাঞাছে—পাইয়াছে ; ২০২ ;
পাট—(সং 'পট্ট') ;
১। পট্ট-বস্ত্র, রেশমী-কাপড় ; ৮১৭ ;
২। পট্টক, পাটা ; ১০৮০ ;
৩। সিংহাসন ; ১৩৯৭ ;
পাটল (সং)—গোলাপী রং ; ১৩৩১;
পাটল—(সং 'পাটলি') পারুল ফুল ; ১৪৩১ ;
পাটল (সং)—এক-জাতি সুগন্ধি বন্য গোলাপ ; ১৪৩০ ;
পাটা—(সং 'পট্টক') ১। শিল ; ২১৭৪ ;
২। পাট্টা, ভূম্যধিকারীর প্রদত্ত হুকুম-নামা ; ১৩৯৬ ;
পাটা—উত্তরীয়-বস্ত্র, চাদর ; ২৭৯৭ ;
পাটাবুকী—যে নারীর বুক পাটার মত দৃঢ় ; ২৫৯৬ ;
পাটাম্বর—পট্ট-বস্ত্র, রেশমী কাপড় ; ৫৪৪ ;
পাটী—(সং 'পাষ্টি') পাশা ; ২৭৯৫ ;
পাড়িলে—পাতিত করিল, নিক্ষেপ করিল ; ১৮৫৪ ;
পাটোয়ার—(সং 'পট্টবারিন', 'পাটোয়ারী' দ্রং, বাং শং)
(কন্দর্প-রাজের) কার্য্য-কারক ; ১২৮১ ;
পাণি (সং)—হাত ; ৫০৯ ;
পাণিশাখ—করের অঙ্গুলি ; ৭৮৯ ;
পাত—(সং 'পত্র') গাছের পাতা ; ৫৩৮ ;
পাত (সং)—পতন ; ১৮৪২ ;
পাতব—পাতিবে ; ১৩৩৪ ;
পাতল—(সং 'প্রতনু' ?) পাত্লা, মিহি ; ৭২৭ ;
পাতি—পাতিয়া, বিছাইয়া ; ৭৫ ;
পাতি-তিয়-তিয়া—(সং 'পত্রী' হইতে) পত্র ; ১৮০৯ ; ২১৮৫ ;
পাতিয়াই (য়)—প্রত্যয়, বিশ্বাস ; ১৭৯১ ; ১৮২৭ ;
পাতিয়াই—(সং 'প্রত্যেতি') প্রত্যয় করে ; ১৯৫৭ ;
পাতিয়াওব (য়ব)—(মৈং 'পতিআব') প্রত্যয় করিবে ; ২৩১ ;
পাতিয়াওয়ে—প্রত্যয় করে ; ১৭৩২ ;
পাতিয়ারা—প্রত্যয়, বিশ্বাস ; ২৪৪ ; ১৪৭১ ;
পাত্র (সং)—রাজ-মন্ত্রী ; ১৪৯২ ;
পাথার—(সং পাথোধর', অপং 'পাথোহর')
১। সমুদ্র ; ১২৩ ; ৩০০ ;
২। প্রান্তর ; ১৩৯৮ ;
পাদুক—পাদুকা ; ২০৪ ;
পানই—(সং 'উপানহ্') চর্ম্ম-পাদুকা ; ১১৮৯ ;
পানা—(সং 'পানক', অপং 'পানঅ') সরবৎ ; ২৫৫৭ ;
পানা—জলজ ভাসন্ত উদ্ভিদ্-বিশেষ ; ৮৭২ ;
পানা—('পারা' দ্রং) সদৃশ, তুল্য ;
পানি (নী)—(সং 'পানীয়' ; হিং, মৈং 'পানী') জল ; ৫০৯ ;
পানি-ঝার—সর্প-বিষের এক-প্রকার ঝাড়া, যাহাতে জল-পূর্ণ কলসী আবশ্যক হয় ; ১০৭৬ ;
পাপ (সং)—১। অধর্ম্ম ;
২। পাপী ; ১০৪ ; ২৫২ ;
পাপিয়া—পাপী ; ৯৫১ ;
পাব—১। পায় ; ৭৯ ; ১০৬ ;
২। পাই ; ৭৯ ;
৩; পাইবা ; ৭২৯ ; ১৮৪৩ ;

৪। পাইব ; ৪৫৭ ;

পাবই—পায় ; ৫৫৩ ;

পাবক (স°)—অগ্নি ; ৫৭ ;

পাবন (স°)—পবিত্র ; ২৯৫৮ ;

পাবস—(সং 'প্রাবৃষ্') বর্ষা-কাল ; ১৫৫৭ ;

পামর (স°)—অধম ; ১৮ ; ২৭৯ ;

পামরি (রী)—১। নীচ-বংশ-জাতা ; ১৭৪০ ;

২। অধমা ; ১৬৮৪ ;

পায়—পা'কে, চরণকে ; ৮৩৫ ;

পায়ই—পায় ; ৩০৩ ;

পায়ব—পাইবে ; ১২ ;

পায়ল—পাইল ; ১১৫ ;

পায়লি—পাইলি ; ৩৫ ;

পায়লুঁ—পাইলাম ; ২৮ ;

পায়স (স°)—দুগ্ধ-জাত মিষ্টান্ন-বিশেষ ; ১১৫২ ;

পার—১। পারে ; ২১৮ ;

২। পারি ; ২৮০ ;

পারই—১। পারে ; ৩৭ ;

২। পারিয়া ; ১৭১ ;

পারত—পারে ; ২৩২ ;

পারা—(স° 'প্রায়',, অপ° 'পরায়') প্রায় ; ১৩৪ ; ২২৬ ;

পারা—পারে ; ১৮৭৭ ;

পারাপার (সং)—ঐ কুল ও এই কুল ; ৮৭৩ ;

পারাবার—('পারাপার' দ্র°) ঐ কুল ও এই কুল ; ৩০২৭ ;

পারি—পারে ; ৩২১ ;

পারিয়ে—১। পারি ; ৭৫ ;

২। পারা যায় ; ২২৭ ; ২৬৯ ;

পারিষদ (স°)—সভাসদ, সদস্য ; ১০ ;

পার্ষদ (স°)—সহচর ; ৩০৫৬ ;

পালঙ্ক—(স° 'পল্যঙ্ক') খাট ; ৩১১ ;

পালটল—উল্‌টা হইল ; ১০৭৮ ;

পালটাব—ফিরাইবে ; ২১২ ;

পালটায়—ফিরায় ; ২২১ ;

পালটি—১। ফিরিয়া ; ২০০ ;

২। উল্‌টাইয়া ; ২০৯ ;

৩। পুনরায় ; ২০০ ; ২০৫ ;

পালনা—পালন, রক্ষা ; ১২৭৭ ;

পালা—(স° 'প্রালেয়') ঘনীভূত শিশির ; ১৮৯৯ ;

পাশ (শা)—(স° 'পার্শ্ব' , হি°, মৈ° 'পাস্')

১। পার্শ্ব-দেশ ; ২০৫ ; ১৭০১ ;

২। পাশে, নিকটে ; ১৬ ; ৪৮ ;

পাশ (শা)—(স° 'পাশক') পাশা-খেলা , ২৬৬৯ ; ২৭৯৪ ;

পাশ (স°)—১। রজ্জু, দড়ি ; ২৭ ;

২। ফাঁস, ফাঁদ ; ৫৯ ; ১৯৪ ;

পাশক (স°)—পাশা ; ২৬৭৩ ;

পাশোয়াল—('পাশা'+'ওয়ালা') পাশা-খেলায় নিপুণ ; ২৭৯৪ ;

পাষণ্ড (স°)—শাস্ত্রে অবিশ্বাসী, নাস্তিক ; ২৭৮ ;

পাসবয়ে—(স° 'বি'+'স্মৃ' ধাতু) ভুলে ; ১২৫ ;

পাসরা—ভুলা ; ১৪১ ;

পাসরিতে—ভুলিতে ; ১২৫ ;

পাসরিল—বিস্মরণের যোগ্য ; ৮৩৮ ;

পাসরোঁ—ভুলি ; ৯০০ ;

পাহুক—(স° 'প্রাবৃষ্') বর্ষা-কাল ; ৯৮[illegible] ,

পাহুন—(স° 'প্রাধুনিক', হি° [illegible]) প্রবাসী ; ১৭৩৫ ;

পিউ—পাপিয়া-পাখীর শব্দ ১৭৩০ ,

পিউ—(স° 'প্রিয়,' অপ° 'পিঅ') প্রিয়তম ; ১৬১১ ; ১৭৩০ ;

পিউলি—পীত-বর্ণা গাভী ; ১১৯২ ;

পিও—('পিউ' দ্র°) ১। চাতকের শব্দ ; ২১৯৪ ;

২। পান করি ; ২১৯৪ ;

১। পিক (কু)—(স° 'পিক') কোকিল ; ১০৮৮ ; ১৪২৮ ;

২। পিক—চর্ব্বিত পানের রস ; ২৮২৩ ;

পিচকা—পিচকারি ; ১৪২৫ ;

পিছলিতে—সরাইতে ; ৮৯৯ ;

পিছলে—সরে ; ৮৯৯ ;

পিছিলা—পশ্চাদ্বর্ত্তী ; ৬৭৯ ;

পিঞ্ছ—ময়ূর-পুচ্ছ ; ৯০ ;

পিঞ্জর—(স° 'পঞ্জর') পিঞ্জরা ; ২৯১ ;

পিঢ়া—(স° 'পীঠ') পিঁড়ি ; ২৭৯১ ;

পিত—পীত, হরিদ্রা-বর্ণ ; ৪৩১ ;

পিনাক—বাদ্য-যন্ত্র-বিশেষ ; ১২৭৮ ;

পিন্ধন—পরিধান ; ১৩৫ ;

পিন্ধায়ল—পরাইল ; ৪৩৬ ;

পিপিয়—পাপিয়া, চাতক-পক্ষী ; ৭৬৯ ; ১৮০৫ ;

পিবই—পান করে ; ১৬৮৩ ;

পিবইতে—পান করিতে ; ১২ ; ৫৩ ;

পিবউ—পান করুক ; ৫৩২ ;

পিবি—পান করিয়া ; ৭৬১ ;

পিয়—('পিয়' দ্র°) প্রিয়তম ; ১০৫ ;

পিয় (য়া)—(স° 'প্রিয়' ; হি°, মৈ° 'পিআ') প্রিয়তম ; ৫৫৩ ;

পিয়ত—গান করে ; ২৪৫৫ ,

পিয়ব—পান করিবে ; ১৯৭৪ ;

পিয়য়ে—পান করে ; ৫১৬ ;

পিয়ল (লি)—(স° 'পীত' ; বা° 'ল' প্রত্যয়) পীত-বর্ণ, হরিদ্রা-বর্ণ ; ১৪৯ ; ১৩৪৬ ;

পিয়া—পান করিয়া ; ১৩ ;

পিয়ারি (হি°)—প্রিয়া ; ৫৫৩ ;

পিয়াল (লা)—ফল-বৃক্ষ বিশেষ ; ১২৬০ ; ২৭১০ ;

পিয়াস—পিপাসা ; ৩৬৮ ;

পিয়াসা—পিপাসা-যুক্তা ; ১০৫৯ ;

পিয়ে—১। পান করে ; ৯৮ ;
২। পান করিয়া ; ৯৬৩ ;

পিরিত (তি)—প্রীতি , প্রণয় ; ৬ ; ২২৩ ;

পিরীত—প্রীতি, প্রণয় ; ৬৪ ; ৯৯ ;

পিলে—পান করিলে ; ১৩৬০ ;

পিশুন (স°)—১। নিন্দক ; ৮৫৬ ;
২। দুষ্ট ; ১৮৫৭ ;

পী—('পিবি' দ্র°) পান করিয়া ; ২৬৮ ;

পীক—('পিক' দ্র°) চর্ব্বিত পানের রস ; ২৮৩৪ ;

পীছল—(স° 'পিচ্ছিল') পিছল ; ১০০১ ;

পীঠ—পৃষ্ঠে, পিঠে ; ৭২৭ ; ৭২৯ ;

পীঠল—(বা° শ° 'পিটলী' দ্র°) এক-প্রকার বৃক্ষ ; ১৪৩১ ; ; ১৭৩৬ ;

পীত (স°)—হরিদ্রা-বর্ণ ; ৯১ ,

পীতিম (স°)—পীত-বর্ণ ; ২৫১৩ ;

পীন (স°)—স্থূল ; ১২৯৯ ;

পীনস্থলী—স্থূল-অঙ্গ ; ১২৯৯ ;

পীব (বই)—পান করে ; ৩৫১ ; ১৩২১ ;

পীবউ—পান করুক ; ৫৩২ ;

পীবত—পান করে ; ১৭৫৪ ;

পীয়ব—পান করিব ; ১৭৯৮ ;

পীয়লুঁ—পান করিলাম ; ৩০১৮ ;

পীযূষ (স°)—অমৃত ; ৮৯২ ;

পীয়ে—পান করে ; ১৯০ ;

পীলু—এক-জাতি ফল ; ২৬৫১ ;

পুছই (ত)—(স° 'পৃচ্ছ' ধাতু ; হি°, মৈ° 'পুছনা') জিজ্ঞাসা করে ; ২৫৭ ;

পুছইতে—জিজ্ঞাসা করিতে ; ৪৯ ;

পুছসি—জিজ্ঞাসা করিতেছ ; ১৫৪ ;

পুছারি—(স° 'পৃচ্ছা', অপ° 'পুরিছা') জিজ্ঞাসা ; ২৪৯ ; ২৪২ ;

পুছিয়ে—জিজ্ঞাসা করি ; ৯৪ ;

পুছে—জিজ্ঞাসা করে ; ৫০ ;

পুছেরি—('পুছারি' দ্র°) জিজ্ঞাসা ; ২৩০ ;

পুজক (স°) পূজা-কারী ; ১৫২৩ ;

পুজাওল—পূজা করিল ; ১৫২৩ ;

পুজায়ব—পূজা করাইব ; ২৮৬৩ ;

পুজায়বি—পূজা করাইবি ; ২৮৬৩ ;

পুজায়ল—পূজা করাইল ; ১৪৯২ ;

পুঞ্জ (স°)—রাশি ;

পুঞ্জর (স°)—পুঞ্জ-যুক্ত ; ৭৮৯ ;

পুট-পাক (স°)—বদ্ধ-মুখ পাত্রে পাক; ১৯০৯ ,

পুণ—পুণ্য ; ৩৭৬ ;

পুণবত—পুণ্যবন্ত ; ৬১৭ ;

পুণবতি—পুণ্যবতী ; ১৬৪৪ ;

পুণভাগ (গি)—পুণ্য-ভাগ্য ; ১০০২ ;

পুণমি—('পুণিম' দ্র°) পূর্ণিমা ; ১৭৬৬ ;

পুণমিক—পূর্ণিমার ; ২৪৩৮ ;

পুণিম—পূর্ণিমা ; ১২০ ;

৩। দেখিয়া ; ৪৮৮ ;

৪। দেখিল ; ৫২৮ ;

পেখিয়া—দেখিয়া ; ১৭৬৬ ;

পেচ—(ফা° 'পেঁচ') বেষ্টন ; ২৮৬০

পেড়া—(হি° 'পেড়া') ক্ষীরের সন্দেশ ; ২৫৯৭ ;

পেরলি—(স্ত্রী° কর্ত্রী) প্রেরণ করিল ; ২৪৯৬ ;

পেলল—১। অন্দোলিত ; ১৩৩৬ ;

২। ফেলিল ; ৭২১ ;

পেলাই—ফেলি ; ৯৫৪ ;

পেলি (য়া)—ফেলিয়া ; ৩৬১ ; ১১৪৭ ;

পেলিয়ে—ফেলি ; ৭৭৮ ;

পেশল—(স° 'পিষ' ধাতু) নিষ্পেষিত করিল ; ৫৭৬ ; ৫৮৫ ;

পেশল—(স° 'প্র'+'বিশ্' ধাতু) প্রবেশ করিল ; ৫৬৩ ;

পেশল (স°)—কোমল ;

পেশলি—['পেশল' (স°) দ্র°] কোমলা ; ১৮০৪ ;

পৈঠ—প্রবেশ করে ; ২৫০৫ ;

পৈঠত—প্রবেশ করে ; ১৬৪ ;

পৈঠব—১। প্রবেশ করিবে ; ৩৫০ ;

২। প্রবেশ করিব ; ৪৬ ;

পৈঠবি—প্রবেশ করিবি ; ৪১৭ ;

পৈঠয়ে—১। প্রবেশ করে ;

২। পাঠায় ; ১১৫ ;

পৈঠল—প্রবেশ করিল ; ১৪৪ ;

পৈঠলি—১। (স্ত্রী° কর্ত্রী) প্রবেশ করিল ; ১৫৮ ;

২। প্রবেশ করিলি ; ৭২৭ ;

পৈঠলুঁ—প্রবেশ করিলাম ; ৩৩৪ ;

পৈঠি—১। প্রবেশ করিয়া ; ৫৬ ;

২। প্রবেশ করিতে ; ১৭৫৪ ;

পৈঠে—প্রবেশ করে ; ১৭৪০ ;

পৈড়—(উ° 'পৈড়') ডাব নারিকেল ; ৪৮১ ;

পৌছত—(স° 'প্রোঞ্ছ' ধাতু) মুছে ; ২৮৩৪ ;

পৌতিক—(স° 'পুত্ত', হি° 'প্রোতী', বা° 'পুত্তি') পুতি, কাচের ছোট ছোট মুক্তা ; ৪৮২ ;

পো—(স° 'পুত্র' ; অপ° 'পুত্ত, 'পুঅ') পুত্র ; ৯৫৩ ;

পোক—পোকা, কীট ; ২৫৮০ ;

পোক পাড়য়ে—কীট উৎপাদন করে অর্থাৎ দূষিত করে ; ২৫৮০ ;

পোড়া—(স° 'প্লুষ্ট,' অপ° 'পুট্ট') দগ্ধ ;

পোলা—(পূ° ব°) পুত্র ; ১৩৯৭ ;

পৌখ—(স° 'পৌষ') পৌষ-মাস ; ১৮১১ ;

পৌখলি—পৌষ-মাস-সম্বন্ধিনী ; ৩২৬ ; ১৭৫২ ;

পৌগণ্ড (স°)—১। পাঁচ বৎসর হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত বয়ঃক্রম ; ১০২ ;

২। কিঞ্চিৎ প্রবল ; ১৪৩১ ;

পৌর(স°)—পুর-বাসী ; ১৭৪০ ;

প্যারি—(স° 'প্রিয়া', 'হি° 'পিয়ারী')

১। প্রিয়া ; ১৭৪০ ;

২। প্রিয়া-জী, শ্রীরাধা ; ২৮৩৪ ;

প্যাসিত—('পিয়াস' দ্র°) পিপাসিত ; ১৭৪০ ;

প্রকট (স°)—প্রকাশিত ; ৩৪১ ;

প্রকটই—প্রকাশ করে ; ৫৭৩ ;

প্রকটিলা—প্রকট অর্থাৎ প্রকাশিত হইলা ; ৩০২৫ ;

প্রকরণ (স°)—পরিচ্ছেদ ; ৪র্থ খণ্ড—২৬২ পৃ ;

প্রণব (স°)—ওঁ-কার ; ২৩৩৮ ;

প্রতিআশ (শা)—প্রত্যাশা ; ৩১০ ; ২৭৯৪ ;

প্রতিকার (স°)—হিতকর কার্য্য ; ১৮৪ ;

প্রতিকূল (স°)—বিরুদ্ধ ; ৮১ ;

প্রতিভাতি—(স° 'প্রতিভা') বিবেচনা-শক্তি ; ৪৮০ ;

প্রতিভাস—প্রতিবিম্ব ; ২২৫৬ ;

প্রতীত (স°)—যথার্থ ; ৪৮১ ;

প্রথক—পৃথক্, স্বতন্ত্র ; ২৫১৭ ;

প্রদক্ষিণ (স°)—দেবতা প্রভৃতিকে সর্ব্বদা দক্ষিণে অর্থাৎ ডাহিনে রাখিয়া ঘুরা ; ৩০৪ ;

প্রপঞ্চন—(স° 'প্রপঞ্চ') বাহুল্য ; ৩০৯৫ ;

প্রপদ (স°)—চরণের অগ্রভাগ ; ২৪৬২ ;

প্রবন্ধ (স°)—১। চেষ্টা ;

২। তালের বোল ; ১০৭২ ;

প্রবর (স°)—উৎকৃষ্ট ; ২৪৭৩ ;

প্রবর্দ্ধন (স°)—প্রকৃষ্ট-রূপে বর্দ্ধন-কারী ; ৫ ;

প্রভু-সুতা—শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণী ; ১৮ ;

প্রমায়ু—পরমায়ু ; ২৫৮৭ ;

প্রলাপিতে—প্রলাপ করিতে ; ১৬৬৬ ;

প্রশংস—(স 'প্রশংসিত' হইতে) প্রশংসিত ; ২৪৩২ ;
প্রশংসি—প্রশংসা করিয়া ; ১২৩৬ ;
প্রসর (স°)—বিস্তৃত ; ১৮৫৫ ;
প্রহেলি (স°)—প্রহেলিকা, হেঁয়ালী ; ২৮৩০ ;
প্রাণদ (স)—প্রাণ-দান-কারী ; ১৯৮৪ ;
প্রাণী—প্রাণ ; ১২৯২ ;
প্রাতর—(স° 'প্রাতর্') প্রাতঃকালে ; ১০৯১ ;
প্রার্থহুঁ—প্রার্থনা করিতেছি ; ৩০৭৩ ;
প্রবিট—প্রাবৃট, বর্ষা-কাল ; ১৪১৮ ;
প্রাবৃট্ (স)—বর্ষা-কাল, ২য় খণ্ড, ৩৮১ পৃ ,
প্রিয়ঙ্কর (স)—হিতকারী ; ৭ ;
প্রিয়ম্বদ (স)—প্রিয়-ভাষী ; ১০৪৫ ;
প্রিয়ানুজ (স)—অনুজের প্রতি অনুরক্ত ; ৫ ;
প্রীত—(স° 'প্রীতি', বা° 'পিরীত') প্রেম ; ৮১৬ ;
প্রীতম—(স 'প্রিয়তম', হি 'পীতম') প্রিয়তম, শ্রীকৃষ্ণ ; ২৮৩৪ ;
প্রেম (স°)—১। প্রণয় ; ২৬৬ ;
২। প্রেম-জনিত অশ্রুজল ; ২৬৬ ;
প্রেমবতি - প্রেমবতী, প্রেমিকা ; ৯৬৪ ;
প্রেম-বৈচিত্ত্য—নায়ক-নায়িকার যে প্রেম তন্ময়তার জন্য সন্নিকটে থাকিয়াও একজন অন্যজনের সঙ্গ অনুভব করিতে না পারিয়া, বিরহে আকুল হন—তাহাকে প্রেম-বৈচিত্ত্য কহা যায়। যথা—
"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিঃ স্যাৎ প্রেম-বৈচিত্ত্যমিষ্যতে॥
—উজ্জ্বল-নীলমণি।
প্রেষ্ঠ (স্ত্রী 'প্রেষ্ঠা') (স)—প্রিয়তম ; ২৯৫৮ ;

[ফ]

ফণি—ফণী, ফণা-ধারী সর্প ; ১০০১ ;
ফন্দ—ফাঁদ ; ১০১৪ ;
ফরকাহ—(আ° 'ফবুক্') ফাঁক কর ; ১৩৮৬ ;
ফলক (স°)—১। মসৃণ ও কিঞ্চিৎ প্রশস্ত খণ্ড ; ২১৬৪ ;
২। ঢাল ; ২৭২০ ;
ফলব—ফলিবে ;১৭২১
ফলাহারী—ফল-বিক্রেতা ; ১১৪৬ ;
ফলি—ফলিতা, ফল-যুক্তা ; ১৮৭ ;
ফাঁপর—অস্থির ; ২০০ ;
ফাঁস—ফাঁদ ; ১৯৫ ;
ফাটি – ফাটিয়া ; ৯০ ;
ফান্দ—ফাঁদ, ফাঁস ; ২৯ ; ৩৪ ;
ফারক—(ফা 'ফবাগ্') ফারাক্ ; ৩০৩৬ ;
ফারল—বিস্ফারিত ; ১৭২১ ;
ফারলুঁ—ফাড়িলাম ; ১৪২২ ;
ফালি—খণ্ড ; ১৩৫৫ ;
ফরিত (ব্রে)—ঘুরে ; ৩১৬ ; ৩৩২ ;
ফিরা—উল্টা ; ৮৭৭ ;
ফীর (ব্রই)—ফিরে ; ঘুরে , ১১৩ ; ৭৭৫ ;
ফীরত (ব্রে)—ফিরে ; ঘুরে ; ১৪৮১ ;
ফীরব—ফিরিবে, ঘুরিবে ; ১৭৭৩ ;
ফুকরই (ব্রে)—১। উচ্চ স্বরে বলে ; ৭ ; ১৮৪৯ ;
২। উচ্চ স্বরে বাজায় ; ১৫০ ;
ফুকরত—উচ্চ শব্দ করে ; ২৮৪০ ;
ফুকরি—১। উচ্চ শব্দ করিয়া ; ১১৭ ;
২। গলা ছাড়িয়া ; ১৮৫৩ ;
৩। উচ্চ-স্বরে ডাকি ; ১৮৫৫ ;
ফুকরে—উচ্চ শব্দ করে ; ৬৫ ;
ফুকার (বি)—(স° 'ফুৎকার')
১। শোর, ঘোষণা ; ১৯০ ; ২৪০ ; ৩০১ ;
২। উচ্চ শব্দ ; ২৫৮০ ;
ফুকারই (ত)—উচ্চ-শব্দ করে ; ৭৪৫ ; ১০৬৮ .
ফুকারই—উচ্চ শব্দে ডাকিয়া ; ২৪৮২ ;
ফুকারি—১। উচ্চ শব্দে ডাকে ; ১৮৭৯ ;
ফুকারই—উচ্চ শব্দে ডাকিয়া ; ২৪৮২ ;
২। উচ্চ শব্দে ডাকিয়া ; ২৭৫৩ ;
ফুগইতে—খুলিতে ; ৬৯৯ ; ৭২৮ ;
ফুটত—স্ফুটিত হয়, বিদীর্ণ হয় ; ১৭৬৬ ;
ফুটল—প্রস্ফুটিত হইল ; ১৭১৫ ;
ফুটল—প্রস্ফুটিত ; ৭০ ;
ফুটল—ফুটিল, বিঁধিল ; ৮৫ ;
ফুটল—বিদ্ধ ; বাণ-বিদ্ধ ; ৭৮১ ;

ফুতকার—ফৎকার, উচ্চ শব্দ, ১৭২১ ;

ফুয়ল—১। উন্মুক্ত, খোলা ; ৪১ ; ১৫৬ ; ২৬০ ;

২। ফুটিল ; ১৪৩০ ;

ফুর (রে)—স্ফুরিত হয়, প্রকাশ পায় ; ৩৩৪ ; ১৪৮৯ ;

ফুরউ—('ফুর' দ্র°) স্ফুরিত হউক, প্রকাশ পাউক ; ২৪৯৭ ;

ফুরায়ত—স্ফুরিত অর্থাৎ প্রকাশিত করে ; ২৮৮৫ ,

ফুলধারি—('পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন' দ্র°) ফুলের ধারা অর্থাৎ ধারার আকারে পুষ্প-বর্ষণ ; ১৬৩৯ ;

ফুলয়ে—খোলে ; ৩০ ;

ফুল্ল (স)—প্রস্ফুটিত, ফোটা ; ৭৮৯ ;

ফুল্লিত—প্রস্ফুটিত ; ১২৫৯ ;

ফুটল—১। ফুটিল ; ৮০ ;

২। ফোটা, প্রস্ফুটিত ; ৬২৯ ;

ফুর—১। স্ফুরিত হয়, ফোটে ; ১৮১৮ ;

২। ফুটিয়া, স্পষ্ট-ভাবে ; ৩১৮ ; ১০০২ ;

ফুরই (য়ে)—স্ফুরিত হয়, স্পন্দিত হয় ; ১৫৯৯ ; ১৬

ফুলি—১। স্ফীত হইয়া ; ২৭১৫ ;

২। প্রস্ফুটিত হইল ; ২৭১৫ ;

৩। প্রফুল্লিত হইল ; ২৭১৫ ;

ফুলে—ফুলিয়া ; ৩০১ ;

ফেনি—এক-প্রকার বড় বাতাসা ; ২৫৫৭ ;

ফের (রি)—(হি° 'ফির্') ১। কিন্তু ; ১০৬ ;

২। পুনরায় ; ১৭২১ ;

ফেরি—১। ফিরিয়া ; ১৩৮ ; ২৩০ ;

২। ফিরাইয়া ; ৪৪ ;

৩। ফিরিতেছে ; ৯২ ;

ফেলল—ফেলিল ;

ফোই—('ফুলয়ে' দ্র°) খুলিয়া ; ১৭২৮ ;

ফোটি—বিদীর্ণ হইয়া ; ৭৬৯ ;

ফোহ—(স° 'ফৎকার' ; ১১৪ সং পদের টীকা দ্র°) ধিকার ; ১১৪ ;

ফোর—('ফোরা' দ্র°) ফোড়ে, বিদ্ধ করে ; ৪৫৫ ;

ফোরল—ভাঙ্গিল ; ১৭২১ ;

ফোরা—(স 'স্ফুটিত' ; অপ 'ফোডিঅ', 'ফোডা', 'ফোড়া') ছিদ্র-যুক্ত ; ২৬৩১ ;

ফোরি—১। ফড়িয়া ; ২৪৯৩ ;

২। ছিন্ন করিয়া ; ১৯৩৯ ;

[ব]

বংশ (স°)—১। বাঁশ ; ৮২৩ ;

২ বাঁশী ; ৭৩ ;

৩। কুল ; ৮২৩ ;

বংশী (স°)—বাঁশী ;

বঙ্ক (ঙ্কা)—১। বক্র, বাঁকা ; ১৯৪ ;

২। বক্র, প্রতিকূল ; ৩৯৯ ;

বঙ্করাজ—চরণের অলঙ্কার-বিশেষ ; ২৯৭ ;

বঙ্কন (না)—অলঙ্কার-বিশেষ ; ২৫৬০ ; ২৬৫৭ ;

বঙ্কিম—বক্র, বাঁকা ; ১৯২ ;

বজর—বজ্র ; ৩৮৯ ;

বজান—বাদন ; ২৮৮২ ;

বজায়ত—বাজায় ; ২৮৪৩ ;

বঞ্চই—যাপন করে ; ৫৯২ ;

বঞ্চউ—(স° 'বঞ্চ' ধাতু) বঞ্চিত করে ; ৪২৫ ;

বঞ্চব—১। যাপন করিবে ; ৩৩৭ ;

২। যাপন করিব ; ৩০৮ ;

বঞ্চবি—যাপন করিবি ; ৪৩৯ ;

বঞ্চয়ে—যাপন করে ; ৯৮৫ ;

বঞ্চল—১। যাপন করিল,

২। প্রবঞ্চনা করিল ; ৩৬৭ ;

বঞ্চলি—যাপন করিলি ; ৩৬৮ ;

বঞ্চলুঁ—যাপন করিলাম ; ৩৭৫ ;

বঞ্চসি—যাপন করিতেছ ;

বঞ্চিত (স°)—নিরাশ ; ১৫৯ ;

বঞ্চিল—প্রবঞ্চনা করিল ; ৪২১ ;

(স°)—বেত-গাছ ; ২১৭;

বট—(স° 'বৃত', প্রা° 'বট্ট' ধাতু) হও ১৩৫৯

বট (স°)—১। বট-বৃক্ষ ; ১২২৫ ;

২। কড়ি ; ৬৪২ ;

বটু (স°)—১। ব্রাহ্মণ-কুমার ;

২। শ্রীকৃষ্ণের সখা ব্রাহ্মণ-কুমার ; ১৮২ ;

বটে—হয় ; ৩৬ ;

বটেক—এক বট-পরিমিত ; ২০০৫ ;

বটোরলুঁ—(হি° 'বটোরনা') সঞ্চয় করিলাম ; ৩০১৮ ,

বড়বানল (স)—সমুদ্র-গর্ভস্থিত অগ্নি-বিশেষ ; ১৭১২ ;

বড়ারি—('বড়ো' দ্র°) মহৎ স্ত্রীলোক ; ২৫৮৬ ;

বড়ি—(স° 'বৃদ্ধ' বা 'বড্ড', বা° 'বড্ড', হি° 'বড়া', স্ত্রী—'বড়ী') ১। বৃদ্ধা, বুড়ী ; ১২২ ; ১৩৫০ ;

২। অত্যন্ত, ৪৯০ ; ৫৩০ ;

বড়ু—(স° 'বটু'; অপ° 'বড়ু')

১। ব্রাহ্মণ-কুমার ;

২। কৌলিক উপাধি-বিশেষ ; ২৮২ ,

বড়ুয়া—(স° 'বটুক', অপ° 'বড়ুঅ') মহৎ লোক, বড় লোক ; ৮১৬ ;

বড়ুয়াই—(বড়ুয়া + 'আই' প্রত্যয়) বড় মানুষের ভাব অর্থাৎ অহঙ্কার ; ৫৭৭ ;

বড়ো—('বড়ুয়া' দ্র°) মহৎ লোক ; ২৪৪৯ ;

বণিকিণী—বেনেনী, বেণে জিনিসের বিক্রয়-কারিণী ; ৬০২ ;

বতংস (স°)—অবতংস, শিরোভূষণ ; ২৪৩১ ;

বতাস (সা)—বাতাস ; ১৯৪০ ; ১৯৪৩ ;

বদ (স°)—কহ ; ৩০৩৬ ;

বদত—বলে ; ৯৯৩ ;

বদন (স°)—মুখ ; ৫৮২,

বদরি (রী)—১। কুল-গাছ ;

২। কুল-গাছের ফল ; ৮২ ;

বদল (আ°)—বিনিময় ; ১৩৬২ ;

বদসি (স°)—কহিস্ ; ৪৪৭ ;

বধয়ে—বধ করে ;

বধী—বধের পাপ-ভাগী ; ১৩৬৫ ;

বনই—সাজে ; ৩০৫ ;

বনওয়ারি (হি°)—বন-বিহারী ; ২৯৬৬ ;

বনজানল (স°) বনজ অনল অর্থাৎ দাবানল ; ১৯৯৮ ;

বন-দেবতী—বন-দেবী, বৃন্দা-দেবী ; ২৭৮৭ ;

বনয়ারি—(স° 'বন' + ফা° 'য়ার' = যুক্ত) ১। বনে বিলাস-কারী ;

২। শ্রীকৃষ্ণ ; ১০৮৫ ;

বনসোণা—স্বর্ণ-বর্ণ বন্য পুষ্প-বিশেষ, সোদাল ফুল (?) ; ১৩৮৯ ;

বনাই (ইয়া)—১। নির্মাণ করিল ; ২২০ ,

২। নির্মাণ করিয়া ; ১৯৫৯ ;

বনাইতে—নির্মাণ করিতে ; ২৪৯ ;

বনাওল—নির্মাণ করিল ; ৫৩৭ ; ১৪৯২ ,

বনান—১। নির্মাণ ; ২৮০ ;

২। নির্মিত, ২৯৫ ;

বনানি সজ্জা ; ২৫৬১ ;

বনায়ই (ত)—নির্মাণ করে ; ১১১ ; ২৭৫২ , ২৮৪০ ;

বনায়ল—নির্মাণ করিল ; ১২৯ ;

বনয়ালুঁ—নির্মাণ করিলাম ; ৩৬৫ ;

বনায়সি—নির্মাণ করিতেছ, ১৬১২,

বনাল্যো—নির্মাণ করিল ; ১৯৮ ;

বান (নী)—১। সাজিয়াছে , ১৮ ; ১০২০ ,

২। সাজিয়া ; ৩৩৩ ;

৩। সজ্জিত ; ১৯৭ ;

বনিয়া—১। সাজিয়াছে ; ২১৪৫ ;

২। সজ্জিত ; ১৫১৩;

বনিয়াছেন—(সম্মানে প্রয়োগ) সাজিয়াছেন ; ২৪৫৮ ;

বন্দন (স°)—ফাগু ; ১৩১ .

বান্দ—(স° 'বন্দিন্') স্তুতি-পাঠক ভাট ; ১১২৮ ;

বন্দীশাল—কয়েদ্-খানা ; ২৩৬১ ;

বন্দুক—(আ° 'বন্দুক') আগ্নেয় অস্ত্র ; ১৭৩৬ ;

বন্দে (স°)—বন্দনা করি ; ২২ ;

বন্দো—(স° 'বন্দে') বন্দনা করি ; ৩০১৮,

বন্ধ—(স° 'বন্ধু' কিংবা 'বন্ধন' শব্দ হইতে) সদৃশ ; ১৯০৫

বন্ধ—(স° 'বন্ধ') রুদ্ধ, বদ্ধ ; ৩২৬ ;

বন্ধ (স°)—বন্ধন, গ্রন্থি ; ১১২ ;

বন্ধন (স°)—১। বাঁধন ; ৩০২ ;

২। অঙ্গ-ভঙ্গী ; ২৬৬ ;

৩। ভঙ্গী ; ২৮৮৮ ;

বন্ধান—('বন্ধন' দ্র°) ১। ভঙ্গী ; ৭৯১;

২। কৌশল ; ২৫৫৭ ;

বন্ধু স°)—১। বন্ধু, মিত্র ;

২। প্রিয়তম নায়ক ; ২৮২ ; ৭৩১ ;

৩। সদৃশ ; ২৭১২ ;

বন্ধুক (স°)—রক্তবর্ণ পুষ্প-বিশেষ, বাঁধুলি ফুল ; ২১৬৪ ;

বন্ধুজীব (স°)–('বন্ধুক' দ্র°) ১৪৩০ ;

বন্ধুয়া—('বন্ধু' দ্র°) ১। বন্ধু, মিত্র ; ৩৪১ ;

২। প্রিয়তম নায়ক ; ৬৯৬ ; ৯০৬ ;

বন্ধুর (স°)—উচু-নীচু ; ৭৮৯ ;

বপু—(স° 'বপুষ্'—বপুঃ) দেহ ; ৩০৭ ;

বমন (স°)—বমি ; ৪৮১ ;

বয়ন (না)—(স° 'বদন', অপ° 'বঅন') বদন, মুখ ; ৫৭ ; ১০৭৮ ;

বয়নী—বদন-বিশিষ্টা ; ৫২ ;

বয়সাকৃত—বয়সের আকৃতি-বিশিষ্ট ; ১১৫২ ;

বয়স্য (স°)—সম-বয়স্ক সখা ; ২৯০৯ ;

বয়ান (নি)—('বয়ন' দ্র°) মুখ ; ১৩২ ; ৭৩০ ;

বর (স°)—১। শ্রেষ্ঠ ; ৬৫ ;

২। আশীর্ব্বাদ ; ৩০৮ ;

বরকে—(আ° 'ব্‌লেকিন', হি° 'বল্‌কি') বরঞ্চ ; অধিকন্তু ; ৯৩৯ ;

বরখ—বর্ষ, বৎসর ; ৭৩৬ ;

বরখণিয়া—বর্ষণকারী ; ২১৪৫ ;

বরখত—বর্ষণ করে ;

বরখনি—বর্ষণ ; ১৫৫৭ ;

বরখল—বর্ষণ করিল ; ২১৪৫ ;

বরখা—(স° 'বর্ষা') বর্ষা-কাল ;

বরজ—ব্রজ ; ১৬৫ ;

বরজত—বর্জ্জন করে ; ৫৪৮ ;

বরজ-বিরাজ—ব্রজে বিরাজ-কারী শ্রীকৃষ্ণ ; ২৪৬২ ;

বরজোরি—(ফা° 'বর্'—হইতে, 'জোর'—বল) বলাৎকার, জবরদস্তী ; ১৪৪১ ;

বরণ—বর্ণ, রং , ১০ ;

বরণব—বর্ণন করিবে ; ১৫৬৩ ;

বরণি—বর্ণিত ; ১১৩ ; ৬১৯ ;

বরণিত—(স° বর্ণিত') ব্রণ-যুক্ত ; ৯৯৭ ;

বরণীত—বর্ণিত, রচিত ; ৫০৮ ;

বরত—ব্রত ; ৬২ ;

বরততি—(স° 'ব্রততি') লতা ; ২৫৯৬ ;

বরতায়—(হি° 'বরত্‌না'—বিবেচনা ক্র) নির্দ্দেশ করে, ২৮৮০ ;

বরতি (তিনী)—ব্রত-ধারিণী ; ২৫১৬ ;

বরনারি (রী)—১। শ্রেষ্ঠ নারী ; ১০৯ ;

২। যুবতী ; ৭৯ ;

বরসীলে (লা) (ব্র°)—বর্ষণ-কারী ; ২৯৬৬ ,

বরাক—দীন, ক্ষুদ্র ; ১৩৯৯ ;

বরিখ—('বরখ' দ্র°) ; বর্ষ, বৎসর ; ১১৫২ ;

বরিখণিয়া—('বরখণিয়া' দ্র°) ২০৬৬ ;

বরিখত—বর্ষণ করে ; ৩৪৩ ;

বরিখন্তিয়া—(তু° উ° 'বরখন্তি') বর্ষণ করে ; ১৭৩৫ ;

বরিখব—বর্ষণ করিবে ; ৪৭৬ ;

বরিখয়ে—বর্ষণ করে ; ১৮ ;

বরিখল—বর্ষণ করিল ; ৪ ;

বরিখসি—বর্ষণ করিতেছ ; ৩৭৬ ;

বরিখে (যে)—বর্ষণ করে ২৮ ; ১৪৬ ;

বরিহা—(স° 'বর্হ') ময়ুর-পুচ্ছ ; ৭২৮ ;

বরীয়ষী (স°)—পূজনীয়া ; ১১৩২ ;

বরু—বরং ; ৩২০ ; ১৬৪৪ ;

বরুণালয় (স°)—সমুদ্র ; ১৭৯২ ;

বর্ণ (স°)—অক্ষর ; ১৩ ;

বর্ত্তন—(স° 'উদ্বর্ত্তন') গায়ে মাখিবার সুগন্ধি দ্রব্য ; ৬৪২ ;

বলই—বলয়, বালা ; ১৭২১ ;

বলই—চঞ্চল হয় ; ১০৪২ ;

বলন (নি)—(স° 'বলন') গঠন ; ১৫৩ ; ১৫৩২ ;

বলবন্ত—প্রবল ; ৩৫৫ ;

বলয়া—বলয়, বালা ; ৯২ ;

বলাকিনি—(স° 'বলাকা') বকী ; ২৪২১ ;

বলাৎকার (স°)—বলপ্রয়োগ ; ৩০২৩ ;

বলাহক (স°)—মেঘ ; ২৯৩০ ;

বলি—(স° 'বলি'=উপহার, হি° 'বলি') নিছনি ; ৪৬ ; ৫৭১ ;

বলি (লী)—১। (স° 'বলিন্', 'বলী') বলবান্ ; ১৯০ ;

২। দৈত্য-পতি বলি-রাজা ; ২২৮৬ ;

বলিত (সং)—১। যুক্ত ; ১২০ ;

২। (ভাবে 'ক্ত') বলন, গঠন ; ২০৬১ ;

বলিহার (রি)—(হিং 'বলিহারি') নিছনি ; ৫৬১ ; ১০৮৭ ;

বলু—বলুক ; ৮১২ ;

বলোঁ—বলি ; ৯০০ ;

বল্লই—আন্দোলিত হয় ; ৯৮৪ ,

বল্লিত (সং)—আস্ফালিত ; ১০১৩ ;

বল্লব (স)—গোপ ; ৭২ ;

বল্লবি (বী)—গোপী ; ১৬১৬ ;

বল্লভ (সং)—স্বামী, প্রিয় ; ৪৩৩ ;

বল্লরি (রী) (সং)—লতা ; ২৭১ ;

বল্লি (ল্লী)—লতা ; ১৪৩১ ;

বসই—বাস করে ৮৫ ; ৪৭৩ ;

বসতি (সং)—বাস-স্থান ;

বসতি (সং)—বাস করে ; ১১৫ ;

বসিয়ে—বসি ; ২৮৬ ;

বসু-জাহ্নবী—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বসুধা ও জাহ্নবী (ওরফে 'জাহ্নবা') নাম্নী পত্নী-দ্বয় ; ৭ ; ৮ ;

বহ—বহে ; ১৩৩১ ;

বহই—১। বহে ;

২। বহিতে ; ২১৮ ,

৩। বহিয়া ;

বহত (য়ে)—বহে ; ৫৭৯ ; ১৮৩২ ;

বহন্তা—বহন-কারী ; ২৭০৬ ;

বহন্তি—বহে ; ২৪৭২ ;

বহার—(সং 'বহিঃ', হিং 'বহার') বাহির , ২৫০৪ ;

বহি—(হিং, মৈং 'ব্রহী') উহা ; ১৩৩৬ ;

বহি—(সং 'বহিঃ') ; ব্যতীত, বই ; ৮০৩ ;

বহি—বহিয়া, ধুইয়া ; ১৪৯২ ;

বহিলে—চলিয়া গেলে ; ২৮০১ ;

বহু (হূ)—বধূ, বৌ ; ২৫৮ ;

বহুআড়ি, বহুয়াড়ি—(সং 'বধুটী') বউ ; ২৫৮৬ ;

বহুত—(হিং মৈং 'বহুৎ') অনেক, অত্যন্ত ; ২৪০ ;

বহুবল্লভ (স)—বহু নায়িকার প্রিয় ; ৪৭৪ ,

বহুবিধ (স)—অনেক প্রকার ; ২৭৬ ;

বহুরি (রী)—(স 'বধুটী') বৌ , ৩৯৯ ;

বহুল (সং)—বহু, প্রচুর ; ২৭ ৪ ;

বাঁকা—(সং 'বঙ্ক', হি 'বাঁকা') বক্র ; ১২০ ;

বাঁকুয়া—(বাং শং দ্রং) বক্র ; ১২২৭ ;

বাঁচসি—বঞ্চনা করিতেছ ; ১৩৭৩,

বাঁচি—বঞ্চনা করিয়া ; ৮৮ ;

বাঁচিতে—বঞ্চনা করিতে ; ৭১০ ;

বাঁটুল—(সং 'বর্ত্তুল') গুলি ; ৬৯৬ ;

বাঁশিয়া—(সং 'বাংশিক') ১। বংশী-বাদক ; ৭৪৯ ;

২। বাঁশী ; ৮২৬ ;

বা—(সং 'বাত,' প্রা 'বাঅ', পূ ব 'বাও') বাতাস , ২৫০ ; ১৭৮৫ ;

বা—অথবা ; ১০৮৩ ;

বাইয়া—বাজাইয়া ; ৮০৬ ;

বাউ—বায়ু, বাতাস ; ৯০৭ ;

বাউর (ল)—বাতুল, পাগল ; ৫০১ ; ৬৮৭ ;

বাউরি (রী)—পাগলিনী ; ১৩৪ ; ৮২৭ ;

বাও—('বা' দ্রং) বাতাস ;

বাওত (ই)—বাজায় ; ১০৬৫ ... ;

বাওনি—বাদন , ২৮৮৮ ;

বাওনি—(বা 'বায়েনী') বাদ্য-কারিণী ; ২৮৮৩ ;

বাওব—বাজিবে ; ১৯৭৫ ;

বাওয়ে—বাজায় ; ১৪৪২ ;

বাওয়ে—বাজে ; ২৮৬১ ;

বাক—বাক্, বাক্য ; ১০৬০ ;

বাখান—(সং 'ব্যাখ্যান') প্রশংসা ; ১০৮৯ ;

বাখানে—প্রশংসা করে ; ২৫২৮ ;

বাখানিয়ে—ব্যাখ্যা করা যায় ; ৯৩৭ ;

বাওন—বামন, খর্ব্ব দেহ ব্যক্তি ; ১২ ;

বাজ—বজ্র ; ১৬৫৪ ;

বাজই (ত)—বাজে ; ১২৬৬ ;

বাজন—বাদ্য-কারী ; ১৪৯ ; ১৩৩৩ ;

বাজনি—বাদ্য ; ২০ ;

বাজন্তি (উ°)—বাজে ; ১৫৪২ ;
বাজাওয়ে—বাজায় ; ১২০২ ;
বাজায়ব—বাজাইব ; ১৭৬০ ;
বাজি—(স° 'বাজিন্'—বাজী) অশ্ব, ঘোড়া ; ১৪৮ ;
বাজিল—(স° 'বিধ' ধাতু) বিঁধিল ; ৭৩৮ ;
বাজিলে—বিঁধিলে ; ৬৯৬ ;
বাজে—(স° 'বাধ' ধাতু—বাধতে) বিঁধে, ব্যথা দেয় ; ২২৬ ; ১৩৭৫ ;
বাট—(স° 'বর্ত্ম' ; অপ° 'বট্ট') পথ ; ১০৩ ;
বাট-ঘটিত ('বাট' ও 'ঘটিত' দ্র°) পথে উপস্থিত ; ১৬৫ ;
বাটপার—('বাটোয়ার' দ্র°) পথের দস্যু ; ১৩৩১ ;
বাটোয়ার—(স° 'বর্ত্ম-মারক' ; হি° 'বাট্‌মার্') পথের দস্যু ; ২৪৯২ ;
বাটোয়ারি—('বাটোয়ার' দ্র°) পথের দস্যুতা ; ১৩৮৭।
বাটোয়ারী—('বাটোয়ার' দ্র° ; স্ত্রী°) পথের নারী দস্যু ; ১৩৯১ ;
বাড়ই—(স° 'বৰ্দ্ধকি' ; অপ° 'বড্‌ঢই' ; বা° 'বাড়ই') মিস্ত্রী, কারিগর ; ২২০০ ;
বাড়ব (স°)—সমুদ্র গর্ভস্থ অগ্নি-বিশেষ ; ১৪৩ ;
বাড়াহ—বাড়ায় ; ১৫৩৯ ;
বাঢ়—বাড়ে ; ১৭৭০ ; ১৮২২ ;
বাঢ়ই (ত)—বাড়ে ; ১০৯ ; ২৫৮ ;
বাঢ়ব—বাড়িবে ; ৪২৭ ;
বাঢ়ল—বাড়িল ; ২৫৮ ;
বাঢ়া—(স° 'বৰ্দ্ধিত' অপ° 'বাড্‌ঢঅ') অধিক ; ৬৪০ ;
বাঢ়াই (ইল)—বাড়াইল ; ২৯ ; ১৪৯২ ;
বাঢ়াওল—বাঢ়াইল ; ৯০১ ;
বাঢ়াঞা—বাড়াইয়া ; ৮৭৪ ;
বাঢ়ায়—বাড়ায় ; ২২৩ ;
বাঢ়ায়ন—বর্দ্ধন ; ২৯৬৬ ;
বাঢ়ায়বি—বাড়াইবি ; ৪৩৫ ;
বাঢ়ায়লি—বাড়াইলি ; ৪৩৭ ;
বাঢ়ায়লুঁ—বাড়াইলাম ; ৪৫৫ ;
বাঢ়ায়সি—বাড়াইতেছে ; ৩৭৩ ;
বাঢ়াহ—বাড়াও ; ৪৪১ ;
বাঢ়ি—বাড়ে ; ৬৩ ;
বাণি (ণী)—বাণী, বাক্য ; ৯৪ ; ২১৩ ;
বাত—(স° বার্ত্তা' ; হি°, মৈ° 'বাত্') কথা ; ৯৪ ;
বাত-বিভঙ্গ—বাত-রোগের দ্বারা গতি-শক্তি-হীন , ১১২ ;
বাতি (তী)—বৰ্ত্তি ; প্রদীপ ; ২৭০১ ; ২৮৭১ ;
বাথান—গোষ্ঠে গাভী বন্ধনের স্থান ; ১২২৮ ;
বাদ (স°)—১। বিবাদ ; ৮৫৮ ;
২। খ্যাতি ; ১৭৪ ;
৩। অখ্যাতি ; ৪১২ ;
৪। প্রতিবন্ধতা ; ৪২৬ ;
৫। বিপদ্ ; ৪০৬ ;
বাদিয়া—(নিশ্চিত ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত ; বা শ দ্র) বাজিকর-জাতি-বিশেষ ; ৬৪৩ ;
বাদর (ল)—(স° 'বার্দ্দল') বৃষ্টি ; ২৬৬ ;
বাদী (স°)—বিরোধী ; ৮৬০ ;
বাধ—বাধা, ব্যাঘাত ; ১৬২৫ ;
বাধত—বাধা দেয় ; ৩০৯ ;
বাধন (স°) বাধা-জনক ; ৩০৯ ;
বাধয়ে—বাধা দেয় ; ৯৮৫ ;
বাধল—১। বেদনা দিল ; ১৫২ ;
২। বাধা দিল ; ১৮১৪ ;
বাধা (স°)—১। ব্যাঘাত ; ১১৬৯ ;
২। পীড়া ; ১৮৭ ;
বাধা—(স° 'বধ্র') কাষ্ঠ-পাদুকা ; ১১৮৯ ;
বাধাই, বাধিয়া—(হি° 'বধাই') বৰ্দ্ধিত ; ৫৪০ ;
১। আনন্দ-উৎসব ; ২০৮০ ;
২। উৎসব ; ১১২৯ ;
৩। অভিনন্দন ; ১৪৯২ ;
বান—(স° 'বন্যা') ১। জোয়ারের বৰ্দ্ধিত জল ; ৬১৮ ;
২। বান—(স° 'বর্ণ ; প্রা° 'বন্ন')
১। দাহ-জনিত স্বর্ণের উজ্জ্বলতা ; ৪৭৬ ;
২। শোভা ; ২০২ ;
বানা—(স° 'বান'—বয়ন)
১। ধ্বজা, পতাকা ; ১১৯৪ ;
২। সাজ ; ২৩১৭ ;

বান্ধ—(স 'বন্ধ') বাঁধ ; ২১৬ ;
বান্ধই—১। বাঁধে ;
২। ধারণ করে ; ১৩৮ ;
বান্ধউ - বাঁধুক ; ২৪৪৫ ;
বান্ধত—ধারণ করে ; ১৬৪৮ ;
বান্ধল—বাঁধিল ; ১২৯ ;
বান্ধল—বাঁধানো ; ২১৫৭ ;
বান্ধলি—(স্ত্রী কর্ত্রী) বাঁধিল ; ৫৮ ;
বান্ধলুঁ—বাঁধিলাম ; ২৪৯ ;
বান্ধা—১। বাঁধা ; ১২৩ ;
২। বন্ধন-কারী ; ১২৩ ;
বান্ধি—বদ্ধ হইয়া ; ৩৮৫ ;
বান্ধুলি (স্ত্রী)—রক্ত-বর্ণ পুষ্প-বিশেষ ; ৮০ ; ১৯৯ ;
বান্ধে—১। বাঁধে ;
২। ধারণ করে ; ৬৭৬ ;
বাম (স)—প্রতিকূল ; ৭৫ ;
বামা (স)—নারী ;
বামা—('বাম' দ্র) প্রতিকূল ; ৫১১ ;
বাম্য (স°)—বামতা, প্রতিকূলতা ; ১৬৬ ; ১৬৬০ ;
বায়—(স 'বাত' ; 'প্রা 'বাও') বাতাস ; ১৪২১ ;
বায়—('বা' দ্র) বাতাসে ; ৩০০ ;
বায় (য়ই)—বাজায় ; ২৩ ; ১২০১ ;
বায়েন—(পূ° ব 'বায়ান') বাদক , ২২০০
বার (স)—নিবারক ; জয়-কারী ; ২৪৩৮ ;
বারই—বারণ করে ; ৫৩ ;
বারউ—বারণ করুক ; ১৫২৭ ;
বারণ (স°)—১। নিবারণ ;
২। হস্তী ; ৫৮ ;
বারত—১। বারণ করে ;
২। বারণ করিও ; ২৩৬ ;
বারব—১। বারণ করিবে ; ৩০১ ;
২। বারণ করিব ; ১০৩৮ ;
বারল—বারণ করিল ; ১৭৪৮ ;
বারাইয়া—বাহির হইয়া ; ৮৪৪ ;
বারি (স)—জল ;
বারি—বালিকা ; বালা ; ২৪৭৬ ;
বারি ১।—বারণ করি ; ১৯৩ ;
২। বারণ করিয়া ; ৭৫২ ,
বারিজ (স°)—পদ্ম ; ৪৮১ ;
বারিতে—বারণ করিতে ; ৫২ ;
বারিদ (স)—মেঘ ; ১৩২৪ ;
বারুণী (স)—মদ্য-বিশেষ , ২৬৮৮ ;
বাল (স)—শিশু ; ১৩১ ;
বাল-চরীত—বালিকার স্বভাব-বিশিষ্ট ; ৫১ ;
বালা (স)—নব যুবতী ; ১৩১ ;
বালা—(স 'বালক' ; অপ 'বালঅ', 'বালা') বালক ; ১১৪১ ; ১৫১৪ ;
বালাই—(আ 'বলা') অমঙ্গল ; ১২৪ ;
বালুক—বালুকা ; ২০৪ ;
বাশুলী—(স 'বজ্রেশ্বরী' ; অপ 'বাজ্‌শলী' 'বাশলী') তান্ত্রিক দেবী-বিশেষ ; ৮০৫ ; ৮৬২ ;
বাস—(স 'বাসস্—বাসঃ) বস্ত্র ; ৮৩ ;
বাস (স)—১। বাস, অবস্থান ; ৭৭ ;
২। বাস-স্থল ; ৩৩৭ ;
৩। সুগন্ধ ; ৩৩৪ ;
বাস (সো) মনে কর ; ৩৯১ ,
বাসই—সুবাসিত করে ; ৩৫৭ ;
বাসক (স)—নায়ক-নায়িকার বিলাস ; ২৮৩ ; ১৭৪৯ ;
বাসক-গেহ—প্রিয়তমের সহিত বিলাসের গৃহ ; ২৮৩ ;
বাসক সজ্জা—অষ্ট-নায়িকার অন্তর্গত নায়িকা-বিশেষ ; যথা—"প্রাণেশ আসিবে জানি" হর্ষে যে নায়িকা
সাজায় গৃহাদি বটে বাসক-সজ্জিকা ;
—রস-মঞ্জরী।

বাসব—বাসিব, মনে করিব ; ২১২ ;
বাসর—(স 'বাসক' দ্র°) বিলাস রজনী ; ৪৭৮ ;
বাসর (স)—দিবস ;
বাসল—সুবাসিত করিল ; ২০৫২ ;
বাসহ—বাস, মনে কর ; ১৩৮৯ ;
বাসি (সিয়ে) মনে করি ; ২৯০ ; ৪০০ ;
বাসিত—সুবাসিত ; ৩৫৭ ,

বিছুরহ—বিস্মৃত হও ; ৫৭৬ ; ১৮৩৪ ;
বিছুরাই—বিস্মরণ ; ৪৪০ ;
বিছুরাই—বিস্মৃত হইয়া ; ১৬৪০ ;
বিছুরি—ভুলিতে ; ২৬০ ;
বিছেদ—বিচ্ছেদ, বিরহ ; ১৬৮০ ;
বিজ—১। বীজ ; ২৭১ ;
 ২। বীজ-মন্ত্র, ১৩২ ; ৩৯৯ ;
 ৩। বীর্য্য, শুক্র ; ৩৯৯ ;
বিজই—(স 'ব্রজ' ধাতু) গমন করে, ১৩০৬ ; ১৪৯৫ ;
বিজই—ব্যজন করে ; ৫৯৪ ;
বিজই—(স° 'বিজয়িন্') জয়-কারী ; ২৬৭ ;
বিজইতে—ব্যজন করিতে ; ১১০০ ;
বিজকপুর—বীজপুর, একপ্রকার লেবু, ১ম ভাগ, ৬২পৃঃ ,
বিজন—ব্যজনী, পাখা ; ৩১০ ; ৩৯৪ ;
বিজয়—('বিদায়'-শব্দ অমঙ্গল-জনক বলিয়া উহার পরিবর্ত্তে প্রযুক্ত) ; ১৩০৪ ;
বিজয় (স)—জয় ;
বিজলি—বিদ্যুৎ ; ২৭৯ ;
বিজুরি (রী)—বিদ্যুৎ ; ৫৬ ; ১৫০ ;
বিজোরি—বিদ্যুৎ ; ১০৬১ ;
বিটঙ্ক (স°)—সুন্দর ; ১৬৭৭ ;
বিটাল—বিরস ; ৩০৩৯ ;
বিড়ম্বহ—বিড়ম্বনা কর, ৪৪৯ ;
বিড়ম্বিত (স)—১। অনুকৃত ; ৬৯ ;
 প্রতারিত ;
বিড়ম্বিল—প্রতারণা করিল ; ৩৬০ ;
বিণা—বীণা, তার-যুক্ত বাদ্য-যন্ত্র-বিশেষ ; ২৪৬৭ ;
বিততি (স)—বিস্তার ; ২১৪৮ ;
বিতথা—(স° 'বিতথ') বিড়ম্বনা, দুর্গতি ; ৭১৪ ; ২৭৯৫ ;
বিতরণ (স°)—দান ; ১৫৯ ;
বিতান (স°)—১। চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া ; ৩০৮ ;
 ২। কুঞ্জ ; ১৯২০ ;
বিতান—(স° 'বি+তন' ধাতু) দান করিল ; ২৮৪ ;
বিতানিত (স°)—বিস্তারিত, প্রকাশিত ; ২৬০৯ ;

বিথান—(স 'বি'+'স্থান') ১। স্থান-চ্যুত ; ১০৮৩
 ২। বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো ; ২৮৩৭ ;
বিথার—(স° 'বিস্তার') ১। বিস্তার, ৯০৫ ,
 ২। বিস্তৃত ; ৭৫১ ;
বিথার (বি)—১। বিস্তার করে ; ২২৫ ,
 ২। বিস্তার করিল ; ১০৪ ; ২২৫ ; ১৬০০ ;
 ৩। বিস্তৃত করিয়া , ২১৯ ;
বিথারই—বিস্তার করে ; ২৭৪১ ,
বিথারল—১। বিস্তৃত হইল ; ৩৪৬ ,
 ২। বিস্তার করিল , ৬১৬ ;
বিথারা—('বিথারে' দ্র) বিস্তার করে , ১৮৬৪ ;
বিথারিত—বিস্তারিত, ব্যাপিত ; ৯৭৭ ;
বিথারিয়া—বিস্তার করিয়া ; ৩০৭৪ ;
বিথারে—বিস্তার করে, প্রকাশ করে ; ৩২২ ;
বিদগধ—বিদগ্ধ, রসিক ; ৬৫ ;
বিদগধি—রসিকা ; ৪৫৯ ;
বিদারত—বিদীর্ণ করে , ১৬৪৬ ;
বিদারি—বিদীর্ণ করিল , ২৫৭ ;
বিদারে—বিদীর্ণ করে ; ২৫১ ;
বিদিগ—বিপরীত দিক্, উল্টা দিক্ ২৮
বিদিত (স)—জ্ঞাত ; ১
বিদীঘল—সুদীর্ঘ , ১১৯ ,
বিদুমালা—বিদ্যুন্মালা, বিদ্যুৎ-লতা ; ৬০২ ;
বিদ্রুম (স)—প্রবাল ; ১০২০ ;
বিধায়ক (স)—বিধান-কারী , ২৯১৬ ,
বিধু (স°)—চন্দ্র ; ৪৬০ ;
বিধুন্তুদ (স)—রাহু ; ৯৯০ ;
বিধুমণি (স)—চন্দ্রকান্ত মণি ; ৭৬০ ;
বিন-নি মু—বিনা, ১২৫ ; ১৪৪ ; ১৬৯৯ ;
বিনতি—('মিনতি' দ্র°) মিনতি ; ৫৫৫ ;
বিনদ (দিয়া)—বিনোদ ; ২৬৬ ; ১০৬২ ,
বিনদিনি—বিনোদিনী, রসবতী ; ২৬৩ ;
বিনান (মি)—বিন্যাস, সজ্জা ; ২৫৫৯ ;
বিনাশি—বিনাশ করিলা ; ৮২২ ;
বিনিন্দক (স)—নিন্দাকারী ; ৬৯ ;

বিনিগ্রহা (সং)—বিশেষরূপে পরাজয়-কারিণী ; ২৬৬০ ;
বিনিবারণ (স)—নিবারণ-কারী ; ২২৫ ;
বিনিয়া—বিনাইয়া, সাজাইয়া , ২৫১৭ ;
বিনিহিত (স)—স্থাপিত ; ১৩০৪ ;
বিনোদ (সং)—১। আনন্দ ; ৫ ;
২। মনোহর ; ২৭৯ ;
৩। শ্রীকৃষ্ণ ; ১০৯৪ ;
বিনোদিয়া—মনোহর ; ২৯১ ;
বিন্দ—বিন্দু ; ২৭৫২ ;
বিন্দুয়া—(সং 'বিন্দুক') বিন্দু ; ২৬৫৭ ;
বিন্ধলি—(স্ত্রী কর্ত্রী) বিঁধিল ; ২০০ ;
বিপতি—বিপত্তি, বিপদ্ ; ২৬০ ;
বিপরিত—বিপরীত, উল্টা ; ১৭৮ ;
বিপরীত (সং)—১। উল্টা ; ১০৭৯ ;
২। অদ্ভুত ; ৬ ;
বিপাক (সং)—মন্দ পরিণাম ; ২৪৬ ;
বিপিন (সং)—বন ; ১৯২০ ;
বিপুল (সং) —প্রচুর ; ১৭৩ ;
বিপ্রলব্ধা—অষ্ট-নায়িকার অন্তর্গত নায়িকা-বিশেষ ;
যথা—
"সঙ্কেত-ভবনে নাহি হেরি প্রিয়-জনে
ব্যাকুলা যে বিপ্রলব্ধা কহে কবিগণে ;" রস-মঞ্জরী।
বিবরণ—বিবর্ণতা ; ২৭৩ ;
বিবরি—বিবৃত করিয়া, বিস্তার করিয়া ; ৫৬৬ ;
বিবশ (সং)—অবাধ্য ; ৮৩১ ;
বিবেক (স)—বিচার ; ১৯০ ; ৮৫৬;
বিভঙ্গ (সং)—বিয়োগ ; ১৭৯২ ;
বিভঙ্গ (ঙ্গি) - ভঙ্গী ; ১৯ ; ৫৯ ;
বিভব (স)—বৈভব, ঐশ্বর্য্য ; ২৯১১ ;
বিভাব (সং)—ভাব-শূন্য, অন্য ভাব-যুক্ত ; ১৫০৩ ;
বিভাবিত—ভাব-যুক্ত ; ১৮৮ ; ৩৫২ ;
বিভোর—(সং 'বিহ্বল', অপং 'বিভোল') বিহ্বল ; ১৩২ ; ২৬১২ ;
বিমন—(সং 'বিমনাঃ') ১। দুঃখিত ; ৬৬১ ;
২। বৈমনস্য, মানসিক ক্লেশ ; ২৫০ ;
বিমুখ (স)—বিরক্ত ; ৩৬৫ ;
বিমুখন—('বিমুখ' শব্দের বং বহু-বচন) বিমুখ ব্যক্তিগণ ৩০৩৫ ;
বিমোহ (সং)—বিশেষ মোহ, ব্যাকুলতা ; ২৪২৭ ; ২।৮৪ ;
বিমোহন (সং)—১। বিশেষ-রূপে মোহন ;
২। বিমোহন-যুক্ত ; ১৪২ ;
বিম্বাধর—পক্ক তেলা-কুঁচা ফলের ন্যায় ওষ্ঠ ; ১৫১৮ ;
বিম্বু (স)—জলের বুদ্বুদ ;
বিম্বু (ম্বুক)—বিম্ব-ফল, তেলাকুঁচার ফল ; ২৭১ ; ৭৮৯ ;
বিম্বুকাই—বুদ্বুদ হইযা ; ১৯১৯ ;
বিয়াকুল—ব্যাকুল ; ২৪৬২ ;
বিয়াজ—ব্যাজ, বিলম্ব ; ৪১৩ ;
বিয়াধি(ধে)—ব্যাধি ; ৩১ ; ৪২ ;
বিয়াধিনি—ব্যাধি-যুক্তা ; ১৬২৬ ;
বিয়াপি—('বেয়াপি' দ্রং) ব্যাপ্ত করিল ; ২০৬৬ ;
বিয়োগিনি (নী)—বিরহিণী ;
বিরকত—বিরক্ত ; ৩০৫৭ ;
বিরকতি—বিরক্তি ; ৫১৭ ;
বিরঙ্গ—মলিন ; ২৫২২ ;
বিরচই—রচনা করে ; ৩১৫ ;
বিরচল—রচনা করিল ;
বিরচহ—রচনা কর ; ৩০৮ ;
বিরতি—১। বিরাম, নিবৃত্তি ; ৩০ ;
২। বিতৃষ্ণ, বিরক্ত ; ৮৯৭ ;
বিরপন—বীরত্ব ; ৬২৫ ;
বিরমল—নিবৃত্ত হইল ;
বিরমহ—নিবৃত্ত হও ; ২৩০ ;
বিরল (সং)—নির্জ্জন স্থল ; ৩০ ;
বিরসই—বিরক্ত করে, নিবৃত্ত করে ; ২১৩৫ ;
বিরাগিনি—বিরক্তা ; ১৯২ ;
বিরাজ—১। বিরাজ করে ; ১১ ;
২। বিরাজ কর ; ৭৪১ ;
বিরাজই(ত)—বিরাজ করে ;
বিরাজিত (সং)—শোভিত ; ১৫০ ;
বিরিখ(খি)—বৃক্ষ, গাছ ; ৫৭৮ ; ৭৯২ ;

বিরিঞ্চি (স°)—ব্রহ্মা ;
বিরিতি—(স 'বিরীতি') অনভ্যাস ; ৭৩১ ;
বিরোধ—বিরোধ করিও ; ১৬০১ ;
বিল (স°)—গর্ত্ত ; ২১৯৬ ;
বিলখ—(স 'বিলক্ষ') বিস্মিত ; ২৬৪৩ ;
বিলপই—বিলাপ করে ; ৭৭০ ;
বিলমায়ত—('বিলম্বায়ত' দ্র°) বিলম্ব করে ; ১০২৫ ;
বিলম্ব (স)—গৌণ ;
বিলম্ব—বিলম্বিত ; ১৩৭০ ;
বিলম্বায়ত—(স° 'বিলম্বায়তে') বিলম্ব করে ; ৩১৮ ;
বিলম্বাহ—বিলম্ব করাও ; ১৬২৫ ;
বিলসই (ম্রে)—বিহার করে ; ৩৫১ ;
বিলসন (স°)—বিলাস ; ১২৯২ ;
বিলসব—বিলাস করিবে ; ২৪৯৬ ;
বিলাস (স°)—১। ব্যবহার, চরিত্র ; ২৩৮ ;
২। বিহার ;
বিলাসত—বিলাস করে ; ১৮৩৯ ;
বিলাসন (স°)—('বিলাস' দ্র) বিহার ; ১১৩ ;
বিলাসিতে—বিলাস করিতে ; ১০২৪ ;
বিলুঠই—বিলুণ্ঠিত হইয়া ; ১৩৮৭ ;
বিলুলিত (স°)—বিস্রস্ত, স্খলিত ; ১৮৭৭ ;
বিলোকন (স°)—১। দর্শন ; ১৯৪ ;
২। চক্ষু ; ১৯২ ;
বিলোচন (স°)—দৃষ্টি ; ৮৬ ;
বিলোল (স°)—সুচঞ্চল ; ৮৬ ;
বিশঙ্কউ—বিশেষ-রূপে আশঙ্কা করিতেছি ; ৩৯৯ ;
বিশদ (স°)—নির্ম্মল ; ৩২৮ ;
বিশিখ (স°)—বাণ ; ৫৮ ;
বিশেখ—বিশেষ, উপশম ; ১৯৪৫ ;
বিশেখি—১। বিশেষ করিয়া ; ৫৪৯ ;
২। পরাজিত করিয়া ; ২৭১ ;
বিশেষ—১। বৈশিষ্ট্য, মাহাত্ম্য ; ৭৭০ ;
২। বিশেষ-রূপে ; ২২৩ ;
বিশোয়াস (সা)—বিশ্বাস ; ১৩৯ ; ৩০১৬ ;
বিশোয়াসব—বিশ্বাস করিবে ; ১৫৮ ;
বিশ্বম্ভর—(স) শ্রীচৈতন্য দেবের পূর্ব্ব আশ্রমের নাম ; ৮ ;
২২১০ ;
বিশ্বাস—বিশ্বস্ত, প্রাচীন কালের উপাধি, প্রধান কার্য্য-
কারক ; ২১৯৯ ;
বিষম (স)—১। বে-যোড় অর্থাৎ পঞ্চ-সংখ্যক ; ১৫২ ;
২। দারুণ ; ১৭১ ;
বিষয়—বিষয়-কার্য্য, চাকরী ; ১৩৭৭ ;
বিষহরী (স°)—মনসা-দেবী ; ৬৪৩ ;
বিষাণ (স)—শিঙা ; ১১৯২ ;
বিষাইল—বিষ-যুক্ত ; ১৭৭৮ ;
বিষাদই—বিষাদ করে ; ৫৫৮ ;
বিষ্ণুপ্রিয়া—শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বিতীয়া পত্নী ;
বিস (স)—পদ্ম-নাল ; ১৯২০ ;
বিসরণ—বিস্মরণ ; ১৬৮ ;
বিসরি—১। বিস্মৃত হই ; ১১০২ ;
২। বিস্মৃত হইয়া ; ১২৫৫ ;
বিসরিত—বিস্মৃত ; ১২৯২ ;
বিসরিয়া—বিস্মৃত হইয়া ; ১৭৪৪ ;
বিসরে—বিস্মৃত হয় ; ১৮৬০ ;
বিসাঙ্গ—সাঙ্গের অভাব ;
বিসাবে—(হি 'বিসরণা') ভুলে অর্থাৎ কার্য্য-বিস্মৃত হয় ;
২৮৬৮ ;
বিসাহন—('পসাহন' দ্র) প্রসাধন, সজ্জা ; ৫৮০ ;
বিসূচি—বিসূচিকা, উৎকট ব্যাধি-বিশেষ ; ১৯০৯ ;
বিহগ (স°)—পক্ষী ; ৭১৭ ;
বিহনে—(স 'বিহীন' হইতে) বিনা ; ১৯৪ ; ১৭৪৬ ;
বিহরই (ম্রে)—বিহার করে ; ১৫০ ; ৩২৮ ;
বিহরণ—বিহার, বিলাস ; ১৪৭৮ ;
বিহসলি—(স্ত্রী° কর্ত্রী) হাস্য করিল ; ২৯৩ ;
বিহসি—হাসিয়া ; ২২৩ ; ২৫৭ ;
বিহান—(স° 'ব্রাহ্ম' ; হি°, মৈ '[বিহান্]') প্রাতঃকাল ;
২০৩ ; ৩৯৫ ;
বিহার (স)—১। ক্রীড়া ;
২। সম্ভোগ ;
বিহারব—বিহার করিব ; ১৭৬০ ;

বেকত (তা)—ব্যক্ত, প্রকাশিত ; ৬ ; ৫৭ ;
বেগর—(ফা° আ 'ব' + গৈর) ব্যতীত, বিনা ; ১৭৩৬ ;
বেঙ্কা—বঙ্ক, বক্র ; ৩০৩৭ ;
বেচন—বিক্রয় ; ১৩৫৬ ;
বেচলুঁ—বেচিলাম ; ৩৬১ ;
বেচহ—বেচ ; ৪৯৬ ;
বেড়ি—১। বেড়িয়াছে ; ৩০২ ;
 ২। বেড়িয়া ; ১৬৯৮ ;
বেঢ়ল—বেড়িল ; ২১ ; ২২৪ ;
বেঢ়িয়া—বেড়িয়া ; ১৯৮ ;
বেণা—খস্‌খসের ঝোপ ; ৬৪২ ;
বেণি—(স° 'বেণী') ১। বেণীর আকারে রচিত কেশ-পাশ ; ২৪৭২ ;
 ২। জলের নালা ; ৬২৩ ;
বেণি,বেণী—ত্রিবেণী, প্রয়াগ-তীর্থ ; ১৩৪১ ; ১৩৪২ ;
বেণু (স)—বাঁশী ; ১৫০ ;
বেতন (স)—মূল্য ; ১১৪৬ ;
বেথা—ব্যথা, বেদনা ; ৩০ ;
বেথি—('বেথিত' দ্র°) ব্যথিত ; ৯৩৮ ;
বেথিত—ব্যথিত, ব্যথার ব্যথী ; ৮১৭ ; ১৬৫৪ ;
বেদন (স°)—বেদনা ; ৭১ ;
বেদনী—('বেথিত' তু°) দরদী ; ৬৯০ ;
বেনন—১। বিনানো ; ১৩৩৩ ;
 ২। বিনানো কেশ ; ২৬১ ;
বেপথু (স°)—কম্প ; ৪৮৮ ;
বেবহার—ব্যবহার, লোক-চরিত্র ; ১০৬ ;
বেভার—১। ব্যবহার ; ২২৮ ;
 ২। প্রচলিত কর ; ১৩৫৬ ;
বেভারয়ে—ব্যবহার করে ; ২৫৪৭ ;
বেয়াকুল—ব্যাকুল ; ১৫২ ;
বেয়াজ—১। ব্যাজ, বিলম্ব ; ৩২১ ;
 ২। টাকার সুদ ; ২৩৮ ;
 ৩। ছল ;
বেয়াধি—ব্যাধি ; ১১৮ ;
বেয়াপ (পি)—ব্যাপ্ত করিল, ভরিল ; ২১৯৬ ;
বেয়াপিত—ব্যাপিত ; ৯০৮ ;
বেরা—['বেল (লি)' দ্র°] ১। বেলা, সময় ; ২৩৩ ;
 ২। বার ; ৮১, ৮২ ;
বেল (লা)—(স 'বেলা') সৈকত, নদীর জলের সহিত সংলগ্ন বালুকাময় নিম্ন স্থান ; ২০৪ ;
বেল (লি)—বেলা, সময় ; ২০১ ; ৬৪২ ;
বেলা—কাংস্যাদি-নির্ম্মিত ভোজন-পাত্র-বিশেষ ; ২৭০০ ;
বেশ (স°)—পোশাক ; ২৪৯ ;
বেশর—নাসিকার অলঙ্কার-বিশেষ ; ৬৯৬ ;
বেশিনি—(স 'বেশিনী') বেশ যুক্তা ; ২৭০ ;
বেসাইতে—(ফা° 'বেশী' হইতে) বাড়াইতে ; ২২৬৯ ;
বেসালি—বড় মুখ চেপ্টা মৃৎপাত্র ; ১২৯২ ;
বেহার—(স 'বিহার') ভ্রমণ ; ২৫১৮ ;
বৈচিত্র—বিচিত্র ; ১৩২৩ ;
বৈজয়ন্তী (স°)—নানা-বর্ণ পুষ্পের আজানুলম্বিত মালা ; ১২২৮ ;
বৈঠ—বসিল ; ২৫০৫ ;
বৈঠই—বসে ;
বৈঠত (য়ে)—১। বসে ; ১০৮ ; ২১৭
 ২। বাস করে ; ১১ ; ২১
বৈঠব—বসিব ; ৭১ ;
বৈঠল—বসিল ; ৯৮২ ;
বৈঠলি—(স্ত্রী° কর্ত্রী) বসিল ; ৩১৮ ;
বৈঠলুঁ—বসিলাম ; ১২৭ ;
বৈঠায়ল—বসাইল ; ১৮৯ ;
বৈঠি—বসিয়া ; ১১৪ ;
বৈদগতা—বিদগ্ধতা, রসিকতা ; ১৩৬৪ ;
বৈদগধি (ধী)—বৈদগ্ধ্য, রসজ্ঞতা ; ১৪৬ ; ২৩৮ ;
বৈনো—(ব্র 'বন' ধাতু—অতীতের রূপ—'বন্যো') সাজিয়াছে ; ১০৮৬ ;
বৈবর্ণ (স°)—বিবর্ণতা ; ১৫৪৫ ;
বৈভব (স°)—ঐশ্বর্য্য, মাহাত্ম্য ; ৯৮০ ;
বৈয়া—বহিয়া, চলিয়া ; ৮০৬ ;
বৈরাগর—বৈরাগ্যের ; ২৩২৫ ;
বৈরিণি—(স 'বৈরিণী') শত্রুতা-কারিণী ; ২৪৪ ;

[ভ]

ভব (স°)—১। শিব ;
২। সংসার ; ১৩২ ;
ভমর (রা) (স্ত্রী° 'ভমরি')—ভ্রমর ; ৭০৮ ; ১০৮৮ ,
ভয়—চকিত,
ভর—ভরা, পূর্ণ ; ১৪০৩ ; ১৭৩৫ ;
ভর (স)—ভার, প্রাচুর্য্য ; ১৩২ ; ১৯৭ ;
ভরই—ভরে, পূর্ণ করে ; ৮৩ ;
ভরছন—র্ভৎসনা, নিন্দা ; ৪২৮ ;
ভরম—ভ্রম, ভুল ; ৮৯ ; ৪৩৫ ;
ভরম—(স' 'সম্ভ্রম'শব্দ-জাত) সম্ভ্রম, সঙ্কোচ ; ৫৮ ;
ভরমই—ভ্রমণ করে ; ১৯৫৩ ;
ভরমাইত—ভ্রামিত, ঘূর্ণিত ; ১৩৩১ ;
ভরমিব—ভ্রমণ করিব ; ৮৪৪ ;
ভরল—১। ভরিল ; ৭৩ ;
২। পরিপূর্ণ ; ১৫৬ ;
ভরাঁতি—ভ্রান্তি, ভ্রম ; ৩৫৮ ;
ভরা—ভার, বোঝাই ; ২৩৪৭ ;
ভরি—১। ভরিয়া ;
২। ভরিল ; ১৯৫ ;
ভরিপূর—ভরপূর, পরিপূর্ণ ; ২২৪ ;
ভরু—১। পূর্ণ হয় ; ৩০৫ ;
২। পূর্ণ করিল ; ৬৮ ;
ভরুচক্ক—(হি' 'ভৌচক্ক') ১০০৩ ;
ভরোসা (হি°)—ভরসা, বিশ্বাস ; ২৮১০ ;
ভসম—ভস্ম, ছাই ; ৯০ ;
ভাঁড়্যা—ভাঁড়িয়া, প্রতারণা করিয়া ; ২৩১৩ ;
ভাঁতি—(স' 'ভাতি') ১। শোভা ; ১২০ ;
২। ভঙ্গী ; ১১৩ ;
৩। সদৃশ, তুল্য ; ৪৫ ;
ভা—(স' 'ভাস্') দীপ্তি ; ১৭৩৬ ;
ভাইয়া—ভায়া, ভাই ; ২৬৬ ;
ভাওই—(স' 'ভ্রাতৃ-জায়া' ; হি' 'ভাবজ' ; ব্র° 'ভৌজি' ;
'ভৌজাই') ভ্রাতৃ-বধূ ; ৭৫৭ ;
ভাওই (য়ে)—('ভাওত' দ্র) ভাল লাগে ; ১৮৭২ ;
২৮৬১ ;
ভাওত—(স' 'ভা'—ভাতি) ভাল লাগে ; ১৭০ ;
ভাওনা—ভাবনা, চিন্তা ; ২৮৯৩ ;
ভাওনি—('ভাঙনি' দ্র°) ভঙ্গী ; ২৮৮৫ ;
ভাওব—('ভাওত' দ্র) ভাল লাগিবে ; ১৯৭৭ ;
ভাওয়ে—((স ণিজন্ত 'ভী' ধাতু—ভায়য়তি) ভীত হয় ;
১১৫৩ ;
ভাখ (খি)—ভাষা, বাক্য ; ৯৩ ; ৯৫ ; ৩৬৬ ,
ভাখই (য়ে)—বলে ; ৭৭০ ; ২৮৪০ ,
ভাখচ—কহ ; ১৬০২ ;
ভাগ—ভাগিল, পলাইল ; ২৪৯২ ;
ভাগ (গি)—ভাগ্য ; ৩৭ ; ৫০৩ , ১৬৬০ ;
ভাগত—পলায় ; ২৬৪৮ ;
ভাগল—('ভাজত' দ্র) ভাগিল পলাইল ; ২৪০ ;
ভাগি—দায়ী ; ৪৯৩ ;
ভাগি—('ভাজত' দ্র) ১। ভাগিয়া ; ১১ ;
২। ভাগিল ; ১৭১ ;
ভাগে—ভাগ্যে ; ১৯৯৬ ; ১৯১২ , ২৮৩৪ ,
ভাগে—('ভাজত' দ্র°) পলায়ন করে ; ১৯০ ;
ভাঙ—ভঙ্গী ; ২৭১৫ ;
ভাঙন—ভঙ্গী-যুক্ত, শোভা-যুক্ত ; ১৫৫৭ , ১৭৩৮ ;
ভাঙনি (নী)—ভঙ্গী ; ৩ ; ১৫ ,
ভাঙু—(উচ্চারণ—'ভাউঁ', হি 'ভৌ') ভ্রূ, ভুরু , ৫৯ ;
ভাঙ্গই—ভাঙ্গে ; ৪৭ ;
ভাঙ্গল—১। ভাঙ্গিল ;
২। ভগ্ন ; ৯৯৬ ;
ভাজত—(স ' ভঞ্জ' ধাতু) ভঙ্গ দেন, পলায়ন করে ; ১০ ;
ভাজন (স°)—পাত্র ; ২৫২৭ ;
ভাজব—('ভাজত' দ্র) পলাইবে ; ১৯৭৫ ;
ভাজে—('ভাজত' দ্র) পলায়ন করে ; ৬৫৭ ;
ভাট—স্তুতি-পাঠক ; ৩৩ ;
ভাড়িয়া—ভেড়ুয়া, নর্ত্তকীর নীচ অনুচর ; ২২০৬ ;
ভাণ—('ভণ' দ্র) বলে ; ৬১ ;
ভাণয়া—('ভাণ' দ্র) বলে ; ১৬৯৮ ;
ভাণ্ডি ('ভাণ্ডির' দ্র) ১২১৩ ;
ভাণ্ডির, ভাণ্ডীর—ঐ নামে প্রসিদ্ধ বট-বৃক্ষ-বিশেষ ; ৩২৯ ;

ভাতি (তিয়া)—১। শোভা ; ১০৩৫ ;

২। ভঙ্গী ; ১৪৭৯ ;

৩। কৌশল ; ১৩ ; ৩৮ ;

ভাতি—('ভায়' দ্র) ভাল লাগে ; ১০৩৫ ;

ভাতিয়া—১। ভঙ্গী ; ১২৭৮ ;

২। ভাতি-যুক্ত, ভঙ্গী-যুক্ত ; ১২৫ ;

ভাদর—ভাদ্র ; ৮৬৮ ;

ভাদো—(হিং 'ভাদো') ভাদ্র ; ১৭৩৬ ;

ভান (সং)—১। প্রতীতি, জ্ঞান ; ১৭৮ ;

২। অনুমান ; ৪০৪ ;

৩। সদৃশ, তুল্য ; ২৬৮ ;

ভানল—প্রতীত হইল ; ২১৮০ ;

ভানু (সং)—১। সূর্য্য ;

২। বৃষভানু নামক শ্রীরাধার পিতা ;

ভানুয়া—ভানু ; ৬৪২ ; ১২৭৭ ;

ভাব (সং)—১। মনের অবস্থা ; ৫ ;

২। প্রেম ; ২ ;

৩। কল্পনা ; ৮১ ;

ভাবই—ভাবে, চিন্তা করে ; ৭৬৩ ;

ভাবক—ভাবুক ; ২১৬১ ,

ভাব-সন্ধি (সং)—হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের সংমিশ্রণ ; ১৬১৮ ;

ভাবিনি (নী)—(সং 'ভাবিনী') ভাব-যুক্তা ; অনুরাগ যুক্তা ; ১৮৮ ; ১০০১ ;

ভাবিয়ে—চিন্তা করি ; ৪১২ ;

ভামা (সং)—মানিনী ; ২৯৬৬ ;

ভামিনি—(সং 'ভামিনী') কোপ-যুক্তা নারী ; ৪১২ ;

ভায়—(সং 'ভা' ধাতু—'ভাতি') ১। ভাল লাগে ; ১২৪ ; ১৪৮ ;

২। ভাল বোধ করে ; ১৬০ ;

ভায়ত—('ভায়' দ্রং) ভাল লাগে ; ১৮১৪ ;

ভার (রা)—(সং 'ভার') ১। বোঝা ; ১৬৮ ;

২। সমূহ ; ১৬৩ ; ২৩২ ;

ভারি—(সং 'ভারিন্) ১। ভার-বিশিষ্ট ;

২। অত্যন্ত, বেশী ; ২৫৪ ;

১। ভাল (সং)—কপাল, ললাট ; ২১ ; ২৭৯ ;

২। ভাল—(সং 'ভল্ল', হিং 'ভলা') উত্তম ; ৩৮৫ ;

ভালি (লে)—('২। ভাল' দ্রং) উত্তম ; ২৮৯ ; ৪৯১ ;

ভালে ভালে—ভালয় ভালয় ; ৫৫৪ ;

ভাষ (স)—১। ভাষা, বাক্য ; ৩ ;

২। ধ্বনি ; ২৪৬৩ ;

ভাষ—(পুং বং 'ভাষ্যি') মাহাত্ম্য ; ১১১২ ;

ভাষণি—('ভাষ' দ্রং) বাক্য ; ৩ ;

ভাষি—কথা কহিয়া ; ১৫০ ;

ভাস—(সং 'ভাস' ধাতু—দীপ্তি প্রকাশে) দীপ্তি ; ৩০৫ ;

ভাস (সে)—('ভাস' দ্রং) দীপ্তি পায় ; ২৪৬২ ; ২৮৮১ ;

ভাসয়ে—ভাসে ; ১৩ ;

ভাসল—ভাসিল ; ২৬৩ ;

ভাসাঙ—(উচ্চারণ—'ভাসাউঁ') ভাসাই ; ৮২৮ ;

ভাসায়ল—ভাসাইল ; ৩৮ ;

ভাসুর—(সং 'ভ্রাতৃ-শ্বশুর ; অপং 'ভাস্‌শশুর') ভাসুর, পতির জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা ; ৭৫৭ ;

ভিখ—ভিক্ষা ; ৩২৮ ;

ভিগায়—ভিজায় ; ২৫০৯ ;

ভিগি—ভিজিয়া ; ৫৪৮ ;

ভিগায়ই—ভিজায় ; ২৪৮৭ ;

ভিড়িয়া—ঘনাইয়া ; ২৭৯৯ ;

ভিত—(সং 'ভিত্তি' *) ১। দেয়াল ; ১৬৪৩ ;

২। ভিত বা দেয়ালের ন্যায় নদীর উচ্চ তট ; ৮১৮ ;

৩। দিক্ ; ২৪২ ;

৪। পাকা ; ২৬৭৮ ;

ভিন—১। ভিন্ন ; ১০৬ ;

২। ছিন্ন ; ২৫০ ;

ভিন্ন (সং)—স্বতন্ত্র, পৃথক্ ; ২৪৬২ ;

ভিয়াইল—মিঠাই পাক করিল ; ৮৯০ ;

ভিয়ান—মিঠাইর পাক ; ২৭৪৯ ;

ভীখ—ভিক্ষা ; ২৪০ ;

---

* সাধারণতঃ গৃহের চারিটী ভিত্তি বা দেয়াল চারিটী দিক্ সূচনা করে বলিয়া 'ভিত্তি' হইতে 'দিক্' অর্থ আসিয়াছে।

—সম্পাদক

ভীগই (ত)—ভিজে ; ২৫০৫ ; ২৭৮০ ।
ভীগল—ভিজিল ; ১৫৭ ;
ভীড়—(কৃ° কী° 'ভিড়ি' দ্র°) সম্মিলিত ; ১০৮৮ ;
ভীত—(স° 'ভীতি') ভয় ; ৫১ ; ১১৩ ;
ভীত (স°)—ভয়-যুক্ত ; ৬৪ ;
ভীত—(স° 'ভিত্তি'-শব্দজ) ভিত্তি, দেয়াল ; ৩৫১ ;
ভীত-পুতলি—দেয়ালে চিত্রিত বা উৎকীর্ণ মূর্ত্তি ; ১০০ ;
ভীতি—ভীতা, ভয়-যুক্তা ; ২৫২ ;
ভীন—(স° 'ভিন্ন') ছিন্ন ; ২৫০ ;
ভুক—(স° 'বুভুক্ষা'-শব্দজাত) ক্ষুধা ; ৮১০ ;
ভুকিল—ফুটিল, বিঁধিল ; ১২১২ ;
ভুখলি—('ভুখিল' দ্র°) ক্ষুধাতুরা ; ১৯১৮ ;
ভুখা—(স° 'বুভুক্ষিত') ক্ষুধিত ; ২৭৮৭ ;
ভুখিল—ক্ষুধার্ত্ত ; ২২২ ; ২৭৪ ।
ভুজ (স°)—বাহু ; ২০৭ ;
ভুজইতে—ভুগিতে ; ৯৬৮ ;
ভুজগ (স°)—১। ভুজঙ্গ, সর্প ; ১০১ ;
২। ভুজঙ্গ, লম্পট ; ১০১ ;
ভুজগ-গুরু (স°)—সাপের ওস্তাদ, মাল-বৈদ্য ; ১০০১ ;
ভুজগিনি—সর্পী ;
ভুজঙ্গ (স°)—সর্প ; ৪ ;
ভুজঙ্গম (স°)—১। সর্প ; ১০১ ;
২। লম্পট ; ১০১ ;
ভুজঙ্গিনি—সর্পী ; ১৯২ ;
ভুঞ্জই—ভোগ করে ; ৯৬৮ ;
ভুঞ্জব—খাইবে ; ৩০৭৪ ;
ভুলুঁ—ভুলিলাম ;
ভুলায়ল—ভুলাইল ; ১৪৮ ;
ভুলিলুঁ—ভুলিলাম ; ১২১ ;
ভুখণ—ভুষণ, অলঙ্কার ; ২৩২ ;
ভুঞ্জল—ভোজন করিল ; ১১১১ ;
ভুতা—ভুত, প্রেত-যোনি-বিশেষ ; ১৩৫ ;
ভুধর (স°)—পর্ব্বত ; ২৮৯১ ;
ভুধর-রাজ (স°)—শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল হেতু গিরিশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধন ; ২৮৭৭ ;

ভূপ (পতি) (স°)—রাজা ; ১৫৯৩ ;
ভূবয়ে—(স° 'ভুবি') ভূমিতে ; ২৬৫৭ ;
ভূম—ভূমি ; ৫৪ ;
ভূরি (স°)—প্রচুর ; ১৯২২ ;
ভূল—ভুলিল ; ৩০১ ;
ভূলত—ভুলে ; ২৭১৪ ;
ভূলল—১। ভুলিল ; ২৬৩ ;
৩। ভুলিলাম ; ৩৮৫ ; ১০২৪ ;
ভূলহ—ভুলিও ; ২২২ ;
ভৃঙ্গ (স°)—ভ্রমর ;
ভৃঙ্গী—শ্রীরাধার সহচরী কিরাত-কন্যার নাম ; ২৭৯৫ ·
ভেও—(স° 'ভূত্বম্', ব্র° 'ভএ') হইল ; ২৮৫৮ ,
ভেক, ভেখ—(স° 'বেষ') বেশ ; সজ্জা ; ৩৯৮ ;
ভেখধারী—বেশ-ধারী ; ৩৯৮ ;
ভেজ—পাঠায় ; ৩১১ ;
ভেজব—পাঠাইবে ; ১৯৭৫ ;
ভেজল—পাঠাইল ; ৮৮ ;
ভেজাই—পাঠাই ; ৭১৫ ;
ভেজাইলাম—পাঠাইলাম ; ৭৪৮ ;
ভেজাঞা—পাঠাইয়া ; ২৭৯ ;
ভেট—সাক্ষাৎ, মিলন ; ১১২ ,
ভেট—১। সাক্ষাৎ করিল ; ৮০৩ ;
২। সাক্ষাৎ দেও ; ২৮৬০ ;
৩। সাক্ষাৎ করিলাম ; ১৬০৯ ;
ভেটব—সাক্ষাৎ করিব ; ১৪৮৪ ;
ভেটল—সাক্ষাৎ করিল ; ২৫৬ ;
ভেটলি—(স্ত্রী কর্ত্রী) সাক্ষাৎ করিল ; ১০০৮ ;
ভেটলুঁ—সাক্ষাৎ করিলাম ; ৭১ ;
ভেটহ—সাক্ষাৎ কর ; ১২৮ ;
ভেটা—ভেট সম্বন্ধীয় অর্থাৎ ক্রীড়ায় বিজেতার উপহার ; ১১৯৫ ;
ভেটিব—সাক্ষাৎ করিব ; ১৩৫৫ ;
ভেটিয়াছ—সাক্ষাৎ করিয়াছ ; ১৮১২ ;
ভেদ—ভেদ করে, বিদ্ধ করে ; ১৮৭৭ ;
ভেদ (স°)—১। ভাব-প্রকাশ ; ৪২ ;

[ম]

২। শ্রেষ্ঠ ; ১৩ ; ১৯৭ ;

মণিত (সং)—রতি-সুখ-জনিত কূজন ধ্বনি ; ১৩৪৪
২৬৪৩ ;

মণিময় (সং)—রত্নময় ; ১০০৮ ;

মণিয়া—মণি ; ২৬৮ ;

মণী—মণি ; ১৩২৪ ;

মণ্ডন (সং)—ভূষণ, অলঙ্কার ; ২৬৬ ; ৩১২ ;

মণ্ডনয়া—(মৈং 'অয়া' প্রত্যয় স্বার্থে) মণ্ডন,
১১৫৯ ;

মণ্ডলী (সং)—১। সমূহ ;

২। মণ্ডলাকার স্থান ; ১৩ ;

মণ্ডিত (সং)—ভূষিত ; ৭৪ ;

মণ্ডুক (স্ত্রী° মণ্ডুকী)—ভেক ;

মত—মত্ত ; ২৪২৯ ;

মত--প্রকার ; রকম ; ১৪ ;

মতঙ্গ—(সং 'মাতঙ্গ') হস্তী ; ৫৩ ;

মতঙ্গজ (সং)—মাতঙ্গ, হস্তী ; ১০৯ ;

মতা—মত্তা ; ২৭০০ ;

মতি (সং)—বুদ্ধি ; ১৯৯ ;

মতি—(সং 'মা' ; হি 'মৈত্') নিষেধার্থে অব্যয় ; ১১৫৩ ;

মতিমন্ত—মতিমান্, বুদ্ধিমান্ ; ১৬৫ ;

মথ—(হিং 'মথ্') মন্থন করিয়া ; ২৪২৬ ;

মথন—১। মন্থন, আলোড়ন ;

২। মন্থন-কারী ; ১৫৯ ;

মথনি—এক-প্রকার সরবৎ ; ২৫৫৭ ;

মদ (সং)—গর্ব্ব ; ২৪৮ ; ২৪২৬ ;

২ মত্ততা ; ২৩২ ;

মদন (সং)—কন্দর্প ;

মদন-মথন (সং)—মদনের গর্ব্ব-নাশ-কারী ; ১৫৯ ;

মদন-শয়ান—('মদন' ও 'শয়ান' দ্রং),
১১৫ ; ৩০৮ ;

মধত—('মধ্যত' দ্রং) মধ্যস্থ ; ৬৯০ ;

মধি—মধ্যে ; ১৫৬৩ ;

মধু (সং)—১। ফুলের মধু ;

২। অমৃত ; ২৬৭৪ ;

৩। বসন্ত ; ৩১৩ ;

৪। চৈত্র ; ১৭৯১ ;

মধুকর (সং)—ভ্রমর ; ১৫০০ ;

মধুকরি—মধুকরী, ভ্রমরী ; ৩৫০ ;

মধুপ (সং)—ভ্রমর ; ২৬৪ ;

মধুপুর—মথুরা ; ১৬৮১ ;

মধুপুরী—মথুরা ; ১৬৫৭ ;

মধুমত—মধু-মত্ত ; ২৪২৯ ;

মধুমতী (সং)—কৃষ্ণ-প্রিয়া, গোপী-বিশেষ ; ১৪৯২ ;

মধুরাই—মাধুর্য্য ; ২৫৬ ;

মধুরিম—মধুর ; ১০ ; ৮৬ ;

মধুসূদন (সং)—১। শ্রীকৃষ্ণ ; ৩১০ ; ২৬৩১ ;

২। মধুর সূদন বা ভক্ষক অর্থাৎ মধুকর ; ৩৫০ ;
২৬৩৫ ;

মধ্য (সং)—মাজা, কমর ;

মধ্যতি—মধ্যস্থ, মধ্যবর্ত্তী ; ৫৭৬ , ২১৫৮ ;

মধ্যম—মধ্য দেশ, কমর , ৭৮৯ ;

মনই—মনে করে ; ১৭২২ ; ১৯২১ ;

মনইতে—মনে করিতে ; ২৪২৬ .

মনকাম—মনস্কাম, মনের বা ;

মনভব—মনোভব, কন্দর্প ; ১৪৬৭ , ১৮৪২ ;

মনমথ --১। মন্মথ ; ১৫৯ ; ৬২০ ;

২। মন-মোহন-কারী ; ৬২০ ;

মনরথ—মনোরথ, মনের বাঞ্ছা ; ৩০৫ ;

মনসিজ (সং)—কন্দর্প, কামদেব ; ৫৬ ; ৮৩ ;

মনহি মন (হিং)—মনে মনে ; ১৮৮ ;

মনাই—মানায়, প্রবোধ দেয় ; ২১২৯ ;

মনু—মরিলাম ; ১০৩ ;

মনুজ (সং)—মনুষ্য ; ২৬৬ ; ১৭৫৫ ;

মনোজ (সং)—কন্দর্প ; ১৬১৪ ;

মনোভব (সং)—কন্দর্প ; ২৩৫ ;

মনোরথ (সং)—১। মনের বাঞ্ছা ; ৩৬২ ;

২। মনের বাঞ্ছা-স্বরূপ রথ ; ৩৬২ ;

মনোহরা—নারিকেল, ক্ষীর ও শর্করা দ্বারা প্রস্তুত মিষ্টান্ন-
বিশেষ ; ২৫৫৭ ;

মন্ত (মন্ত্র)— মন্ত্র ; ২১৭ ; ১৬২৩ ;
মন্থর (সং)—ধীর, মৃদু ; ১৪৬ ; ১৪৮ ;
মন্দ (সং)—১। মৃদু ; ৮৩ ; ৫২৪ ;
২। মলিন ; ২৩২ ; ৩। মূর্খ ; ১৭ ; ৪। অধম ; ১৮১৪
মন্দর (সং)—পর্ব্বত-বিশেষ ; যে পর্ব্বত সমুদ্র-মন্থনে মন্থন-দণ্ডের কার্য্য সাধন করিয়াছিল ;
মন্দা—('মন্দ' দ্রঃ) অধম, মূর্খ ; ২৫১ ;
মন্দাকিনী (সং)—স্বর্গের গঙ্গা ; ৩ ;
মন্দার (সং)—পারিজাত পুষ্প ; ২৪২৬ ;
মন্দার—('মন্দর' দ্রঃ) পর্ব্বত-বিশেষ ; ১৮ ;
ময়ন (না)—মদন ; ১০৭৮ ; ১০৮৩ ; ১৩০৫ ;
ময়মত্ত—মদ-মত্ত ; ৩২৫ ;
ময়মদ—মদ মত্ত ; ২৪৭৬ ;
মরকত (সং)—সবুজবর্ণ মণি-বিশেষ, পান্না ; ৭৫ ;
মরদন—(সং 'মর্দ্দন) ১। মর্দ্দন ; ২। মর্দ্দন-কারী
মরদলি—মর্দ্দন করিলি ; ২৪৯৪ ;
মরন্দ (সং)—মকরন্দ, মধু ; ৬৭ ; ৩০৩ ;
মরবি—১। মরিবি ; ২। মরিব ; ১৪৮৪ ;
মরম—(সং 'মর্ম্মন্'-শব্দজ)
১। হৃদয় ; ২১৭ ; ২২৬ ;
২। মনের ভাব ; ২ ; ৩২ ;
মরমি (মী)—(সং 'মর্ম্মী') মর্ম্মজ্ঞ, যে মর্ম্ম বুঝে ; ২২৬ ; ২৪৩ ;
মরি না লো—বিস্ময়-সূচক অব্যয় ; ২১৮ ;
মরি মরি—বিস্ময়-সূচক অব্যয় ; ২৮৮ ;
মরিযাদ—মর্য্যাদা, সীমা ; ৫৩ ; ২৩৪ ;
মরোঁ—মরি ; ২৯৬ ; ৪৮৮ ; ৬৮৩ ;
মর্ষ (সং)—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ; ২৬৬০ ;
মলয় (সং)—দাক্ষিণাত্য পর্ব্বত-বিশেষ ;
মলয়জ (সং)—মলয়-পর্ব্বত-জাত চন্দন ;
মলয়জ-পঙ্ক (সং)—কর্দ্দমবৎ ঘষা-চন্দন ;
মলি—ময়লা ; ২৩৬২ ;
মলুঁ—মরিলাম ; ১২৪ ;
মল্য—(উচ্চারণ—'মৈল') মরিল ; ২৬৭ ;
মল্ল (সং)—পলোয়ান, কুস্তিগির ; ২৬৬ ;
মল্লতোড়ল—পায়ের অলঙ্কার-বিশেষ ; ২০৫ ;
মল্লি—('মল্লী' দ্রঃ) বেল্ ফুল ; ২৪২৬ ;
মল্লী (ল্লিকা) (সং)—বেল্-ফুল ; ২৭২ ;
মস্থন—মোলায়েম ; ১৭২২ ;
মহগ—মহার্ঘ, মহামূল্য ; ১৭২২ ;
মহত—মহত্ত্ব, গৌরব ;
মহতি—বীণা-বিশেষ ; ১৫০১ ;
মহল (আঃ)—প্রকোষ্ঠ, বাড়ীর অংশ ; ৬৪১ ;
মহা—১। (সমাসে 'মহৎ' শব্দের রূপ) অতিশয় ; ৪৬৮ ;
২। (হিং 'মহ') মধ্যে ; ১৮৯৯ ;
মহাজন (সং)—মহাত্মা ব্যক্তি ; ৮৫৭ ;
মহান্ত—বৈষ্ণব-মহাজন ; ১৬ ;
মহাপাত্র (সং)—প্রধান অমাত্য ; ২০৭২ ;
মহাভাব (সং)—প্রেমের পরাকাষ্ঠার অবস্থা-বিশেষ ;
"প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাব-রূপা রাধা ঠাকুরাণী ॥"
চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম ;
মহি—('মহী' দ্রঃ) পৃথিবী ; ৪৬ ;
মহী (সং)—পৃথিবী ; ১৫৯ ;
মহীম—মহিমা ; ১৫২১ ;
মহু—মধু ; ২১২৯ ;
মহুরী—বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ , ১১২৬ ;
মহোদধি (সং)—সমুদ্র ; ১৯২ ;
মা—('মাহ' দ্রঃ) মধ্যে ; ৯৯১ ; ২৪২৭ ;
মাই—('মা' দ্রঃ) মধ্যে ; ১৪১০ ;
মাই—(সং 'মাতৃ' ; প্রাঃ 'মাত্র' ; হিং, মৈঃ 'মাই')
১। মাতা ; ১২২ ;
২। বিস্ময় সূচক অব্যয় ; ১৩২ ; ৭২৭ ;
মাকড়—(সং 'মর্কট', কৃঃ কীঃ 'মাকড়') বানর ; ১৩৯৮ ;
মাখন—১। নবনীত, ননী ; ১১৫৬ ;
২। (সং 'মক্ষিত' হইতে) মাখা ; ১৮২৫ ; ২৪৪২ ;
মাখা (বি)—মাখানো ; ১০৫ ;
মাগ—('মাগই' দ্রঃ ধাতু)
১। মাগিতেছ, যাচ্ঞা করিতেছ ; ৩৯৮ ;
২। মাগিতে ; ২৪৬২ ;
মাগই—(সং 'মার্গ' ধাতু) প্রার্থনা করে ; ৩০১৮ ;

মানায়ব—ক্ষমা করাইব ; ৫০১ ; ১৭৬০ ;
মানিয়ে—মনে করি ; ১৩৯ ;
মানুখ—মানুষ ;
মাফ—(আ 'মুআফ্') ক্ষমা ; ৩৯৮ ;
মারগ—মার্গ, পথ ; ১৭২২ ;
মারসি—মারিতেছ ; ১২৬৩ ;
মারি—মারিল ; ৯৮ ; ২৪২৬ ;
মারুত (সং)—পবন, বায়ু ; ৪৮০ ;
মাল (লয়া)—মালা ; ৭৪ ; ১৬৯৮ ;
মালতি (তী)—চামেলী ফুল ; ২৭২ ;
মালসাট—(সং 'মল্লাস্ফোট') মল্লের আস্ফোট অর্থাৎ তাল-ঠোকা ; ১০৩ ;
মালা (সং)—১। মাল্য ; ১৪৯ ;
২। শ্রেণী ; ৫৬ ;
মালাকার (সং)—ফুল মালী
মালিকা (সং)—মালা ; ১০৬৬ ;
মালিকে—মালিকার দ্বারা ; ২১ ;
মালিনী (নী)—১। মালাকার নারী ;
২। শ্রীবাস পণ্ডিতের পত্নী ; ৮ ; ১৫৯৭ ;
মাহ—(স 'মাস', হি 'মাহ্') মাস ; ১৭৩৫ ;
মাহ-হা-হি—(সং 'মধ্য') মাঝে ; ৪৭ ; ১০০৭ ;
মাহি—('মোহ' দ্রং) মাঝে ; ১৫২৬ ;
মিছ (ছই)—মিথ্যা, মিছা ; ৬৪ ; ৯৩ ;
মিটায়ত—দূর করে, মুছে ; ১১৫২ ;
মিটায়বি—দূর করিবা ; ৪১১ ;
মিটায়ল—দূর করিল ; ৭১৬ ;
মিঠ (ঠি)—(সং 'মিষ্ট') মিঠা ; ৭৯৪ ; ২৯০২ ;
মিঠাই—মিষ্টান্ন, মিঠাই ;
মিত (তা)—মিত্র, বন্ধু ; ২৫৮ ; ৩০১৬ ;
মিত্র (সং)—১। সূর্য্য ; ২৬৭৫ ; ২। বন্ধু ; ২৬৭১ ;
মিন—মীন, মৎস্য ; ২৪৭২ ;
মিনতি—(সং 'বিজ্ঞপ্তি', প্রাং 'বিণ্ণত্তি', হি 'বিনতি') প্রার্থনা, নিবেদন ; ২২২ ;
মিমাংসক—জৈমিনি-প্রণীত পূর্ব্ব-মীমাংসা নামক দর্শন-শাস্ত্র ; ১১ ;
মিরণাল—মৃণাল ; ১২৮২ ;
মিরিতি—(সং 'মৃতি') মৃত্যু ; ৯১৯ ;
মিলইতে—মিলিতে ; ৫০ ;
মিলত—মিলে, উপস্থিত হয় ; ১৭০৩ ;
মিলব—১। মিলিবে ; ১২ ;
২। মিলিব ; ৬৪ ;
মিলয়—মিলে ; ৩৩ ;
মিলল—মিলিল ; ২ ;
মিলাওব—মিলাইবে ; ১৬০২ ;
মিলাঞা—১। পাওয়াইয়া ; ১৬৪৫ ;
২। মিশাইয়া ; ১৪৬ ;
মিলান—মিলন ; ১৪৯৪ ;
মিলায়ত—মিশাইতেছে ; ১৮৫ ; ২৪৬২ ;
মিলায়ব—১। মিলাইবে ; ২৭ ;
২। মিলাইব ; ১০৪ ;
মিলায়ল—মিলাইল ; ৬৫ ;
মিলি—মিলিয়া ; ৩০৫ ;
মিলিয়া—গলিয়া ; ১৬৮১ ;
মিলু—১। মিলে ; ২৮৭৭ ;
২। মিলিত হইল ; ২৪২৭ ;
মিলে—মিলিত হয় ; ৩৪ ;
মিহির (সং)—সূর্য্য ; ২৪৬২ ;
মিহির-জা (সং)—সূর্য্য-সুতা, যমুনা ; ১৭২২ ;
মীছ—('মিছ' দ্রং) মিথ্যা ; ৩৭৩ ;
মীটই—ঘুচায় ; ৪৬৬ ;
মীটব—ঘুচিবে ; ৩২০ ;
মীটল—ঘুচিল ; ২৪৭৭ ;
মীঠ (ঠি)—মিষ্ট ; ১৬৬ ; ৪৫২ ;
মীঠি-গরল—মিঠা-বিষ নামক এক-জাতীয় উদ্ভিজ্জ বিষ ; ১৬৬ ;
মীত—১। মিত্র ; ১১৯৪ ; ২। মিত্রতা ; ১৪২৯ ;
মীন (সং)—মৎস্য ; ৭০৪ ;
মীন-কেতন (সং)—কন্দর্প ; ১৯৮৩ ;
মীলই—সম্মিলিত হয় ; ১৪৩১ ;
মীলন—মিলন ; ১১১ ;

মীলব—১। সম্মিলিত হইবে ; ৭৫ ; ৩০৬ ;
২। সম্মিলিত হইব ; ১১১ ;
মীলবি—সম্মিলিত হইবি ; ১৯৬১ ;
মীলল—সম্মিলিত হইল ; ১৭০৬ ;
মীলহ—সম্মিলিত হও ; ১৬৫ ;
মীলু—মিলুক ; ২৮৭৭ ;
মু—(হিং, মৈং, বাং 'মুঞি') আমি ; ১৪৯ ; ২৬৭ ,
মুকতি—মুক্তি, অব্যাহতি ;
মুকুত—মুক্ত, খোলা ; ১২২ ;
মুকুতা—মুক্তা, মোতি ; ৩৫ ;
মুকুর (সং)—দর্পণ ; ৪৮২ ;
মুকুল (সং)—পুষ্পের অঙ্কুর, কুড়ি ; ৬৭ ;
মুকুলিত (সং)—('মুকুল' দ্রং) ১। মুকুল-যুক্ত ; ৮১ ;
২। মুদ্রিত ; ৭১৬ ;
মুখর (রিত) (সং)—শব্দ-যুক্ত ; ২৪২৬ ;
মুখানি—মুখখানি ; ১৪৭ ; ২৫৮ ;
মুগধ—(সং 'মুগ্ধ') ১। মোহিত ;
২। সুন্দর ; ৭৪৪ ;
মুগধল—১। মুগ্ধ ; ২৫০১ ;
২। মূর্খ ; ৮৬ ;
১। মুগধি—মুগ্ধা নামে প্রসিদ্ধ নায়িকা ;
"সলজ্জিত ব্যবহারে তোষে পতি-মন
ক্রোধ-বশে কঠোরতা না করে ধারণ ;
নব অলঙ্কার হেরি করে আকিঞ্চন ;
মুগ্ধা নায়িকার বটে এ সব লক্ষণ।"
রস-মঞ্জরী
২। মুগধি—(সং 'মৌগ্ধ্য') মুগ্ধা নায়িকার স্বভাব ; ৫০ ;
৩। মুগধি (ধিনি)— ('১। মুগধি' দ্রং) মুগ্ধা নায়িকা ; ৬৫ ; ১০৭ ;
মুচকি—(হিং 'মুসকানা') ঈষৎ হাস্য করিয়া ; ২০৫ ;
মুচুকায়ই—ঈষৎ হাস্য করিয়া ; ১৯৬ ;
মুচুকায়নি—(হিং 'মুসকানি') ঈষৎ হাস্য ; ২৪২৬ ;
মুছই—মুছে ; ৪৩১ ;
মুঝে—(হিং 'মুঝে') ; ১। আমাকে ; ১২৬ ;
২। আমার প্রতি ; ১৫১ ;

মুঞি—('মু' দ্রং) আমি , ১২৩ ;
মুঞ্চ—পরিত্যাগ করে ; ৪৮৮ ; ১৬৯৮ ;
মুঞ্চ (সং)—পরিত্যাগ কর ; ৪৪৭ ;
মুঞ্জ—মঞ্জু, সুন্দর ; ১২৯৪ ;
মুটকি—এক-জাতি বৃহৎ পাত্র, মটকী ; ১৪৪৪ ,
মুড—(সং 'মুণ্ড') মাথা , ৯৬৮ ;
মুড়ায়লুঁ—(সং 'মুণ্ডি' ধাতু মুণ্ডয়তি) মুড়াইলাম ; ৯'৮ ;
মুণ্ড(সং)—মাথা ; ১৬৩৬ ;
মুদয়ে—মুদ্রিত করে, বন্ধ করে ; ৫৩৫ ;
মুদরি—(সং 'মুদ্রা') অঙ্গুরী ; ৯৭৬ ,
মুদল—মুদ্রিত ; ১৮৫৪ ,
মুদসি—মুদ্রিত অর্থাৎ নিমীলিত করিতেছ , ২২৮ ,
মুদি—মুদ্রিত হইয়া ; ১৩৫৮ ,
মুদিত (সং)—আনন্দিত , ২৪২৬ .
মুদির (সং)—মেঘ ; ১৩০৮ ;
মুদ্রিকা (সং)—মুদ্রা, অঙ্গুরী ; ৭৮৯ ;
মুনসি—লেখন-কার্য্যের অধিকারী কর্ম্মচারী (প্রাচীন উপাধি) ২১৯৯ ;
মুনিহক—মুনিরও ; ২০৭ ;
মুন্দল—মুদ্রিত করিল, বন্ধ করিল ৪৩
মুন্দি—বন্ধ করিয়া ; ৫৫২ ,
মুন্দে—মুদ্রিত করে ; ১৭৪৬ ;
মুরছই—মূর্চ্ছিত হয় ; ২১৭ ;
মুরছন—মূর্চ্ছন, মূর্চ্ছা ; ২৪২৭ ;
মুরছল (লি)—মূর্চ্ছিত হইল ; ৭৬৬ ;
মুরছলি—(স্ত্রীং কর্ত্রী) মূর্চ্ছিত হইল , ১৭৮ ;
মুরছান—মূর্চ্ছন, মূর্চ্ছা ; ১৭২৩ ; ১৭২৬ ;
মুরছায়লি—মূর্চ্ছিত করিল ; ২১৪৫ ;
মুরছি—মূর্চ্ছিত হইয়া ; ৩৬ ;
মুরছিতে—মূর্চ্ছিত ; ৩১ ;
মুরজ (সং)—মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ ; ১০৬৯ ;
মুরত—(সং 'মূর্ত্ত') মূর্ত্তিমান ; ১০৬২ ;
মুরতি—মূর্ত্তি ; ৭৭ ;
মুরলি (লী)—('মুরলী' দ্রং) বংশী-বিশেষ ; ১৪০ ;
মুরুখ—মূর্খ ; ৩৬৮ ;

মুরুছয়ে—মূর্চ্ছিত হয় ; ৯৭ ;
মুরুছল—মূর্চ্ছিত হইল ; ৩৮৯ ;
মুরুছা--মূর্চ্ছা ; ১৫২ ;
মুরুছায়—মূর্চ্ছিত হয় ; ৫৪ ;
মুরুছায়ই (ত)—মূর্চ্ছিত করে ; ২০০ ; ২৪২৩ ;
মুরুছিত—মূর্চ্ছিত ; ৯১ ;
মুরুখ—মূর্খ ; ২৮৫০ ;
মুহ—(সং 'মুখ', হিং 'মুহ্') মুখ ; ১ম ভাগ, ২১৪ পৃ ;
মুহরি—(ফাং 'মোহর্—সীল) গালা-মোহর করিয়া ; ২০০ ;
মুহান—(সং 'মুখ' শব্দজ ; পূং বাং 'মুহনি' জল নির্গমের নালা ; ৪৪৪ ;
মুহুর্মুহু—পুনঃ পুনঃ ; ১৭৭৮ ;
মূক (সং)—বোবা ;
মূখ—মুখ ; ৮৭ ;
মূদল—মুদ্রিত করিল ; ২৪৮২ ;
মূল (সং)—১। গোড়া ; ৩১৮ ;
২। মূল-ধন ; ৪৯৭ ;
মূল—(সং 'মূল্য,' হিং 'মোল্') মূল্য ; ৫০৬ ; ১৩৮৬ ;
মূষব—(দর্প) হরণ করিব ; ১৯৮৩ ;
মৃগউ—(সং 'মৃগয়ু') ব্যাধ ; ২৪৬২ ;
মৃগমদ (সং)—মৃগনাভি, কস্তুরী ; ১২৩ ;
মৃগয়তি (সং)—কামনা করে ; ১৭২২ ;
মৃগাঙ্কা—মৃগাঙ্ক, চন্দ্র ; ১৬৮৫ ;
মৃণাল (সং)—পদ্মলতার কোমল অঙ্কুর বা মূল ; ৩০২ ;
মৃদঙ্গ (ঙ্গিয়া)—পাখোয়াজ ; ১০৭০ ;
মেঁ—(প্রাং 'ম্মি' ; হিং, 'মেঁ') অধিকরণে ৭মী-বিভক্তির চিহ্ন ;
মেখলা (সং)—কটির অলঙ্কার-বিশেষ ;
মেচক (সং)—শ্যামল ; ২৪৬২ ;
মেটউ—মিটুক, ঘুচুক ; ১৭৭ ;
মেটব—মিটিবে ; ঘুচিবে ; ১৫৮ ;
মেটল—১। মিটিল, ঘুচিল ; ২২০ ;
২। চয়ন করিলাম ; ২৪৪ ;
৩। মিটাইল ; ২৪৬২ ;
৪। লুপ্ত ; ২৭৩৪ ;
মেটি—ঘুচাইয়া ; ১৮৩৩ ;
মেদিনি—মেদিনী, ভূমি ; ১৭৬৯ ;
মেন (নে)—(সং 'মন্যে' হিং 'মানো') অনুমান-সূচক অব্যয়, বুঝি ; ১০৩ ; ১২০ ;
মেরু (সং)—স্বর্ণময় সুমেরু-পর্ব্বত ; ২৫৬ ;
মেল—১। মিলিয়া ; ১৭৫ ; ১২৫৭ ;
২। সঙ্গ ; ১৩৪৮ ;
মেলা—আগমন ; ২৭৯০ ;
মেলানি—('বিদায়' অমঙ্গল-সূচক বলিয়া উহার পরিবর্তে মিলনার্থক শব্দ) বিদায় ; ২৮০১ ,
মেলি—১। মিলন ; ২৩৫ ;
২। মিলিত হইয়া ; ৩ ; ১৫ ;
মেলি (লিয়া)—মেলে, সঙ্গে ; ১৬৬ ; ১২৭৭ ;
মেলুঁ—মিলিলাম ; ৮৯৭ ;
মেহ—(সং 'মেঘ' ; হিং, মৈং 'মেহ্') মেঘ ; ২০৯ ;
মৈলান—ম্লান, মলিন ; ২০৪ ;
মো—('মু' দ্রং) ১। আমি ; ১২০ ; ২৭৭ ;
২। আমার ; ১৯৭৪ ;
মো—(সং 'মোহ'-শব্দ হইতে তুং 'মায়া-মো') মমতা ; ২৬৯৮ ;
মোই—('মো' দ্রং) আমাতে ; ৯৬৩ ;
মোচন (সং)—১। নিবারণ ; ১৩২ ;
২। নিবারণকারী ;
মোছই (ত)—মুছে ; ২৯৮ ;
মোছল—মুছিল ; ৩৮৯ ;
মোছায়ই —ছেমু ; ১৪৭৪ ;
মোড়—মোড়ামুড়ি দিয়া ; ৭৭৪ ;
মোড়ই—মোড়ামুড়ি দেয় ; ৭৩ ;
মোড়সি—মোড়ামুড়ি দিতেছ ; ৭০ ;
মোড়া (ড়ি)—মোড়ামুড়ি ; ২২৬ ; ২৬১ ;
মোড়ায়নি—ঘুরাণি ; ১৫০৫ ;
মোড়ি—মোড়ামুড়ি দিয়া ; ৫৩ ;
মোতি (তিম)—মৌক্তিক, মুক্তা ; ২১ ; ৬১ ;
মোতিয়ন (ব্রং)—(হিং 'মোতিয়াঁ') মুক্তা-সমূহ ; ২৮৬০ ;
মোতে—আমাতে ; ৩০৯১ ;

মোদ (সং)—আনন্দ, হর্ষ ; ২৯৬৬ ;
মোদন (সং)—আনন্দ-উৎপাদন ; ২৪২৬ ;
মোদিত (সং)—আনন্দিত ; ১৭৩৫ ;
মোয়—('মো' দ্রং) ১। আমাকে ; ১৫৪ ;
২। (ক্রিয়া-যোগে চতুর্থী বিভক্তি) আমার পক্ষে ; ৪৭৩ ; ৪৭৫ ;
৩। আমাতে ; ৫০৯ ;
মোর—(সং 'ময়ূর', হিং 'মোর') ময়ূর ; ১১৩ ;
মোর (রি)—আমার ; ১০৭ ; ১৯৯ ;
মোরা—(হিং 'মেরা') ১। আমরা ;
২। আমার ; ২৫৬৬ ; ২৭৯৯ ;
মোরি—('মোড়ি' দ্রং ব্রজ-ভাষার প্রভাবে 'ড়' স্থলে 'র') মোড়ামুড়ি দিয়া ; ৫৭ ;
মোরে—১। আমারে ; ১৮৪ ;
২। আমার পক্ষে ; ১২১ ; ৯৪৫ ;
মোহ (হই)—১। মোহ-প্রাপ্ত করে ; ১৭০ ;
২। মোহিত হয় ; ১৭৬৮ ; ১৭৬৫ ;
মোহন (সং)—১। মোহ-কারক ; ৭৩ ;
২। মোহ-উৎপাদন ; ১৭৭ ;
৩। শোভা ; ২৫৪৩ ;
মোহনি (নিয়া)—মোহ-উৎপাদন ; ১৩০৫ ; ২১৪৫ ;
মোহ মোহ—(সং 'মোহিত-মোহিত' 'মহমহই মলঅবাও' গাং, ৫।৯৭ ; পূং বং 'ম ম করে') মোহিতের মতন ; ৩৪৮ ;
মোহর (রি)—আমার ; ৮২৫ ; ২৫৪৭ ;
মোহসি—মোহিত করিতেছ ; ৮২২ ;
মোহিতা—মোহিত ; ১৭৭০ ;
মোহিনি—(সং 'মোহনম্) মোহ-জনক মন্ত্র, যাদু ; ৭৯৫ ;
মোহিনী (সং)—মোহ-কারিণী ;
মোহে—১। আমাকে ; ২০২ ;
২। আমার পক্ষে ; ২৪৯ ; ৩। আমাতে ; ১২৭ ;
মৌক্তিক (সং)—মুক্তা ; ১০১৩ ;
মৌন (সং)—বাক্য-হীনতা ; ৪৯ ; ১৬০১ ;
মৌলি (সং)—১। মস্তক ; ২৮৪ ;
২। চূড়া ; ১৪৩১ ;

[য]

যঙ—(উং 'জৌ' ; হিং 'জৌঁ', 'জে') যদি ; ২৩৬৪ ;
যছু—(সং 'যস্য', প্রাং 'জসস্', মৈং 'জস্') যাহার ১৬ ;
যজিয়ে—যাজন অর্থাৎ পূজা করি ; ৩০৩০ ;
যত-তত—যতটা শক্তিতে কুলায় ততটা ; ৯৮ .
যতন—যত্ন ; ১৫৫ ;
যতহুঁ—যত-ই ; ৩৯ ;
যতি (সং)—ব্রহ্মচারী ; ৬০ ;
যতি—যত ; ৩১৯ , ১৬২১ ;
যন্তি—(সং যন্তী) গমন-কারিণী ; ২৬৫৬ ;
যন্ত্র (সং)—১। বাদ্য-যন্ত্র ; ৪৮৩ ;
২। শিল্প-কার্য্যের উপকরণ ; ১২৮৪ ;
যন্ত্রীয়া—যন্ত্রি, যন্ত্র-বাদক ; ৪৮৩ ;
যব—(হিং, মৈং 'জব্') যখন ; ২০১ ;
যবধরি—('যব' দ্রং) যখন হইতে ; ১৫৫ ; ১৯২ ;
যবহুঁ—('যব' দ্রং) যখনই ; ১৫ ;
যহিঁ—('যাহাঁ' দ্রং) যেখানে ;
যাঁক—('যাক' দ্রং) যাঁহার ;
যাঁতি—চাপিয়া ; ২৪৮২ ;
যাই—১। যায় ; ১৭২৭ ;
২। যাইয়া ; ৩৬১ ;
যাইছ—যাইতেছ ; ১১৭৭ ;
যাইছি—যাইতেছি ; ১২২৬ ;
যাইয় (হ)—যাইও ; ২৫৪ ;
যাইয়ে—যাই ; ২১৩ ;
যাউ—১। যাউক ; ৩১৩ ;
২। গেল ; ১৪৮৭ ;
যাওই (ত)—যায় ; ২১ ; ১৬২০ ;
যাক (কর)—যাহার ; ১ ; ১৫ ;
যাগ (সং)—যজ্ঞ ;
যাঙ—(উচ্চারণ—'যাউঁ') যাই ; ৮৭ ;
যাচই (ত)—যাচ্ঞা করে ;
যাচক (সং)—প্রার্থী ;

যাচাওয়ে—যাচ্ঞা করায় ; ১১৫২ ;
যাচায়—যাচ্ঞা করায় ; ১৪১ ;
যাছি—যাইতেছি ; ১২২১ ;
যাজক (সং)—যজ্ঞ-কারী পুরোহিত ; ৪৬৬ ;
যাজ্ঞিক (সং)—যজ্ঞ-কারী ; ১২৬৩ ;
যাঞা—যাইয়া ; ২৬ ;
যাত—যায় ; ৩৬১ ;
যাতি—১। যায় ;
২। যাই ; ২৮৭৮ ;
যাতি (তিয়া)—যায় ; ১৫৬২ ;
যাত্রা (সং)—উৎসব ; ১২৪৩ ;
যাদু (দুয়া)—আদরের ধন ; ১১৫৭ ;
যাব—১। যায় ; ৭৯ ;
২। যাইবে ; ১৯৪ ;
৩। যাইবা ; ১৬১৭ ;
৪। যাইব ; ২৯২ ;
যাবই—যায় ; ১৮১২ ;
যাবক (সং)—আল্তা ; ৩০৯ ;
যাম (সং)—প্রহর ;
যামুন (সং)—১। যমুনার সম্বন্ধ-যুক্ত ; ৩৩৭ ;
২। যমুনা-জল ; ১০৭৯ ;
যায়ব—১। যাইবে ;
২। যাইব ; ৩৭৫ ;
যাসি—১। যাইতেছ ; ১৩৫৮ ;
২। যাও ; ১৮৭৯ ;
যাহ—১। যায় ; ৩৫৫ ;
২। যাও ; ১৩৫৬ ;
যাহাঁ—(সং 'যত্র' ; প্রা° 'জাহি' ; হি°, মৈ° 'জহ') যেখানে ; ৪৮ ; ৮৬ ;
যুগ (সং)—১। যুগল ; ২০২ ;
২। সত্য, ত্রেতা প্রভৃতি যুগ ;
যুগ—যুগ, যুগল ; ১৫২২ ;
যুগতি—যুক্তি, পরামর্শ ; ১০১ ;
যুগল (সং)—১। দুই-জন ; ১১ ;
২। ব্রজ-যুগল অর্থাৎ শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ ; ১ ; ১০ ;
যুঝত—যুদ্ধ করে ; ২৭৬২ ;
যুঝব—যুদ্ধ করিব ; ১৪৮৪ ;
যুঝব—যুদ্ধ করিবে ; ৬২৫ ;
যুঝায়ব—যুদ্ধ করাইব ; ১৪৮৪ ;
যুয়ায়—(সং 'যুজ্যতে') যোগ্য হয় ; ২২২ ;
যূথ (সং)—দল ; ৩০৮০ ;
যূথি (সং)—যুঁই-ফুল ; ৯০ ;
যুবতি—যুবতী ; ৫৭ ;
যেঙ তেঙ—(উচ্চারণ—'যেউঁ তেউঁ) যেমন তেমন করিয়া ; ১৪১২ ;
যেহ (হো)—১। যাহা ;
২। যে ; ১৭৫৫ ; ১৭৪৩ ;
যৈখনে—যখন ; ১২ ;
যৈছন—(সং 'যাদৃশ' ; 'ঐছন' 'তৈছন' তু°) যেমন ; ১০৮ ;
যৈছে—('যৈছন' দ্র° 'ঐছে' 'তৈছে' তু°)
১। যেমন ; ২১ ;
২। যেরূপে ; ৪৬ ;
যো—(সং 'যঃ', হি°-'জো') ১। যে ; ১ ; ১১ ;
২। সেই ; ৩ ;
যোই—('যো' দ্র°) যে ; ৯৩ ;
যোগায়ই—যোগায় ; ১৪৭৪ ;
যোগিনি (নী)—সন্ন্যাসিনী ; ৭১ ;
যোটন (না) (সং)—ঘটনা ; ৮৪৯ ; ২১৩৭ ;
যোধ—যোদ্ধা ; ১৩৮০ ;
যোধ-পতি—(সং 'যোদ্ধৃপতি') বীর-শ্রেষ্ঠ ; ৮৫৮ ;
যোয়—('যো' দ্র°) যাহা ; ৪৮৩।
যোষিত—(সং 'যোষিৎ') নারী ; ২৬৬ ;
যৌবত (সং)—যুবতী-সমূহ ; ১২৫৭ ;

[র]

রঙন—রঞ্জিত ; ১৬৯৮ ;
রঙ্ক (সং)—দরিদ্র, ভিখারী ; ৬২ ; ১১৯ ;
রঙ্গ (সং)—১। উল্লাস, আনন্দ ; ১৩ ; ৬৩ ; ১০০ ;
২। কৌতুক ; ১৮৯ ; ২২৭ ;

৩। রস-লীলা ; ২৭ ; ১৯৮ ;

৪। রং, বর্ণ ; ১৯২ ;

৫। রং-যুক্ত ; সুন্দর বর্ণ-যুক্ত ; ২৫৩ ;

রঙ্গণ—ফুল-বিশেষ ; ১৪৩০ ;

রঙ্গথল—রঙ্গস্থল, নাট্যশালা ; ২৮৮৩ ;

রঙ্গ-পুতলি—রাং-নামক ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত রূপারবর্ণ পুতুল ; ৩০৫ ;

রঙ্গ-ভূমি (সং)—নাট্যশালা ; ৯৮১ ;

রঙ্গলতী—একপ্রকার পুষ্পলতা ;

রঙ্গি (ঙ্গী)—('রঙ্গ' দ্রং) উল্লাস-যুক্ত ; ৭৬ ; '৫৬ ;

রঙ্গিণি (ণী)—('রঙ্গ' দ্রং) ১। রঙ্গ-যুক্তা, বিলাসিনী ; ৭১ ; ১৮১৪ ;

২। রং-যুক্তা ; ১৪৭২ ;

রঙ্গিত (সং)—রঙ্গ-যুক্ত ; ২৯২১ ;

রঙ্গিম—রঙিন্, রং-যুক্ত ; ২৯৬ ;

রঙ্গিয়া—১। রঙিন্, রং-যুক্ত ;

২। রঙ্গ-রহস্যে রত, রসিক ; ২৭৭ ; ২৭৮ ;

রঙ্গিলে-লা (হিং)—('রঙ্গিয়া' দ্রং) রসিক ; ২৯২১ ;

রচই—রচনা করে ; ৫৩ ;

রচইতে—রচনা করিতে ; ১৬০ ;

রচয়তি—রচনা করে ; ২৪২৮ ;

রজ—(সং 'রজঃ') ধূলা ; ৯ ;

রজনি (নী) (সং)—রাত্রি ;

রজনীকর (সং)—নিশাকর, চন্দ্র ; ৫০২ ;

রঞ্জই—রং দ্বারা চিত্রিত করে ; ৪৮৩ ;

রঞ্জন (সং)—১। রং দ্বারা চিত্রণ ; ১৪ ;

২। সন্তোষ-বিধান ;

রঞ্জব—আনন্দিত করিব ; ৯৬২

রঞ্জয়ে—আনন্দিত করে ; ২৫৯ ;

রঞ্জল—রং দ্বারা চিত্রিত করিল ; ৫৯ ;

রঞ্জলুঁ—আনন্দিত করিলাম ; ১৬০৪ ;

রঞ্জিত (সং)—রং দ্বারা চিত্রিত ; ১৯৭ ;

রট—বল, উচ্চারণ কর ; ২৯৬৫ ;

রটই—শব্দ করে ; ১৫০১ ;

রটত—শব্দ করে ; ১৫৫৭ ;

রটা—(সং রটিত) শব্দ ; ১৫০১ ; ১৫১৮ ;

রটে—১। বলে ; ৬৪৪ ;

২। ধ্বনি করে ; ২৪৭৩ ;

রণরণি—রুণুঝুনু ধ্বনি ; ২৯৭ ;

রণিত (সং)—অলঙ্কার প্রভৃতির মধুর ধ্বনি ; ৩৩২

রত (সং)—১। নিযুক্ত ; ১৫০১ ;

২। রতি-ক্রীড়া, সম্ভোগ ; ২৩৬ ;

রতন—১। রত্ন ; ১৫৯ ;

২। শ্রেষ্ঠ ; ১৭৬ ;

রতি (সং)—১। অনুরাগ ; ১৪ ;

২। রতি-ক্রীড়া ; ২৩৭ ;

৩। কামদেবের পত্নী ; ৭৪ ;

রতি—একটী কুঁচের সমান ওজন ; ১৬৯৯ ;

রদ (সং)—দন্ত ;

রদন (সং)—দন্ত ; ১৪৮৪ ;

রন্ধ্র (সং)—ছিদ্র ;

রব (সং)—শব্দ ; ২৬ ;

রবই—শব্দ করে ; ২৪৮৮ ;

রবইতে—শব্দ করিতে ; ৭১৬ ;

রবাব (ফাং)—বীণা-যন্ত্র-বিশেষ ; ১৭০১ ;

রবার—রহিবার ; ৩১ ;

রবিজা—সূর্য্য-সুতা যমুনা ; ১৮৯৫ ;

রভস (সং)—১। রসাবেশ ; ৬২ ; ১৩৬ ;

২। সম্ভোগ ; ৯৯ ; ১০৫ ;

৩। বল-প্রয়োগ ; ৫১ ;

৪। রহস্য, পরিহাস ; ২৪৪ ; ২৪৭ ;

রমণ (সং)—১। রতি-ক্রীড়া, সম্ভোগ ; ১৩১ ; ১৬৬০ ;

২। কান্ত ; ১৪৮ ;

৩। সন্তোষ-কারক ; ২৪৫ ;

৪। মোহন-কারী ; ৩২৮ ; ১৬৬০ ;

রমসি—আনন্দিত করিতেছ ; ৮২২ ;

রমি—(সং 'রমিতা') সম্ভুক্তা ; ১৫২৩ ;

রম্ভণ—(সং 'পরিরম্ভণ') আলিঙ্গন ; ৫৫০ ;

রম্ভা (সং)—কলাগাছ ; ৮২২ ;

রয়না-নি-নী—(হিং 'রৈন') রজনী, রাত্রি; ৯১১; ১১৩৬; ২৮৬৩;

রস (সং)—১। অনুরাগ; ৪১; ২৩১;

২। আনন্দ; ৯১;

৩। সম্ভোগ; ২৫১;

৪। পারদ, পারা; ৩০৫;

রসন—রসনা, কটি-ভূষণ-বিশেষ; ১২৫৫;

রসনা (স°)—১। জিহ্বা; ১০৫৩;

২। কটি-ভূষণ-বিশেষ; ২৪৬২;

রসবতি—রসবতী, রসিকা-নারী; ৬৩;

রসবতী (স°)—১। রসিকা-নারী;

২। পাকের স্থান ('সমানৌ রসবত্যাস্তু পাকস্থান-মহানসম্'—অমর); ৮৮৪;

রসবন্ত—রসিক; ৬৩;

রসভৃত—(স° 'রসভৃৎ') রসপূর্ণ; ১৫১৫;

রসয়তু (স°)—আনন্দিত করুন; ২৪২০;

রসাবেশ (স°)—রসের আবেশ অর্থাৎ আবির্ভাব; ১২৫;

রসায়ন (স°)—১। রসপূর্ণ; ১০; ১৪;

২। আনন্দ-জনক; ৮৪; ১০১;

৩। সঞ্জীবন-কারক ঔষধ; ১৩৩৫;

রসাল (স°)—১। রস-যুক্ত;

২। সুমধুর; ২;

৩। সুন্দর; ২৬৪;

৪। আম্র-বৃক্ষ; ৩০৮;

রসালা—সুন্দর; ১৪৮১;

রসালা (স°)—নির্জলা দধি, শর্করা প্রভৃতি দ্বারা তৈরী লেহ্য দ্রব্য-বিশেষ; ২৫৫১;

রসিকপন—('পন' প্র°) রসিকতা; ২৩৮৮;

রসিকিনি—রসিকা, রসবতী; ৭১;

রসিয়া—(স° 'রসিক', প্রা° 'রসিঅ') রসিক; ২৪৩; ১৪২৩;

রহ—রহে; ১৫৮; ১৮১৪;

রহই—১। রহে; ১২০৪;

২। রহিতে; ২৮০;

রহইতে—রহিতে; ৩২৬;

রহত—১। রহে; ৩৮;

২। রহিতে; ৩২৬; ৪৩;

রহবি—রহিবি; ১২২;

রহল—১। রহিল; ৩২;

২। রহিলাম; ২৫২;

রহলা—রহিল; ২১১;

রহলি—(স্ত্রী° কর্ত্রী) রহিলা; ১৯৯;

রহলুঁ—রহিলাম;

রহসি (স°)—নির্জনে; ৫৩০;

রহায়—রাখে; ১৩৯১;

রহু—১। রহে; ১১;

২। রহ; ৩৪৬;

৩। রহি; ৩৬২;

৪। রহিল; ৪৫;

৫। রহুক; ১১৩;

রা—(স° 'রাব', পূ° ব° 'রাও') শব্দ; ২৯৮; ১৮৫৩;

রাই—(স° 'রাধিকা'; অপ° 'রাহিআ', 'রাহি') শ্রীরাধা; ৩২৬;

রাকা (স°)—পূর্ণিমা; ৩৫০;

রাখউ—রাখুক; ১৬০২;

রাখব—১। রাখিবে; ৬৪;

২। রাখিব;

রাখবি—১। রাখিবি। ৪৫;

২। রক্ষা করিবি; ১০৭;

রাখলি—(স্ত্রী° কর্ত্রী) রাখিল; ২৩৩;

রাখি—১। রাখিয়া; ১২২; ২। রাখিও; ৩৯৯;

রাখিয়ে—রাখা হয়; ২৬;

রাখিল—রাখার যোগ্য; ৮৯৬;

রাখিহ—ঠেকাইও; ১৩২৬;

রাগ (স°)—১। অনুরাগ; ৪৩;

২। রক্তিমা; ৩৭১;

৩। (হিং 'রাগ') সঙ্গীতের রাগ বা রাগিণী; ১০৬৬;

রাগ-মালিকা, রাগ-মালিনী—'রাগ-মালা' নামে প্রসিদ্ধ একত্র সন্নিবেশিত নানা রাগ-রাগিণীর গান; ১০৬৬; ২৭১৫;

রোই—১। রোদন করে ; ১৬৮৩ ;
 ২। রোদন করি ; ৩৬২ ;
 ৩। রোদন করিয়া ; ২৫১ ;
রোখ—রোষ, ক্রোধ ; ৪৩ ;
রোখ—('রুহ্' দ্র°) বৃক্ষ, ১ম ভাগ, ২১৪ পৃঃ ;
রোখই (য়ে)—রোষ করে ; ৪৩৩ ; ৬০৮ ;
রোখব—১। রোষ করিব ; ৬০ ; ১৯০৫ ;
 ২। রোষ করিবে ; ২১১ ;
রোখবি—রোষ করিবি ; ২৭৩৮ ;
রোখল—রোষ করিল ; ৪৪৪ ;
রোখলি—রোষ করিলি ; ৪৩৫ ;
রোখলুঁ—রোষ করিলাম ; ৫৯০ ;
রোখি—রোষ করিয়া ;
রোচন (স°)—রুচি-কারী ; ১৮৯৫ ;
রোচি—(স° 'রোচিঃ') কান্তি ;
রোতি (তিয়া)—রোদন করে ; ১৮১১ ;
রোদইতে—রোদন করিতে ; ২৬৯০ ;
রোদতি—(স° 'রোদিতি') রোদন করে ; ৭৬৬ ;
রোধ—(স° 'রোধঃ) তট ; ১৬৬৪ ;
রোধয়ে—রুদ্ধ করে, আট্‌কায় ; ১৩৯ ;
রোধল—রুদ্ধ করিল, আট্‌কাইল ; ২৭৩২ ;
রোধলি—রুদ্ধ করিলি ; ৪৬৮ ;
রোপল—রোপণ করিল ; ১৮৩ ;
রোপলুঁ—রোপণ অর্থাৎ স্থাপন করিলাম ; ৪৩৪ ;
রোপি—রোপি অর্থাৎ স্থাপন করিয়া ; ১২৫৫ ;
রোপ্যো—রোপিত হইল ; ২৮৩৩ ;
রোয়—১। রোদন করে ; ৩৭ ;
 ২। রোদন করিয়া ; ১৬০ ;
রোয়ই (ত)—রোদন করে ; ১৭০ ; ৫০১ ; ৫৫৭ ; ১৭৬৮ ;
রোয়উ—রোদন করুক ; ৫০২ ;
রোয়ন—রোদন ; ২৫০০ ;
রোয়ব—রোদন করিবে ; ২৫০০ ;
রোয়ে—রোদন করে ; ১৯২৪ ;
রোল (স°)—ধ্বনি, শব্দ ; ১৪৪ ;
রোলই—শব্দ করে ; ২১ ;
রোষাই—রোষ করিয়া ; ৪৮২ ; ৫৭১ ;
রোহিণি-নায়ক—রোহিণী নক্ষত্রের পতি চন্দ্র ; ২১৩৫ ;

[ল]

লইতে—লওয়াতে ; ৬৮৭ ;
লইলুঁ—লইলাম ;
লক্ষ (স°)—লাখ ; ১৩৭৪ ;
লক্ষ—লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ; ১৬৬০ ;
লক্ষ্মীপ্রিয়া—শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথমা পত্নী ; ১৫৯৭ ;
লখ—লক্ষ্য কর ; ১১৮ ;
লখই—১। লক্ষ্য করে ; ৩২৬ ;
 ২। লক্ষ্য করিতে ; ৭৪ ; ৮৩ ;
লখন—লক্ষণ, চিহ্ন ; ৭৩১ ;
লখি—১। লক্ষ্য ; ৪৯৩ ;
 ২। লক্ষ্য করিয়া ; ৪৯৩ ;
লখিমি (মী)—লক্ষ্মী, সম্পদ ; ১৭৭ ; ১৬৩৫ ;
লখিমিনী—লক্ষ্মী ; ২০৭০ ;
লখিল—লক্ষ্যের যোগ্য ; ৭৯২ ;
লখিলে—লক্ষ্য করিলে ; ৭৯২ ;
লগাত—লাগায় ; ২৮১৩ ;
লগুড় (স°)—মোটা লাঠি ; ১১২৭ ;
লঘু (স°)—শীঘ্র ; ২৮৮৮ ;
লঘি—(স° 'লঘ্বী', 'লঘু-ক্রিয়া') মূত্রত্যাগ ; ৩০৩৭ ;
লচ্ছন—লক্ষণ, চিহ্ন ; ৪৮৩ ;
লছিমা—('লছমি' দ্র°) বিদ্যাপতির প্রতিপালক রাজা শিবসিংহের প্রধান মহিষী ;
লছিমি—(স° 'লক্ষ্মী' ; হি°, মৈ° 'লছিমী') লক্ষ্মী, সম্পদ ; ৪৩৬ ;
লজ্জিত—লজ্জিত ; ১০৯০ ;
লটকত—লট্‌কে, ঝুলে ; ১৫৬১ ;
লড়ি—লগুড়, স্থূল যষ্টি ;
লনি (নী)—নবনীত, মাখন ;
লপটল—লপ্‌টাইল, বেষ্টন করিল ; ২৭৪৩ ;
লপটাই—লপ্‌টাইল, বেষ্টন করিল ; ২৮৯১ ;

লুকা—লুকানো ; ১৩৩৮ ;
লুকায়ত—লুকায় ; ২৪৫ ;
লুকায়লি—(স্ত্রী° কর্ত্রী) লুকাইল ; ১৯৩ ;
লুকায়লুঁ—লুকাইলাম ; ৭২৮ ;
লুকায়সি—লুকাইতেছ ; ২২৯ ;
লুটে—লোটায় ; ৬১৫ ;
লুঠই (ত)—লোটায় ; ৩৯ ; ১৫৯ ;
লুনি—('লনি' দ্র°) ২৫৬৬ ;
লুবধ (ধক)—লুব্ধ ; ১০১ ; ১৯৮৮ ;
লুবধল—লুব্ধ, লোভী ; ১০০ ;
লুবধাই—লুব্ধ হইয়া ; ১৬৮৭ ;
লুবুধল (লোভী)—লুব্ধ, লোভী ; ১০০ ;
লুলিত (স°)—আউলানো ; ২৬০ ;
লুট—লুট করে ; ২৪৬২ ;
লুঠই (য়ে)—লোটায় ; ১৫৯০ ; ১৭০৩ ;
লুঠল—লোটাইল ; ৩২৩ ;
লেই—১। লয় ; ৩৯৮ ;
২। লইয়া ; ২৮১ ;
লেউ—লউক ; ৭৫ ;
লেওল—লইল ; ৫৩২ ;
লেখা—১। লিখিত, অঙ্কিত ; ৩৬ ;
২। লিখন, পত্র ; ৮৮৩ ;
৩। গণনা ; ১৭ ;
লেখি—১। লিখি, গণনা করি ; ৫৪৯ ;
২। লিখিয়া ;
২। লিখিতেছ ; ৩১ ;
৪। লিখিল ; ৩৫ ; ৫২৮ ;
লেপই—১। লেপন করে ; ১২৮ ;
২। লেপিতে ; ৭৩১ ;
লেপইতে—লেপিতে ; ৭৩১ ;
লেপহুঁ—লেপন করি ; ১৬৮৫ ;
লেয়ল—লইল ; ২৪০ ;
লেয়লি—(স্ত্রী° কর্ত্রী) লইল ; ৫২ ;
লেশ (স°)—কণা ; ৩০১৭ ;
লেহ (হা)—(স° 'স্নেহ' ; প্রা° 'সিণেহ' ; হি°, মৈ° 'নেহ') প্রেম ; ১৭ ; ৫৬ ;
লেহ—লও ; ১৭ ;
লোচন (স°)—চক্ষু ; ১ ;
লোটন—১। নারীর নিম্নমুখ খোঁপা ; ৯৩১ ;
২। বেণী ; ১৩৫৫ ;
৩। ঝুলিয়া পড়া ; ১১৫২ ;
লোটাই—লোটায় ; ৯১ ;
লোটায়ত—লোটায় ; ১৫৬ ;
লোটায়ল—লোটাইল ;
লোটায়্যা—লোটাইয়া ; ৭৯১ ;
লোভন (স°)—লোভ-জনক ; ২৮৮০ ;
লোভয়ে—লোভ করে ; ২০৩ ;
লোভা—১। লোভ ; ১৯৩ ;
২। লুব্ধ, লোভী ; ২০৮ ;
লোভাই—লোভ করিয়া ; ২৪৪ ;
লোম (স°)—১। রোম, রোঁয়া ;
২। ত্রিবলীর রোম-রাজি ; ২১ ;
লোর (রা)—অশ্রু-জল ; ১৯১৮ ;
লোল—চঞ্চল হয় ; ১৮১৪ ;
লোল (স°)—চঞ্চল ; ১০৮৬ ;
লোলত (য়ে)—চঞ্চল হয় ; ১১৫২ ; ২৭১৫ ;
লোলনি—চঞ্চলতা ; ১২৫৫ ;
লোলাইয়া—চঞ্চল করিয়া ; ৭৮৬ ;
লোলি—লোলা, চঞ্চলা ; ৯৭৭ ;
লোলিত—১। চঞ্চল ;
২। বিগলিত ; ৪০ ;
লোলুপ (স°)—লুব্ধ, লোভী ; ২১৬৪ ;
লোহ—('লোর' দ্র°) অশ্রু-জল ; ২১৭৪ ;
লোহিত (স°)—লাল-বর্ণ ; ২৩২ ;

[শ]

শকতি—শক্তি শেল ; ২৪৯৩ ;
শকতি—শক্তি, ক্ষমতা ; ৬৮৪ ;
শঙ্কই—শঙ্কা করে ; ১৯১৯ ;
শঙ্কর (স°)—মহাদেব ; ৪০৫ ;
শঙ্কিল—শঙ্কা-যুক্ত ; ৯৮৭ ;

শুনিলু—শুনিলাম ; ৩৩ ;
শুভোদয় (সং)—সৌভাগ্য ; ৮২৪ ;
শুভ্র (সং)—শ্বেত-বর্ণ ; ১৫১৩ ;
শুম্ভ (সং)—শ্রীদুর্গার দ্বারা নিহত দৈত্য-বিশেষ ; ৪০৬ ;
শুষ্থ—শুষ্ক, শুখ্না ; ১১৭৬ ;
শূক—শুক, টিয়া-পাখী ; ১৪৯২ ;
শূতই—শয়ন করে ; ১৭১৭ ;
শূতব—শয়ন করিবে ; ৩০৮১ ;
শূতল—শুইল ; ১৬৩ ;
শূতলি—(স্ত্রী° কর্ত্রী) শুইল ; ৩০২ ;
শূতলুঁ—শুইলাম ; ৬০৮ ;
শূতি—শুইয়া ; ৯৩ ;
শূতিয়ে—১। শুই ;
 ২। শোয়া যায় ; ৩২০ ;
শূন—শূন্য ; ৪৬ ;
শূন—শোনে ; ৮১ ;
শূনই (ত)—শোনে ; ১৬৪ ; ১৬৫ ;
শূনব—শুনিব ; ১৭০৩ ;
শূনয়ে—শোনে ; ৪১৭ ;
শূনল—শুনিল ; ১৭০৩ ;
শূনসি—শুনিতেছ ; ২৩১ ;
শূনহ—শোন ; ১৯৬৫ ;
শূনিয়ে—১। শুনি ; ১১১ ;
 ২। শোনা যায় ; ৩৫৮ ;
শূর (সং)—বীর ; ৩৫০ ;
শেখর (সং)—১। শিরোভূষণ ; ১৩ ;
 ২। রসিক-চূড়ামণি ;
 ৩। পদ-কর্ত্তা-বিশেষ ; শ্রীকৃষ্ণ ;
শেজ—শয্যা ; ৭৫ ;
শেল—তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র-বিশেষ, শূল ; ১৭৭ ;
শেষ (সং)—১। অনন্ত-দেব ; ১১৪৪ ;
 ২। পরাকাষ্ঠা, সীমা ; ১২০ ;
 ৩। অন্তিম ; ১৮০ ;
 ৪। ভোজ্য-দ্রব্যের অবশিষ্ট ; ২৮১২ ;
শেষা—শেষ-অবস্থা ; ১৮৭৭ ;

শেহলি—শৈবাল, শেওলা ; ১৩৫৬ ;
শৈবল, শৈবাল (সং)—শেওলা ; ২৭১ ;
শৈল (সং)—পর্ব্বত ; ৪১৮ ;
শোকিল—শোক-জনক ; ১৮৯৩ ;
শোভ (ভই)—শোভা করে ; ৫৪৪ ;
শোভনি—শোভা ; ১৩২৭ ;
শোভিতা—শোভিত ; ১৭৭০ ;
শোয়ত—শয়ন করে ; ১৮৩৬ ;
শোয়াস—শ্বাস , ৯৮ ;
শোর (ফা°)—গণ্ডগোল ;
শোষিত (সং)—যাহার রস শোষণ করা হইয়াছে ; ১৭১ ;
শোহ (হে)—শোভা করে ; ১৭০ ;
শোহই (ত)—শোভা করে ; ১৩২ ; ৫৪৪ ;
শোহন—শোভন, সুন্দর ; ১৩২ ;
শোহনি—শোভা ; ১৩০৫ ;
শোহা—শোভা ; ১৫৮৫ ;
শোহাওন (না)—শোভা-যুক্ত ; ২৯৭২ ;
শোহায়ত—শোভা দেয় ; ২৯০৩ ;
শোহায়ন—শোভা-যুক্ত ; ১৭৩৬ ;
শোহায়ল—শোভিত করিল ,
শোহিতা—শোভিতা ; ২৮৬১ .
শোহিনি (নী)—শোভিণী, শোভা-কারিণী ; ২৭০ ; ২৭১৫ ;
শ্যাম (সং)—১। শ্যাম-বর্ণ-বিশিষ্ট ; ২৮৮৪ ;
 ২। শ্রীকৃষ্ণ ; ১২৪ ;
শ্যাম-মূরতি—১। শ্যাম-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ ; ৩৫০ ;
 ২। শ্যাম-মূর্ত্তি অন্ধকার ; ৩৫০ ;
শ্যামর (রু)—১। শ্যামল, শ্যামবর্ণ ; ৪০ ;
 ২। শ্রীকৃষ্ণ ; ৪০ ; ১৬৬ ;
শ্যামরি—শ্যামলা, শ্যামবর্ণ ; ৪১ ;
শ্যামলয়া (সং)—শ্যামলা নাম্নী সখির সহিত ; ২৫৭১ ;
শ্যামা (সং)—১। শ্যাম-বর্ণা ; ৫৩৬ ;
 ২। শ্রীরাধার প্রিয় সখী-বিশেষ ;
শ্যামা—শ্যাম-বর্ণা ; ৪৮২ ; ৫২৯ ;
শ্রবণ (সং)—১। শোনা ;
 ২। কান ; ১০৭ ;

সঙ্গাতি—সঙ্গতি, সম্মিলন ; ১০৭৩ ;

সঙ্গিত (সং)—১। সম্মিলন ;

২। সঙ্গত ; ২১৩ ;

৩। সামঞ্জস্য ; ২৮৯৯ ;

সঙ্গিত (সং)—সংজ্ঞা-যুক্ত, সূচিত ; ৩৭৬ ;

সঙ্গিত—সঙ্গীত, গান ; ১৪৩৮ ;

সঙ্গিনি (নী)—সহচরী, সখী ; ৭১ ;

সঙ্গিয়া—সঙ্গী ; ২৭৭ ;

সঙ্গোপ (সং)—সঙ্গোপন ; ১১১৯ ;

সঙ্ঘ (সং)—সমূহ ; ১৯১৮ ;

সচকিত (সং)—চঞ্চল ; ৪৮ ;

সচূল (সং)—চূড়া-সংযুক্ত ; ৬৯ ;

সচেতনি—সচেতনা, চৈতন্য-যুক্তা ; ২৫১ ;

সচেল (সং)—সবস্ত্র, বস্ত্র-সহিত ; ১৩৪১ ;

সজ—সজ্জা ; ২৭৯৭ ;

সজনি (নী)—সখী ; ২৮ ;

সজল—জল-যুক্ত ; ৭৩ ;

সজ্জ—সজ্জা ; ২৯১০ ;

সঞে—(হিং, মৈং 'সে') ১। দ্বারা (৩য়া-বিভক্তির চিহ্ন) ৮৩১ ;

২। হইতে (৫মী-বিভক্তির চিহ্ন) ; ৮১ ; ১১৫ ; ১২৭ ;

সঞে—(সং 'সঙ্গ', বাং 'সনে') সঙ্গে ; ৩৭ ; ৫৮ ; ৮৫ ;

সঞ্চরু—(সং 'সঞ্চর' ধাতু) ১। সঞ্চরণ করে ; ৬৭ ;

২। সঞ্চার করে, সৃষ্টি করে ; ১৪৯২ ;

সঞ্চার (সং)—১। সঞ্চরণ, গতি ; ১৫১ ;

২। চেষ্টা, যত্ন ; ১৬৮ ;

সঞ্চারি—অলঙ্কার শাস্ত্রের বর্ণিত 'অসূয়া' প্রভৃতি 'সঞ্চারি'-ভাব ; ১৬৭ ;

সঞ্চারি—('সঞ্চরু' দ্রং) সঞ্চরণ করে ; ৯১৫ ;

সঞ্জাত—(সং 'সংযম', পূং বাং 'সঞোৎ') সংযম, ক্ষমা ; ৩৮৭ ;

সতন্তর—(সং 'স্বতন্ত্র') স্বাধীন ; ২৫৩২ ;

সতন্তরি—('সতন্তর' দ্রং ; স্ত্রীং) স্বাধীনা ; ২৯০ ;

সতর—(সং 'সত্বর') ১। ত্বরা-যুক্ত, ব্যস্ত ; ৯৫৩ ;

২। সতর্ক ; ৮২৫ ;

সতি (তী)—সতী, সাধ্বী ; ৬০ ;

সতি—সত্য ; ৭৬ ; ১৪৫ ;

সতীপন—সতীত্ব ; ২৮৬৩ ;

সতী-সাধে—('সাধ' দ্রং) সতীর অভিমানে ;

সত্ত্ব (সং)—সত্ত্ব-গুণ ; ১১১২ ;

সত্র (সং)—যজ্ঞ ; ১৭২ ,

সদন (সং)—গৃহ ; ৩৩৬ ;

সদায়—সদা, সর্ব্বদা ; ১৫৫ ;

সনেহ—('নেহ' দ্রং) ১৬২৫ ;

সন্ত (হিং)—সজ্জন ; ১৪৯২ ;

সন্তত (তি) (সং)—সতত ; ১৭৩৫ ; ১৮১৭ ;

সন্ততি—(সং 'সন্তত') সতত ; ১৭৩৫ ;

সন্ততি (সং)—সন্তান ; ১৭৮৮ ;

সন্তাপই—সন্তাপিত করে ; ২৭১৭ ;

সন্তাপই—সন্তাপ দেয় ; ১৮০২ ;

সন্তাযবি—সান্ত্বনা করিবি ; ২৪৯৩ ;

সন্দেশ (সং)—১। সংবাদ ; ৩৩৬ ,

২। (সংবাদ বা তত্ত্বের সহিত প্রেরিত হওয়ায়) উৎকৃষ্ট মিষ্ট অর্থাৎ [illegible] ৭৯৯ , ৮১৪ ; ৮৩৩ ;

সন্ধান (সং)—১। সংযোজন ; ২৩১ ;

২। বাণদ্বারা বিদ্ধকরণ ; ২৪৪৭ ;

৩। বাঞ্ছা ; ২৯২৬ ;

সন্ধ্যামুনি—এক-জাতি সর্প (?) ; ৮৫১ ;

সন্না—('সন্নাহ' দ্রং) বন্ধন ; ১৪০৪ ;

সন্নাহ (সং)—বন্ধন ; ১৪৮২ ;

সপদ (সং)—উত্তম অবস্থা ; ২৫৯৮ ;

সপদি (সং)—তৎক্ষণাৎ ; ৬৯ ;

সপন—স্বপ্ন ; ১৯৬ ;

সফরি (রী)—পুঁটি-মাছ ; ২৭১ ;

সব কোই—যাবতীয় লোকে, সকলে ; ১৮১৩ ;

সবয়স—সম-বয়স্ক ; ১৩০৮ ;

সবহুঁ—সকল-ই ; ৯৯৭ ;

সবে—(সকলের মধ্যে) কেবল ; ১৪৫ ; ১৭৫২ ;

সবে—সহিবে—৩৯২ ;

সভা—১। সভা, সমিতি ; ৮ ;
২। সবা, সকল ; ১৬ ;
সভাকার—সকলের ; ১৮৫২ ;
সভাকারে—সকলকে ; ১৪৯২ ;
সভে—সকলে ; ১৬ ; ৯৯ ;
সমঝি—বুঝিতে ; ২৫১৪ ;
সমতি—১। সম্মতি, সাড়া ; ৪১ ;
২। স্বীকৃতা ; ৫৬০ ;
সমতুল—সমতুল্য, সদৃশ ; ১০৯ ;
সমবয়—সম-বয়স্ক ; ৬২৮ ;
সমর (সং)—যুদ্ধ ; ৪০৯ ;
সম-রস—সমান রস-যুক্ত ; ২৪২৯ ;
সমরী—('সঙারি' দ্র°) সংস্কার করিয়া ; ২৭৩৪ ;
সমরেহ—('সমরী' দ্র°) সংস্কার কর ; ২৭৩৪ ;
সমর্পিলুঁ—সমর্পণ করিলাম ; ৩০১৭ ;
সমাওত—(সং 'সং+মা' ধাতু) প্রবেশ করে ; ৩০১৬ ;
সমাগতি (সং)—সমাগম, সম্মিলন ; ২২০ ;
সমাজ (সং)—সমূহ, সম্প্রদায় ; ২৩৯ ;
সমাধয়ে—ধ্যান করে ; ৩০৪ ;
সমাধল—শেষ করিল ; ১০৬২ ;
সমাধা—নিষ্পত্তি, প্রতিকার ; ৬১ ;
সমাধান (সং)—১। শেষ ; ৫৬৮ ;
২। সম্পাদন, নির্ব্বাহ ;
৩। উপায়, প্রতিকার ; ৫৬৯ ,
সমাধি (সং)—১। গভীর ধ্যান ; ৫৬ ;
২। স্থির, নিশ্চয় ; ৮৩৮ ;
সমাধ্ধিয়া—সমাধি অর্থাৎ ধ্যান করিয়া ; ২৪৬৬ ;
সমাধিয়া—সমাপ্ত করিয়া ; ৭৫৭ ;
সমাপই—সমাপ্ত করে ; ৪৯১ ;
সমাপন (সং)—সমাপ্তি ; ২৪ ; ১৬০১ ;
সমাপল—সমাপ্ত করিল ; ৭১৮ ;
সমাপলুঁ—১। সমাপ্ত করিলাম ; ১৬০৪ ;
২। বিলীন করিলাম ; ৩০১৬ ;
সমাপি—সমাপ্ত করিয়া ; ১৫২৩ ;
সমাবয়া—(সং 'সং+আপ' ধাতু) সমাপ্ত হইল ; ২৬৯৮ ;
সমারি—সম্বরণ করিয়া ; ২৫১৩ ; ২৭৩৪ ;
সমিপ—সমীপ, নিকট ; ১০৬১ ;
সমীপ (সং)—নিকট ; ২৮১ ;
সমীর (রণ) (সং)—বায়ু ; ৩৩৭ ; ১০৯৬ ;
সমীলন—সম্মিলন ; ২৯০৪ ;
সমুঝউ—বুঝুক ; ১০০৪ ;
সমুঝল—১। বুঝিল ; ৩৩২ ;
২। বুঝিলাম ; ৪১৩ ;
সমুঝল—বুঝিল ; ১৮১২ ;
সমুঝলি—বুঝিলি ; ৪৭২ ;
সমুঝসি—বুঝিতেছ ; ২৩৬ ;
সমুঝহ—বুঝিয়া দেখ ; ১৫৬ ;
সমুঝাই—বুঝে ; ২৭৩৭ ;
সমুঝাই—সমঝাইয়া ; ৪৫২ ;
সমুঝাওয়ে—সমঝায় ; ১৯৪৩ ;
সমুঝাব—বুঝাইবে ; ২৩৩ ;
সমুঝায়—সমঝায় ; ১৮২৬ ;
সমুঝায়ত—সমঝায় ; ১৮৩০ ;
সমুঝায়ব—১। বুঝাইবে ; ৪৩৭ ;
২। বুঝাইব ; ৪৭২ ;
সমুঝায়ল—সমঝাইল ; ৪৩৪ ;
সমুঝায়লুঁ—বুঝাইলাম ;
সমুঝি—বুঝিয়া ; ১০৯
সমুঝিয়ে—১। বুঝি ; ১৯৬ ;
২। সঙ্গীত মনে করি ; ৪০৬ ;
সমুহনি—সমূহে ; ১৭৭৪ ;
সমৃদ্ধিমান—সুদীর্ঘ প্রবাসের পরে নায়ক-নায়িকার যে পরম উল্লাসময় সম্ভোগ ঘটে রস-শাস্ত্র অনুসারে উহাই সমৃদ্ধি মান নামে প্রসিদ্ধ ; ১৯৮৫ ;
সম্পন্ন (সং)—পুষ্ট ; প্রবাসের পর উৎকণ্ঠিত নায়ক-নায়িকার যে উল্লাস-যুক্ত সম্ভোগ ঘটে, রস শাস্ত্রে উহাই 'সম্পন্ন' সম্ভোগ বটে ; ৬৫৫ (টীকা দ্র°)
সম্পায়ন—সম্পাদন ; ১৫১৮ ;
সম্পুট (সং)—কৌটা, ডিবা ; ৩১০ ;
সম্পূরণ—সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ ; ২৩১ ;

সম্বর—১। সম্বরণ করে ; ১৬৩ ;
২। সম্বরণ কর ; ৩৮৯ ;
সম্বর (স°)—ঐ নামে প্রসিদ্ধ অসুর ; ২৭৩৯ ;
সম্বর-বৈরী (স°)—প্রদ্যুম্ন অর্থাৎ কন্দর্প ; ২৭৩৯ ;
সম্বরু—১। সম্বরণ করে ; ৯৭৫ ;
২। সম্বরণ কর ; ৩৮৯ ; ৪০৬ ;
সম্বরু—সম্বরণ ; ১০১২ ;
সম্বাই—সংবাহন করিয়া অর্থাৎ টিপিয়া দিয়া ; ৩০৭১ ;
সম্বাদব—১। সংবাদ দিবে ; ৩১৪ ;
২। সংবাদ দিব ; ১৬৫৮ ;
সম্বাদল—সংবাদ দিল ; ২২০ ;
সম্বাদহ্—১। সংবাদ ; ৩১৩ ;
২। সংবাদ দেও, দিও ; ১৭১৫ ;
সম্বাদি—সংবাদ লইয়া ; ১৬৩৭ ;
সম্বাহই—হস্ত-পদাদি মর্দ্দন কর ; ৬০৮ ;
সম্বাহন (স°)—হস্ত-পদাদির মর্দ্দন ; ১২৩১ ;
সম্বাহব—সংবাহন করিব অর্থাৎ টিপিয়া দিব ; ৩০৭০ ;
সম্বাহি—সংবাহন করিয়া ; ৩০৮২ ;
সম্বিত—(স° 'সংবীত') সংযুক্ত ; ১৫১৮ ;
সম্বিত—(স° 'সংবিৎ') ১। চৈতন্য ; ১৬০৫ ;
২। সোয়াস্তি ; ৬৩৫ ;
৩। সুস্থ ; ৮৬২ ;
সম্বীত—('সম্বিত' দ্র°) সোয়াস্তি ; ১৮৯২ ;
সম্বোধই—সম্বোধন করে ; ২৮৮০ ;
সম্বোধব—সম্বোধন করিব ; ১৭১৭ ;
সম্ভলি—প্রবেশ করিয়া ; ২৮৬০ ;
সম্ভাইল—প্রবেশ করিল ; ৮৯৬ ;
সম্ভায়ব—প্রবেশ করিবে ; ১৯৮৩ ;
সম্ভায়ল—প্রবেশ করিল ; ১৭৭ ; ১০৯৬ ;
সম্ভার (স°)—আয়োজন ; ১১৯৯ ;
সম্ভার—সম্বরণ ; ১০৪২ ;
সম্ভাষ (স°)—সম্ভাষণ, আলাপ ; ২৬ ;
সম্ভাষই—আলাপ করে ; ৩৫৮ ;
সম্ভাষসি—আলাপ করিতেছ ; ১৩৮ ;
।—আলাপ করিয়া ; ৮১ ;

সম্ভেদ (স°)—১। মিলন ; ২৫২ ;
২। সংঘটনা ; ৭৩৫ ;
সম্ভেদল—সম্যক্‌রূপে ভেদ অর্থাৎ পৃথক্ করিল ; ২৫০৫ ;
সম্ভ্রম (স°)—সম্মান ; ২৩৮ ;
সয়ানি—('সিয়ানি' দ্র°) চতুরা স্ত্রী ; ২৯১৭ ;
সর—১। স্বর, কণ্ঠ-ধ্বনি ; ৬৩৪ ;
২। গীত ; ১৪৪২ ;
৩। সর (স° 'শর') দুধের সর, মালাই ;
সরণা (হি)—সরণী, পথ ; ৯৭৭ ;
সরপূপি—(সর পুরিয়া ?) মিষ্টান্ন-বিশেষ ; ২৫৫৭ ;
সরব—চলিব ; ১৪৮৪ ;
সরবর—সরোবর ; ২১ ;
সরবস—সর্ব্বস্ব ; ১৯৯ ;
সরবি—চলিবি ; ১৪৮৪ ;
সরভাজা—দুধের সর দ্বারা তৈরী প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন-বিশেষ ; ২৫৫৭ ;
সরম—(ফা° 'শরম') লজ্জা ; ৫৭১ ;
সরমণ্ডল—(স° 'স্বর-মণ্ডল') বীণাযন্ত্র-বিশেষ ; ২৭৯৯ ;
সরমিত—('সরম' দ্র°) লজ্জিত ; ১১৩৬
সররুহ—সরোরুহ, পদ্ম ; ২১০
সরস (স°)—১। রস-যুক্ত, আনন্দ-যুক্ত ; ৫৫৭ ;
২। প্রফুল্ল ; ২১২ ;
সরসয়ে—রস-যুক্ত করে ; ১২৭৭ ;
সরসি—সরস অর্থাৎ আনন্দিত হইয়া ; ২৬৮১ ;
সরসি—সরসী, সরোবর ;
সরসিজ (স°)—পদ্ম ;
সরসিরুহ (স°)—পদ্ম ;
সরসী (স°)—সরোবর ; ২৪৬২ ;
সরি—(স° 'সর'—মাল্য) মালা ; ২৭৪০ ;
সরিখি—(স° 'সদৃক্ষ') সদৃশ, তুল্য ; ৭০৯ ;
সরিষ—(স° 'সর্ষপ') সরিষা ; ৪৯৮ ;
সরু—মিহি ; ২১০ ;
সরূপ—স্বরূপ, যথার্থ ;
সরে—চলে ; ২৭০০ ;
সরোজ (স°)—পদ্ম ; ২৬৮ ;

সরোরুহ (স°)—পদ্ম ; ১২ ;
সহ—সহে ; ৯৮৮ ;
সহই—১। সহে ; ১৭৪ ;
২। সহিতে ; ৩৭ ;
সহকারি—সহকারী, সাথী ; ২৫৫১ ;
সহচরি—সঙ্গিনী ; ৮৬ ;
সহজ (স°)—১। স্বাভাবিক ; ১৬৭ ;
২। স্বভাবতঃ ; ১৫০ ;
৩। সাধারণ ; ১২০ ;
সহজে—১। স্বভাবতঃ ; ৪১ ;
২। বিনা কষ্টে ; ২২২ ;
সহবি—১। সহিবে ; ২২২ ;
২। সহিবি ;
সহায়—১। সাহায্য-কারী ; ১৯৮ ;
২। সহায়তা ; ১৮৫ ;
সহিতে—সাথে ; ১৯৮ ;
সহুঁ—সহে ; ১৬৬৫ ; ১৭৪৭ ;
সহু—সহিতে, সহ্য করিতে ; ১৬৯ ;
সহে—সহিত ; ২৯১১ ;
সহোদর (স°)—১। সহোদর ভ্রাতা ;
২। সদৃশ ; ৭৮৯ ;
সাঁচ (চি)—সত্য ; ৩৭৩ ;
সাঁচি—১। সঞ্চিত করিয়া ; ৮৮ ;
২। সঞ্চিত করিয়াছে ; ২২৭ ;
সাঁঝ (ঝ)—(স° 'সন্ধ্যা' ; প্রা° 'সঞ্ঝা') সন্ধ্যা ; ৯৫৯ ;
১৫৯৯ ;
সাঁতার—১। সন্তরণ ;
২। সন্তরণীয়, সন্তরণ-যোগ্য ; ১৪২৩ ;
সাঁধিল—সংযোজন করিল ; ২৩৬১ ;
সাঁভারি—(স° 'সং—মা' ; হি°, মৈ° 'সমা' ; বা° 'সাম্‌লা' ধাতু) সাম্‌লাইয়া, গোপন করিয়া ; ২২৮ ;
সাই—সহিত ; ১০৫৪ ;
সাঈ—(স° 'সাধ', প্রা° 'সাহ' ধাতু) সাধিয়া ; ২৫৯ ;
সাংখ্য (স°)—কপিল মুনি-প্রণীত সাংখ্য-দর্শন ; ১১ ;
সাখি (খী)—১। সাক্ষী ; ৯৩ ;
২। সাক্ষ্য, প্রমাণ ; ২২৬ ; ২৩০ ;
সাঙর (স্ত্রী° 'সাঙরি')—শ্যামল, শ্যাম-বর্ণ-বিশিষ্ট ; ২৫৩ ;
সাঙলি—শ্যাম-বর্ণা গাভী ; ১১৯২ ;
সাঙ্গাতি, সাঙ্ঘাতি—('সঙ্গাতি' দ্র°) সঙ্গী, সখা ; ২১০ ;
২০৩৮ ;
সাচি—সত্য ; ১৬০৮ ;
সাজিঘ—(স° 'সহার্ঘ' ; 'মাজিঘ' দ্র°) সস্তা ; ১৯৮৩ ;
সাচনা—দই জমাইবার সাজা ; ২১২৯ ;
সাজ—সাজে, শোভা পায় ; ৭৩ ;
সাজ—সজ্জা ; ১১২ ;
সাজই (ত)—১। সাজে ; ২১ ;
২। (অন্তর্ভূত ণিজন্ত) সাজায় ; ২৮৩ ; ২৭৩০ ;
সাজাওত—সাজায় ; ২৭৫১ ;
সাজক—সাজ-কারী ; ২১৬১ ;
সাজনা-নি-নী—সজ্জা ; ২৯৩ ; ১০০৯ ; ২৯০৯ ;
সাজল—১। সাজিল ; ৮০ ;
২। সজ্জিত ; ৩৫৮ ;
সাজলুঁ—সাজাইলাম ; ২৭৩৮ ;
সাজহ—সাজাও ; ৭৫ ; ৩১৩ ;
সাজা—সজ্জিত, শোভিত , ২৭১ ;
সাজাওল—সাজাইল ; ১০০৬ ;
সাজায়লি—(স্ত্রী° কর্ত্রী) সাজাইল ; ৩৭১ ;
সাজালুঁ—সাজাইলাম ; ২৮২ ;
সাজে—১। সজ্জা করে ; ১০০৯ ;
২। শোভা পায় ;
সাটোপ (স°)—আড়ম্বরের সহিত ;
সাটোবে—('আটব সাটব' দ্র°) আড়ম্বরের সহিত ;
২৬৩১ ;
সাত (স°)—প্রদত্ত ; ১৩৪ ;
সাত—(স° 'সান্ত্ব্য') আরাম ;
সাত—সহিত, সাথ ; ২৮৮৫ ;
সাতলী—ক্রীড়কদের সর্ত্ত (?) ; ১১৯৫ ;
সাতায়লি—সান্ত্বনা করিল ; (স্ত্রী° কর্ত্রী) ; ২৫০২ ;
সাতি—(স° 'সান্ত্ব্য') আরাম ; ২০৯৮ ;
সাদৃশ—সদৃশ, তুল্য ; ১৮০২ ;

সিনায়ব—স্নান করাইব ; ১৭৫২ ;
সিনায়ল—স্নান করাইল ; ২৫০২ ;
সিনিয়া—স্নান করিয়া ; ২১০ ;
সিনেহ—স্নেহ, প্রেম ;
সিন্ধু (ন্ধুয়া)—সমুদ্র ; ২৭৩ ; ৩৪১ ;
সিন্ধুর (সং)—হস্তী ; ২৮৪ ;
সিয়া—('আসিয়া' শব্দের সংক্ষেপ) আসিয়া ; ২০৭১ ;
সিয়ানী—(সং 'সজ্ঞান' ; হিং, মৈং 'সিআন' স্ত্রীং) বুদ্ধিমান ; ১৩৮৫ ;
সিয়ানী—('সিয়ান দ্রং') বুদ্ধিমতী, চতুরা ; ৪৭৯ ;
সিরজি (জিয়া)—সৃজিয়া ; ৪১৯ ; ২৯০৪ ;
সিরজিল (লে)—সৃজিল ; ৮০৫ ; ৮৮৯ ;
সিসি—(ফাং 'শীশা') শিশী, কাচের ছোট বোতল ; ২৮৩৩ ;
সীঁচত (তয়ে)—সেচন করে ; ২৯৭১ ; ১৭৫৭ ;
সীঁচহ—সিক্ত কর ; ৪৩৫ ;
সীত—সিত, শুভ্র ; ২৪৬২ ;
সীতা (সং)—১। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের পত্নী ; ২৩ ;
সীতা-নাথ (সং)—শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য ; ৬ ;
সীতামোদ (সং)—সীতাঠাকুরাণীর আনন্দ-জনক ; ৭ ;
সীথ (থি)—(সং 'সীমন্ত'-শব্দজ) ১। সিঁথী ; ৪৮৩ ; ২৮৭০ ;
২। সিঁথীর অলঙ্কার-বিশেষ ; সিঁথীপাটী ; ১০০৬ ;
সীথ-ফল—সিঁথী-পাত (সিঁথীর অলঙ্কার-বিশেষ) ; ২৯২০ ;
সীধে—(হিং 'সীধা') সোজা-ভাবে ; ২৭৬৪ ;
সীম (মা)—১। প্রান্ত ; ৩ ; ৪৯ ;
২। পরাকাষ্ঠা ; ৯৯৭ ;
সুকুমারী (সং)—সুন্দরী ; ১১৮ ;
সুকৃতি (সং)—পুণ্য ; ১ ;
সুকেশিনি (নী)—সুকেশী ; ৪৭৯ ;
সুখদ (সং)—সুখ-দায়ক ; ৮ ;
সুখদয়—(সং 'সুখোদয়') সুখের উদয় যাহাতে, সুখোৎপাদক ; ১৫৬১ ;
সুগড়, সুঘড়—(সং 'সুগঠিত') ১। সুন্দর ; ১০৭২ ;
২। সুচতুর ; ২১৬১ ;
সুছন্দ—(সং 'সু+ছন্দস্—ছন্দঃ) ১। সুন্দর কবিতা ; ৫৭ ; ১১১ ; ৮৫৫ ;
২। সুন্দর ;
সুজান—(সং 'সুজ্ঞান') সুবিজ্ঞ ; ৭১৮ ;
সুজান—(সং 'সুজন') সজ্জন ;
সুঝম্প ('ঝম্প' দ্রং)—সুন্দরভাবে ঝাঁপা অর্থাৎ আচ্ছাদিত ; ১৯৭৩ ;
সুঝে—(সং 'শুধ' হইতে) (দৃষ্টিদ্বারা) ভ্রম-সংশোধন করে দেখে ; ২৬৯৮ ;
সুঠান—সুঠাম, সুন্দর ভঙ্গী-বিশিষ্ট ; ২ ; ১৩২ ;
সুঢার—(হিং 'সুঢার' বাং 'সুডৌল') সুগঠন ; ১০৮০ সং পদের 'সুচারু' স্থলে সঙ্গত পাঠ ; (পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন' শীর্ষকে পাঠবিচার দ্রষ্টব্য।)
সুত (সং)—পুত্র ; ১৫৮৯ ;
সুতন—জামা-বিশেষ ; ২৬৯২ ;
সুতা (সং)—কন্যা ; ১৬৩ ;
সুতায়ুয়া—সুতান ; ১২৭৭ ;
সুদিপত—সুদীপ্ত, সুন্দররূপে উজ্জ্বল ; ২৪৭৩ ;
সুদুরগম—সুদুর্গম, অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য ; ২৩৫৪ ;
সুধা (সং)—অমৃত ;
সুধাও—জিজ্ঞাসা কর ;
সুধাংশু (সং)—চন্দ্র ;
সুধাকর (সং)—চন্দ্র ;
সুধাময় (সং)—অমৃতময় ; ৪৭৪ ;
সুধায়—জিজ্ঞাসা করে ;
সুধারয়ে—সংশোধন করে ; ২৫৪৭ ;
সুধি—(সং 'সু'+'ধী') স্মরণশক্তি, চৈতন্য ; ৯৮ ; ১৯৯ ;
সুধীর (সং)—সুনিপুণ ; ৪০৯ ;
সুনয়নি—সুনয়না, সুন্দর-নেত্র-বিশিষ্টা ; ২৩৪ ;
সুনেহ—('নেহ' দ্রং) উত্তম প্রেম ;
সুপত্তন—উৎকৃষ্ট আরম্ভ ; ২৮৮৩ ;
সুপুরুখ—সুপুরুষ ; ১০৯ ;
সুবরণ—সুবর্ণ ; ১৭০৪ ;
সুবলমি—সুগঠন ; ৩২১ ;
সুবলিত—সুগঠিত ; ২০৬১ ;

সোঁপব—সমর্পণ করিব ; ৪৯ ;
সোঁপল—সমর্পণ করিলাম ; ২৭৩১ ;
সোঁপলুঁ—সমর্পণ করিলাম ; ১১৫ ;
সোঁপি—১। সমর্পণ করি ; ৯৩৬ ;
২। সমর্পণ করিয়া ; ৩২০ ;
সোঁপিত—সমর্পিত ; ১২৫৭ ;
সোঁপিল—সমর্পণ করিল ; ২৮০২ ;
সোঁপিলুঁ—সমর্পণ করিলাম ; ১১৩ ;
সো—(স° 'সঃ', হি° 'সো') ১। সে ; ১৬৯১ ;
২। সেই ; ১ ; ৪৬ ;
৩। তাহা ; ১৬৯৫ ;
সো—(ব্র° 'সো') সহিত ; ১১৪ ; ২৮৬৬ ;
সোই—১। সেই ; ৩৭ ;
২। সে ; ৬৪ ; ১০৮ ;
সোঙরণ—স্মরণ ; ১৭৩০ ;
সোঙরসি—(উচ্চারণ 'সোঁঅরসি') স্মরণ করিতেছ ; ৪২৭ ;
সোঙরাব—স্মরণ করিবা ; ৪১৭ ;
সোঙরি—১। স্মরণ করি ; ৯০৩ ;
২। স্মরণ করিয়া ; ২১৭ ;
সোঙরিতে—স্মরণ করিতে ; ১৭০ ;
সোঙরুক—স্মরণ করুক ; ১৫২০ ;
সোঙরো—স্মরণ করো ; ১০৮৫ ;
সোঙারল—('সঙারত' দ্র°) সংস্কার করিল ; ৪৮৩ ;
সোণ—(স° 'সুবর্ণ' হইতে) স্বর্ণ-বর্ণ ; ২৩১৭ ;
সোণে মড়ি—স্বর্ণদ্বারা মোড়ানো ; ১০৮৬ ;
সোণার—(স° 'স্বর্ণকার' ; হি°, মৈ° 'সুনার্') স্বর্ণকার ;
সোধায় (য়ে)—জিজ্ঞাসা করে ; ৮০৮ ; ১৮৫২ ;
সোন-কুসুম—শন-পাটের স্বর্ণ-বর্ণ ফুল ; ৩ ;
সোয়—১। সে ; ১৬৫ ;
২। তাহা ; ১৭৮ ;
৩। তাহাকে ; ১৭৬৫ ;
সোয়াথ—স্বস্তি, সোয়াস্তি ; ১৭৫ ; ২৮৩৫ ;
সোয়াস্থ্য—('সোয়াথ' দ্র°) সোয়াস্তি ; ৩২ ; ৩৫ ;
সোর—('শোর' দ্র°) গোলমাল ; ১৫৬৫ ;
সোসর—সদৃশ, সমান ; ১০৯৪ ;
সোহে—('সো', 'সেহ' দ্র°) সে ; ১৯২৫ ;
সোহাগ (গি)—('সুহাগ' দ্র°) আদর ; ৮৯ ; ৭১৬ ;
সোহাগল—১। সোহাগ-যুক্ত ; ৭০৭ ;
২। সোহাগা-যুক্ত ; ৭০৭ ;
সোহাগি (গিনি)—আদরিণী ; ২৭০ ; ১৭১৭ ;
সোহায়ল—শোভিত করিল ; ১০৮১ ;
সৌতিনি—(স° 'সপত্নী', অপ° 'সবত্তিনী', হি° 'সৌতন্') সতিন ; ৩০৯ ;
সৌদামিনি—বিদ্যুৎ ; ২৯৭ ;
সৌভগ (স°)—সৌভাগ্য-সূচক ; ২২ ;
সৌর— ? ২৩২২ ; ২৩২৬ ;
সৌরভ (স°)—সুগন্ধ ; ৭৪ ;
স্তবধ—১। স্তব্ধতা, জড়তা ; ২৭৩।
২। স্তব্ধ ; জড়তা-যুক্ত ; ১৭৪৫ ;
স্তম্ভ (স°)—১। অসাড়তা ; ১৫৯ ;
২। থাম, থাম্বা ; ৫২৪ ;
স্তিরিয়া—(স° 'স্ত্রী' ; হি° 'ত্রিয়া') স্ত্রীলোক ; ৪৮৩ ;
স্থলি—স্থলী, বেদী ; ১৮৭৬ ;
স্থেহ—স্থৈর্য্য, স্থিরতা ; ১৪২ ;
স্নাত (স°)—কৃত-স্নান ; ১৬২ ;
স্ফুটন (স°)—প্রকাশ ; ১৮৫৩ ;
স্ফুরই—স্ফুরিত হয় ; ২৯৯৬ ;
স্ফুরব—স্ফুরিত অর্থাৎ প্রকাশিত হইবে ; ১২ ;
স্ফুরাবে—প্রকাশ করিবে ; ৩০১৩ ;
স্ফুরিব—প্রকাশ পাইবে ; ৩০৫৫ ;
স্ফুরুক—প্রকাশ পাউক ; ৩০১২ ;
স্বতন্তর—১। স্বতন্ত্র, পৃথক্ ; ২৫২১ ;
২। স্বাধীন ; ৮৪৭ ;
স্বতন্তরী—(স° 'স্বতন্ত্রা') স্বাধীনা ; ২৯৭ ;
স্বপন—স্বপ্ন ; ১৪৫ ;
স্বরূপ (স°)—১। যথার্থ ; ৪৮৩ ;
২। সদৃশ ; ৪৬ ;
স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা—অষ্ট-নায়িকার অন্তর্গত নায়িকা-বিশেষ ; যথা—

"সদা কান্ত করে যার আদেশ পালন।
স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা তারে কহে কবিগণ॥
রস-মঞ্জরী।

স্বামি-বরত—স্বামি-ব্রত, পতির মঙ্গলার্থে ব্রত; ২৪৯৫;
স্বেদ (স°)—ঘাম; ৬৭;
স্বেদিত (স°)—ঘর্ম্ম-যুক্ত; ২৯০০;
স্মর (স°)—কামদেব; ৪০৯;
স্মরই—স্মরণ করে; ১৬২;
স্মিত (স°)—ঈষৎ হাস্য; ১০২;
স্মের (স°)—ঈষৎ হাস্য-যুক্ত; ১২৭৫;
স্রবি—গলিয়া; ১২০৩;
স্রবে—প্রবাহিত হয়; ৯৩;

[হ]

হংসন—('ন'—ব্র° ভা° বহু-বচনে) হংসগণ;
হ—১। সমুচ্চয়-অর্থে অব্যয়; ৩০৮; ৮০৬;
২। নিশ্চয়-অর্থে অব্যয়; ১৭৩৬;
হ—হও; ৯৫৪;
হই—১। হয়; ১৮০;
২। হই;
৩। হইয়া; ১৮৬;
হইয়ে—হউক; ১৯৫৩;
হউ—হউক; ৫০৫;
হও—(উচ্চারণ 'হউঁ') হই; ৮৫৫;
হটী—হঠ-কারিণী, ধৃষ্টা; ১৩৯১;
হঠ (স°)—(হি°, মৈ° 'হঠ') ১। বল-প্রকাশ; ২৩৯;
২। বল-পূর্ব্বক; ১৫১;
হঠিয়া—(স° 'হঠী') বল-প্রকাশ-কারী; ১৯৭৪;
হঠিনা—(স° 'হঠিনী') বল-প্রকাশ-কারিণী; ২৬৪৮;
হত (স°)—১। বিনষ্ট;
২। (নিন্দা-অর্থে) পোড়া; ১৮১৯;
হনইতে—বধ করিতে; ৩১৮;
হনিয়া—আঘাত করে; ১৭৩৫;
হব—১। হইবে; ৩০৭০;
২। হইব;

হম (মি)—(স° 'অহম্'; হি°, মৈ° 'হম্') আমি; ১৯৭৫;
হমার রা-রি—('হেম' ব্র°; হি° 'হমারা') আমার;
৪৫; ৬৯; ২৪৪;
হমে—আমাকে; ২৫৯;
হয় নয়—হয় কি না হয় অর্থাৎ সাঁচা কি মিছা; ১২২;
হয়ে—হয়; ২৯১;
হর (স°)—১। মহাদেব;
২। হরণ-কারী; ৪৮১;
হর—হরণ করে; ১৪৩৪;
হরখ—হর্ষ, আনন্দ;
হরখনি—হর্ষণ; ১৫৫৭;
হরখি—হর্ষিত হইয়া;
হরি (স°)—১। শ্রীকৃষ্ণ; ২৫৫;
২। সিংহ; ২৫৫;
হরি—হরণ করিয়া; ২০০;
হরিচন্দন—এক-প্রকার উৎকৃষ্ট সুগন্ধি চন্দন; ১০১;
হরি-দাস—হরি-ভক্ত; ২৭;
হরিমণি—হরিন্মণি, পান্না; ১৯২৩;
হরি-মন্দির (স°)—হরির মন্দিরের আকৃতি-বিশিষ্ট তিলক;
২২৪২;
হরিষ—হর্ষ, আনন্দ; ১৪৫,
হরি হরি—খেদ-সূচক অব্যয়; ১৫৩; ২৭৩;
হরু—১। হরণ করে;
২। হারায়; ১৬১৭;
৩। হরণ করুন; ২৬২৮;
হল (স°)—নাঙ্গল;
হলধর (স°)—বলরাম; ২৬৯৭;
হল্লীষক (স°)—রাস-কেলি; ১২৬৯;
হসই—হাসে; ৮৫;
হসইতে—হাসিতে; ৫৮;
হসউ—হাসুক; ১৬২৫;
হসত—হাসে; ১২৫৬;
হসন (স°)—হাস্য; ১৬৭৭;
হসব—হাসিবে; ৫৯৩;
হসি—হসিয়া; ২৮৭৯;

হসিতে (সং)—১। হাস্য ; ২৪৬২ ;
২। হাস্য-যুক্ত ; ১৯৮ ;
হাঁক—উচ্চ-শব্দ ; ২৫৭৩ ;
হাঁকায়—উচ্চ-শব্দ করিয়া তাড়ায় ; ২৮০৪ ;
হাঁকারিয়া—উচ্চ-শব্দে খেদাইয়া ; ২৫৭৩ ;
হাকান্দ—(সং 'আক্রন্দ' ; প্রাং, বাং 'হাকণ্ড', 'হাকান্দ') ক্রন্দন-ধ্বনি ; ২২২৫ ;
হাট—হাটে, বেড়ায় ; ২৪৪৫ ;
হাটক (সং)—স্বর্ণ ; ১০৮০ ;
হাটন—হাটা ; ৬৮৬ ;
হাত (থ)—১। হস্ত ; ৪৩৬ ;
২। আয়ত্ত ; ১৫১ ; ১০৬৬ ;
হান—আঘাত করে ; ৩৬২ ;
হানই (ত)—আঘাত করে ; ৭৫ ; ১৫৯০ ;
হানল—আঘাত করিল ; ২০১ ;
হানলি—আঘাত করিলি ; ৮৫৮ ;
হানা—আঘাত ১২১ ;
হানি (সং)—ক্ষতি ;
হানি—১। আঘাত করিল ; ৯২ ;
২। আঘাত করিয়া ;
হানিল (লে)—আঘাত করিল ; ১০৩ ; ১৪৭ ;
হাপুতী—পুত্র-হীনা ; ২৫৬৬ ;
হাফান—হাঁপ, শ্বাসরোধ ; ২৩৪৩ ;
হাম—('হম' দ্রং) আমি ; ১২ ;
হামরা—('হম' দ্রং) আমরা ; ৭১ ;
২। আমার ; ১৯৭৪ ;
হামার-রা-রি—আমার ; ১০৯৪ ;
হামে—আমাকে ; ৩৭৪ ;
হারা—হার, মালা ; ৫৯ ;
হারা—(কৃদন্ত পদ) হারাইয়াছে যে ; ১১৯ ; ১৩৬ ; ১৩৭ ;
হারাঙ—(উচ্চারণ 'হারাউ') হারাই ; ২০০৫ ;
হারি (রী)—হনন-কারী ; ২৯৬৮ ;
হারি—১। হার, পরাজয় ; ৪০৪ ;
২। যে হারাইয়াছে ; ১৩৬ ;
হারিদ—হরিদ্রা ; ১৭০৪ ;
হালত—কাঁপিতেছে ; ১২৮ ;
হালিছে—কাঁপিতেছে ; ১৪০১ ;
হাসই—হাসে ; ৮২ ;
হাসউ—হাসে ; ২৪৮৩ ;
হাসত (য়ে)—হাসে ; ১৭৩ ; ১৭৪ ;
হাসনি—(সং 'হসন', হিং 'হসনি') হাস্য ; ৩ ;
হা হা—(খেদ-সূচক অব্যয়, বাং 'আহা') ১৪২ ;
হঁ, হি—১। করণ-কারকে তৃতীয়া-বিভক্তির চিহ্ন ; ৪০ ; ৪৫ ;
২। সহ-অর্থে তৃতীয়া-বিভক্তির চিহ্ন ; ৩ ;
৩। ৭মী-বিভক্তির চিহ্ন ; ১১ ; ৪১ ;
৪। নিশ্চয়-বাচক অব্যয় ; ১০ ; ১২ ;
হিঁডোর—দোল্‌না ; ১৫৫২ ;
হিঙ্গুল (সং)—পারা ও গন্ধক মিশ্রিত রক্ত-বর্ণ খনিজ পদার্থ-বিশেষ ; ১৪৭ ;
হিণ্ডোর—হিন্দোলা, দোল্‌না ; ১৫৫৩ ;
হিন—হীন ; ১০ ; ৬৭ ;
হিন্দোলা (সং)—দোল্‌না ; ১৫৫৪ ;
হিম (সং)—১। শীতল ; ২১৭ ;
২। শিশির ; ১৮১৪ ;
হিমকর (সং)—চন্দ্র ; ০১৯৬ ;
হিমকর-শীকর (সং)—শিশির-বিন্দু ; ১৫৩৯ ;
হিমধামা (সং)—চন্দ্র ; ৫৯ ;
হিয় (য়া)—হৃদয় ; ১ ; ৬ ;
হির—(সং 'হীর') হীরা ; ১৪৯৮ ;
হিরণ—হিরণ্য, স্বর্ণ ; ১৩৫ ;
হিরণ্য (সং)—স্বর্ণ ;
হিলন—১। হেলান, ঠেস্‌ ; ২৯৩ ;
২। হেলান দেওয়া ; ১৯ ;
হিলায়ত—হিলায়, দোলায় ; ২৮৮৬ ;
হিলোর—হিন্দোল, দোল্‌না ; ৫৮ ;
হিলোর (রি)—হিল্লোল, তরঙ্গ ; ১৩৫৭ ;
হিলোল—১। হিল্লোল, তরঙ্গ ; ৮৬ ; ১৪৯৫ ;
২। আন্দোলন, সঞ্চালন ; ১৫২ ;

লালি—আন্দোলিত করিয়া ; ৭০৫ ;

—হিত ; ৪২৭ ;

ম—হিত ; ২৮৫৯ ;

ন (স°)—১ ; রহিত ;

২। অধম ; ১৫৯ ;

(মা)—হিম, শিশির ; ২০৮ ; ১৮৩২ ;

য়—হৃদয় ; ১৯০১ ;

র (স°)—হীরা ; ১৩২৭ ;

ত—কম্পিত হয় ;

লন—হেলান দেওয়া ;

হু—১। নিশ্চয়-বাচক অব্যয় ; ১৮।৪৩ ; ৮৬।১৪ ;

২। সমুচ্চয়-বাচক অব্যয় ;

৩। শব্দের মাত্রা পূরক অব্যয় ; ৪৮ ;

ার (স°)—গর্জ্জন ; ৩৫০ ;

ত (স°)—হুঙ্কার ; গর্জ্জন ; ১৬৪ ; ২৩৫২ ;

—ভীড়, জনতা ; ২১০৫ ;

ড়—হুচট্ খাইয়া ; ৩০২৭ ;

াশ (শন)স°—অগ্নি ; ৪৮ ; ৪৭৭ ;

াহুলি—উলু-ধ্বনি ;

ত (স°)—হরণ ; ২৮৫৪ ;

য় (স°)—১। বক্ষ ; ২১৫ ;

২। অন্তঃকরণ ;

রজ (স°)—স্তন ; ৮৩ ;

—১। হৃদয় ; ৯৩৯ ;

২। হৃদয়ে ; ১০৯৯ ;

ক—(স° 'হৃষীক') ইন্দ্রিয় ; ১৯২৯ ;

ক-কমণ—ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ; ১৯২৯ ;

-(হি° 'হৈ') ক্রিয়া-বিভক্তি-বিশেষ ; ১০৮৮ ; ২৯৬৯

—(হি° 'হেট') অবনত ; ১১৫ ;

-মুড়্যা—যে ব্যক্তি মাথা নীচু করিয়া থাকে ; ৯৫৫ ;

—(সম্বোধনে অব্যয়) ; ১৩৬৫ ;

—('ঐছন' দ্র°) ১। এইরূপ ; ৭৭ ; ১৪৮ ;

২। সদৃশ ; তুল্য ; ১৬ ;

-(স° 'হেমন্') স্বর্ণ ; ২৮৭ ;

—('হোর' দ্র°) অদূরে ; ১০৮৩ ;

হেরই—১। দেখে ; ২২১ ;

২। দেখিয়া ; ১৫০ , ৩৯৯ ;

হেরই (ইতে)—দেখিতে ; ২৮ ; ১৩৮২ ;

হেরঙ—(উচ্চারণ 'হেরউঁ') দেখি , ১৬৮৪ ,

হেরত—১। দেখে ; ৫২ ;

২। দেখিতে ; ১২৫৫ ;

হেরবি – দেখিবা ; ৩২০ ;

হেরলুঁ—দেখিলাম ;

হেরসি—দেখিতেছ ; ২২৭ ;

হেরি—১। দেখে ; ৮৫ ;

২। দেখিল ; ৪৪ ; ৮১ ;

৩। দেখিয়া ; ১৯৫ ;

হেরিয়—হেরিয়া, দেখিয়া , ১৮৭৬ ;

হেরিয়ে—দেখা যায় ; ১৮ ,

হেরিলুঁ—দেখিলাম ; ১২৫ ,

হেরু—১। দেখিল ; ২৫৬ ,

২। দেখিলাম ; ৫৭ ;

হেলা (স°)—অবহেলা ;

হেলা—হেলান, ঠেস্ ; ১৪৯ ;

হেলায়ই—ঠেস্ দেয় ; ২৭৫ ;

হেলাহেলি—পরস্পর পরস্পরের গায়ে হেলিয়া পড়া ;

হেলি—হেলাইয়া ; ৩৭৭ ;

হৈমন—হেমন্ত-কাল ; ১৭১৮ ;

হৈয়ঙ্গব (স°)—টাট্কা মাখন ; ১১২৮ ;

হৈলুঁ—হইলাম ; ১১৭ ;

হো—১। ক্রিয়া-পদের সহিত ব্যবহৃত হি° প্রত্যয়-বিশেষ ২৩২৫ ;

২। (হি°) হউক ; ২৯৭১ ;

হো—('হ' দ্র°) সমুচ্চয়-বাচক অব্যয় ; ৬ ; ৭১৪ ;

হোই (য়)—১। হয় ; ৪৩ ; ৪৬ ;

২। হইয়া ; ১৭১ ;

হোত—১। হয় ; ৩০৮ ;

২। হও ; ১৮২৭ ;

হোয়ত—হয় ; ১৮ ;

হোত্তি—হয় ; ৫৫৮ ;

হোঁয়বি—হইলা ; ৫১ ;
হোয়ল—হইনু ; ১৫ ;
হোয়ব—হইবে ; ১১৩ ;
হোয়ে—হয় ; ১৮৩৩ ;
হোয়—অদূরে, সম্মুখে ; ১৭৬ ;
হো হো—আনন্দ-উল্লাস-সূচক অব্যয় ; ১৪৪১ ;
হ্রদ (সং)—অকৃত্রিম বৃহৎ জলাশয়, ৪৪০ ;